অমল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

*

পৌরাণিকা

দ্বিতীয় খণ্ড

ফার্মা কে এল এম (প্রাইভেট) লিমিটেড
কলিকাতা

* * *

পৌরাণিকা

পৌরাণিক অভিধান

দ্বিতীয় খণ্ড : ক—হ এবং পরিশিষ্ট।

অমল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা

প্রকাশক :
ফার্মা কেএলএম (প্রাঃ) লিমিটেড
২৫৭বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০১২

প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা—১৯৫৫

জন্ম—১৯২১

মুদ্রণ ও বাঁ[illegible]ই ব্য[illegible] অনেক বেড়েছে। তবু সরকার থেকে সুলভ মূল্যের কাগজ পাওয়াতে বইয়ের কিঞ্চিৎ সুলভ মূল্য ধার্য করা গেল।

মুদ্রক :
অরুণ কুমার পাইন
আরিজ্ প্রিণ্টার্স
৫১।১।১ শিকদার বাগান স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০০৪

পৌরাণিকা

ফল্গু—গয়া জেলাতে একটি নদী। বুদ্ধগয়ার প্রায় ৩-কি-মি দক্ষিণে নীলাঞ্জন ও মোহনার মিলিত ধারাই ফল্গু। গয়া সহরের উত্তরে প্রবাহিত। গঙ্গার শাখা পুন-পুনের সঙ্গে এসে মিশেছে। বর্ষা কাল ছাড়া অন্য সময় জল থাকে না। মহাভারতে আছে এই নদী দর্শনে অশ্বমেধের ফল, এবং মহতী সিদ্ধি লাভ হয়। ফলে অপর নাম পুণ্যজলা। কৃত্তিবাস অনুসারে সীতার শাপে ফল্গু ক্ষীণস্রোতা।

ফল্গুতন্ত্র—রাজর্ষি। এঁর বয়স যখন বেশি হয় তখন তালজঙ্ঘের নেতৃত্বে হৈহয়রা আক্রমণ করলে ইনি সস্ত্রীক ঔর্বের আশ্রমে পালিয়ে যান। ছেলে সগর।

ফারসি—দ্রঃ পহ্লবী।

ফাহিয়েন—খৃ-৪-শতক। ৪১৪ খৃষ্টাব্দে চীনে ফিরে যান।

ব

বংশা- প্রধা কশ্যপ কন্যা।

বক—ঋষ্যশৃঙ্গ রাক্ষসের দুই ছেলে বক ও অলম্বুষ। আর এক ভাই কির্মীর। বক একচক্রা গ্রামে থাকত এবং অত্যন্ত অত্যাচারী। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় প্রতিদিন পর্যায়ক্রমে এক একটি পরিবার থেকে একটি মানুষ, দুটি মোষ এবং প্রচুর আহার্য তাকে দিতে হবে পরিবর্তে সে আর অত্যাচার করবে না এবং দেশ রক্ষা করবে। জতুগৃহ থেকে পাণ্ডবরা একচক্রা গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বাড়িতে এসে আশ্রয় নেন। এই সময়ে এই ব্রাহ্মণ গৃহে পালা পড়ে। বাড়িতে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী, একটি ছেলে ও একটি মেয়ে ছিল। বকের কাছে কে যাবে এই নিয়ে বাড়িতে কান্নাকাটি শুনে কুন্তী সমস্ত ঘটনাটি জানতে পারেন এবং ভীমকে খাদ্য দিয়ে রাক্ষসের কাছে পাঠান। ভীমের হাতে বক নিহত হয়। দ্রঃ বকাসুর।

বকদালভ্য—দ্রঃ দালভ্য।

বকনখ—বিশ্বামিত্রের এক ছেলে।

বকরূপীধর্ম—জয়দ্রথের হাত থেকে দ্রৌপদীকে উদ্ধারের পরের ঘটনা। ধর্ম বকের বেশে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। ভীম ইত্যাদি চার ভাই এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জল পান করতে গিয়ে মারা পড়েন। যুধিষ্ঠির (দ্রঃ) যথাযথ উত্তর দেন।

বকা—রাকা/বাকা। অন্য বোন পুষ্পোৎকটা (দ্রঃ), কৈকসী ও কুম্ভীনসী।

বকাসুর—কংসের এক অনুচর। দ্রঃ বক। কংসের নির্দেশে বক সেজে ব্রজধামে গিয়ে কৃষ্ণকে গিলে খেতে চেষ্টা করেন। কৃষ্ণের স্পর্শে বকের গলদেশ আগুন লেগে

পুড়তে থাকে। অন্য মতে দুটি ঠোঁট ধরে কৃষ্ণ একে চিরে ফেলেন। বক নিহত হয়। প্রচলিত ইনিও অলম্বুষের ভাই।

বক্রেশ্বর—২৩°২৩´উ×৮৭°২২´পূ। পীঠ স্থান; শাক্ত তীর্থ। দেবীর ভ্রূমধ্যস্থান পড়েছিল। দুবরাজ পুর থেকে ১০ কি-মি উত্তর পশ্চিমে। পূর্ব ও উত্তর দিক দিয়ে বক্রেশ্বর নদী এবং দক্ষিণ দিক দিয়ে পাপহরা নদী প্রবাহিত। প্রবাদ হিরণ্যকশিপু বধে পাপস্পৃষ্ট এবং নৃসিংহের হাত ও গা জ্বালা করতে থাকে। অষ্টাবক্র মুনি এই জ্বালা নিজের মাথায় ধারণ করেন। বিষ্ণু তারপর মুনিকে বক্রেশ্বরে শিবের মাথা স্পর্শ করতে বলেন এবং ভারতের সমস্ত তীর্থবারিকে সুড়ঙ্গ পথে তাঁর মাথাতে এসে পড়তে নির্দেশ দেন। ফলে এই পাপহরা গঙ্গা। বক্রেশ্বর মন্দিরের নৈর্ঋত কোণে দেবী মন্দিরে কষ্টি পাথরে দেবীর ভ্রূচিহ্ন অঙ্কিত আছে।

বক্কোগ্রীব—বিশ্বামিত্রের এক ছেলে।

বগলা—দশমহাবিদ্যার এক জন। রুরু নামে এক অসুরের ছেলে দুর্গম; দেবতাদের চেয়ে বলশালী হবার জন্য ব্রহ্মার তপস্যা করতে থাকেন। দেবতারা তখন ভগবতীকে আরা-ধনা করেন। দেবী ফলে যুদ্ধে যান; যুদ্ধের সময় দেবীর দেহ থেকে কালী, তারা ষোড়শী, ত্রিপুরা, ত্রিপুরাসুন্দরী, ভৈরবী, রমা, বগলা, মাতঙ্গী, কামাক্ষী, জম্ভিনী, মোহিনী, ছিন্নমুণ্ডা, গুহ্যকালী প্রভৃতি মহাশক্তি বার হয়ে যুদ্ধ করেন। ইনি পীতবর্ণা, পীতাম্বরা, পীতভূষণা,। সুধা সমুদ্রের মাঝখানে সিংহাসনে উপবিষ্টা, দ্বিভুজা। বাম হাতে শত্রুর জিব ধরে ডান হাতে গদার দ্বারা শত্রু নিপীড়ন করেন।

বগুড়া—বগুড়া সহরের প্রায় ১৩ কি-মি উত্তরে করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে মহাস্থান গড় অবস্থিত।

বঙ্গ—দ্রঃ দীর্ঘতমা। পুরাণে আছে চন্দ্রবংশীয় রাজা বলির অন্যতম ছেলে বঙ্গ। পদ্মানদীর দক্ষিণ ভাগ এবং ভাগীরথী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যবর্তী ব-দ্বীপ অঞ্চল অধিকার করেন। ইনি পরে ভীম ও রাজা রঘুর হতে পরাজিত হন। রঘুবংশে আছে এখানে মানুষ নৌকাতে বাস করে এবং প্রধান খাদ্য রোপন করা ধান।

গঙ্গার পশ্চিম ও দক্ষিণে রাঢ়; অবিভক্ত বাঙ্গলার উত্তর ভাগ ছিল পুণ্ড্র, বরেন্দ্র ও গৌড়। পূর্ব অংশে সমতট, হরিকেল,বঙ্গ, বঙ্গাল বিভিন্ন নাম ছিল। গৌড় নামটি হিন্দু যুগে কোন সময়ে উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গ আবার কখনোও সমস্ত বাঙ্গলা বুঝাত। বর্তমান মালদহের নিকটে প্রাচীন গৌড় নগরী ছিল।

বহু প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগে অর্থাৎ প্রত্নপ্রস্তর ও নবপ্রস্তর ইত্যাদ যুগে ও এখানে মানুষের বাস ছিল। সম্ভবত কোল, শবর পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল ইত্যাদি বাঙ্গলার আদিবাসী। এঁদের সাধারণ সংজ্ঞা ছিল নিষাদ। দ্রবিড় ও ব্রহ্মতিব্বতীয় ভাষাভাষী কিছু জাতিও ছিল। এর পর কিছু উন্নত শ্রেণীর লোক এখানে বাস করতে আরম্ভ করে। পরবর্তী কালে এঁদের সঙ্গে আর্যদের মিশ্রণের ফলে বর্তমানের বাঙ্গালী জাতি। বৈদিক সাহিত্যে আর্যগণ বাঙ্গালীদের খুব হেয় করতেন। 'বৌধায়ন ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে পুণ্ড্র ও বঙ্গদেশে অল্পদিন বাস করলেও প্রায়-শ্চিত্ত করতে হবে। অর্থাৎ বাঙ্গালী ঠিক আর্যগোষ্ঠী ভুক্ত নয়; মাথাও এদের প্রশ-স্তশির (ব্রাকিসেফালিক)। এখানে আর্যরা আসার আগেও সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক

থেকে বাঙলা অনেক উন্নতই ছিল। বীরভূম, বর্দ্ধমান জেলার কুনুর, কোপাই ও অজয় নদের তীরে প্রাচীন সভ্যতার যে প্রমাণ পাওয়া যায় তা বোধায়ন ধর্ম সূত্রের বহু আগের। কোন কোন মতে বাঙ্গলার এই সভ্যতা খৃ জন্মের প্রায় ১৫০০ বছর আগে কার। অর্জুন তীর্থ যাত্রায় এখানে আসেন; কর্ণ এই দেশ জয় করেন। কুরুক্ষেত্রে বঙ্গীয়েরা কৌরব পক্ষে ছিলেন।

মনুসংহিতায় (২০০ খৃ-পূ—২০০ খৃষ্টাব্দ) বঙ্গ আর্যাবর্তের মধ্যে। মহাভারতে বাংলার অন্তর্গত তীর্থের নাম আছে। রামায়ণে বঙ্গদেশ সমৃদ্ধ জনপদ বলে উল্লিখিত। খৃ-৪ শতকের আগেই এখানে আর্য সভ্যতার মিশ্রণ ঘটেছিল। মহাভারতে বাঙলার কয়েকটি রাজা ইত্যাদির নাম আছে কিন্তু এদের বিশেষ বিবরণ নাই। সিংহলে মহাবংশ নামে পালিগ্রন্থে আছে সিংহবাহুর ছেলে বিজয় ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের কিছু আগে লঙ্কাতে বাঙালী রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন; অবশ্য এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। আলেকজাণ্ডারের সময় (৩২৭ খৃ-পূ) যে গঙ্গারিদাই জাতির বিশাল সাম্রাজ্যের উল্লেখ রয়েছে সেটি বাঙলা সাম্রাজ্যই মনে হয়। গুপ্ত যুগে বাঙলার অধিকাংশই গুপ্তসাম্রাজ্যের অধীন ছিল। বল্লাল সেনের সময় ভাগীরথীর ঠিক পূর্বে অবস্থিত অংশ রাঢ় (প্রাকৃত ভাষায় লাল) কর্ণ সুবর্ণের সঙ্গে মিলিত ছিল। বারেন্দ্র, পুণ্ড্র রাজ্য, বাগরী, দবঙ্গ ও বঙ্গ পূর্ববঙ্গ নামে পরিচিত ছিল।

বজ্র—(১) কৃষ্ণের প্রপৌত্র। অনিরুদ্ধের ঔরসে রুক্মীর নাতনি সুভদ্রার গর্ভে জন্ম। যদুবংশ ধ্বংশের পর পাণ্ডবরা এঁকে ইন্দ্রপ্রস্থে (মহা ১৬।৮।১১) এনে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। মহাপ্রস্থানের সময় যুধিষ্ঠির একে দেখা শোনা করতে সুভদ্রাকে নির্দেশ দেন। বজ্রের ছেলে প্রতিবাহু। (২) বেদ অনুসারে খড়্গের আকার অমোঘ ও ভীষণ অস্ত্র। আটটি কোণ বিশিষ্ট। (৩) বিশ্বামিত্রের ছেলে। (৪) ইন্দ্রের প্রধান অস্ত্র। বৃত্রবধের জন্য ইন্দ্র ও দেবতারা ব্রহ্মার কাছে যান; ব্রহ্মা দধীচি (দ্রঃ) মুনির অস্থির কথা বলেন। শোণ নদীর তীরে মুনি তপস্যা করছিলেন। দধীচির অস্থি দিয়ে বিশ্বকর্মা এই বজ্র নির্মাণ করে দেন এবং এই অস্ত্রে বৃত্তকে নিহত করেন। কিন্তু ত্রিশিরা (দ্রঃ) বধেও এই বজ্র ব্যবহৃত হয়েছিল। অর্থাৎ ত্রিশিরা বধের সময়ই সম্ভবত নির্মিত হয়। (৫) মৎস্য পুরাণ মতে বিশ্বকর্মা সূর্যকে ভ্রমিযন্ত্রে বসিয়ে সূর্যের তেজ আলাদা করে নিয়ে এই তেজ থেকে বিষ্ণুর চক্র, রুদ্রের শূল, ও ইন্দ্রের বজ্র তৈরি করেন। (৬) বামন পুরাণ মতে ইন্দ্র এক বার দিতির জঠরে প্রবেশ করে দেখেন শিশু কোমরে হাত দিয়ে ঊর্দ্ধ-মুখে রয়েছে ও কাছে একটি মাংস পিণ্ড রয়েছে। ইন্দ্র রেগে গিয়ে ঐ মাংসপিণ্ডকে মর্দন করতে থাকেন। ফলে এটি কঠিন হয়ে নীচের দিকে বাড়তে থাকে এবং বজ্রে পরিণত হয়। (৭) কয়েকজন রাক্ষস প্রতি দিন সন্ধ্যায় সূর্যকে খেতে যান। ফলে সূর্যের সঙ্গে প্রতি দিন এদের যুদ্ধ হয়। সন্ধ্যা বেলা গায়ত্রী পাঠ করে জল দিলে এই জলের কণা বজ্র হয়ে এই সব রাক্ষসদের বিনাশ করে।

বজ্রকেতু—পাতালকেতুর পিতা। এক জন দৈত্য।

বজ্রজ্বালা—কুম্ভকর্ণের (দ্রঃ) স্ত্রী।

বজ্রদংষ্ট্র—রাবণের এক জন সেনাপতি। ধূম্রাক্ষের পর যুদ্ধে যান এবং অঙ্গদের হাতে নিহত হন।

বজ্রদত্ত—প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে রাজা ভগদত্তের ছেলে। অশ্বমেধের ঘোড়া নিয়ে অর্জুন এখানে এলে বজ্রর সঙ্গে তীব্র যুদ্ধ হয়। বজ্র হেরে যান।

বজ্রনাভ—সমুদ্র শিখর বাসী এক অসুর। মেরু পর্বতে তপস্যা করে ব্রহ্মার বরে দেবতাদের অবধ্য। নিজের দেহ থেকে বার হয়ে অপরের দেহে প্রবেশ করার ক্ষমতা ইত্যাদি বর পান। বজ্রনাভের বিনা অনুমতিতে বায়ু পর্যন্ত ঢুকতে পারবেন না এই রকম প্রাকীর ঘেরা রাজধানী বজ্রপুরে/বজ্রনাভ পুরে বাস করতে থাকেন। ভাই সুনাভ। বজ্রনাভের মেয়ে প্রভাবতী, সুনাভের মেয়ে চন্দ্রাবতী/চন্দ্রমতী এবং গুণবতী। সারা পৃথিবী জয় করে দেবতাদের ওপর অত্যাচার করতে থাকেন এবং ইন্দ্রকে বলেন তিনি বৈমাত্রেয় ভাই, বহুদিন স্বর্গ ভোগ করেছেন এবার স্বর্গ ছেড়ে দিতে হবে। ইন্দ্র এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে পারেন না। কশ্যপ তখন যজ্ঞ করছিলেন; এই যজ্ঞ শেষ হওয়া পর্যন্ত ইন্দ্র সময় চান কিন্তু গোপনে বজ্রনাভকে বিনাশ করার চেষ্টায় থাকেন; এবং দ্বারকায় এসে কৃষ্ণের সাহায্য চান। কৃষ্ণ প্রতিশ্রুতি দেন। এ দিকে বজ্রনাভ ইন্দ্রকে যুদ্ধে ডাকেন নয়তো স্বর্গ ছেড়ে দিতে হবে। কৃষ্ণ তখন ইন্দ্রকে পরামর্শ দেন। ইন্দ্র কৃষ্ণের কাছ থেকে স্বর্গে ফিরে এসে স্বর্গের হংসদের বজ্রনাভের সরোবরে পাঠিয়ে দেন এবং বলে দেন তারা যেন বজ্রনাভের মেয়ে প্রভাবতী/মায়াবতীর সঙ্গে সখ্যতা করে প্রদ্যুম্নের প্রতি প্রভাবতীকে যেন আকৃষ্ট করে তোলে। এবং তার পর প্রদ্যুম্নের কাছে গিয়ে তাকেও যেন প্রণয়াসক্ত করে। হংসগুলি যথা ক্রমে কাজ করে ফিরে যায়। এবং হংসদের কাছে খবর পেয়ে প্রদ্যুম্ন বজ্রপুরে আসতে চেষ্টা করেন। এই সময়ে প্রভাবতীর বিয়ের দিন ঠিক হয়। রাজহংসীরা আবার আসে এবং প্রভাবতীকে দিয়ে পিতা বজ্রনাভের কাছে অনুরোধ করায় বিয়ের সময়ে যেন অভিনয় ব্যবস্থা হয়। ফলে বজ্র নামে এক নট বজ্রপুরে প্রবেশের অনুমতি পান। এই সুযোগে প্রদ্যুম্ন সেই নটের বেশে বজ্রপুরে প্রবেশ করে প্রভাবতীকে বিয়ে (দ্রঃ) করেন। অন্যমতে প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্নের ভাইরা ও কৃষ্ণ ইত্যাদি রামায়ণ অভিনয় করবেন বলে আসেন এবং নগরীতে প্রবেশ করার অনুমতি পান। চন্দ্রাবতী ও গুণবতীর সঙ্গে প্রদ্যুম্নের ভাই গদ ও শাম্বের বিয়ে হয়। তিন বোনের যথাকালে সন্তান হলে ঘটনা বজ্রনাভের কানে যায় এবং অসুর বজ্রপুরে ফিরে এসে এদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। যুদ্ধকালে কৃষ্ণের চক্র প্রদ্যুম্নের হাতে এলে সেই চক্র দিয়ে বজ্রনাভের মাথা কেটে ফেলেন। প্রভাবতীর ছেলে বজ্রনাভপুরে রাজা হন।

বজ্রবারক—যাদের নামে বজ্র নিবারণ হয়। জৈমিনি, সুমন্ত, বৈশম্পায়ন, পুলস্ত্য, পুলহ ও জিষ্ণু এই ছয় জন।

বজ্রবিষ্কম্ভ—গরুড়ের এক ছেলে।

বজ্রশিরস্—ভৃগুর ছেলে :- চ্যবন, ঔর্ব (মহা ১৩।৮৫।৩৬), বজ্রশীর্ষ/বজ্রশিরস্, শুচি, শুক্র, বরেণ্য ও শ্রবণ/সবন।

বজ্রাঙ্গ—দিতির ছেলে; অত্যন্ত ধার্মিক। হাজার বছর ধরে তপস্যা করেছিলেন। তপস্যা করতে করতে একবার চোখ চান কিন্তু স্ত্রী বজ্রাঙ্গীকে/বরাঙ্গীকে দেখতে পান না। স্ত্রীকে খুঁজতে বজ্রাঙ্গ বার হয়ে পড়েন এবং এক জায়গায় গাছের নীচে স্ত্রী বরাঙ্গীকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে দেখেন। উপবাস করে মৌনী হয়ে নদীর তীরে

আরাধনা করছিলেন ; কিন্তু ইন্দ্র বানর সেজে এসে এক বার পূজার সব কিছু ফেলে দেয়, এক বার সিংহ হয়ে এসে ভয় দেখায়, এক বার সাপ হয়ে এসে কামড়ায় ইত্যাদি ঘটনা বলেন। বজ্রাঙ্গ এই সবের প্রতিকারের জন্য আবার তপস্যা করতে থাকেন। ব্রহ্মা এলে ইন্দ্রের সমস্ত কীর্তি জানিয়ে একটি বীর সন্তান চান ; এই ছেলে সমস্ত দেবতাদের শাস্তি দিতে পারবে। বরাঙ্গী তারপর এক বছর গর্ভে ধারণ করে তারকাসুরের জন্ম দেন।

বড়বানল—সমুদ্রের আগুন। মহর্ষি ঔর্ব এক বার অযোনিজ পুত্র কামনায় নিজের বুক থেকে এক জ্বালাময় পুরুষ সৃষ্টি করবেন ঠিক করেন। ঔর্ব ভবিষ্যৎ বাণী করেন এই অগ্নিময় পুত্র অন্য সকলকে ধ্বংস করে বেঁচে থাকবে। এর পর তিনি উরু থেকে অগ্নিকে সৃষ্টি করেন। অগ্নি জন্মেই চিৎকার করতে থাকেন তাঁর ভীষণ খিদে পেয়েছে ; পৃথিবীকে তিনি গ্রাস করবেন। ফলে চারদিকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সৃষ্টি ধ্বংস হতে যায় দেখে ব্রহ্মা এর লালন পালনের ব্যবস্থা করে সমুদ্রের মুখে বাসস্থান নির্দিষ্ট করে দেন। ব্রহ্মাও সমুদ্র থেকে জন্মেছিলেন ও সমুদ্রেই বাস করেছিলেন। ঠিক হয় প্রতি কল্পান্তে ব্রহ্মা ও অগ্নি সব কিছু ধ্বংস করে ফেলবেন। এই অগ্নিই বড়বানল। আকৃতি ঘোড়ার মাথার ওপর বা মুখ নিঃসৃত অগ্নিশিখার মত। দ্রঃ সরস্বতী।

বড়বামুখ—নারায়ণ এক বার বড়বামুখ নামে এক তপস্বীর বেশে সুমেরু পাহাড়ে তপস্যা করেছিলেন। ঐ সময়ে এক দিন সমুদ্রকে ডাকেন। কিন্তু সমুদ্র তার কথায় কান না দিলে তিনি শাপ দেন সমুদ্র জল অপেয় হবে।

বট—(১) পার্বতী (দ্রঃ) দেবতাদের কোন সন্তান হবে না শাপ দেন এবং এই সময়ে ব্রহ্মাকে পলাশ গাছে, বিষ্ণুকে অশ্বত্থ গাছে এবং রুদ্রকে বট গাছে পরিণত করেন। (২) ব্রজমণ্ডলে বট গাছ যুক্ত ১৬-টি বন বা কুঞ্জ :- সঙ্কেত বট, ভাণ্ডীব বট, যাবকাখ্য বট, শৃঙ্গার বট, বংশি বট, শ্রী বট, জটাজুট বট, কামাখ্য বট, ব্রহ্ম বট, রুদ্র বট, শ্রীধর বট, সাবিত্রাখ্য বট, মনোঽর্থ বট, আশা বট, কেলি বট।

বৎস—(১) কাশীরাজ প্রতর্দনের ছেলে। গোবৎস দ্বারা পালিত হন বলে এই নাম। (২) শর্যাতি বংশে বৎস দেশে তালজঙ্ঘ ও হেহয় দুই রাজা (মহা ১৩।৩১।৭)। (৩) একটি দেশ। (৪) বৎসাসুর (দ্র)।

বৎসর—(১) ধ্রুবের বড় ছেলে উৎকল, ছোট বৎসর। বড় ছেলের বৈরাগ্য আসে ফলে বৎসর রাজা হন ; স্ত্রী স্বর্বীথি ছেলে, পুষ্পার্ণ, তিগ্মকেতু, ঈশ, উর্জ বসু ও জয়। (২) ১২ মাস পরিমাণ সময়।

বৎসাসুর—কংসের অনুচর এক অসুর। যমুনা তীরে কৃষ্ণ বলরাম গোপাল বালকদের নিয়ে যখন খেলা করছিলেন তখন গোবৎসের রূপ ধরে গোবৎসদের সঙ্গে মিশে অবস্থান করছিল ; মতলব ছিল কৃষ্ণকে হত্যা করবে। কৃষ্ণ জানতে পেরে, বলরামও ইঙ্গিত করেন, অসুরের পেছনের পা ধরে ঘুরিয়ে কদবেল গাছে আছড়ে মেরে হত্যা করেন।

বদরিকাশ্রম—হিমালয়ে অলকানন্দা নদীর তীরে একটি তীর্থস্থান। ঋষি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব ইত্যাদির বাসস্থান।

বদান্য—ঋষি অষ্টাবক্রের শ্বশুর।

বদ্রীনাথ—৩০° উ × ৭৯°৩০´ পূ। পদ্ম ও স্কন্দপুরাণে এবং মহাভারতে বহু উল্লেখ আছে। একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। মানার নিকট সরস্বতী নদীর কাছে ব্যাস-শিলাতে ব্যাস দেবের আশ্রম ছিল এবং এখানেই তিনি চতুর্বেদ ভাগ করেন ; প্রচলিত বিশ্বাস। পুরাণেও এই রকম উক্তি রয়েছে। উত্তর প্রদেশে গাড়োয়াল জেলায় ৭০৭৩ মিটার উঁচু বদ্রীনাথ শৃঙ্গের একটি ঢালে ৩১২২ মিটার ওপরে এই তীর্থ। সামনে নীলকণ্ঠ শিখর। মন্দিরে বিষ্ণুর পদ্মাসন বা যোগাসন মূর্তি। শঙ্করাচার্য এইখানেই নাকি আত্মজ্ঞান পেয়েছিলেন। অলকানন্দার দক্ষিণতীরে ৩ মাইল লম্বা ও ১ মাইল চওড়া প্রশস্ত উপত্যকাতে ১৫ মিটার উঁচু এই মন্দির। মন্দিরের ভেতর অংশটি পুরাতন ; কোন কারুকার্য নাই। পাশে লক্ষ্মীর মন্দির। বিষ্ণু মূর্তির পাশে উদ্ধব, নারদ ইত্যাদির মূর্তি আছে। শীতে চার মাস স্থানটি বরফে ঢাকা থাকে।

বধূসরা—চ্যবনের (দ্রঃ) জন্মের পর চ্যবনের মা কাঁদতে কাঁদতে আশ্রমে ফেরেন। ব্রহ্মা এসে সান্ত্বনা দেন এবং এঁর চোখের জলে যে নদী হয় তার নাম বধূসরা। পরশুরাম এই নদীতে স্নান করে তেজোদীপ্ত হয়ে ওঠেন।

বনায়ু—(১) দনুর এক ছেলে। (২) উর্বশী পুরূরবার ছেলে আয়ুস, বনায়ু ইত্যাদি।

বনেয়ু—রুদ্রাশ্ব ও মিশ্রকেশীর ছেলে বনেয়ু, ঋচেয়ু, কক্ষেয়ু, কৃপণেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, স্থলেয়ু, তেজেয়ু, সত্যেয়ু, ধর্মেয়ু, সংনতেয়ু। মহা ১।৮৯।৯ শ্লোকে নামগুলি বনেপু, ঋচেপু, ইত্যাদি।

বন্দী—বরুণের ছেলে। জনক রাজের পুরোহিত ও অসাধারণ তার্কিক। অষ্টাবক্র পিতৃ অপমানের প্রতিশোধ হিসাবে বন্দীকে জলে ডুবিয়ে রাখবেন ঠিক করেন। বন্দী তখন জানান জনককে দমন করে বরুণ এক যজ্ঞ করছেন। সেই যজ্ঞ দেখবার জন্য ব্রাহ্মণদের জলে ডুবিয়ে দিয়ে যজ্ঞস্থানে পাঠিয়ে দিতেন। সেই ব্রাহ্মণেরা এবার ফিরে আসবেন। অষ্টাবক্রকে বন্দী তার পর স্তব করে খুসি করেন।

বপুষ্টমা—কাশীরাজ সুবর্ণবর্মার মেয়ে। পরিক্ষিতের ছেলে জনমেজয়ের (দ্রঃ) সঙ্গে বিয়ে হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞ করে ঘোড়া বলি দেবার সময় বপুষ্টমা ঘোড়ার পাশে বসেছিলেন। ইন্দ্র এঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে এঁকে কামনা করেন এবং ঘোড়ার দেহের মধ্যে ঢুকে বপুষ্টমার সঙ্গে সঙ্গম করতে থাকেন। ঘোড়া জীবিত রয়েছে দেখে জনমেজয় জিজ্ঞাসা করে ইন্দ্রের উপস্থিতি জানতে পেরে ইন্দ্রকে অভিশাপ দেন এর পর অশ্বমেধ যজ্ঞে কেউই আর ইন্দ্রকে পূজা করবে না। বপুষ্টমাকে জনমেজয় তিরস্কার করেন। তখন গন্ধর্ব রাজ বিশ্বাবসু জানান রাজা তিনশ অশ্বমেধ যজ্ঞ করে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব লোপ করার উপক্রম করেছেন। এই জন্য ইন্দ্র রম্ভাকে কাশীরাজের মেয়ে হিসাবে পাঠিয়েছেন। বপুষ্টমা সেই রম্ভা। ইন্দ্র কার্য সিদ্ধি করে চলে গেছেন। বপুষ্টমার কোন দোষ নাই। গন্ধর্বের কথায় রাজা স্ত্রীকে ক্ষমা করেন। ছেলে শতানীক ও শঙ্কু।

বপুষ্মতী—সিন্ধুরাজের মেয়ে, মরুত্তের স্ত্রী।

বপুস্—(১) দক্ষকন্যা, ধর্মের স্ত্রী। (২) অপ্সরা ; দুর্বাসার তপস্যা ভাঙতে গিয়ে অভিশপ্ত হন এবং মেনকা ও কুন্ধরের ছেলে হয়ে জন্মান।

বভ্রু—(১) এক জন যাদব ; কৃষ্ণের বন্ধু। দ্বারকাতে থাকার সময় শিশুপাল এঁর স্ত্রীকে হরণ করেন। যদুবংশ ধ্বংস হলে কৃষ্ণ এঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ইনি যেন দারুক

রমণীদের রক্ষা করেন। বৃদ্ধ বয়সে তপস্যা করতেন (মহা ১৬।৫।৪)। (২) ঋগ্বেদের এক মন্ত্রকার ঋষি। অগ্নির স্তব হিসাবে কয়েকটি ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন। (৩) বিশ্বামিত্রের এক ব্রহ্মবাদী ছেলে। (৪) বিরাটের এক ছেলে।

বভ্রুবাহন—চিত্রাঙ্গদার (দ্রঃ) গর্ভে অর্জুনের ছেলে। অপুত্রক মাতামহের পর মণিপুরে রাজা হন। অশ্বমেধের ঘোড়া এখানে এলে বভ্রুবাহন প্রথমে দেখা করতে যান কিন্তু ক্ষত্রিয় ধর্ম যুদ্ধ করা বলে অর্জুন মৃদু তিরস্কার করেন। এর পর বিমাতা উলূপীর প্ররোচনায় বভ্রুবাহন যুদ্ধ করেন। অর্জুন মারা যান। অর্জুনের মৃত্যুতে চিত্রাঙ্গদা উলূপীকে তিরস্কার করতে থাকেন। এবং উলূপী পাতাল থেকে মণি এনে অর্জুনকে বাঁচিয়ে তোলেন এবং গঙ্গা দেবীর শাপের কথা জানান। শিখণ্ডীকে সামনে রেখে ভীষ্মকে পরাজিত করার পাপে গঙ্গা শাপ দিয়েছিলেন ছেলের হাতে অর্জুনকে মৃত্যু বরণ করতে হবে। এত দিনে সেই শাপ খণ্ডিত হল। না হলে অর্জুনকে নরকে যেতে হত। গঙ্গার এই শাপের কথা উলূপী জানতেন এবং নিজের পিতা কৌরব্যকে গিয়ে জানান। গঙ্গার কাছ এসে কৌরব্য এই শাপের প্রতিকার চান। গঙ্গাদেবী তখন কৌরব্যকে জানিয়ে দিয়েছিলেন মৃতসঞ্জীবনী মণির স্পর্শে উলূপী অর্জুনকে আবার জীবিত করে তুলতে পারবেন। বভ্রুবাহন, মাতা ও বিমাতা উলূপীর সঙ্গে অশ্বমেধ যজ্ঞে এসেছিলেন। এই সময় কৃষ্ণ বভ্রুবাহনকে দিব্য অশ্বযুক্ত একটি রথ উপহার দেন। দ্রঃ যুধিষ্ঠির।

বয়ন—প্রায় ৪০০০ বছর ভারতে কার্পাস বস্ত্র বয়ন শিল্প চালু রয়েছে। চীনাংশুক প্রাচীন রাজাদের পরিধেয় ছিল। পুরাণাদিতে বহু উল্লেখ আছে।

বরণা—বিখ্যাত নদী। প্রয়াগে ধ্যানে অবস্থিত বিষ্ণুর বাম পা থেকে অসি এবং দক্ষিণ পা থেকে বরণা জন্ম লাভ করেন। দ্রঃ বারাণসী।

বরদান—দ্বারকাতে একটি তীর্থ। কৃষ্ণকে এখানে দুর্বাসা বর দিয়েছিলেন।

বরবুদুর/বোরবুদুর—যোগযাকার্তার ২৩ মা উ-পশ্চিমে কেডুর সমতলভূমি আগে প্রাগ নদীর জলে ডুবে থাকত। এই সব ডুবে থাকা এলাকার মাঝখানে ছোট একটি পাহাড়ে একটি বৌদ্ধস্তূপ মন্দির। খৃ ৮-৯ শতকে শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজারা সুমাত্রা ও জাভাতে রাজত্ব করতেন; সেই সময়ে নির্মিত। ঠিক স্তূপ বা মন্দির নয়। বজ্রযান শ্রমণদের এটি একটি প্রাসাদ। স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে ও চিত্রাঙ্কনে এটি শিল্পীর একটি স্বর্গ। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির জয়যাত্রার একটি অনির্বচনীয় নিদর্শন।

বরমণি—স্বর্ণ নির্মিত একটি কীট। ব্রহ্মার বর ছিল এটি মুখের মধ্যে নিয়ে যে যুদ্ধ করবে সেই মহীরাবণকে (দ্রঃ) জয় করতে পারবে। পাতালে মহীরাবণের (দ্রঃ) অন্তঃপুরে মাটির নীচে লুকান থাকত।

বররুচি—(১) কাত্যায়ন বররুচি; পাণিনি ব্যাকরণের বার্তিক রচনা করেন। আনুমানিক খৃ-পূ ৩ শতক। এই বার্তিকগুলি পাতঞ্জলি মহাভাষ্যের প্রধান উপজীব্য (২) কাতন্ত্র বা কলাপ ব্যাকরণের কৃ-প্রকরণ সূত্রগুলির রচয়িতা। সম্ভবত খৃ ৭-শতকের আগে। (৩) প্রাকৃত প্রকাশ নামে বিখ্যাত প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ রচয়িতা। ইনিও ৭-শতকের আগে। আরো কয়েক জন বররুচির নাম পাওয়া যায়।

বরস্ত্রী—অপর নাম যোগসিদ্ধা। বৃহস্পতির বোন। বসু প্রভাসের স্ত্রী; ছেলে

বিশ্বকর্মা। পৃথিবী পরিক্রমা করেছিলেন। যোগ ক্ষমতা সম্পন্না এবং বেদের ব্যাখ্যাতা।

বরাঙ্গী—সংজাতির স্ত্রী ; দৃষদ্বানের মেয়ে ; ছেলে অহংপাতি। (মহা ১।৯০।১৪)

বরাবর—২৫°১´ উ×৮৫°১´ পূ। গয়া জেলার অন্তর্গত পর্বতমালা ; গয়া থেকে ২৬ কি-মি উত্তরে। পাহাড়টি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে উল্লিখিত। একটি লেখে গোরথ-গিরি, অশোকের লেখে খলতিক পাহাড়, মৌখরী লেখে প্রবর গিরি ইত্যাদি। তিনটি গুহা করণ চৌপাড়, সুদামা (=ন্যগ্রোধ গুহা=নিগোহ কুভা) ও বিশ্ব ঝোপড়ি গুহাতে অশোকের লেখ রয়েছে। এখানে আর একটি গুহা নাম লোমশ ঋষির গুহা ; মৌখরী বংশে শার্দূলবর্মনের ছেলে অনন্ত বর্মন এই গুহাতে (খৃ ৬-শতক) কৃষ্ণমূর্তি স্থাপন করেছিলেন। গুহাগুলি আজীবিক সম্প্রদায়ের জন্য অশোক তৈরি করিয়েছিলেন। পাশে নাগার্জুনী পাহাড়ে গুহা তিনটিও এই সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য প্রত্নকীর্তি। গুহাগুলি পরে কয়েক শতকের মধ্যেই ব্রাহ্মণ্যধর্মের করায়ত্ত হয়। বরাবর পাহাড়ে একটি চূড়ার নাম সুরজঙ্ক ; এই চূড়াতে সিদ্ধেশ্বর নাথ শিবের মন্দির ; লিঙ্গরূপী বিগ্রহ। প্রাচীন মূল মন্দিরটি ৭-শতকে বা তারও আগে নির্মিত। মন্দির-প্রাঙ্গণে চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী দুর্গা মূর্তি অবস্থিত। পাহাড়ের দক্ষিণ পাদদেশে একটি জলাধার নাম পাতাল গঙ্গা। নাগার্জুন পাহাড়ে তিনটি গুহাই অশোকের বংশধর দশরথ আজীবিক ভদন্তদের বর্ষাবাসের জন্য দান করেন।

বরাহ—বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার। স্বায়ম্ভুব মনুর রাজত্বকালে। মনুর কর্মকুশলতায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা মনুকে দেবীর আরাধনা করতে বলেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে দেবী দেখা দিয়ে বর দেন মনু অবাধে সৃষ্টির কাজ চালিয়ে যাবেন। মনু তখন ব্রহ্মার কাছে ফিরে এসে সব জানান এবং সৃষ্টি করবার জন্য উপযুক্ত মত একটু জায়গা চান। ব্রহ্মাই এই মনুকে সৃষ্টি করেছিলেন। ব্রহ্মা তখন ভাবতে থাকেন সব জল তিনি এক বার পান করে ফেলেছিলেন ; আবার কোথা থেকে জল এল ; পৃথিবী সবটাই জলমগ্ন ; কি ভাবে তিনি পৃথিবীকে রক্ষা করবেন। ব্রহ্মা তারপর বুঝতে পারেন ভগবানের হৃদয় থেকে তাঁর উৎপত্তি ; ভগবানই যা করবার করবেন এবং বিষ্ণুর ধ্যান করতে থাকেন। এই সময় ব্রহ্মার নাক থেকে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ এক বরাহ বার হয়ে নিমেষের মধ্যে ব্রহ্মার সামনে আকাশস্থ হয়ে হাতীর মত বিরাট হয়ে উঠে গর্জন করে ওঠেন। জনলোক সত্যলোক তপোলোক বাসী মুনিরা বিষ্ণুর স্বর চিনতে পারেন। বিষ্ণুর অবতার বুঝতে পেরে বেদমন্ত্রে এঁর স্তব করতে থাকেন। বরাহ তারপর কোন কথা না বলে জলের নীচে নেমে যান এবং পৃথিবীকে খুঁজে বার করে দাঁতে করে তুলে ধরেন। এই সময় দৈত্য হিরণ্যাক্ষ (দ্র:) বাধা দিতে এলে এক হাজার বছর যুদ্ধ হয়েছিল ; হিরণ্যাক্ষ গদার আঘাতে মারা যান। জলের ওপর পৃথিবী ভেসে উঠলে মনু সৃষ্টি আরম্ভ করেন।

পৃথিবীকে উদ্ধারের পর পৃথিবী বিষ্ণুকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। দু জনে দু জনকে আলিঙ্গন করেন। এক দেববর্ষ ধরে আলিঙ্গনাবদ্ধ থাকতে থাকতে পৃথিবী ক্লান্ত হয়ে অজ্ঞান হয়ে জলে আবার ডুবে যান। বিষ্ণু আবার বরাহ রূপ ধরে পৃথিবীকে ঠিক স্থানে স্থাপন করেন।

বরিশাল—বর্তমান সহরের ২০ কি-মি দূরে শিকারপুরে তারা বাড়ি অবস্থিত। ৫১-পীঠের একটি ; নাসিকা পীঠ। মধ্যযুগে বরিশালের নাম ছিল চন্দ্রদ্বীপ এবং পরে বাকলা।

বরিষ্ঠ—চাক্ষুষ মনুর ছেলে গৃৎসমদের মিত্র। দু জনে ইন্দ্রের হাজার বছর ব্যাপী যজ্ঞে নিযুক্ত ছিলেন। গৃৎসমদ এই যজ্ঞে সামগান করতে গিয়ে কিছু ভুল করেন। বরিষ্ঠ শাপ দেন এই ভুলের জন্য ১০১১৮ বছর বনে পশু হযে বিচরণ করতে হবে। *

বরুণ—বেদে ইনি সহস্র লোচন। বেদে বহু জায়গায় মিত্র ও বরুণ এক সঙ্গে মিত্রা-বরুণ নামেও পূজিত হয়েছেন ; একটি দেবতা মনে করা হয়েছে। মিত্রাবরুণ মঙ্গল-দাতা। মিত্র কিন্তু আলোর দেবতা। বরুণ অর্থাৎ আবরণ রচনাকারী আকশকে আর্যরা বরুণ বলতেন। ঋকৃবেদে আকাশকেও জলময় সমুদ্র মনে করা হয়েছে। এই জন্য আকাশ ও সমুদ্রের মিলন রেখাকেও বরুণের বাসস্থান বলা হয়েছে। বরুণ সূর্যের গমন পথ বিস্তার করে থাকেন ; এঁর শতসহস্র ওষধি আছে এবং যমের মত পাপপুণ্যের বিচার কর্তা। বরুণ ধনাধিকারী ; জলবিন্দুর মত শুভ্র, গৌরমৃগের মত বলবান। বৃষ্টি দিয়ে পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও স্বর্গকে আর্দ্র করে রাখেন। ঋকৃবেদে বরুণ ও মিত্র বৃষ্টির দেবতা।

ঋষিদের এক জন প্রধান দেবতা। এক জন দিকপাল, লোকপাল ও জলের দেবতা। এঁর চোখ সূর্য; রথ ও প্রাসাদ সোনার। বহু অনুচর। সমুদ্র মন্থনে ওঠা বারুণী-সুধা পান করতেন। কশ্যপ অদিতির ছেলে এক জন আদিত্য (দ্রঃ)। চাক্ষুষ মনুর রাজত্বকালে এই আদিত্যেরা তুষিত দেব নামে পরিচিত ছিলেন। চাক্ষুষ মন্বন্তরের পর বৈবস্বত মন্বন্তর আরম্ভ হতে গেলে এরা কশ্যপের ছেলে হয়ে জন্মান। সত্যযুগে দেবতারা এঁকে জলের/সমুদ্রের অধিপতি করে দেন ব্রহ্মা একে পশ্চিম দিকের অধিপতি করেন। রাজধানী বিভাবরী। দ্রঃ মেরু। মহাভারত মতে কর্দম ঋষির ছেলে। অনেকগুলি স্ত্রী ; এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গৌরী, বরুণাণী ও চার্ষণী। ছেলে সুষেণ, বন্দী (অষ্টবক্রের কাছে পরাজিত), বশিষ্ঠ ও মেয়ে বারুণী, মনোরমা। দক্ষ সাবর্ণি ও পুষ্কর (সোমের জামাতা) ও বরুণের ছেলে। পুরোহিত শুক্রের মেয়ে জ্যেষ্ঠা ও এক স্ত্রী ; সন্তান বল, সুরা, সুরনন্দিনী ও অধর্মক। দক্ষ যজ্ঞে ভৃগু মারা গিযে চার্ষণীর ছেলে হয়ে জন্মান। বরুণের বীর্য বল্মীকের ওপর পড়ে ফলে বাল্মীকি জন্মান। মিত্রাবরুণের ছেলে অগস্ত্য (দ্রঃ) ও বশিষ্ঠ (দ্রঃ)। চন্দ্রের মেয়ে ভদ্রা উতথ্যের স্ত্রী ; মুগ্ধ হয়ে বরুণ এঁকে চুরি করেন। উতথ্য অনেক অনুরোধ করেন এবং শেষ অবধি সমুদ্র পান করেন/করতে যান। ভয়ে বরুণ ভদ্রাকে ফিরিয়ে দেন। কশ্যপ (দ্রঃ) এক বার বরুণের গরু চুরি করেন এবং অভিশপ্ত হন। বরুণ হরিশ্চন্দ্রকে (দ্রঃ) শাপ দিয়েছিলেন। খাণ্ডবদাহনের সময় অগ্নির অনুরোধে বরুণ গাণ্ডীব ও অক্ষয় তূণ এবং কপিধ্বজ রথ অর্জুনকে দান করেন। চক্র ও কৌমোদকী গদা কৃষ্ণকে দেন। অর্জুন দেবলোকে এলে অর্জুনকে পাশ অস্ত্র দেন। মরুত্ত যজ্ঞে সমস্ত দেবতাদের সঙ্গে বরুণও ছিলেন, এবং রাবণ এলে, হাঁসের রূপ ধরে পালান। যমকে পরাজিত করে ফেরবার পথে রাবণ পাতালে উরগদের পরাজিত করে তার পর বরুণের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। পাতালে বলরামের আত্মা ফিরে এলে বরুণও এই আত্মাকে অভ্যর্থনা

করতে এসেছিলেন। বরুণ একবার রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন। দ্রঃ নল, ঋচীক, বেদ, পর্ণাশ ও কবি।
বরুণবাণ—এই বাণ ছুঁড়লে চার দিক মেঘাচ্ছন্ন হয়ে বৃষ্টিপাত হত।
বরেণ্য—ভৃগুর ছেলে চ্যবন, শুচি, ঔর্ব, শুক্র, বজ্রশির/বজ্রশীর্ষ সবন ও বরেণ্য।
বর্গা—এক অপ্সরা। কুবেরের প্রিয়পাত্রী। সৌরভেয়ী, সমীচী, বুদ্‌বুদা, ও লতা এই চারজন সখীদের সঙ্গে ইন্দ্রের প্রাসাদ থেকে ফেরার পথে অন্য মতে কুবেরের কাছে যাবার পথে বনের মধ্যে তপস্যারত এক ব্রাহ্মণের তেজে বন আলোকিত হয়ে গেছে দেখতে পান। কৌতূহলে এঁরা তপস্বীর তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য নানা চেষ্টা করেন। ব্রাহ্মণ তখন বিরক্ত হয়ে শাপ দেন কুমীর হয়ে একশ বছর এরা জলে বাস করবেন। এদের কাতরতায় শেষ অবধি বলেন যদি কোন পুরুষ জল থেকে টেনে তোলেন তবেই মুক্তি পাবে। এর পর নারদের সঙ্গে দেখা হয়। নারদকে সব কথা জানালে নারদ এঁদের অগস্ত্য,সৌভদ্র, পৌলোমা, কারন্ধম ও ভারদ্বাজ তীর্থ/হ্রদে গিয়ে বাস করতে বলেন এবং যথা সময়ে মুক্তি পাবেন। তীর্থ ভ্রমণের সময় অর্জুন (দ্রঃ) শাপের কথা জানতে পেরে প্রথমে বর্গাকে জল থেকে তোলেন এবং বর্গার অনুরোধে পরে আর চার জনকেও জল থেকে তুলে আনেন। এঁরা সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব রূপ পেয়ে স্বর্গে ফিরে যান। (মহা ১।২০৮।-)
বর্চা—(১) সোম (বসু/চন্দ্র) দেবের ছেলে। মা মনোহরা। দেবতাদের অনুরোধে অভিমন্যু হয়ে জন্মান। চন্দ্র (দ্রঃ) তাঁর এই প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় সন্তানকে একটি সর্তে ছেড়ে দেন যে ষোল বছর বয়সে চক্রব্যূহে শত্রু বধ করে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে সে যেন ফিরে আসে। চন্দ্র আরো বলেছিলেন অভিমন্যুর সন্তানই পাণ্ডবদের বংশরক্ষা করবে। (২) গৃৎসমদ বংশে সুচেতসের ছেলে। বর্চার ছেলে বিহব্য (মহা ১৩।৩১।৫৮)।
বর্ণসঙ্কর—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণ নিজেদের বর্ণে বিয়ে না করে অন্য বর্ণে বিয়ে করলে যে সন্তান হত সেগুলিকে বর্ণসঙ্কর সন্তান বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা বা শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভে জাত সন্তানকে যথাক্রমে মূর্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও নিষাদ/পরাশর বলা হয়েছে। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যা ও শূদ্রা স্ত্রীর সন্তানকে যথাক্রমে মাহিষ্য ও উগ্র বলা হয়। বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার সন্তানকে করণ/কর্ণ বলা হয়েছে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত সন্তানকে যথাক্রমে সূত, বৈদেহক ও চণ্ডাল বলা হয়েছে। বৈশ্য ও শূদ্রের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার সন্তানকে মাগধ ও ক্ষত্তা বলা হয়। শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার সন্তানকে আয়োগব বলা হয়। মাহিষ্য ও কর্ণা স্ত্রীর সন্তান রথকার। দ্রঃ বর্ণ।
বর্ণ—প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থাকে যথাক্রমে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল :-ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এটি শ্রেণী বা বর্ণ বিভাগ। এই বিভাগ জন্মগত। ঋক্‌বেদে এর উল্লেখ আছে। পরম পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পাদদ্বয় থেকে যথাক্রমে এই বর্ণগত মানুষের সৃষ্টি। এঁদের কর্মের বিভাগ :-যজন, যাজন ও অধ্যাপনা ব্রাহ্মণের, প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের ; বাণিজ্য, কৃষি, পশুপালন ও সুদের ব্যবসা বৈশ্যদের ; এই তিন বর্ণের সেবা এবং অচল অবস্থা হলে বণিকবৃত্তি ও বিবিধ শিল্পকর্ম শূদ্রের। শূদ্রের বেদে অধিকার ও উপনয়ন নাই। অসৎকর্মের দ্বারা উচ্চবর্ণের মানুষের নিম্নবর্ণে

পতিত হবার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু সৎ কর্মের দ্বারা উচ্চবর্ণে আসার পথ ছিল না। সবর্ণে বিবাহ প্রশস্ত ছিল। তবে নিম্নবর্ণে স্ত্রী গ্রহণ ও অনুমোদিত ছিল কিন্তু উচ্চ-বর্ণের স্ত্রীগ্রহণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। বর্ণসঙ্কর জাতি (দ্রঃ) সৃষ্টি রোধ করার জন্য এই ভাবে বাধা নিষেধের ব্যবস্থা।

বর্ণাশ্রম—প্রাচীন হিন্দু সমাজে জীবনকে চারটি ভাগে ভাগ করা হত :-ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। প্রতি ভাগের জন্য বিশেষ বিশেষ নির্দেশ ছিল।

বর্ধন—কৃষ্ণ ও মিত্রবিন্দের ছেলে।

বর্ধমান—এই জেলার অধীনে মঙ্গলকোট থানার খিবগ্রাম, কোগ্রাম ও কেতুগ্রাম পীঠস্থান।

বর্বর—নীচ জাতির লোক। নন্দিনীর দেহের পাশ থেকে জন্ম।

বর্বরিক—ঘটোৎকচের ঔরসে মৌর্বীর গর্ভে জন্ম। পূর্ব জন্মে একজন যক্ষ ছিলেন। দানবদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে দেবতারা বিষ্ণুর কাছে এলে সেই সময়ে সেখানে এই যক্ষ ছিলেন এবং উদ্ধত ভাবে মন্তব্য করেন সব কিছুতে বিষ্ণুকে ডাকার প্রয়োজন নেই ; যক্ষ নিজেই দানবদের শাস্তি দিতে পারতেন। এই কথায় ব্রহ্মা বিরক্ত হয়ে শাপ দেন পরজন্মে বিষ্ণুর হাতে তাকে নিহত হতে হবে। পর জন্মে বর্বরিক হয়ে জন্মান। কৃষ্ণ এঁকে উপদেশ দেন দেবীর উপাসনা করতে যাতে এই শাপ কিছুটা লাঘব হয়। এক ব্রাহ্মণের সাহায্যে দেবীর আরাধনা করেন এবং ব্রাহ্মণ বিভূতি নামে একটি অস্ত্র দেন। কৌরবদের বিরুদ্ধে এই অস্ত্র ব্যবহার করতে বলেছিলেন। এক বার ভীমের সঙ্গে হাতাহাতি হয়ে যায় এবং পরে অনুশোচনায় আত্মহত্যা করতে যান। দেবী দেখা দিয়ে নিষেধ করেন ; বলেন কৃষ্ণের হাতে তার মৃত্যু নির্দিষ্ট আছে। না হলে মুক্তি পাবে না। কুরুক্ষেত্রে বর্বরিক তাঁর অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন এমন কি কৃষ্ণকেও আক্রমণ করে বসেন। কৃষ্ণ তখন ক্রুদ্ধ হয়ে সুদর্শন চক্রে একে নিহত করেন। দেবী তৎক্ষণাৎ বাঁচিয়ে দেন। যুদ্ধের পর কৃষ্ণের উপদেশে বর্বরিক গুপ্তক্ষেত্রে গিয়ে বাস করতে থাকেন।

বর্ষ—দেশ। পুরাণ ইত্যাদিতে পৃথিবীকে নয়টি বর্ষে ভাগ করা হয়েছিল :-ভারতবর্ষ, কিম্পুরুষ, হরি, রম্যক; হিরন্ময়, উত্তরকুরু, ইলাবর্ত, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল।

বর্হিষদ—পিতৃদেবদের (দ্রঃ) একটি শ্রেণী। বর্হিষদদের দ্বারা ব্রহ্মা এক ব্রাহ্মণকে সাত্বতধর্ম শিক্ষা দেন। ব্রাহ্মণটি জ্যেষ্ঠ নামে পরিচিত হন। মনুতে আছে বর্হিষদরা অত্রির ছেলে এবং সমস্ত দৈত্য, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব, উরগ, রাক্ষস, সুবর্ণ ও কিন্নরদের জন্মদাতা।

বর্হিষ্মতী—প্রিয়ব্রতের স্ত্রী। বিশ্বকর্মা প্রজাপতির মেয়ে। বিশ্বকর্মার আর এক মেয়ে সুরূপাও প্রিয়ব্রতের স্ত্রী। বর্হিষ্মতীর তিন ছেলে উত্তম, তামস ও রৈবত। এরা তিনজনেই মন্বন্তরাধিপ।

বর্হিস্—এঁরা গন্ধর্ব। প্রধা-কশ্যপ সন্তান।

বল—ময়ের ছেলে। অতলে (দ্রঃ) বাস করতেন। ৯৬-রকম মায়া বিদ্যা জানতেন। এই সব মায়া জানলে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়। অসুরদের এই মায়া বিদ্যা দান করেন এবং অসুররা এই বিদ্যার সাহায্যে দেবতাদের বিব্রত করতে থাকেন। বল হাই তুললে এঁর মুখ থেকে তিন রকম মেয়ে ছেলে পুংশ্চলী, স্বৈরিণী ও কামিনী

বার হয়ে আসত। এদের কাছে হাটক নামে একটি রসায়ন/মায়া থাকত। পাতালে আগত কোন পুরুষকে পছন্দ হলে এই হাটক যোগ পুরুষটিকে মুগ্ধ করে তার কামুকতা বাড়িয়ে দিত এবং অবিচ্ছিন্ন রতিসুখ ভোগ করত। যে সব পুরুষ এখানে আসত তারা নিজেদের সর্বসুখী মনে করত। জলন্ধরের সঙ্গে যুদ্ধের সময় ইন্দ্র এই বলের হাতে ভীষণ পরাজিত হয়ে অনেক স্তবস্তুতি করেন। প্রশংসায় খুসি হয়ে বল বর দিতে চান। ইন্দ্র তখন বলের দেহ ভিক্ষা চান। বল নিজের দেহ টুকরো টুকরো করে কেটে ইন্দ্রকে দান করেন এবং ইন্দ্র টুকরোগুলি চারদিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে থাকেন। যেখানে পড়ে সেখানে হীরক খনি গড়ে ওঠে। বলাসুরের স্ত্রী প্রভাবতী তখন শুক্রাচার্যের কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বলে স্বামীকে বাঁচিয়ে দিতে অনুরোধ করেন। শুক্রাচার্য নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে বলেন বলাসুরের কথা শুনতে পাবে কেবল এই ব্যবস্থাটুকু করে দিতে পারেন। প্রভাবতী সম্মত হন। বলাসুর কথা বলেন; প্রভাবতীকে দেহ ত্যাগ করে তাঁর কাছে চলে আসতে বলেন। প্রভাবতী দেহত্যাগ করে স্বামীর কাছে চলে যান। (২) ঋকবেদে এক অসুর। ইন্দ্রের বজ্রে নিহত।

বলকাশ্ব—বলাকাশ্ব। অজকাশ্বের ভাই। পিতামহ জহ্নু। ছেলে কুশিক। মহা ১২।৪৯।৩ শ্লোকে কুশিকের পিতা বল্লভ। পৌত্র বিশ্বামিত্র।

বলন্ধরা—বলধরা; কাশীরাজ কন্যা। ভীম অন্যান্য রাজাদের পরাজিত করে এঁকে বিয়ে করেন। ছেলে হয় সর্বগ (মহা ১।৯০।৮৪)।

বলরাম—বিষ্ণুর অষ্টম অবতার। পৃথিবী দুষ্ট রাজাদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে উঠলে ভূমি দেবী গোরূপ ধারণ করে বিষ্ণুর কাছে গিয়ে শরণ নেন। বিষ্ণু প্রতিশ্রুতি দেন, কৃষ্ণ বলরাম হয়ে জন্মে, তিনি ভূভার হরণ করবেন। মথুরার এক রাজা শূরসেনের ছেলে বসুদেব। আর একজন যাদব রাজা উগ্রসেনের ভাই দেবকের মেয়ে দেবকী এই বসুদেবের স্ত্রী। দেবকীর সপ্তম শিশু বলরাম; অনন্ত নাগের অংশে জন্ম। দেবকী যখন গর্ভবতী হন তখন বিষ্ণুর নির্দেশে যোগমায়া এই শিশুকে দেবকীর গর্ভ থেকে সঙ্কর্ষণ করে রোহিণীর (বসুদেবের অপর স্ত্রী) গর্ভে স্থাপন করেন; ফলে নাম হয় সঙ্কর্ষণ। খবর ছড়ায় দেবকীর গর্ভ নষ্ট হয়েছে। নিজ বলে ইনি প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন বলে অপর নাম বলভদ্র। আর এক মতে দেবতারা দুষ্টের দমনের জন্য বিষ্ণুর শরণ নিলে বিষ্ণু নিজের মাথার একটি পক্বকেশ নিয়ে বলেন এটি রোহিণীর গর্ভে বলরাম হয়ে জন্মাবেন এবং একটি কালো চুল ছিঁড়ে বলেন দেবকীর গর্ভে এটি কৃষ্ণ হয়ে জন্মাবেন। আর এক মতে অনন্ত নাগের অবতার। কৃষ্ণ ও বলরামের জীবন প্রথম দিকে একে বারে জড়িয়ে রয়েছে; যেন কৃষ্ণের একটি ছায়া। গর্গ বসুদেবকে বলরামের কথা জানালে বসুদেব একেও গোকুল নিয়ে আসেন। গর্গ মুনি কৃষ্ণ বলরামের উপনয়ন ইত্যাদি করেন। মথুরা থেকে দ্বারকাতে যাওয়া পর্যন্ত কৃষ্ণের জীবনের ঘটনাগুলির সঙ্গে বলরাম প্রায় সব ক্ষেত্রেই যুক্ত রয়েছেন।

বলরামের রঙ সাদা। এঁর অস্ত্র গদা, হল ও মুষল। রাজা রৈবতের মেয়ে এঁর স্ত্রী রেবতী, পুত্র নিশঠ ও উল্মুক। কৃষ্ণের সঙ্গে ইনিও নন্দের কাছে পালিত হন। পরে দুই ভাই সান্দীপনি মুনির কাছে শাস্ত্র ও অস্ত্র শিক্ষা করেন। গদা যুদ্ধে অদ্বিতীয়

হয়ে উঠেছিলেন। কৃষ্ণের প্রায় সব কাজেই সহায় হতেন। বাল্যে ধেনুকাসুর গর্দভ রূপে আক্রমণ করলে বলরাম এর পা ধরে ঘুরিয়ে মেরে ফেলেন। দ্রঃ কৃষ্ণ। এক বার স্নানের জন্য যমুনাতে গিয়ে যমুনাকে জলকেলির জন্য ডাকলে যমুনা অস্বীকৃত হন। ফলে হল দিয়ে যমুনাকে তীরের দিকে টেনে এনে নিগৃহীত করেন। যমুনা তখন নিজের মূর্তি ধরে ক্ষমা চেয়ে নেন। কংসের মৃত্যুতে কংসের শ্বশুর জরাসন্ধ উত্তেজিত হয়ে মথুরা অববোধ করলে এঁর সঙ্গেও কৃষ্ণবলরামের ঘোরতর যুদ্ধ হয়েছিল। জরাসন্ধ হেরে গিয়ে পালিয়ে যান। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে ছিলেন। দুর্যোধনের মেয়ে লক্ষ্মণার স্বয়ংবর সভাতে কৃষ্ণের ছেলে শাম্বকে কৌরবরা বন্দী করেন। খবর পেয়ে বলরাম ছুটে আসেন এবং দুর্যোধন শাম্বকে ছেড়ে দিতে রাজি না হলে বলরাম হলে করে কৌরবপুরীকে গঙ্গায় ফেলে দিতে যান। দুর্যোধন তখন শাম্ব ও লক্ষ্মণাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন এবং বলরামের কাছে গদা যুদ্ধ শিখতে থাকেন। সুভদ্রা হরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং অর্জুনকে শাস্তি দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু কৃষ্ণের অনুরোধে ক্ষমা করেছিলেন। অভিমন্যুর বিয়েতেও উপস্থিত ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হক এ তিনি চান নি। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে স্নেহবশত কোনো পক্ষেই যোগ না দিয়ে তীর্থ ভ্রমণে বার হয়ে গিয়েছিলেন ; নৈমিষারণ্যে আসেন। এখানে দেখেন সূত অন্যান্য মুনিদের পুরাণ কাহিনী বলছেন। বলরামকে দেখে সূত উঠে দাঁড়ান না ; রাগে বলরাম সূতের শিরচ্ছেদ করেন। সমবেত মুনিরা বলরামকে নিন্দা করতে থাকেন। বলরাম তখন প্রতিশ্রুতি দেন সূতের দেহ থেকে বেদ শাস্ত্র ইত্যাদিতে পণ্ডিত এক জন ব্যক্তির জন্ম দেবেন। এই সময়ে এখানে কাছেই বল্বল (বল্কল) নামে এক জন দৈত্য বাস করত এবং মুনিদের ওপর অত্যাচার করত। মুনিরা এই দৈত্যকে শাসন করতে বললে বলরাম তৎক্ষণাৎ হলের দ্বারা একে নিধন করেন। তারপর সূতের মৃত দেহ থেকে এক জন পাণ্ডিতের জন্ম দেন এবং সূতকে হত্যা করার জন্য অনুশোচনায় তীর্থ যাত্রায় চলে যান। ভীম ও এঁর কাছে গদা যুদ্ধ শিখেছিলেন। বলরাম দ্বৈপায়ন হ্রদে এসে উপস্থিত হন বলেন পুষ্যেণ সংপ্রয়াতোঽস্মি শ্রবণে পুণরাগত (মহা ৯।৩৩।৫) এবং ভীম ও দুর্যোধনকে যুদ্ধ করতে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। ভীমের অন্যায় যুদ্ধে ক্রুদ্ধ হয়ে পাণ্ডবদের শাস্তি দিতে চান কিন্তু কৃষ্ণ শান্ত করেন। এর পর দ্বারকাতে ফিরে যান। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। দ্বারকাতে সুরাপান নিষিদ্ধ করার কাজে বলরামের কৃতিত্ব অনেকখানি। যদুবংশের ধ্বংসের সময় কৃষ্ণবলরাম জীবিত ছিলেন। প্রভাস তীর্থে বলরাম তাঁর পর এক বটগাছের নীচে যোগ সমাধিতে বসে থাকার সময় তাঁর মুখ থেকে বলরামের আত্মা হাজার মুখ একটি মস্ত বড় সাপ রূপে বার হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পাতালে নেমে যায়। একটি মতে বলরাম শেষ/অনন্তের অবতার এই জন্য এই সাপ বার হয়েছিল।

বলগুল্ম—বিশ্বামিত্রের এক ছেলে।

বলাকি—(১) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে।

বলায়ু—পুরূরবা উর্বশীর ৮-টি ছেলের মধ্যে একটি।

বলাহক—(১) জয়দ্রথের ভাই। দ্রৌপদী হরণের সময় সাহায্য করেন। (২) কৃষ্ণের রথের একটি ঘোড়া। (৩) একটি সাপ।

বলি—দেবতাদের প্রীতি সাধনের জন্য পশু বধ। বৈদিক যুগে পশু যাগে পশু বধ করা হত। অবশ্য বৈদিক যুগের এই পশু শব্দের অর্থ নিয়ে মতভেদ আছে। তান্ত্রিক পূজায় পশু বলি বিশেষ অঙ্গ। ছাগল, ভেড়া, মহিষ, পারাবত ও অন্যান্য জীব বলি দেবার নিয়ম আছে। পুরাকালে নর বলিও ছিল পরে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। শিশু, বৃদ্ধ, বিকৃতাঙ্গ, রুগ্ন ও স্ত্রী-পশু বলি নিষিদ্ধ। পশুর বদলে মাটি, ধান, যবের ছাতু ইত্যাদি দিয়ে গড়া পশু এবং আক বা কুমড়া বলি দেবারও বিধান আছে। খড়্গের একটি আঘাতে পশুর মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন না হলে প্রতিকারের জন্য স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান ও অন্য পশু বলির বিধান রয়েছে।

বলি—দৈত্যরাজা বিরোচনের ছেলে, প্রহ্লাদের নাতি। স্ত্রী বিন্ধ্যাবলী। বলির ছেলে বাণ এবং বাণের ছেলে চার কোটি নিবাতকবচ। তপস্যায় অজেয় ও অমর হয়ে ওঠেন। হিরণ্যকশিপুর ছেলে অন্ধক রাজা হন। অসুর ও দেবতাদের মধ্যে ১০০ বছর ব্যাপী যুদ্ধ হয়, প্রহ্লাদও সঙ্গে ছিলেন। অসুররা শেষ অবধি পিছুতে থাকেন। একটি সন্ধি মত হয়। ব্রহ্মবাদী ভৃগুগণের অনুরোধে বলি স্বর্গ ও পৃথিবীর অধীশ্বর হন। ভাগবতে প্রহ্লাদের বয়স হলে বিরোচন রাজা হন এবং বিরোচন বৃদ্ধ বয়সে বলিকে রাজত্ব দেন। বলি রাজা হলে দেবতাদের সঙ্গে আবার যুদ্ধ হয়; দেবতাদের তাড়িয়ে দেন। ইন্দ্রের অর্থ সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে বলি যখন ফিরে আসছিলেন তখন এই সব ধনরত্ন সমুদ্রে পড়ে যায়। সমুদ্র মন্থন করে এই সব ধনরত্ন উদ্ধার করার জন্য বিষ্ণু পরামর্শ দেন এবং বলির সাহায্য নিতে বলেন; না হলে মন্থন সম্ভব হবে না। দেবতারা বলির শরণ নেন, বলি সম্মত হন। দেবতাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল অমৃত মন্থন ও অসুরদের পরাজিত করা। চাক্ষুষ মন্থর সময়ে মন্ত্রদ্রুম ইন্দ্রের রাজত্ব কালে এই সমুদ্র মন্থন করা হয়েছিল। অমৃত উঠলে এই অমৃত নিয়ে দেবাসুরের মধ্যে সংগ্রাম হয়; বিষ্ণু ইন্দ্রকে সাহায্য করেন। বলি বজ্রাহত হয়ে মারা যান; অসুররা বলির দেহ নিয়ে পালিয়ে যায়। শুক্র আবার জীবিত করে দেন এবং শুক্র অভিষিক্ত করেন। এর পর শুক্র বলির হয়ে বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করেন। রাজ্যভার গ্রহণ করার পর বলি একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। বিশ্বজিৎ যজ্ঞের পর যজ্ঞদেব বলিকে দিব্য রথ, দিব্য কবচ, স্বর্ণধেনু ও দুটি অক্ষয় তূণ দান করেন। প্রহ্লাদ একটি চির অম্লান মালা দেন এবং শুক্র একটি দিব্য শঙ্খ দেন। বিষ্ণুর সঙ্গে দেবতাদের এই সময়ে একটা মনোমালিন্য হয়েছিল। এই সুযোগে শুক্র বলিকে আবার যুদ্ধ করতে বলেন। যুদ্ধে বলি দেবতাদের সম্পূর্ণ পরাজিত করেন। এই সময় বলি প্রহ্লাদকে স্বর্গে এনে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দিতে চান। প্রহ্লাদ বলিকে ইন্দ্র হিসাবে অভিষিক্ত করেন; বলিকে উপদেশ দেন ধর্মপথে রাজ্য শাসন করতে। ফলে বলি ত্রিভুবনে বিখ্যাত হয়ে পড়েন। ধর্মপথে রাজ্য করলেও দেবতা ও ব্রাহ্মণদের প্রাপ্য অধিকারগুলি বলি বন্ধ করে দিয়েছিলেন ফলে দেবতারা বিষ্ণুর কাছে গিয়ে অভিযোগ করেন। বিষ্ণু দেবতাদের আশ্বাস দেন।

বহুদিন রাজত্ব করার পর রাজত্বে নানা অবনতি দেখা দিতে থাকে। বলি চিন্তান্বিত হয়ে প্রহ্লাদের কাছে যান। প্রহ্লাদ জানান বিষ্ণু উপস্থিত অদিতির গর্ভে বামন রূপে জন্মাবেন সেই জন্য এই সব দুর্লক্ষণ। বলি জানান রাক্ষসরা কিন্তু বিষ্ণুর থেকে অনেক শক্তিশালী। প্রহ্লাদ এই কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দেন বলির রাজ্য ধ্বংস

হবে। বলি তখন ক্ষমা চান এবং প্রহ্লাদ বলেন বিষ্ণুর ওপর বিশ্বাস রাখলে মুক্তি পাবেন। বলি এর পর ভৃগুর উপদেশে নর্মদাতীরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে যা চাইবে তিনি সেই প্রার্থনা পুরণ করবেন। মুনি বালকের বেশে বিষ্ণু বামন (দ্রঃ) রূপে এই যজ্ঞে আসেন। সকলে বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকে সূর্য না সনৎকুমার না অগ্নি কে এল। বামন ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করেন। বলি ভূভারক দেশটি দিয়ে দিতে চান এবং প্রয়োজন হলে মুনিবালকের জন্য রাজ্যসুখ পরিত্যাগ করবেন বলেন। বামনের কিছু একটা অভিসন্ধি আছে বুঝতে পেরে শুক্রাচার্য (দ্রঃ) বলিকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলি শুক্রর কথা শোনেন না। কমণ্ডলু থেকে জল নিয়ে সংকল্প করতে যান, বলির স্ত্রী জল এনে দেন, কিন্তু শুক্র মাছি হয়ে নলের মধ্যে ঢুকে নল বন্ধ করে রাখেন। জল পড়ছে না কেন বামন বুঝতে পারেন; বলি কুশ দিয়ে কমণ্ডলুর নল পরিষ্কার করে নেন; ফলে কুশের আঘাতে শুক্রের একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। শুক্র বার হয়ে আসেন; কমণ্ডলুর জল বার হয় এবং বলিকে শুক্র এই জন্য শাপ দেন সমস্ত ঐশ্বর্য নষ্ট হয়ে যাবে। প্রার্থিত তিনপাদ ভূমি বামনকে বলি দান করেন। বামন বাড়তে থাকেন; সব কিছু ছাড়িয়ে বড় হয়ে যান। বামনের দেহে বলি বিশ্বরূপ দেখতে থাকেন। তিনপাদ ভূমি হিসাবে বামন এক পায়ে পৃথিবী অধিকার করেন; সারা আকাশে তাঁর দেহ ও চারটি হাত; মহঃ জনঃ ও তপঃ লোকে দ্বিতীয় পা স্থাপন করেন এবং নাভি থেকে নির্গত আর এক পা রাখবার জন্য স্থান কোথায় দেখিয়ে দিতে বলেন। বামনের এই বিরাট রূপ দেখে সমবেত অসুররা যুগপৎ বামনকে আক্রমণ করেন, কিন্তু বামন এসব গ্রাহ্য করেন না। তৃতীয় পায়ের পরিমাণ মত ভূমি দিতে না পারার জন্য বলি বরুণ পাশে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। বলি নিরুপায় হয়ে নিজের মাথা পেতে দেন এবং বিষ্ণুর স্তব করতে থাকেন। এই সময়ে বামনের পায়ের বুড়ো আঙুলের খোঁচায় ব্রহ্মাণ্ড ছিঁড়ে ফাঁকা হয়ে গিয়ে গঙ্গার জন্ম হয়। বামন বলির মাথায় পা দিয়ে পাতালে পাঠিয়ে দেন। প্রহ্লাদ এই সময় বলির মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেন; বিন্ধ্যাবলীও প্রার্থনা করেন। বলির ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে দেবতাদের দুষ্প্রাপ্য রসাতলে বিষ্ণু বলির স্থান করে দেন এবং বলেন সাবর্ণি মন্বন্তরে বলি ইন্দ্র হবেন। দেবতারা স্বর্গে ফিরে যান।

রাবণ একবার বলির সঙ্গে পাতালে গিয়ে দেখা করেছিলেন এবং বলিকে মুক্ত করে আনতে চেয়েছিলেন। বলি তখন রাবণকে হিরণ্যকশিপুর কুণ্ডল দুটি নিয়ে আসতে বলেন। সামনেই কিছু দূরে কুণ্ডল দুটি জলজল করছিল। রাবণ আনতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। বলি তখন রাবণের জ্ঞান ফিরিয়ে এনে বুঝিয়ে বলেন যে এ দুটি আনতে পারল না তার দ্বারা বিষ্ণুর হাত থেকে বলিকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। রাবণ তখন ফিরে যান।

বলি ক্ষমতাচ্যুত হবার পর এক বার গাধা হয়ে জন্মেছিলেন বা গাধা সেজে নির্জন এক বাড়িতে আশ্রয় নেন। ব্রহ্মা ইন্দ্রকে নির্দেশ দেন বলিকে খুঁজে বার করতে। ইন্দ্র বলিকে খুঁজে বার করে বিতাড়িত করেন কিন্তু ব্রহ্মার অনুরোধে প্রাণহানি করেন না। জন্ম থেকেই বলি ব্রাহ্মণদের ঘৃণা করতেন। ব্রাহ্মণদের প্রতি উদ্ধত ব্যবহারের জন্য লক্ষ্মী বলিকে ত্যাগ করেছিলেন।

একবার দেবাসুরের যুদ্ধে বিষ্ণু দেবতাদের সাহায্য করলে অসুররা পরাজিত হয়ে শুক্রাচার্যের কাছে আশ্রয় নেন। শুক্রাচার্য তপস্যার বলে এঁদের সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তপস্যা করার জন্য বার হয়ে যান। শুক্রাচার্য চলে গেলে দেবতারা অসুরদের কাছে প্রহ্লাদকে সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে পাঠান; প্রহ্লাদ একটা মিটমাট করেন। প্রহ্লাদের উপদেশে বলি পাতালে অনেকগুলি বিষ্ণু মন্দির তৈরি করে বিষ্ণুর পূজা করতে থাকেন। অন্য মতে বলি পরাজিত হয়ে দেশ ত্যাগ করে হতাশ হয়ে যখন অবস্থান করছিলেন তখন ইন্দ্র দেখা করতে আসেন এবং লক্ষ্মী তখন বলির দেহ থেকে বার হয়ে ইন্দ্রের দেহে প্রবেশ করেন। দেবতারা একবার সম্পূর্ণ হেরে গিয়ে শুক্রাচার্যের শরণ নিলে শুক্র এদের আশ্বাস দিয়ে হিমালয়ে শিবের তপস্যা করতে যান। প্রহ্লাদ এই সময়ে ইন্দ্রের কাছে এসে সন্ধি করেন অসুররা বনে গিয়ে তপস্যা করে কাটাবে। এ দিকে শুক্রের অনুপস্থিতে বিষ্ণু শুক্রের মাকে হত্যা করেন। ভৃগু অবশ্য এই অন্যায়ের জন্য বিষ্ণুকে শাপ দেন এবং শুক্রের মাকে জীবিত করে দেন।

(২) বরাহ কল্পে বালখিল্যদের আশ্রমে শিব বলি হয়ে জন্মান। এই বলির চার ছেলে সুধামা, কশ্যপ, বশিষ্ঠ ও বিরজস্। (৩) কৃতবর্মার ছেলে; রুক্মিণীর মেয়ে চারুমতির স্বামী। (৪) বিখ্যাত রাজা; আনব দেশে। পিতা সুতপস। সগরের সমসাময়িক। ব্রহ্মার তপস্যা করে অজেয় হন। সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। চতুর্বর্ণ ভাগ আবার স্থাপিত করেন। এই বলির স্ত্রী সুদেষ্ণা, দীর্ঘ তমসের (দ্রঃ) ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম পাঁচটি ছেলে হয়। অন্ধ্র নামে আর একটি ছেলেরও উল্লেখ আছে। নিজের রাজ্য ছেলেদের ভাগ করে দিয়ে স্বর্গে যান। মহাভারতে ১।৯৮।৩২ বলির স্ত্রী সুদেষ্ণার একটি ছেলে অঙ্গ; দীর্ঘ তমসের ঔরসে জন্ম। সুদেষ্ণার শূদ্রা ধাত্রেয়িকার এগারটি ছেলে হয়েছিল; এরাও বলির ছেলে নামে পরিচিত। অবশ্য দীর্ঘতমা এদের নিজের ছেলে বলে দাবি করেছিল; মহা ১।৯৮।২৮।

বল্বল—বল্কল। অসুর। নৈমিষারণ্যে বলরামের হাতে নিহত হন।

বল্লব—অজ্ঞাতবাসের সময় ভীম এই নামে পরিচিত ছিলেন।

বল্লালসেন—শক পুরোহিত মণ্ডলী (দ্র° পারসি) পরে ব্রহ্মক্ষত্রিয় হন এবং কোন মতে এঁরাই বাঙলায় সেন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন।

বশিষ্ঠ—দশ প্রজাপতির এক জন এবং এক জন চিত্রশিখণ্ডী। হরিবংশ মতে ব্রহ্মার সাত মানস পুত্রের এক জন। ব্রহ্মার তেজ থেকে জন্ম। অন্য পুরাণে সপ্তর্ষিদের এক জন। ঋক্‌বেদে সপ্তম মণ্ডলের ঋষি। অন্য বেদ এবং ঋক্‌বেদের দশটি মণ্ডলের মধ্যে সাতটির রচয়িতা বশিষ্ঠ শিষ্যেরা। অষ্টম দ্বাপরে বেদ বিভাগ কারী ব্যাস। দক্ষ যজ্ঞে অন্যান্য অনেকের সঙ্গে বশিষ্ঠও মারা যান এবং স্ত্রী অরুন্ধতী সহমৃতা হন। এর পর ব্রহ্মার যজ্ঞ থেকে বশিষ্ঠ আবার জন্মান; অরুন্ধতী অক্ষমালা হয়ে জন্মে বশিষ্ঠের স্ত্রী হন। এই দ্বিতীয় জন্মে বশিষ্ঠ রাজা নিমির শাপে মারা যান। এর পর মিত্রাবরুণের (দ্রঃ) আশ্রমে পাত্র থেকে জন্মান। এই জন্মে বশিষ্ঠের ভাই অগস্ত্য এবং এই জন্মে নারদের বোন জনৈকা অরুন্ধতী বশিষ্ঠকে বিয়ে করেন। বশিষ্ঠকে কেন্দ্র করে বহু কাহিনী রয়েছে; কোন কাহিনী কোন জন্মের সঙ্গে যুক্ত বলা কঠিন। স্ত্রী অরুন্ধতী, ঊর্জা,

অক্ষমালা, ও শতরূপা। ছেলে শক্তি/শক্তৃ ইত্যাদি ; নাতি পরাশর। অরুন্ধতীর ছেলে :- চিত্রকেতু, পুরোচিষ, বিরচ, মিত্র, উম্বন, বসুভৃস্থায়ন ও দ্যুমান। উর্জার সাত ছেলে রজস্, গোত্র, উর্জবাহু, সবন, অনঘ (অলঘু) সুতপা ও শুক্র। সৌদাস পত্নী মদয়ন্তীও বশিষ্ঠের এক পুত্রের জননী। সুকালিন নামে পিতৃগণও বশিষ্ঠের সন্তান।

রাজা সুদাস (ঋক্), রাজা মুচুকুন্দ ইত্যাদির কুলপুরোহিত। ইক্ষ্বাকু বংশের কুলগুরু ও কুলপুরোহিত ; রামচন্দ্রের গুরু ও মন্ত্রী। রাবণ (দ্রঃ) এঁকে এক বার বন্দী করেছিলেন। তপতী সম্বরণের বিয়ে দেন। পরাশরের রাক্ষস যজ্ঞ বন্ধ করেন। মেরু পর্বতে এঁর আশ্রমে বসুরা (দ্রঃ) এসে সুরভিকন্যা হোমধেনুটি (মহা ১।৯৩।১) চুরি করেছিলেন। ভীষ্ম বাল্য কালে এঁর কাছে বেদ অধ্যয়ন করেন। রাম রাজা হলে বশিষ্ঠ পরম হিতৈষী পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করতেন। কুরুক্ষেত্রে এসে দ্রোণকে যুদ্ধ বন্ধ করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। এক বার অনাবৃষ্টির সময়ে বশিষ্ঠ সকলের আহারের ব্যবস্থা করেছিলেন। ইন্দ্র এক বার স্বর্গচ্যুত হলে বশিষ্ঠ গিয়ে সান্ত্বনা দেন। বশিষ্ঠ ইলাকে পুরুষে পরিবর্তন করেন।

বিশ্বামিত্র যখন রাজা ছিলেন তখন এক বার মৃগয়াকালে সসৈন্যে বশিষ্ঠের আশ্রমে আসেন। কামধেনু নন্দিনীর সাহায্যে বশিষ্ঠ আগত সকলকে ভূরি ভোজনে পরিতৃপ্ত করেন। বিশ্বামিত্র বিস্মিত হয়ে যান এবং গরুটি ভিক্ষা চান এবং পরিবর্তে নিজের রাজ্যও দিয়ে দিতে চান। বশিষ্ঠ সম্মত হন না ; রাজা তখন জোর করে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বশিষ্ঠের অনুমতি পেয়ে নন্দিনী নিজের দেহের প্রতি অংশ থেকে অসংখ্য যোদ্ধা সৃষ্টি করে বিশ্বামিত্রকে পরাজিত করেন। বিশ্বামিত্রের এক শত ছেলেরা ও সমস্ত সৈন্য হেরে যায়। বিশ্বামিত্র বহু দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন কিন্তু এক মাত্র ব্রহ্মদণ্ডের সাহায্যে বশিষ্ঠ সমস্ত অস্ত্র ভস্মীভূত করেন। বিশ্বামিত্র সরাসরি আক্রমণ করলে বিশ্বামিত্রের বাণগুলি বশিষ্ঠের দেহ স্পর্শ করে ফুলে পরিণত হয়ে যায়। এর পর বিশ্বামিত্র (দ্রঃ) ব্রহ্মত্ব পাবার জন্য কঠোর তপস্যা করতে থাকেন। আর এক মতে রাজা কল্মাষপাদের (দ্রঃ) কারণে বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের কলহ দেখা দিয়েছিল। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের সমস্ত ছেলেগুলিকে হত্যা করালেও শোকার্ত বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের কোন ক্ষতি করেন নি। ত্রিশঙ্কুকে (দ্রঃ) নিয়েও তীব্র বিরোধ গড়ে ওঠে। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের আর এক দফা কলহ সৃষ্টি হয় হরিশ্চন্দ্র রাজাকে কেন্দ্র করে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে বশিষ্ঠ হরিশ্চন্দ্রের কুলপুরোহিত ছিলেন। হরিশ্চন্দ্রকে (দ্রঃ) রাজ্যচ্যুত ভিক্ষুকে পরিণত করার জন্য বশিষ্ঠ বকধার্মিক ইত্যাদি বলে কটূক্তি করেন এবং শাপ দিয়ে বিশ্বামিত্রকে বকে পরিণত করেন। বিশ্বামিত্রও বশিষ্ঠকে মাছরাঙা পাখী হবার শাপ দেন। অন্য মতে এই কলহের কারণ শুনঃশেফকে বাঁচান। শুনঃশেফ রক্ষা পেলে বশিষ্ঠ নিজেকে অপমানিত মনে করেন ইত্যাদি। দুজনে পাখী হয়ে মানস সরোবরে গিয়ে বাস করতে থাকেন এবং প্রত্যহ মারামারি করে বিক্ষত হতে থাকেন। একটি মতে এদের মারামারিতে পৃথিবী কাঁপতে থাকে এবং বহু প্রাণী মারা পড়ে। শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মা বর দিয়ে দু জনকে শাপমুক্ত করে দিয়ে শান্তি স্থাপিত করেন। এই বশিষ্ঠকে রক্ষা করতে গিয়ে সরস্বতী (দ্রঃ) নদী বিশ্বামিত্রের কাছে অভিশপ্ত হয়েছিলেন। এই শান্ত স্বভাব মুনি বিকুক্ষি, কার্তবীর্যার্জুন,

নিমি, কল্মাষপাদ এবং আরো অনেককে অভিশাপ দিয়েছিলেন। বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী আকাশে পরে দুটি নক্ষত্রে পরিণত হন।

একটি ধর্মসংহিতা বশিষ্ঠের রচনা নামে পরিচিত। প্রবরেও এঁর নাম আছে। দ্রঃ অদৃশ্যন্তী, অশ্মক, অগস্ত্য, উর্বশী, কল্মাষপাদ, নিমি, পরাশর, বরুণ, বিপাশা, মিত্রাবরুণ, শতদ্রু, সরস্বতী, শুনঃশেফ।

বশীকরণ—তান্ত্রিক ষটকর্মের একটি। লোককে বশীভূত করা।

বসাঢ়—বৈশালী (দ্রঃ)।

বসু—দ্রঃ অষ্টবসু। আটজন গণদেবতা। ঋক্‌বেদে এঁরা প্রকৃতির নিয়ামক ও মন্ত্রপাঠরত। এঁরা ধরার নিয়ন্তা, ধনরক্ষক এবং ইন্দ্র ও অগ্নির অনুগত সহকারী। ধর্ম ও তাঁর স্ত্রী বসুর (দক্ষের এক মেয়ে) ছেলে। অন্য মতে কশ্যপ পুত্র। এঁরা প্রত্যেকে এক একটি গণ সৃষ্টি করেছিলেন। আপ-এর ছেলে বৈতণ্ড, শ্রম, শান্ত ধ্বনি। ধ্রুব—ছেলে কাল, সংহার করেন। সোম—ছেলে বর্চা, জীবকে তেজ দেন। ধর্ম—স্ত্রী মনোহারী ; ছেলে দ্রবিণ, হুতহব্যবাহ, শিশির, প্রাণ, বরুণ। অনিল—স্ত্রী শিবা ; ছেলে মনোজব/পুরোজব (মহা ১।৬০।২৪) অবিজ্ঞাতগতি। অগ্নি—ছেলে কুমার (কার্তিকেয়), শাখ, (দ্রঃ) বিশাখ ও নৈগমেয় ; মহা ১।৬০।২২ শ্লোকে এঁরা তিন জন কুমারের পৃষ্ঠজ। প্রত্যূষ—ছেলে দেবল। প্রভাস—স্ত্রী বরস্ত্রী, ছেলে বিশ্বকর্মা। বসুরা এক বার স্ত্রীদের নিয়ে বনভোজনে যান এবং বশিষ্ঠের আশ্রমে আসেন। নন্দিনী কামধেনুকে দেখে মুগ্ধ হয়ে দ্যু (দ্রঃ) একে চুরি করেন বা দ্যু প্রধান উদ্যোক্তা, সকলে মিলে চুরি করেন। ফলে বশিষ্ঠ শাপ দেন সকলকে এঁদের মানুষ হয়ে জন্মাতে হবে। বসুরা তখন অনুনয় করলে বশিষ্ঠ বলেন দ্যু কেবল দীর্ঘদিন মানুষ হয়ে বাস করবে এবং মৃত্যুর পর স্বর্গে ফিরে আসবেন ; অন্য সকলে জন্ম মাত্রেই মুক্তি পাবেন। বসুরা চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং সামনে গঙ্গাকে পেয়ে তাঁকে অনুরোধ করেন গঙ্গা যেন তাঁদের গর্ভে ধারণ করেন এবং জন্ম মাত্রেই যেন জলে ডুবিয়ে হত্যা করেন। গঙ্গার সঙ্গে শন্তনুর বিয়ে হয়। বসুদের কথাতে রাজি হলেও গঙ্গাও চেয়েছিলেন তাঁদের মিলনের চিহ্ন স্বরূপ একটি সন্তান অন্তত যেন জীবিত থাকে। শন্তনুর সঙ্গে গঙ্গার বিয়ের সর্ত ছিল গঙ্গার কোন কাজে বাধা দিলে গঙ্গা তখনই রাজাকে ত্যাগ করবেন। এই সর্তের সুযোগে গঙ্গা তাঁর প্রতিটি সদ্যঃজাত শিশুকে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে হত্যা করেন। শেষ শিশুটিকে হত্যা করতে গেলে শন্তনু বাধা দেন। গঙ্গা তখন নিজের পরিচয় দিয়ে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে শিশুটিকে নিয়ে চলে যান। এই শিশুই দেবব্রত/ভীষ্ম। দ্রঃ অষ্টবসু। একটি মতে অষ্টবসুদের মধ্যে বড় দ্রোণ এবং দ্রোণের স্ত্রী অভিমতি/ধরা। দ্রোণ ও ধরা পরে নন্দগোপ ও যশোদা রূপে জন্মান। দ্বিতীয় বসু প্রাণ ; এঁর স্ত্রী প্রিয়ব্রতের মেয়ে উর্জস্বতী।

(২) কান্যকুব্জরাজ কুশ ও স্ত্রী বৈদর্ভীর ছেলে কুশাম্ব, কুশনাভ, অসুর্তরজস্ (অমূর্তরজস্ রামা ১।৩২।৩) ও বসু বা উপরিচর বসু (দ্রঃ) ; এঁরা যথাক্রমে কৌশাম্বী, মহোদয়পুর, ধর্মারণ্য ও গিরিব্রজ নগরী স্থাপন করেন। (৩) জমদগ্নির (দ্রঃ) এক ছেলে। (৪) রাজা ঈলিনের ছেলে দুষ্মন্ত, শূর, ভীম, প্রবসু ও বসু। (৫) পৈলের

পিতা। (৬) উত্তানপাদ ও সুনৃতার এক ছেলে। গোমেধ যজ্ঞ উচিত কিনা বিচারের জন্য ঋষিরা একবার এঁর কাছে আসেন। রাজা গোমেধ যজ্ঞের বিরুদ্ধে মত দিলে মুনিরা এঁকে পাতালে যাবার শাপ দেন। রাজা পরে তপস্যা করে স্বর্গ লাভ করেন। দ্রঃ বসুধারা। (৭) দক্ষের এক মেয়ে; ধর্মের (দ্রঃ) স্ত্রী।

বসুদেব—যদুবংশে শূরের/শূরসেনের ঔরসে ভোজকন্যা মারিষার গর্ভে জন্ম। বসুদেবের বোন মানিনী, পৃথা, শ্রুতদেবী, শ্রুতকীর্তি ও শ্রুতশ্রবা। কশ্যপ, (দ্রঃ) অদিতি ও সুরসা যথাক্রমে বসুদেব দেবকী ও রোহিণী হয়ে জন্মান। বসুদেবের স্ত্রী দেবকী (=মায়া=অমাবাসী), ছেলে কৃষ্ণ, মেয়ে সুভদ্রা। স্ত্রী রোহিণী—ছেলে বলরাম, সারণ, দুর্দ্ধর, দম, পিণ্ডারক, মহাহনু। স্ত্রী উপদেবী—ছেলে বিজয়, রোচমান, বর্দ্ধমান, ও দেবল। স্ত্রী বৃকদেবী—ছেলে অগাবহ, ও অঙ্গদ/মন্দগ। স্ত্রী সপ্তমী—ছেলে রেবন্ত। স্ত্রী শ্রদ্ধা; একজন বৈশ্যা—ছেলে কোশিক; বসুদেবের এটি প্রথম ছেলে। স্ত্রী শ্রুতন্ধরা—ছেলে কপিল। স্ত্রী জনা—ছেলে সৌভদ্র ও অভব। বসুদেবের আরো কয়েকটি স্ত্রী:-পৌরবী/পূরবী, ভদ্রা, মদিরা, রোচনা, ইলা, মালিনী ও কৌশল্যা। দেবকীকে বিয়ে করে পর দিন ফেরার সময় পথে দৈববাণী হয় যে দেবকীর (দ্রঃ) অষ্টম সন্তানের হাতে কংস মারা যাবেন। ফলে কংস তৎক্ষণাৎ দেবকী ও বসুদেবকে কারারুদ্ধ করেন। সদ্যঃজাত কৃষ্ণকে (দ্রঃ) বসুদেব যশোদার কাছে রেখে আসেন। কংসের মৃত্যুর পর বসুদেব মুক্তি পান ও রাজা হন। বসুদেবই পুরোহিত কশ্যপকে শতশৃঙ্গে পাঠান পাণ্ডুর ছেলেদের জাতকর্ম করার জন্য। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর কৃষ্ণের কাছে বসুদেব যুদ্ধের সমস্ত বিবরণ জানতে পারেন। অভিমন্যুর শ্রাদ্ধ বসুদেব করে-ছিলেন। যদুবংশ ধ্বংসের সময় যাদবরা যখন মারামারি করছিলেন তখন কৃষ্ণ বলরাম দ্বারকাতে এসে বসুদেবের কাছে বিদায় নিয়ে যান এবং স্ত্রীদের রক্ষা করতে বলেন এবং অর্জুন এলে অর্জুনের হাতে এদের তুলে দেবার নির্দেশ দিয়ে যান। কৃষ্ণ বলরামের মৃত্যুর পর অর্জুন এলে তাঁকে কৃষ্ণের শেষ নির্দেশ জানিয়ে যোগমগ্ন হয়ে বসুদেব দেহত্যাগ করেন; অর্জুন বসুদেবের সৎকার করেছিলেন; রোহিণী, দেবকী ইত্যাদি চারজন স্ত্রী সহমৃতা হন। বসুদেব বিশ্বদেবে পরিণত হন। দ্রঃ কশ্যপ।

বসুধা—গন্ধর্ব কন্যা নর্মদার মেয়ে:-সুন্দরী, কেতুমতী ও বসুধা (রামা ৭।৫।৪২)। মালীর স্ত্রী।

বসুধারা—এক বার দেবতা ও ঋষিদের মধ্যে পশুযাগ সম্বন্ধে বিতর্ক দেখা দিলে রাজা উপরিচরবসু দেবতাদের পক্ষ সমর্থন করলে ঋষিরা অভিশাপ দিয়ে আকাশে রাজার উপচরণ/ঘুরে বেড়ান বন্ধ করেন এবং পাতালে গিয়ে বাস করতে হয়। দেবতারা তখন তাঁর জীবন ধারণের জন্য ব্রাহ্মণরা যখন যজ্ঞ করবেন সেই যজ্ঞে প্রদত্ত ঘৃতধারা পানের ব্যবস্থা করেন। এই ঘৃত (=বসু) ধারা/বসুধারা নামে পরিচিত। প্রীতি কামনায় চেদিরাজ বসুর উদ্দেশ্যে এই ঘৃতধারা দেওয়া হয়। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে দিতে হয়। বর্তমানে বিবাহাদি অনুষ্ঠানে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের অব্যবহিত আগে ঘরের দেওয়ালে বার দিকে নাভি সমান উচ্চে সিঁদুর বা চন্দনের দ্বারা কয়েকটি দাগ কেটে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে এখানে ঘৃত ধারা বর্ষণ করা হয়; এটি বসুধার এবং চেদিরাজ বসুর পূজা করা হয়। দ্রঃ (৬) বসু।

বসুবন্ধু—বৌদ্ধ পণ্ডিত ও দার্শনিক। অভিধর্মকোশ রচয়িতা। পুরুষপুরে এক ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম। আচার্য অসঙ্গ এঁর বড় ভাই; সাংসারিক নাম কৌশিক। সম্ভবত খৃ ৫ শতকের লোক: কিছু মতে এক জন হীনযানী ও এক জন মহাযানী দুজন বসুবন্ধু প্রায় ৮০ বৎসরের ব্যবধানে জন্মেছিলেন। অবশ্য অধিকাংশ মতে এঁরা দুজনে একই ব্যক্তি; পর জীবনে হীনযানী বসুবন্ধু মহাযানী হয়েছিলেন। বসুবন্ধু নিজে সৌতান্ত্রিক মতাবলম্বী ছিলেন। অধ্যয়নের জন্য অযোধ্যাতে এসেছিলেন কিন্তু ফিরে গিয়ে অসঙ্গের প্রভাবে যোগাচার-বিজ্ঞানবাদী দার্শনিকে পরিণত হন। ৮০ বৎসর মত জীবিত ছিলেন এবং সংস্কৃতে ৩৬-টি মত বই লিখে গেছেন। দ্রঃ অভিধর্ম-কোশ, অসঙ্গ।

বসুমতী—অগ্নির তেজে উৎপন্ন সুবর্ণ। পৃথিবী এই সুবর্ণ ধারণ করেছিলেন বলে নাম বসুমতী।

বসুমনা—ইক্ষ্বাকু বংশে মান্ধাতা(১)>হর্ষশ্ব(৫)>বসুমনা(৬)। বসুমনার মা যযাতির মেয়ে মাধবী (দ্রঃ)। হরিণীর সঙ্গে বসুমনার বিয়ের ব্যবস্থা হয়। দ্রঃ দুর্মদ। যযাতি স্বর্গচ্যুত হয়ে বসুমনা ইত্যাদিব কাছে এসে পড়ে ছিলেন। এঁরা তখন বাজপেয় যজ্ঞ কর-ছিলেন; এবং এঁদের পুণ্যে যযাতি আবার স্বর্গে ফিরে যান। বিশ্বামিত্রের ছেলে অষ্টকের অশ্বমেধ যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। অষ্টক, প্রতর্দন, বসুমনা ও শিবি এক দিন রথে করে বেড়াতে বেড়াতে নারদের সঙ্গে এরা মিলিত হন। এঁদের একজন নারদকে জিজ্ঞাসা করেন তাঁরা চার ভাই স্বর্গে থাকেন কিন্তু কে আগে পৃথিবীতে ফিরবেন। নারদ জানান আত্মশ্লাঘার জন্য অষ্টককেই প্রথমে পৃথিবীতে ফিরে যেতে হবে। অসূয়ার বশে দান করার জন্য তার পর প্রতর্দন ও তারপর বসুমনা ফিরে যাবেন। শিবি কোন দিন ফিরবেন না। দেবর্ষি নারদের আশীর্বাদে বসুমনা পুষ্পক রথ পেযে-ছিলেন। এই রথ নারদের হলেও নারদ নিজের প্রয়োজনে এক দিন এই রথ চাইলে মিথ্যা কথা বলে বসুমনা নারদকে বিমুখ করেছিলেন। এই জন্য বসুমনাকে ফিরতে হয়েছিল। (২) একটি অগ্নি।

বসুসেন/বসুষেণ—কবচ ও কুণ্ডল নিয়ে জন্মের জন্য কর্ণের এক নাম।

বসুন্ধতী—বৈবস্বত মন্বন্তরে পুরন্দর ইন্দ্রের মা।

বহুপুত্র—দ্রঃ অসিক্লী।

বহুরূপ—একাদশ রুদ্রের এক জন।

বহুলা—বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়া মহকুমাতে ১৬ কি-মি দূরে কেতুগ্রামে সতীর বাম বাহু পড়েছিল। একটি পীঠস্থান। এখানে দেবী বহুলা এবং ভৈরব ভীরুক।

বহ্নি—(১) অসুর; এক জন লোকপাল। (২) [illegible]র ছেলে। বিখ্যাত ভর্গের পিতা। (৩) কৃষ্ণ ও মিত্রবিন্দের ছেলে।

বহ্বাশী—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ভীমের হাতে নিহত।

বাকপারুষ্য—কটু কথা ব[illegible]। আগের দিনে দণ্ডণীয় ছিল। রাজা সারাণত ২৫ পণ দণ্ড ধার্য করতেন।

বাঘ—২২°২২´উ × ৭৪°৪[illegible] প্র। মধ্যপ্রদেশে ধার জেলায় [illegible]াট একটি গ্রাম। মাউ স্টেসন থেকে ১৩৯ কি-[illegible] প্র-দক্ষিণ পশ্চিমে। এই গ্রাম থেকে ৫ কি-মি দূরে এবং

নর্মদার শাখা বাঘ নদীর বাম তীরে বিন্ধ্য পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালুদেশে কতকগুলি বৌদ্ধ গুহা রয়েছে। অজন্টার দ্বিতীয় পর্বের সমকালীন। গুহাগুলির মধ্যগত ছবিগুলি শিল্পোৎকর্ষে অজন্টার ছবিগুলির সঙ্গেই তুলনীয়। মোট নয়টি গুহার ভগ্নাবশেষ বর্তমান। এগুলি চৈত্য গুহা নয়।

বাজ—অঙ্গিরসের ছেলে সুধন্বা, সুধন্বার ছেলে ঋভু, ভিভ্‌ন্‌ ও বাজ।

বাজশ্রবা—গৌতম বংশে এক মহর্ষি। নচিকেতার বাবা।

বাণ—দৈত্যরাজ বলির একশ ছেলের মধ্যে বাণ শ্রেষ্ঠ। মহাদেবকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করে শোণিতপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। শিবের কাছে বর চেয়েছিলেন শিব-পার্বতী শোণিতপুরে থাকবেন এবং দুর্গ রক্ষা করবেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও শিব সম্মত হন। অন্য মতে পার্বতীর ছেলে বলে গণ্য হবার বর ও শত্রু জয়ের জন্য সহস্র হাত পান। অজেয় বাণ দেবতাদের তারপর উৎপীড়ন করতে থাকেন। এক বার শিবকেই যুদ্ধে আহ্বান করেন। শুক্রাচার্য সব সময় বাণের উন্নতি কামনা করতেন। বাণ বহু সময় ক্রৌঞ্চ পর্বতের আড়াল থেকে দেবতাদের আক্রমণ করতেন। ফলে কার্তিক এই ক্রৌঞ্চ পর্বত বিদারণ করেন। বাণের মেয়ে উষা (দ্রঃ)। অনিরুদ্ধকে (দ্রঃ) মুক্ত করার জন্য কৃষ্ণ, বলরাম ও প্রদ্যুম্ন এসে যুদ্ধ করেন। মহাদেব বাণের পক্ষ নেন এবং কার্তিকেয়, অগ্নি ইত্যাদিকে বলেন বাণকে সাহায্য করতে। বাণ পরাজিত হন। কৃষ্ণ দয়া করে তাঁকে মহাকাল নামে মহাদেবের অনুচর করে দেন। শোণিত-পুরে বাণের মন্ত্রী কুষ্মাণ্ড রাজা হন।

বাণগড়—প্রাচীন দেবীকোট, কোটিবর্ষ নগরী। অপর নাম উমাবন, উষাবন, বাণ-পুর, শোণিতপুর। বলা হয় দৈত্যরাজ বলির ছেলে বাণের রাজধানী ছিল; বর্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত। শোণিতপুর নাম বিষ্ণুপুরাণ ভাগবত ইত্যাদিতে আছে। বায়ু পুরাণ ও বৃহৎসংহিতায় কোটি বর্ষের নাম রয়েছে। খৃ ১৩ শতকে মুসলমান আক্রমণের সময় পর্যন্ত শোণিতপুর সমৃদ্ধ ছিল। বাণগড়ের পশ্চিম দিকে পুনর্ভবা নদীর অপর তীরে উষাগড় নামে আর একটি ভগ্নাবশেষ রয়েছে; এটিও কোটিবর্ষের সমসাময়িক। পাল যুগে এখানকার পোড়ামাটির শিল্প অতুলনীয়; পাহাড়পুরের সমকক্ষ যেন। প্রস্তর শিল্পও অতুলনীয়।

বাণভট্ট—হর্ষচরিত ও কাদম্বরী রচয়িতা। পিতা চিত্রভানু মাতা রাজ্যদেবী।

বাণরাজ—দ্রঃ কালপুরুষ।

বাত—স্বারোচিষ মন্বন্তরে ঊর্জ, স্তম্ভ, প্রাণ, বাত, বৃষভ, নিরয় ও পরীবান—এঁরা সপ্তর্ষি।

বাতঘ্ন—বিশ্বামিত্রের ছেলে; ব্রহ্মবাদী।

বাতবেগ—ধৃতরাষ্ট্রের ছেলে। ভীমের হাতে নিহত।

বাতাপি—দনু কশ্যপ সন্তান। অন্য মতে প্রহ্লাদের বড় ভাই হ্লাদের দুই ছেলে ইল্বল ও বাতাপি। অগস্ত্যের (দ্রঃ) হাতে দু জনে মারা যান।

বাৎস্যায়ন—(১) বৎস গোত্রে জন্ম; প্রকৃত নাম মল্লনাগ। সম্ভবত খৃ-পূ ২ শতকের মধ্যভাগ থেকে খৃ ২ শতকের মধ্যে জন্ম। বাভ্রব্য প্রভৃতি কামশাস্ত্রগুলির সার সংগ্রহ করে নিজের গ্রন্থ কামসূত্র রচনা করেন। বহু স্থানে তিনি নিজের মতামতও যুক্ত

করেছেন। বইটিতে ৩৬ অধ্যায় ১১২৫ শ্লোক। বইটি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। (২) একজন নৈয়ায়িক। মনে হয় ৪০০ খৃষ্টাব্দের আগে জন্ম। অন্য মতে ৬ শতকে দাক্ষিণাত্যের লোক। ন্যায় ভাষ্য রচয়িতা।

বাদী—পৃথুর ছেলে অন্তর্ধান ও বাদী।

বাদলি—বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মবাদী এক ছেলে।

বানপ্রস্থ—বর্ণাশ্রমের তৃতীয় পর্ব। প্রৌঢ় বয়সে সংসার ত্যাগ করে বনে বসবাসের নাম।

বাভ্রবায়ণি—বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মবাদী এক ছেলে।

বাভ্রব্য—শ্বেতকেতুর লেখা কামশাস্ত্রকে সংক্ষিপ্ত আকারে ইনি লিখেছিলেন। বাভ্রব্যের ছেলে সুবালক।

বামদেব—পরিক্ষিৎ ও সুশোভনার (মণ্ডুক রাজকন্যা) ছেলে শল, দল ও বল। শল রাজা হয়ে মৃগয়াতে গিয়ে সারথিকে বলেন হরিণের পেছু ছুটতে পারে এই রকম ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে। সারথি জানান বামদেবের কাছে পাওয়া যাবে। বামদেবের কাছে গেলে বামদেব ঘোড়া দেন কিন্তু সর্ত থাকে পরে ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে হবে। মৃগয়া শেষে রাজা রাজধানীতে ফিরে যান এবং সুন্দর ঘোড়াগুলি আর ফিরিয়ে দেন না। বামদেব শিষ্যকে পাঠান এবং শেষ পর্যন্ত নিজে আসেন। কিন্তু রাজা ঘোড়া ফেরত না দিয়ে তর্ক করতে থাকেন। এই সময়ে কয়েকটি রাক্ষস এসে ত্রিশূলের আঘাতে রাজাকে নিহত করেন। তারপর দল রাজা হন; বামদেবকে হত্যা করতে যান। বামদেব রাজার হাত অবশ করে দেন। রাজা তখন শান্ত হন। দলের স্ত্রী মুনির কাছে স্বামীর অপরাধের জন্য ক্ষমা চান। বামদেব ঘোড়া নিয়ে ফিরে যান (মহা ৩।১৯০।-) এই বামদেব বশিষ্ঠের বন্ধু এবং দশরথের পুরোহিত। গর্ভে থাকাকালীন অশ্বিনী কুমারদের স্তব করেছিলেন। ঋক্ বেদের ৪-র্থ মণ্ডলের রচয়িতা। (২) মনু শতরূপার ছেলে। বামদেবের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, হাত থেকে ক্ষত্রিয়, পাযের ডিম থেকে বৈশ্য ও পায়ের পাতা থেকে শূদ্র জন্মায়। ইনি শিবের অবতার পঞ্চমুখ, হাতে ত্রিশূল।

বামন—বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার। ত্রেতা যুগে। বলিকে (দ্রঃ) দমন করার জন্য কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে জন্ম। দেবতারা হেরে গিয়ে ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরছিলেন। অদিতি মুহ্যমান হয়ে পড়েন। কশ্যপ কি হয়েছে জানতে চান এবং সব শুনে বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করার জন্য দ্বাদশীব্রত/পযোব্রত পালন করতে বলেন। এই উপবাসের সময়ে বিষ্ণু সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে আসেন। অদিতি সমস্ত কথা জানিয়ে বিষ্ণুকেই নিজের ছেলে হিসাবে চান যাতে দেবতারা আবার রাজ্য ফিরে পান। বিষ্ণু বর দেন। আর একটি ঘটনা ঘটে। দেবতারা অগ্নিকে পুরোধা করে বিষ্ণুর কাছে যান। বিষ্ণু এই সময় সিদ্ধাশ্রমে বাস করছিলেন। অগ্নির প্রার্থনায় বিষ্ণু অদিতির গর্ভে আসেন। যথা সময়ে অন্য মতে ১০০০ বছর গর্ভ ধারণ করার পর ভাদ্র মাসে শুক্লা দ্বাদশীতে শ্রবণা নক্ষত্রে অভিজিৎ মুহূর্তে বামনের জন্ম হয়। চার হাত ছিল; কিন্তু তার পর দেখতে দেখতে বামনে পরিণত হন। দেবতারা এসে উপহার দিয়ে যান। সূর্য সাবিত্রী মন্ত্র দেন; বৃহস্পতি উপনয়ন করান ইত্যাদি। আর একটি কাহিনীতে ধুন্দুকে (দ্রঃ) পাতালে বন্দী করেন। দ্রঃ সিদ্ধাশ্রম, পূতনা। (২) অষ্ট দিকপালের এক জন।

(৩) ইরাবতীর ছেলে ঐরাবত, সুপ্রতীক, অর্জুন ও বামন। এই বামনই কুরুক্ষেত্রে ঘটোৎকচের বাহন ছিল।

বামাচার—এই আচারে রাত্রিতে ভোজনান্তে পঞ্চমকার যোগে শক্তি সাধনা বিধেয়। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড ত্যাগ করে তান্ত্রিক ক্রিয়া গ্রহণ করা হয়। বাম হস্তে পূজা প্রশস্ত। বা নিজেকে শক্তিরূপে কল্পনা করে বামা-আচার করা বিধেয়। এই পঞ্চমকারের অপর অংশে দূতীযাগ। স্বল্পায়াসে চিত্তকে স্থির করার নিমিত্ত সাধককে পঞ্চমকার গ্রহণ করতে হয়।

বায়ু—বায়ুকে বিষ্ণুর নিশ্বাস বলা হয়েছে। পুরাণে ৪৯টি বায়ুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বায়ু বা প্রকৃতিতে সাতটি বায়ু হচ্ছে :-প্রবহ, আবহ, উদ্বহ, সংবহ, বিবহ, পরিবহ ও পরাবহ। প্রবহ বায়ু আকাশে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করে, আবহ নক্ষত্রকে প্রকাশ করে, জলকে সমুদ্র থেকে মেঘে এবং মেঘ থেকে জলে পরিণত করে। উদ্বহ মেঘদের চালনা করে এবং বজ্র তৈরি করে। সংবহ বায়ু পাহাড়ের ওপর আছড়ে পড়ে, মেঘদের চালনা করে ও বজ্রও তৈরি করে। বিবহ বায়ু আকাশে পবিত্র জল তৈরি করে এবং আকাশ গঙ্গাকে আকাশে ধরে রাখে। পরিবহ বায়ু ধ্যানীকে শক্তি দান করে। পরাবহ বায়ু দেবতাদের বীজন করে শীতল রাখে। অন্তরীক্ষের দেবতা। ঋক্‌বেদে এঁর সম্বন্ধে অনেকগুলি মন্ত্র আছে। বেদে বহুস্থানে বায়ু ও ইন্দ্র একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছেন। ঋকবেদে বায়ুর ছেলে অগ্নি ; কারণ ব্যান বায়ু দেহে শক্তি এলে দিলে তবেই অরণী ঘষে অগ্নিকে জন্ম দেওয়া যায়। উপনিষদ মতে বায়ু প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বা সৃষ্টিকর্তা। চরকে বায়ু ভগবান। আয়ুর্বেদ মতে বায়ু একাধারে যম, প্রজাপতি, বিশ্বকর্মা ও বিশ্ব রূপের প্রতীক। শরীর ক্রিয়ার বায়ু পাঁচ ভাগে বিভক্ত : প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান। দেহে আরো পাঁচটি বায়ু আছে কল্পনা করা হয়েছে নাগ, কূর্ম, কৃকল, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়। চেতন বায়ু প্রাণ বায়ুরূপে আত্মার সৃষ্টি করে। বীর্য নিষেকের ফলে প্রাণের সৃষ্টি। তারপর সত্ত্ব; রজঃ তমঃ গুণান্বিত এই চেতন বায়ুই প্রাণবায়ু রূপে ভ্রূণের বিশিষ্ট আকৃতি সৃষ্টির জন্য প্রসূতির দেহ থেকে রক্ত ও পুষ্টি নিয়ে বেড়ে উঠতে সহায়তা করে। দ্রঃ আয়ুর্বেদ। বায়ু এক জন দিকপাল, উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থান। বায়ুর আলয়ের নাম গন্ধবতী। বিশ্বপুরুষের নিশ্বাস থেকে জন্ম। বায়ুর জামাতা ত্বষ্টা। বায়ুর ছেলে হিসাবে হনুমান ও ভীম ; ব্রহ্ম পুরাণে মুদা নামে একটি মেয়ে আছে। ত্রিকূট (দ্রঃ) পাহাড়কে সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ফেলেছিলেন। ত্রিকূটের ওপর পরে স্বর্ণলঙ্কা নির্মিত হয়। দ্রঃ কুশনাভ'কান্যকুব্জ। ইন্দ্র হনুমানকে বজ্রাঘাত করলে বিহ্বল হনুমানকে নিয়ে বায়ু এক গুহার মধ্যে ঢুকে যান। বায়ুর অভাবে সৃষ্টি ধ্বংস হতে যায়। দেবতারা তখন ব্রহ্মাকে দিয়ে বায়ুকে সন্তুষ্ট করিয়ে সৃষ্টি রক্ষা করেন। হিমালয়ে এক বিরাট শাল্মলী গাছ ছিল। গাছটি অত্যন্ত উদ্ধত হয়ে পড়ে। নারদ এসে এর পর গাছটিকে প্রশংসা করে বলেন বায়ু এই গাছের একটি শাখাও নাড়াতে পারে না। ফলে গাছটি আরো উদ্ধত হয়ে যায় এবং নারদকে বলে বায়ু ইত্যাদি তার ভৃত্য। নারদ কথাটি অবিলম্বে বায়ুকে জানিয়ে দেন। বায়ু এসে তখন শাল্মলী গাছকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে ডাকেন এবং বাতাসে গাছের পাতা ফুল ফল সব উড়ে চলে যায়। ফলে গাছের উদ্ধত স্বভাব দমিত হয়। মৈনাককে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে

ইন্দ্রের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভাঙাবার জন্য ইন্দ্র মেনকা ও বায়ুকে পাঠান : মেনকা নাচতে থাকলে বায়ু মেনকার কাপড় বিপর্যস্ত করে দিয়ে বিশ্বামিত্রকে বিপন্ন করেছিলেন। বায়ুকে বার্তাবহ বলা হয়। প্রদ্যুম্ন শাম্বকে হত্যা করতে চেষ্টা করলে দেবতাদের দূত হিসাবে বায়ু প্রদ্যুম্নের সঙ্গে দেখা করে জানিয়ে যান শাম্বের মৃত্যু হবে এক মাত্র কৃষ্ণের হাতে (মহা ৩।২০।২৪)। ত্রিপুর দহনে মহাদেবের হাতে বাণ হিসাবে বায়ু কাজ করেছিলেন। বায়ুর বিগ্রহ কল্পিত হয়েছে হরিণ বাহন ; হাতে পতাকা।

বায়ুবেগ—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে।

বার—সাত দিনে সপ্তাহ কল্পনা আগে ছিল না। বেদ বা মহাভারতেব সময় বার (অর্থাৎ ববি, সোম ইত্যাদি নাম) ছিল না। সূর্য সিদ্ধান্তে পরে বারের প্রথম পবিচয় মেলে, সাত দিনে একটি সপ্তাহ। জ্যোতিষ শাস্ত্রে এই বাবের কোন মূল্য নাই। অবশ্য আর্যভট ইত্যাদি 'বার' দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হযেছিলেন।

বারণাবত—গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে প্রাচীন নগবী। বর্তমান নাম প্রযাগ। এইখানে জতুগৃহ র্মিমিত হযেছিল। মিরাট থেকে ১৯ মাইল উ-পূবে বর্তমানের বার্ণব এই নগরী হতে পারে। পাণ্ডববা যে পাঁচটি গ্রাম চেয়েছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল বাবণাবত।

বারবেলা—দ্রঃ-কালবেলা।

বারাণসী—২৫°২০´ উ ও ৮৩ পূ ; উত্তব প্রদেশে, গঙ্গাব বাম কূলে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি তীরভূমি। গঙ্গা এখানে উত্তব বাহিনী। বরণা (দ্রঃ) ও অসির সঙ্গম স্থান হিসাবে নাম বারাণসী। ধন্বন্তবীব পিতা কাশ (দ্রঃ দিবোদাস) ; এই কাশ রাজার নামে কাশী। অন্য মতে ১২০০ খৃ-পূ কাশ নামে রাজা স্থাপন করেন। প্রাচীনতম সহর। ষোড়শ মহাজনপদেব অন্যতম। রামাযণ, মহাভারত, বৌদ্ধজাতক ও বৌদ্ধধমগ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। সপ্ততীর্থের একটি এবং ৫১ পীঠেরও একটি। হিউ-এন-ৎসাঙ (খৃ ৭-ম শতক) এখানে ৩০টি বিহাব ও ৩০০০ বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ১০০ হিন্দু মন্দির দেখেছিলেন। বারাণসী শিব মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। ভক্তেরা পদব্রজে এখানে আসেন এবং গঙ্গাতে স্নান করে মুক্তি লাভ কবেন। এখানে জপ ইত্যাদিতে অক্ষযপুণ্য। বাবাণসীতে আটটি তীর্থ রয়েছে : অবিমুক্ত,(হরিশ্চন্দ্র)তীর্থ, আম্রাতকেশ্বরতীর্থ, জপেশ্বব, পর্বতীর্থ, মহালয়া, ভৃগু, চন্দ্রেশ্বর ও কেদারতীর্থ। কাশী ধ্বংসের কযেকটি কাহিনী আছে ; দিবোদাসের (দ্রঃ) সময় কুম্ভক নামে এক মুনি এক দিন সন্ধ্যার সময় এখানে আসেন। মুনির নিযম ছিল সন্ধ্যায যেখানে যাবেন সেখানে হাজার বছর বাস কববেন। এই সময়ে এখানে তীব্র দুর্ভিক্ষ চলছিল। কিন্তু এই মুনির আশ্রমের চারপাশে সুফলা ছিল, এখানে সকলে গরু চরাতে আসত। এক দিন মুনিব গরুটিকেও এবা নিয়ে চলে যায় ; ফলে মুনি শাপ দেন কাশী ধ্বংস হবে এবং শিষ্যদেব নিয়ে অন্যত্র চলে যান। হরিবংশ অনুসারে বিয়ের পর মহাদেব পার্বতীকে নিয়ে মেতে থাকেন ; পৃথিবী রক্ষার কাজ অবহেলিত হতে থাকে। দেবতারা তখন মেনকাকে গিয়ে অনুরোধ করেন শিবকে বুঝিয়ে বলতে। মেনকা তখন পার্বতীকে ডেকে তীব্র কটূক্তি করেন। ফলে শিব ঠিক করেন কাশীতে চলে যাবেন ; দিবোদাসের রাজ্যে বাস করবেন। মানুষ বিপদে

পড়লে দেবতার শরণ নেয় অর্থাৎ বিপদে ফেলে কাশী বা দিবোদাসকে ধার্মিক করে তোলার জন্য তীব্র দুর্ভিক্ষ এনে দেন এবং কাশী ধ্বংস করার জন্য কুম্ভক মুনিকে পাঠান। কুম্ভক কাশীতে এসে নাপিত কর্ণক-কে শিবের উদ্দেশ্যের কথা জানিয়েছিলেন। কুম্ভকের অভিশাপ দেবার আর একটি কাহিনী আছে। সন্তান হীন দিবোদাস বহু পূজা যাগযজ্ঞ করেন এবং শেষ পর্যন্ত রানী সুযশা কুম্ভক মুনির পূজা করতে থাকেন। কিন্তু তবু রানীর সন্তান হয় না। ক্রমশ ক্রুদ্ধ হয়ে দিবোদাস এক দিন মুনির সঙ্গে দেখা করে মুনিকে ভৎসনা করেন; মুনি সকলকে আশীর্বাদ করছেন অথচ তাঁর স্ত্রীকে আশীর্বাদ করছেন না। কুম্ভক তখন শাপ দেন কাশী ধ্বংস হবে। এর কিছু পরে হরপার্বতী কাশীতে এসে বাস করতে থাকেন। ইন্দ্রের নির্দেশে দিবোদাস আবার কাশী নির্মাণ করেন। অম্বা ইত্যাদি কাশী রাজকন্যা, কাশীরাজ কন্যা বলন্ধরা ভীমের স্ত্রী, কুরুক্ষেত্রে কাশীরাজ পাণ্ডবপক্ষে ছিলেন। কাশীর কয়েকটি বিখ্যাত রাজা :-হর্যশ্ব, সুদেব, দিবোদাস, বৃষদর্ভ, উশীনর, কাশ্য। দ্রঃ তুলাধর, সংবর্ত, মরুত্ত।

বারুণী—বরুণ কন্যা। সমুদ্র মন্থনে বারুণী, লক্ষ্মী, কামোদা ও জ্যেষ্ঠা উঠে আসেন।

বার্হস্পত্য—ব্রহ্মার প্রণীত নীতি শাস্ত্র। বৃহস্পতি এটি সংকলিত করেন।

বালখিল্য—অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ ৬০ হাজার ঋষি। সূর্যের দেহরক্ষী। ঋক্ বেদ মতে ব্রহ্মার লোম থেকে জন্ম। অন্য মতে সপ্তর্ষি ক্রতুর ঔরসে স্ত্রী সন্ততি/সন্নতির গর্ভে জন্ম। সূর্যের মত এঁরা ভাস্বর। ইন্দ্রিয় সংযমী, তেজস্বী ও ধর্মপরায়ণ। মৃগচর্ম/বল্কল পরিহিত। প্রজাপতি কশ্যপের যজ্ঞে সাহায্য করার জন্য এঁরা সকলে মিলে একটি পলাশপত্র বয়ে আনছিলেন। ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারাও সমিধ সংগ্রহ করছিলেন। বাল্যখিল্যদের চেষ্টায় ইন্দ্র হাসতে থাকেন। এঁরা তখন ক্রুদ্ধ হয়ে দ্বিতীয় ইন্দ্র সৃষ্টি করার জন্য যজ্ঞ/তপস্যা করতে যান। ইন্দ্র ভয় পেয়ে কশ্যপকে সমস্ত ঘটনা জানান। কশ্যপ এঁদের শান্ত করেন এবং ইন্দ্র ক্ষমা চান। এই সময়ে বিনতা পুত্রার্থে তপস্যা করছিলেন। কশ্যপ বলেন বালখিল্যদের এই তপস্যা বৃথা হবে না। বালখিল্যদের সংকল্পিত ইন্দ্র পক্ষিগণের ইন্দ্র=রাজা হবেন; ইন্দ্রবিজয়ী সন্তান গরুড (দ্রঃ) হিসাবে বিনতার গর্ভে জন্মাবেন। বালখিল্যেরা সূর্যমণ্ডলে বাস করেন এবং পাখীর মত সূর্যের সামনে ঘুরে বেড়ান, চন্দ্র মণ্ডলেও কিছু বালখিল্য বাস করেন। এঁরা সকলেই সূর্য উপাসক। দুষ্মন্ত যখন কণ্বের আশ্রমে আসেন তখন পথে গাছের ডালে মাথা নীচু করে এঁদের ঝুলতে দেখেছিলেন। দ্রঃ গরুড়।

বালাকি—গর্গ বংশে এক জন মুনি। সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে উদ্ধত হয়ে ওঠেন ফলে অপর নাম দৃপ্ত বালাকি। অজাতশত্রুকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিতে যান। বালাকি বলেন সূর্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, আকাশ ইত্যাদি বার জনকে তিনি ব্রহ্ম রূপে উপাসনা করেন। কিন্তু রাজা তখন বোঝান এগুলি ব্রহ্মের আংশিক উপাসনা। অজাতশত্রু এক নিদ্রিত ব্যক্তির কাছে নিয়ে গিয়ে নিদ্রিত অবস্থায় বিজ্ঞানময় পুরুষের অবস্থান ইত্যাদি জানতে চান। বালাকি বলতে পারেন না; পরাজিত হয়ে রাজার কাছে আত্মজ্ঞান শিক্ষা করেন (বৃহদা ২।১)।

বালাবতী—কণ্বের এক মেয়ে। স্বামীর আশায় সূর্যের আরাধনা করেন। সূর্য দেখা

দিয়ে কয়েকটি খেজুর দিয়ে রান্না করতে বলেন। কিন্তু কিছুতেই এগুলি সিদ্ধ হতে চায় না; অথচ সব কাঠ ফুরিয়ে যায়। বালাবতী তখন নিজের পা উনুনে জেলে দিয়ে রাঁধতে থাকেন। সূর্য সন্তুষ্ট হয়ে অভিলাষ পূর্ণ হবে বলেন। দ্রঃ শ্রুচাবতী।

বালী—বানর রাজ। রাজধানী কিষ্কিন্ধ্যা। স্ত্রী তারা; ছেলে অঙ্গদ। ছোট ভাই সুগ্রীব। মেরু পর্বতে যোগাসনে থাকার সময় ব্রহ্মার চোখ থেকে হঠাৎ জল পড়ে। এই জল থেকে ঋক্ষরজা নামে এক বানর জন্মান। মেরু পর্বতে এক সরোবরে জল খেতে গিয়ে জলে নিজের ছায়া দেখে ছায়াকে আক্রমণ করে জলে ঝাঁপ দেন। জলে পড়ে সুন্দরী এক নারী মূর্তিতে পরিণত হন। ইন্দ্র ও সূর্য্য দু জনেই এই নারীকে দেখে কামার্ত্ত হয়ে ইন্দ্র এঁর মাথায় এবং সূর্য এঁর গ্রীবায় বীর্য পাত করেন। ইন্দ্রের বীর্যে বালী ও সূর্যের বীর্যে সুগ্রীব জন্মান। দ্রঃ অরুণ, অহল্যা। ইন্দ্র বালীকে একটি সোনার মালা দান করেন। ঋক্ষরজা নিজের রূপ ফিরে পেয়ে দুই ছেলেকে নিয়ে ব্রহ্মার কাছে যান এবং ব্রহ্মার নির্দেশে কিষ্কিন্ধ্যায় বিশ্বকর্মা নির্মিত পুরীতে বাস করতে থাকেন। অন্য মতে নিঃসন্তান ঋক্ষরজা কিষ্কিন্ধ্যার রাজা ছিলেন; ইন্দ্রের কাছে সন্তান প্রার্থনা করলে ইন্দ্র অহল্যার আশ্রম থেকে বালী ও সুগ্রীবকে এনে দেন। ঋক্ষরজার পর বালী রাজা হন। সমুদ্র মন্থনের পর কিছু অসুর বালীর হাতে নিহত হন। ফলে দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে সমুদ্র মন্থনে প্রাপ্ত তারার সঙ্গে বালির বিয়ে দেন। ছেলে হয় অঙ্গদ। বালী জানতে পারেন হনুমান শিবের অংশে জন্মাবেন। ফলে ভীষণ ঈর্ষা হয় এবং নারদের উপদেশে পঞ্চ লৌহ গালিয়ে অঞ্জনার গর্ভে ভরে দেন। এতে গর্ভ তো নষ্ট হয না; বরং গলিত ধাতু হনুমানের কর্ণভূষণ হযে দাঁড়ায়। বালী দেবতাদের কাছে বর পেযেছিলেন তাঁর সামনে যে এসে দাঁড়াবে সেই প্রতিদ্বন্দ্বীর অর্দ্ধেক ক্ষমতা বালী পেয়ে যাবেন। ফলে বালী সকলকে জয় করতে পারতেন। রাবণ এই কথা জানতে পারেন, এবং বালীকে সেই জন্য পেছন থেকে আক্রমণ করবেন ঠিক করেন। বালী দক্ষিণ সমুদ্রে সন্ধ্যা করছিলেন; রাবণ এখানে পেছন দিকে এগিয়ে আসেন। সন্ধ্যারত বালী রাবণের মতলব বুঝতে পারেন এবং লেজ দিযে রাবণকে ধরে ফেলেন। ক্রমান্বযে চারটি সমুদ্রে স্নান ও সন্ধ্যা শেষ করে রাবণকে লেজে বাঁধা অবস্থায় কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে আসেন। রাবণ পরাজয় স্বীকার করে বন্ধুতা স্থাপন করে ফিরে যান। এক বার মহিসরূপী দুন্দুভি অসুরকে শিঙ ধরে মাটিতে আছাড় মেরে এক যোজন দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেন। অসুরের মুখের থেকে রক্ত ঋষ্য-মূক পাহাড়ে মতঙ্গ মুনির আশ্রমে এসে পড়লে মুনি অভিশাপ দেন আশ্রমকে রক্ত দিয়ে এই ভাবে যে দূষিত করেছে আশ্রমের এক যোজনের মধ্যে সে এলেই মারা যাবে। এই জন্য বালী এই পাহাড়ে যেতেন না। দুন্দুভির ছেলে মায়াবীর সঙ্গে বালীর এক বার একটি নারীকে কেন্দ্র করে ঝগড়া আরম্ভ হয়। ফলে মায়াবী একদিন রাত্রিবেলা এসে বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। বালী ও সুগ্রীব দুজনে বার হলে মায়াবী পালিয়ে এক গর্তের মধ্যে ঢোকেন। বালী তখন সুগ্রীবকে গর্তের মুখে পাহারা রেখে ভেতরে ঢুকে যান। সুগ্রীব এক বছর মত অপেক্ষা করেন। গর্তে অসুরের গর্জন শোনা যেতে থাকে এবং রক্ত বার হয়ে আসতে থাকে। বালী মারা গেছেন মনে করে সুগ্রীব তখন একটা বড় পাথর দিয়ে গর্ত বন্ধ করে দিয়ে প্রাসাদে ফিরে

এসে তারাকে বিয়ে করে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। অসুরকে নিহত করে ফিরে এসে সুগ্রীবের আচরণে সন্দেহ হয় এবং ক্ষেপে গিয়ে তাকে তাড়িয়ে দেন এবং সুগ্রীবের স্ত্রী রুমাকেও গ্রহণ করেন। ভয়ে সুগ্রীব হনুমান ইত্যাদির সঙ্গে উপরি উক্ত ঋষ্যমূক (দ্রঃ দুন্দুভি) পর্বতে গিয়ে আশ্রয় নেন। ত্রিবাঙ্কুরে একটি পাহাড়ের নাম বালী-কেরো-মল; হয়তো পাহাড়ের সঙ্গে ঋষ্যমূকের কোন সম্পর্ক রয়েছে। সুগ্রীবের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য বালী প্রতিদিন চতুঃসমুদ্রে সন্ধ্যা করতে যাবার সময় এক লাফে সুগ্রীবের মাথায় এসে দাঁড়াতেন এবং সুগ্রীবের মাথার ওপর থেকে আর এক লাফে সমুদ্রের তীরে এসে পৌঁছতেন। এই ভাবে প্রতিদিন সুগ্রীব অপমানিত ও নিগৃহীত হন। হনুমান এক দিন বালীকে ধরে ফেলেন; ইচ্ছা ছিল বালীকে ঋষ্যমূক পর্বতে টেনে নামাতে পারলে বালীর মাথা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। বালী চিন্তা করেন এক লাফে হনুমানকে কিষ্কিন্ধ্যায় নিয়ে যেতে পারলে পরে সুগ্রীবকে কবলিত করা সহজ হবে। কিন্তু দুজনেই সমান শক্তিমান; কেউ কাউকে কাবদা করতে পারেন না। শেষ অবধি বালী সম্মত হন কোন দিন সুগ্রীবকে এ ভাবে আর নিগৃহীত করবেন না। সুগ্রীবের সঙ্গে রামের বন্ধুতা হলে রাম প্রতিশ্রুতি দেন বালীকে নিহত করে সুগ্রীবকে রাজা করে দেবেন। সুগ্রীব সীতা উদ্ধারের জন্য যা কিছু করণীয় করবেন। এই প্রতিশ্রুতি অনুসারে সুগ্রীব এসে বালীর সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করেন; রাম গোপনে দাঁড়িয়ে বাণবিদ্ধ করার চেষ্টা করতে থাকেন। বালী ও সুগ্রীবের চেহারা একই রকম বলে রাম কিছুই করতে পারেন না। ফলে প্রথম দিন সুগ্রীব হেরে গিয়ে প্রাণ ভয়ে পালিয়ে যান। পর দিন রামের নির্দেশে লক্ষ্মণ সুগ্রীবের গলায় গজপুষ্পী লতা বেঁধে দেন। এই দিন তারা বালীকে বারবার নিষেধ করেন যুদ্ধে যেতে; কিন্তু বালী নিষেধ অগ্রাহ্য করে বার হয়ে আসেন। সুগ্রীবের সঙ্গে মল্ল যুদ্ধ হতে থাকে এবং সুযোগ মত অন্তরাল থেকে বাণবিদ্ধ করে রাম বালীকে ভূলুণ্ঠিত করেন। মুমূর্ষু বালী রামচন্দ্রকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন এবং তার পর রামচন্দ্রের কাছে ক্ষমা চান এবং স্ত্রীপুত্রের দায়িত্ব সুগ্রীব ও রামের ওপর সমর্পণ করে মারা যান।

বাল্মীকি—(১) প্রচেতা ঋষির বংশধর। বরুণের দশম ছেলে। রামায়ণ রচয়িতা। কোন ঐতিহাসিক তথ্য নাই। দশরথের সমবয়স্ক। অযোধ্যার দক্ষিণে গঙ্গার কাছে (জাহ্নব্যাস্তু বিদূরতঃ; রামা ১।২।২) বনে তমসা নদীর কূলে আশ্রম। অল্প বয়সে দস্যু হয়ে পড়েন। যৌবনে দুর্দান্ত দস্যু; নাম রত্নাকর। বনের মধ্যে পথিকের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে হত্যা করে সংসার প্রতিপালন করতেন। এক দিন এই ভাবে নারদ ও ব্রহ্মাকে অন্য মতে মহর্ষিদের হত্যা করতে গেলে নারদ রত্নাকরকে সচেতন করে দিয়ে বলেন তাঁর পাপের ভাগ পোষ্যরা কেউ নেবে না। রত্নাকরের বিশ্বাস হয় না; এঁদের বেঁধে রেখে বাড়িতে এসে পিতামাতা স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলকে জিজ্ঞাসা করেন; কিন্তু কেউই পাপের একটুও ভাগ নিতে রাজি হন না। রত্নাকর ফিরে এসে এদের দু জনকে মুক্তি দিয়ে নিজের মুক্তির উপায় জানতে চান। নারদের উপদেশে ষাট হাজার রাম নাম জপ করে সিদ্ধিলাভ করেন। অপরিমিত পাপের জন্য প্রথম দিকে রাম নাম উচ্চারণ করতে পারতেন না; মরা মরা বলতেন। তপস্যা করতে করতে দেহ বল্মীকে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল বলে নাম হয়েছিল বাল্মীকি। এর পর এক দিন নারদ এসে রামচন্দ্রের

কাহিনী শুনিয়ে যান। তার পর এক দিন তমসার তীরে কামমোহিত উড়ে যাওয়া (চরন্তম্, রামা ১।২।৯) ক্রৌঞ্চ মিথুনের পুরুষ পাখীটিকে একটি ব্যাধ তীর মেরে হত্যা করলে ক্রৌঞ্চী করুণ বিলাপ করতে থাকে। বাল্মীকি সব দেখে বিচলিত হয়ে পড়েন এবং ব্যাধকে শাপ দেন কোন দিন সে প্রতিষ্ঠা পাবে না। নিজের অজ্ঞাতে বাল্মীকির মুখ থেকে এই অভিশাপ বাণী শ্লোকবদ্ধ হয়ে বার হয়েছিল :-'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ। যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকম্ অবধীঃ কাম মোহিতম্।' এই শ্লোকটিকে কবিতার আদি শ্লোক বলা হয়। ব্রহ্মা তারপর বাল্মীকিকে এই শ্লোকের ছন্দে রামায়ণ রচনা করতে নির্দেশ দেন। এবং বলে যান তোমার বাক্ কোথাও অনৃতা হবে না (রামা ১।২।৩৫)। এই ভাবে রামায়ণ রচিত হয়।

চিত্রকূটে রাম যখন বাস করছিলেন তখন বাল্মীকির সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। পরবর্তী কালে রামের আদেশে গর্ভবতী সীতাকে লক্ষ্মণ বাল্মীকির আশ্রমে রেখে যান। এই খানে সীতার দুটি ছেলে হয় লব এবং কুশ। বাল্মিকী মুনি এঁদের শিক্ষা দেন এবং রামায়ণ গান শেখান। রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে অশ্বমেধের ঘোড়া ধরবার জন্য যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে রামচন্দ্রেরা চার ভাই লব কুশের হাতে নিহত হন। শোকে সীতা আত্মহত্যা করতে যান। বাল্মীকি এই সময় তীর্থ সেরে আশ্রমে ফিরে আসেন এবং চার ভাইকে বাঁচিয়ে ঘোড়া ফিরিয়ে দেন। যজ্ঞে বাল্মীকি লবকুশের সঙ্গে এসে যোগদান করেছিলেন। বাল্মীকির নির্দেশে লবকুশ রাজসভাতে রামায়ণ গান শোনান। রাজসভায় ফলে লব কুশের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশিত হবার পর বাল্মীকি সীতাকে ফিরিয়ে নেবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। যুধিষ্ঠিরের সময়ও বাল্মীকি জীবিত ছিলেন। কৃষ্ণ সন্ধির জন্য হস্তিনাপুরে যখন আসেন তখন পথে কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। (২) গরুড়ের এক ছেলে।

বাষ্কল—দ্র. বাস্কল।

বাসবী—সত্যবতী = মৎস্যগন্ধা = যোজনগন্ধা = গন্ধকালী।

বাসুকি—নাগরাজ। প্রজাপতি কশ্যপ পিতা, মা কদ্রু। প্রধান ও প্রথম ছেলে। নাগ বংশের রাজা; পাতালের অধীশ্বর। নাগেরা/দেবতারা এঁকে রাজা করেন। ইনিই অনন্ত = শেষ নাগ। অন্য মতে অনন্ত বা শেষ নাগ এঁর বড় ভাই। বোন জরৎকারু। বাল্যকালে পিতামাতার কাছে পালিত হন। মাথাতে সহস্র ফণা। বিষ্ণু এঁর কোলে শুয়ে থাকেন। সমুদ্র মন্থনের (দ্রঃ) সময় বাসুকি মন্থন রজ্জু হয়েছিলেন। হাজার বছর মন্থনের পর ক্লান্ত বাসুকি হলাহল বমন করতে থাকেন এবং পাথর কামড়াতে থাকেন। বিষে সৃষ্টি নষ্ট হয়ে যায় দেখে দেবতাদের অনুরোধে মহাদেব এই বিষ সমস্তটা পান করে ফেলেন। বিনতাকে (দ্র°) কপটতা করে হারাতে বাসুকি ইত্যাদি কদ্রুকে সাহায্য করেন নি ফলে অভিশপ্ত হয়েছিলেন জনমেজয়ের সর্প যজ্ঞে মারা যাবেন। এই শাপের পর দুষ্ট ভাইদের সংসর্গ থেকে মুক্তি পাবার জন্য বাসুকি প্রাণত্যাগ করবেন স্থির করে নানা তীর্থে তপস্যা করতে থাকেন। ব্রহ্মার কাছে বর পেয়েছিলেন চিরজীবন ধর্মপথে থাকবেন। ব্রহ্মা এসে বুঝিয়ে চঞ্চলা পৃথিবীকে পাতালে গিয়ে ধারণ করতে বলেন। সেই থেকে বাসুকি ইত্যাদি সাত জন নাগ পৃথিবী ধারণ করে আছেন। পাতালে নাগেরা এঁকে নিজেদের রাজা

করে নেন। ইনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললে সমস্ত পৃথিবী কাঁপতে থাকে ; ভূমিকম্প হয়। প্রতি কল্পের শেষে এঁর মুখের আগুনে সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যায়। ব্রহ্মার ইচ্ছায় গরুড় বাসুকির বন্ধু হন। এলাপত্র নামে এক নাগের কাছে বাসুকি শুনেছিলেন যে তপস্বী জরৎকারুর সঙ্গে বোনের বিয়ে দিলে যে সন্তান হবে সেই নাগদের কদ্রুর শাপ থেকে বাঁচাতে পারবে। ব্রহ্মা দেবতাদের এই কথা বলেছিলেন এলাপত্র শুনেছিল। এই জন্য বাসুকি মুনি জরৎকারুকে খুঁজে বার করে তাঁর সঙ্গে বোনের বিয়ে দেন। সর্প যজ্ঞে নাগকুল ধ্বংস হতে থাকলে বাসুকি আস্তীককে পাঠান যজ্ঞ বন্ধ করবার জন্য। বিষপানে অচৈতন্য ভীমকে ইনি পাতালে এনে সুস্থ করেন। ত্রিপুর দহনের সময় শিবের ধনুকের গুণ হয়েছিলেন। বলরামের (দ্রঃ) আত্মা পাতালে এলে বাসুকি এই আত্মাকে অভ্যর্থনা করতে আসেন। দ্রঃ ত্রিকূট, সমুদ্রমন্থন।

বাসুদেব—(১) কৃষ্ণ। (২) ব্রহ্মার আর এক নাম।

বাসুদেব, পৌণ্ড্রক—পৌণ্ড্র দেশের রাজা। জরাসন্ধের পরম বন্ধু। হরিবংশ মতে বাসুদেবের দুই স্ত্রী সুতনু ও নারাচী। সুতনুর ছেলে পৌণ্ড্রক ও নারাচীর ছেলে কপিল। কপিল যোগধর্ম গ্রহণ করেন এবং পৌণ্ড্রক পৌণ্ড্র রাজ্য পান ; নাম হয় পৌণ্ড্র বাসুদেব। রাজসূয় যজ্ঞ কালে ভীম এঁকে পরাজিত করেন। হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণে আছে নারদ এঁর সভায় কৃষ্ণ মহিমা কীর্তন করেন। শঙ্খচক্রধারী বাসুদেবের কথা শুনে রেগে যান এবং কৃষ্ণ বাসুদেব নাম গ্রহণ করেছেন এই স্পর্দ্ধা চূর্ণ করে দেবার জন্য দ্বারকা আক্রমণ করেন। বহু যাদব নিহত হন এবং কৃষ্ণ চক্র দিয়ে এঁকে নিহত করেন।

বাসন্তী—বসন্তকালে পূজিতা দুর্গা। বসন্তকালে দেবতাদের দিন ; এই জন্য এই পূজায় বোধন হয় না।

বাস্কল—(১) ব্যাসের শিষ্য পৈল ঋক্‌বেদ দুভাগ করে ইন্দ্র প্রমতি ও বাস্কল নামে দু জন শিষ্যকে পড়ান। বাস্কল আবার নিজের অধীত অংশ চার ভাগ করে বৌধ, অগ্নিমাঠর, যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশরকে পড়ান। বাস্কল আরো তিনটি সংহিতা রচনা করে আরো তিন শিষ্য কালায়নি, গার্গ্য ও কথাজবকে পড়ান। (২) অসুররাজ। প্রহ্লাদের ভাই সংহ্লাদের তিন ছেলে আয়ুষ্মান, শিবি ও বাস্কল/বাষ্কল। মহিষাসুরের মন্ত্রী হন এবং ইন্দ্রের সঙ্গে মহিষাসুরের যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই যুদ্ধে দেবী যুদ্ধ করতে আসেন। বাস্কল ও ধূম্রাক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। দেবীর ত্রিশূলে বাস্কল মারা যান।

বাস্তুদেব—বাস্তোষ্পতি (ঋক্), বাস্তুপুরুষ, বাস্তুপাল বা বাস্তুরাজ। বাস্তুভূমি বা বাসগৃহের অধিপতি দেবতা। গৃহারম্ভ, গৃহপ্রবেশ ইত্যাদি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাস্তুযাগ, নূতকল্পে বাস্তুপূজার বিধান রয়েছে। শ্রাদ্ধ কার্যের সূচনায় অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গেও এঁর পূজা করা হয়। পৌষ সংক্রান্তিতে স্বতন্ত্র বাস্তু পূজার রীতি আছে। রত্নহার শোভিত উজ্জ্বল মূর্তি, স্বর্ণমুকুট ও স্বর্ণময় যজ্ঞোপবীত, হাতে বরাভয় এবং ভুবন তাঁর স্বরূপ।

বাহন—প্রায় প্রতিটি দেবতার একটি বাহন আছে। শিবের বাহন বৃষ, দুর্গার সিংহ, কার্তিকেয় ময়ূর, গণেশের মূষিক, লক্ষ্মীর পেচক, সরস্বতীর হংস, নারায়ণের গরুড়,

অগ্নির ছাগ, বায়ুর হরিণ, শীতলার গর্দভ, ষষ্ঠীর বিড়াল, ব্রহ্মার হংস এবং নারদের ঢেঁকি। ইন্দ্রের বাহন মেঘ ও শ্বেতহস্তী। শ্বেতহস্তীর নাম ঐরাবত, দনুর হাতের তালু থেকে জন্ম। যমের বাহন কালো মহিষ, নাম পৌণ্ড্রক; ভয়ঙ্কর এবং মনের মত দ্রুত; রুদ্রের উরু থেকে জন্ম। বরুণের বাহন কালো কুমীর, নাম জলধি; রুদ্রের কর্ণ মল থেকে জন্ম। কুবেরের বাহন ভয়ঙ্কর নর; অম্বিকার পা থেকে জন্ম। চন্দ্রের রথে ৫০০ রাজহাঁস। আদিত্য রথে অশ্ব (দ্রঃ সূর্য) ও উষ্ট্র। বসুদের বাহন শুক। যক্ষদের বাহন মানুষ; কিন্নরদের সর্প, অশ্বিনীদের অশ্ব, মরুৎদের হরিণ।

বাহিনী—চন্দ্রবংশে কুরুর (দ্রঃ) স্ত্রী; ছেলে অশ্ববান ইত্যাদি।

বাহু—সুবাহু (দ্রঃ)।

বাহুক—(১) রাজা নলের (দ্রঃ) ছদ্ম নাম। (২) নাগরাজ কৌরব্যের বংশে জন্ম বাহুক, কুমারক, বেণী, কুণ্ডল ইত্যাদি জনমেজয়ের সর্প যজ্ঞে মারা পড়েন।

বাহ্যাশ্ব—পুরু জাতিতে এক রাজা। বাহ্যাশ্বের ছেলে মুকুল, সৃঞ্জয়, বৃহদিষ্ঠ, যবীনর ও কৃমিল। এঁরা পাঁচ জনে পাঞ্চাল নামে বিখ্যাত। মুকুলের ছেলে পঞ্চাশ্ব। পঞ্চাশ্বের ছেলে দিবোদাস ও মেয়ে অহল্যা। অহল্যার স্বামী শারদ্বত, ছেলে শতানন্দ। দ্রঃ পঞ্চাল।

বাহ্লীক—(১) বালখ বা ব্যাকট্রিয়া প্রাচীন পাঞ্চালের অন্তর্গত কয়েকটি জাতির সাধারণ নাম। এঁরা বালখ্ বা বালঘ্ বা ব্যাকট্রিয় নিবাসী। মহাভারতে মতে এঁরা ভারতের বাইরের লোক। (২) শিবির দেশের রাজ কন্যা সনন্দার ছেলে। বাহ্লীকের ছেলে সোমদত্ত। কুরুক্ষেত্রে কৌরব পক্ষে। তীব্র যুদ্ধ করেছিলেন এবং সেনাপতিও হয়েছিলেন। ভীমের হাতে মৃত্যু হয়। (৩) অক্সাস (বক্ষু নদী) ও হিন্দুকুশের মধ্যবর্তী দেশ=উ আফগানিস্তান। মোটামুটি ২৫০ খৃ-পূর্বাব্দে এখানে প্রথম দিয়োদাত রাজা ছিলেন। এর পর এখানে প্রথম ইউথিদিম রাজা হন। ২০৮ খৃ-পূর্বাব্দে বাহ্লীক রাজ দু বৎসরের মত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। ২০৬ খৃ-পূর্বাব্দে মত কাবুল উপত্যকায় রাজা সুভগসেন রাজত্ব করতেন। সম্ভবত মৌর্যরাজ শালিশুকের মৃত্যুর পর ও বৃহদ্রথের রাজত্বকালে বাহ্লীক রাজ দিমেত্রিয় ভারতের মধ্যে এগিয়ে আসেন। সম্ভবত এই অভিযানটি পাতঞ্জলি মহাভাষ্য ও যুগপুরাণে উল্লিখিত হয়েছে। এরা এগিয়ে এসে মধ্যমিকা (=চিতোর), পঞ্চাল, মথুরা ও সাকেত (অযোধ্যা) আক্রমণ করে এবং পাটলীপুত্র ও অধিকার করে। দিমেত্রিয় তারপর ভারতবর্ষ থেকে হঠাৎ এবং ত্বরিতে নিজের মূল রাজ্য রক্ষা করার জন্য ফিরে যান এবং আক্রমণকারী এবুক্রেতিদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। এর পর এবুক্রেতিদ ভারতেও কিছু এলাকা জয় করেন কিন্তু ফিরে যাবার সময় অতর্কিত আক্রমণে নিহত হন। এবুক্রেতিদের পর আরো কয়েক জন গ্রীক রাজা বাহ্লীক দেশে রাজত্ব করতেন। এই সব রাজাদের মধ্যে কিছু কিছু রাজা ভারতে কিছুটা আবার দখল করেছিলেন। বাহ্লীক দেশে শেষ গ্রীক রাজা হেলিয়ক্লেয়; শকেরা এঁকে রাজ্যচ্যুত করে ভারতে তাড়িয়ে দেন। এবুক্রেতিদের মৃত্যুর পর প্রথম অপলদত কাবুল উপত্যকাতে রাজত্ব করতেন। এঁরই সমসাময়িক মিলিন্দ বা মেনন্দ্র বোধ হয় শিয়ালকোটে রাজা ছিলেন। কিছু মতে মিলিন্দ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে অর্হৎ হন। হেলিক্লেয় ভারতে পালিয়ে এসে যুদ্ধে রাজা মেনন্দ্রকে নিহত করেন।

যে শকরা বাহ্লীক থেকে গ্রীকদের তাড়িয়ে ছিল তারাই ভারত থেকেও গ্রীকদের তাড়ায়। গ্রীকদের প্রভাব উ-পশ্চিম প্রদেশ, পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে কিছু অংশে সীমিত ছিল। চিতোর ও পাটলীপুত্র জয় করলেও এগুলি সাময়িক একটা প্লাবন মত সৃষ্টি করেছিল।

বিংশ—ইক্ষ্বাকুর বড় ছেলে। বিংশের ছেলে বিবিংশ; নাতি খনীনেত্র।

বিকট—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে।

বিকর্ণ—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। একাদশ মহারথের এক জন। দুর্যোধনের মত ক্রুর ছিলেন না। পাশা খেলার পর দ্রৌপদীকে সভাতে টেনে আনলে দ্রৌপদী জানতে চান তিনিও কি বিজিতা হয়েছেন। সকলে নিরুত্তর থাকেন এবং এক মাত্র বিকর্ণ উত্তর দেন পাশায় পরাজিত হয়ে যুধিষ্ঠির পরে দ্রৌপদীকে পণ রেখেছিলেন ফলে দ্রৌপদী বিজিতা হতে পারেন না। বিরাটের গরু চুরির যুদ্ধে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। কুরুক্ষেত্রে ভীম একে নিহত করলেও অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়েছিলেন।

বিকর্তন—বিশ্বকর্মা সূর্যের (দ্রঃ) তেজ কমাবার জন্য সূর্যকে কোট কিছুটা ছোট করেন। ফলে সূর্যের নাম বিকর্তন।

বিকানীর—রাজস্থানে ভারতপাক সীমান্তবর্তী একটি জেলা। এখানে হরপ্পা সংস্কৃতির একটি নিদর্শন পাওয়া গেছে।

বিকুক্ষি—সূর্যবংশে রাজা ইক্ষ্বাকুর (দ্রঃ) ছেলে। শ্রাদ্ধ/যজ্ঞ উপলক্ষ্যে পিতার আদেশে বিকুক্ষি মৃগয়াতে গিয়ে মাংসার্থে বহু পশু সংগ্রহ করেন এবং অত্যন্ত ক্ষুধিত হয়ে একটি শশক খেয়ে ফেলেন। ফলে নাম হয় শশাদ। উচ্ছিষ্ট মাংস বলে বশিষ্ঠ এই সব মাংস প্রত্যাখ্যান করেন। ব্রাহ্মণ ভোজনের আগে খাওয়ার জন্য ইক্ষ্বাকুও ছেলেকে তাড়িয়ে দেন। দুঃখিত শশাদ বনে গিয়ে তপস্যা করতে থাকেন। ইক্ষ্বাকুর মৃত্যুর পর অবশ্য ইনিই রাজা হন। শশাদের ছেলে ককুৎস্থ।

বিকুণ্ঠন—চন্দ্র বংশে রাজা হস্তী ও ত্রিগর্তরাজ যশোধরার ছেলে। দশার্ণ বংশের রাজকন্যা সুদেবা এঁর স্ত্রী। ছেলে অজমীঢ়।

বিক্রমশীলা—খৃ ৮-শতকে ধর্মপাল এই বিখ্যাত বৌদ্ধ বিহারটি স্থাপন করেন। সম্ভবত ভাগলপুরের (?) কাছে গঙ্গাতীরে পাথরঘাট পাহাড়ে অবস্থিত ছিল। ১০৮ জন পণ্ডিত এর তত্ত্বাবধান করতেন। বৌদ্ধধর্ম, তন্ত্র, ব্যাকরণ, ন্যায় ইত্যাদি এখানে শিক্ষা দেওয়া হত। খৃ ১০-ম শতকে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। নালন্দার পরেই এর খ্যাতি।

বিচক্ষু—এক রাজা। অহিংসার সমর্থক। সুরা ও সুরাযুক্ত ভেষজ, মাংস, মধু ইত্যাদি গ্রহণের বিরোধী ছিলেন।

বিচিত্রবীর্য—চন্দ্রবংশে রাজা শন্তনুর ছেলে। দ্রঃ চিত্রাঙ্গদ। বিচিত্রবীর্যের স্ত্রী অম্বিকা ও অম্বালিকা (দ্রঃ)। বিয়েরে পর অত্যন্ত যৌনাচারের জন্য সাত বছরের মধ্যে যক্ষ্মারোগে মারা যান।

বিজয়—(১) অর্জুনের এক নাম, কারো কাছে বিজিত হতেন না বলেই এই নাম। (২) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে, কুরুক্ষেত্রে ভীমের হাতে মৃত্যু। (৩) দশরথের এক জন মন্ত্রী/দূত। ভরতকে মাতুলালয় থেকে ফিরিয়ে আনতে যান। (৪) বিষ্ণুর এক জন দ্বারপাল; দ্রঃ জয়ওবিজয়। (৫) পুরূরবা উর্বশীর এক ছেলে। (৬) জাম্ববতীর গর্ভে কৃষ্ণের

দশটি ছেলের এক জন। (৭) মহর্ষি তৃণবিন্দুর দুই ছেলে জয় ও বিজয়। এরা বিবাদ করে পরস্পরকে শাপ দিয়ে এক জন কুমীর ও এক জন হাতীতে পরিণত হন। (৮) জনৈক কোশল রাজ; পরশুরামের হাতে পরাজিত হন। (৯) বারাণসীতে এক রাজা খাণ্ডবী নগরী ধ্বংস করলে সেইখানে খাণ্ডব বন গড়ে ওঠে। বনটি রাজা ইন্দ্রকে দান করেন। এই বংশেই রাজা উপরিচর বসু জন্মান। (১০) শিবের ত্রিশূল।

বিজয় ধনু—(১) কর্ণের ধনু। প্রথমে ইন্দ্রের ছিল; দৈত্যদের জয় করতেন। ইন্দ্রের কাছ থেকে পরশুরাম পান এবং এই ধনুতে একুশ বার পৃথিবী জয় করেন। পরশুরাম কর্ণকে দিয়েছিলেন। (২) শার্ঙ্গ ও গাণ্ডীব জাতীয় ইন্দ্রের ধনু। কিম্পুরুষ দ্রুম এই ধনু ইন্দ্রের কাছ থেকে পান এবং শিষ্য রুক্মীকে দান করেন।

বিজয়া—(১) মদ্ররাজের মেয়ে; সহদেবের স্ত্রী। (২) ৬৪ যোগিনীর এক জন। (৩) পার্বতীর দুই সখী জয়া ও বিজয়া। এঁরা শ্রীদাম ও বসুদাম নামে পৃথিবীতে জন্মান।

বিজিতাশ্ব—রাজা পৃথুর এক ছেলে। এই ছেলে ১০০তম অশ্বমেধ যজ্ঞ করার সময় ইন্দ্র ভয়ে ঘোড়া চুরি করেন। তীব্র যুদ্ধ হয়। ইন্দ্র হেরে যান এবং মিত্রতা স্থাপিত হয়। ছেলেটির নাম হয় বিজিতাশ্ব।

বিতথ—(১) ভরদ্বাজের এক নাম। (২) দীর্ঘতমসের আর এক নাম। (৩) ভরতের পালিত পুত্র।

বিতর্ক—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে।

বিতল—পাতালের একটি অংশ। এখানে হাটকেশ্বর শিব, সঙ্গে দেবী ভবানী ও প্রমথগণ রয়েছেন। মহাদেবের বীর্য এখানে হাটকী নদীতে পরিণত হয়েছে। এই নদীর জল পান করে অগ্নি হাটক (দ্রঃ বল) স্বর্ণ বমন করেন। দৈত্য স্ত্রীরা এই হাটক অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহার করেন।

বিতস্তা—বর্তমানে ঝিলম। ঋক্‌বেদে ও পুরাণে একটি প্রসিদ্ধ নদী। মন্ত্রপাঠ করে স্নান করলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। এই নদীর জলে চারশ কৃষ্ণকর্ণ অশ্ব ভেসে চলে গিয়েছিল (মহা ৫।১১৭।৮)। বিশ্বামিত্র গালবকে (দ্রঃ) কৃষ্ণকর্ণ এই ঘোড়াগুলিই চেয়েছিলেন।

বিদর্ভ—কুশের আঘাতে একটি ঋষিকুমার অকালে এখানে মারা গেলে ঋষি শাপ দেন ঐ স্থানে আর দর্ভ হবে না। ফলে নাম বিদভ।

বিদিশা—দ্রঃ অবন্তি। রামায়ণ, মহাভারত এবং বহু সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থে উল্লিখিত নগরী। বেস (=বিদিশা নদী) ও বেত্রবতী নদীর সঙ্গম স্থানে এর ধ্বংসাবশেষ। বর্তমান নাম বেস নগর; ভূপাল নগরী থেকে ২৬ মা উ-পূর্বে অবস্থিত। দশার্ণ, বেদিশা, বৈদাশা, বৈদিশা এর বিভিন্ন নাম। সার্থবাহরা এখানে বসবাস করতেন বলে অপর নাম বৈশ্য নগরী। গরুড় পুরাণে এটি শান্তি প্রিয় সমৃদ্ধ নগর। এখানে হাতীর দাঁতের কাজ প্রসিদ্ধ ছিল। অশোকের মহিষী বিদিশা এখানকারই এক শ্রেষ্ঠী বংশে জন্ম।

বিদিশার অনতি দূরে একটি ভগ্নাবশেষ বৌদ্ধস্তূপ রয়েছে, এই স্তূপ থেকে বহু ঐতিহাসিক তথ্য জানা যায়। খৃ-পূ ২-১ শতক পর্যন্ত বিদিশা বৈষ্ণব ধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। বেস নগরে গরুড় চূড়া যুক্ত স্তম্ভ রয়েছে; এটি তক্ষশীলার যবন-

রাজ আন্তি-আলিকিদের দূতের ছেলে এলিয়দোর ভগবান বাসুদেবের পূজার জন্য স্থাপন করেছিলেন। তাম্রযুগে বিদিশার অস্তিত্ব ছিল। সম্ভবত মৌর্য সাম্রাজ্য-বাদীদের আক্রমণে খৃ-পূ ২ শতকে এটি ধ্বংস হয়। পরে আবার পুনর্গঠিত হলেও হূণদের আক্রমণে সম্ভবত খৃ ৫ শতকে শেষ বারের মত ধ্বংস হয়।

বিদুর—ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর ছোট ভাই। শূদ্রা দাসীর ছেলে। দ্রঃ অম্বালিকা। অত্যন্ত ধার্মিক ও বুদ্ধিমান এবং ধৃতরাষ্ট্রের পরামর্শদাতা। শূলবিদ্ধ অণিমাণ্ডব্য যম রাজাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন শূদ্র হয়ে তাঁকে জন্মাতে হবে। এই বিদুরই যমরাজ। ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর তিন ভাই হস্তিনাপুরে ভীষ্মের কাছে পালিত হন। বিদুর শাস্ত্র ইত্যাদি অধ্যয়ন করেন এবং উপযুক্ত শস্ত্র বিদ্যাও লাভ করেন। দেবক রাজার শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভে এক ব্রাহ্মণের ঔরসে একটি মেয়ে হয়। এর সঙ্গে ভীষ্ম বিদুরের বিয়ে দেন; অনেকগুলি ছেলে হয়েছিল (মহা ১।১০৫।১৪)। দুর্যোধন জন্মালে নানা দুর্লক্ষণ দেখে বিদুর এই ছেলেকে ত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের পরামর্শ নেবার ইচ্ছা দেখালেও কোন দিন কোন কথা শোনেন নি। পাণ্ডু মারা গেলে পাণ্ডবদের প্রতি বিদুর একটু যেন বেশি স্নেহপ্রবণ হয়ে পড়েন। প্রথম দিকে মোটামুটি কৌরব পাণ্ডবদের সমান স্নেহই করতেন। কিন্তু পাণ্ডবদের ধর্মপরায়ণতার জন্য ক্রমশ পাণ্ডবদের প্রতি স্নেহ আরো বেশি হয়। বিদুরের মূল লক্ষ্য ছিল চন্দ্রবংশের সমৃদ্ধি। দুর্যোধনের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু তবু পাণ্ডবদের সাধ্য মত সাহায্য করতেন। দুর্যোধনের স্বভাবের জন্য পাণ্ডবদের প্রতি এই পক্ষপাতিত্ব দেখা দেয়। ভীমকে বিষ খাইয়ে জলে ফেলে দিলে ভীমকে যখন পাওয়া যাচ্ছিল না বিদুর তখন কুন্তীকে সান্ত্বনা দেন। জতুগৃহের (দ্রঃ) ষড়যন্ত্রের কথা ইনিই ম্লেচ্ছ ভাষায় যুধিষ্ঠিরকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। এবং সুড়ঙ্গ কাটবার জন্য খনক ও গঙ্গাপার হবার জন্য উপযুক্ত সময়ে নৌকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পাণ্ডবরা মারা গেছে সংবাদে ভীষ্ম অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লে গোপনে বিদুর ভীষ্মকে সব কথা জানান। পাণ্ডবরা দ্রৌপদীকে লাভ করেছে সংবাদ এলে এদের ফিরিয়ে আনার জন্য ভীষ্ম ও দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝাতে চেষ্টা করেন এবং বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে সম্মত করে ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশেই দ্রুপদের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে বিদুর আর্থিক খরচাখরচের ভার নিয়েছিলেন। পাশাখেলার ব্যবস্থা হলে বিদুর বাধা দিয়েছিলেন এবং দুর্যোধনকে নিরস্ত করতেও চেষ্টা করেছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিদুর যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় ডেকে এনেছিলেন। কপট পাশাতে পাণ্ডবরা সর্বস্বান্ত হচ্ছেন দেখে বিদুর দুর্যোধন ও ধৃতরাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করলে সভাতেই দুর্যোধন তাঁকে অপমান করেন। দ্রৌপদীকে পণ রাখা অন্যায় বলে প্রতিবাদ করেছিলেন। দ্রৌপদীকে সভায় নিয়ে আসার আদেশ দিলে বিদুর আবার দুর্যোধনকে তিরস্কার করেন। প্রায় প্রতিপদে সাশ্রু নেত্রে প্রতিবাদ করেছিলেন। পাণ্ডবরা বনে চলে গেলে ধৃতরাষ্ট্র ভীত হয়ে পড়েন; প্রজারা হয়তো বিদ্রোহ করে দুর্যোধনকে শাস্তি দেবে। বিদুরকে ডেকে ধৃতরাষ্ট্র উপদেশ চান। বিদুর স্পষ্ট ভাষায় পাণ্ডবদের ফিরিয়ে আনতে ও দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করতে বা মিলেমিশে থাকতে বলেন। ধৃতরাষ্ট্র এই উপদেশে বিরক্ত হয়ে বিদুরকে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করতে বলেন এবং বিদুর মনের দুঃখে কাম্যক বনে

পাণ্ডবদের কাছে চলে যান।। ধৃতরাষ্ট্র তখন বিদুরকে ডেকে আনিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেন। পাণ্ডবদের বনবাসের সময় কুন্তী এঁর বাড়িতে বাস করতেন। বিদুর এই ভাবে সারা জীবনই ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিয়ে গেছেন; ধৃতরাষ্ট্র মানসিক দ্বন্দ্বে ব্যাকুল হয়ে সবসময়ই এঁর উপদেশ শুনে সময় কাটিয়েছেন; কিন্তু কোন কাজ করেন নি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে বিদুর যুদ্ধ না করার জন্য বহু বুঝিয়েছেন। সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে কৃষ্ণ এসে দুর্যোধনের অশ্রদ্ধার আতিথ্য ত্যাগ করে বিদুরের বাড়িতে গিয়ে ওঠেন। দুর্যোধন এই সময় কৃষ্ণকে অশ্রদ্ধা করলে বিদুর তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে বাধ্য করেন কৃষ্ণের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করতে। কৃষ্ণকে বন্দী করার চেষ্টা করলেও বিদুর তীব্র প্রতিবাদ করেন। এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ধৃতরাষ্ট্র ব্যাকুল হয়ে পড়লে বিদুর আবার উপদেশ দিতে থাকেন। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ চলাকালীন বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দিয়ে গেছেন। ভীষ্মের মৃত্যুতে বিদুর মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন; বিদুরই ভীষ্মকে চিতায় স্থাপন করেন। যুদ্ধের শেষে কাতর ধৃতরাষ্ট্রকে বিদুর নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়েছেন। যুধিষ্ঠির এলে ধৃতরাষ্ট্র যখন যুধিষ্ঠিরকে জড়িয়ে ধরেন বিদুর তখন চিৎকার করে কেঁদে ওঠেন। ভাগবত মতে যদুবংশ ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত বিদুর তীর্থ পরিক্রমা করে বেড়িয়েছেন। পাণ্ডবরা রাজ্যে স্থির হয়ে বসার জন্য বিদুর পাণ্ডবদের সাধ্যমত সাহায্য করেন। এই সময়ে ধর্ম ও আইন বিভাগের দায়িত্ব এঁর ওপর এসে পড়েছিল। যুদ্ধের পর বিদুরের চেষ্টায় রাজ্যের নানা উন্নতি হয়েছিল। ধৃতরাষ্ট্রের সুখসুবিধার জন্য বিদুর সব সময়ই সতর্ক থাকতেন এবং শেষপর্যন্ত ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে বানপ্রস্থ গ্রহণ করেছিলেন। বনে শতযূপের আশ্রমের কাছে এঁরা বাস করতেন। বিদুর বহু দিন অনাহারে মৌনী হয়ে মুখে কাটি দিয়ে তপস্যা করেছিলেন। ছ বছর মত পরে পাণ্ডবরা এক দিন দেখা করতে আসেন কিন্তু বিদুরকে এখানে পান না। বিদুরের খবর শোনেন বৈরাগ্যে বিদুর সেখান থেকে চলে গেছেন। পর দিন সকালে যুধিষ্ঠির গঙ্গাস্নানে গিয়ে বিদুরকে এক গাছের নীচে ধ্যান করছেন দেখতে পান। যুধিষ্ঠির সামনে এসে প্রণাম করেন এবং বার বার ডাকতে থাকেন কিন্তু কোন উত্তর পান না। তারপর হঠাৎ বিদুরের দেহ থেকে একটা তেজ বার হয়ে যুধিষ্ঠিরের দেহে প্রবেশ করে; মরার মত বিদুর মাটিতে পড়ে যান। এর পর বিদুরের সৎকারের ব্যবস্থা করলে এক দৈববাণী হয় বিদুর যতিধর্ম প্রাপ্ত হয়ে সন্তানকা লোকে (মহা ১৫।৩৩।৩২) গমন করেছেন; তাঁর দেহ যেন দগ্ধ করা না হয়।

বিদুলা—বিদুরা (মহা ৫।১৩৩।১)। শাশ্বত বংশে জন্ম। সৌবীর রাজার স্ত্রী। ছেলে সঞ্জয়। রাজা মারা গেলে সিন্ধু রাজ এই রাজ্য জয় করে নেন। বিদুলা তখন ছেলেকে তীব্র ভর্ৎসনা করে বোঝান যুদ্ধে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মৃত্যু কিছুই নয়। ফলে সঞ্জয় সিন্ধুরাজের শত্রুদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করে নিজ রাজ্য উদ্ধার করেন।

বিদূরথ—(১) বিড়ূরথ (মহা ১।১৭৭।১৮) যদুবংশে সাতজন বিখ্যাত রাজার মধ্যে এক জন। শিশুপাল, শাল্ব ও জরাসন্ধের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। শিশুপাল ইত্যাদি নিহত হলে প্রতিশোধ নেবার জন্য বিদূরথ কৃষ্ণকে আক্রমণ করলে কৃষ্ণের হাতে নিহত হন। (২) পুরু বংশে এক রাজা। পরশুরাম (দ্রঃ) যখন ক্ষত্রিয় নিধন করছিলেন তখন এই রাজার ছেলেকে ঋক্ষরা লুকিয়ে রাখে ও পালন করে।

বিদেহ—(১) রাজা নিমির (দ্রঃ) নাম। (২) মিথিলা (দ্রঃ)। বিদেহের উত্তরে পরশু-রামের আশ্রম ছিল। কর্ণ এই দেশ জয় করেছিলেন।
বিদ্বেষণ—তান্ত্রিক ষট্ কর্মের একটি। পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ গড়ে তোলার ক্রিয়া। দেবতা রুদ্ররূপ মহাভৈরব।
বিদ্যা—বিদ্যা দু রকম। পরা বিদ্যা অর্থে ব্রহ্মবিদ্যা। অপরা বিদ্যা অর্থে অন্য সমস্ত বিদ্যা।
বিদ্যাধর—দেবযোনি। এঁরা সঙ্গীত বিশারদ। আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে বাস। সাধারণত এঁরা মঙ্গল করেন। এঁদের রাজা ছিল। মানুষদের সঙ্গে বিয়েও হয়েছে। ইচ্ছামত এঁরা চেহারা বদলাতে পারতেন বলে নাম কামরূপী। সর্পযজ্ঞে ইন্দ্র যখন আহুতি হিসাবে এগিয়ে আসছিলেন তখন পেছনে পেছনে বিদ্যাধররাও আসেন।
বিদ্যুৎকেশ—রাক্ষস হেতির ঔরসে কালের বোন ভয়ার ছেলে। সন্ধ্যা রাক্ষসীর ছেলে সালকটঙ্কটার স্বামী। সালকটঙ্কটা গর্ভবতী হয়ে মন্দর পর্বতে গর্ভত্যাগ করে স্বামীর কাছে চলে আসেন। আকাশ পথে হরগৌরী যেতে যেতে শিশুর কান্না শুনে নিয়ে গিয়ে পালন করেন। শিব অমরত্ব দেন। এই শিশুই সুকেশ। সুকেশের বংশে রাবণের জন্ম। রামা ৭।৪।-।
বিদ্যুৎজিহ্ব—(১) রাক্ষস। কালকেয় বংশ। শূর্পণখার স্বামী। ছেলে শম্বুকুমার। রাবণ রসাতল জয় করতে গিয়ে একে পরাজিত করেন এবং ভুল করে একে নিহতও করেন। (২) রাবণের অনুচর। সীতাকে রামের কাটামুণ্ডু দেখিয়ে রাবণকে বিয়ে করার জন্য সম্মত করতে চেষ্টা করেন। (৩) ঘটোৎকচের এক বন্ধু, কুরুক্ষেত্রে দুর্যোধনের হাতে মারা যান;
বিদ্যুৎপ্রভা—এক জন অপ্সরা। বিশ্বামিত্রের (দ্রঃ) শাপে রাক্ষসী হন। বহুদিন পরে মানব বংশে যজ্ঞসেন নামে এক ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে কালনেমি জন্মান; নাম হয় শ্রীদত্ত। এই শ্রীদত্ত বনে এক দিন রাক্ষসী বিদ্যুৎপ্রভাকে দেখতে পেয়ে চুলের মুঠি চেপে ধরেন ফলে অপ্সরা শাপমুক্ত হন।
বিদ্যুৎরূপ—এক জন যক্ষ; কুবেরের অনুচর। স্ত্রী মদনিকা মেনকার মেয়ে। কৈলাসে দু জনে বসে এক দিন সুরাপান করছিলেন এমন সময় একটি কঙ্কপাখী (গরুড় বংশ) আসে এবং বিদ্যুৎরূপ সামান্য একটু যুদ্ধ করে পাখীটিকে নিহত করেন। ভাইয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে কন্ধর এসে আক্রমণ করে এবং তীব্র যুদ্ধে বিদ্যুৎরূপ মারা গেলে কন্ধর তখন মদনিকাকে বিয়ে করেন।
বিদ্যুন্মালী—(১) ব্রহ্মার বরে তারকের তিন ছেলে বিদ্যুন্মালী, তারকাক্ষ ও কমলাক্ষ। এঁরা পরে অত্যাচারী হয়ে উঠলে মহাদেব এঁদের নিধন করেন; দ্রঃ ত্রিপুর। (২) মহাদেব ভক্ত এক রাক্ষস। মহাদেব এঁকে একটি উজ্জ্বল সুবর্ণ বিমান দিয়েছিলেন। এই বিমানে চড়ে সূর্যের পেছু পেছু যেতে আরম্ভ করলে বিমানের আলোতে রাত্রি আলোকিত হয়ে যেত। এই দেখে সূর্য বিমানটিকে নিজের তেজে গালিয়ে ফেলেন। মহাদেব জানতে পেরে ভক্তকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন এবং তাঁর দৃষ্টিতে সূর্য পুড়ে গিয়ে কাশীতে এসে পড়েন। এই জন্য

সূর্যের নাম লোকার্ক। (৩) রাবণের বন্ধু। রামের অশ্বমেধের ঘোড়া চুরি করেছিলেন; শত্রুঘ্নের হাতে নিহত হন।

বিদ্যোত—ধর্মের স্ত্রী লম্বার ছেলে।

বিধাতা—(১) মহর্ষি ভৃগু ও খ্যাতির ছেলে; মেরুকন্যা নিয়তির স্বামী। ছেলে মৃকণ্ডু। দ্রঃ মার্কণ্ডেয়। (২) ব্রহ্মার এক নাম।

বিনতা—দক্ষ প্রজাপতির মেয়ে। কশ্যপের স্ত্রী। অন্য মতে কশ্যপ ও তাম্রার মেয়ে শুকী; শুকীর মেয়ে নতা; নতার মেয়ে বিনতা (রামা ৩।১৪।২০)। বিনতার সন্তান অরিষ্টনেমি, তার্ক্ষ্য, অরুণ, গরুড়, আরুণি ও বারুণি (মহা ১।৫৯।৩৯)। বারুণী এবং সুমতি দুটি (দ্রঃ) মেয়ে। কশ্যপের বরে বিনতার দুটি ডিম হয়। কদ্রুর (দ্রঃ); ছেলে হলে অধৈর্যে বিনতা একটি ডিম ভেঙ্গে ফেললে অরুণের (দ্রঃ) জন্ম হয়। এই ঈর্ষার জন্য অরুণ শাপ দেন বিনতাকে কদ্রুর দাসী হয়ে থাকতে হবে। এর পর আরো ৫০০ বছর পরে দ্বিতীয় ডিম থেকে গরুড় (দ্রঃ) জন্মান। জন্মের পর আকাশ পার হয়ে সমুদ্রের পরপারে মায়ের কাছে এসে দাসীপুত্র হিসাবে দাসত্ব করতে থাকেন। পরে অমৃত এনে বিনতাকে মুক্ত করেন।

বিনতাশ্ব—ইলের (সুদ্যুম্ন) ছেলে। বিবস্বত মনুর নাতি।

বিনায়ক—মহাদেবের এক নাম নায়ক। নায়কের ঔরসে জন্ম নয় বলে গণেশের নাম বিনায়ক। পার্বতীর গাত্রমল থেকে জন্ম।

বিন্দ—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। কুরুক্ষেত্রে ভীমের হাতে নিহত।

বিন্দুমতী—মান্ধাতার স্ত্রী, শশবিন্দুর মেয়ে। ছেলে পুরুকুৎস (দ্রঃ) ইত্যাদি।

বিন্দুসরস—কৈলাস পাহাড়ের দক্ষিণে। গঙ্গা আনবার জন্য ভগীরথ এইখানে তপস্যা করেন। ইন্দ্র এখানে ১০০ এবং শিব এখানে একটি যজ্ঞ করেন। কৃষ্ণ এখানে বহু বছর তপস্যা করেছিলেন। এইখান থেকে নিয়ে এসে ময় অর্জুনকে দেবদত্ত শঙ্খ ও ভীমকে বৃষপর্বার গদা দিয়েছিলেন।

বিন্ধ্য—আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যে অবস্থিত পর্বত। সব পাহাড় থেকে শ্রেষ্ঠ ও মাননীয়। দেবতারা এখানে বিহার করতেন। এক দিন নারদ এসে জানিয়ে জান বিন্ধ্যের থেকে সুমেরু অনেক সমৃদ্ধ ও সম্মানী। দেবতারা সেখানে বাস করেন এবং সূর্যও সমস্ত নক্ষত্র এই সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করেন। সুমেরু এ জন্য গর্বিত। বিন্ধ্য তখন মদগর্বে মাথা তুলে সূর্যের পথ আটকে দেন। পূব ও উত্তর দিক রোদে ঝলসে ওঠে। দেবতারা তখন মহাদেবের পরামর্শে বিষ্ণুর কাছে আসেন এবং বিষ্ণু সকলকে অগস্ত্যের (দ্রঃ) কাছে যেতে বলেন। অগস্ত্যের সামনে বিন্ধ্য মাথা নত করে প্রণাম করেন এবং সেই থেকেই মাথা নীচু করে আছেন। সূর্যের পথ এই ভাবে মুক্ত হয়। সুন্দ উপসুন্দ এই পাহাড়ে তপস্যা করে বর লাভ করেন। সুন্দের তপস্যায় পাহাড় উত্তপ্ত হয়ে অগ্নি উদ্গীরণ করতে থাকে। বিন্ধ্য পাহাড়ে দেবী দুর্গার বাসস্থান। ত্রিপুর দহনের সময় শিবের রথের পেছনে বিন্ধ্য পতাকা চিহ্ন হয়ে অবস্থান করেছিলেন।

বিন্ধ্যাবলী—বলিরাজ দৈত্যের স্ত্রী। ছেলে বাণ, মেয়ে কুম্ভীনসী।

বিপশ্চিৎ—বিদর্ভ রাজকন্যা পীবরীর স্বামী।

বিপাশা—শতপুত্রের মৃত্যুতে কাতর হয়ে বশিষ্ঠ প্রাণত্যাগ করবার জন্য প্রথমে পাহাড় থেকে লাফ দেন। তার পর নিজেকে পাশ দিয়ে শক্ত করে বেঁধে বর্ষায় জলে নামেন। কিন্তু নদী এই পাশ খুলে দিয়ে বশিষ্ঠের প্রাণ রক্ষা করেন বলে নাম হয় বিপাশা। এই নদীতে বহি ও হীকা দুজন অসুর বাস করতেন। পাঞ্জাবে পঞ্চ নদের একটি। কুলু উপত্যকাতে রোটাং গিরিপথের কাছে উৎপত্তি। সমুদ্র থেকে ৪০৪২ মিটার উচ্চে উৎপন্ন হয়েছে এবং কর্পূরথালার দ-পশ্চিমে শতদ্রুর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

বিপুল—(১) রোহিণীর ছেলে বলরাম, গদ, সারণ দুর্মদ, বিপুল, ধ্রুব ও কৃত। (২) গিরিব্রজের কাছে একটি পাহাড়। (৩) ভৃগুবংশে এক জন মুনি। দেবশর্মার শিষ্য। গুরুপত্নী রুচি অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। দেবশর্মা একবার যজ্ঞ করতে যাবার সময় শিষ্য বিপুলকে স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়ে যান এবং ইন্দ্রের অভিসন্ধির কথাও বলে যান। রুচির প্রতি ইন্দ্রের বিশেষ লোভ আছে জানতেন। বিপুল প্রথম কয়েক দিন রুচির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন। এর পর রুচির দৃষ্টি পথে বিপুল রুচির দেহের মধ্যে প্রবেশ করে অবস্থান করতে থাকেন। বিপুল নাই দেখে ইন্দ্র এই সময় আসেন। বিপুল মন্ত্রবলে রুচিকে স্তম্ভন করলে রুচি নিশ্চল হয়ে ইন্দ্রের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন; ইন্দ্রের কথায় কোন জবাব দিতে পারেন না। ইন্দ্র তখন অন্তর্দৃষ্টিদৃতে রুচির দেহের মধ্যে বিপুলকে দেখতে পান এবং লজ্জায় স্থান ত্যাগ করেন। দেবশর্মা ফিরে এসে সব শুনে বর দিতে চান; বিপুল সারা জীবন ধর্ম পথে থাকার বর চান।

অঙ্গরাজের সঙ্গে রুচির বোন প্রভাবতীর বিয়ের ঠিক হয়। এই সময় আকাশ থেকে সামনে এসে পড়া কয়েকটি ফুল পেয়ে ফুলগুলি পরে রুচি বোনের বিয়েতে যান। প্রভাবতী এই ফুল দেখে এই রকম ফুল চান এবং রুচি বিপুলকে ফুল আনতে পাঠান। ফুল নিয়ে ফেরার পথে বিপুল দেখেন দুটি লোকে একটি চাকা ঘোরাচ্ছেন এবং দুজনেই দাবি করছেন তিনি বেশি ঘোরাচ্ছেন। দাবি করা থেকে ঝগড়া আরম্ভ হয় এবং শেষ অবধি বলেন, যে মিথ্যা বলবে বিপুলের মত তাকে নরক ভোগ করতে হবে। এখান থেকে ফিরতে আর এক জায়গায় দেখেন ছ-টি লোকে পাশা খেলছেন। এদের মধ্যে এক জন বিপুলকে দেখিয়ে বলেন পাশা খেলায় যে কপটতার আশ্রয় নেবে সে বিপুলের মত নরক ভোগ করবে। দু জায়গায় এই রকম কথা শুনে বিমূঢ় বিপুল চম্পাপুরীতে এসে গুরুকে সব কথা জানান। দেবশর্মা আশ্বাস দিয়ে বলেন প্রথম লোকদুটি দিন ও রাত্রি এবং পরবর্তী ছজন ছয়টি ঋতু। এরা সকলে মানুষের সমস্ত পাপপুণ্যের সাক্ষী। গুরু এই কথা বলাতে বিপুলের খেয়াল হয় রুচির দেহের মধ্যে অবস্থান করার সময় রুচির গাল ও উপস্থের সঙ্গে বিপুলের গাল ও উপস্থ স্পর্শ করেছিল। গুরুকে বিপুল এই পাপের কথা জানান। দেবশর্মা এবারও আশ্বাস দেন যেহেতু বিপুলের কোন অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না সেই হেতু কোন পাপ হয়নি।

বিপ্র—ধ্রুবের ছেলে শিষ্টি। শিষ্টির স্ত্রী সুচ্ছায়ার ছেলে রিপু, রিপুঞ্জয়, বিপ্র, বৃকল ও বৃকতেজস্।

বিপ্রচিত্তি—কশ্যপ দনুর একটি দুর্দ্ধর্ষ ছেলে। নিজের সৎ-বোন সিংহিকাকে (= হিরণ্যকশিপুর বোন) বিয়ে করেন। সমুদ্র মন্থনের পর দেবাসুরের যুদ্ধে ইনি অসুরদের

এক জন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। সিংহিকার গর্ভে রাহু ইত্যাদি বিপ্রচিত্তির একুশটি ছেলে হয় এবং এই সন্তানরা গ্রহে পরিণত হন। বামন অবতারে বিষ্ণু যখন পা বাড়িয়ে পৃথিবী ইত্যাদি ছেয়ে ফেলেন তখন বিপ্রচিত্তি ইত্যাদি কয়েক জন অসুর বামনকে ঘিরে ধরেন। বিষ্ণু ইন্দ্রের বেশে একে নিহত করেন। অন্য মতে ইন্দ্রের সঙ্গে নবম যুদ্ধে বিপ্রচিত্তি নিহত হন। পর জন্মে জরাসন্ধ হয়ে জন্মান।

বিবর্তবাদ—তথাকথিত কারণ থেকে যে কার্যের উদ্ভব হয় সেটি মিথ্যা। কারণ, অন্য কোন দ্বিতীয় বস্তু বা কার্য মোটেই জন্মায় না। রজ্জুতে সর্পভ্রম মত অবস্থা ঘটে। এটি অজ্ঞতার ফল। শঙ্কর প্রভৃতি অদ্বৈতবাদীদের এই মত। অর্থাৎ ব্রহ্মই এক মাত্র সত্য ; ব্রহ্ম থেকে জীবজগৎ সৃষ্ট নয় ; এটি মিথ্যা। দ্রঃ পরিণাম বাদ।

বিবস্বান—(১) সূর্যের এক নাম। (২) ১২ আদিত্যের এক জন। বিষ্ণু, শক্র, অর্যমা, ধাতা, ত্বষ্টা, পূষা, বিবস্বান, সবিতা, মিত্র, বরুণ, অংশু ও ভগ। চাক্ষুষ মন্বন্তরে এরা তুষিত দেব ; বৈবস্বতে এঁরা আদিত্য। রামায়ণ ও মহাভারতে দক্ষের মেয়ে অদিতির গর্ভে কশ্যপের ছেলে। অদিতি যখন গর্ভবতী তখন চন্দ্র এক দিন ভিক্ষা করতে আসেন। গর্ভবতী অদিতির উঠতে একটু দেরি হয়ে যায়। চন্দ্র মনে করেন তাঁকে অসম্মান করছেন। ফলে চন্দ্র শাপ দেন গর্ভে সন্তান মারা যাবে। অদিতি ব্যাকুল হয়ে কশ্যপকে সব কথা জানালে কশ্যপ মৃত গর্ভকে জীবিত করে দেন। গর্ভস্থ শিশু (= অন্ড) মৃতত্ব লাভ করেছিলেন বলে শিশুর নাম হয় মার্তণ্ড পরে নাম হয় বিবস্বান। বিবস্বান এক বার যজ্ঞ করে পুরোহিত কশ্যপ প্রজাপতিকে দক্ষিণ দিকটা দক্ষিণা হিসাবে দান করেন ফলে অংশটি দক্ষিণ দেশ নামে পরিচিত। বিবস্বান ২৮ জন প্রজাপতির মধ্যে এক জন। স্ত্রী সংজ্ঞা, ছায়া। আর একটি স্ত্রী রাজ্ঞী ; ছেলে রেবত (দ্রঃ নাসত্য)। প্রথম ছেলে বৈবস্বত মনু। দ্রঃ সূর্য। (২) এক জন অসুর। (৩) এক জন মানুষ, ইনি প্রথম যজ্ঞ করেছিলেন। ঋকবেদে এঁকে মনু ও যমের পিতা বলা হয়েছে। তৈত্তিরীয়ে বলা হয়েছে এই বিবস্বান সমস্ত মানুষের আদিপুরুষ।

বিবহ—এক শ্রেণীর বায়ু (দ্রঃ)।

বিবাহ—সামাজিক রীতি অনুসারে একটি যজ্ঞ। ১৬ বছর বয়সে সমাবর্তনের পর বিধেয় ছিল। বিবাহে চারটি অঙ্গ :- কন্যাদান, শুচিযাগ, বিবাহ ও চতুর্থীহোম। স্বামী মারা গেলে, সন্ন্যাসী হয়ে গেলে বা ক্লীব হয়ে পড়লে বা সমাজচ্যুত হলে স্ত্রীর বিবাহে অধিকার ছিল। স্বামী মারা গেলে স্বামীর ভাইকে এবং ভাই না থাকলে অপরকে বিয়ে করতে পারত। বিবাহে নিয়ম ছিল গোত্র যেন এক না হয় এবং পিতৃকুলে ৭ পুরুষ এবং মাতৃকুলে ৫ পুরুষ বাদ দিয়ে ছেলে মেয়ে বিয়ে করতে পারত। আট প্রকার বিবাহ স্বীকৃত হয়েছিল। (১) ব্রাহ্ম বিবাহ—কন্যাকে যখন সংকুলে ও সৎপাত্রে দেওয়া হয়। (২) আর্ষ বিবাহ—পাত্র পক্ষের কাছ থেকে যখন দুটি গরু নিয়ে কন্যাদান করা হয়। (৩) প্রাজাপত্য (দ্রঃ)—পাত্র এসে কন্যাকে প্রার্থনা করলে যে বিয়ে দেওয়া হয়। (৪) আসুর—কন্যাসংগ্রহ যখন অর্থ বিনিময়ে হয়। (৫) গান্ধর্ব-পাত্রপাত্রী যখন নিজেরা পছন্দ করে বিয়ে করে। (৬) রাক্ষস—যুদ্ধ করে কন্যাকে ধরে এনে জোর করে বিবাহ। (৭) পিশাচ—পাত্রীকে বঞ্চিত করে বিবাহ। (৮) দৈব—যজ্ঞ কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিকে কন্যা দান করা। দ্রঃ কুশণ্ডিকা।

বিবিংশতি—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে যোগ দিয়েছিলেন। ঘোষ যাত্রাতে গন্ধর্বরাজের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। বিরাটের গরু চুরির যুদ্ধে অর্জুনের হাতে পরাজিত হয়ে পালান। কুরুক্ষেত্রে ভীমের হাতে মৃত্যু।
বিবিৎসু—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে।
বিবিন্ধ্য—এক জন অসুর। রুক্মিণীর ছেলে চারুদেষ্ণ এঁকে নিহত করেন।
বিভাণ্ডক—কশ্যপের ছেলে। বিভাণ্ডকের ছেলে ঋষ্যশৃঙ্গ (দ্রঃ)। ঋষ্যশৃঙ্গের মা একটি হরিণী; শাপভ্রষ্টা এক জন দেবকন্যা। উর্বশীকে দেখে বিভাণ্ডকের বীর্যপাত হয়; হরিণী এই বীর্য পান করে গর্ভবতী হন। ব্রহ্মার বর ছিল একটি তপস্বী সন্তান প্রসব করলে মুক্তি পাবে। ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম হওয়াতে হরিণী মুক্তি পান।
বিভাবরী—রাত্রি। ব্রহ্মার মানস কন্যা। এই বিভাবরী ব্রহ্মার নির্দেশে পার্বতীর (দ্রঃ) দেহে প্রবেশ করলে সেই সময় থেকে পার্বতীর রঙ কালো হয়ে যায়। (২) বরুণের রাজধানী।
বিভাবসু—(১) ধর্মের স্ত্রী বসুর আটটি ছেলের মধ্যে এক জন। দ্রঃ গজকচ্ছপ।
বিভীষণ—বিশ্রবার (দ্রঃ) ঔরসে স্ত্রী নিকষার (দ্রঃ) গর্ভে জন্ম। অন্য মতে মালিনীর ছেলে। রাবণ ইত্যাদির ভাই। মায়ের অভিপ্রায় অনুসারে বিশ্রবার আশীর্বাদে ইনি পরম ধার্মিক। গন্ধর্ব রাজ শৈলূষের (রামা ৭।১২।২৪) মেয়ে সরমাকে বিয়ে করেন। ছেলে তরণীসেন। রাবণরা তিন ভাই তপস্যা করতে যান। ব্রহ্মার কাছে বিভীষণ চিরধার্মিক ও অমর হবার বর পান। রাবণ রাজা হলে বিভীষণ ভাইয়ের সঙ্গেই থাকতেন; রাবণের অন্যায় কাজে প্রতিপদে বাধা দিতেন। দূতরূপী হনুমানকে হত্যা করার সঙ্কল্প থেকে রাবণকে ইনি নিরস্ত করেন। রাম লঙ্কায় এলে সীতাকে ফিরিয়ে দিয়ে সন্ধি করার কথা বার বার বলাতে রাবণ বিভীষণকে অপমান করেন। ফলে চার জন রাক্ষস সঙ্গে নিয়ে ইনি রামের সঙ্গে এসে যোগদান করেন। ক্রমাগত রামকে গোপন সংবাদ জানিয়ে দিয়ে রাবণ বংশ ধ্বংস করেন। এঁর সাহায্যেই লক্ষ্মণ মেঘনাদকে হত্যা করেন। নিজের ছেলে তরণীসেনকে মারতেও সাহায্য করে-ছিলেন। রাবণের প্রতি মনোভাব যাই হোক রাবণ মারা গেলে শোকাকুল হয়ে পড়েন। রাবণের পারলৌকিক কাজও ইনি করেন। রাবণের পর লঙ্কার রাজা হন এবং মন্দোদরীকে বিয়ে করেন। রামের অশ্বমেধ যজ্ঞে অযোধ্যাতে এসেছিলেন। একটি মতে অযোধ্যাতে রাম ফিরে এলে সহস্রমুখ রাবণের ছেলে চন্দ্রগুপ্ত সুগ্রীবের মেয়েকে ও বিভীষণের পুত্রবধূকে হরণ করে। বিভীষণ রামকে জানালে রাম রাক্ষসদের নিহত করে এদের উদ্ধার করে দেন। এই যুদ্ধে সীতা সহস্রমুখকে হত্যা করেন। মহাভারতে আছে ঘটোৎকচ লঙ্কাতে গিয়ে বিভীষণের সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং বিভীষণ যুধিষ্ঠিরের জন্য প্রচুর উপহার দিয়েছিলেন।
বিভু—(১) পঞ্চম মন্বন্তরে ইন্দ্রের নাম। (২) শকুনির ভাই; ভীমের হাতে নিহত।
বিভূতি—বিশ্বামিত্রের ছেলে। ব্রহ্মবাদী।
বিম্বিসার—খৃ-পূ ৬ শতক। মগধের রাজা। পুরাণে শিশুনাগ বংশে ৫-ম রাজা। আনুমানিক ৫৪৫ খৃ-পূ। ১৫ বছর বয়সে রাজা হন। পিতা ভট্টিয় বা মহাপদ্ম। মদ্র, কোশল ও বৈশালী রাজবংশগুলির সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। রাজধানী রাজগৃহ। অঙ্গ দেশ জয় করেন। রাষ্ট্রদূত মাধ্যমে গান্ধার রাজ পুক্কসাতির

সঙ্গেও মৈত্রী স্থাপন করেছিলেন। বুদ্ধের সঙ্গে এঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। জৈন ধর্মকেও ইনি সমান শ্রদ্ধা করতেন। ছেলে অজাতশত্রু কর্তৃক নিহত হন।

বিরজ—(১) ধৃতরাষ্ট্রের ছেলে; ভীমের হাতে নিহত। (২) বিষ্ণুর তেজে জন্ম। রাজ্য শাসন/রাজা হবার ইচ্ছা ছিল না। তপস্যা করতে থাকেন। ছেলে কীর্তিমান। (৩) বৈবস্বত মনুর ছেলে কবি। এই কবির আট ছেলে:-কবি, কাব্য, বিষ্ণু, শুক্র, ভৃগু, কাশী, উগ্র, বিরজস্ (মহা ১৩।৮৫।৪১)।

বিরজা—(১) বিষ্ণুর মানসপুত্র। এই বংশে পুরুষানুক্রমে জন্ম কীর্তিমান, কর্দম, অনঙ্গ, নীতিমান/অতিবল, বেণ। (২) যযাতির মা। (৩) এক জন গোপিকা; রাধার সখী, কৃষ্ণের প্রেমিকা। এক বার গোলকে রাধাকে না পেয়ে বিরজার কাছে গিয়ে কৃষ্ণ এঁর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। রাধা খবর পেয়ে ছুটে এলে কৃষ্ণ অন্তর্হিত হয়ে যান এবং রাধা বিরজাকে অভিশাপ দেবার ভাণ করেন; বিরজা ভয়ে মারা যান। বিরজার দেহ নদীতে পরিণত হয়। কৃষ্ণ তখন কাতর হয়ে বিলাপ করতে থাকলে বিরজা সুন্দরী মূর্তি ধরে নদী থেকে উঠে এসে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হন। বিরজার সাত-টি ছেলে হয়।

বিরাট রাজ—মৎস্য দেশের রাজা। মরুৎগণের অংশে জন্ম। এঁর নামেই রাজধানী। কুবের তুল্য ধনী। অসংখ্য দুগ্ধবতী গরু ছিল। প্রথম রাণী কোশল রাজকুমারী সুরথা; ছেলে শ্বেত। সুরথা মারা গেলে কেকয় রাজকন্যা সুদেষ্ণাকে বিয়ে করেন; ছেলে হয় শঙ্খ, ভূমিঞ্জয় বা উত্তর ও ছোট মেয়ে উত্তরা। একটি মতে বিরাটের দশ ভাই ছিল; আর একটি মতে দুই ভাই শতানীক (=সূর্যদত্ত) ও মদিরাক্ষ (=বিশালাক্ষ)। কয়েক জন ভাইয়ের নাম গজানীক, শ্রুতানীক, বীরভদ্র, সুদর্শন, শ্রুতধ্বজ, বলানীক, জয়ানীক, জনপ্রিয়, বিজয়, লব্ধলক্ষ্য, জয়াশ্ব, রথবাহন, চন্দ্রোদয়, ও কামরথ। এই শতানীক বিরাটের সেনাপতি; বিরাটের শ্যালক কীচক আর এক সেনাপতি। ছেলেদের নিয়ে বিরাট দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে যোগদান করেছিলেন। রাজসূয় যজ্ঞের সময় বিরাট সহদেবের কাছে পরাজিত হন এবং স্বর্ণ শৃঙ্খল যুক্ত ২-হাজার পু-হাতী উপহার দেন। অজ্ঞাত বাসের সময় পাণ্ডবরা এখানে ছদ্মবেশে ও ছদ্মনামে বাস করেছিলেন; বিরাটও জানতেন না। দ্রৌপদী সুদেষ্ণার পরিচারিকা হয়েছিলেন। দ্রৌপদীর কারণে কীচক (দ্রঃ) নিহত হলে কীচকের সাহায্যে পূর্বে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত এবং তৎকালীন দুর্যোধন আশ্রিত ত্রিগর্ত রাজ সুশর্মা কৌরব সৈন্যের সাহায্যে মৎস্য রাজ্যের দক্ষিণ দিক আক্রমণ করে সমস্ত গরু কেড়ে নেন। বিরাট বাধা দিতে গিয়ে বন্দী হন। যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীম তখন সুশর্মাকে পরাজিত করে বিরাটকে মুক্ত করেন। এই যুদ্ধ চলাকালে দুর্যোধন, কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ ইত্যাদি মিলে রাজ্যের উত্তর দিক আক্রমণ করে গরু চুরি করতে থাকেন। রাজপুত্র উত্তর অর্জুনকে সারথি করে যুদ্ধে যান কিন্তু অপরিমেয় শত্রুসৈন্য দেখে ভয়ে পালাতে চেষ্টা করলে অর্জুন বাধা দিয়ে আশ্বস্ত করে নিজে কৌরবদের পরাজিত করে গরুগুলি রক্ষা করেন। যুদ্ধ জয়ের কথা শুনে মুক্তি প্রাপ্ত এবং রাজধানীতে প্রত্যাগত রাজা পুত্রগর্বে স্ফীত হয়ে উঠলে কঙ্ক অর্থাৎ যুধিষ্ঠির জানান বৃহন্নলার (=অর্জুন) জন্যই এই জয় সম্ভব হয়েছে। রাজা বিরক্ত হয়ে কঙ্কের মুখে অক্ষ (মহা ৪।৬৩।৪৪) দিয়ে আঘাত

করে রক্তপাত করে দেন। অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ছিল যুধিষ্ঠিরের কেউ রক্তপাত করলে অর্জুন তাকে বধ করবেন। এই জন্য কঙ্ক ঘটনাটা অর্জুনকে জানতে দেন না। পরে উত্তরের কাছে প্রকৃত ঘটনা কিছুটা জানতে পেরে রাজা ক্ষমা চেয়ে নেন। এর পর পাণ্ডবরা বিরাট রাজার কাছে আত্মপ্রকাশ করেন। রাজা আনন্দে উত্তরার (দ্র) সঙ্গে অর্জুনের বিয়ের প্রস্তাব করে বসেন। কুরুক্ষেত্রে ইনি সপুত্রে ও সসৈন্যে পাণ্ডব পক্ষে ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের সাতজন প্রধান সেনাপতিদের মধ্যে এক জন। তীব্র যুদ্ধ করেছিলেন এবং পনের দিনের দিন দ্রোণের হাতে মারা যান। যুধিষ্ঠির নিজে বিরাটের শ্রাদ্ধাদি করেন।

বিরাট—শতরূপার গর্ভে স্বায়ম্ভুব মনুর ছেলে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। প্রিয়ব্রতের মেয়ে কর্দম প্রজাপতির স্ত্রী ; এবং ছেলে হয় সম্রাট, কুক্ষি ও বিরাট। (২) মৎস্য দেশ/ বিরাট রাজার দেশ। (৩) বিরাট পুরুষ।

বিরাধ—জয় রাক্ষসের ছেলে। জব (রামা ৩।৩।৫) ও শতহ্রদার ছেলে। ভয়ঙ্কর চেহারা ; বিরাট লম্বা দুটি হাত। দণ্ডকারণ্যে রামচন্দ্রেরা যখন ছিলেন তখন এই রাক্ষস সীতাকে নিয়ে পালাতে চেষ্টা করেন। রামকে জানিয়ে দেন ব্রহ্মার বরে অস্ত্রে এঁর মৃত্যু হবে না। তবু রাম একে সাতটি বাণে ভূপাতিত করেন। বিরাধ এর পর উঠে দুই ভাইকে কাঁধে নিয়ে পালাতে চেষ্টা করেন। রাম ও লক্ষ্মণ তখন এঁর দুটি হাত কেটে দিলে মূর্ছিত হয়ে বিরাধ পড়ে যান। রাম এঁকে তখন পুঁতে ফেলবেন ঠিক করেন। কিন্তু এই সময় জ্ঞান ফিরে এলে বিরাধ জানান আগে সে তুম্বুরু নামে এক গন্ধর্ব ছিল। রম্ভার প্রতি আসক্ত হয়ে কর্তব্যে অবহেলা করলে অন্য মতে কুবেরের নির্দেশে রম্ভাকে আনতে গিয়ে দেরি হয়ে গেলে কুবের শাপ দিয়ে রাক্ষসে পরিণত করেছেন। কুবেরের বলা আছে ত্রেতাযুগে রামের হাতে তাঁর মুক্তি হবে। বিরাধ তার পর রামকে শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে যাবার পরামর্শ দেন এবং পুঁতে দেবার জন্য অনুরোধ করেন। পুঁতে দিলে তুম্বুরু মুক্তি পান।

বিরাব—অগস্ত্যের রথে ইল্বল যে ঘোড়াদুটি জুড়ে দিয়েছিলেন তাদের নাম বিরাব ও সুরাব।

বিরূপ—(১) অম্বরীষের ছেলে কেতুমান, শম্ভু ও বিরূপ। (২) ক্রোধ একবার নিজের মূর্তি বদল করে বিরূপ নাম ধারণ করে রাজা ইক্ষ্বাকুর সঙ্গে কথা বলেন। (৩) কৃষ্ণের হাতে নিহত এক অসুর। (৪) অঙ্গিরসের ছেলে বিরূপ, বৃহস্পতি, উতথ্য, বয়স্য, শান্তি, ঘোর, সংবর্ত ও সুধন্বা। (মহা ১৩।৮৫।৩৮)।

বিরূপাক্ষ—পূর্ব দিকহস্তী। পাতালে পৃথিবীকে ধারণ করে অবস্থান করছে। ক্লান্ত হয়ে পড়ে মাথা নাড়ালে ভূমিকম্প হয়। (২) রাবণের এক অনুচর। হনুমান লঙ্কায় অশোক বন নষ্ট করলে যুদ্ধে আসেন এবং হনুমানের হাতে নিহত হন। (৩) রাবণের এক যোদ্ধা। মাল্যবান ও সুন্দরীর ছেলে বজ্রমুষ্টি, বিরূপাক্ষ, দুর্মুখ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ মত্ত, উন্মত্ত ও একটি মেয়ে অনলা। (৪) দনুর ৩৩-টি দুষ্ট পুত্রের মধ্যে এক জন। পরে রাজা চিত্রবর্মা হয়ে জন্মান। (৫) নরকাসুরের এক অনুচর। (৬) ঘটোৎকচের এক বন্ধু। (৭) রাজধর্মা বকের বন্ধু ; এক জন রাক্ষস। (৮) এক জন রুদ্র/ মহাদেবের এক জন অনুচর।

বিরোচন—ধৃতির গর্ভে প্রহ্লাদের ছেলে বিরোচন, কুম্ভ, নিকুম্ভ; ও একটি মেয়ে

বিরোচনা। বিরোচন ধার্মিক; ব্রাহ্মণদের ভক্তি করতেন। রাক্ষসরাজ বৃষপর্বার মেয়ে সুরুচি স্ত্রী; ছেলে বলি। একটি মতে দুটি স্ত্রী বিশালাক্ষী ও দেবী; এদের সন্তান বল ও যশোধরা (ত্বষ্টার স্ত্রী)। দ্রঃ সুধন্বা। পৃথু যখন রাজা তখন অসুরারাও পৃথিবীকে দোহন করেন; দ্বিমূর্দ্ধ অসুর দোগ্ধা ও বিরোচন বৎস হয়েছিলেন। এক বার দেবতারা ও অসুররা প্রজাপতির কাছে ব্রহ্মবিদ্যা শিখতে যান। প্রজাপতি শিক্ষা দেন আত্মা হচ্ছে প্রথম তত্ত্ব ইত্যাদি। দেবতারা তখন ইন্দ্রকে ও অসুররা বিরোচনকে নির্বাচন করেন এবং প্রজাপতির কাছে সব কিছু শিখে নিতে বলেন। বহু দিন এঁরা প্রজাপতির কাছে বাস করেও ব্রহ্ম সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানতে পারেন না। এক দিন তারপর প্রজাপতি এদের পরীক্ষা করার জন্য বলেন জলে বা আদর্শে যে ছবি ফুটে ওঠে সেই ছবি আত্মার প্রতিকৃতি। বিরোচন এই উক্তির প্রকৃত অর্থ বুঝতে না পেরে জলের ধারে গিয়ে নিজের প্রতিমূর্তি দেখেন এবং ফিরে গিয়ে অসুরদের বোঝাতে থাকেন দেহই আত্মা।

তারকাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে ইন্দ্রের হাতে বিরোচন মারা যান। আর এক মতে সূর্য এঁকে একটি মুকুট দিয়ে বলেন কেউ যদি তাঁর মাথা থেকে এই মুকুট খুলে নেয় তাহলে বিরোচনের মৃত্যু হবে। মুকুট পেয়ে বিরোচন কিছুটা উদ্ধত হয়ে পড়েন। বিষ্ণু তখন এক দিন সুন্দরী নারী সেজে এসে বিরোচনকে মুগ্ধ করেন এবং বিরোচনের মুকুট খুলে নিয়ে বিরোচনকে নিহত করেন। (২) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। অপর নাম দুর্বিরোচন।

বিরোচনা—প্রহ্লাদের মেয়ে; বিরোচনের (দ্রঃ) বোন। ত্বষ্টার স্ত্রী; ছেলে বিরজ ও ত্রিশিরস্।

বিশল্যকরণী—ভেষজ উদ্ভিদ। গন্ধমাদন পাহাড়ের দক্ষিণ শিখরে পাওয়া যেত। দেহ থেকে শল্য ইত্যাদি অস্ত্র বার করে দিয়ে দেহ সুস্থ করে দেয়। শক্তিশেলে মৃতপ্রায় লক্ষ্মণকে বাঁচাবার জন্য সুষেণ বানর হনুমানকে এই ভেষজ আনতে পাঠান। এই ভেষজে লক্ষ্মণের প্রাণরক্ষা হয়েছিল।

বিশল্যপুরী—রাজা বিশাল নির্মিত পুরী। গঙ্গার উপকূলে বদরী বনে। এখানে নরনারায়ণ তপস্যা করতেন। দ্রঃ বিশাল।

বিশাখ—ইন্দ্র ও কার্তিকের (দ্রঃ) মধ্যে একবার যুদ্ধ হয়েছিল। ইন্দ্র বজ্রাঘাত করলে কার্তিকের ডান পাশ থেকে এক সুন্দর যুবক আবির্ভাব হয়। বজ্রের আঘাতে জন্ম বলে এই যুবার নাম বিশাখ (মহা ৩।২১৭।১৩)। অন্য মতে কার্তিক একবার মহাদেবের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। পার্বতী, অগ্নি ও গঙ্গা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সকলেই মনে মনে ভাবছিলেন কার্তিক প্রথমে তাঁর কাছে এসে কথা বলবেন। কার্তিক এঁদের মনের কথা বুঝতে পেরে যোগ বলে নিজেকে চার ভাগে ভাগ করে চারজনের কাছে এগিয়ে যান। এই চার জন :- কার্তিক, শাখ, বিশাখ, ও নৈগমেয়।

বিশাখ দত্ত—একটি মতে খৃ ৯-ম শতক। রচনা মুদ্রারাক্ষস নাটক।

বিশাল—ইক্ষ্বাকু ও অলম্বুষার ছেলে। বিশালা নগরী স্থাপন করেন। এই নগরীর কাছেই অহল্যা পাষাণে পরিণত হয়ে অবস্থান করছিলেন। বিশালের ছেলে হেমচন্দ্র ও সুচন্দ্র (রামা ১।৪৭।১১)। দ্রঃ বিশল্যপুরী।

বিশালা—(১) অজমীঢের রাণী। (২) সরস্বতী একবার বিশালা নাম ধারণ করে রাজা গয়ের যজ্ঞে যোগ দেন।

বিশালাক্ষ—(১) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ভীমের হাতে নিহত। (২) গরুড়ের এক ছেলে। (৩) মিথিলার রাজা। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যোগদান করেছিলেন।

বিশালাক্ষী—৬৪-যোগিনীর অন্যতমা। ২, ৪, ৮ বা ১০ হাত; কোথাও কোথাও বাহন বাঘ। বহু মতে বাশুলি বিশালাক্ষী।

বিশিখ—গরুড় ও শুকীর ছেলে।

বিশিষ্ট দ্বৈতবাদ—রামানুজ দর্শন। ব্রহ্মের অভ্যন্তরে চিৎ ও অচিৎ দুটি পদার্থই বিদ্যমান। ফলে বিশেষ অদ্বৈতবাদ। শঙ্কর মতে এ রকম কোন দ্বৈতভাব নাই। রামানুজ মতে বৃক্ষ অর্থে মূল, কাণ্ড, শাখা ইত্যাদি বিভিন্ন অংশ; কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে বৃক্ষ বৃক্ষই। তেমনি চিৎ ও অচিৎ বিভিন্ন; কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে এটি ব্রহ্ম। রামানুজ মতে ভক্তিলভ্য ভগবৎ প্রসাদই মুক্তির হেতু।

বিশোক—(১) ভীমের সারথি। (১) কেকয় রাজপুত্র: কুরুক্ষেত্রে মারা যান। (৩) কৃষ্ণ ও ত্রিবক্রার ছেলে; নারদের শিষ্য; সাত্বত-তন্ত্র রচয়িতা।

বিশ্বকর্মা—বৃহস্পতির বোন বরস্ত্রীর গর্ভে প্রভাস নামে বসুর ছেলে। বরস্ত্রী যোগ সিদ্ধি লাভ করে পৃথিবী ভ্রমণ করেছিলেন: ফলে অন্য নাম যোগসিদ্ধা। বিশ্বকর্মার একটি মতে মোট চারটি ছেলে: ১-অজৈকপাৎ (বানর), অজৈকপাৎ (পৃথিবীর সমস্ত স্বর্ণের মালিক), অহির্বুধ্ন্য, ত্বষ্টা ও রুদ্র। এই ত্বষ্টার ছেলে বিশ্বরূপ। চার মেয়ে সংজ্ঞা, চিত্রাঙ্গদা (দ্রঃ), সুরূপা ও বর্হিষ্মতী। বিশ্বকর্মা শিল্পী ও ভাস্কর এবং যন্ত্রের দেবতা। লঙ্কানগরী, প্রমোদভবন ইত্যাদির স্থপতি।

স্বর্গ, যমের ও বরুণের প্রাসাদ, পুষ্পক রথ, ইন্দ্রের বজ্র ও বিজয় নামক ধনু আরো বহুবিধ অস্ত্র এবং ত্রিপুর দিনের সময় শিবের রথ এবং নানা সময়ে নানা অলঙ্কার নির্মাণ করেছিলেন। তিলোত্তমাকে ইনি সৃষ্টি করেছিলেন এবং ভ্রমি যন্ত্রে সূর্যকে (দ্রঃ) স্থাপন করে সূর্যের তেজ কমিয়ে দিয়েছিলেন। পুরীর জগন্নাথ মূর্তিও এঁর তৈরি। সেতুবন্ধের জন্য নলবানরকে সৃষ্ট করেন (দ্রঃ চিত্রাঙ্গদা)। ইন্দ্রের সঙ্গে একবার বিশ্বকর্মার বিবাদ দেখা দেয় ফলে বিশ্বরূপকে ইনি সৃষ্টি করেন। এই বিশ্বকর্মাই বিষ্ণুর গলায় ঘোড়ার মাথা জুড়ে (দ্রঃ চিত্রল) দিয়ে ছিলেন। একটি মতে ময় বিশ্বকর্মার ছেলে। এঁর কৃপায় মানুষ শিল্পকলায় ও যন্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হন। স্থাপত্য বেদ নামে একটি উপবেদ রচয়িতা। এবং ৬৪ কলার দেবতা। ঋতধ্বজ মুনির শাপে ইনি বানর হন এবং মেয়ে চিত্রাঙ্গদার (দ্রঃ) বিয়ে হলে এবং নল জন্মালে শাপমুক্ত হন।

বেদে পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। ঋক্‌বেদে ইনি সর্বশক্তিমান ভগবান। এঁর চক্ষু, মুখমণ্ডল, বাহু, ও পদদ্বয় সর্বদিক জুড়ে রয়েছে। বাহু ও পদদ্বয় দিয়ে ইনি স্বর্গ ও মর্ত্য তৈরি করেন। সৃষ্টিশক্তির রূপক নাম বিশ্বকর্মা। অন্য নাম ধাতা, বিশ্বদ্রষ্টা, প্রজাপতি, পিতা, সর্বজ্ঞ বাচস্পতি, মনোজব, বদান্য, কল্যাণকর্মা। দেবতাদের ইনি নাম করণ করেন। মর্ত্যজীবনের কাছে ইনি অনধিগম্য। সর্বমেধযজ্ঞে নিজের কাছে নিজেকে বলি দেন। একটি পুরাণ মতে বিশ্বকর্মা বৈদিক দেবতা ত্বষ্টার কর্মশক্তি আত্মসাৎ করেছিলেন। এই জন্য নাম ত্বষ্টা।

বিশ্বদেব—অর্থাৎ সর্বদেব। ঋকবেদ অনুসারে অসংখ্য দেবতার সমবেত ঐশীশক্তির নাম ব্রহ্ম বা বিশ্বদেব। অগ্নি, বিষ্ণু ইত্যাদি দেবতারাও এই মহাশক্তির নামান্তর। ঋক্‌বেদে (দ্রঃ) রামায়ণ ও মহাভারতে এঁরা ৩৩ জন। তৈত্তিরীয়-সংহিতা, শতপথ ব্রাহ্মণ ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই ৩৩-জনই বিভিন্ন নামে উল্লিখিত। বিষ্ণুপুরাণে এই সংখ্যা ১০ ও ৩৩। দক্ষের মেয়ে বিশ্বার গর্ভে ধর্মের ছেলে বলেও উল্লিখিত। পরে অন্য পুরাণে এই সংখ্যা ৩৩ কোটিতে পরিণত হয়েছে এবং বহুর মধ্যে একত্বের কল্পনা করা হয়েছে। দ্রঃ ঋক্‌বেদ। কয়েকটি নাম :-দীপ্তি, দীপ্তরোমা।

বিশ্বপতি—মনু নামে অগ্নির দ্বিতীয় পুত্র।

বিশ্ববায়ু—একজন বিশ্বদেব।

বিশ্বরুচি—একজন গন্ধর্ব। পৃথুর (দ্রঃ) সময়ে গন্ধর্বদের হয়ে পৃথিবীকে দোহন করেছিলেন।

বিশ্বরূপ—(১) এক জন রাক্ষস। (২) ত্রিশিরস (দ্রঃ)।

বিশ্বশম্ভু—ঋক্‌বেদে ১-মণ্ডলে ২ অনুবাকে ২৪ সূক্তে উল্লিখিত জলে অবস্থিত অগ্নি

বিশ্বাচী—একজন অপ্সরা। যযাতি এক বার এঁর সঙ্গে অভিনয় করেন।

বিশ্বানর—স্ত্রী সুচিস্মিতা। বহু দিন সন্তান হয় নি। এর পর শিবের আশীর্বাদে গৃহপতি নামে, তিন বছর মত আয়ু, একটি ছেলে হয়। গৃহপতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং শিবের বরে দীর্ঘায়ু হন।

বিশ্বাবসু—(১) জমদগ্নির স্ত্রী রেণুকার একটি ছেলে। (২) বিশ্বাবসু দেবলোকে বাস করেন। এবং বারি সৃষ্টি করেন। ঋক্‌বেদে দেবতা রূপে পূজিত। (৩) এক জন গন্ধর্বরাজ। মেনকার গর্ভে এঁর মেয়ে হয় প্রমদ্বরা। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে এই বিশ্বাবসু ছিলেন। দিলীপের যজ্ঞে বাণা বাজিয়েছিলেন। পুরুরবার কাছ থেকে উর্বশীকে হরণ কারীদের এক জন। পৃথুর সময় পৃথিবী দোহনে ইনি বৎস হয়েছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যকে ১৪-টি প্রশ্ন করেছিলেন। এই বিশ্বাবসুই অভিশপ্ত হয়ে কবন্ধে (দ্রঃ) পরিণত হয়েছিলেন।

বিশ্বামিত্র—ঋক্‌বেদে ৩-মণ্ডলে সমস্ত সূক্তের মন্ত্রগুলির প্রবক্তা বিশ্বামিত্র বা বিশ্বামিত্র বংশীয়েরা। প্রসিদ্ধ রাজর্ষি। পুরূরবা(১)>কুশ ৭)>কুশনাভ(৮)>গাধি(৯)>বিশ্বামিত্র (১০)। বোন সত্যবতী (দ্রঃ)। দ্রঃ গাধি। কান্যকুব্জের রাজা ; পরে রাজর্ষি। পুরুবংশে ইত্যাদি জন্ম বলে অপর নাম পৌরব, কৌশিক, গাধেয়। কৌশিকী নদীর তীরে ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র তপস্যা করে ব্রাহ্মণ হন। কান্যকুব্জে ইন্দ্রের সঙ্গে একত্রে সোমপান করে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকৃত হন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে কে বড় বার বার দ্বন্দ্ব হয়েছিল। ঋক্‌বেদে বার বার এই দ্বন্দ্বের উল্লেখ আছে। ৪ মণ্ডলে ৪-র্থ অনুবাকে শেষ ১৫টি সূক্ত বশিষ্ঠকে ভর্ৎসনা করার জন্য রচিত। তবে পুরাণে যে রকম বিস্তৃত কাহিনী আছে ঋক্‌বেদে সে রকম নাই। রাজা সুদাসকে রক্ষা করা, নদীপার করে দেওয়া, শুনঃশেফকে পুত্ররূপে গ্রহণ করার কাহিনী বেদে আছে। পুরাণে কাহিনী বহু পরিবর্তিত হয়েছে। ক্ষমতার লোভে বশিষ্ঠের সঙ্গে বিবাদ। রাজা বিশ্বামিত্রের রাজ্যে বশিষ্ঠ এক আশ্রম স্থাপন করে তপস্যা করতেন। আশ্রমে যে কামধেনু ছিল সেটিকে কেন্দ্র করে বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের (দ্রঃ) সংঘর্ষ বাধে। বিশ্বামিত্র হেরে যান

এবং তাঁর শতপুত্রও (একটি মতে) নিহত হয়। মর্মাহত হয়ে রাজত্ব ত্যাগ করে দক্ষিণাভিমুখে গিয়ে কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মার বরে রাজর্ষি হন। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র দু জনেই রাজা সুদাসের পুরোহিত ছিলেন ; ফলে আবার এই দিক থেকেও শত্রুতা গড়ে উঠতে থাকে ; দু জনে দু জনকে কঠোর অভিসম্পাত করেন। কল্মাষপাদকে দিযে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের শতপুত্রকে ভক্ষিত করান। রাজর্ষি হয়েও সন্তুষ্ট হয় না ; আবার কঠোর তপস্যা করতে থাকেন। এই সময়ে ত্রিশঙ্কুকে (দ্রঃ) কেন্দ্র করে আবার বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের বিবাদ দেখা দেয়। বিশ্বামিত্র যেন বশিষ্ঠকে সহ্য করতে পারছিলেন না। দক্ষিণ অংশে তপস্যার পর পশ্চিম দিকে পুষ্করতীর্থে বনে গিয়ে তপস্যা করতে থাকেন। এই সময়ে অম্বরীষ (দ্রঃ) এক যজ্ঞ করেন এবং এই যজ্ঞ থেকে শুনঃশেফকে (দ্রঃ) রক্ষা করে পোষ্যপুত্র রূপে গ্রহণ করেন। অন্য মতে রাজা হরিশ্চন্দ্রের (দ্রঃ) ছেলেকে বাঁচাবার জন্য বশিষ্ঠের পরামর্শে বালক শুনঃশেফকে বরুণদেবের কাছে বলি দেবার জন্য কিনে আনা হয কিন্তু বিশ্বামিত্র বালককে রক্ষা করেন। এই ঘটনাতে বশিষ্ঠ কতটা ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন ঠিক স্পষ্ট নয়। বিশ্বামিত্রের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা এবার এঁকে ঋষি বলে স্বীকার করেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র সন্তুষ্ট হন না ; উগ্রতর তপস্যায় নিমগ্ন থাকেন। এই সময়ে এঁর তপস্যা নষ্ট করার জন্য মেনকা আসেন। বিশ্বামিত্র মুগ্ধ হয়ে এঁর সঙ্গে ১০-বছর কাটান ; এবং শকুন্তলার জন্ম হয়। শকুন্তলার জন্মে বিশ্বামিত্রের চৈতন্য উদয় হয় ; মেনকাকে বিদায দিয়ে উ-হিমালযে কৌশিকী নদীর তীরে আবার তপস্যা করতে থাকেন। এখানে ব্রহ্মার বরে মহর্ষি হন। ব্রহ্মা বলে যান ইন্দ্রিয জয করা এখনও বাকি আছে. সিদ্ধিলাভের এখনও দেরি আছে। বিশ্বামিত্র আবার তপস্যা করতে থাকেন ; দেবতারা এবাব ভীত হযে পড়েন. ইন্দ্র রম্ভাকে (দ্রঃ) পাঠান। ইন্দ্র কোকিল হযে ডাকতে থাকেন এবং রম্ভা নাচতে থাকেন। বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিয়ে রম্ভাকে পাষাণে পরিণত করেন। রম্ভার অনুনয় বিনয়ে শেষ অবধি বলেন দশ হাজার বছর পরে ব্রাহ্মণ ভূরিতেজস্ এই শিলা স্পর্শ করলে মুক্তি পাবে। রাগ করে এই শাপ দেবার জন্য তপঃফল বিনষ্ট হয় এবং আবার তপস্যা করতে থাকেন। বিশ্বামিত্র এক বার হাজার বছর মৌন হয়ে উপবাস করে ছিলেন এর পর যখন অন্নগ্রহণ করতে যান ইন্দ্র তখন ব্রাহ্মণের বেশে এসে সেই অন্ন প্রার্থনা করেন। ইন্দ্রকে এই অন্ন দান করে বিশ্বামিত্র আবার কঠোর তপস্যা করতে থাকেন। ধর্ম এক বার পরীক্ষা করবার জন্য বশিষ্ঠের বেশে এসে কিছু খেতে চান। বিশ্বামিত্র রান্না করে পরম ভোজ্য বস্তু এনে দিলে ধর্ম এখনি আসছি বলে কেটে পড়েন। সেই অন্ন নিয়ে সেইখানে বিশ্বামিত্র হাজার বছর সেইভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন। এই সময়ে গালব (দ্রঃ) বিশ্বামিত্রের পরিচর্যা করতেন। এর পর ধর্ম ফিরে এসে সেই অন্ন গ্রহণ করেন। বিশ্বামিত্র গালবকে আশীর্বাদ করেন এবং কোন দক্ষিণা না দিয়েই ঘরে ফিরে যেতে বলেন। শেষ অবধি ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণত্ব দেন এবং ইন্দ্রের সঙ্গে সোমপান করে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকৃতি পান।

এক বার বশিষ্ঠ হরিশ্চন্দ্রের বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। এই জন্য বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রকে (দ্রঃ) চরম বিপদের মধ্যে ফেলে পরীক্ষা করেছিলেন। অন্য মতে হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞ করার কিছু দিন পরে বশিষ্ঠ এক বার স্বর্গে যান। বিশ্বামিত্রও সঙ্গে

যান। স্বর্গে দেবতারা সূর্যবংশের কুলপুরোহিত এবং হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞের প্রধান পুরোহিতে হিসাবে বশিষ্ঠকে যেন একটু বেশি খাতির করেছিলেন। এতে বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে হরিশ্চন্দ্রকে কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ঠেলে দিয়েছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের এই ভাবে সর্বনাশ করার জন্য বশিষ্ঠ (দ্রঃ) ও বিশ্বামিত্র দু জনেই পরস্পরকে শাপ দিয়ে পাখীতে পরিণত হন।

রাক্ষস নিধন করে যজ্ঞ করার জন্য বিশ্বামিত্র রাজা দশরথের কাছ থেকে রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে যান। পথে এঁদের নানা অস্ত্র দেন; ক্ষুধা তৃষ্ণা জয়ের মন্ত্র (বলা ও অতিবলা) দেন; তাড়কা রাক্ষসী ইত্যাদিকে বধ করান। তারপর নিজের যজ্ঞ সমাপ্ত হলে এঁদের নিয়ে মিথিলাতে যান। পথে রামকে দিয়ে অহল্যার শাপ মোচন করান। মিথিলাতে হরধনু ভাঙিয়ে এঁদের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। বিশ্বামিত্র এক বার কুবেরের স্থান অধিকার করবেন বলে তপস্যা করতে থাকেন। কুবের অপ্সরা বিদ্যুৎপ্রভাকে পাঠান তপস্যা নষ্ট করার জন্য। বিদ্যুৎপ্রভা (দ্রঃ) রূপে বিচলিত করতে না পেরে রাক্ষসী মূর্তি ধরে বিশ্বামিত্রকে ভয় দেখাতে চেষ্টা করেন। বিশ্বামিত্র তখন শাপ দেন এই রাক্ষসী হয়েই থাকতে হবে। কাতর হয়ে ক্ষমা চাইলে বিশ্বামিত্র বলেন কালনেমির ছেলে শ্রীদত্ত যখন তাকে স্পর্শ করবেন তখন শাপমুক্তি হবে। ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিতে ১২ বৎসর অনাবৃষ্টি হলে চারদিকে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ে। মুনি ঋষিরাও ছড়িয়ে পড়েন। বিশ্বামিত্র পথে স্ত্রী পুত্র হারিয়ে এক নীচ জাতির কুটিরে এসে কিছু খেতে চান। কিন্তু কেউই এখানে তাঁর কথায় কোন উত্তর দেন না। বিশ্বামিত্র আবার খেতে চান এবং অনাহারে দুর্বল দেহে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। কুটিরের মধ্যে কুকুরের কিছু পচা মাংস ও নাড়িভুঁড়ি পড়ে আছে দেখে তাই চুরি করবেন ঠিক করেন। রাত্রিতে এই কুটিরবাসী চণ্ডালরা ঘুমিয়ে পড়লে বিশ্বামিত্র চুরি করতে চেষ্টা করেন এবং ধরা পড়ে যান। বিশ্বামিত্র এক বার সরস্বতী নদীকে শাপ দিয়েছিলেন। বিশ্বামিত্রের বহু ছেলে ছিল। গালব (দ্রঃ) শিষ্য/ছেলে বলে উল্লিখিত। কল্মাষপাদ বশিষ্ঠের কলহেও বিশ্বামিত্র যোগ দেন। বিশ্বামিত্র ও তার ছেলেরা সকলে মিলে উৎপল বনে একবার একটি যজ্ঞ করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধকালে দ্রোণকে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য বলেছিলেন এবং শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিলেন। সাম্বকে মুষল প্রসবের শাপ দেবার দলেও বিশ্বামিত্র ছিলেন। বিশ্বামিত্র নিজের পরিচয় দিয়েছেন বিশ্বদেবাশ্চ মে মিত্রং মিত্রমস্মি গবাং তথা (মগ ১৯।৯৫।৩৫)। দ্রঃ ঋচীক, অষ্টক, গালব, মধুচ্ছন্দস্, বসুমনা, শিবি, শুনঃশেফ, কাত।

বিশ্রবা—পুলস্ত্যের ঔরসে ও তৃণবিন্দুর মেয়ে হবির্ভূর গর্ভে জন্ম। অন্য নাম পৌলস্ত্য। বেদপাঠ শোনার সময় জন্ম বলে নাম বিশ্রবা। বিশ্রবা ধার্মিক ও তপস্বী; স্ত্রী ভরদ্বাজ কন্যা দেববর্ণিনী = ইলাবিলা = ইলিবিলা (দ্রঃ)। ছেলে বৈশ্রবণ (= কুবের)। কিছু দিন পরে নিকষা (দ্রঃ) নিজের পিতার আদেশে বিশ্রবার কাছে আসেন। নিকষার গর্ভে রাবণ কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ ও শূর্পণখার (দ্রঃ) জন্ম। আর এক মতে পুষ্পোৎকটা ও কুম্ভীনসা বনে বেড়াতে বেড়াতে কুবেরের ঐশ্বর্য দেখে চিন্তা করেন বিশ্রবার সন্তান বলে এই ঐশ্বর্য। ফলে পর দিন এরা বিশ্রবার আশ্রমে এসে বিশ্রবার সেবা করে সন্তান লাভ করেন। অন্য মতে কুবের লঙ্কাতে চলে এসে ক্রুদ্ধ এবং পরিত্যক্ত

বিশ্রবার পরিচর্যা করার জন্য পুষ্পোৎকটা, মালিনী ও রাকাকে পাঠিয়ে ছিলেন। পুষ্পোৎকটার ছেলে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, মালিনীর ছেলে বিভীষণ, এবং রাকার ছেলে খর ইত্যাদি এবং মেয়ে শূর্পণখা। বিশ্রবার আদেশে ত্রিকূট পাহাড়ে লঙ্কাপুরীতে কুবের বাস করতেন এবং পুষ্পক-রথ সংগ্রহ করেন। রাবণ এই লঙ্কাপুরী কেড়ে নিলে বিশ্রবা কুবেরকে কৈলাসে গিয়ে বাস করতে বলেন। লিঙ্গ ও কূর্মপুরাণ মতে বিশ্রবার প্রথম স্ত্রী বৃহস্পতি। মেয়ে দেববর্ণিনী, ছেলে হয় কুবের। দ্বিতীয়া স্ত্রী মাল্য-বান রাক্ষসের মেয়ে বলাকা ছেলে হয় ত্রিশিরা, দূষণ, বিদ্যুৎজিহ্ব ও মেয়ে জালিকা। তৃতীয়া স্ত্রী মাল্যবানের মেয়ে পুষ্পোৎকটা এবং তিন ছেলে মহোদর, মহাপার্শ্ব, ও খর এবং মেয়ে কুম্ভনসী। চতুর্থা স্ত্রী নিকষা/কৈকসী ; সন্তান রাবণ ইত্যাদি।

বিষ্ণু—বিশ্বকে ব্যক্ত করে বিরাজমান বলে নাম বিষ্ণু। নারায়ণ ও কৃষ্ণ অপর নাম। ত্রিমূর্তির এক জন। সৃষ্টির পালক। ইনি পরমাত্মা, পুরুষ ও ঈশ্বর। ঋক্‌বেদে ৫।৬ সূক্তে এঁর স্তব আছে। কোন কোন স্থানে আদিত্যের সঙ্গে অভিন্ন রূপ বর্ণিত ; কোথাও বা সূর্যরশ্মির সঙ্গে ছড়িয়ে। সপ্ত কিরণের সঙ্গে ভূপরিক্রমা করেন। ইন্দ্রের সখা। স্বর্গ, মর্ত, ও অন্তরীক্ষে পদত্রয় স্থাপন করে অবস্থিত বলে বেদে ইনি ত্রিবিক্রম। বেদের এই ত্রিবিক্রম রূপ থেকে পরে বলিবামনের উপাখ্যানের জন্ম। প্রজাপতি হিসাবে বিষ্ণুর তিনটি রূপ। প্রথমে সক্রিয় স্রষ্টা হিসাবে ব্রহ্মা, এই ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে উৎপন্ন। দ্বিতীয় পালক হিসাবে বিষ্ণু। তৃতীয় ধ্বংসের দেবতা মহেশ্বর : ব্রহ্মের কপাল থেকে এঁর জন্ম। দ্রঃ কৃষ্ণ, মধুকৈটভ, অবতার, অমৃত, উপবিচরবসু, লক্ষ্মী, গরুড়, গঙ্গা ও ব্রহ্মা।

স্ত্রী লক্ষ্মী, স্বরস্বতী, বসুমতী এবং গঙ্গাও স্ত্রী বলে বর্ণিত। লক্ষ্মী দেবীকে বার বার জন্মাতে হয়েছে। এক বার ভৃগু ও খ্যাতির মেয়ে হয়ে জন্মান ; এক বার ক্ষীর সমুদ্রে পদ্মে জন্মান। বিষ্ণুর প্রথম ছেলে ব্রহ্মা। এবং বিষ্ণুর মন থেকে একটি উজ্জ্বল তেজস্বী ছেলে জন্মান নাম বিবজস্। মোহিনীর গর্ভে শিবের ঔরসে শাস্তা ; অর্থাৎ শাস্তাও বিষ্ণুর ছেলে। কামদেবও বিষ্ণুর ছেলে বলে কথিত। রথে সারথি দারুক, রথের ঘোড়া শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক। অপর বাহন গরুড় ; নিবাস বৈকুণ্ঠ। চারহাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। এঁর শঙ্খ পাঞ্চজন্য (দ্রঃ) ; চক্র সুদর্শন (দ্রঃ সূর্য) গদা কৌমোদকী (কু অর্থাৎ পৃথিবীকে যে মোদিত করে), ধনু শার্ঙ্গ (দ্রঃ) এবং ইন্দ্রের কাছে প্রাপ্ত অসি নন্দক। সমুদ্র মন্থনে প্রাপ্ত কৌস্তুভ এঁর বুকে, মণিবন্ধে স্যমন্তক (দ্রঃ) এবং বুকে শ্রীবৎস নামে একটি তিলক (ভৃগুপদ) চিহ্ন। গলাতে ৫-টি মণি দিয়ে তৈরি বৈজয়ন্ত বা বনমালা। সর্বগুণের আশ্রয়। দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বিপদে দেবতারা এঁর স্মরণ নেন। রক্ষাকর্তা হিসাবে প্রয়োজন হলেই অবতার হিসাবে জন্মান এবং দুষ্টের দমন করে সৃষ্টি রক্ষা করেন এবং ধর্ম সংস্থাপন করেন। এঁর দশটি অবতার সর্মাধিক পরিচিত। বামন (দ্রঃ) রূপে ইন্দ্রের পর জন্ম ফলে নাম উপেন্দ্র।

একটি মতে বিষ্ণুর প্রথম অবতার মৎস্য, দ্বিতীয় বরাহ, তৃতীয় নারদ, চতুর্থ অবতার নরনারায়ণ, পঞ্চম অবতার কপিল—শিষ্য আসুরিকে সাংখ্য বাদ শিক্ষা দিয়া-ছিলেন। ৬-ষ্ঠ অবতার দত্তাত্রেয়, ৭-ম অবতার যজ্ঞ, প্রজাপতি রুচি ও আকূতির

ছেলে, ৮ম অবতারে নাভি ও তাঁর স্ত্রী মেরুর ছেলে, ৯-ম অবতার পৃথুর অন্তর পুরুষ, ১০ম অবতার মৎস্য (চাক্ষুষ মন্বন্তরে), ১১-শ অবতার কচ্ছপ, ১২-শ অবতার ধন্বন্তরী, ১৩-শ অবতার মোহিনী, ১৪-শ অবতার নরসিংহ, ১৫-শ বামন, ১৬-শ পরশুরাম, ১৭-শ ব্যাস, ১৮-শ রাম, ১৯-শ বলরাম; ২০-শ কৃষ্ণ, ২১-শ বুদ্ধ (কলিযুগের প্রারম্ভে), ২২-শ অবতার বিষ্ণুযশা ব্রাহ্মণের ছেলে কল্কি। আর এক মতে বিষ্ণুর অবতারের সীমা সংখ্যা নাই।

বিষ্ণু অনেককে অভিশাপ দিয়েছেন এবং নিজেও বহু বার অভিশপ্ত হয়েছেন। (১) বিষ্ণু এক বার লক্ষ্মীকে দেখে বিনা কারণে হেসে ফেলেন ফলে লক্ষ্মী শাপ দেন বিষ্ণুর মুণ্ডপাত হবে (দ্রঃ দ্বিতল)। (২) পুলোমাকে (দ্রঃ) হত্যা করলে ভৃগু শাপ দেন মানুষ (রাম) হয়ে জন্মে স্ত্রীর বিচ্ছেদে কষ্ট পেতে হবে। (৩) উচ্চৈঃশ্রবার পিঠে রেবন্তকে দেখে লক্ষ্মীর চিত্তচাঞ্চল্য দেখা দিলে লক্ষ্মীকে ঘোটকী হয়ে জন্মাবার জন্য শাপ দেন। দ্রঃ বমা। (৪) বৃন্দা বিষ্ণুকে শাপ দিয়ে ছিলেন।

প্রায় সমস্ত পৌরাণিক যুদ্ধে প্রত্যক্ষ ভাবে অংশ নিয়েছেন। প্রথম যুদ্ধ মধুকৈটভের সঙ্গে। মহিষাসুরের মন্ত্রী অন্ধকের সঙ্গে যুদ্ধ করেন; ব্রহ্মার সঙ্গে এক বার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় (দ্রঃ কেতকী); সুমালী ও মাল্যবানের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

বিষ্ণু মৃত্যুর অধীন। ব্রহ্মার এক দিনে এক হাজার চতুর্যুগ। এক ব্রহ্মার জীবনে ১৪ জন ইন্দ্র রাজা হন। দুটি ব্রহ্মার জীবন মিলে বিষ্ণুর জীবন। বিষ্ণু-যুগের শেষে বিষ্ণু নিধন হবেন। শিবের যুগ বিষ্ণু যুগের দ্বিগুণ এবং তার পর শিবও বিলীন হবেন। ও সব শেষ হয়ে গেলে প্রলয়। প্রলয়ের পর ১২০ ব্রহ্ম বছর ধরে পৃথিবী জীবশূন্য থাকবে। এই শব্দহীন অনন্ত শূন্যে জলের ওপর বিষ্ণু একটি বটের পাতায় ঘুমিয়ে থাকবেন। নতুন সৃষ্টির প্রারম্ভে বিষ্ণুর এই আবির্ভাব। যেহেতু নরের/জলের ওপর শুয়ে থাকবেন সেহহেতু নাম হবে নারায়ণ।

বিষ্ণু যখন এই ভাবে বটের পাতায় শুয়ে ছিলেন তখন ভাবছিলেন তিনি কে; কেই বা তাঁকে সৃষ্টি করেছে এবং তিনি (=বিষ্ণু) কি করবেন। এই সময় আদ্যাশক্তি মহামায়া দৈববাণী করে জানান ঈশ্বর নির্গুণ; বাকি সকলে সগুণ। বিষ্ণুর প্রধান গুণ সত্ত্ব, ব্রহ্মার গুণ রজস্; বিষ্ণুর নাভি থেকে একটি পদ্মফুল ফুটে উঠবে এবং পদ্মে ব্রহ্মার আবির্ভাব হবে। ব্রহ্মা বিষ্ণুর ধ্যান করতে থাকবেন এবং বিষ্ণু তখন ব্রহ্মাকে সৃষ্টির ক্ষমতা দান করবেন। বিষ্ণুর জীবন কালে এক ব্রহ্মা যাবেন আর এক ব্রহ্মা দেখা দেবেন; অর্থাৎ দুটি প্রলয় হবে। ব্রহ্মার ভ্রূমধ্য থেকে জন্মাবেন রুদ্র; তাঁর গুণ হবে তামস। ব্রহ্মা সব কিছু সৃষ্টি করবেন এবং শিব এই সৃষ্টি ধ্বংস করবেন। মহামায়ার এই কথা শুনে বিষ্ণু যোগ নিদ্রায় অভিভূত হন। ব্রহ্মার রাত্রি এক কল্প (দ্রঃ) ব্যাপী; এই সময়ে সমুদ্রে অনন্ত নাগের কোলে বিষ্ণু শুয়ে ঘুমিয়ে থাকেন। পর দিনে অর্থাৎ ব্রহ্মার নতুন দিন আরম্ভ হলে বিষ্ণু জেগে ওঠেন এবং সৃষ্টি করেন। নতুন দেবতা সপ্তর্ষি ইত্যাদি সব কিছু আবার সৃষ্টি হয়। সত্যযুগে বিষ্ণু কপিল ইত্যাদি রূপে প্রমাজ্ঞান প্রচার করেন। ত্রেতাতে বিষ্ণু সম্রাট হয়ে দুষ্টের দমন করেন। দ্বাপরে ব্যাস হয়ে বেদকে নানাভাগে বিভক্ত করেন। কলিযুগের শেষে কল্কি অবতার রূপে

ধর্মের পুনঃ স্থাপনা করেন। বিষ্ণু অর্থে যিনি সব কিছুতে ব্যাপ্ত। নারায়ণ যিনি জলে বটের পাতায়/অনন্ত নাগের কোলে শায়িত। বা নর (দ্রঃ) অবতার হয়ে জন্মেছিলেন। রঙ কালো বলে কৃষ্ণ বা পৃথিবীর পাপ যিনি কর্ষণ করেন। বিকুণ্ঠের ছেলে হয়ে জন্মেছিলেন ফলে নাম বৈকুণ্ঠ। বা সৃষ্টির প্রথমে ২৪ টি তত্ত্বের বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা রোধ করে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন বা জ্ঞানের (=বৈকুণ্ঠ) যিনি অধীশ্বর বা বৈ-কুণ্ঠ (–মায়া) যুক্ত। সব স্থানে বিস্তৃত (বিস্টর ফলে নাম বিষ্টর শ্রবস; যিনি উদরে সমস্ত বিশ্ব বহন করেন অর্থাৎ দামোদর (দ্রঃ), হৃষীকেশ অর্থাৎ কেশকে হৃষিত রোমাঞ্চিত করেন।

কেশব অর্থাৎ ক=ব্রহ্মা, ঈশ=শিব অর্থাৎ শিব ও ব্রহ্মার যে দেবতা বা কেশীকে যিনি নিধন করেছেন। মধুদৈত্যকে হত্যা করেছেন বলে মাধব। নিজের থেকে জন্ম বলে নাম স্বভূ। পদ্মের মত চোখ বলে নাম পুণ্ডরীকাক্ষ। বরাহ অবতারে পৃথিবীকে তুলে ধরেছিলেন এবং বেদ উদ্ধার করেছিলেন ফলে নাম গোবিন্দ। জন অসুরকে নিহত করেছিলেন বলে নাম জনার্দন। বামন রূপে ইন্দ্রের ছোট ভাই হয়ে জন্মান ফলে নাম উপেন্দ্র। বামন রূপে তিন পায়ে বিশ্ব অধিকার/ব্যাপ্ত করেছিলেন ফলে নাম ত্রিবিক্রম। মুর অসুরকে নিহত করে নাম মুরারি। এই ভাবে বিষ্ণুর প্রতিটি কাজকে কেন্দ্র করে প্রায় একটি নাম রয়েছে।

বিষ্ণুর মূর্তি সারা ভারতে বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন অংশে ব্যাপক ভাবে তৈরি হয়েছে। মূর্তিগুলিকে সাধারণত তিনটি ভাগ করা হয়:-ধ্রুব মূর্তি, ব্যূহ মূর্তি, ও বিভব/অবতার মূর্তি। ধ্রুব মূর্তি অর্থে সাধারণ বিষ্ণুমূর্তি, ব্যূহ মূর্তি অর্থে বিষ্ণু, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের মিলিত মূর্তি বা বিষ্ণুর চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মের বিভিন্ন সমাবেশ যুক্ত মূর্তি। বিভব অর্থে বিভিন্ন অবতার মূর্তি। বিষ্ণু মূর্তিগুলিকে আর এক ভাবে ভাগ করা হয়: যোগ সাধনায় সিদ্ধি লাভের জন্য উপাস্য যোগমূর্তি, কামনা বাসনার চরিতার্থের জন্য উপাস্য ভোগমূর্তি এবং শৌর্যবীর্য লাভের জন্য উপাস্য বীর মূর্তি এবং শত্রুর ক্ষতি করার জন্য উপাস্য মূর্তি অভিচারিক মূর্তি; এগুলি সবই ধ্রুব শ্রেণী অর্থাৎ সাধারণ শ্রেণীর মূর্তি; ব্যূহ বা বিভব মূর্তি নয়। এই চারটি ধ্রুব মূর্তিকে আবার তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়:-দণ্ডায়-মান, উপবিষ্ট ও শায়িত। অর্থাৎ মোট বার রকমের ধ্রুব শ্রেণীর মূর্তি পাওয়া যায়। যোগ ও ভোগ শ্রেণীর বহু মূর্তি পাওয়া যায়, বীর শ্রেণীর মূর্তি মূর্তিতত্ত্ব গ্রন্থে পাওয়া যায় এবং একটি মাত্র অভিচারিক মূর্তি এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। যোগ মূর্তি অর্থে যোগনক্র মূর্তি। ভোগমূর্তিতে সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কখনও বা বসুমতী থাকেন। দশ অবতারের মধ্যে মৎস্য, কূর্ম ও বরাহ এই তিনটি রূপই পূর্ণত পশুরূপ; নৃসিংহ অংশত পশু। বাকি ৬টি অবতার মানুষের মত চেহারা। একটি পুরাণে নারায়ণের উনচল্লিশটি অবতারের প্রসঙ্গও রয়েছে। নর নারায়ণ, কপিবদন, মান্ধাতা, দত্তাত্রেয়, হয়গ্রীব ইত্যাদি মূর্তিগুলিও বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার মূর্তি। বিষ্ণুকে কেন্দ্র করে ভাস্কর শিল্পের একটা প্রবল বন্যা একদিন ভারতের প্রতি কোণে ছড়িয়ে গিয়েছিল, শিল্পীদের হাতে অতুলনীয় বিগ্রহ মূর্তি জন্ম নিতে ছিল। বেদে বিষ্ণু আছেন সত্য কিন্তু পরবর্তী যুগে মাহাত্ম্যে বিষ্ণু সত্যই যেন ত্রিবিক্রম হয়ে উঠেছিলেন। দ্রঃ ইন্দ্রদ্যুম্ন (২), চিতল।

বিষ্ণুকাঞ্চী—দ্রঃ কাঞ্চী।
বিষ্ণুধর্মা—গরুড়ের এক ছেলে।
বিষ্ণুপদ—একটি স্থান ; এখান থেকে গঙ্গার উৎপত্তি।
বিষ্ণুপুরাণ—দ্রঃ পুরাণ।
বিষ্ণুযশা—কল্কির (দ্রঃ) পিতা।
বিষ্ণুলোক—মেরু (দ্রঃ) পর্বতের শিখরে।
বিষ্ণুশর্মা—পঞ্চ তন্ত্রের (দ্রঃ) তথা কথিত লেখক। দাক্ষিণাত্যের মহিলারোপ্য নগরে রাজা অমরশক্তির মন্দবুদ্ধি ছেলেদের শিক্ষক এবং এদের জন্য 'পঞ্চতন্ত্র কথা মুখম্' লেখা।
বিশ্বগশ্ব—(১) ইক্ষ্বাকু বংশে পৃথুর ছেলে, রাজা অদ্রির পিতা। (২) পূরু বংশে এক রাজা।
বীজগণিত—ভারতে বীজ গণিত নিয়ে প্রথম পর্যায়ে বহু কাজ হয়েছিল। কিছু মতে ভারতই বীজগণিতের স্রষ্টা। কিন্তু পরবর্তী যুগে সব কাজ/চর্চা বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিঘাত সমীকরণ, অনির্দিষ্ট সমীকরণ, দ্বিঘাত অনির্দিষ্ট সমীকরণ, মূলদ ও অমূলদ সংখ্যা নিয়ে ভারতে কাজ আরম্ভ হয়েছিল।
বীণা—শাস্ত্র মতে তারের বাদ্য যন্ত্রই বীণা এবং ৩৩ প্রকার। বৈদিক যুগে উদুম্বর বীণাতে ১০০ মত তন্ত্রী থাকত। এ ছাড়াও কাণ্ডবীণা, অলাবু বীণা, মহা বীণা শীলবীণা বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল। পরবর্তী আর্য যুগে চিত্রা, বিপঞ্চী, কচ্ছপী, ঘোষক ইত্যাদি বীণা প্রাধান্য লাভ করে।
বীতহব্য—প্রজাপতি মনুর ছেলে শর্যাতি। শর্যাতির ছেলে বৎস। বৎসের ছেলে বীতহব্য (=একবীর=হৈহয়)। বীতহব্যের দশটি স্ত্রী ; একশ ছেলে। এই ছেলেরা কাশীরাজ হর্যশ্ব ও পরে তাঁর ছেলে সুদেবকে হারিয়ে দেন ও বধ করেন। সুদেবের পর দিবোদাস (দ্রঃ) কাশীর রাজা হন এবং বীতহব্যের ছেলেদের আক্রমণ করেন। ভৃগুর প্রভাবে বীতহব্য ব্রহ্মর্ষি হন এবং গৃৎসমদ্ নামে একটি রূপবান ছেলে হয়।
বীতি—গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি মিলিয়ে প্রজ্বলিত অগ্নি ; এই আগুনে পুরোডাশ আহুতি দিতে হয়।
বীতিহোত্র—(১) প্রিয়ব্রত বর্হিষ্মতীর ছেলে। (২) শবরীর আগের জন্মের স্বামী। (৩) তালজঙ্ঘের একশ ছেলের মধ্যে প্রথম ছেলে। পরশুরামের কাছে হেরে গিয়ে বীতিহোত্রের নেতৃত্বে সকলে হিমালয়ে পালিয়ে যান। পরে পরশুরাম মহেন্দ্র পর্বতে চলে গেলে সকলে ফিরে আসেন।
বীর—(১) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। (২) ভরদ্বাজ (শংযু) রূপ অগ্নি ও স্ত্রী বীরার ছেলে ; একটি অগ্নি ; অপর নাম রথপ্রভু, রথধ্বান, কুম্ভরেতস্। বীরের স্ত্রী সরযূ ; ছেলে সিদ্ধি (মহা ৩।২০৯।১০)। (৩) পাঞ্চজন্য অগ্নির এক ছেলে। এই অগ্নিকে এক জন বিনায়ক মনে করা হয়। পুরু বংশে গিরিকার ছেলে বৃহদ্রথ, কুশ, যদু, বীর, প্রত্যগ্র, বল ও মৎস্যকাল।
বীরা—করন্ধমের স্ত্রী ; ছেলে অবিক্ষিৎ। সাপেরা যখন পৃথিবীতে অত্যন্ত অত্যাচার করে বেড়াচ্ছিল তখন বীরা নিজের নাতি মরুত্তকে সর্পযজ্ঞ করতে বলেন। সাপেরা ভয়ে অবিক্ষিতের স্ত্রীর আশ্রয় নেয় এবং স্ত্রীর অনুরোধে অবিক্ষিৎ মরুত্তকে যজ্ঞ করতে বারণ করেন।

বীরক—অঙ্গ বংশে শিবির ছেলে বীরক, পৃথুদর্ভ, কৈকয় ও ভদ্রক।

বীরকেতু—পাঞ্চাল রাজ দ্রুপদের ছেলে। কুরুক্ষেত্রে দ্রোণের হাতে মারা যান।

বীরণ—এক জন প্রজাপতি। সনৎকুমার কাছে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ পান এবং রৈভ্যকে উপদেশ দেন। বীরণ প্রজাপতির মেয়ে অসিক্নী।

বীরণী—ব্রহ্মা মন থেকে সপ্তর্ষিদের জন্ম দেন। তার পর ব্রহ্মার ক্রোধ থেকে রুদ্র, কোল থেকে নারদ, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ থেকে দক্ষ, মন থেকে সনক ইত্যাদি এবং বাম বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ থেকে বীরণী জন্মান। ব্রহ্মার নির্দেশে দক্ষ এই বীরণীকে বিয়ে করেন। বীরণীর ৫-হাজার ছেলে হয় এবং নারদ এঁদের ভিন্ন পথে পরিচালিত করলে দক্ষ অভিশাপ দেন; নারদ দক্ষবীরণীর ছেলে হয়ে জন্মান।

বীরবর্মা—সারস্বত নগরের রাজা; প্রধান স্ত্রী যক্ষকন্যা মালিনী। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধের ঘোড়া ধরেছিলেন। অর্জুন ও কৃষ্ণের সঙ্গে তীব্র যুদ্ধ হয়। যম বীরবর্মাকে সাহায্য করেন: শেষ পর্যন্ত সন্ধি হয়।

বীরবাহু—(১) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ভীমের হাতে মৃত্যু। (২) চেদিরাজ; স্ত্রী দশার্ণ রাজা সুদামের মেয়ে (মহা ৩।৬৬।১২)। এই চেদি রাজার কাছে দময়ন্তী (দ্র) এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

বীরভদ্র—শিবের এক জন প্রিয় অনুচর। দক্ষযজ্ঞে সতী (দ্রঃ) দেহত্যাগ করেছেন শুনে মহাদেব উত্তেজিত হয়ে নিজের মুখ থেকে (মহাভাবতে), মতান্তরে ক্রোধাগ্নি থেকে বা ক্রোধে মাটিতে নিজের জটা আছাড় মেরে বীরভদ্র ও ভদ্রকালীর জন্ম দেন (দেবী ভাগবত)। এঁর মুখ ভয়ঙ্কর, শরীর অগ্নি শিখায় ব্যাপ্ত, বহু হাত এবং হাতে বহু আয়ুধ। বায়ু পুরাণে এঁর হাজার মাথা, হাজার চোখ, হাজার পা, এবং হাজার হাতে হাজার গদা। পরণে বাঘছাল। দীর্ঘ দাঁত: ভীষণ আকৃতি। মাথাতে অর্দ্ধচন্দ্র এবং অর্দ্ধচন্দ্রে আগুনের শিখার মত তেজ। এঁর দেহের প্রতি রোমকূপ থেকে এক জন করে ভয়ঙ্কর পুরুষ জন্মান, এঁদের নাম রৌম্য। রৌম্যেরা রুদ্র তুল্য অসংখ্য গণদেবতা। সকলে মিলে দক্ষযজ্ঞে আসেন; সঙ্গে ভদ্রকালীও আসেন। এঁরা দক্ষযজ্ঞ ছারখার করে দেন; দক্ষের মাথা বীরভদ্র ছিঁড়ে নেন এবং দক্ষপত্নীদের প্রহারে জর্জরিত করেন। বীরভদ্র তারপর সমস্ত সৃষ্টি নষ্ট করতে থাকেন। দেবতাদের প্রার্থনায় বিষ্ণু এঁকে শান্ত করতে চেষ্টা করেন কিন্তু পারেন না। শেষকালে ব্রহ্মা শান্ত করেন। অন্য মতে শিব শান্ত করেন এবং বর দেন আকাশে অঙ্গার নক্ষত্র/ মঙ্গলগ্রহ নামে অবস্থান করবেন, সকলে পূজা করবে এবং স্বাস্থ্য, সম্পদ ও দীর্ঘজীবন লাভ করবে।

দক্ষযজ্ঞ নষ্টের পর বীরভদ্র তাঁর কিছুটা তেজ ত্যাগ করেন এবং এই তেজ থেকে আদিশঙ্কর (শঙ্করাচার্য) জন্মলাভ করেন। ত্রিপুর এবং জলন্ধর নিধনে বীরভদ্র শিবের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। এক বার সৌকট পাহাড়ে দাবানলে কশ্যপ ইত্যাদি বহু ঋষি পুড়ে মারা যান। বীরভদ্র সেই আগুন খেয়ে ফেলেন এবং মন্ত্র বলে সমস্ত ঋষিদের জীবিত করে দেন। এক বার একটি সাপ সমস্ত দেবতাদের খেয়ে ফেলে। বীরভদ্র সাপটিকে মেরে দেবতাদের উদ্ধার করেন। এক বার পঞ্চমেঢ্র অসুর সমস্ত দেবতা, সমস্ত মুনিঋষিদের এবং বালী ও সুগ্রীবকে মুখের মধ্যে পুরে ফেলেন। বীরভদ্র অসুরকে নিহত করে সকলকে রক্ষা করেন।

বীরসেন—নলের পিতা।
বীরুধা—সুরসার তিন মেয়ে বীরুধা, অনলা ও রুহা। বীরুধার সন্তান লতাগুল্ম ইত্যাদি বীরুৎ।
বীর্যবান—এক জন বিশ্বদেব।
বুদ্ধগয়া—২৪°৪২´ উত্তর এবং ৮৫° পূর্ব। গয়া জেলাতে নৈরঞ্জনা (লীলাঞ্জন) নদীর তীরে। গয়া স্টেসন থেকে ১৩ কি-মি দূরে। উরুবিল্ব গ্রামের পাশে প্রাচীন সম্বোধিকে (=বৌদ্ধতীর্থ) কেন্দ্র করে এই বৌদ্ধগয়া গড়ে উঠেছে। পরবর্তী কালে সম্বোধির নাম মহাবোধি। এখানে একটি অশ্বত্থ গাছের নীচে বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ব পান। বুদ্ধগয়াতে দ্রষ্টব্য প্রাচীনতম বস্তুগুলি হচ্ছে খৃ-পূ প্রথম শতকের (১) বজ্রাসন, (২) একটি চতুষ্কোণ আবেষ্টনীর অংশ, (৩) বুদ্ধদেবের পদচারণ চত্বরের স্তম্ভাবলীর পাদপীঠ ও একটি স্তম্ভ। মূল মন্দিরটি (বজ্রাসন-বৃহৎ-গন্ধকুটী—গন্ধোলা—মহাবোধি মন্দির) আনুমানিক খৃ ৬-ষ্ঠ শতকে নির্মিত এবং সেই মন্দিরটি এখনও রয়েছে; অবশ্য বেশ কয়েক বার সংস্কারও করা হয়েছে। ভারতে মন্দির স্থাপত্যের ইতিহাসে মহাবোধি মন্দিরের স্থান তুলনাহীন। গর্ভগৃহের মধ্যে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় বুদ্ধমূর্তিটি পাল যুগের। সিংহল ও বর্মার বহু ধর্ম প্রাণ বৌদ্ধের বহুদানে সমৃদ্ধ এই মন্দির। মুসলমান আক্রমণে কিছুটা ক্ষতি হয়েছিল কিন্তু সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয় নি। তুরস্কগণ মুখ্য মন্দিরের মূর্তিটির মরকত মণি গঠিত চোখদুটি লুণ্ঠন করেছিলেন। খৃ ১৫শ শতকে মহাবোধি মন্দিরটি বৌদ্ধ পূজারীরা পরিত্যাগ করেন এবং শৈব গিরি সম্প্রদায় এটি করায়ত্ত করেন। ১৯৫৩ সালে এটি আবার বৌদ্ধ অধিকারে এসেছে। বর্তমানের অশ্বত্থগাছটি মূল গাছটির অতি-পরোক্ষ বংশধর; ১৮৭৬ সালের পড়ে যাওয়া গাছটির শিকড় থেকে এটি উৎপন্ন হয়েছে। উরুবিল্ব বর্তমানে উরেল। দ্রঃ বোধিদ্রুম।
বুদ্ধঘোষ—খৃ ৫-শতক। মগধে জন্ম। বোধিদ্রুমের কাছে একটি গ্রামে। জাতিতে ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভের পর বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। বৈদিক সাহিত্যে সায়ণাচার্যের যে স্থান পালি সাহিত্যে বুদ্ধ ঘোষের সেই স্থান। এঁর বিশুদ্ধি মগ্‌গ বৌদ্ধধর্ম শিক্ষার কোষগ্রন্থ। আরো বহু গ্রন্থের রচয়িতা।
বুদ্ধদত্ত—মনে হয় বুদ্ধ ঘোষের সমসাময়িক। দাক্ষিণাত্যে চোলরাজ্যে উরগপুরে জন্ম। অভিধর্মের এক জন বিশিষ্ট পণ্ডিত।
বুদ্ধদেব—ভগবান বিষ্ণুর নবম অবতার। অগ্নিপুরাণ মতে ভগবান বুদ্ধের কাজ ছিল প্রতিটি অসুরকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করা যাতে নাস্তিক হিসাবে তাদের নরকে যাওয়া সহজ হয়। বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক। শাক্যবংশে জন্ম। পিতা রাজা শুদ্ধোধন। মাতা মায়াদেবী, বিমাতা মহাপ্রজাবতী গৌতমী। মায়া দেবী মারা যান; গৌতমীই এঁকে লালন পালন করেন। প্রকৃত নাম সিদ্ধার্থ। রাজধানী কপিলাবস্তু। কাছে লুম্বিনী উদ্যানে বৈশাখী পূর্ণিমাতে সম্ভবত ৫৬৩/৫৬৬ খৃ-পূর্বে জন্ম। ভাষা ছিল অর্দ্ধমাগধী। স্ত্রী গোপা, বা যশোধরা বা ভদ্রকচ্চানা। বহু মতে দেবদত্ত ছিলেন গোপার সহোদর। এঁরা ক্ষত্রিয়।

ক্রমান্বয়ে জরা ব্যাধি, মৃত্যু ও সন্ন্যাসের দৃশ্য দেখে তীব্র বৈরাগ্য আসে এবং ২৯ বছর বয়সে এক মাত্র পুত্র রাহুলের জন্মের কিছু দিন পরেই অনুচর ছন্দক এবং

অশ্ব কণ্ঠককে নিয়ে গৃহত্যাগ করেন। প্রথমে বৈশালীতে আসেন ; এখানে অনেক সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তীর্থঙ্কর মহাবীরের সঙ্গে অবশ্য দেখা হয়নি। আরাড়-কালাম ও রুদ্রকের শিষ্য হয়ে শ্রাবস্তীতে এবং শ্রাবস্তী থেকে রাজগৃহে আসেন। পরে গয়ার কাছে কৌণ্ডিণ্য প্রভৃতি ৫-জন সন্ন্যাসীর সঙ্গে মিলে তপস্যা করতে থাকেন। কিন্তু এই কৃচ্ছসাধন তপস্যা বুদ্ধদেব পরিত্যাগ করেন ফলে সন্ন্যাসী ৫-জন তাঁকে ত্যাগ করে চলে যান। ৬-বৎসর তপস্যার পর এক দিন এক গোপনারী (মতান্তরে শ্রেষ্ঠিকন্যা) সুজাতা পরমান্ন এনে দেন। ঐ দিন উরুবিল্ব নামক স্থানে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে অশ্বত্থ গাছের মূলে তৃণাসনে প্রতিজ্ঞা করে বসেন যে বোধিলাভ না করা পর্যন্ত আসন ত্যাগ করবেন না। এবং ঐ দিন রাত্রিতেই বৈশাখী পূর্ণিমাতে ৩৫ বৎসর বয়সে বোধি লাভ করেন। বোধিলাভের পর ঋষিপত্তনে (=সারনাথ) আসেন। এখানে কৌণ্ডিণ্য, অশ্বজিৎ, বপ্র, ভদ্রিয় ও মহানাম ইত্যাদি পূর্বের সঙ্গী তপস্বী ৫-জনের সঙ্গে দেখা করেন এবং এঁদের উপদেশ দেন ; এঁরা অর্হৎ হন। এর পর শ্রেষ্ঠী পুত্র যশ বুদ্ধের প্রথম গৃহশিষ্য। ক্রমে যশের চার জন বন্ধু এবং তাঁদের সঙ্গে আরো ৫০ জন মিলে প্রথম বৌদ্ধ সঙ্ঘ স্থাপিত হয়।

পরলোক, আত্মা, ও ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করলে বুদ্ধদেব নিরুত্তর থাকতেন। নিজে তিনি কোন গ্রন্থ লিখে যান নি। তাঁর অসামান্য দেহ সৌন্দর্য ও বাকপটুতা ছিল। তিনি মিতাচারী, পরিশ্রমী, সৌন্দর্য প্রিয় ও সাংসারিক বুদ্ধি সম্পন্ন, সুবক্তা ও উত্তম সংগঠক ছিলেন। শ্মশানে পরিত্যক্ত বস্ত্র থেকে তিনি নিজের চীবর তৈরি করে নিতেন এবং খালি পায়ে ভারতে জীবনের বাকি ৪৫ বৎসর অবিশ্রান্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন। কেবল বর্ষার চার মাসে কোন না কোন স্থানে থেকে যেতেন। প্রথম বর্ষা কাটান সারনাথে। বিম্বিসার বুদ্ধকে বেণুবন আরাম দান করেন ; চিকিৎসক জীবক তাঁকে একটি আম্রবন দান করেন। রাজগৃহেই কোলিত এবং উপতিষ্য বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। এর পর কপিলাবস্তুতে আসেন এবং পিতা মাতা স্ত্রী ও পুত্রের সঙ্গে দেখা হয়। বালকপুত্র রাহুল ও নাপিত উপালি দীক্ষা লাভ করেন এবং বহু মতে আনন্দও সংঘে প্রবেশ করেন। বৈশালীতে প্রসিদ্ধ গণিকা আম্রপালি শেষ জীবনে সংঘে আসেন এবং বুদ্ধদেবকে একটি আম্রবন দান করেন। শ্রাবস্তীর শ্রেষ্ঠী সুদত্ত বহু দান করে অনাথপিণ্ডদ নাম অর্জন করেন। অনাথপিণ্ডদের দেওয়া জেতবন এবং বিশাখা প্রদত্ত পূর্বারামে বুদ্ধদেব ২৫ বৎসর কাটান। বিম্বিসার মহিষী ক্ষেমা, প্রসেনজিৎ মহিষী মল্লিকা এবং উদয়ন মহিষী সামাবতী এঁরা সকলেই বুদ্ধ ভক্ত ছিলেন। শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর বিমাতা গৌতমী বুদ্ধের একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সংঘে প্রবেশের অনুমতি পান। অবন্তীরাজ চণ্ড প্রদ্যোৎ বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন কিন্তু তিনি যান নি। মহর্ষি অসিতের শিষ্য নালক বা মহাকচ্চায়নকে বুদ্ধ অবন্তীতে পাঠান। মহারাজ প্রসেনজিতের প্রার্থনায় দুর্দান্ত দস্যু অঙ্গুলিমালাকেও বুদ্ধ বশ করেন এবং সঙ্গে নিয়ে আসেন। প্রসেনজিতের ছেলে তিনবার শাক্য নগরী আক্রমণ করলে তিন বারই তিনি মধ্যস্থতা করে মীমাংসা করে দেন। কিন্তু বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই চতুর্থবার আক্রমণে শাক্যগৌরব সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। দেবদত্ত প্রেরিত মত্তহস্তী নালাগিরিকেও বশ করেছিলেন কিন্তু দেবদত্তকে পরিবর্তন করতে পারেন নি। এই

দেবদত্তই বিম্বিসার পুত্র অজাতশত্রুকে দিয়ে চরম শত্রুতা করিয়েছিলেন। রাজা বিম্বিসার, অনাথপিণ্ডদ, সারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন প্রভৃতি প্রিয় শিষ্যেরা বুদ্ধের জীবিত কালেই মারা যান এবং শেষ বয়সে সঙ্ঘে নানা অশান্তিও দেখা দিয়েছিল। জীর্ণ শরীরে পদব্রজে বৈশালী থেকে কুশীনারার পথে পাবা গ্রামে চুন্দ কর্মকারের ঘরে সূকরমদ্দব (শুকর মাংস/ছত্রাক) ভোজন করে পীড়িত হয়ে পড়েন এবং কোন মতে হিরণ্যবতী নদী পার হয়ে মল্লদেশে শালবনে এসে ৮০ বৎসর বয়সে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে তথাগত বুদ্ধ ৪৮৩/৪৮৬ খৃ-পূর্বে দেহরক্ষা করেন। তাঁর শেষ বাণী বযধম্মা-সংখারা অপ্পমাদেন সম্পাদেথ। কুশী নগরে মল্লগণ তাঁর শেষকৃত্য সম্পাদন করেন এবং তাঁর দেহাবশেষ, অঙ্গার ও শেষ জলপাত্রটি নিয়ে মোট ১০-টি স্তূপ রচনা করেন। বুদ্ধের মৃত্যুর পর বুদ্ধ শিষ্য পিপ্পলি, উত্তর জীবনে মহাকশ্যপ, বুদ্ধের মৃত্যুর পর প্রথম মহাসঙ্গীতি ডাকেন এবং বুদ্ধের বাণী সংগ্রহের প্রথম চেষ্টা করেন। দ্রঃ জগন্নাথ, কুশীনগর, মহাপরিনির্বাণ।

বুদ্ধি—ধর্মের স্ত্রী।

বুদ্‌বুদা--অপ্সরা। বর্গার (দ্রঃ) সখী।

বুধ—(১) চন্দ্রের (দ্রঃ) ছেলে ; তারার (দ্রঃ) গর্ভে জন্ম। একটি মতে তারা গর্ভবতী অবস্থায় বৃহস্পতির কাছে ফিরে যান। ফলে চন্দ্র ও বৃহস্পতি দু জনেই এই ছেলেটিকে নিজের বলে দাবি করেন। কিন্তু তারা তখন সাক্ষ্য দেন চন্দ্রই শিশুর পিতা। অন্য মতে তারা স্বামীর কাছে ফিরে এসে শরস্তম্বে গর্ভ ত্যাগ করেন। এই ছেলে দস্যু সুস্তম। তারার কাছে ব্রহ্মা জানতে পারেন সুস্তম চন্দ্রের ছেলে। চন্দ্র ছেলেকে নিয়ে যান এবং নাম রাখেন বুধ। বুধ বড় হয়ে ওঠেন, ১০০ অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন এবং সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর রাজা হন। বুধের স্ত্রী ইলা (দ্রঃ ইল) ; ছেলে পুরূরবা। বুধের গলায় রুদ্রাক্ষ মালা এবং হাতে ধনুক। সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর রাজা হন বুধ। (২) এক জন মুনি। (৩) জনৈক ধর্মশাস্ত্র প্রণেতা। উপনয়ন, বিবাহ, পঞ্চ মহাযজ্ঞ ইত্যাদি নানা কিছু আলোচনা এই গ্রন্থে আছে। (৪) গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ; পাপের প্রতিমূর্তি। সুরা পান করে গণিকালয়ে বারান্দাতে পড়েছিলেন। এঁর পিতা উৎকণ্ঠিত হয়ে খুঁজতে খুঁজতে ছেলের সন্ধান পেয়ে গালি দিতে থাকেন। ছেলে তখন রাগে পিতাকে সেইখানেই হত্যা করেন। বাড়ি এলে মা ও স্ত্রী অনুযোগ করেন ও কাঁদতে থাকেন ; ফলে এদের দু জনকেও হত্যা করেন। মুনি কালভূতির মেয়ে স্থূলভাকে একবার হরণ করে ধর্ষণ করেন। ফলে স্থূলভার শাপে কুষ্ঠ হয়। বুধ তার পর ঘুরতে ঘুরতে শূরসেন রাজার রাজধানীতে আসেন। রাজা সেই সময়ে প্রজাদের নিয়ে বিমানে করে স্বর্গে যাবেন বুধকেও তুলে নেন। কিন্তু বিমান কিছুতেই আর আকাশে উঠছিল না। দেবতারা তখন বলেন কুষ্ঠরোগী পাপী বুধের জন্য এই অবস্থা ; বুধকে বাদ দিতে পরামর্শ দেন। রাজা কিন্তু বুধকে মন্ত্রপাঠ করিয়ে পাপ মোচন করে এঁকেও স্বর্গে নিয়ে যান।

বৃক—(১) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। (২) কৃষ্ণ ও মিত্রবিন্দার এক ছেলে। (৩) এক জন অসুর। দেবতাদের জয় করবার মানসে নারদকে জানতে চান ত্রিমূর্তির কাকে সন্তুষ্ট করতে হবে। নারদ শিবের আরাধনা করতে বলেন। বৃক নিজের দেহ কেটে কেটে আগুনে আহুতি দিতে থাকেন। শেষ অবধি যখন নিজের মাথা কাটতে যান

শিব তখন দেখা দেন। অসুর বর চান। যার মাথা তিনি স্পর্শ করবেন সেই মারা যায় যেন। বর পেয়ে অসুর শিবের ওপর পরীক্ষা করতে যান। শিব ভয়ে বিষ্ণুর কাছে পালিয়ে যান। বিষ্ণু বালক বেশে অসুরের সঙ্গে পথে দেখা করেন এবং বুঝিয়ে বলেন শিবের এ রকম বর দেবার ক্ষমতাই নাই। শিব তাকে ধোঁকা দিয়েছেন। বিশ্বাস না হয় অসুর নিজের মাথা স্পর্শ করে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। বৃক পরীক্ষা করতে যান ও মারা পড়েন।

বৃকল—ধ্রুবের নাতি। শিষ্টি ও সুচ্ছায়ার ছেলে রিপু, রিপুঞ্জয়, বিপ্র, বৃকল ও বৃকতেজস।

বৃকোদার—বৃক নামে অগ্নি যাঁর উদরে। ভীমের অন্য নাম।

বৃক্ষ—অনলা ও কশ্যপ সন্তান।

বৃত্র— এক দনু পরাক্রান্ত অসুর। পূর্বজন্মে চিত্রকেতু (দ্রঃ)। অন্য মতে হিরণ্যকশিপু মারা গেলে দনু অত্যন্ত শোকাকুল হয়ে পড়েন। কশ্যপ তখন দনুকে বল নামে আর একটি সন্তান দান করেন। বজ্রের আঘাতে ইন্দ্র এই বলকেও নিহত করলে কশ্যপ রাগে নিজের মাথা থেকে একটি কেশ নিয়ে আহুতি দিয়ে বলেন ইন্দ্র হত্যাকারী একটি সন্তান হক। আগুন থেকে তৎক্ষণাৎ বিরাট আকার কৃষ্ণবর্ণ একটি পুরুষ জন্মায়, হাতে তরবারি নিয়ে জন্ম। ইনি বৃত্র। জন্মেই কশ্যপকে প্রশ্ন করেন কি করতে হবে; আর এক মতে বিশ্বরূপ (-ত্রিশিরস; দ্রঃ) নিহত হলে পুত্রশোকে বিশ্বকর্মা/ত্বষ্টা একটি পুত্র সৃষ্টির জন্য আট রাত ব্যাপী অথর্ববেদ মন্ত্রপাঠ করে হোম করেন। অষ্টম রাত্রিতে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড থেকে দীপ্তিমান বিশাল এক পুরুষ বার হয়ে আসেন। বিশ্বকর্মা এই উজ্জ্বল পুরুষটির নাম দেন বৃত্র। বৃত্র জানান ইন্দ্র বা যম যে কোন দেবতার সঙ্গে তিনি যুদ্ধ করতে সক্ষম এবং পিতার দুঃখ মোচন করতে পারবেন। বিশ্বকর্মা এঁকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ইন্দ্রকে বধ করবার নির্দেশ দেন। খবর পেয়ে ইন্দ্রও সজ্জিত হন। মানস সরোবরের উত্তরে পাহাড়ে ইন্দ্র ও বৃত্রের মধ্যে এক হাজার বছর ধরে যুদ্ধ চলতে থাকে ইন্দ্রের সঙ্গে বরুণ, বায়ু, যম, ও বিভাবসু ছিলেন; সকলে পরাজিত হন। জয়ের খবর পেয়ে বৃত্রকে পিতা মনে করিয়ে দেন ইন্দ্র এখনও জীবিত আছেন। ফলে বৃত্র আবার একশ বছর তপস্যা করেন। এবং ব্রহ্মার কাছে বর পান আরো শক্তিশালী হবেন এবং লৌহ, কাষ্ঠ, শুষ্ক, আর্দ্র ইত্যাদি জিনিস বা অন্য অস্ত্রে দিনে বা রাতে তাঁর মৃত্যু হবে না। এর পর আবার যুদ্ধ হয় এবং শেষ পর্যন্ত নানা ভাবে ইন্দ্র নিগৃহীত হন। শেষ অবধি ইন্দ্রকে বিবস্ত্র ও কবচহীন করে বৃত্র গিলে ফেলেন। দেবতারা তখন বৃহস্পতির কাছে যান এবং বৃহস্পতি জানান বৃত্রের পেটের মধ্যে ইন্দ্র এখনও জীবিত আছেন। দেবতারা তখন পরামর্শ করে জৃম্ভিকার সৃষ্টি করে বৃত্রের দেহে প্রবেশ করিয়ে দিলে বৃত্র হাই তোলেন এবং ইন্দ্র মুখ দিয়ে বার হয়ে আসেন। অন্য মতে ইন্দ্র নিজের দেহ সংক্ষিপ্ত করে নিয়ে বার হয়ে এসেছিলেন। আবার যুদ্ধ হয়; ইন্দ্র এবার পালিয়ে যান; বৃত্র স্বর্গ দখল করে নেন। দেবতারা প্রতিকারের জন্য এবার মহাদেবের কাছে পরামর্শ চান; ব্রহ্মা বিষ্ণুর কাছে আসেন। বিষ্ণু পরামর্শ দেন কপটতা করে ইন্দ্র ও বৃত্রের মধ্যে বন্ধুতা করাতে হবে। বৃত্র তখন ইন্দ্রকে বিশ্বাস করবে। এই সুযোগে বজ্র-

যোগে ইন্দ্র বৃত্রকে নিধন করবেন। বিষ্ণু সেই সময়ে ইন্দ্রের বজ্রের মধ্যে অবস্থান করবেন। দেবতারা তখন নানা চেষ্টা করে বুঝিয়ে বৃত্রকে ইন্দ্রের বন্ধু করান। অন্য মতে ইন্দ্র সামনাসামনি যুদ্ধ করে হেরে গিয়ে সপ্তর্ষিদের পাঠিয়ে সন্ধির প্রস্তাব করেন। বৃত্র দেবতাদের কপটতা বুঝতে পারেন না। অন্য মতে বৃত্র ইন্দ্রকে বিশ্বাস করতে চান না। তবু সপ্তর্ষিদের সঙ্গে ইন্দ্রপুরীতে আসেন। ইন্দ্র সসম্মানে বৃত্রকে সিংহাসনে বসিয়া কথা দেন এবার থেকে তাঁরা সোদর ভাইয়ের মত হবেন। এর পর থেকে ইন্দ্র সুযোগ খুঁজতে থাকেন এবং বৃত্র যে বর পেয়েছিলেন সেই বর অনুযায়ী সুযোগের সন্ধানে ছিলেন। ইন্দ্র তার পর রম্ভাকে নিযুক্ত করেন। বৃত্র কয়েক জন অনুচর নিয়ে নন্দন বনে এসে অপ্সরাদের নাচ গান উপভোগ করছিলেন এই সময় রম্ভার গান শুনে এবং রম্ভাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বৃত্র বিয়ে করতে চান এবং নিজের পরিচয় দেন। রম্ভা সম্মত হন। রম্ভার সঙ্গে বৃত্র প্রণয়ালাপে মগ্ন হয়ে পড়েন এবং সুযোগ বুঝে রম্ভা বৃত্রকে প্রচুর সুরা পান করান। সুরা পানে বৃত্র অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং এই সুযোগে সন্ধ্যায় শুষ্ক ও নয় আর্দ্র ও নয় বজ্র (দ্রঃ) দিয়ে বৃত্রকে হত্যা করেন। কপটতা করে বন্ধু হত্যার জন্য ইন্দ্রের (দ্রঃ) ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়েছিল। পরজন্মে বৃত্র রাজা মণিমান হয়ে জন্মান। বৃত্রের মাথায় বজ্র এসে পড়লে বজ্র ভেঙ্গে ১০-টি বড় বড় এবং একশত ছোট ছোট টুকরতে পরিণত হয়। বৃত্র বধের সময় জটায়ু ও সম্পাতি সূর্য মণ্ডলে যাবার চেষ্টা করেছিলেন।

বেদে বহু জায়গায় বৃত্রের নাম আছে। বৃত্র অর্থে আবরণ অর্থাৎ জলকে যে আবরিত করে রাখে। অর্থাৎ বৃষ্টি অবরোধকারী যে কোন জিনিসই বৃত্র; ইন্দ্র তাকে হত্যা করেন। ঋক বেদে অনেক জায়গায় বৃত্রশত্রু, অমিত্র, অরি, রিপু, দস্যু ইত্যাদি নাম আছে। ইন্দ্র মরুৎদের সঙ্গে মিলে বৃত্রকে বধ করে পৃথিবীকে সিঞ্চিত করেন। মেঘের অন্য নাম বৃত্র বা অহি; ইন্দ্র বজ্র দিয়ে এই বৃত্রকে খান খান করে দিয়ে বৃষ্টির পথ করে দেন। আজও এই যুদ্ধ চলেছে।

বৃত্রঘ্ন—ইন্দ্র (দ্রঃ)।

বৃদ্ধকন্যা—কুণিগার্গ্যের মেয়ে। বিয়ে করা পছন্দ হয়নি। তপস্যা করতে থাকেন। জীবনে শেষ দিকে নারদের সঙ্গে দেখা হয়। নারদ জানান অবিবাহিত মেয়েরা মুক্তি পান না। ফলে শৃঙ্গবান নামে এক যুবককে নিজের তপস্যার অর্দ্ধেক ফল দান করেন এবং তাঁর সঙ্গে এক রাত্রি বাস করে মুক্তিলাভ করেন।

বৃদ্ধকন্যাশ্রম—দ্রঃ সুভ্রূ।

বৃদ্ধশর্মা—আয়ুঃ (দ্রঃ) ও স্বর্ভানবীর ছেলে। (মহা ১।৭০।২৩)।

বৃন্দা—জলন্ধরের স্ত্রী: কালনেমির মেয়ে; অত্যন্ত পতিব্রতা। বর ছিল যত দিন নিষ্কলঙ্কা থাকবেন তত দিন জলন্ধরও অপরাজিত থাকবেন। মহাদেবের সঙ্গে যুদ্ধের সময় বৃন্দা স্বামীর মঙ্গলের জন্য বিষ্ণুর আরাধনা করতে থাকেন। দেবতারা এদিকে বিষ্ণুকে অনুরোধ করেন। বিষ্ণু জলন্ধরের বেশে এসে বৃন্দার সতীত্ব নষ্ট করেন। ফলে জলন্ধর মারা যান। অন্য মতে জলন্ধর (দ্রঃ) যখন শিব সেজে কৈলাসে যান বিষ্ণু সেই সময় যুদ্ধের অবস্থা দেখতে গরুড়কে পাঠান। যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন করে গরুড় কৈলাসে আসেন এবং এখানে শিবরূপী জলন্ধরকে চিনতে পারেন এবং তৎক্ষণাৎ

ফিরে এসে বিষ্ণুকে সব কথা জানান। বিষ্ণু তখন অনন্তকে সঙ্গে নিয়ে দুর্গাকাননে এসে আশ্রম তৈরি করে বাস করতে থাকেন। এই দুর্গা কাননে বৃন্দার বাস ছিল। বনের পশুরা আশ্রমের শিষ্য সেজে বাস করতে থাকে। এরপর বিষ্ণু বৃন্দার মনে অস্থিরতা সৃষ্টি করে দেন। বৃন্দা স্বামীর কথা ভাবতে থাকেন; এবং নানা দুঃস্বপ্ন দেখতে থাকেন। বৃন্দা তার পর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের এই সব স্বপ্নের অর্থ জিজ্ঞাসা করেন; বহু দান করেন ও স্বস্ত্যয়ন করেন কিন্তু মানসিক অস্থিরতা একটুও কমে না। শেষ অবধি অসহ্য হয়ে উঠলে রথে করে বৃন্দা বার হয়ে পড়েন। উদ্যানে ফুল ও অশ্ববাদের দেখে বৃন্দা স্বামীর জন্য আবো লালায়িত হয়ে পড়েন। অস্থির হয়ে আর একটি উদ্যানে আসেন; এটি একটি নিবিড় বন: শ্বাপদের গর্জন আসতে থাকে। বৃন্দা তখন প্রাসাদে ফিরে আসতে চান। কিন্তু সারথি স্মরদতী পথ ঠিক করতে পারেন না; রথ আরো গভীর বনে এসে উপস্থিত হয়। এই জঙ্গলে মহাযোগীরা বাস করেন; এখানে আলো পর্যন্ত নাই, বাতাস এখানে স্তব্ধ। রথ তার পর আর এগিয়ে যেতেও পাবে না; সামনে পাহাড়। বৃন্দা ও সারথি তখন ভয়ে রথ থেকে নেমে পড়েন। এমন সময় ভয়ঙ্কর এক দৈত্য এগিয়ে এসে রথটি ধরে মাথার ওপর ঘোরাতে থাকে। তার পর ঘোড়াগুলি খেয়ে ফেলে বৃন্দাকে ধরে ফেলে জানায় শিবের হাতে জলন্ধর মারা গেছে; বৃন্দা যদি তাকে বিয়ে করে দৈত্য তাহলে তাঁর কোন ক্ষতি করবে না। ইতিমধ্যে জটাবল্কলধারী বিষ্ণু সেখানে এসে দৈত্যকে বিতাড়িত করেন। বিষ্ণু নিজের পরিচয় দেন তাঁর নাম দেবশর্মা, ভরদ্বাজের ছেলে, এবং বৃন্দাকে নিজের আশ্রমে নিয়ে আসেন। আশ্রমে বিষ্ণু জলন্ধরের রূপ ধরে বৃন্দার সঙ্গে কয়েক দিন কাটান। শেষ পর্যন্ত বিষ্ণু নিজেকে ধরা দেন। জলন্ধর এ দিকে নিহত হন। বৃন্দা ক্রোধে বিষ্ণুকে শাপ দিতে গেলে বিষ্ণু থামিয়ে দিয়ে সহমরণে যেতে বলেন। অন্য মতে বৃন্দা শাপ দিয়েছিলেন মুনি বেশে প্রতারণা করার জন্য বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মীও কোন এক মিথ্যা মুনির হাতে প্রতারিত হবেন। বিষ্ণু তার পর চলে যান; বৃন্দা তপস্যা করে মৃত্যু বরণ করেন। বৃন্দার সখী স্মরদতী বৃন্দার সৎকার করে সেই আগুনে আত্মাহুতি দেন। অন্য মতে বিষ্ণু সহমরণে যেতে বলেন এবং বলেন বৃন্দার চিতাভস্মে তুলসী, ধাত্রী, পলাশ ও অশ্বত্থ গাছ জন্মাবে এবং সকলেই এই গাছগুলিকে পূজা করবে। তুলসী রূপে বৃন্দা বিষ্ণুপ্রিয়া হয়ে আছেন। এই বৃন্দাই দ্বাপরে রাধার সখী; এঁর জন্যই কৃষ্ণের বৃন্দাবন।

বৃন্দাবন—২৭°৩৩ উ × ৭৭°৪৪´পূ। মথুরা জেলার একটি সহর। মথুরা থেকে প্রায় ১০ কি-মি উত্তরে, পূবে যমুনা পাশেই ছিল। সহর ও বন। বিখ্যাত বৈষ্ণব তীর্থ। বরাহ পুরাণ অনুসারে মথুরার দ্বাদশ বনের একটি বন বৃন্দাবন (দ্রঃ বট)। বৃহৎ গৌতমী তন্ত্রে বৃন্দাবনের বিস্তৃতি ছিল ৫ যোজন। শ্রীমদ্ভাগবত অনুসারে ১৬ ক্রোশ; বর্তমানে বৃন্দাবনের পরিক্রমা ৬°৪ কি-মি মত। মন্দিরগুলি এখানে মোটামুটি খৃ ১৬ শতক এবং পরে নির্মিত। দানবদের বধ করার পর নন্দ ইত্যাদির সঙ্গে কৃষ্ণ গোকুলে আসেন। এখানে যমুনার কূলে রাসলীলা হয়েছিল। রাধা কৃষ্ণের প্রধান লীলা-ভূমি। দ্রঃ বৃন্দা।

বৃন্দারক—ধৃতরাষ্ট্রের একটি ছেলে। ভীমের হাতে মৃত্যু।

বৃবুতক্ষ—বৈদিক যুগে এক রাজা। অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ; সব রকম নির্মাণ কার্যে, ভাস্কর্যে ইত্যাদিতে উৎসাহী ছিলেন। ঋক্‌বেদে ও সাংখ্যায়ন শ্রৌত সূত্রে উল্লেখ আছে ভরদ্বাজকে বহু উপহার দিয়েছিলেন।

বৃষ—কার্তবীর্যার্জুনের এক ছেলে। পরশুরামের হাত থেকে পালিয়ে বেঁচে গিয়েছিলেন।

বৃষক—সুবলের ছেলে ; শকুনির এক ভাই। দ্রৌপদী স্বয়ংবরে এবং যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের হাতে নিহত হন।

বৃষকেতু—পদ্মাবতীর গর্ভে কর্ণের ছেলে ; অপর সোদর ভাই বৃষসেন, বৃষকেতু, চিত্রসেন ইত্যাদি। কর্ণের প্রতিজ্ঞা ছিল অর্জুনকে বধ না করা পর্যন্ত ব্রত পালন করবেন এবং এই সময় যে এসে যা চাইবেন তাই দিবেন। কর্ণের এই দানশীলতা পরীক্ষা করার জন্য কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ বেশে এসে বৃষকেতুর মাংস খেতে চান। নিজের ছেলেকে হত্যা করে কর্ণ ব্রাহ্মণকে খেতে দিলে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হয়ে সঞ্জীবনী বিদ্যাতে বৃষকেতুকে বাঁচিয়ে দেন। কর্ণের মৃত্যুর পর বৃষকেতু পাণ্ডবদের আশ্রয় প্রার্থী হন এবং সাদরে গৃহীত হন। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধের ঘোড়া রক্ষা করতে সঙ্গে গিয়েছিলেন এবং বভ্রুবাহনের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন।

বৃষণাশ্ব—ঋকবেদে ১-ম মণ্ডলের এক রাজা। ইন্দ্র এই রাজার মেয়ে মেনা হয়ে জন্মান।

বৃষদর্ভ—কাশীরাজ উশীনর।

বৃষধ্বজ—মনু দক্ষ সাবর্ণি অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। বিষ্ণুর অংশে জন্ম। দক্ষ সাবর্ণি >ব্রহ্ম সাবর্ণি>ধর্ম সাবর্ণি>রুদ্র সাবর্ণি>দেব সাবর্ণি>ইন্দ্র সাবর্ণি>বৃষধ্বজ। বৃষধ্বজ অত্যন্ত শিব ভক্ত। শিব এঁর আশ্রমে বহু দিন তপস্যা করেছিলেন। বৃষধ্বজ দেশে শিবের পূজা ছাড়া অন্য সব পূজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন. এমন কি ভাদ্র মাসে লক্ষ্মী পূজাও বন্ধ ছিল। এই ভাবে সমস্ত দেবতাকে তুচ্ছ করার জন্য সূর্য ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দেন বৃষধ্বজ শ্রীহীন হয়ে পড়বে। শিব এতে বিরক্ত হয়ে ত্রিশূল দিয়ে সূর্যকে শাস্তি দিতে যান। সূর্য ভয়ে কশ্যপের কাছে এসে আশ্রয় নেন। কশ্যপ ও সূর্য তখন ব্রহ্মার কাছে গিয়ে সব কথা জানালে ব্রহ্মা এঁদের নিয়ে বিষ্ণুর কাছে আসেন। শিব কিন্তু সব সময়ই এঁদের অনুসরণ করছিলেন ; এখানে ও এসে উপস্থিত হন। বিষ্ণু এঁদের তখন বলেন তাঁদের আসা যাওয়াতে যেটুকু সময় নষ্ট হয়েছে . দেবতাদের সেই সময়টুকুর অর্থ পৃথিবীতে কয়েকটি যুগ। পৃথিবীতে এই বৃষধ্বজ এবং তার ছেলে রথধ্বজ দুটি পুরুষই শেষ হয়ে গেছে ; বর্তমানে রথধ্বজের দুই ছেলে ধর্মধ্বজ ও কুশধ্বজ ; সূর্যের শাপে এদের বর্তমানে কোন সঙ্গতি নাই এবং এখন এরা লক্ষ্মীর আরাধনা করছে।

ধর্মধ্বজ ও কুশধ্বজ তপস্যা করে লক্ষ্মীকে সন্তুষ্ট করেন। কুশধ্বজের স্ত্রী মালাবতীর বেদবতী (দ্রঃ, পর জন্মে সীতা) নামে একটি মেয়ে হয়। ধর্মধ্বজের স্ত্রী মাধবী ; মহালক্ষ্মী এঁর গর্ভে আসেন এবং এক শত বছর পরে তুলনাহীন সুন্দরী একটি মেয়ে হয়। তুলনাহীন সুন্দরী বলে নাম হয় তুলসী (দ্রঃ)।

বৃষপর্বা—দনু কশ্যপ পুত্র। পরজন্মে রাজা দীর্ঘপ্রজ্ঞ (মহা ১।৩১।১৬)। (দ্রঃ) শর্মিষ্ঠা।

বৃষভ—(১) রাজা সুবলের ছেলে। শকুনির ভাই। (২) বৃষভ/অরিষ্ট (দ্রঃ) নামে এক অসুর। (৩) এক জন যাদব রাজা।

বৃষভানু—রাধার পিতা। এক জন রাজা। যজ্ঞ ভূমি তৈরি করতে গিয়ে রাধাকে কুড়িয়ে পান।

বৃষসেন—কর্ণের একটি ছেলে। দ্রঃ বৃষকেতু। কুরুক্ষেত্রে কৌরব পক্ষে ছিলেন।

বৃষা—পুরাণে একটি নদী।

বৃষাদর্ভি—শিবির ছেলে। এক বার কশ্যপ অত্রি, বশিষ্ঠ ইত্যাদি সপ্তর্ষি এবং অরুন্ধতী পরিচারিকা গণ্ডা-কে নিয়ে পৃথিবী পরিভ্রমণ করে ব্রহ্ম লোকে যাবার জন্য বার হন (মহা ১৩।৯৪।-)। পৃথিবীতে সেই সময় অনাবৃষ্টি চলছিল। রাজা বৃষাদর্ভি এই সময় বিপদ কাটাবার জন্য এঁদের ধনরত্ন দান করতে চান কিন্তু এঁরা দান গ্রহণ করতে অসম্মত হন। রাজা তখন ক্রুদ্ধ হয়ে যজ্ঞ করেন এবং অগ্নিকুণ্ড থেকে রাক্ষসী যাতুধানী বার হয়ে এলে অত্রি ইত্যাদিকে রাজা হত্যা করতে বলেন। যাতুধানী বনের মধ্যে একটি পদ্মবনে অপেক্ষা করতে/পাহারা দিতে থাকেন। অত্রিরা এখানে এসে যাতুধানীকে চিনতে পারেন এবং ত্রিশূলের আঘাতে একে ভস্মীভূত করেন। এখানে তার পর পদ্মফুল খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে এরা ব্রহ্মলোকে চলে যান।

বৃষোৎসর্গ—আদ্য শ্রাদ্ধের একটি অঙ্গ। চারটি বৎসতরী ও একটি বৃষ উৎসর্গ করে যথেচ্ছ বিচরণের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। সম্ভব না হলে একটি মাত্র বৃষ উৎসর্গ করা হয়। পশুর গায়ে লোহা পুড়িয়ে চিহ্ন করে দেওয়া হয় ইত্যাদি। এই বৃষ ও বৎসতরী গুলি পরে বড় হলেও যে কোন কাজে লাগান নিষিদ্ধ এবং এদের দুধও পান করা নিষিদ্ধ, বৃষোৎসর্গ একটি প্রাচীন অনুষ্ঠান, বৈদিক সাহিত্যে এর বিবরণ আছে; অবশ্য শ্রাদ্ধের সঙ্গে এর কোন যোগ দেখা যায় না। পরবর্তী কালেও পুণ্য কামনায় বৃষোৎসর্গ অনুষ্ঠানের নিদর্শন পাওয়া যায়।

বৃষ্ণি—যদু বংশে এক জন প্রসিদ্ধ রাজা। ক্রোষ্টু (১)>কুনি (৩)>কার্তবীর্য (৭)>মধু (৮)>বৃষ্ণি (৯)। বৃষ্ণি বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশে কৃষ্ণের জন্ম। এঁরই স্যমন্তক মণি ছিল। বৃষ্ণির স্ত্রী গান্ধারী ও মাদ্রী। মাদ্রীর ৫টি ছেলে।

বৃহজ্জ্যোতি—অঙ্গিরস ও শুভার ছেলে।

বৃহতী—(১) চাক্ষুষ মনুর মা; বিপুর স্ত্রী। (২) সূর্যের একটি অশ্ব।

বৃহৎকথা—রচয়িতা গুণাঢ্য (দ্রঃ)।

বৃহৎ-দেবতা—শৌনক ঋষি লিখিত প্রাচীন গ্রন্থ। এতে ঋকবেদের সমস্ত দেবতার বর্ণনা আছে।

বৃহৎসেন—ক্রোধবশের অংশে জন্ম। এর মেয়ে লক্ষণা কৃষ্ণের স্ত্রী; কুরুক্ষেত্রে কৌরব পক্ষে ছিলেন।

বৃহদন্ত—(১) উলূক দেশের রাজা। অর্জুনের কাছে হেরে গিয়ে পাণ্ডবদের মিত্র হন। অর্জুনকে বহু মূল্যবান উপহার দেন। কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব দলে ছিলেন। (২) ক্ষেমধূর্তির দূত। কৌরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।

বৃহদশ্ব—(১) ইক্ষ্বাকু বংশে এক রাজা। পিতা শ্রাবস্ত, ছেলে কুবলয়াশ্ব (মহা ৩।১৯৩।৪) ছেলেকে রাজ্য দিয়ে বনে যাবার সময় মহর্ষি উতঙ্ক এসে ধুন্ধুকে মারবার জন্য অনুরো

করেন। কুবলয়াশ্বকে দায়িত্ব দিয়ে ইনি বনে চলে যান। (২) এক জন মুনি ; যুধিষ্ঠিরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে কাম্যক বনে যান ; নলোপাখ্যান কাহিনী শোনান এবং অক্ষহৃদয় ও অশ্বশিরস্ মন্ত্র যুধিষ্ঠিরকে শিখিয়েছিলেন।

বৃহদারণ্যক—শুক্লযজুর্বেদের একটি উপনিষদ। শতপথ ব্রাহ্মণের ১৪ শ কাণ্ডের শেষ ছয় অধ্যায়। শতপথ ব্রাহ্মণের দুই কাণ্ড (প্রবর্গ্য ও মধু) আরণ্যকের পর উপনিষৎ ; তাই নাম আরণ্যক-উপনিষৎ। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে এটি আরণ্যক নামে অভিহিত। আয়তনে, বিষয় বাহুল্যে ও অর্থগৌরবে সত্যই বৃহৎ ; তিনকাণ্ড, ছয় অধ্যায়। অশ্বমেধ বিজ্ঞান, উদ্গীথ উপাসনা, সপ্তান্নবিদ্যা, বালাকি অজাতশত্রু সংবাদ, যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদ, ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব, মধুবিদ্যা (=ব্রহ্মবিদ্যা) ইত্যাদি বহু বিষয় এই উপনিষদে আলোচিত হয়েছে।

বৃহদ্বল—(১) শকুনির ভাই এক জন। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে ছিলেন। (২) কোশলের রাজা ; পূর্ব দিক জয়ের সময় ভীম একে পরাজিত করেন : যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ১৪ হাজার ঘোড়া দিয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রে অভিমন্যু ও ঘটোৎকচের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন এবং অভিমন্যুর হাতে নিহত হন।

বৃহদ্ভর্গ—শিবির ছেলে। এরই মাংস শিবি অতিথিকে দিয়েছিলেন।

বৃহদ্ভানু—(১) একটি অগ্নি। (২) বেদবেদাঙ্গে পারঙ্গম এক জন পণ্ডিত।

বৃহদ্ভাষা—সূর্যের এক মেয়ে। ভানু নামে অগ্নির স্ত্রী।

বৃহদ্রথ—চন্দ্রবংশীয় মগধরাজ। তিন অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি দুর্ধর্ষ রাজা। চেদি রাজ উপরিচর বসুর ছেলে। কাশীরাজের দুই যমজ মেয়েকে বিয়ে করেন। বহু দিন সন্তান হয় না। পরে মহর্ষি চণ্ড কৌশিকের আরাধনা করে ধনরত্ন দিয়ে সন্তুষ্ট করে সন্তান প্রার্থনা করেন। মহর্ষি একটি মন্ত্রপূত আম দেন এবং বলে দেন এই আম খেলে যে ছেলে হবে তাকে রাজত্ব দিয়ে রাজা যেন বনে চলে যান। এই ভবিষ্যৎ ছেলের জন্য মুনি আরো একটি বর/ভবিষ্যৎ বাণী করে যান। রাজা আমটিকে সমান ভাগে ভাগ করে দুই রাণীকে খেতে দেন এবং যথা সময়ে দুজনেরই আধখানা করে একটি শিশু হয়। এই দুই সজীব অর্দ্ধঅঙ্গ দেহ রাণীরা পথে/শ্মশানে ফেলিয়ে দেন। এই সময় জরা নামে এক রাক্ষসী দেহ দুটি তুলে পাশাপাশি ধরতেই দেহ দুটি জুড়ে গিয়ে পূর্ণাঙ্গ শিশুতে পরিণত হয়ে কাঁদতে থাকে। শিশুর কান্না শুনে সস্ত্রীক রাজা সেখানে আসেন, জরা ছেলেটিকে ফিরিয়ে দেন। অন্য মতে জরা শিশুটিকে নিয়ে এসে রাজাকে উপহার দেন। জরা বলে যান এই ছেলে মস্ত বীর হবে এবং দেহ চিরে দুভাগ না করলে কখনই মৃত্যু হবে না। জরা রাক্ষসী অংশ দুটি জুড়ে দিয়েছিল বলে নাম হয় জরাসন্ধ। এই সময় থেকে মগধে জরা রাক্ষসীর পূজা আরম্ভ হয়। ছেলে বড় হলে ছেলেকে রাজত্ব দিয়ে রাজা সস্ত্রীক চণ্ডকৌশিকের আশ্রমে গিয়ে তপস্যা করতে থাকেন। বনে এসে রাজা বৃষভ রাক্ষসকে নিহত করে তার চামড়াতে তিনটি বড় বড় ঢাক তৈরি করেন এবং মগধ নগরীতে এই তিনটি স্থাপিত হয়। একটি ঢাকে একবার আঘাত করলে এক মাস শব্দ হত। জরাসন্ধকে হত্যা করার জন্য ভীম অর্জুন ইত্যাদি এসে এই ঢাক নষ্ট করে দেন। (২) এক রাজা ; ছেলেকে রাজা করে দিয়ে বনে গিয়ে তপস্যা করতে থাকেন। এক দিন শাকায়ন্য

এসে বর দিতে চান, রাজা শাশ্বত সত্য ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান পাবার বর চান। (৩) অঙ্গ বংশে এক রাজা। জয়দ্রথের ছেলে এবং বিশ্বজিতের পিতা। পরশুরামের হাত থেকে গৃধ্রকূটের গোলাঙ্গুলরা এঁকে রক্ষা করেন। (৪) পুরু বংশে গিরিকার সাত ছেলে কুশ, যদু, প্রত্যগ্র, বল, মৎস্যকাল, বীর ও বৃহদ্রথ। বৃহদ্রথের ছেলে কুশাগ্র। (৫) একটি অগ্নি; বশিষ্ঠের ছেলে; এঁর নামও বশিষ্ঠ। এই অগ্নির ছেলে প্রণীতি।

বৃহন্তা—কার্তিকের সাত মায়ের একজন। বৃহলী (মহা ৩।২১৭।৯)।

বৃহন্নলা—অজ্ঞাতবাস কালে অর্জুনের নাম।

বৃহস্পতি—এঁর সাত মুখ, সাত রশ্মি, মিষ্ট জিব, পিঠ নীর্ণ এবং তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ। হিরণ্য ও লোহিতবর্ণ। লোহিতবর্ণ আটটি অশ্ব বৃহস্পতিকে রথে বহন করে। ইনি যজ্ঞ প্রাপক, রাক্ষস নাশক, মেঘ ভেদক ও স্বর্ণ প্রদায়ক। দেবতাদের পিতা এবং অগ্নির মত ত্রিলোকবাসী। বৃত্রাদিকে ইনি বধ করেন। ইনি বন্ধনকারীর বন্ধু। বৃহস্পতি অভিষ্টবর্ষী; সমস্ত জগৎ ব্যক্ত করেন। প্রাণীদের ইনি চৈতন্য উৎপাদন করেন। ইনি যোদ্ধা, যুদ্ধে সাহায্যকর্তা ও জয় দাতা। এঁর ধনুর জ্যা ঋত (=সত্য)। এঁর পাশুপতে শান দিয়ে দেন ত্বষ্টা। ঋত/নীতিঘোষ রথে চড়ে রাক্ষস ও শত্রুকে বিনাশ করেন এবং আলোক জয় করে অরুণাশ্ব কর্তৃক বাহিত হন। বৃহস্পতি দেবতাদের পুরোহিত। এঁর উচ্চারিত শ্লোক স্বর্গে গমন করে। ইনি ছন্দের অধিকারী ও ইন্দ্রের মত সোমপায়ী। সোমযাজ্ঞিকদের ইনি সহায় ও বন্ধু। ঋক্‌বেদেও বৃহস্পতির উল্লেখ পাওয়া যায়। বেদের কোন কোন মন্ত্রে ইনি একা এবং কোথাও ইন্দ্রের সঙ্গে দেবতা রূপে স্তুত। ঋক্‌বেদে ইনি দেবতা। শতপথ ব্রাহ্মণে ইনি ব্রহ্মা ও যজ্ঞস্বরূপ। পরবর্তীকালে ইনি দেবতাদের গুরু ও আদিত্য স্বরূপ। বেদে কোন কোন মন্ত্রে ইনি যজ্ঞরক্ষা কর্তা, সর্বময় পিতা ও সর্বদেবতা স্বরূপ। মন্ত্রের অধিপতি দেবরূপে ইনি খ্যাত। এঁর প্রসাদ ছাড়া যজ্ঞ ফল লাভ হয় না। এঁর হাত থেকে দেবতারা যজ্ঞে ভাগ পান। জগতের নিয়ন্ত্রণ কর্তা। এঁর আদেশেই চন্দ্রসূর্য বিকশিত। পরবর্তী যুগে ইনি গ্রহাধিকারী রূপে পরিচিত এবং বৃহস্পতি গ্রহের নেতা; কখনো নিজেই গ্রহ রূপে পরিচিত।

পৌরাণিক যুগে অঙ্গিরস পিতা, মা সুরূপা। অন্য মতে অঙ্গিরসের স্ত্রী বসুদা; ছেলে উতথ্য, বৃহস্পতি, বয়স্য, শান্তি, ঘোর, বিরূপ, সংবর্ত ও সুধন্বা। অনেক স্থলে বৃহস্পতির মাকে শ্রদ্ধাও বলা হয়েছে বোন আঙ্গিরসী। বহুস্থানে অঙ্গিরস অগ্নি বলে স্বীকৃত; এই জন্য বৃহস্পতিকে অগ্নির ছেলেও বলা হয়। সুর ও অসুরদের মধ্যে পৃথিবীর সম্পত্তি নিয়ে কলহ চলেছিল। যুদ্ধে জয়লাভের আশায় দেবতারা বৃহস্পতিকে গুরু করেন। আর এক মতে অগ্নির বরে অঙ্গিরসের বৃহস্পতি নামে একটি ছেলে হয়েছিল। দ্রঃ মরুত্ত।

বৃহস্পতির স্ত্রী তারা; চন্দ্র (দ্রঃ) এক বার একে নিয়ে পালান। চন্দ্রের ঔরসে বুধের (দ্রঃ) জন্ম। তারাকে ফিরিয়ে দিতে চন্দ্র বাধ্য হন। আর এক মতে বৃহস্পতির স্ত্রী চান্দ্রমসী; ছয় ছেলে ও এক মেয়ে হয়; এঁরা সকলেই অগ্নি, বড় শংযু, স্ত্রী সত্যা; সত্যার ছেলে ও অগ্নি। রামায়ণে আছে বৃহস্পতির ছেলে বানর তার (রামা ১।১৭।১১)। ঋক্‌বেদে আছে বৃহস্পতির মেয়ে রোমশা। উত্তর রামায়ণে বৃহস্পতির

ছেলে ব্রাহ্মণ কুশধ্বজ। এবং এই কুশধ্বজের মুখ থেকে বেদপাটের সময় বেদবতী বলে একটি মেয়ে হয়, এই বেদবতী পরে সীতা হয়ে জন্মান। বৃহস্পতির এক ছেলে ভরদ্বাজ: ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণ এই বৃহস্পতির অংশে জন্ম। বৃহস্পতির আর এক ছেলে কচ। সুলেখা নামে বৃহস্পতির একটি মেয়েরও উল্লেখ আছে। তারা ও বৃহস্পতির ৬-ষ্ঠ ছেলে শ্বেতকৃৎ। উতথ্যের স্ত্রী মমতার (দ্র-) গর্ভে যে দুটি ছেলে হয় তার মধ্যে বৃহস্পতির ছেলেকে মমতা বনে ফেলে দেন। এই সময় দৈববাণী হয়: বৃহস্পতি ছেলেটিকে মানুষ করেন এবং দৈববাণী অনুসারে নাম ভরদ্বাজ। একটি মতে এই ছেলেটি ভরতকে (দ্রঃ) দেওয়া হয়েছিল। শুক্রাচার্য (দ্রঃ) যখন জয়ন্তীকে বিয়ে করে দশ বছর অদৃশ্য হযে কাটাচ্ছিলেন সেই সুযোগে বৃহস্পতি শুক্রাচার্য সেজে অসুরদের গুরুগিরি করতে থাকেন এবং দেবতাদের সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে ফেলার জন্য শিক্ষা দিতে থাকেন। দশ বছর পরে প্রকৃত শুক্রাচার্য ফিরে এলে অসুররা অবিশ্বাস করে প্রবঞ্চক বলে ফিরিয়ে দেন। এ দিকে বৃহস্পতি পালিয়ে যান। রাবণ স্বর্গ জয় করে উদ্ধত ও অসংযত হয়ে ফেরার পথে বৃহস্পতির মেয়ে সুলেখাকে ধরে ফেলেন এবং ধর্ষণ করেন। ফলে বৃহস্পতি অভিশাপ দেন উপস্থিত মদন বাণে অভিভূত হয়ে যে কাজ করেছেন তার প্রতিকার হবে রামের বাণে। বৃহস্পতি পুঞ্জিকাস্থলাকে (দ্রঃ) শাপ দেন এবং হনুমান বড হযে বৃহস্পতির কাছে বেদ ইত্যাদি পড়তে চেয়েছিলেন কিন্তু বৃহস্পতি সম্মত হন নি। বৃহস্পতি সঞ্জীবনী বিদ্যা জানতেন না। দেবাসুরের যুদ্ধে মৃত দেবতাদের বাঁচাতে পারতেন না। ফলে বড ছেলে কচকে (দ্রঃ) শুক্রের (দ্রঃ) কাছে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখতে পাঠিযেছিলেন। ইন্দ্রকে এক বার উপদেশ দিযে বলেছিলেন মিষ্ট কথায পৃথিবীতে সব কাজ হয। বৃহস্পতি শুকের গুরু। ভরদ্বাজকে আগ্নেযাস্ত্র দিয়েছিলেন। পৃথুর সময়ে গো-রূপা পৃথিবীকে বৃহস্পতি দোহন করেছিলেন। উপরিচর বসুর যজ্ঞে বৃহস্পতি বিষ্ণুর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। বৈবস্বত মন্বন্তরে চতুর্থ দ্বাপরে ব্যাস হযে জন্মে বেদ বিভাগ করেন। দ্রঃ দীর্ঘতমা, ভরদ্বাজ, বেদবতী, ব্রহ্মা।

বৃহস্পতি—বৃহস্পতি স্মৃতি ও বার্হস্পত্য সূত্র নামে গ্রন্থের রচয়িতা। সম্ভবত মৌর্য যুগের শেষ ভাগে রচনা। অথচ মহাভারত ও অর্থশাস্ত্র ইত্যাদিতেও উল্লেখ আছে। মনুস্মৃতির বার্তিক এই বৃহস্পতি স্মৃতি। এঁর লেখা থেকে জানা যায় রাজা বিচারপতিদের অভিমত অনুসারে দণ্ড দিতেন। সৈন্যদের বিচার হত সেনানিবাস গত বিচারালয়ে। পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ করাতে এঁর যে সব বিধান ছিল সেই অনুসারে পরে মিতাক্ষরা আইন চালু হয। বৃহস্পতি দণ্ডনীতির ঘোর সমর্থক। জন মতের দাবিতে ধর্মকেও রাজা উপেক্ষা করবেন নির্দেশ দিযেছিলেন। বৃহস্পতির মতে উপযুক্ত মন্ত্রী নিযোগ এবং এঁদের মন্ত্রণা ঠিক মত শোনার ওপর রাজার কৃতকার্যতা নির্ভর করবে।

বেগবান—(১) রাজা শাল্বের এক জন অনুচর। কৃষ্ণের ছেলে সাম্বের হাতে মৃত্যু। (মহা ৩।১৭।২০)। (২) জনমেজয়ের সর্প যজ্ঞে নিহত একটি সাপ। (৩) কশ্যপ ও দনুর একটি ছেলে। এর অংশে এক কেকয় রাজা জন্মান।

বেণ—প্রাচীন এক জন রাজা। অত্যন্ত দুষ্ট। উত্তানপাদ (১)>ধ্রুব(২)>অঙ্গ (৭)>বেণ(৮)। নড্বলার গর্ভে চাক্ষুষ মনুর ছেলে কুরু। কুরু ও আগ্নেয়ীর ছেলে

অঙ্গ। যমের মেয়ে সুনীথার গর্ভে অঙ্গের ছেলে বেণ। বিষ্ণু পুরাণ মতে যমের বড় মেয়ে আত্রেয়ী ; বামন পুরাণ মতে কাল ও মৃত্যুর মেয়ে। পরাক্রান্ত প্রজাপীড়ক ও অধার্মিক রাজা। রাজ্য লাভ করে দেশে যজ্ঞ বলিদান ইত্যাদি বন্ধ করে দেন এবং নিজে যজনীয়, যজ্ঞকর্তা ও যজ্ঞ স্বরূপ বলে প্রচার করতে থাকেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তাঁর মধ্যে লীন হয়ে রয়েছেন। অপর স্ত্রীর সঙ্গে মিলন রূপ পশুধর্ম পালন করতে থাকেন।

সুনীথা অল্প বয়সে সখীদের সঙ্গে বনে খেলা করে বেড়াতেন ; এবং খেয়াল খুসি মত অপরকে নিজের পিতা যমের মত প্রহার করতেন। বনে এক দিন গন্ধর্ব গীতকোলাহলের ছেলে সুশঙ্খের সঙ্গে দেখা হয়। সুশঙ্খ অত্যন্ত সুন্দর দেখতে ; গান শিখবার জন্য সরস্বতীর আরাধনা করছিলেন। সুনীথা প্রত্যহ সুশঙ্খকে বিরক্ত করতে থাকেন এবং সুশঙ্খ নীরবে সহ্য করতে থাকেন। এক দিন ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন কিন্তু কোন মতে নিজেকে সংযত করেন। সুনীথা এই সময় নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন তাঁর পিতা দুষ্টদের শাসন করেন ; যারা সৎ তাদের তিনি কোন ক্ষতি করেন না। এবং সমস্ত কথা সুনীথা পিতাকে জানান কিন্তু যম কোন উত্তর দেন না। সুনীথা এবার আবার বনে এসে সুশঙ্খকে কশাঘাত করেন। কশাঘাতের যন্ত্রণায় সুশঙ্খ এবার শাপ দেন সুনীথার ছেলে দেবতা ও ব্রাহ্মণদের ঘৃণা করবে এবং পাপিষ্ঠ হয়ে উঠবে। এই জন্য বেণ ব্রাহ্মণদের ওপর অত্যাচার করতেন।

মুনিরাই বেণকে সমস্ত পৃথিবীর রাজা করেছিলেন। কিন্তু রাজার আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে রাজাকে বোঝাতে ও সংযত করতে চেষ্টা করেন। বেণ ও আরো ক্ষেপে গিয়ে ব্রাহ্মণদের আরো নিন্দা করতে থাকেন ; তিনি রাজা, সকলে তাঁর কথা শুনতে বাধ্য ইত্যাদি বলতে থাকেন। মহর্ষিরা তখন নিরুপায় হয়ে মন্ত্রপূত কুশের আঘাতে রাজাকে নিহত করেন। এ দিকে রাজার অভাবে পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যায়। চার দিকে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ে। দস্যু তস্করের ভয়ে প্রজাদের ছুটোছুটিতে আকাশ অন্ধকার হয়ে পড়ে। মহর্ষিরা তখন পরামর্শ করে বেণের বাম হাত/উরু মন্থন করেন এবং খর্বদেহ কদাকার, দগ্ধকাষ্ঠ তুল্য এক পুরুষের জন্ম হয়। শিশু ভয়ে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে ; ঋষিরা এঁকে নিষীদ বলে বসতে বলেন ; এই জন্য এঁর নাম হয় নিষাদ। বেণের সমস্ত পাপ একত্র লয়ে এই নিষাদের জন্ম। এই পুরুষটি বিন্ধ্য-পর্বতে চলে যান এবং এখানে এঁর বংশ ছড়িয়ে পড়ে ; নিষাদের সঙ্গে বেণের সমস্ত পাপ চলে যায়। ঋষিরা তারপর বেণের দ-হস্ত মন্থন করলে বিরাট এক পুরুষ, ধনুর্বাণ নিয়ে জন্ম লাভ করেন। হাতে এঁর চক্র ও পতাকা শোভিত ছিল। এই রূপবান পুরুষটির নাম পৃথু। পৃথুর জন্য বেণ পুৎ নামক নরক থেকে উদ্ধার পান। মুনিরা এঁকে পৃথিবীর রাজা করে দেন। বেণের অত্যাচারে ধরিত্রী রাজাকে ত্যাগ করেছিলেন ; সেই ধরিত্রীকে পৃথু (দ্রঃ) আবার ফিরিয়ে আনেন। (২) বেদের মতে বেণ বৃষ্টি দাতা আলোকময় এক দেবতা। (৩) বৈবস্বত মনুর এক ছেলে।

বেতাল—শিব ও পার্বতী এক সময়ে নিভৃতে বসেছিলেন এবং ভৃঙ্গী ও মহাকাল দ্বার রক্ষক ছিলেন। এঁরা দুজনে পার্বতীর বিপর্যস্ত অবস্থা দেখেছেন জানতে পেরে পার্বতী শাপ দেন এঁরা মানুষ হয়ে জন্মাবে। এঁরা কাতর হয়ে তখন প্রার্থনা করেন

শিব ও পার্বতীও যেন পৃথিবীতে জন্মান এবং এঁরা তখন শিবানীর সন্তান হয়ে জন্মাবেন। মহাদেব দক্ষের পৌত্র পৌষ্যের ছেলে চন্দ্রশেখর হয়ে জন্মান এবং ইক্ষ্বাকু বংশে ককুৎস্থের মেয়ে তারাবতী হয়ে জন্মান পার্বতী। ভৃঙ্গী ও মহাকাল এঁদের দুটি বানর ছেলে হয়ে জন্মান ; নাম হয় বেতাল ও ভৈরব।

বেতালপঞ্চবিংশতি—আনুমানিক খৃ ১২-শতকে লেখা।

বেত্রবতী—উত্তর প্রদেশে ঝাঁসিতে দেওগড়ের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিয়ে প্রবাহিত নদী।

বেদ—অর্থ জ্ঞান/জানা। আর্যদেব রচনা। ব্রহ্মার মুখ থেকে নির্গত ধর্মজ্ঞাপক শাস্ত্র। একটি মতে যজ্ঞের জন্য অগ্নি, বায়ু ও রবি থেকে ঋক, যজু ও সামবেদ যথাক্রমে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন। এই বেদ শাশ্বত। এর দুটি দিক আধ্যাত্মিক ও জাগতিক। প্রাচীন আর্যদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির ও সমাজ ব্যবস্থার পরিচয় এই বেদ। ঋষিরা এঁর রচয়িতা নন বলা হয় ; অর্থাৎ অপৌরুষেয়। ভারতীয় সমস্ত আস্তিক দার্শনিকরা বেদকে স্বতঃসিদ্ধ বলে স্বীকার করেছেন। পরিবারে লোকেরা এবং গুরুশিষ্য পরম্পরায় বেদগান শুনে স্মরণ রাখতেন ; ফলে অপর নাম শ্রুতি। বেদ মন্ত্রগুলিকে যিনি চার ভাগে ভাগ করেন তিনি ব্যাস বা ব্যাসদেব। সায়ণ বলেছেন বেদ থেকে ইষ্ট লাভ ও অনিষ্ট পরিহারের উপায় জানা যায়। বাস্তব বিচারে দেখা যায় বেদের মন্ত্রগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঋষির রচনা। ঋক্‌বেদই সবচেয়ে প্রাচীন। প্রথমে তিনটি বেদ ঋক্, সাম ও যজু ছিল ; পরে অথর্ব বেদ রচনা হয়। ঋক্ কবিতা, সাম গীতিকা, যজুঃ গদ্য। প্রতি বেদে চারটি ভাগ :-সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্। মন্ত্রাংশ : অর্থাৎ দেবতাদের স্তব। ব্রাহ্মণ অংশ কর্মকাণ্ড বা যজ্ঞকাণ্ড; আরণ্যক অংশ কর্মকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ড এবং উপনিষদ্ (=বেদান্ত) অংশ জ্ঞানকাণ্ড। ঋক্‌বেদে মন্ত্রে দেবতাদের আহ্বান করা হয়। সামবেদে মন্ত্রে আহুত দেবতাদের স্তুতি এবং যজুর্বেদ মন্ত্রে অগ্নিতে হব্য আহুতি দেওয়া হয়।

প্রতিটি বেদে বিভিন্ন শাখা অর্থাৎ সংস্করণ ছিল এবং প্রতি শাখারই সম্ভবত সংহিতা, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ছিল। বর্তমানে ঋক্‌বেদের শাকল শাখা, কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখা, শুক্লযজুর্বেদের মাধ্যংদিন শাখা এবং সামবেদের কৌথুম শাখা এবং অথর্ববেদের শৌনক শাখা প্রচলিত রয়েছে। অথর্ব বেদের পৈপ্পলাদ সংহিতাও আবিষ্কৃত হয়েছে।

বেদে মন্ত্রগুলির দুটি ভাগ :-স্তুতি ও প্রার্থনা। পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, ও দ্যুলোক অনুসারে দেবতাদের তিনটি ভাগ। পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে বায়ু/ইন্দ্র এবং দ্যুলোকে সূর্য এই তিনটি প্রধান ও প্রত্যক্ষ দেবতা। পরে এই তিনটি লোকের প্রতিটিতেই ১১-জন করে মোট ৩৩ দেবতা। অগ্নি, সোম ইত্যাদি পৃথিবীর ; ইন্দ্র, রুদ্র, মরুৎ, বায়ু, পর্জন্য ইত্যাদি অন্তরীক্ষে ; এবং মিত্র, বরুণ, সূর্য, সবিতা ইত্যাদি স্বর্গের দেবতা। নৈসর্গিক শক্তিগুলিকেই ঋষিরা দেবতা রূপে কল্পনা করেছিলেন। মেঘ, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্র ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিষয়ও পূজিত হত। বায়ু, অগ্নি, জল এদেরও অধিপতি দেবতা ছিলেন। ইন্দ্র বৃষ্টি ও শিশিরের দেবতা। মরুৎ ঝড়ের দেবতা ; বৃত্র (দ্রঃ) অনাবৃষ্টির অধিপতি, অগ্নি, ইন্দ্র ও সূর্য নিয়ে বেদে বহু স্তব রয়েছে। অদিতি, উষা, দুজন অশ্বিনীকুমার, বরুণ, পৃথ্বী, রুদ্র ও যম পূজিত হতেন।

এমন কি বৃত্রও অল্প বিস্তর পূজিত হয়েছেন। বেদে পুরুষ দেবতাই বেশি। স্ত্রী দেবতার স্থান গৌণ। উষস্ (দ্রঃ ঊষা) সবচেয়ে উল্লিখিত স্ত্রী দেবতা : সরস্বতী, পৃথিবী ও রাত্রিও সেখানে দেবতা। দেবতাদের ঋক্‌বেদে প্রাচীন ও নবীন ও বলা হয়েছে। অবশ্য দেবতা এতগুলি হলেও মূলসুর একেশ্বর বাদ। ঋক্‌বেদে দশম মণ্ডলে পরম পুরুষের একটি অস্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায় ; ইনি পরমেশ্বর, প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ভ, পুরুষ, বিরাট। ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতা তাঁরই বিভিন্ন প্রকাশ। যে প্রশাসনে জগৎ এবং মানুষের নৈতিক ও ধর্মীয় আচরণ নিয়ন্ত্রিত তার নাম ঋত। সহস্রাক্ষ বরুণ ঋতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। ধর্মকে লঙ্ঘন করলে পাপ হয়।

যজ্ঞ করা অর্থে দেবতাদের প্রসন্ন করা। বেদে ক্রিয়াকর্ম অর্থে যজ্ঞ। বৈদিক ধর্ম অর্থে এক কথায় যজ্ঞ ধর্ম। সেই সময় মন্দির বা পূজার স্থান বা পূজার বিশেষ পদ্ধতি ছিল না। যজ্ঞের তিনটি ভাগ ছিল :-(১) দর্শপূর্ণমাসাদি ইষ্টি যজ্ঞ ; (২) নিরূঢ়পশুবন্ধ ইত্যাদি পশু যজ্ঞ (৩) অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি সোম যজ্ঞ। বৈদিক যজ্ঞগুলির মধ্যে সোম যজ্ঞই প্রধান ছিল। সোম (সার্কোষ্টেমা ব্রিবিনালিস্ নতো এসক্লেপিয়াস এসিডা) এক রকম লতানে গাছ। এই গাছের রস আহুতি দিয়ে সোম যজ্ঞ করা হত। এই সমস্ত যজ্ঞে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কোন বর্ণের অধিকার ছিল না। কেবল অথর্ব বেদে ব্রাহ্মণ প্রভাব মুক্ত আচার অনুষ্ঠান রয়েছে।

পাকযজ্ঞ, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, এবং গর্ভাধান, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ ইত্যাদি গৃহ্য কর্ম। গৃহে সংরক্ষিত অগ্নি থেকে এই সব কাজ নিষ্পন্ন হত। বেদের সূক্তের সঙ্গে সূক্তকার ঋষিরও নাম রয়েছে।

বেদের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত অংশ খুব কম। এর কারণ বেদ পাঠের বিশেষ ৫-টি নিয়ম রয়েছে। যথা (১) পদপাঠ অর্থে বেদগত শব্দগুলিকে কেবল অধ্যয়ন করা ; কোন তদ্ধিত, বিভক্তি বা উপসর্গ থাকে না। (২) এর পর ক্রম পাঠ এই অংশে শব্দের সঙ্গে তদ্ধিত ইত্যাদি যোগ করার বিধি। বাকি তিনটি নিয়ম (৩) জটাপাঠ, (৪) ঘনপাঠ, (৫ প্রাতিশাখ্য। এই পাঁচটি পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যাবার ফলে প্রক্ষিপ্ত অংশ প্রায় নাই।

প্রথমে একটি বেদ ছিল। ব্রহ্মা ব্যাসকে চার ভাগে ভাগ করতে বলেন। ব্যাস নিজের চার জন শিষ্যকে বেছে নিয়ে পৈলকে ঋক্‌বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ এবং সুমন্তুকে অথর্ববেদ ভাগ করে দেন। এবং রোম-হর্ষণ নামে আর এক শিষ্যকে ইতিহাস ও পুরাণ অধ্যয়ন করতে দেন। ঋক্ অংশগুলি নিয়ে ঋক্‌ বেদ, যজুগুলি নিয়ে যজুর্বেদ, সামগুলি নিয়ে সামবেদ এবং রাজার কর্তব্য, ব্রহ্মার কাজকর্ম ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে অথর্ব বেদ রচিত হয়।

পৈল ঋক্‌বেদকে ভাগ করে দুটি শিষ্য ইন্দ্রপ্রমাতি ও বাস্কলকে দান করেন। বাস্কল তাঁর নিজের অংশ ভাগ করে চার জন শিষ্য বোধি, আদিমাধব, যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশরকে দান করেন। বাস্কল তাঁর নিজের অংশটিকে আর এক ভাবে ভাগ করে শিষ্য কালায়নি, গার্গ্য ও কথাজবকে দান করেন। ইন্দ্রপ্রমাতি নিজের অংশ ভাগ না করে নিজের ছেলে মাণ্ডুকেয়কে শিক্ষা দেন। শিষ্য পরম্পরায় এই ভাগটি প্রথমে অক্ষুণ্ণ ছিল ; শেষ পর্যন্ত শাকল্য গোত্রের এক শিষ্য বেদমিত্র এই ধারাটিকে পাঁচটি ভাগ করে

মুদ্গল, গোমুখ, বাৎস্য, শালীয় এবং শরীরকে পাঠ করান। বেদমিত্রের এক সতীর্থ শাকপূর্ণ এটিকে আবার তিনটি ভাগ করেন এবং নিরুক্ত নামে নিজের প্রণীত একটি অংশ জুড়ে দিয়ে বৈতালিক, বলাক ও ক্রৌঞ্চকে পাঠ করান।

বৈশম্পায়ন যজুর্বেদকে সাতাশ ভাগে ভাগ করে শিষ্যদের পাঠ করান। এঁর এক জন শিষ্যের নাম যাজ্ঞবল্ক্য; ব্রহ্মরাতের ছেলে। স্থির হয় মেরুপর্বতে সভা হবে; সভাতে যে আসবে না তাকে ব্রহ্মহত্যার পাপে পাপী হতে হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৈশম্পায়ন নিজেই সভাতে আসতে পারেন না। বৈশম্পায়ন (দ্রঃ) তখন শিষ্যদের একটি ব্রত করতে বলেন; যাতে এই ব্রহ্মহত্যার পাপ বিমোচন হয়। কিন্তু শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য সকলের থেকে নিজেকে পণ্ডিত মনে করতেন; তিনি একাই এই ব্রত পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে চান। যাজ্ঞবল্ক্যের এই গর্বে বিরক্ত হয়ে তাঁর সমস্ত অধীত বিদ্যা বৈশম্পায়ন ফিরিয়ে দিতে বলেন। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর অধীত অংশ তখন বমন করে ফিরিযে দেন। অন্যান্য শিষ্যেরা তখন তিত্তির পাখীর রূপ ধরে এই যজু গ্রহণ করেন, ফলে এই অংশের নাম হয় তৈত্তিরীয়। গুরুর কাছ থেকে চলে গিয়ে যাজ্ঞবল্ক্য তপস্যা করতে থাকেন। সূর্য তখন বাজী-র বেশে দেখা দিয়ে নতুন যজু দান করেন; বৈশম্পায়ন ও এই যজু জানতেন না। বাজী রূপে সূর্য এই অংশ দান করেছিলেন বলে এই অংশ বাজসনেয় নামে পরিচিত। যাঁরা এই শাখা পাঠ করেন তাঁদের বলা হয় বাজি; মোট পনেরটি শাখা হয়; এবং এদের একটি কাণ্ব শাখা নামে পরিচিত।

সামবেদ পাঠ করেন জৈমিনি। জৈমিনির ছেলে সুমন্ত্র। এবং সুমন্ত্রর ছেলে সুত্বা। দু জনে সামবেদের দুটি শাখা অধ্যয়ন করেন। সুত্বার ছেলে সুকর্মা। সুকর্মা সামবেদকে হাজার ভাগে ভাগ করেন। সুকর্মার দু জন শিষ্য হিরণ্যনাভ (=কৌশল্য) ও পৌষপিঞ্জি; এরা দু জনেই এই হাজারটি শাখা অধ্যয়ন করেন। হিরণ্যনাভের পাঁচশত শিষ্য; এঁরা উত্তর দিকের দেশ থেকে আগত; সামবেদ পাঠ করেন এবং উদীচ্য সামগ নামে পরিচিত হন। পূব দিক থেকে আগত শিষ্যেরা প্রাচ্য সামগ নামে অভিহিত হন। পৌষপিঞ্জির চারটি শিষ্য লোগাক্ষি, কৌথুমি, কাক্ষীবান ও লাঙ্গলি। এই চার জন আবার নিজেদের অংশ ভাগ করে আরো শাখা তৈরি করেন। হিরণ্যনাভের এক শিষ্য কৃতি; কৃতি তাঁর ছাত্রদের নিজের অংশ চব্বিশ ভাগ করে দেন। এবং পরে আরো শাখা ভাগ হয়।

ব্যাস অথর্ব বেদ পড়ান সুমন্তকে। সুমন্ত পড়ান তাঁর শিষ্য কবন্ধকে। কবন্ধ অথর্ব বেদকে দু ভাগ করে দেবাদর্শ ও পথ্যকে ভাগ করে দেন। দেবাদর্শের চার জন শিষ্য :-মেধা, ব্রহ্মবলি, শান্তকায়নি ও পিপ্পলাদ। পথ্যের শিষ্য জাবালি, কুমুদ ও শৌনক। এঁরা সকলেই নিজেদের শাখা ভাগ করে নেন। শৌনক তাঁর শাখা দু ভাগ করে বভ্রু ও সৈন্ধবকে পাঠ করান। সৈন্ধবের কাছ থেকে মুঞ্জিকেশ শিক্ষালাভ করেন। মুঞ্জিকেশের তৈরি বেদকল্প, সংহিতাকল্প, অঙ্গিরসকল্প, শান্তিকল্প, এবং নক্ষত্রকল্প এই পাঁচটি মূল শাখা হয়ে দাঁড়ায়। নক্ষত্র কল্পে নক্ষত্রদের পূজা, বেদকল্পে ঋত্বিকদের কাজ, সংহিতাকল্পে অশ্বহস্তী পালন ইত্যাদি রয়েছে।

ব্যাসই পুরাণ রচনা করেন এবং শিষ্য রোমহর্ষণ অপর নাম সূতকে শিক্ষা দেন। সূতের ছয়টি শিষ্য :—সুমতি, অগ্নিবর্চস্‌, মিত্রায়ুস্‌, শাংশপায়ন, অকৃতব্রণ ও সাবর্ণি।

বেদের রচনা কাল একটি মতে ১৫০০-১২০০ খৃ-পূ; আর এক মতে ৪০০০ খৃ-পূ।

বেদ—ধৌম্যের (দ্রঃ) এক শিষ্য। শিষ্যকে গুরুর সেবা করতে বলেন। শীত গ্রীষ্ম, ক্ষুধা-তৃষ্ণা সব কিছু উপেক্ষা করে ইনি গুরুর সেবা করতেন। গুরু সন্তুষ্ট হয়ে শেষ অবধি এঁকে বর দেন।

বেদনা—অধর্মের স্ত্রী হিংসা; দুটি মেয়ে নৃতা ও নির্ঋতি। এদের সন্তান ভয়, নরক, মায়া ও বেদনা। মায়ার মেয়ে মৃত্যু। বেদনার ছেলে দুঃখ।

বেদবতী—বৃহস্পতির ছেলে কুশধ্বজের মেয়ে। লক্ষ্মীকে মেয়ে রূপে পাবার জন্য কঠোর তপস্যা করলে এই মেয়ে হয়। স্ত্রী মালাবতীর এই মেয়ে জন্মেই বেদধ্বনি করতে থাকে ফলে নাম বেদবতী। জন্মের পর পুষ্করে গিয়ে এক মন্বন্তর কঠোর তপস্যা করেন। এই সময় এক দিন দৈব বাণী হয় জন্মান্তরে বিষ্ণুর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবে। এর পর গন্ধমাদন পর্বতে আবার তপস্যা করতে থাকেন। এই সময় এক দিন রাবণ এলে অতিথি জ্ঞানে বেদবতী তাঁর সেবা করেন। কিন্তু কামার্ত রাবণ তাঁকে ধরতে গেলে রাবণকে তিনি স্তম্ভিত ও জড়ীভূত করে দিয়ে শাপ দেন আগামী জন্মে অযোনিজ কন্যা হযে জন্মে রাবণের মৃত্যু ঘটাবেন। বেদবতী তার পর আগুনে দেহত্যাগ করেন এবং বহু দিন পরে সীতা রূপে জন্মান। দ্রঃ মায়াসীতা, দ্রৌপদী, বৃষধ্বজ, ধর্মধ্বজ।

বেদব্যাস—বশিষ্ঠের প্রপৌত্র, শক্তির পৌত্র। পিতা পরাশর মা দাসরাজের পালিতা কন্যা মৎস্যগন্ধা (দ্রঃ)/সত্যবতী। ছেলে শুকদেব। দ্বীপে জন্ম এবং রঙ কালো ফলে প্রথম বা প্রকৃত নাম কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। বেদ ভাগ করেছিলেন বলে নাম বেদব্যাস। মহাভারত রচনা করেন। এঁর পিঙ্গল জটা, কুৎসিত চেহারা। পুরাণে ইনি কৃষ্ণের অংশে জাত। বিভিন্ন পুরাণ থেকে প্রমাণিত হয় ভিন্ন ভিন্ন কল্পে ব্যাস জন্মে বেদকে রক্ষা করেছিলেন। অন্য মতে কল্পে কল্পে বিষ্ণু বা ব্রহ্মাই ব্যাস হযে জন্মেছিলেন। বেদ বিভাগ করে ছিলেন বলে নাম বেদব্যাস। এক বেদকে শতশাখা যুক্ত চারভাগ করেন। ব্যাস চিরজীবী।

কয়েকটি পুরাণে বেদ বিভাগকারী বিভিন্ন ব্যাসের নাম পাওয়া যায়। বৈবস্বত মন্বন্তরে প্রতি দ্বাপর যুগে একটি করে মোট ২৮ জন ব্যাসের উল্লেখ রয়েছে। এঁরা স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, প্রজাপতি; উশনাঃ/শুক্র, বৃহস্পতি, সবিতা, ধর্মরাজ, ইন্দ্র, বশিষ্ঠ, সারস্বত, ত্রিধামা, ত্রিবৃষা/ত্রিশিখ, ভরদ্বাজ, অন্তরীক্ষ, বপ্র/বর্ণী, ত্রয্যারুণ, ধনঞ্জয়, ক্রতুঞ্জয় (কৃতঞ্জয়) জয়, ভরদ্বাজ, গৌতম, হর্যাত্মা, বেণ (বাজশ্রবা) তৃণবিন্দু, ঋক্ষ, (বাল্মীকি) শক্তি, পরাশর, জাতুকর্ণ দ্বৈপায়ন। ভবিষ্যতে ২৯-শ ব্যাস অশ্বত্থামা। পণ্ডিতদের মতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ১৮০০-১৫০০ খৃ-পূ।

মনে হয় এই ব্যাস কোন বিশেষ ব্যক্তি নন; বেদ বিভাগকারী ঋষিদের উপাধি। এঁরা মহাভারত, অষ্টাদশপুরাণ, বেদান্ত, ভাগবত ও কিছু উপপুরাণ রচয়িতা।

ব্যাস সংহিতা এঁদের স্মৃতি। পাতঞ্জল দর্শনের টীকাকার। বেদ ভাগ করে ইনি সুমন্ত, পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও শুক দেবকে পাঠ করান এবং মহাভারত সম্বন্ধে উপদেশ দেন। এই পাঁচ জনে আদি মহাভারত প্রচার করেন। শিষ্য লোমহর্ষণ মুনিকে ইতিহাস ও পুরাণ পাঠ করান। বিষ্ণু ও কূর্ম পুরাণে যুগে যুগে ব্যাস বেদ দান/ভাগ করে দেন তাঁর শিষ্য বেদমিত্র, সৌভরি ও শাকল্যকে। শাকল্য দান করেন বাৎসায়ন মৌদ্গল্য, শালি, আদিশিশির গোখলি ও জাতুকর্ণকে। জাতুকর্ণ নিরুক্ত পাঠ করান বাষ্কল, ক্রৌঞ্চ, বৈতাল ও বীরজ-কে। বাষ্কল আবার বেদের শাখাগুলি একত্র করে বালখিল্য শাখা তৈরি করে কালায়নি, গার্গ্য ও সংসারকে পাঠ করান। ব্যাস থেকে সংসার এঁরা সকলেই ঋকবেদাচার্য।

চেদিরাজ বসুর (দ্রঃ) বীর্য পান করে অদ্রিকার (দ্রঃ) মেয়ে হয় মৎস্যগন্ধা। মৎস্যজীবী পিতার কাছে এই মেয়ে পালিতা হন। গায়ে মাছের গন্ধ বলে নাম মৎস্যগন্ধা। যমুনাতে নৌকা পারাপার করতেন। পরাশর একবার যমুনা পার হতে আসেন। মৎস্যগন্ধার পিতা ধীবর দাসরাজ খেতে বসেছিলেন ; মেয়েকে নির্দেশ দেন যাত্রীকে পার করে দিতে (শুশ্রূষার্থং পিতু' নাবং মহা .।৫৭।৫৬)। কিন্তু পরাশর নৌকাতে উঠে মৎস্যগন্ধার রূপে মুগ্ধ হয়ে সম্ভোগ করতে চান। অপরের দৃষ্টি পথ থেকে গোপন করার জন্য ঘন কুয়াসার সৃষ্টি করেন। মৎস্যগন্ধা গর্ভবতী হন। পরাশর বর দেন সন্তান হলেও তিনি কুমারী থাকবেন। এবং বিষ্ণুর অংশে বেদবিভাগকারী সুপণ্ডিত সন্তান হবে। মৎস্যগন্ধা গর্ভবতী হয়ে তৎক্ষণাৎ যমুনাতে একটি দ্বীপে ব্যাসের জন্ম দেন। জন্মেই ব্যাস বড় হয়ে ওঠেন এবং মার অনুমতি নিয়ে তপস্যা করতে চলে যান। মাকে বলে যান স্মরণ করলেই তিনি আসবেন।

এর পর ব্যাস সরস্বতী তীরে আশ্রমে তপস্যা করতে থাকেন। এক দিন দেখেন দুটি বাচ্ছা চড়াই পাখী, উড়তে পারে না, মা বাবা তাদের খাওয়াচ্ছে। স্নেহের এই দৃশ্য দেখে ব্যাসের সন্তান লাভের ইচ্ছা হয় এবং হিমালয়ে চলে যান। এখানে নারদ উপদেশ দেন শিবের আরাধনা করতে। ব্যাস তপস্যা করছিলেন, অপ্সরারা এসে নানা বাধার সৃষ্টি করছিলেন। ঘৃতাচী এ-বড়া শুকের বেশে মন দিয়ে উড়ে যান। ব্যাসের বীর্য স্খলিত হ এবং এই বীর্য থেকে শুকদেবের জন্ম হয়। জন্মের পরই শুক বয়ঃপ্রাপ্ত হন এবং উপনয়নের পর বৃহস্পতির আশ্রমে বিদ্যাশিক্ষা করতে যান। বৃহস্পতির কাছ থেকে ফিরে এসে আবার পিতার কাছে অধ্যয়ন করেন। শুক ও অন্যান্য অনেকগুলি শিষ্য মিলে ব্যাসের আশ্রম একটি মস্ত বড় বিদ্যায়তনে পরিণত হয়। শুক তার পর বিয়ে করে ব্যাসের সঙ্গেই বাস করছিলেন। পরে এক বার সব ছেড়ে দিয়ে কৈলাসে গিয়ে তপস্যা আরম্ভ করে দেন এবং আকাশে উঠে গিয়ে দ্বিতীয় সূর্যের মত বিরাজ করতে থাকেন। শুক এইভাবে চলে গেলে ব্যাস শোকে আশ্রম ত্যাগ করে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। কৈলাসে যেখান থেকে শুক আকাশে উঠে গিয়েছিলেন সেইখানে এলে মহাদেব দেখা দিয়ে সান্ত্বনা দেন। এর পর সমস্ত শিষ্যরা শিক্ষা শেষে ফিরে যান। ব্যাস আরো ব্যাকুল হয়ে পড়েন। একটি মতে এই সময়ে মায়ের কাছে ফিরে আসেন।

ফিরে এসে দেখেন সব কিছু উল্টপাল্টা হয়ে গেছে। সত্যবতী বিয়ে করেছেন

এবং চিত্রাঙ্গদা ও বিচিত্রবীর্য দুই সৎভাই। এর পর বিচিত্রবীর্য মারা গেলে সত্যবতীর নির্দেশে অম্বিকা অম্বালিকা ও অম্বিকার দাসীর গর্ভে যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্ম দেন। এবং এর পর বিচিত্রবীর্যের বংশের সঙ্গে অর্থাৎ কৌরব ও পাণ্ডব পরিবারের সঙ্গে নানা ভাবে ব্যাসদেব জড়িয়ে পড়েন। শন্তনু থেকে জনমেজয় পর্যন্ত সাত পুরুষের সঙ্গে এঁর বহু যোগাযোগ গড়ে ওঠে। গান্ধারীকে শত পুত্রের বর দিয়েছিলেন: গান্ধারী একটি মাংস পিণ্ড প্রসব করলে এই মাংস পিণ্ডকে ১০১ ভাগ করে ১০১টি সন্তান জন্মের ব্যবস্থা করেন। পাণ্ডু মারা গেলে বনে গিয়ে কুন্তীকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন; পাণ্ডবদের পাঞ্চালীর জন্ম বৃত্তান্ত শুনিয়েছিলেন; পাঞ্চালীর বিয়েতেও বেশ জড়িয়ে পড়েন। যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় ইনি এক জন সভাসদ ছিলেন। রাজসূয় যজ্ঞের সময় অর্জুনকে উত্তর দিকে, ভীমকে পূর্ব দিকে, সহদেবকে দক্ষিণে ও নকুলকে পশ্চিমে পাঠাতে বলেন; এবং যজ্ঞের জন্য নানা ব্যবস্থা করতে থাকেন। যজ্ঞের শেষে যুধিষ্ঠির সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন এবং যুধিষ্ঠিরের অভিষেক করেন। ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিয়েছিলেন দুর্যোধনকে সংযত করতে। পাণ্ডবরা দ্বৈত বনে থাকার সময় দেখা করে যান এবং যুধিষ্ঠিরকে প্রতিস্মৃতি বিদ্যা দিয়ে যান। সঞ্জয়কে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পাঠিয়েছিলেন অর্জুন ও কৃষ্ণের মহত্ত্ব বোঝাতে এবং সঞ্জয়কে দিব্য দৃষ্টি দিয়ে যান যাতে সঞ্জয় দূর থেকে যুদ্ধের সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। কুরুক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র এক বার শোকে ব্যাকুল হয়ে উঠলে ব্যাস এসে সান্ত্বনা দেন। ঘটোৎকচ মারা গেলে যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। দ্রোণ পর্বে শিব ও কৃষ্ণের মহত্ত্ব বর্ণনা করে অশ্বত্থামাকে শোনান। শল্য পর্বে সাত্যকি সঞ্জয়কে হত্যা করতে গেলে ব্যাস সাত্যকিকে নিরস্ত করেন। কৃষ্ণ অশ্বত্থামাকে অভিশাপ দিলে ব্যাস বোঝান অভিশাপ দেওয়া উপযুক্ত হয়েছে। নারী পর্বে গান্ধারীর ইচ্ছা ছিল পাণ্ডবদের অভিশাপ দেবেন, কিন্তু ব্যাস বুঝিয়ে শান্ত করেন। যুদ্ধের পর রাজ্য শাসন সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়েছিলেন। শান্তিপর্বে আত্মীয়স্বজনের বিচ্ছেদের দুঃখে যুধিষ্ঠির আত্মহত্যা করতে গেলে ব্যাস নিরস্ত করেন। শরশয্যায় ভীষ্মের সঙ্গে দেখা করে যান এবং যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করার পরিকল্পনা দেন। মরুত্তের অর্থ সংগ্রহের উপদেশও এই ব্যাস দিয়েছিলেন। অশ্বমেধ পর্বে অভিমন্যুর শোকে আকুল উত্তরাকে ও অর্জুনকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য নানা উপদেশ যুধিষ্ঠিরকে দিয়েছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র বনে গেলে ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দিয়ে যান এবং মৃত সমস্ত যোদ্ধাদের গঙ্গাতীরে এক দিনের জন্য পরলোক থেকে এনে সকলের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেন। আশ্রমিক পর্বে বহু ক্ষত্রিয় নারী ব্যাসের উপদেশে গঙ্গাতে আত্মবিসর্জন করে মৃত-স্বামীদের কাছে ফিরে যান। যদু বংশ ধ্বংসের পর অর্জুন ব্যাসের আশ্রমে গিয়ে পরামর্শ করেন। রাজা জনমেজয়ের উপদেষ্টাও এই ব্যাস। অনুশাসন পর্বে একটি কীট (পূর্ব জন্মে জনৈক দুষ্ট ব্যক্তি) শকটের চাকার নীচ থেকে আত্মরক্ষার জন্য দ্রুত পথ অতিক্রম করতে চেষ্টা করছিল। ব্যাস এই কীটকে রক্ষা করেন; এবং কীটটি পর জন্মে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মান।

জীবনের শেষের দিকে ব্যাস আবার হিমালয়ে ফিরে যান। হস্তিনাপুরের রাজবংশের মাধ্যমে সত্যবতীর এই ছেলেটি জীবনের বিরাট উত্থান পতনের প্রত্যক্ষ

সাক্ষী। মনের দ্বন্দ্বের কথা মহাভারতে বিশেষ কোথাও নাই।· তবু নিজের জন্ম, জন্মের পরই মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক (কানীন পুত্র বলে) ছিন্ন হওয়া, পরে মায়ের নির্দেশে ধৃতরাষ্ট্র ইত্যাদির জন্ম দেওয়া এই সমস্ত ঘটনার একটা প্রতিক্রিয়া মনের মধ্যে নিশ্চয়ই ছিল। অথচ সামাজিক দিক থেকে রাজপরিবারে ব্যাস কেউ নন। এই দ্বন্দ্বই মানুষকে কবি/লেখক করে তোলে। সুতরাং মহাভারত (পুরাণ ইতিহাস) লেখার এক মাত্র অধিকার ব্যাসই ঘটনাচক্রে লাভ করে ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে ব্যাস কুরুবৃদ্ধ পিতামহ। ভীষ্মের চরিত্রে বহু ত্রুটি আছে; যুযুৎসু বা বিদুরের মত ভীষ্ম বিদ্রোহ করতে পারেন নি; কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু ও বিদুরের জন্মদাতা এই পিতার চরিত্র অপূর্ব এবং অকলঙ্ক। মহাভারত ব্যাস বলে গিয়েছিলেন গণেশ (দ্রঃ) লিপিকার হিসাবে লিপিবদ্ধ করেন।

ব্যাসের আরো কয়েকটি শিষ্য :-অগ্নিবর্চস্, অকৃতব্রণ, অসিত, দেবল, মিত্রায়ুস্, বৈশম্পায়ন, শুক (ছেলেও বটে), সাবর্ণি, সুমতি, সূত। দ্রঃ অপান্তরতমস্।

বেদশিরস্—(১) ভৃগুবংশে মার্কণ্ডেয়ের স্ত্রী মূর্দ্ধণ্যার/ধূম্রার ছেলে। বেদ শিরসের স্ত্রী পীবরী। বেদশিরস যখন তপস্যা করছিলেন তখন অপ্সরা শুচি এই তপস্যা নষ্ট করার জন্য এসেছিলেন এবং একটি মেয়ে হয়েছিল। যমধর্ম এই মেয়েটিকে হরণ করার চেষ্টা করলে বেদশিরা এঁকে শাপ দিয়ে নদীতে পরিণত করেন। (২) কৃশাশ্ব এবং স্ত্রী ধিষণার ছেলে। পাতালে নাগেদের কাছে বিষ্ণুপুরাণ শিক্ষা লাভ করেন এবং শিষ্য প্রমতিকে শিক্ষা দেন।

বেদসা—পশ্চিম ভারতে বিখ্যাত গিরিগুহা। ভাজা-গুহার দক্ষিণে পৌণা নদীর সামনে মাত্র ৩০০ ফু উচ্চে বেদসা অবস্থিত। পুণা থেকে ৫০ কি-মি দূরে পিম্পলি গ্রাম থেকে যেতে হয়। পথ দুর্গম। ভাজার ন্যায় দারুশৈলী। এখানে একটি চৈত্য, একটি বিহার ও কয়েকটি প্রকোষ্ঠ এবং কূপ রয়েছে। মনে হয় ভাজার পরবর্তী ও কার্লার পূর্ববর্তী সময়ে নির্মিত।

বেদাঙ্গ—বেদের অঙ্গ :-(১) শিক্ষা (ফোনেটিকস্)। (২) কল্প (ধর্মীয় অনুষ্ঠান)। (৩) ব্যাকরণ (৪) ছন্দ, (৫) জ্যোতিষ (এস্ট্রনমি) ও (৬) নিরুক্ত (শব্দতত্ত্ব)। এই ছয়টি শাখা জানলে বেদ বোঝা সম্ভব। শিক্ষা অর্থে স্বর বিজ্ঞান; যাতে বৈদিক সূক্ত-গুলিতে ঠিক মত স্বর-সংযোগ করে গান করা সম্ভব হয়। (২) কল্প সূত্রগ্রন্থ; বেদের ব্রাহ্মণ অংশের সার। (৩) ব্যাকরণ :-বৈদিকভাষা বোঝার ব্যাকরণ। (৪) ছন্দ অর্থে বৈদিক সাতটি ছন্দ :-গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ ও জগতী। (৫) যজ্ঞাদির জন্য সময় নিরূপণ করার জন্য জ্যোতিষ। (৬) বৈদিক শব্দ ও বাক্যের অভিধান গ্রন্থ নিরুক্ত।

বেদান্ত—বেদের অন্ত অংশ অর্থাৎ বেদান্ত=উপনিষৎ। বেদের সার বস্তু এখানে আছে বলে বেদান্ত। বেদে চার ভাগ সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ=বেদান্ত। বেদান্ত শব্দের প্রচলিত অর্থ বিশেষ একটি দার্শনিক মতবাদ। এই মতবাদ হচ্ছে ব্রহ্মবাদ বা চৈতন্যবাদ। ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপক শাস্ত্র। বহু সম্প্রদায় রয়েছে; তবে সকলেই বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রকে মূলগ্রন্থ বলে স্বীকার করেন। এই ব্রহ্মবাদ দু ধরণের :-(১) প্রপঞ্চ ব্রহ্মবাদ :-অর্থাৎ জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব। (২) নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মবাদ :-অর্থাৎ

জগৎ মিথ্যা ; ব্রহ্মই এক মাত্র সত্য। প্রথমটি যেন কতকটা পরিণামবাদ ; দ্বিতীয়টি বিবর্তবাদ।

ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার শঙ্কর অদ্বৈতবাদী। বৈষ্ণব ভাষ্যকারীরা (রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ, নিম্বার্ক ইত্যাদি) ঠিক অদ্বৈতবাদী নন। এঁদের অদ্বৈতবাদ সম্প্রদায় অনুসারে বিশেষ বিশেষ বিশেষণ যুক্ত। ব্রহ্মসূত্রের শৈবভাষ্য লিখেছেন শ্রীকণ্ঠ। বৈষ্ণবরা ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও বিষ্ণুকে এক বলেছেন। শৈব বৈদান্তিকরা ব্রহ্ম ও শিবকে এক বলেছেন।

বেদান্ত উভয়—সাধারণ বেদান্ত এবং দ্রাবিড় বেদান্ত দুটি মিলে। রামানুজ এই নামটি প্রচলিত করেন।

বেদান্ত, দ্রাবিড়—আড়বাড়দের (আত্মহারা) উক্তি সংহিতা। ৪০০০ শ্লোকে গঠিত। ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ সম্পর্কে তত্ত্ব। তত্ত্বগুলি প্রাচীন তামিল ভাষায় লিখিত। তামিলে এর নাম 'নাল্ আয়্যির প্রবন্ধম্' বা দিব্য প্রবন্ধাবলী। এই বই থেকে আড়বাড়দের বৈরাগ্য, তত্ত্বজ্ঞান, ভগবদনুভব, প্রেম, ভক্তি ও ভজনধারার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

বেদি—পূজন ইত্যাদির স্থানে মাটি দিয়ে সাধারণত চৌকা বা লম্বা মত ঢিপি ; এর ওপর পূজা যজ্ঞ ইত্যাদি হয়। বেদির ওপর বৈদিক ব্রাহ্মণরা বসে কাজ করার অধিকারী।

বেদী—ব্রহ্মার স্ত্রী।

বেয়ন—আঙ্করটোম-এর বিশেষ উল্লেখযোগ্য মন্দির।

বেশ্যা—নাগরিক জীবনের সঙ্গে প্রাচীন ভারতে এদের সম্পর্ক কয়েকটি গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। বাৎস্যায়ন প্রভৃতি পণ্ডিতরা এঁদের তিনটি ভাগ করেছিলেন :-কুম্ভদাসী, রূপাজীবা, ও গণিকা। গৃহকর্তা বা তাঁর ছেলেদের বা প্রতিবেশীদের যে সমস্ত নারী শয্যাসঙ্গিনী হতেন তাঁরা কুম্ভদাসী। যাঁরা নিজেদের রূপ ও যৌবন দ্বারা জীবিকা অর্জন করতেন তাঁরা ছিলেন রূপাজীবা। রূপাজীবাদের আবার ভাগ ছিল পরিচারিকা, কুলটা, স্বৈরিণী, নটী, শিল্পকারিকা ও প্রকাশবিনষ্টা। এই সব রূপাজীবাদের বহুক্ষেত্রে স্বামী ও সংসার ছিল এবং স্বামী ও সমাজের অনুমতি নিয়েই নিজের দেহ বিক্রি করতেন এবং বিত্তশালী ব্যক্তির দুর্বলতার সুযোগ নিতেন। গণিকা অর্থে কিন্তু সে যুগে মহামান্য একটি শ্রেণী বুঝাত। এঁরা ৬৪ কলায় উৎকর্ষ লাভ করে এবং রূপবতী, গুণবতী ও শীলবতী হলেই তবেই গণিকা হতে পারতেন। এঁরা গণিকাকন্যা বা কুলত্যাগকারী স্বয়ং গণিকা। এই গণিকারা রাজা থেকে আরম্ভ করে সকলেরই সম্মানীয়া, প্রার্থনীয়া ও অভিগম্যা ছিলেন।

কৌটিল্যের বহু আগে থেকে এই গণিকারা রাষ্ট্রের বিশেষ একটি অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়েছিল। তাঁরা ছিলেন রাষ্ট্রের সম্পত্তি এবং তাঁদের সব কিছু দায়িত্ব ছিল রাজার। গণিকাদের জন্য এক জন অধ্যক্ষ বা পরিচালক থাকতেন। ইনি রাজকর্মচারী ; গণিকাদের উত্তম, মধ্যম ও অধম অনুসারে ভাগ করে বৃত্তি ইত্যাদির ব্যবস্থা এবং অন্য সমস্ত দায় দায়িত্ব নিয়ে দেখা শোনা করতেন। কোন গণিকার কোন উত্তরাধিকারী না থাকলে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি রাজভাণ্ডারে চলে যেত। এই গণিকারা রাজার পরিচারিকা ও পার্শ্বচারিণী হয়েও কাজ করতেন। এই সব গণিকা

এঁদের গণিকাবৃত্তি ত্যাগ করে ক্ষতি পূরণ দিয়ে বিবাহ করে সাধারণ সমাজ জীবনেও আসতে পারতেন। গণিকাদের ছেলেরা কুশী-লবের কাজ করত এবং এঁরাও ক্ষতি পূরণ দিয়ে স্বাধীন হতে পারত। বিষকন্যাও এই গণিকা, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

বেস নগর—দ্রঃ বিদিশা।

বৈকর্তন—কর্ণের এক নাম। ব্রাহ্মণ বেশী ইন্দ্রকে নিজের দেহ থেকে কবচ ও কুণ্ডল কেটে দান করার জন্য নাম।

বৈকুণ্ঠ—(১) বিষ্ণুর এক নাম। চাক্ষুষ মন্বন্তরে বিকুণ্ঠার গর্ভে জন্ম ফলে এই নাম (বিষ্ণু পু)। কুণ্ঠিত না হয়ে জলের সঙ্গে পৃথিবীর, বায়ুর সঙ্গে আকাশের এবং তেজের সঙ্গে বায়ুর মিলন করাবার জন্য পাণ্ডবরা বিষ্ণুকে এই নাম দিয়েছিলেন। বা পঞ্চম অর্থাৎ রৈবত মন্বন্তরে শুভ্রের ঔরসে স্ত্রী বিকুণ্ঠার গর্ভে জন্ম। (২) বিষ্ণুর বাসস্থান। ভক্তদের কাম্য পরম ধাম। ব্রহ্মলোকের কোটি যোজন ওপরে ঐশ্বর্য মণ্ডিত, জরা মৃত্যুহীন স্থান। লক্ষ্মীর ইচ্ছায় রৈবত মন্বন্তরে বৈকুণ্ঠলোক তৈরি করেন।

বৈজয়ন্ত—ইন্দ্রের প্রাসাদ। শম্বর (তিমিধ্বজের) রাজধানী।

বৈতরণী—(১) উড়িষ্যাতে কেয়োনঝড় জেলাতে মলগিরি অঞ্চলে ২°২৮´×৮৫°৩০´ পূ থেকে উৎপন্ন। যাজপুরের কাছে নদী দু ভাগ হয়ে দ শাখা ব্রাহ্মণী নদীতে এবং পূর্ব শাখা পামিরাস বিন্দুতে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। রামচন্দ্র পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে এখানে পিতৃতর্পণ করেছিলেন। (২) পিতৃলোকের নদী। নরকে যেতে হলে এই নদী পার হয়ে যেতে হয়। দুর্গন্ধপূর্ণ, রক্তমাংস, পূঁজ ও রক্তে ভরা।

বৈদর্ভী-সগরের স্ত্রী বৈদর্ভী। – সগর ১) ও শৈব্যা (কেশিনী); বৈদর্ভী ৬০,০০০ ছেলে। (২) রাজা কশের ৮) পত্নী। ছেলে কুশাম্ব, কুশনাভ, ইত্যাদি।

বৈদেহ—জনকের নাম। নিমিকে বিদেহ বলা হয়। জনক এই বিদেহ'র ছেলে।

বৈনতেয় বিনতার ছেলে।

বৈবস্বত মনু– তার নাম শ্রাদ্ধদেব। ইনি সপ্তম মনু। মরীচির ছেলে কশ্যপ, কশ্যপের ছেলে বিবস্বান (সূর্য) এবং বিবস্বানের ছেলে বৈবস্বত মনু। বৈবস্বত মনুও দেবী/মহামায়ার তপস্যা করে বর পেয়েছিলেন। আর এক মতে বদরিকাতে ১০ হাজার বছর তপস্যা করেছিলেন। এঁর শাসন কালে ইন্দ্র পুরন্দর; দেবতা আদিত্যগণ, বসুগণ ও রুদ্রগণ। অন্য মতে সাধ্যগণ, বিশ্বগণ, মরুৎগণ ও দু জন অশ্বিনীকুমার এবং আদিত্য, বসু ও রুদ্রেরা দেবতা। সপ্তর্ষি:-বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি, জমদগ্নি গৌতম, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ। সূর্যের কাছে ইনি যোগ বিদ্যালাভ করেন। ত্রেতা যুগের প্রারম্ভে সূর্য এঁকে সাত্বত ধর্ম শিক্ষা দেন। এঁর সময়েই এঁকে বাঁচাবার জন্য মৎস্য অবতার হয়েছিল। সূর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমানের সমস্ত জীবিত সত্ত্বা এঁর সন্তান। এঁর স্ত্রী শ্রদ্ধা এবং ১০ ছেলে -ইক্ষ্বাকু, নভাগ, ধৃষ্ট/ধৃষ্টি, শর্যাতি, নরিষ্যন্ত, করূষ, পৃষধ্র, প্রাংশুনাগ, নৃগ, দিষ্ট/দিষ্টি। এই ছেলেগুলিও মনু নামে পরিচিত। ভাগবত মতে এদের নাম ইক্ষ্বাকু, নভগ, শর্যাতি, দিষ্ট, ধৃষ্ট, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, পৃষধ্র, কবি, করূষ ও বসুমান। আর এক মতে এই ছেলেদের নাম ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ণু, শর্যাতি, নরিষ্যন্ত, কারূষ, পৃষধ্র, বেণ, ইল, নাভাগারিষ্ট। আর এক মতে শ্রদ্ধার

ষোল জন ছেলে ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ইষ্টি, শর্যাতি, নরিষ্যন্ত, করূষ, পৃষধ্র ইত্যাদি মনু, যম, যমী দু জন অশ্বিনীকুমার, রেবন্ত, সুদ্যুম্ন, কবি ও এঁর সন্তান।

বৈরণী—অসিক্নী।

বৈরাজ—বৈরাজ, অগ্নিষ্বাত্ত, সোমপা, গার্হপত্য ইত্যাদি পিতৃদেব (দ্রঃ)।

বৈরাট—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ভীমের হাতে মৃত্যু।

বৈশম্পায়ন—ব্যাসের প্রিয় শিষ্য অসিত, দেবল, বৈশম্পায়ন, সুমন্ত, জৈমিনি,* পৈল। ব্যাস এঁকে সংহিতা প্রদান করেন। লোমহর্ষণের কাছে বৈশম্পায়ন পুরাণ পাঠ নেন; ছ জন পৌরাণিকের এক জন। জনমেজয় কুরুপাণ্ডব চরিত কথা অর্থাৎ 'ভারতকথা' (দ্রঃ মহাভারত) শুনতে চাইলে ব্যাস এঁকে মহাভারত কীর্তন করতে বলেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে ইনি যজুর্বেদ শিক্ষা দেন। বৈশম্পায়ন ঘটনা চক্রে পদাঘাতে নিজের ভাগনেকে মেরে ফেলেন। প্রায়শ্চিত্তের জন্য শিষ্যদের তিনি ব্রহ্মবধ্যা যজ্ঞ করতে বলেন। তখন যাজ্ঞবল্ক্য জানান তিনি একাই যজ্ঞ করতে পারবেন। কোন শিষ্যের প্রয়োজন নাই। যাজ্ঞবল্ক্যের এই অহমিকায় রেগে গিয়ে বৈশম্পায়ন অধীত বিদ্যা সমস্ত ফিরে চান। যাজ্ঞবল্ক্য রক্তবমি করে সমস্ত যজুর্বেদ বার করে দেন। দ্রঃ তৈত্তিরীয় উপনিষদ। দ্রঃ বেদ যজু।

বৈশালিনী—রাজা বিশালের কন্যা; অবিক্ষিতের স্ত্রী, ছেলে করন্ধম।

বৈশালী—বর্তমান বসাঢ়। ২৫°৫৮'২০" উ×৮৫°১১'২০" পূ। প্রাক্ বৌদ্ধযুগে ষোড়শ মহাজনপদের একটি প্রধান নগর। উ-বিহারে মজঃফরপুর শহরের ২৭ কি-মি দ-পশ্চিমে। রামায়ণ অনুসারে ইক্ষ্বাকুর ছেলে বিশাল এবং পুরাণ মতে ইক্ষ্বাকুর ভাই নভাগের বংশধর রাজা বিশাল এই নগর পত্তন করেন। এই রাজবংশ পতনের পর লিচ্ছবি গণরাজ্যের রাজধানী হয়। বুদ্ধদেব ও মহাবীরের সময় ভারতে বৃহত্তম নগরী ছিল। এই সময় এখানে তিনটি প্রতিরক্ষা প্রাকার পরস্পর থেকে এক গাবত দূরে অবস্থিত ছিল। বিম্বিসারের সময় পাহাড়ি চবিদের প্রতিপত্তি ছিল। অজাতশত্রু রাজ্যটিকে মগধের অন্তর্গত করে নেন। শিশুনাগদের সময় এটি দ্বিতীয় রাজধানী। নন্দবংশের সময় থেকে বৈশালীর গৌরব অস্তমিত হয়। বৈশালীর কাছে কুণ্ডগ্রামে মহাবীর জন্মান।

বুদ্ধদেব কয়েক বার এখানে এসেছিলেন এবং এখানে কতিপয় চৈত্যেও বাস করেছিলেন। এখানে এক দল বানর বুদ্ধদেবকে একটি মধুভাণ্ড উপহার দেয়। এই ঘটনার স্মারক একটি স্তূপ এখানে মর্কট হ্রদের পাশে এক দিন অবস্থিত ছিল। বৈশালীতে আম্রপালির উপহার অর্ঘ্য গ্রহণ করেছিলেন। বুদ্ধের দেহের একাংশ সংগ্রহ করে লিচ্ছবিরা এখানে একটি ধাতুগর্ভ স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। বলা হয় বৈশালীর কাছেই আনন্দের দেহের অর্ধাংশ আর একটি স্তূপে রক্ষিত হয়েছে। দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসংগীতি হয় এই বৈশালীতে। খৃ-পূ দ্বিশতকে এখানকার চৈত্যগুলির খ্যাতি চার দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। বৌদ্ধধর্ম প্রায় ১২-শ শতক পর্যন্ত বৈশালীতে চালু ছিল।

প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ: বর্তমানে রাজা বিশাল কা-গড় (বসাঢ় গ্রামের উত্তরে) নামে পরিচিত। খননের ফলে খৃ পূ ৫০০-৬০০ খৃষ্টাব্দ ব্যাপী অধিবসাতর চিহ্ন পাওয়া গেছে। বহু স্তূপ পরিকীর্ণ এই বৈশালী।

বৈশেষিক—ষড়দর্শনের একটি শাখা। এই দর্শনে পরমাণুবাদ প্রচারিত হয়েছে ; কণাদ এঁর প্রবক্তা। দর্শনের গৃহীত সত্য (১) সংসার দুঃখময়। (২) জীবনের চরম উদ্দেশ্য মোক্ষলাভ (৩) মোক্ষ অর্থে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি (৪) মোক্ষের উপায় তত্ত্বজ্ঞান।

বিশেষ সাতটি পদার্থ ; এই পদার্থ সাতটির সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের বোধ থেকে তত্ত্বজ্ঞান জন্মায়। সাতটি পদার্থ হচ্ছে :-দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। দ্রব্য অর্থে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, কাল, দিক, আত্মা, মন—৯টি। গুণ অর্থে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম, অধর্ম—২৪টি। কর্ম অর্থে—উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন—মোট ৫টি। নিত্য ও অনেক সমবেত অর্থে সাধারণতা বা জাতি। বিশেষ অর্থে যা অন্যতে নাই। সমবায় অর্থে গুণের সঙ্গে গুণীর যে সম্পর্ক অনুরূপ সম্পর্ক। অভাব-এক বস্তুতে অপর বস্তুর অভাব।

ঈশ্বর এই দর্শনে স্বীকৃত। ঈশ্বর জগতের উপাদান কারণ নয় ; নিমিত্ত কারণ। চতুর্বিধ পরমাণুই জগতে সকল উৎপন্ন বস্তুর উপাদান কারণ।

বৈশ্বানর—(১) ভানু নামে অগ্নির প্রথম ছেলে। বিশ্বামিত্র এই দেবতার স্তব অনেক ঋক্‌মন্ত্রে রচনা করেছেন। দ্রঃ গৃহপতি। (২) দনুর একশ ছেলের এক জন। বৈশ্বানরের দুই ছেলে পুলোমা ও কালক।

বৈশ্রবন—বিশ্রবনের ছেলে কুবের, রাবণ ইত্যাদি।

বৈষ্ণবধর্ম—বিষ্ণুর উপাসকদের ধর্ম। প্রাচীন কালে একান্তিক, সাত্বত, ভাগবত বা পঞ্চরাত্র শব্দগুলি বৈষ্ণব অর্থে ব্যবহৃত শব্দ। মহাভারতে ১৮শ পর্বে শব্দটির প্রথম ব্যবহার দেখা যায়। বৈষ্ণব ধর্মের অঙ্কুর ঋক্‌বেদে রয়েছে ; এখানে বিষ্ণুকে গাভীর রক্ষকও বলা হয়েছে। তৈত্তিরীয় ও মুণ্ডক উপনিষদেও উল্লেখ রয়েছে। এই বিষ্ণু প্রেম স্বরূপ। ক্রমশ এই প্রেম 'উজ্জ্বলরস' রূপে স্বীকৃত হয়। বৈষ্ণবরা এই উজ্জ্বল রসের সাধক , মুক্তিও এঁদের কাম্য নয়। পৃথিবীতে সমতুল্য কোন মতবাদ আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু এই উজ্জ্বল রসের সঙ্গে আদিরস ও মানবিক সাধারণ দুর্বলতা মিলে বহু জায়গায় বহু কলুষতা এসেছে।

পাণিনিতে (খৃ-পূ ৫০০) কিছু ইঙ্গিত রয়েছে তখন যেন এই সম্প্রদায় ছিল। মেগাস্থিনিস সৌরসেন রাজ্যে মথুরা, যমুনার উল্লেখ এবং কৃষ্ণের (=হেরাক্লিস) পূজার কথা বলেছেন। শুঙ্গরাজ ভাগভদ্রের সভায় এলিযদর (=হেলিয়োদোরাস) নামে গ্রীক দূত এসে আনুমানিক ১১৩ খৃ-পূর্বে বেস নগরের গরুড়ধ্বজ স্তম্ভটি প্রতিষ্ঠা করেন ; এবং নিজেকে ভাগবত সম্প্রদাযের এক জন লোক বলে প্রচার করেন। খৃ-পূ ১ শতকের শেষ দিকে রাজপুতানায় ছড়ায় ; চিতোর গড়ের আট মাইল উত্তরে ঘোসুন্দি শিলালেখ থেকে জানা যায়। ঐ সময়ে মহারাষ্ট্রেও ছড়িয়ে যায়। গুপ্তযুগের 'প্রাক্‌কালে' বিহার ও বাঙলাতে এবং উত্তর বঙ্গে পাহাড়পুরে ৬-ষ্ঠ বা ৭ম শতকে ছড়ায়।

বৈষ্ণবাস্ত্র—পৃথিবীর প্রার্থনায় পৃথিবীর ছেলে নরককে কৃষ্ণ এই অস্ত্র দিয়েছিলেন। নরকাসুরের কাছে থেকে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্ত এই অস্ত্র পান। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে ভগদত্ত এই অস্ত্র প্রয়োগ করলে কৃষ্ণ নিজের বুকে এই অস্ত্র গ্রহণ

করেন। বৈজয়ন্তী মালার মত এই অস্ত্র কৃষ্ণের বুকে লেগে থাকে।

বৈষ্ণবী—(১) অন্ধকারাসুরের রক্ত পান করার জন্য মহাদেবের সৃষ্ট এক জন মাতৃকা। (২) মাতৃকাদের মধ্যে পার্বতী এই নামে খ্যাত। (৩) দুর্গার আর এক নাম। (৪) চতুঃষষ্টি যোগিনীর এক জন।

বোধনাথ মন্দির—কাঠমণ্ডু (দ্রঃ)।

বোধিদ্রুম—গয়া তীর্থে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে একটি অশ্বথ গাছ। এই গাছের নীচে বসে বুদ্ধদেব বোধি লাভ করেন। বোধি লাভের পরও সাত সপ্তাহ এখানে বৃক্ষমূলে কাটান। সমগ্র স্থানটি বজ্রাসন অনিমেষ ইত্যাদি সাত অংশে চিহ্নিত পবিত্র স্থান। বুদ্ধ কর যোড়ে বোধি বৃক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছেন এই ভিত্তিচিত্রটি সিংহলে সেডাওয়ালা বিহারে পাওয়া যায়। বলা হয় শ্রাবস্তীতে বুদ্ধের আদেশে আনন্দ এই গাছের একটি শাখা রোপণ করেছিলেন। পরে বারাণসী, পুরুষপুর ইত্যাদি সর্বত্র এই গাছ রোপিত হতে থাকে। মহারাজ অশোক সঙ্ঘ মিত্রাকে দিয়ে একটি শাখা সিংহলে পাঠিয়ে ছিলেন; সেই গাছটি অনুরাধ পুরে এখনও পূজিত হয়। গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক গয়ার মূল গাছটি কেটে ফেলেছিলেন। ১২০০ বছরের সেই গাছের কাণ্ডটি এখানে বজ্রাসন অংশ খনন করে দেখতে পাওয়া গেছে। বর্তমান গাছটি খুব প্রাচীন নয়। দ্রঃ বুদ্ধগয়া।

বোধ্য গীতা—মঙ্কি (দ্রঃ) গীতা।

বৌদ্ধদর্শন—বুদ্ধদেব দার্শনিক তত্ত্ব বিচারের পক্ষাপাতী ছিলেন না। পরাতত্ত্ব বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি মৌন থাকতেন। তাঁর সমস্ত উপদেশের মূলে ছিল যুক্তি, তর্ক ও বিচার। বুদ্ধের এই সমস্ত বচন পরে সংগৃহীত হয়ে মোটামুটি ৩০-টি গুরুত্বপূর্ণ শাখা বা সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। এগুলির মধ্যে মহাযানী দুটি শাখার নাম মাধ্যমিক ও যোগাচার এবং হীনযানী দুটি শাখা সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক। বৌদ্ধ দর্শনে প্রধান শাখা এই চারটি।

মাধ্যমিক দর্শন/শূন্যবাদ-প্রতিষ্ঠাতা নাগার্জুন। এঁদের মতে দৃশ্যমান প্রাতিভাসিক জগতের সত্তা স্বীকার্য নয়। কিন্তু এর পেছনে একটা অনির্বচনীয় সদ্বস্তু রয়েছে; এই সত্তাটি শূন্য। এই সৎ-বস্তুটি কারণাতীত। জাগতিক বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বুদ্ধি গ্রাহ্য নয়; এই স্বরূপ ও অনির্বচনীয় এবং এই অর্থে শূন্য। নাগার্জুনের মতে সত্য দু রকম:- (১) ব্যবহারিক (= সংবৃত্তি) সত্য ও (২) পূর্ণ (= পরমার্থ) সত্য। নির্বাণ অবস্থায় এই পূর্ণসত্য জানা যায়। এবং নির্বাণ অবাঙ্‌মানসগোচর একটি দশা। বাহ্য বস্তু ও মন এই দুয়েরই প্রকৃত সত্তাকে অস্বীকার করা হয়েছে।

যোগাচার দর্শন/বিজ্ঞানবাদ/বাহ্যার্থ শূন্যতাবাদ প্রতিষ্ঠাতা অসঙ্গ, বসুবন্ধু। এই মতে বাহ্য বস্তু অসৎ কিন্তু মন সৎ।

সৌত্রান্তিক দর্শন/বাহ্যানুমেয়ত্ববাদ। এটি সর্বাস্তিবাদ অর্থাৎ বাহ্য ও আন্তর বস্তু দুয়েরই সত্তা স্বীকৃত যেন।

বৈভাষিক দর্শন/ বাহ্যপ্রত্যক্ষত্ববাদ। এটিও সর্বাস্তিবাদ। বাহ্য ও আন্তর বস্তু দুটিরই সত্তা স্বীকৃত। উপরন্তু বাহ্য বস্তু প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য; অনুমেয় নয়।

বৌদ্ধধর্ম—বহু জনের সুখ ও বহুজনের হিতের জন্য প্রতিষ্ঠিত ধর্ম। জরা, ব্যাধি, মৃত্যু

ও পুনর্জন্মের কবল থেকে মানুষকে মুক্ত করবার আশায় প্রতিষ্ঠিত ধর্ম। বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে ভারতে সাহিত্য, দার্শনিক-চিন্তা ও শিল্পকলার এক প্রবল বন্যা এসেছিল এবং সেই প্লাবনে বহির্ভারতেও বহু স্থান ভেসে গিয়েছিল। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড এবং বর্ণভেদ এই ধর্মে স্বীকৃত নয়। তাঁর এই ধর্ম আপামর জনগণের সামাজিক শক্তির/নির্বাণের/আনন্দের ধর্ম চারটি সামগ্রিক সত্যের ওপর বুদ্ধের সামগ্রিক চিন্তা প্রতিষ্ঠিত। এই চারটি চতুরার্য সত্য :-দুঃখ, দুঃখ সমুদয়, দুঃখ নিরোধ ও দুঃখ নিরোধগামী মার্গ। (১) দুঃখ— জীবের সকল দুঃখের কারণ জন্মগ্রহণ। জন্ম, ব্যাধি, জরা, মৃত্যু, প্রিয়বিয়োগ, অপ্রিয় সম্প্রয়োগ, ঈপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তি ও পঞ্চ উপাদান— এই আট প্রকার দুঃখ। (২) দুঃখ সমুদয়—দুঃখের উৎপত্তি। কতকগুলি কার্য কারণ পরম্পরায় এই উৎপত্তি। (৩) দুঃখ নিরোধ —দুঃখ নিরোধের উপায় প্রবৃত্তির বিনাশ করে সমতার ও শান্তির অবস্থা লাভ। এই অবস্থা লাভই নির্বাণ। এই নির্বাণ লাভ হলে আর পুনর্জন্ম হয় না। (৪) দুঃখ নিরোধগামী মার্গ—ভগবান বুদ্ধের নির্ধারিত মার্গ বা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

বুদ্ধ বলেছেন কর্মই গতি, কর্মই বন্ধু, কর্মই আশ্রয়। জীব ৫-টি স্কন্ধের সমন্বয় মাত্র। এই ৫-টি স্কন্ধ বিশ্লেষণ করলে আত্মা রূপে কোন সৎ বস্তু পাওয়া যায় না। স্থায়ী বা নিত্য কোন পুদ্গল বা আত্মা নাই ; আছে কেবল নিয়ত পরিবর্তনশীল বিজ্ঞান বা চিত্ত-প্রবাহ।

বুদ্ধের মৃত্যুর পর রাজগৃহে সপ্তপর্ণী গুহাতে সমবেত হয়ে প্রথম বৌদ্ধ মহাসংগীতি বসেছিল। এর একশ বছর পরে দ্বিতীয় মহাসংগীতি বসে। তৃতীয় মহাসংগীতি বসে অশোক রাজপুত্র কণিষ্কের সিংহলে পা... চতুর্থ মহাসংগীতি বসেছিল কণিষ্কের আনুকূল্যে। বর্তমানে বর্মাতে বৌদ্ধ সংখ্যা ৯০%, থাইল্যাণ্ডে ৮০%, জাপান ও সিংহলে ৬০%; চীনে ৭%, ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়াতে—সামান্য কিছু। কম্বোডিয়া, তিব্বত ও লাওস —সম্পূর্ণ বৌদ্ধদেশ, উত্তর আমেরিকাতে ১৬৫,০০০ দক্ষিণ আমেরিকাতে ১৩২,০০০, ইউরোপে ১০,০০০ মত।

বৌদ্ধমহাসংগীতি —দ্রঃ মগধ, বৌদ্ধধর্ম।

ব্যবহারমাতৃকা — ব্যবহারমাতৃকা/ব্যবহার মাতৃকা। ব্যবহার বা মামলা সংক্রান্ত প্রাথমিক বিষয়গুলির পরিচয় এই গ্রন্থে রয়েছে। গ্রন্থটিকে দায়ভাগ গ্রন্থের মুখবন্ধ বলা হয়।

ব্যবহারশাস্ত্র— মনু ইত্যাদি দ্বারা বিবাদের/মতবিরোধের ১৮-টি ভাগ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। (১) দেওয়া-নেওয়া সম্পর্কিত, (২) অপরের কাছে গচ্ছিত রাখা সম্পত্তি সম্পর্কিত, (৩) অপরের সম্পত্তি বিক্রয় করা সম্পর্কিত, (৪) যুক্ত ব্যবসায়ে লাভ আত্মসাৎ করা সম্পর্কিত, (৫) দান করা সম্পত্তি গ্রহীতাকে না দেওয়া সম্পর্কিত, (৬) পারিশ্রমিক না দেওয়া ; (৭) আদেশ অমান্য করা সম্পর্কিত, (৮) কোন কিছু বিক্রি ইত্যাদির পর জিনিসটি নিজের হাতে আটকে রাখা ; (৯) গৃহস্বামী ও গোপালকের মধ্যে মত বিরোধ ; (১০) জমি ইত্যাদির সীমানা নিয়ে মত বিরোধ ; (১১) অপরকে আঘাত করা, (১২) অপরকে নিন্দা করা ; (১৩) চুরি বা ডাকাতি করা, (১৪) মারামারি, হাঙ্গামা (১৫) অপরের স্ত্রী চুরি করা ; (১৬) বিবাহিতের দায়িত্ব পালন না করা ; (১৭) সম্পত্তি বণ্টনে বঞ্চনা বা বাধা দেওয়া, (১৮) জুয়া খেলা। এই সব বিষয়ে মত বিরোধ

দেখা দিলে রাজা বিচার করতেন বা রাজা কোন কারণে ব্যস্ত থাকলে তিন জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এই বিচার নিষ্পন্ন করে দিতেন।

ব্যাক্‌ট্রিয়া—বাহ্লীক (দ্রঃ)। উত্তর আফগানিস্তান এবং রুশীয় তার্কিস্তানের কিছুটা অংশ ও দক্ষিণ সোগদিয়ানা মিলে এই দেশ। বক্ষু (অক্সাস) নদীর জলে সুজলা। জরথুস্ত্রীয় এলাকা। এক দিন শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়েছিল; যাযাবর আক্রমণ সফলতার সঙ্গে প্রতিরোধ করেছিল এবং উত্তর ভারতেও রাজ্য বিস্তার করেছিল। এই সফলতার মূলে ছিল দেশের কৃষিসম্পদ, দক্ষ শাসন যন্ত্র এবং ব্যাপক ব্যাবসা বাণিজ্য। ভারত ও ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্যের প্রায় একমাত্র কেন্দ্র হয়ে ওঠে এবং এই বাণিজ্য চীনা ও মঙ্গোলিয়াতেও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই দেশে বহু এবং বড় বড় সামরিক গ্রীক উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল এবং ইরানীয় কুলপতিরা (ব্যারন) দেশের সরকারকে শক্তিশালী করে তুলেছিল। খৃ-পূ ১৩০-এ কুষাণ যাযাবরদের হাতে পরাভূত হয়। পরে তুখরিস্তান নাম হয়। এবং এর পর বৌদ্ধ ধর্মের একটি বড় কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১০৬ খৃ-পূর্বের পর এখানে চীনা বাণিজ্য ঘাটি গড়ে ওঠে।

ব্যাস—দ্রঃ বেদব্যাস।

ব্যাসস্থলী—কুরুক্ষেত্র প্রান্তে একটি তীর্থ। পুত্রের বিচ্ছেদে কাতর হয়ে ব্যাস এখানে আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেছিলেন।

ব্যূঢ়োরস্ক—ধৃতরাষ্ট্র। ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে; ভীমের হাতে নিহত।

ব্যুষিতাশ্ব—পুরুবংশে এক রাজা। ইনি যজ্ঞে দেবতাদের সোমপান করিয়ে ও ব্রাহ্মণদের দক্ষিণায় সন্তুষ্ট করে শক্তিশালী হন। নানা দেশ জয় করে আবার এক যজ্ঞ করে দশটা হাতীর মত বল পান। কাক্ষীবানের মেয়ে ভদ্রা এঁর স্ত্রী। স্ত্রীর রূপে মুগ্ধ হয়ে রাজকার্য পরিত্যাগ করেন এবং অপারমিত স্ত্রীসংসর্গের ফলে যক্ষায় মারা যান। ভদ্রা মৃতদেহ আলিঙ্গন করে কাঁদতে থাকলে ব্যুষিতাশ্ব দৈববাণী করেন ঋতুস্নান করে ৮-ম বা ১৪ শ দিনে মৃত দেহের পাশে শয়ন করলে ব্যুষিতাশ্ব তাকে গর্ভবতী করে দেবেন। এই ভাবে ভদ্রার গর্ভে তিন জন শাল্ব ও চারজন মদ্রের জন্ম হয়। (মহা ১। ১২১।৩৩)।

ব্যুষ্ট—ধ্রুব বংশে রাজা পুষ্পার্ণ ও রাণী প্রভা। ব্যুষ্টের ভাই: প্রদোষ, নিশীথ; এবং ছেলে সর্বতেজস্‌।

ব্যূহ—সৈন্যদলকে বিশেষ পরিকল্পনায় সাজান। যুদ্ধে পদাতি, অশ্বারোহী, হস্তী ও রথ অবস্থানের বিশেষ কৌশল। সাধারণত ছয় প্রকার:-বজ্র, মকর, শকট, শ্যেন, সর্বতোভদ্র, সূচী, সূচীমুখ। পাণ্ডবরা কুরুক্ষেত্রে বজ্রব্যূহ তৈরি করে যুদ্ধ করেছিলেন। মহাভারতে কতকগুলি ব্যূহের নাম:-অর্দ্ধচন্দ্র, ক্রৌঞ্চ, গরুড়, চক্র, চক্রশাকট, পদ্ম, ব্যাস, মণ্ডল, শৃঙ্গাটক, সাগর। আরো ৬টি নাম মণ্ডলার্দ্ধ ও সুপর্ণ।

ব্যোমকেশ—ব্যোম যাঁর কেশ। গঙ্গা নামবার সময় শিবের জটা সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়েছিল; ফলে এই নাম।

ব্যোমাসুর—ময়াসুরের ছেলে। কৃষ্ণের হাতে নিহত।

ব্রজ—মথুরা ও চার পাশ কৃষ্ণের লীলাভূমি। মহাতীর্থ। এখানে বারটি বন, উপবন, প্রতিবন ও অধিবন আছে। দ্রঃ বট।

ব্রত—সংহিতাতে নির্দেশিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। ব্রত অর্থে অবদম ইত্যাদি। ব্রতের সঙ্গে দেহের কষ্ট বিধান থাকলে তাকে তপস্যা বলা হয়। ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করাকে বলা হয় নিয়ম।

ব্রহ্ম—অব্যক্ত, অব্যয়, চিরন্তন, অনন্ত, অনাদি, কালাতীত, উপাধিহীন, স্বয়ম্ভু, সর্বসৃষ্টি-কর্তা, সর্বব্যাপী। নির্গুণও বলা হয়। আবার পুরাণে আছে °১ দৈবযুগে (=সত্য+ত্রেতা+দ্বাপর+কলি= ১২০,০০ দৈববর্ষ) এক মন্বন্তর এবং ১৪ মন্বন্তরে ১ কল্প=ব্রহ্মার দিবা ভাগ অংশ। ২ কল্পে ব্রহ্মার অহোরাত্র; ৩৬০ ব্রহ্মার অহোরাত্র=১ ব্রহ্ম বৎসর; ১২০ ব্রহ্মবৎসরে ব্রহ্মার জীবন। ব্রহ্মার মৃত্যুর পর আবার নতুন ব্রহ্মা সৃষ্টি হন। দর্শনে বলা হয়েছে সব কিছুই ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন এবং সব কিছুই ব্রহ্মে বিলীন হয়। অদ্বৈত বেদান্ত মতে নাম, রূপ, উপাধি ভেদে এক ব্রহ্ম বিভিন্ন জীবরূপে প্রতিভাত হন। অচিন্ত্য ভেদাভেদ (দ্রঃ) ইত্যাদি দর্শনের ব্রহ্ম ও বেদ পুরাণের ব্রহ্ম/ব্রহ্মা এক হয়েও এক নয়।

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ঋকবেদে ব্রহ্মণস্পতি এবং বৃহস্পতি। বৈদিক যুগের শেষ দিকে ত্বষ্টা, বিরজা, হিরণ্যগর্ভ, স্কম্ভ, পরমেষ্ঠী, স্বয়ম্ভু এঁরাও ব্রহ্মাতে পরিণত। বেদে কিংবা ব্রাহ্মণে ব্রহ্মা নাই, সেখানে আছেন হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি। প্রথম দিকে ব্রহ্মা অর্থে পুরোহিত; বিশেষতঃ অথর্ববেদী ঋত্বিক। দ্রঃ ব্রহ্মণস্পতি। পুরাণে ব্রহ্মার চার হাত পঞ্চমুখ, এবং অন্তরীক্ষের দেবতা; সচরাচর চতুর্মুখ, হংসবাহন, হাতে মালা, অক্ষমালা, আজ্যপাত্র বা পুস্তক এবং কমণ্ডলু।

সৃষ্টির প্রথমে শিশু অবস্থায় বিষ্ণু বটের পাতায় শুয়ে ভাবছিলেন তিনি কে! ইত্যাদি। এমন সময় দৈববাণী হয় 'সর্বম খলু ইদং ব্রহ্ম'। বিষ্ণু শুনে আশ্চর্য হয়ে যান। এর পর চতুর্ভুজা, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী দেবী দেখা দেন। সঙ্গে লজ্জা, বুদ্ধি, ধৃতি ইত্যাদি ইত্যাদি শক্তিরাও থাকেন। দেবী বলেন প্রতিবার প্রলয়ের পর সৃষ্টির সময় বিষ্ণু এই ভাবে নতুন করে জন্মান। বিষ্ণুর প্রধান গুণ সত্ত্ব; এবং এই বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মা জন্মাবেন; তাঁর প্রধান গুণ হবে রজ; এবং ব্রহ্মার ভ্রূমধ্য থেকে জন্মাবেন রুদ্র; এঁর গুণ হবে তম। ব্রহ্মা তপস্যা করে সৃষ্টি করার ক্ষমতা লাভ করবেন। বিষ্ণু এই সৃষ্টি পালন করবেন এবং রুদ্র ধ্বংস করবেন। এই ভাবে ব্রহ্মার জন্ম হয় এবং তপস্যা করে সৃষ্টির ক্ষমতা লাভ করেন। ব্রহ্মা তার পর মন থেকে সপ্তর্ষিদের এবং তার পর প্রজাপতিদের সৃষ্টি করেন।

মনুতে আছে ব্রহ্মাণ্ড থেকে ব্রহ্মার জন্ম। প্রলয়ের পর সমস্ত যখন অন্ধকার তখন ব্রহ্মা নিজের তেজে সেই অন্ধকার দূর করে জলের সৃষ্টি করেন এবং সেই জলে সৃষ্টির বীজ স্থাপিত করেন। এই বীজ একটি সোনার ডিমে পরিণত হয়। ডিমের মধ্যে ব্রহ্মা অবস্থান করতে থাকেন। ডিমটি তার পর দু টুকরো হয়ে যায়; এক ভাগ হয় পৃথিবী। বামন পুরাণে এই ঘটনাই সামান্য অদল বদল করা আছে। পরম পুরুষ এই ডিম ভেঙে দেন; ভেতর থেকে ওঁ (ভূঃ, ভুবঃ স্বঃ) শব্দ বার হয় এবং সবিতা ও ব্রহ্মা বার হয়ে আসেন। আর এক মতে প্রলয়ের পর নারায়ণ অনন্ত শয্যায় যোগ নিদ্রায় যখন শুয়ে ছিলেন তখন তাঁর নাভি থেকে শত যোজন বিস্তৃত একটি পদ্ম ফুটে ওঠে এবং সেই পদ্মে ব্রহ্মার উৎপত্তি। ব্রহ্মা সকলেরই সৃষ্টিকর্তা তবে

বিশেষ উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হচ্ছে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরস, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, বশিষ্ঠ, ভৃগু, দক্ষ, নারদ—এঁরা দশজন প্রজাপতি। একটি মতে মন থেকে সৃষ্টি ধাতা, বিধাতা, কপিল, আসুরি, কবি, শঙ্কু, শঙ্খ, পঞ্চশিখ, প্রচেতা ইত্যাদিও মানস পুত্র। আরো অনেক প্রজাপতি সৃষ্টি করেছিলেন। প্রজাপতিরাই সমস্ত প্রাণীদের জনক। গর্জনকারী রুদ্র, স্বায়ম্ভুব মনু, ব্রহ্মার অহং থেকে কন্দর্প, ধর্ম থেকে জাম্ববান এবং রাক্ষস মধুক ও রাক্ষসী গোলিকা ইত্যাদিও সৃষ্টি করেন। সনক, সনন্দ, সনন্দন, সনৎকুমার ইত্যাদি ব্রহ্মার ছেলে। মানস পুত্রদের সকলেরই কিন্তু মন থেকে জন্ম নয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ব্রহ্মার কন্যা-কামনার কাহিনী আছে। ব্রহ্মার মেয়ে দেবসেনা, সন্ধ্যা, শতরূপা। সাবিত্রী, গায়ত্রী ও সরস্বতী এঁর স্ত্রী। অষ্ট মাতৃকার অন্যতমা ব্রহ্মাণী এঁর শক্তি। *বেদাঙ্গ জ্যোতিষে মৃগশিরা নক্ষত্র প্রজাপতি ব্রহ্মা; এবং রোহিণী এঁর মেয়ে। ব্রহ্মার বাস মেরু পর্বতে। একটি মতে ব্রহ্মার হৃদয় থেকে মদন, ভ্রূ থেকে ক্রোধ, ঠোঁট থেকে লোভ, মুখমণ্ডল থেকে সরস্বতী, উপস্থ থেকে সিন্ধু এবং পায়ু থেকে নির্ঋতি।

নিজের দেহের অর্দ্ধেক অংশ থেকে ব্রহ্মা শতরূপাকে সৃষ্টি করেন এবং স্ত্রী হিসাবে বিয়ে করেন। শতরূপা এত সুন্দরী ছিলেন যে ব্রহ্মা এঁর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারতেন না। শতরূপা ব্রহ্মাকে প্রদক্ষিণ করার সময় ব্রহ্মার অসুবিধা হতে থাকে ফলে ব্রহ্মার চারটি মাথা হয়। শতরূপা এক বার আকাশ পথে যাচ্ছিলেন এই সময় শতরূপাকে দেখবার জন্য ব্রহ্মার ৫-ম মাথাটির উৎপত্তি।

সত্যযুগে শ্বেতদ্বীপে বিষ্ণু তপস্যা করছিলেন। এখানে দু জনে এক বার দেখা হয়ে যায়। কথা হতে হতে দু জনের মধ্যে তর্ক হয় কে বড়। ইতি মধ্যে এঁদের মাঝখানে একটি শিবলিঙ্গ দেখা দেয় এবং দৈববাণী হয় এই শিব লিঙ্গের আদি বা অন্ত যে আগে পৌছতে পারবে সেই বড়। দ্রঃ কপালী, সন্ধ্যা। আর এক মতে সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সৃষ্টি হয়। পরম পুরুষ তার পর অহং সৃষ্টি করেন। শিব ও ব্রহ্মা দু জনেই অহংকারী হয়ে ওঠেন এবং দু জনের মধ্যে কে তুমি, বলে ঝগড়া আরম্ভ হয়। এই ঝগড়া থেকে বিষ্ণুর জন্ম হয়। বিষ্ণু মহাকাশে উঠে যান এবং শিব ব্রহ্মার কাছে পরাজিত হয়ে ক্রোধে ব্রহ্মার একটি মাথা নখে করে ছিঁড়ে নেন। আর একটি কাহিনীতে প্রথম দিনে সৃষ্টির সময় ব্রহ্মা নীললোহিত শিবের সৃষ্টি করেন। পরবর্তী সৃষ্টির সময় এই নীললোহিত শিবকে ব্রহ্মা উপেক্ষা করলে নীললোহিতের শাপে ব্রহ্মার ৫-ম মাথাটি নষ্ট হয়ে যায়। আর একটি মতে ব্রহ্মা যখন মহাদেবকে (পরে দ্রষ্টব্য) তাঁর ছেলে হয়ে জন্মাতে বলেন তখন মহাদেব ক্রোধে ব্রহ্মার একটি মাথা ছিঁড়ে নেন এবং শাপ দেন ব্রহ্মাকে কেউ পূজা করবে না। আর এক মতে ৫-মাথা-ব্রহ্মাকে দেখে দেবতারা ক্রমশ ম্লান হয়ে পড়তে থাকেন এবং ব্রহ্মা ক্রমশ গর্বিত হয়ে উঠতে থাকেন। শিবের কাছে এক বার এই গর্ব করলে শিব ব্রহ্মার ৫-ম মাথাটি ছিঁড়ে ফেলেন। আর এক মতে ব্রহ্মা এক বার সতীর প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়েন। শিব জানতে পেরে ব্রহ্মাকে হত্যা করতে আসেন। বিষ্ণু শিবকে শান্ত করলেও শিব ৫-ম মাথাটি ছিঁড়ে ফেলেন।

বাল্মীকি যখন প্রথম শ্লোকের জন্ম দেন ব্রহ্মা মুগ্ধ হয়ে গিয়ে এসে দেখা করেন

এবং বাল্মীকিকে রামায়ণ রচনা করতে বলেন। রাবণ ইত্যাদি বহু রাক্ষসকে ব্রহ্মা নানা বর দিয়েছিলেন। শিব এক বার ব্রহ্মার সামনে সন্ধ্যাকে নিয়ে গিয়ে দেখান। ব্রহ্মা তৎক্ষণাৎ কামাসক্ত হয়ে পড়েন। শিব ব্রহ্মার ছেলেদের এই ঘটনা জানিয়ে দিয়ে অপমানিত করেন। প্রতিশোধ নেবার জন্য সতীকে ব্রহ্মা সৃষ্টি করে দক্ষ যজ্ঞ মাধ্যমে শিবকে অপমানিত করান।

লক্ষ্মীর আটটি রূপের মধ্যে একটি রূপ বিজয়লক্ষ্মী, ইনি ব্রহ্মার অর্থসম্পত্তির রক্ষাকর্ত্রী। বিজয়লক্ষ্মী এক বার নিজের কর্তব্য অবহেলা করতে থাকেন ফলে ব্রহ্মা শাপ দেন লঙ্কায় গিয়ে পাহারা দিয়ে দিন পাত করতে হবে। পরে এঁর অনুনয়ে বলেন লঙ্কায় হনুমান প্রথম যে দিন যাবে তখন মুক্তি পাবে। মেনকার গর্ভে হিমবানের তিনটি মেয়ে রাগিণী, কুটিলা ও কালী (- পার্বতী দ্রঃ)। ব্রহ্মা রাগিণীও কুটিলাকে শাপ দিয়েছিলেন। কালী বলে পার্বতীকে (দ্রঃ) উপহাস করার জন্য কালী বনে গিয়ে তপস্যা করতে থাকেন। এই সময়ে এক বাঘ সামনে এসে উপস্থিত হয় এবং সামনে চুপ করে অবস্থান করতে থাকে। বহু দিন পরে ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে দেখা দেন এবং বর দিতে চান। পার্বতী প্রথমে বাঘের জন্য বর চান। ব্রহ্মা একে গণাধিপতি শিবভক্ত, ইত্যাদি বর দেন। এর পর পার্বতী নিজের উজ্জ্বল বর্ণ হক বর চান। ফলে গায়ের কালো চামড়া খুলে পড়ে যায়; পার্বতীর অতসীপুষ্পবর্ণাভা রঙ হয়। চাক্ষুষ মন্বন্তরে সরস্বতী পারে ব্রহ্মা এক বার যজ্ঞ করছিলেন। বিষ্ণু, শিব, অন্যান্য দেবতা এবং ভৃগু ইত্যাদি মুনি সকলেই আসেন। কিন্তু সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায় অথচ ব্রহ্মার স্ত্রী সাবিত্রী আসছিলেন না। ব্রহ্মার নির্দেশে ইন্দ্র তখন পৃথিবী থেকে একটি মেয়েকে বাস্তা থেকে ধরে নিয়ে যান এবং গন্ধর্ব মতে ব্রহ্মা একে বিয়ে করেন। ইনি আভীর কন্যা এবং গায়ত্রী, এর পর সম্যক যজ্ঞ নিষ্পন্ন করা হয়। ইতিমধ্যে সাবিত্রী এসে এই সব দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে শাপ দেন গায়ত্রী ও যজ্ঞে আগত দেবতা ইত্যাদি সকলে নানা নদীতে পরিণত হবেন; গায়ত্রীও শাপ দেন সাবিত্রীও নদীতে পরিণত হবেন। তখন সাবিত্রীর কাছে ক্ষমা চাইলে সাবিত্রী বলেন যেহেতু যজ্ঞের প্রারম্ভে দেবতারা গণপতির পূজা করেন নি সেই হেতু এই রকম একটা কাণ্ড হল। ব্রহ্মা ফলে কুমুদবতী, বিষ্ণু কৃষ্ণা এবং শিব বেণী নদীতে পরিণত হন। অন্যান্য দেবতারা ও তাঁদের স্ত্রীরাও এই ভাবে নানা নদীতে পরিণত হন। সাবিত্রী ও গায়ত্রী দুটি নদীতে পরিণত হয়ে পশ্চিম দিকে বয়ে যায় এবং তার পর যুক্ত হয়ে সাবিত্রী নদীতে পরিণত হন। এক বার ব্রহ্মা ও বিষ্ণু হিমালয়ে শিবের সঙ্গে দেখা করতে যান। শিবের লিঙ্গ মূর্তির সামনে এসে উপস্থিত হন। দু জনে কেউই এই মূর্তির আদি বা অন্ত খুঁজে পান না। ব্রহ্মা তার পর শিবকে নিজের পুত্ররূপে চান। কিন্তু শিব এতে ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দেন ব্রহ্মাকেকেউ আর পূজা করবে না। বিষ্ণু বর চান শিবের পায়ে দাস হয়ে যেন থাকতে পারেন। সেই থেকে বিষ্ণু শিবের শক্তিতে পরিণত হন। অর্থাৎ পার্বতী ও বিষ্ণু একই।

মহাদেব বরুণ বেশে এক যজ্ঞ করছিলেন; সকলে উপস্থিত ছিলেন সেখানে এবং ব্রহ্মা ছিলেন ঋত্বিক। ব্রহ্মা নিজের বীর্য এখানে অগ্নিতে আহুতি দেন। আগুন থেকে মরীচি, অঙ্গিরস, কবি ইত্যাদি জন্মান। দ্রঃ ভৃগু। যজ্ঞস্থলে বিছান কুশ থেকে

বালখিল্যেরা, যজ্ঞকুণ্ডের ছাই থেকে বৈখানসরা, যজ্ঞাগ্নির চোখ থেকে অশ্বিনীকুমাররা, কাণ থেকে প্রজাপতিরা, চর্মকূপ থেকে মুনিরা, ঘর্ম থেকে-ছন্দ, যজ্ঞাগ্নি থেকে রুদ্র ও মৈত্ররা, ধূম থেকে বসুরা, শিখা থেকে রুদ্র ও আদিত্য-রা জন্মান। আগুনের অঙ্গার থেকে গ্রহ নক্ষত্রেরা জন্মান। ব্রহ্মা ঘোষণা করেন অগ্নিই ব্রহ্ম। মহাদেব বলেন যজ্ঞ অগ্নি হচ্ছেন মহাদেব; অর্থাৎ অগ্নি থেকে জন্ম এই সব অঙ্গিরস ইত্যাদি তাঁর সন্তান। অগ্নি বলেন এঁরা তাঁর সন্তান; আর ব্রহ্মা বলতে চান তাঁর বীর্য থেকে এঁরা আগুনে জন্মেছে সুতরাং তিনি এঁদের জনক।

হিমালয়ে ভীষণ আকৃতি একটি রাক্ষসী, নাম কর্কটী, বাস করতেন। খাদ্যাভাবে রাক্ষসী রোগা হয়ে পড়তে থাকেন এবং ক্ষুধার জ্বালায় তীব্র তপস্যা করতে থাকেন। ব্রহ্মা দেখা দিলে রাক্ষসী সূচী রোগ হবার বর চান। রাক্ষসীকে ব্রহ্মা বিসূচিকা হবার বর দেন।° যারা বাসি খাদ্য ইত্যাদি খাবে রাক্ষসী এই রোগরূপে তাদের ভক্ষণ করবেন ইত্যাদি। সৎ ও অসৎ সকলকেই রাক্ষসী আক্রমণ করবেন তবে সৎ-লোকদের জীবন হরণ করবেন না। বর পেয়ে বহু দিন এই ভাবে বহু জীবকে নিধন করতে থাকেন। শেষ কালে এক দিন বিরক্ত হয়ে হিমালয়ে এসে আবার তপস্যা করতে থাকেন। বহু দিন পরে ব্রহ্মা আবার দেখা দিয়ে রাক্ষসীকে আবার তার পূর্বতন অবস্থা ফিরিয়ে দেন। এবং বর দেন অজ্ঞ অপটু ইত্যাদি মানুষকে ভক্ষণ করবে। বর পেয়ে কর্কটী আবার তপস্যা করতে থাকেন এবং বহু দিন পরে খিদে পায়। ভাবতে ভাবতে হিমালয়ে এক জঙ্গলে বনবাসীদের এলাকাতে এসে উপস্থিত হন। এখানে বনবাসীদের রাজা ও মন্ত্রীকে দেখতে পান এবং নিজের ভয়ঙ্কর মূর্তিতে এঁদের সামনে এসে উপস্থিত হয়ে এঁরা সৎ না অসৎ জানবার জন্য এবং অসাধু ব্যক্তি না মুনিঋষি জানবার জন্য এঁদের ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করেন। এঁরা রাক্ষসীকে দেখে একটুও ভয় পান না; সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেন। রাজা তখন কর্কটীকে বুঝিয়ে বলেন সুন্দরী নারী হিসাবে রাজপ্রাসাদে গিয়ে বসবাস করতে। সেখানে রাজা প্রতিদিন বহু পাপী ও দুষ্কৃতকারীকে এনে দিতে পারবেন; রাক্ষসীর ক্ষুধা মেটানর কোন অসুবিধা হবে না।

রাত্রির প্রলয়ের পর রোজ সকালে উঠে ব্রহ্মা নতুন করে সৃষ্টি করেন। এক দিন সকালে উঠে আকাশের দিকে চেয়ে দেখেন কিছু সৃষ্টি রাত্রিতে ধ্বংস হয়ে যায় নি; বর্তমান রয়েছে দশ জন ব্রহ্মা ও অসংখ্য দেবতা; তাঁদের কাজ করছেন। ব্রহ্মা তখন অবাক হয়ে এঁদের আকাশ থেকে দীপ্ত একটি সূর্যকে ডাক দিয়ে কি ব্যাপার জানতে চান। সূর্য তখন জানান জম্বুদ্বীপে কৈলাসের নীচে মরীচি ইত্যাদি ব্রহ্মার ছেলেরা সুবর্ণতত্ত্ব নামে একটি চালা তৈরি করেছেন এবং ইন্দু নামে এক জন বৈদিক পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়েছিল। এই নিঃসন্তান ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক শিবের আরাধনা করেছিলেন, শিব সন্তান হবেন বরও দিয়েছিলেন। যথা সময়ে দশটি ছেলে হয়েছিল ছেলেরা বড় হলে এঁরা স্বামীস্ত্রী মারা যান। ছেলেদের তখন বৈরাগ্য আসে এবং কৈলাসে এসে তপস্যা করতে থাকেন। জীবনে প্রকৃত সুখী কি করে হওয়া যায় সেই চেষ্টায় ব্রহ্মের চিন্তা করতে করতে দশ জন ব্রহ্মাতে পরিণত হয়েছেন। এই দশ জন ব্রহ্মার ব্রহ্মলোকে তিনি সূর্য।

ব্রহ্মার একটি দিনে অর্থাৎ দিবা ভাগে ১৪ জন মনু জন্মান এবং শাসন করেন ; প্রতি মনুর রাজত্বকালে এক জন নতুন ইন্দ্র হবেন। বর্তমানে ৭-ম মনুর রাজত্বকাল। ইনি বৈবস্বত মনু। ৪৩,২০,০০০০০ অর্থাৎ তেতাল্লিশকোটি বিশ লক্ষ মানবীয় বছরে দেবতাদের চার যুগ। এবং এক হাজার দেব চতুর্যুগে ব্রহ্মার দিবাভাগ অর্থাৎ অর্দ্ধ দিন। ব্রহ্মার জীবন ব্রহ্ম দিনের হিসাবে ১২০×৩৬০ দিন ; অর্থাৎ ১২০ ব্রহ্ম বৎসর ৮ এই ভাবে একের পর এক ব্রহ্মা দেখা দিয়েছেন ও দেবেন। ব্রহ্মার রাত্রিতে যাঁরা ধ্বংস পান তাঁরা আবার ব্রহ্মার দিবাভাগে সৃষ্ট হন। ব্রহ্মা সকাল বেলা উঠে ৬ বা ৬×৪ তত্ত্ব নিয়ে কাজ আরম্ভ করেন। এই ২৪টি তত্ত্ব কিন্তু ব্রহ্মার সৃষ্ট নয় ; বিষ্ণু এগুলি সৃষ্ট করেছেন। ব্রহ্মার এই প্রাত্যহিক সৃষ্টিকে বলা হয় প্রতিসর্গ (দ্বিতীয়ভাগ সৃষ্টি)। ব্রহ্মা তাঁর জীবনের প্রথম দিনে যে সব সৃষ্টি করেছিলেন সেগুলির কিছু অংশ অবশ্য সে দিন রাত্রিতে আর নষ্ট হয়নি ; থেকে গেছে ; ব্রহ্মাকে প্রতিদিন কাজে সাহায্য করে ; এগুলি মূল সৃষ্টি বা সর্গ। এই মূলসৃষ্টি অর্থে প্রজাপতিরা ; এঁরা ব্রহ্মাকে প্রতিদিন সৃষ্টির কাজে সাহায্য করেন। প্রতিসর্গ বা দ্বিতীয়ভাগ সৃষ্টি অর্থে ভূলোক, ভুবলোক, স্বর্লোক, বৃক্ষ, জীব, মনুষ্য ইত্যাদির সৃষ্টি। প্রতিকল্পের শেষে সংবর্তকাগ্নি ও সংবর্তক বৃষ্টি সব সৃষ্টি নষ্ট করে দেয়। ব্রহ্মার মূল সৃষ্টি অর্থাৎ প্রথম দিনের সর্গ :- সনক, কর্দম, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরস, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ, নারদ, ধর্ম, অধর্ম, নির্ঋতি, সরস্বতী, কাম, অথব, পিতৃদেব, অগ্নি, স্থাণু, স্বায়ম্ভুব ইত্যাদি। এঁদের আয়ু ব্রহ্মার ১২০ বছরের সমান।

ব্রহ্মা অনসূযার (দ্রঃ) ছেলে চন্দ্র (দ্রঃ)। ব্রহ্মার কাণ থেকে সবস্বতীব (দ্রঃ) জন্ম ; ব্রহ্মা এঁকে বিয়ে করেন। ব্রহ্মাই চতুবর্ণ সৃষ্টি করেন। ইন্দ্রজিৎকে মেঘনাদ নাম দিয়েছিলেন। কালপুরুষকে রামের কাছে পাঠিয়েছিলেন। ত্রিপুর দহনে শিবের সারথি হয়েছিলেন। গয়াসুরের মাথাতে এক বার যজ্ঞ করেছিলেন। ব্যাসের আশ্রমে এসে ব্যাসকে মহাভারত রচনার নিদেশ দেন এবং গণপতিকে লিখে দেবার কাজের ভার দেন। বরুণ যজ্ঞে আগুন থেকে ভৃগুর জন্ম দেন। অন্য মতে ব্রহ্মার হৃদয় থেকে এঁর উৎপত্তি। দ-বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ থেকে দক্ষ এবং বাম বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ থেকে দক্ষের স্ত্রী বীরণী জন্মান। ধর্ম জন্মান দক্ষিণ বক্ষাংশ থেকে। সুন্দ, উপসুন্দ, ধুন্দু ইত্যাদিকে বর দিয়েছিলেন। বিশ্বকর্মাকে তিলোত্তমা সৃষ্টি করতে বলেছিলেন। অগ্নিকে খাণ্ডব দাহনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। গাণ্ডীব ধনু নির্মাণ কবিয়েছিলেন। হিরণ্যশৃঙ্গ পর্বত শিখরে বিন্দু সরোবরে, প্রয়াগে ও কুরুক্ষেত্রে ব্রহ্মা যজ্ঞ করেছিলেন। ব্রহ্মার একটি সভা আছে। ব্রহ্মার নির্দেশে দেবতারা দধীচির কাছে যান অস্থি ভিক্ষা করতে। কালকেয়দের জন্য হিরণ্যপুব নগরী নির্মাণ করে দিযেছিলেন। দেবতাদের বানর হয়ে জন্মাতে বলেছিলেন। মৃত্যুকে সৃষ্টি করে প্রাণী নিহত করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। দক্ষ যজ্ঞে শিবকে শান্ত করেছিলেন। শিবের বিবাহে পুরোহিত ছিলেন। এক বার শিব ও বিষ্ণুর কলহ থামান।

ব্রহ্মা জ্যোতিষ শাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র ও বাস্তুশাস্ত্রের প্রবক্তা। বৌদ্ধ সাহিত্যে ও ভাস্কর্যে ব্রহ্মার ছড়াছড়ি ; জৈন তীর্থঙ্কর শীতলনাথের অনুচর এই ব্রহ্মা। ভারতে মথুরা, ইলোরা, বাদামি, আইহোলি, হালেবিড, মহাবল্লীপুরম এবং ভারতের বাইরে

চীন, জাপান, কাম্বোডিয়া, বলি ও যবদ্বীপে ব্রহ্মার মূর্তিতে নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। ভারতে বর্তমানে এক মাত্র পুষ্করতীর্থে ব্রহ্মার নিত্য পূজা হয়। সন্ধ্যা গায়ত্রী মন্ত্রে এবং বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে অধুনাতন কালে ব্রহ্মা কোন মতে টিকে আছেন।

ব্রহ্মগিরি—মহীশূর। এখানে মহাশ্মীয় সংস্কৃতি খৃ-পূ ২ শতক থেকে খৃ ১ম শতক পর্যন্ত বর্তমান ছিল। এখানে বসতির তিনটি স্তর পাওয়া গেছে :-(১) প্রাক্ মহাশ্মীয় সংস্কৃতি স্তর; (২) তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতি স্তর খৃ-পূ ১-ম শতকের গোড়ার দিক থেকে দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত; (৩) মহাশ্মীয় সংস্কৃতি স্তর, এই সময় কালো বা কালো লাল রঙ মৃৎপাত্র ও লোহার প্রচুর ব্যবহার ছিল। তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতিতে ধূসর ও কালো রঙে চিত্রিত মাটির লাল পাত্র; মার্জিত প্রস্তর কুঠার, সমান্তরাল ধার বিশিষ্ট প্রস্তর ফলা ও কিছু তামা ব্যবহৃত হত।

ব্রহ্মগুপ্ত—জ্যোতির্বিদ ও বীজগণিতাচার্য। একটি মতে মুলতানের কাছে আর একটি মতে গুর্জরের রাজধানী ভিল্লমাল-এর অধিবাসী। পিতা জিষ্ণু। জন্ম মোটামুটি ৫৯৮ খৃ। গ্রন্থ ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত; অধুনা লুপ্ত। গণিত, গোলজ্যোতিষ, ব্যক্ত গণিত ও কুট্টক অধ্যায় মিলে ২৪ অধ্যায় গ্রন্থ। পৃথিবীর গতি ও অয়ন-চলন সম্বন্ধে তিনি নীরব ছিলেন।

ব্রহ্মচর্য—জীবনে প্রথম আশ্রম। বিদ্যা শিক্ষার কাল। গুরুগৃহে থাকতে হত। সূর্যোদয়ের সঙ্গে ঘুম থেকে উঠে নদীতে স্নান করে দেবতা ও পিতৃপুরুষদের পূজা/তর্পণ করা একটি প্রাত্যহিক কাজ ছিল। গন্ধদ্রব্য, ফুল ব্যবহার ও মধু, মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। দুধ, দই ঘোল, ঘি, কাজল পরা, তেলমাখা, জুতা ও ছাতা ব্যবহারও বারণ ছিল। কাম, ক্রোধ, লোভ, মিথ্যা বলা, অপরকে আঘাত করা, কাউকে বিদ্রূপ করাও নিষিদ্ধ ছিল। নাচ, গান, জুয়া খেলা বা স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মেলামেশা বা হত্যা করাও বারণ ছিল। রাত্রে ঘুমতে ঘুমতে বীর্যপাত হলে সকালে উঠে স্নান করে সূর্যপূজা করতে হত। ভিক্ষাতে জীবন ধারণ। গুরুর জন্য জল, ফুল, গোবর, মাটি, দর্ভ, সমিধ সংগ্রহ, যাঁরা বেদে বিশ্বাসী কেবল তাঁদের কাছে ভিক্ষা গ্রহণ করা, গুরুগৃহে বা বা গুরুর কোন আত্মীয় গৃহে (আপৎকাল বাদে) ভিক্ষা না করা। ক্রমশ সুস্থ ব্রহ্মচারী ক্রমশ সাত দিন তাঁর এই সব কর্তব্যচ্যুত হলে তাঁর ব্রহ্মচারিত্ব নষ্ট হয়ে যেত। গুরুর সামনে হাত যোড় করে সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত করে অবস্থান করতে হবে। গুরুর আগে শয্যা ত্যাগ এবং গুরুর পরে শয্যা গ্রহণ করবে। গুরুর কথায় কোন প্রতিবাদ করবে না; গুরুর নাম উচ্চারণ করবে না। গুরু নিন্দা শ্রবণ করাও পাপ। গুরুকে নিন্দা করলে নীচ জাতিতে জন্মাতে হবে। গুরুপত্নী যদি গুরুর সমবর্ণ হয় তাহলে তাঁকেও গুরু বলে সম্মান দিতে হবে; কিন্তু নিম্ন বর্ণ হলে এঁকে কেবল সম্মান করতে হবে। গুরুপত্নীকে তেল মাখিয়ে দেওয়া, চুল বেঁধে দেওয়া ইত্যাদিও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। বিদ্যা শিক্ষার পর গৃহে ফেরার এবং বিবাহের অনুমতি লাভ করে গুরুকে তাঁর প্রার্থিত দক্ষিণা দিতে হবে। ব্রহ্মচারী মস্তক মুণ্ডন করবেন বা জটা রাখবেন।

ব্রহ্মণস্পতি—ঋক্‌বেদে একটি দেবতা। অনেকের মতে বৃহস্পতি ব্রহ্মণস্পতি ও বাচস্পতি এক। এবং বেদে কোথাও কোথাও এঁরা অগ্নিদেবের রূপান্তর। ঋক্

বেদে ব্রহ্ম অর্থে স্তব। রমেশ দত্তের মতে ব্রহ্মণস্পতি বা বৃহস্পতি স্তুতি দেব। অর্থাৎ ব্রহ্মণস্পতি স্তুতিপাঠক পুরোহিত। বেদে ইনি ধনবান, ধনদাতা ও রোগহন্তা। ইনি দেবতাদের গণপতি; অসুর হন্তা, মন্ত্রসমূহের স্বামী, ক্রোধের হিংসক, প্রাণীদের অধিপতি; ইনি তীক্ষ্ণশৃঙ্গ ও ধনুর্ধর; পাহাড় দুর্গ ভেদ করেন এবং বৃত্তদের বধ করেন। দ্রঃ ব্রহ্মা।

ব্রহ্মদত্ত—(১) সূর্যবংশে কাম্পিল্য নগরে বৃহৎ-ক্ষত্রের বংশে এক রাজা। শুক নামে এক মুনির মেয়ে কৃত্বীর গর্ভে অনুহের ছেলে ব্রহ্মদত্ত। (২) কাম্পিল্য নগরীর রাজা। দ্রঃ কন্যা-কুব্জ, চূলি। (৪) দ্রঃ কৌশিক। (৫) ব্রহ্ম দত্ত এক কাম্পিল্যররাজ; তপনীয়া নামে একটি পাখীর সঙ্গে রাজার প্রণয় হয়। পাখীটির মাথা লাল দেহ কালো। পাখীটির গর্ভে রাজার একটি মেয়ে হয় সর্বসেনা। তপনীয়া সকালে নিজের মেয়েকে স্নান করিয়ে খাইয়ে উড়ে বার হয়ে যেতেন এবং সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে রাজাকে কোথায় কি ঘটেছে সব বর্ণনা করতেন। বহু দিন এই ভাবে কাটছিল। এক দিন রাজার একটি ছেলে এই সর্বসেনাকে গলা টিপে মেরে ফেলে। তপনীযা ফিবে এসে দেখে রাজপুত্রের চোখ দুটি নষ্ট করে দিয়ে বনে ফিরে যান। (৬) শাল্ব রাজ। দুটি স্ত্রী। শিবের বরে ছেলে হয় হংস ও ডিভক। (৭) এক ধার্মিক রাজা। কালরূপী গৌতম নামে এক ব্রাহ্মণ এই রাজার অতিথি হলে রাজা এঁকে মাংস মিশ্রিত ভোক্ষ বস্তু দিলে গৌতম রাগে গৃধ্র হও বলে শাপ দেন। রাজার কাতরতায় গৌতম শেষ অবধি বলেন রামচন্দ্রের স্পর্শে মুক্তি পাবে। বামচন্দ্রের রাজত্বকালে এই গৃধ্র বাজ উদ্যানে উলূকের বাসা অধিকার করলে উলূক এসে রামের কাছে বিচার চান। উলূক জানান পৃথিবীতে যে দিন গাছ হযেছে সেই দিন থেকে এই গাছ সে বাস করছে। গৃধ্র বললেন পৃথিবীতে যেদিন থেকে মানুষ দন্মেছে সেই দিন থেকে তিনি এই গাছে বাস করছেন। যেহেতু মানুষেব আগে গাছের জন্ম সেইহেতু রাম বিচার কবেন গৃধ্র জবর দখল করেছেন। রামচন্দ্র গৃধ্রকে তখন দণ্ড দিতে গেলে দৈববাণী হয় এবং দৈববাণী অনুসারে রামচন্দ্র স্পর্শ করলে গৃধ্র শাপমুক্ত হযে যান।

ব্রহ্মপুরী—মহা মেরু (দ্রঃ) শিখরে অবস্থিত।

ব্রহ্মশির—ব্রহ্মতেজ পূর্ণ অস্ত্র। দ্রোণ অশ্বত্থামাকে দিয়েছিলেন। মহাদেব ও দ্রোণের কাছ থেকে অর্জুনও পেযেছিলেন। দ্রোণেব নিষেধ ছিল নিতান্ত বিপদে পড়লে তবেই যেন অশ্বত্থামা এই অস্ত্র ব্যবহার কবেন। অর্জুনের হাত থেকে বাঁচবার জন্য অশ্বত্থামা এই অস্ত্র প্রযোগ করেন। অস্ত্র মুখ থেকে আগুন বাব হতে থাকে। কৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুনও ব্রহ্মশির নিক্ষেপ করেন। নারদ ও ব্যাস তখন দুই অস্ত্রের সামনে এসে দাঁড়িয়ে দু জনকে অস্ত্র ফিরিযে নিতে বলেন। অর্জুন ফিরিয়ে নেন কিন্তু অশ্বত্থামা (দ্রঃ) পারেন না। উত্তরাব গর্ভে অশ্বত্থামার অস্ত্র এসে পতিত হযে গর্ভস্থ শিশুকে হত্যা করে। দ্রঃ ব্রহ্ম স্ত্র।

ব্রহ্মর্ষি—সবচেযে বড় ঋষি; এঁদের নীচে রাজর্ষি। কশ্যপ, বশিষ্ঠ, ভৃগু, অঙ্গিরা, অত্রি ইত্যাদি ব্রহ্মর্ষি। এঁরা ব্রহ্মাব কাছে যাতাযাত করতেন।

ব্রহ্মসাবর্ণি—১০ম মনু। এঁর শাসনকালে দেবতাদের দুটি ভাগ সুধামন্ ও বিশুদ্ধ। প্রতি ভাগে ১০০ দেবতা। ইন্দ্র শান্তি। সপ্তর্ষি:-হবিষ্মান, সুকৃত, সত্য, তপোমূর্তি,

নভাগ, অপ্রতিমৌজস্ ও সত্যকেতু। এই মনুর দশ ছেলে হবে :-সুক্ষেত্র, উত্তমৌজস্, ভূতিসেন ইত্যাদি।

ব্রহ্মসূত্র—রচনা বদরায়ণ।

ব্রহ্মহত্যা—ব্রাহ্মণকে হত্যা করলে যে পাপ হয়। রাম নাম গ্রহণ করা থেকে অশ্বমেধ যজ্ঞ ইত্যাদি বহু কিছু প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা ছিল। মনে হয় ব্রাহ্মণদের সে সময় বহু ক্ষেত্রে সহজেই হত্যা করা হত।

ব্রহ্মাণ্ড—দ্রঃ ব্রহ্ম। সৃষ্টির প্রথমে এই ডিম থেকে বিরাট এক পুরুষ আবির্ভূত হন। এঁর দেহের প্রতি রোমকূপ থেকে একটি বিশ্ব সৃষ্টি হয়। এই সমস্ত বিশ্বের ওপর বৈকুণ্ঠ এবং তার ওপর গোলক।

ব্রহ্মাবর্ত—দ্রঃ দৃষদ্বতী। ব্রহ্মাবর্তের প্রধান নগরী বর্হিষ্মতী ও করবীরপুর। ব্রহ্মা-বর্তের তুলনায় ব্রহ্মর্ষি দেশের (কুরুক্ষেত্র, মৎস, পঞ্চাল ও শূরসেনের রাজ্য) মর্যাদা কিছু কম।

ব্রহ্মাস্ত্র--ব্রহ্মশির (দ্রঃ)। শিব অগস্ত্যকে দিয়েছিলেন। অগস্ত্য দিয়েছিলেন অগ্নিবেশকে এবং দ্রোণ পান অগ্নিবেশের কাছে। সাধারণত মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল।

ব্রাহ্মণ—(১) বেদে (দ্রঃ) দ্বিতীয় অংশ। রচনা কাল একটি মতে ৮০০-৬০ খৃ-পূ; অন্য মতে আরো বহু আগে। অনেক সময় ব্রাহ্মণ অর্থে বেদের প্রথম ভাগ (=মন্ত্র অংশ) বাদ দিয়ে সবটা; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ অর্থে আরণ্যক ও উপনিষদ অংশও বোঝায়। আরণ্যক ও উপনিষদ অংশ বাদ দিয়ে কেবল মাত্র দ্বিতীয় ভাগটিকে অনেক সময় শুদ্ধব্রাহ্মণও বলা হয়। শুদ্ধ ব্রাহ্মণ অংশ সাধারণত গদ্যে রচনা; জায়গায় জায়গায় কিছু গাথা মতও আছে। বৈদিক যজ্ঞের বিধি, প্রণালী, উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ও নানা আখ্যান এই অংশে রয়েছে। ঋক্‌বেদে দুটি ব্রাহ্মণ ঐতরেয় ও কৌষীতকি। সামবেদে কৌথুমী শাখায় ৮টি ব্রাহ্মণ মিলে ছান্দোগ্য: প্রধান ব্রাহ্মণটির নাম তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ বা পঞ্চ-বিংশ। অর্থাৎ তাণ্ডিকৃত ২৫-অধ্যায়। কৃষ্ণ যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ তৈত্তিরীয়। শুক্ল যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ শতপথ; বেশ বড় বই। অথর্ববেদের এক মাত্র ব্রাহ্মণ গোপথ। আরো কয়েকটি লুপ্ত ব্রাহ্মণের নাম আহবরক, কঙ্কতি, কালববি, চরক, ছাগলেয়, জাবালি, পৈঙ্গায়নি, ভাল্লবি, মাষশরাবি, মৈত্রায়ণী, রৌরুকী, শাট্যায়ন, শৈলালি, শ্বেতাশ্বতর ও হরিদ্রবিক। ব্রাহ্মণগুলিতে তদানীন্তন সমাজের বহু তথ্য রয়েছে। বিবাহ, দাহসংস্কার, কৃষি, বাণিজ্য, পশুপাখী, উদ্ভিদ, ভেষজ, খাদ্যপানীয়, নৃত্যগীত, ভূগোল, জ্যোতিষ, পুরাকাহিনী, যুদ্ধবিদ্যা, রাজ্যাভিষেক ইত্যাদি বহু খবর জানা যায়।

(২) চতুবর্ণের মধ্যে প্রথম ও প্রধান ব্রাহ্মণ; ব্রহ্মার মুখ থেকে জন্ম। কর্তব্য যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দানকরা ও দক্ষিণাগ্রহণ। উপনয়নে দ্বিতীয় জন্ম। চাষ, গোপালন, ও কুসীদ ব্যবসায় করতে পারতেন। তবে গোদুগ্ধ, দুগ্ধজাত বস্তু, লবন, গুড়, লাক্ষা ও মাংস বিক্রয় নিষিদ্ধ ছিল।

ব্রাহ্মবিবাহ—কন্যাকে অলঙ্কারে সাজিয়ে পাত্রের কাছে নিয়ে গিয়ে দান করা।

ব্রাহ্মমুহূর্ত—সূর্যোদয়ের আগে ৪৮ মিনিট সময়।

ব্রাহ্মী—দ্রঃ লিপিতত্ত্ব।

ভক্তি—(১) ঈশ্বরের প্রতি পরম অনুরাগ। ঋক্‌বেদের কয়েকটি সূক্তে সখ্য এবং মধুর ভাবের আভাস যুক্ত ইন্দ্রস্তুতি আছে। উপনিষদ্ জ্ঞান কাণ্ড বটে কিন্তু তবু ভক্তি এখানে ছড়ান রয়েছে। শ্বেতাশ্বেতরে ভগবান ও গুরুতে ভক্তির কথা আছে। অর্থাৎ বৈদিক যুগ থেকেই ভক্তির ধারা প্রবহমান। খৃষ্টান ইত্যাদি ধর্ম থেকে ভক্তি হিন্দুধর্মে এসেছে এ কথা ভিত্তি হীন। বরং অন্যান্য ধর্মে ভক্তিই এক মাত্র বিষয় বস্তু সঙ্গে কোন দর্শন নাই। হিন্দুধর্মে ভক্তি ও দর্শন ওতপ্রোত ভাবে মেশান। বৌদ্ধধর্মেও ভক্তি রয়েছে। অদ্বৈতবাদ ভক্তির পরিপন্থী নয়; অদ্বৈতবাদীরাও ভক্তি সম্পন্ন। (২) ভক্তি নারদের (দ্রঃ) কাছে ভাগবৎ পাঠ শোনেন ফলে ভক্তির দুটি ছেলে জ্ঞান ও বৈরাগ্য আবার যুবকে পরিণত হন।

ভগ—অদিতির ছেলে বিষ্ণু, শক্র, অর্যমা, ধাতা, ত্বষ্টা, পূষা, বিবস্বান, সবিতা, মিত্র, বরুণ, অংশু ও ভগ। ভগ বিয়ে করেন সিদ্ধিকে; তিন ছেলে মহিমান, বিভু ও প্রভু এবং তিন মেয়ে সুব্রতা, বরারোহা ও আশিস্। দেবযুগেব শেষে দেবতারা সকলে মিলে যজ্ঞের ভাগ কে কেমন পাবেন ঠিক করেন। কেবল রুদ্র বাদ পড়েন। রুদ্র এতে ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করেন, সবিতার হাত ছিঁড়ে নেন, ভগের চোখ উপড়ে নেন এবং পূষার দাঁত ভেঙ্গে দেন। পরে সন্তুষ্ট হয়ে এঁদের হাত চোখ ও দাঁত ইত্যাদি ফিরিয়ে দেন। ভগ সম্পদ, ক্ষমতা ও সুখের দেবতা। খাণ্ডব দাহনের সময় ইন্দ্রকে সাহায্য করেছিলেন। ঋক্‌বেদে ছয় জন আদিত্যের (ভগ, মিত্র, অর্যমা, বরুণ, দক্ষ, অংশ) মধ্যে এক জন।

ভগদত্ত—প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুরেব রাজা নরকাসুরের ছেলে। অন্য মতে বাষ্কল অসুরের প্রত্যঙ্গ থেকে জন্ম। যবনাধিপতি বলেও পরিচিত। পাণ্ডু তথা যুধিষ্ঠিরের বন্ধু। তবু যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। পরে অবশ্য মিত্রতা স্থাপিত হয় ও কর দেন। কুরুক্ষেত্রে দুর্যোধনের পক্ষে ছিলেন। তীব্র যুদ্ধ করেন এবং বার দিনেব দিন অর্জুনকে বধ করার জন্য পিতৃদত্ত বৈষ্ণব অস্ত্র প্রয়োগ করেন। কৃষ্ণ এই অস্ত্র নিজে বুকে গ্রহণ করেন; এবং বুকে বৈজয়ন্তী মালাতে পরিণত হয়। অর্জুন তখন অর্দ্ধচন্দ্র বাণে ভগদত্তকে নিহত করেন। ভগদত্তের পর ছেলে বজ্রদত্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে রাজা হন।

ভগবতী—দুর্গার একটি নাম। রামচন্দ্র অকালে এঁর পূজা করে রাবণ বধে সমর্থ হন।

ভগীরথ—সূর্যবংশে সগর>অসমঞ্জ>অংশুমান>ভগীরথ। অন্য মতে দিলীপের ছেলে। দিলীপ এঁকে রাজ্য দিয়ে হিমালয়ে তপস্যা করতে চলে যান। বাল্যকালে মাংসপিণ্ড মত ছিলেন; হাড় নরম মত ছিল। এক দিন অষ্টাবক্র মুনিকে সম্মান দেখাবার জন্য দাঁড়াবার বৃথা চেষ্টা করেন। মুনি ফলে শাপ দেন বিদ্রূপ করে থাকলে বিকলাঙ্গ হবে নতুবা উত্তম দেহ হবে। সঙ্গে সঙ্গে ভগীরথ সুস্থ হয়ে ওঠেন। ভগীরথের গুরু ছিলেন ত্রিতুল। জীবনে দুঃখ জয় করবার কি উপায় প্রশ্ন করলে গুরু উপদেশ দেন 'অহং' কে জয় করতে। প্রকৃত জ্ঞান লাভ করলে দুঃখকে জয় করা সম্ভব। ভগীরথ তার পর অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করে সব কিছু দান করেন এমন কি নিজের রাজ্য পর্যন্ত পার্শ্ববর্তী

রাজাকে দান করে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত যাকে রাজ্যদান করেছিলেন সেই রাজা মারা গেলে মন্ত্রীদের ও প্রজাদের অনুরোধে আবার রাজ্যভার গ্রহণ করেন। দূরবর্তী আর একটি রাজ্যের ভারও এই ভাবে তাঁর হাতে আসে।

কপিলের শাপে ভস্ম হয়ে যাওয়া ৬০,০০০ পিতৃপুরুষের উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা হয়নি। ভগীরথ গঙ্গা আনবার উদ্দেশ্যে গোকর্ণ তীর্থে বহু দিন তপস্যা করেন। ব্রহ্মা তুষ্ট হলে ব্রহ্মার কাছে বংশ রক্ষার ও পিতৃপুরুষদের উদ্ধারের বর প্রার্থনা করেন এবং গঙ্গাকে (দ্রঃ) লাভ করেন। একটি ধারা ভগীরথের পেছু পেছু এগিয়ে যায়; এই ধারটির নাম ভাগীরথী। দিব্য রথে চড়ে ভগীরথ পথ দেখিয়ে গঙ্গাকে নিয়ে এসে গঙ্গা-জল স্পর্শে পিতৃপুরুষদের উদ্ধার করেন। ভগীরথ বহু গোদান করেছিলেন। এঁর মেয়ের বিয়ে হয় কৌৎসের সঙ্গে।

ভঙ্গাশ্বন—এক ধার্মিক রাজা। পুত্র কামনায় অগ্নিষ্টুৎ যজ্ঞ করে শতপুত্র লাভ করেন। এই যজ্ঞে কেবল অগ্নিকেই স্তব করা হয় বলে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হন। অন্য মতে ইন্দ্রদ্বিষ্ট যজ্ঞ করেন কিন্তু ইন্দ্রকে ডাকা হয়নি বলে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হন। ছেলেরা বড় হলে এদের রাজত্ব দিয়ে বনে চলে যান। বনে ইন্দ্র পথ ভুল করে দেন। তেষ্টায় ঘুরতে ঘুরতে এক নদী/ জলাশয়ে এসে স্নান করেন। অন্য মতে ১০০ ছেলে হবার পর ইন্দ্রের মায়ায় রাজা বিভ্রান্ত হয়ে এসে স্নান করেন। স্নান করবার সঙ্গে সঙ্গে রাজা মেয়ে ছেলেতে পরিণত হন। এর পর রাজ্যে ফিরে এসে স্ত্রী ও ছেলেদের ঘটনাটি জানিয়ে ছেলেদের রাজ্য দিয়ে বনে চলে গিয়ে এক ঋষির আশ্রমে বাস করতে থাকেন। এইখানে এই ঋষির ঔরসে রাজার একশ ছেলে হয়। স্ত্রীরূপী রাজা এদের রাজ্যে নিয়ে এসে আগের ছেলেদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে মিলে মিশে থাকতে বলেন। ইন্দ্র কিন্তু এই ছেলেদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি এনে দিলে যুদ্ধ করে এরা সকলে নিহত হন। খবর পেয়ে ব্যাকুল হয়ে পড়লে ইন্দ্র এসে তাঁর রাগের কারণ জানান। রাজা ক্ষমা চান। ইন্দ্র তখন রাজার ঔরস জাত বা গর্ভজাত যে কোন এক দল ছেলেকে বাঁচিয়ে দিতে চান। রাজা বলেন মেয়েদের স্নেহ বেশি; তিনি গর্ভজাত ছেলেদের ফিরে পেতে চান। ইন্দ্র তখন স্ত্রী-রাজার ছেলেদেরই বাঁচিয়ে দেন। রাজা আর একটি বর চান তিনি যেন মেয়েছেলে হয়েই থাকেন; কারণ যৌন মিলনে মেয়েরাই বেশি সুখী হয়। অন্য মতে ইন্দ্র রাজাকে পুরুষে পরিবর্তিত করে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু রাজা সম্মত হন নি।

ভট্টি—ভট্টিকাব্য (=রাবণবধ) রচয়িতা। ব্যাকরণ পড়াবার মাধ্যম হিসাবে রচনা।

ভদ্র—(১) পাতালে চারটি হস্তীর একটি; পৃথিবীকে ধারণ করে রেখেছে। (২) শ্রদ্ধার ছেলে। (৩) কুবেরের এক জন অনুচর। গৌতমের শাপে সিংহ হয়ে জন্মান। (৪) এক জন মহর্ষি; প্রমতির ছেলে; উপমন্যুর পিতা। (৫) কৃষ্ণ ও কালিন্দীর এক ছেলে।

ভদ্রকালী—সতীর মৃত্যুর খবর শুনে মহাদেব দক্ষ যজ্ঞের স্থানে ছুটে আসেন এবং নিজের জটা মাটিতে আছড়ান ফলে বীরভদ্র ও ভদ্রকালী জন্ম নেন। ভদ্রকালী সতীরই অংশ। একটি মতে ইনিই যশোদার মেয়ে হয়ে জন্মান এবং কংসের হাত থেকে পিছলে আকাশে অদৃশ্য হয়ে যান। ভদ্রকালীর একটি রূপ লঙ্কা রক্ষা করতেন; হনুমান প্রথম লঙ্কাতে এলে বাধা দিয়েছিলেন; পরে হনুমানকে আশীর্বাদ করে কৈলাসে ফিরে যান; হনুমান লঙ্কাতে প্রবেশ করেন।

ভগবতীর একটি রূপ, ষোল হাত। মহিষাসুর এক বার স্বপ্ন দেখেন দেবী তাঁর মাথা কেটে রক্ত পান করছেন। ফলে দেবীকে সন্তুষ্ট করবার জন্য দেবীর পূজা করেন এবং দেবী সন্তুষ্ট হযে দেখা দিলে মহিষাসুর জানান ক্যাতাযন মুনির শিষ্য রৌদ্রাশ্ব যখন হিমালয়ে তপস্যা করছিলেন সেই সময মহিষাসুর মেয়েছেলের রূপ ধরে এই তপস্যা ভঙ্গ করেছিলেন। ক্যাতাযন ফলে রেগে যান এবং শাপ দেন মেযেছেলের হাতেই মহিষাসুর মারা যাবেন। মহিষাসুর আরো বলেন তিনি বুঝতে পারছেন তাঁর সময হয়ে এসেছে; তাই যজ্ঞভাগের অধিকারী হবার জন্য এবং দেবীর পদসেবক হযে থাকতে পারার বর চান। ভদ্রকালী বোঝান যজ্ঞ ভাগ দেবতারা ভাগ করে নিযেছেন। তবে মহিষাসুর মারা গেলেও দুর্গা, উগ্রচণ্ডা ও ভদ্রকালীর পাশে সে বিলগ্ন থাকবে এবং দেবীদের সঙ্গে সেও পূজা পাবে। দ্রঃ ঘণ্টাকর্ণ।

ভদ্রদেহ—বসুদেব ও দেবকীর এক ছেলে।

ভদ্রবাহু—জৈন সাধু; ৭ম পট্টধর।

ভদ্রমতা/ভদ্রমনা—কশ্যপ ক্রোধবশার মেয়ে।

ভদ্রশাল—ভদ্রাশ্ববর্ষের শিখরে একটি অরণ্য। মেরু পর্বতের পূব দিকে। এখানে কালাম্র নামে একটি পবিত্র ও অতি উচ্চ গাছ আছে। বৃদ্ধচারণেরা এই গাছটিকে নিত্য পূজা করেন। একে পূজা করলে পুরুষরা গৌরবর্ণ হন এবং মেয়েরা এই গাছের পাতার রস খেলে চির যুবতী হন।

ভদ্রসেন—এক জন রাজা। মহর্ষি উদ্দালক এই রাজাকে মারবার জন্য একটি যজ্ঞ করেছিলেন।

ভদ্রা—(১) রাজা কাক্ষীবানের মেযে। পুরুবংশে ব্যুষিতাশ্বের স্ত্রী। স্বামী মারা গেলে আকুল হয়ে পড়েন। ব্যুষিতাশ্ব তখন আকাশে দেখা দিযে আশীর্বাদ করেন। স্বামীর মৃতদেহ থেকে গর্ভবতী হযে ছযটি সন্তানের জন্ম দেন। (২) কুবেরের এক স্ত্রী। কুন্তী এর কাহিনী দ্রৌপদীকে বলেছিলেন এবং ভদ্রার মত জীবন কাটাতে উপদেশ দিযেছিলেন। (৩) বিশাল রাজের মেযে। করষ-রাজকে পাবার জন্য তপস্যা করেন কিন্তু শিশুপাল করূষ রাজার ছদ্মবেশে একে অপহরণ করেন। (৪) সোমের/চন্দ্রের কন্যা। উতথ্যকে বিযে করবার জন্য তীব্র তপস্যা করেন। পিতামহ অত্রি এই কথা জানতে পেরে বিয়ের ব্যবস্থা করেন। বরুণ এক বার এই ভদ্রার প্রণয়াসক্ত হযে একে অপহরণ করে সমুদ্রে লুকিযে রাখেন। উতথ্য আশ্রমে ফিরে এসে সব বুঝতে পেরে সমুদ্র নিঃশেষে শোষণ করেন। (৫) বসুদেবের এক স্ত্রী; যদু বংশ ধ্বংসের পর অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন করেন। (৬) কৃষ্ণের এক স্ত্রী: ছেলে সংগ্রামচিত্ত। (৭) কাশী রাজ কন্যা; সগরের পৌত্রের সঙ্গে বিয়ে হয। (৮) মেরুর কন্যা; অগ্নীধ্রের স্ত্রী।

ভদ্রাশ্ব—পুরুবংশে রাজা রহোবাদীর ছেলে; স্ত্রী কান্তিমতী। অগ্নি পুরাণে দশ ছেলে ঋক্ষেযু, কৃবেযু, সন্নতেযু, ঘৃতেযু, চিতেযু, স্থণ্ডিলেযু ধর্মেযু, সমিতেযু, কৃতেযু ও মতিনার। (দ্রঃ রনেযু)। এই কান্তিমতী পূর্ব জন্মে এক ধনী গৃহে পরিচারিকা ছিলেন। আশ্বিন মাসে দ্বাদশীতে গৃহস্বামী কান্তিমতীকে মন্দিরে সারা রাত প্রদীপ যেন জ্বলে দেখবার ভার দেন। কান্তিমতী সযত্নে দীপ জ্বালাবার ব্যবস্থা করেন। সেই পুণ্যে

দু জনে এ জন্মে রাজা ও রাণী হয়ে জন্মান। (২) অগ্নীধ্র ও স্ত্রী পূর্বচিত্তির (অপ্সরা) এক ছেলে।

ভব—(১) এক জন রুদ্র; স্থাণুর ছেলে। (২) এক জন বিশ্বদেব। (৩) কশ্যপ সুরভির ছেলে।

ভবভূতি—পিতা নীলকণ্ঠ; মা জাতুকর্ণী। গোত্র কশ্যপ। পদ্মপুরবাসী (সম্ভবত বিদর্ভে)। উপাধি উদুম্বর। কিছু মতে ভবভূতিও উপাধি। প্রকৃত নাম হয়তো মণ্ডন মিশ্র। কালিদাসের পরে, তবে ৭৩৬ খৃষ্টাব্দের আগে।

ভব্য—(১) ধ্রুব ও শম্ভুর ছেলে। (২) রৈবত মন্বন্তরে দেবতা। (৩) দক্ষসাবর্ণি মন্বন্তরে এক জন সপ্তর্ষি।

ভয়—অধমের স্ত্রী হিংসা। ছেলে অনৃত। অনৃত ও নিকৃতির সন্তান ভয়, নরক, মায়া ও বেদনা। অন্য মতে অধর্মের স্ত্রী নিকৃতির সন্তান ভয়, মহাভয় ও মৃত্যু।

ভয়ংকর—এক জন বিশ্বদেব।

ভয়া—কালের বোন; হেতির স্ত্রী, ছেলে বিদ্যুৎকেশ।

ভরত—(১) দুষ্মন্ত শকুন্তলার ছেলে। শকুন্তলাকে রাজা প্রত্যাখান করলে মেনকা শকুন্তলাকে মহর্ষি কশ্যপের/মরীচির আশ্রমে রেখে আসেন। এইখানেই ভরতের জন্ম। মহর্ষির আশীর্বাদে সপ্তদ্বীপ বিজেতা। শিশুকাল থেকে বীর ও সাহসী। ছ বছর বয়সে বন্য পশুদের অবলীলায় দমন করতেন বলে কশ্যপ নাম দিয়েছিলেন সর্ব দমন। ইন্দ্রলোক থেকে দুষ্মন্ত ফেরবার পথে এই আশ্রমে শকুন্তলা ও ভরতকে দেখতে পান; রাজা প্রথমে চিনতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত সকলে রাজ্যে ফিরে আসেন। ভরত পরে রাজা হয়ে অন্য রাজাদের হারিয়ে দিয়ে রাজচক্রবর্তী হন। যমুনা তীরে একশ, সরস্বতী তীরে তিনশ এবং গঙ্গা তীরে চারশ অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। পরে আরো হাজার অশ্বমেধ ও একশ রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন। এছাড়া ও অগ্নিষ্টোম অতিরাত্র, উক্থ্য, বিশ্বজিৎ ও এক হাজার বাজপেয় যজ্ঞ করেন। বহু দিন রাজত্ব করেছিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁর শাসনে আসে। ফলে একটি মতে নাম হয় ভারতবর্ষ। বিদর্ভ রাজের তিন মেয়ে তাঁর স্ত্রী; এঁদের নয়টি ছেলে হয়েছিল। ছেলেগুলি তাঁর মনোমত হয়নি বা দুষ্ট হয়ে উঠেছিল বলে ভরত এঁদের যত্ন করতেন না। রাণীরা ফলে রাগে ছেলেদের বিনষ্ট করে ফেলেন। নিঃসন্তান রাজা তখন বহু যাগযজ্ঞ করে ভুমন্যু নামে নামে একটি ছেলে পান। বৃহস্পতি ও মমতার যে সন্তান হয় সেটিকে মমতা বনের মধ্যে ত্যাগ করলে দেবতারা/মরুৎগণ ছেলেটির নাম দেন ভরদ্বাজ (দ্রঃ) এবং ভরতকে দান করেন। পরে এই ছেলের নাম হয় বিতথ। মনে হয় ভরদ্বাজ যজ্ঞ করেছিলে ফলে ছেলে হয়েছিল বিতথ। এই বিতথের ছেলে সুহোত্র, সুহোতা, গয়, গর্ভ ও সুকেতু (অগ্নি-পু)। এক মতে ভরতের ছেলে সুহোত্র, সুহোতা, গয়, গর্দ, সুকেতু, বৃহৎক্ষেত্র ও গর্ভ। দ্রঃ ভুমন্যু। ভরতের নবম বংশধর কুরু এবং চতুর্দশ বংশধর শন্তনু। (২) সূর্যবংশে দশরথের দ্বিতীয় পুত্র। মা কৈকেয়ী। পুষ্যে মীন লগ্নে জন্ম; (রাম ১।১৮।১৪)। স্ত্রী কুশধ্বজ কন্যা মাণ্ডবী। রামচন্দ্রের সঙ্গে এক দিনেই বিয়ে হয়। দুই ছেলে তক্ষ ও পুষ্কল (সুবাহু ওশূরসেন)। মাতুল যুধাজিৎ কেকয় রাজ। শত্রুঘ্ন ভরতের আজীবন অনুচর।• বিয়ের পর প্রায়ই মাতুলালয়ে থাকতেন। কৈকেয়ীর

ষড়যন্ত্রের কথা কিছুই জানতেন না। রামচন্দ্রেরা বনে চলে গেলে দশরথ মারা যান; দূত গিয়ে ভরত ও শত্রুঘ্নকে নিয়ে আসেন। অযোধ্যাতে এসে মায়ের কাছে সব কথা শুনে মাকে তীব্র ভৎর্সনা করেন। অন্য মতে হত্যা করতে যান এবং শেষ পর্যন্ত নিজেকে সংযত করে নিযে আত্মহত্যা করতে চেষ্টা কবেন কিন্তু শত্রুঘ্ন বাধা দিয়ে রক্ষা করেন। এর পর পিতার শেষকৃত্য করেই রামকে ফিরিয়ে আনার জন্য কৌশল্যা, সুমিত্রা, বশিষ্ঠ, অরুন্ধতী, শত্রুঘ্ন ও বহু প্রজা সঙ্গে নিয়ে সন্ন্যাসীর বেশে বার হয়ে পড়েন। গঙ্গাতীরে এলে প্রথমে গুহকের সন্দেহ ভাজন হযেছিলেন; হয়তো কোন দুষ্ট অভিসন্ধি আছে। কিন্তু পরে সন্দেহ দূর হতে সাগ্রহে এঁদের গঙ্গা পার করে দেন। ভরত চিত্রকূটে রামের সঙ্গে দেখা করলেও রাম ফিরতে অস্বীকৃত হন। ভরত তখন প্রতিনিধি স্বরূপ রামের পাদুকা নিযে এসে সিংহাসনে বসিয়ে নন্দীগ্রাম থেকে সেবক হিসাবে জটা বল্কল ধারণ করে রাজ্য পালন করতে থাকেন। দশরথ তথা রাম বিহীন অযোধ্যা সহ্য করতে পারেন নি। লঙ্কা থেকে ফেরবার আগে রাম হনুমানকে পাঠিয়ে ভরতের মনোভাব জেনে নেন। রামচন্দ্র ফিরে এলে সানন্দে রাজ্যভার ফিরিযে দেন। গন্ধর্বদের উৎপাতে ভরতের মাতুল যুধাজিতের রাজ্যের সিন্ধুদেশ অংশ (সিন্ধোঃ উভয়তঃ পার্শ্বে; রা ৭।১০০।১১) বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। মাতুলের অনুরোধে ও রামের নির্দেশে দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ করে গন্ধর্বরাজ শৈলূষের ছেলেদের হারিয়ে দেন। সিন্ধু নদের উত্তর তীরে বিজিত দেশটি নিজের ছেলে দু জনকে ভাগ করে দেন। তক্ষকে সমৃদ্ধ নগরী তক্ষশিলাতে এবং পুষ্কলকে সমৃদ্ধ নগরী পুষ্কলাবতীতে রাজা করে দেন। রামচন্দ্র সরযূতে দেহত্যাগ করলে ইনিও সরযূতে দেহত্যাগ করেন। অন্য মতে ভরত সশরীরে বৈষ্ণব তেজে অনুপ্রবেশ করেন। (৩) ঋষভ দেবের ছেলে। প্রিয়ব্রত (১)>অগ্নীধ্র (২)>নাভি (৩)>ঋষভ (৪)>ভরত (৫)। ঋষভের এক শত ছেলের মধ্যে এটি বড়। ঋষভের মৃত্যুর পর রাজা হন। বিষ্ণু ভক্ত। রাজা হয়ে বিশ্বরূপের মেযে পঞ্চজনা/পঞ্চজনীকে বিয়ে করেন। ছেলে হয় সুমতি, রাষ্ট্রভৃৎ সুদর্শন, আবরণ ও ধূম্রকেতু। একটি মতে এই ভরত থেকেই নাম হয় ভারতবর্ষ। ধার্মিক ও প্রজাবৎসল। পরে রাজ্য ছেলেদের ভাগ করে দিয়ে বানপ্রস্থ নিযে পুলহ আশ্রমে গিয়ে ওঠেন। এখানে যখন ছিলেন তখন একটি গর্ভিণী হরিণী এক দিন জলাশয়ে জলপান করতে এসে সিংহের গর্জন শুনে চকিতে পালাতে গিয়ে প্রসব করে ফেলে। বাচ্ছা জলে পড়ে যায়; হরিণী ছুটে একটি গুহাতে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে সেখানেই অবসন্ন দেহে মারা যায়। ভরত এই বাচ্ছাটিকে পালন করতে থাকেন এবং মায়ার বন্ধনে তপস্যা অবহেলিত হতে থাকে। ভরত মারা যাবার সময়ও এই হরিণের কথাই চিন্তা করতে থাকেন। ফলে পর জন্মে কালঞ্জর পাহাড়ে জাতিস্মর হরিণ হয়ে জন্মান; অনুতপ্ত চিত্তে পুলহ আশ্রমে এসে উপস্থিত হন এবং এখানে নদীতে নিত্য স্নান করে বাস করতেন। হরিণ তারপর মারা গিয়ে পরজন্মে অগ্নিবেশ বংশে এক ব্রাহ্মণের স্ত্রীর গর্ভে জন্মান। দ্রঃ জড় ভরত। (৪) অন্যমতে প্রিয়ব্রত বংশে নাভির (দ্রঃ) ভরত, ইত্যাদি ১০০ ছেলে। (৫) ভরত মুনি। প্রায় ৪০০ খৃ-পূ। নাট্য শাস্ত্রকার। জীবনী অজ্ঞাত। দ্রঃ নাট্যশাস্ত্র। (৬) একটি অগ্নি। অপর নাম উর্জ,; শংযু নামে অগ্নির দ্বিতীয় পুত্র ৩।২০৯।৬। ভরত নামে আর এক জন অগ্নি রয়েছে; এর

অপর নাম পুষ্টিমতি ; প্রজাদের এই অগ্নি ভরণ করেন (৩।২১১।১)। অদ্ভুত নামে আর একটি অগ্নির ছেলে ভরত বা নিয়ত ; এই অগ্নি শব দাহ করেন (মহা ৩।২১২।৬)।
ভরদ্বাজ—দ্রঃ দীর্ঘতমস্। বৃহস্পতির বীর্য মাটিতে পড়ে গিয়ে একটি ছেলেতে পরিণত হয়। উতথ্য জানতে পারলে তাঁকে ত্যাগ করবেন এই ভয়ে মমতা এই ছেলেকে ত্যাগ করতে চান। বৃহস্পতি বোঝাতে চান ক্ষেত্রজ পুত্রের বিধি অনুসারে এ ছেলে উতথ্যের। শেষ পর্যন্ত দুজনেই শিশুকে ত্যাগ করেন। মরুৎগণ এঁকে পালন করেন। মরুৎগণ কর্তৃক ভৃত এবং সঙ্কর বলে নাম হয় ভরদ্বাজ। এই ভরদ্বাজকে শকুন্তলার ছেলে ভরত (দ্রঃ) পালন করেন। অন্য মতে দুষ্মন্তের ছেলে ভরতের জন্য ইনি মরুৎ-স্তোম যজ্ঞ করে মরুৎদের সন্তুষ্ট করে ভরতকে এক সন্তান লাভ করিয়ে দিয়ে-ছিলেন ; এই ছেলে ভুমন্যু (মহা ১।৮৯।১৯)।

(২) অত্রির ছেলে। বহু দিন বাল্মীকির কাছে শিক্ষা লাভ করেন। ক্রৌঞ্চ বধের সময় বাল্মীকির কাছেই ছিলেন। এই ভরদ্বাজ বেদ পাঠ করে কাটাতেন। ইন্দ্র এঁর আয়ু বার বার বহু বছরের জন্য বাড়িয়ে দিয়েছিলেন যাতে বেদপাঠ সম্পূর্ণ হয়। এর পর ইন্দ্র এক বার দেখা দিয়ে এক পাহাড়ের সামনে নিয়ে গিয়ে একমুঠো বালি ভরদ্বাজকে দিয়ে বলেন সমগ্র বেদ এই পাহাড়ের সমান ; ভরদ্বাজ যেটুকু পড়েছেন তা এক মুঠো বালির সমান। এতেও ভরদ্বাজ ভীত হন না ; বেদ অধ্যয়ন করতে থাকেন। বনে এসে রামচন্দ্র চিত্রকূটে এঁর আশ্রমে এসেছিলেন। রামের সন্ধানে ভরত এঁর আশ্রমে এলে ভূরি ভোজনে অনুচর সকলকে পরিতৃপ্ত করেন এবং রাত্রে অপ্সরারা এসে নাচতে থাকে এমন কি প্রকৃতির বনরাজিও এই নাচে অংশ নেন। বনবাস থেকে ফেরবার সময়ও রামচন্দ্র এঁর সঙ্গে দেখা করে এসেছিলেন। (৩) ভরদ্বাজের ছেলে দ্রোণ (দ্রঃ)। সাম্বকে (দ্রঃ) অভিশাপ দিয়েছিলেন। ভরদ্বাজের মেয়ে দেববর্ণিনী (দ্রঃ)। অগ্নিবেশকে আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন। দিবোদাসের জন্য পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেছিলেন। মহর্ষি ভৃগু সৃষ্টি তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে যথাযথ উত্তর দেন। কুরুক্ষেত্রে এসে দ্রোণকে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য বলেছিলেন। ঋকবেদে ৬-ষ্ঠ মণ্ডলে ভরদ্বাজের ঋক্ আছে। 'ভরে সুতান্, ভরে শিষ্যান্, ভরে দেবান্, ভরে দ্বিজান্, ভরে ভার্যাম্ অনব্যাজো' বলে নিজের নামের কারণ বলেছেন। (৪) দীর্ঘতমসের এক নাম। (৫) শংযু নামে অগ্নির প্রথম ছেলে। (৬) পূর্ব মন্বন্তরে এক মহর্ষি, এক দিন স্নান করতে যান এবং ঘৃতাচীকে দেখে বীর্যপাত হয় এবং মেয়ে হয় শ্রুতাবতী/শ্রুবাবতী। (৭) ভরদ্বাজের ছেলে যবক্রীত (দ্রঃ)। যবক্রীত মারা গেলে রৈভ্যকে শাপ দেন রৈভ্য ও তাঁর বড় ছেলের হাতে মারা পড়বেন এবং যবক্রীতের শেষকৃত্য করে নিজেও অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন করেন। পরে দেবতারা রৈভ্যের ছেলে অর্বাবসুকে বর দেন ; অন্য মতে অর্বাবসুর তপঃ প্রভাবে (দ্রঃ পরাবসু) সকলে আবার বেঁচে ওঠেন। এই ভরদ্বাজ সকলের রোগ মুক্তির জন্য মুনিদের অনুরোধে ইন্দ্রালয়ে গিয়ে ইন্দ্রের কাছে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র শেখেন। পরে ফিরে এসে ঋষিদের শেখান। মহাভারতে আছে ইনি হরিদ্বারে বাস করতেন। একটি মতে যবক্রীতের সঙ্গে আবার জীবিত হয়ে উঠলেও ছেলেকে পুনর্জীবিত দেখে সন্তুষ্ট হয়ে দেহত্যাগ করে স্বর্গে চলে যান। এই ভরদ্বাজ অঙ্গিরস বংশে জন্মে ছিলেন। (৮) এক জন বৈয়াকরণ। ব্রহ্মা ইন্দ্রকে

ব্যাকরণ পাঠ করান এবং ভরদ্বাজ ইন্দ্রের কাছে এই ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। পাণিনি এই ভরদ্বাজের ওপর কিছু আলোচনা করেছেন। ঋকৃপ্রাতিশাখ্য ও তৈত্তিরীয় উপনিষদে এই ভরদ্বাজের মতের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

ভর্গ—প্রতর্দনেব ছেলে ভর্গ ও বৎস। দিবোদাসেব ছেলে প্রতর্দন।

ভর্তৃহরি—ঐতিহাসিক পরিচয় জানা নাই। হযতো দুজন। এক জন শতকত্রয় রচয়িতা, আর একজন বৈয়াকরণ। পাটলীপুত্রে পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের ছেলে। বিদ্যাসাগর অল্প বয়সে বেদ অধ্যয়ন কবেন কিন্তু তীব্র জ্ঞান পিপাসাতে উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে বার হয়ে যান। ঘুবতে ঘুরতে একটি পাহাড়ে আসেন এবং এখানে একটি বট গাছের নীচে ক্লান্ত হযে শুয়ে ঘুমিযে পড়েন। এই গাছে এক জন ব্রহ্ম রাক্ষস বাস করতেন। দ্বিপ্রহবে এই রাক্ষস নেমে এসে বিদ্যাসাগরের ঘুম ভাঙান এবং সব শুনে নিজে বিদ্যাসাগরকে শাস্ত্র পাঠ করাবেন আশ্বাস দেন। ক্ষুধা তৃষ্ণা ও ক্লান্তি জয় করার জন্য ব্রহ্ম বাক্ষস মন্ত্র দেন এবং ছয় মাস মত তাঁর কাছে অধ্যয়ন করতে হবে বলেন। এর পর দুজনে গাছে উঠে যান; ব্রহ্মরাক্ষস শিক্ষা দিতে থাকেন এবং বিদ্যাসাগর প্রয়োজন মত বটের পাতায় কিছু কিছু লিখে নিতে থাকেন। ছমাস পরে শিক্ষাদান শেষ হয়ে গেলে ব্রহ্ম রাক্ষস দেহত্যাগ করে চলে যান। বিদ্যাসাগর গাছ থেকে নেমে গুরুর শেষকৃত্য নিষ্পন্ন করে বটের পাতাতে লেখা পুঁথি নিয়ে দেশে ফিরে আসবার জন্য বার হয়ে পড়েন।

বন থেকে বার হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মরাক্ষসের দেওয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা জয় করা মন্ত্রের বল শেষ হযে যায। বিদ্যাসাগর অত্যন্ত ক্ষুধিত হয়ে পড়েন। সন্ধ্যার সমযে কলিঙ্গ দেশে পৌছান এবং মন্দাকিনী নামে এক নর্তকীর বাড়িতে আসেন। মন্দাকিনী শিবমন্দিরে পূজা দিতে গিযেছিলেন, বাডির দরজা বন্ধ ছিল। বিদ্যা-সাগর পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে বাড়ির দরজায নিজের পুঁথিপত্তর নিয়ে ঘুমিয়ে পডেন। রাত দশটা নাগাৎ মন্দাকিনী ফিরে এসে ব্রাহ্মণকে এইভাবে পড়ে থাকতে দেখে পরিচারিকাদেব দিযে বাড়িব মধ্যে আনিযে বেদ্যকে ডাকিযে শুশ্রূষা করান। সুস্থ হয়ে উঠে ব্রাহ্মণ আবার বেরিযে পড়তে যাচ্ছিলেন কিন্তু মন্দাকিনী বাধা দেন: ব্রাহ্মণকে তিনি বিয়ে করতে চান। বিদ্যাসাগর অসম্মত হলে মন্দাকিনী বিচারের জন্য তাঁকে রাজার কাছে নিযে যান এবং রাজাকে সব ঘটনা জানান। রাজা ব্রাহ্মণের পবিচয পেয়ে সন্তুষ্ট হযে রাজকন্যা (ক্ষত্রিযা), মন্ত্রিকন্যা (ব্রাহ্মণী), কুলপতি কন্যা (বৈশ্যা) ও মন্দাকিনী (শূদ্রা) চারজনের সঙ্গে বিদ্যসাগরের বিযে দেবার ব্যবস্থা করেন। সেই সময প্রচলিত ছিল কোন ব্রাহ্মণ আগে উচ্চবর্ণের মেয়েদের বিয়ে করে পরে শূদ্র কন্যাকে বিয়ে করতে পারবে। রাজা এই আইনগত ব্যবস্থাই করেন। রাজার মেয়ে কলাবতী, মন্ত্রীকন্যা মালতী, কুলপতির মেয়ে সুমঙ্গলী ও মন্দাকিনী চারটি স্ত্রী বিদ্যাসাগর লাভ করেন। চার জনের যথাকালে চারটি ছেলে হয় ব্রাহ্মণ বররুচি, ক্ষত্রিয বিক্রমাদিত্য, বৈশ্য ভট্টি এবং শূদ্র ভর্তৃহরি।

কলিঙ্গ রাজ মারা গেলে বিদ্যাসাগর এবং বিদ্যাসাগরের পর ভর্তৃহরি রাজা হন। পিতার মৃত্যু সময় ভর্তৃহরি পিতাকে কথা দিয়েছিলেন তার যাতে কোন সন্তান

না হয় সেই ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু তিনটি (?) বিয়ে করেন। একদিন এক যোগী ভর্তৃহরিকে একটি আম দিযে বলেন এই আম খেলে কোন দিন জরা আসবে না। ভর্তৃহরি বিদ্বান ও ধনবান; তাঁর দীর্ঘজীবী হওযাও দরকার; মানুষের উপকার হবে। সন্ন্যাসী চলে গেল ভর্তৃহরি ভেবে দেখেন স্ত্রী মারা যাবে তিনি বেঁচে থাকবেন সে এক বিশ্রী অবস্থা হবে; বরং স্ত্রীই দীর্ঘজীবী হক। স্ত্রীকে সব কথা বলে ভর্তৃহরি ফলটি খেতে দেন। কিন্তু ভর্তৃহরির সারথির সঙ্গে এই স্ত্রীর প্রণয ছিল। এই উপপতিকে দীর্ঘায়ু করার জন্য রাণী ফলটি তাকে দিযে দেন। সারথিও ভর্তৃহরির মত চিন্তা করেন এবং নিজের স্ত্রীকে ফলটি খেতে দেন। এই মেযেটি রাজপ্রাসাদেই পরিচারিকা ছিলেন। সন্ধ্যেবেলা আমটি নিয়ে গৃহে ফিরছিলেন ভর্তৃহরিও এই সমযে প্রাসাদে ফিরছিলেন। পরিচারিকার হাতে আমটি দেখে আশ্চর্য হযে জিজ্ঞাসা করেন এবং শোনেন সারথির কাছ থেকে মেয়েটি এই আম পেয়েছে। ভর্তৃহরি তারপর প্রাসাদে এসে সারথিকে বাধ্য করেন সমস্ত কথা খুলে বলতে। সব শুনে ভাবতে থাকেন যে স্ত্রীকে তিনি সতীসাধ্বী ভাবতেন তার এই চরিত্র! ভর্তৃহরি ঘরে গিযে শুযে পড়ে ভাবতে থাকেন কি করবেন অথচ স্ত্রীকে বলে একটা হাঙ্গামা বাঁধাতে চান না। এ দিকে সারথি রাণীকে সব কথা জানিযে দেন। রাণী ভীষণ বিব্রত হয়ে পড়েন এবং বিষ মেশান রুটি এনে রাজাকে দেন; সমস্ত ঝামেলা এতে মিটে যাবে। কিন্তু রাজার ভীষণ সন্দেহ হয। গোপনে রুটিগুলি নিযে প্রাসাদের ছাদের রাস্তায গুঁজে রেখে ভিক্ষাপাত্র নিযে বার হযে পড়েন। শান্তির লোভে এই ভাবে বার হয়ে যান এবং বলে যান এই রুটিতে এই বাড়ি পুড়ে শেষ হয়ে যাক। বাড়ি থেকে বার হযে যাবার সঙ্গে সঙ্গে রাজার কথা মত আগুনে সব নিঃশেষ হযে যায়। ভর্তৃহরি ঠিক করেন যে যা দেবে তাইতে জীবন ধারণ করবেন; নিজে কিছু কারো কাছে চাইবেন না। ফলে অনেক সময অনাহারেও কাটাতে হত তবু ভর্তৃহরি অটুট স্বাস্থ্য ভোগ করতে থাকেন। দাক্ষিণাত্যে চিদাম্বরম (?) মন্দিরে দিন কাটাতে থাকেন। এক দিন আর এক জন ভিক্ষু এসে ভর্তৃহরির কাছে ভিক্ষা চান। নবাগত বলতে চান ভর্তৃহরি তাঁর থেকেও ধনী। ভর্তৃহরি ভেবে দেখেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজের ভিক্ষাপাত্রটিও ত্যাগ করেন। এই মন্দিরেই মুক্ত পুরুষ হয়ে তাঁর সমস্ত গ্রন্থগুলি রচনা করেছিলেন।

ভল্ল—বর্শা বিশেষ।

ভস্মলোচন—রাবণের দুর্দ্ধর্ষ অনুচর। হাজার বৎসর তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছে অমর হবার বর চান এবং শেষ পর্যন্ত অজেয হবার চেষ্টায বর পান যার দিকে তাকাবেন সেই পুড়ে ছাই হযে যাবে। এর ফলে সব সমযই চোখে ঠুলি পরে থাকতেন। বীরবাহুর সঙ্গে একত্রে যুদ্ধে আসেন। বিভীষণের পরামর্শে রামচন্দ্র দর্পণ অস্ত্র প্রয়োগ করেন। ভস্মলোচন রামকে পুড়িযে মারবেন আশায চোখের ঠুলি খুলে দর্পণে নিজের মুখ দেখে নিজেই পুড়ে মারা যান।

ভাগীরথী—(১) ভগীরথ গঙ্গাকে এনেছিলেন ফলে গঙ্গার এক নাম। হিন্দুদের পবিত্র তীর্থ নদী। (২) গঙ্গার একটি শাখা। মুর্শিদাবাদ জেলায় (২৪°৩৫´ উ × ৮৮°৫´ পূ) বার হয়ে দক্ষিণ মুখে এগিয়ে গিয়ে জলাঙ্গীর সঙ্গে মিলিত হয়ে হুগলি নাম ধারণ

করেছে। ১৬ শতক পর্যন্ত গঙ্গার প্রধান শাখা ছিল।

ভাজা—মহারাষ্ট্রে পুণা জেলাতে একটি গ্রাম। ১৮°৪৪´উ×৭৩°২৯´পূ। এখানে ১৮-টি শৈলখাত বৌদ্ধ গুহা রয়েছে। গুহাগুলি গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে পাহাড়ের ওপর ১২০ মি উচ্চে অবস্থিত। কাছেই কার্লা'র চৈত্যগৃহ থেকে আয়তনে ছোট এবং গঠন প্রকৃতি ও অলংকরণ সরলতর। স্থাপত্যে দারুশিল্পের প্রভাব। নির্মাণ আনুমানিক খৃ-পূ ২-শতক। প-ভারতীয় শৈলখাত স্থাপত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। এই চৈত্যগৃহ থেকে কিছু দূরে আর একটি প্রাচীন শৈলখাত বিহার বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

ভাণ্ডীর—গোকুলে একটি বন। কৃষ্ণ শৈশবে এখানে গরু চরাতেন। গঙ্গার উত্তর-কূলে। এইখানে ব্রহ্মা রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের বিয়ে দেন। দ্রঃ বট।

ভানু—(১) কৃষ্ণ সত্যভামার ছেলে। (২) দ্যুর ছেলে; সূর্যের গুরু। (৩) প্রধা-কশ্যপের ছেলে; এক জন গন্ধর্ব। (৪) পাঞ্চজন্য অগ্নির ছেলে; অঙ্গিরস ও চ্যবনের অংশে জন্ম; ছেলে অগ্নি, সোম, অগ্রণি; এবং একটি মেয়ে রোহিণী: দ্রঃ অগ্রহ। (৫) এক জন যাদব; প্রদ্যুম্নের কাছে অস্ত্রশিক্ষা; মেয়ে ভানুমতী; সহদেবের স্ত্রী।

ভানুদত্ত—শকুনির ভাই; ভীমের হাতে কুরুক্ষেত্রে নিহত।

ভানুমতী—কৃষ্ণ ও অন্যান্য যাদবরা যখন পিণ্ডারক তীর্থে বারুণী উৎসবে যান সেই সময়ে রাক্ষস নিকুম্ভ ভানুমতীকে (দ্রঃ ভানু) চুরি করেন। রৈবত পাহাড়ে এক বার দুর্বাসা গিয়েছিলেন; সেই সময়ে ভানুমতীও ঐখানে ছিলেন; মুনিকে সে রকম শ্রদ্ধাযত্ন করেন নি। ফলে দুর্বাসা অপহৃত হবার শাপ দিয়েছিলেন। পরে অবশ্য সন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন সহদেব উদ্ধার করে বিয়ে করবেন। (২) অঙ্গিরসের এক ছেলে।

ভামহ—খৃ ৬-শতক।

ভামিনী—অবিক্ষিতের স্ত্রী; ছেলে মরুত্ত।

ভারতবর্ষ—দ্রঃ-অম্বরীষ, আর্যাবর্ত, ভরত (শকুন্তলার ছেলে), ভরত (ঋষভদেবের ছেলে)।

ভারবি—অপর নাম দামোদর। পিতা নারায়ণ স্বামী। এঁর পূর্বপুরুষেরা উ-ভারত থেকে দ-ভারতে গিয়ে বসবাস আরম্ভ করেন। ৬৩৪ খৃষ্টাব্দের আগে। কিরাত-অর্জুনীয়ম্ ইত্যাদি গ্রন্থ রচয়িতা।

ভারশিব—এঁরা নাগ বংশীয়। শিবলিঙ্গ স্কন্ধে বহন করার জন্য নাম। শিবের বরে খৃ-৩ শতকের শেষ থেকে ৪র্থ শতকের প্রথম দিকে শক্তিশালী হয়ে ১০টি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। গঙ্গাতীর পর্যন্ত এঁদের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল। এঁদের রাজা ভাবনাগের কন্যার পৌত্রের পৌত্র ছিলেন বাকাটক রাজা ২-য় রুদ্রসেন।

ভারহূত—মধ্যপ্রদেশে সাতনা জেলাতে ছোট একটি গ্রাম (২৪°৩৭´উত্তর×৮০°৫৩´পূ)। এখানে একটি প্রাচীন বুদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। সাঁচির প্রধান স্তূপটির প্রায় অনুরূপ স্তূপ ছিল। এখানে ভাস্কর্যের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবলী ও জাতকের কাহিনী। স্তূপের আবেষ্টনীটি ১৫০-১২৫ খৃ-পূ। বহু দেশের বহু ভক্তের দানে গড়ে ওঠা এই স্তূপ।

চিত্রণের বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট। সাবলীল ও অনাড়ম্বর বর্ণনা। কয়েকটি

ক্ষেত্রে দেহে ভঙ্গিমার বলিষ্ঠ প্রকাশ প্রশংসনীয়। দেহে অলকারের বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য লক্ষ্যণীয়। ভাস্কর্য রীতি প্রধানত দেশজ। তবে পক্ষধর সিংহ, পিরামিডের সারি, ও নীলকমল ইত্যাদি এসিযার প্রভাব সূচিত করে। তৎকালীন লৌকিক ধর্মবিশ্বাস ও প্রচলিত তৎকালীন বৌদ্ধধর্মের ছবি এখানে পাথরে খোদিত হয়ে রযেছে। ভারতে শিল্পকলার ইতিহাসে ভারহুত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ভারু—দক্ষ বৈরিণীর এক মেয়ে; বিশ্বদেবের স্ত্রী।

ভার্গব—ভৃগুর ছেলে বা বংশধর। চ্যবন, শৌনক, জমদগ্নি পরশুরাম ইত্যাদি।

ভাস—ব্যক্তিগত পরিচয কিছু জানা নাই। বাল্মীকি ও কালিদাসের মাঝখানে। প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরাযন, স্বপ্নবাসবদত্তা, অভিমারক, প্রতিমা, অভিষেক, মধ্যমব্যায়োগ, পঞ্চরাত্র, দূতবাক্য, দূতঘটোৎকচ, কর্ণভার, উরুভঙ্গ, বালচরিত, চারুদত্ত তেরটিনাটক।

ভাসী—তাম্রা ও দক্ষ কন্যা; কশ্যপের স্ত্রী। পাঁচটি মেয়ে ক্রৌঞ্চী, ভাসী, শ্যেনী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী; ছেলেগুলির নাম ভাস।

ভাস্কর—বৈদান্তিক। খৃ ৯ম শতক। গ্রন্থ ব্রহ্মসূত্রভাষ্য। এঁর মতে ব্রহ্ম সগুণ বা অনন্তগুণ নন। জীবের কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, অণুত্ব, বহুত্ব এগুলি নিত্যও নয় এবং স্বাভাবিকও নয়। এগুলি আগন্তুক ও অনিত্য। যত দিন পর্যন্ত উপাধি অর্থাৎ জড় দেহ মন প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে তত দিন এই সব কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব ইত্যাদি থাকে। এটি ভাস্করের উপাধিবাদ। এঁর মতে মোক্ষ পরিপূর্ণ আনন্দঘন অবস্থা. কেবল দুঃখাভাব নয।

ভাস্করবর্মন—কামরূপে রাজা সুস্থির বর্মন ও শ্যামাদেবীর দ্বিতীয় পুত্র। প্রাগজ্যোতিষ পুরে (কামরূপ) বর্মন বংশে ১৩-শ ও শেষ রাজা। ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে ইনি জীবিত ছিলেন।

ভাস্কর্য—প্রাচীন নিদর্শন সিন্ধু সভ্যতায। হরপ্পাতে বেলে পাথরের সুমসৃণ কয়েকটি মূর্তি পাওয়া গেছে। নৃত্যের ভঙ্গিতে নির্মিত মূর্তিও রযেছে। মূর্তিগুলি সত্যই সুন্দর। মহেঞ্জোদড়োর তন্বী নর্তকী মূর্তিগুলিও অনবদ্য; এগুলি মিশ্র ধাতুতে তৈরি। মিশ্র ধাতুতে আরো বহু মূর্তি পাওযা গেছে। মহেঞ্জোদড়োতে চুণা পাথরের তৈরি শ্মশ্রুধারী এবং গায়ে নক্সাযুক্ত উত্তরীয জড়ান একটি অভিজাত পুরুষের মূর্তিও পাওয়া গেছে। চৌকা আকারের পাথরের গায়ে খোদাই করা কিছু সিলমোহরও এখানে মিলেছে। এগুলিতে নীচের সারিতে নানা জন্তুর বলিষ্ঠ মাংসল মূর্তি খোদিত রয়েছে। এই ধরণের একটি ক্ষোদিত পুরুষ মূর্তির মাথাতে তিনটি শিং, হাতে অনেকগুলি বলয় এবং মূর্তিটি যোগাসনে উপবিষ্ট এবং ব্যক্তলিঙ্গ। হরপ্পার পরবর্তী যুগের হিসাব বিশেষ কিছু জানা যায় নাই।

খৃষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে গড়ে উঠছিল ভারহুত, সাঁচি, বুদ্ধ গয়াতে বোধি বৃক্ষের শিলাবেষ্টনী এবং ভাজাতে পর্বত গাত্রে শিল্পকর্ম। উড়িষ্যার খণ্ডগিরি, উদয় গিরির শিল্পকর্ম ইত্যাদিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধস্তূপে বেষ্টনী ও তোরণগুলি পাথরের তৈরি হতে থাকলে এই সব পাথরে বুদ্ধের জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলী এবং জাতকের কাহিনী উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। এই সব চিত্রকর্মের কিছু চিত্র ছিল নিসর্গ ভিত্তিক; বহু ক্ষেত্রে সে যুগের প্রচলিত বিশ্বাস ভিত্তিক বহু দেবতা, যক্ষ, নাগ ইত্যাদি মূর্তিও রয়েছে। এদের অঙ্গসজ্জা সে যুগের চলমান জীবনের অঙ্গসজ্জা। অনেক

ক্ষেত্রে এই সব মূর্তিগুলি কিছুটা আড়ষ্ট মত। কিন্তু বুদ্ধ গয়া ও সাঁচিস্তূপের মূর্তিগুলি অনবদ্য ; এক অপূর্ব শিল্পচেতনার স্বাক্ষর। উদয় গিরির মূর্তিগুলি একটু লম্বাটে তবে একটা নাটকীয় গতিভঙ্গি যুক্ত। ভাজাতে রথারূঢ় মিত্রসূর্য, হস্তিপৃষ্ঠে ইন্দ্রমূর্তি ইত্যাদি কিছুটা আদিম ধর্মী।

অশোকের সময়ে কয়েকটি উজ্জ্বল মসৃণ বেলে পাথরের মূর্তি ; কিছু স্তম্ভ, স্তম্ভগুলির শীর্ষদেশে খোদাই করা কাজ এবং উড়িষ্যার ধৌলিতে পাহাড় কেটে তৈরি অর্ধসমাপ্ত হস্তিমূর্তি পাওয়া যায়। কাজের পরিমাণ খুব সামান্য।

পুরুষপুরে কনিষ্কের রাজধানী ছিল বটে কিন্তু তবু কনিষ্কের সময় মথুরাতে রাজ অনুগ্রহে ভাস্কর শিল্পের একটি কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। মথুরাতে কনিষ্কের মুণ্ড হীন পাথরের যে মূর্তি পাওয়া গেছে সেটি অতুলনীয়। হয়তো কোন শকশিল্পী গঠিত এই মূর্তি। অন্যান্য কুষাণ রাজাদের মূর্তিতে কিন্তু ক্রমশ ভারতীয় প্রভাব ফুটে উঠেছিল। মথুরাতে গঠিত ভগবান বদ্ধের মূর্তিও তুলনাহীন। এখানে জৈন তীর্থংকরদের মূর্তিও গঠিত হতে থাকে। বুদ্ধের ও তীর্থংকরদের মূর্তিগুলিও প্রতিমা শিল্পেব একটি বিশেষ অধ্যায়। মূর্তিগুলি শিল্পীর হাতে গড়া এক একটি জীবন্ত দেবতা যেন। এই সময়ে কঙ্কালীতিলে জৈন এলাকাতে পাষাণস্তম্ভে উৎকীর্ণ নারীমূর্তিগুলি আর এক আনন্দলোকের সৃষ্টি করেছে।

আর এক দিকে গড়ে উঠছিল গান্ধার শিল্প। গান্ধারে বসতি-গড়ে-তোলা অভারতীয় শিল্পীর দল বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের যে সব মূর্তি তৈরি করছিলেন সেগুলি অপূর্ব সুন্দর ; কিন্তু এই শিল্প শৈলী ভারতীয শৈলী থেকে স্পষ্ট স্বতন্ত্র। গান্ধার শিল্প গ্রীক আদর্শে অনুপ্রাণিত, শিল্পকর্ম বাস্তবানুগ ; বিষয় বস্তু ভারতীয ; কিন্তু ভাবময় দেবতার প্রতিমা এঁরা একটিও গড়ে তুলতে পারলেন না।

গান্ধারের এই শৈলীও সুদূর দ-ভারতেও কিছুটা ছড়িয়ে ছিল। অবশ্য দক্ষিণ ভাবতে ভারতীয় ভাবময় শিল্পকর্মের পরিমাণও প্রচুর। দক্ষিণ ভারতে ভারতীয় ভাবধারায় খোদাই করা এই ছবি মূর্তিগুলি কল্লোলিত আনন্দমুখর জনতার এক মহা-মিছিল। মর্তির দেহে সাবলীলতা ও প্রাণ প্রাচুর্য যেন উপছে উঠছে ;

গুপ্তযুগ থেকে ভাস্কর্যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের দেবদেবীর মূর্তি ও আখ্যান বস্তু ক্রমশ অধিকতর স্থান দখল করতে থাকে। বাস্তবতা পরিহার করে ক্রমশ ভাবমূর্তি/নিঁখুত প্রতিমা গঠনের ঝোঁক গড়ে উঠতে থাকে। গুপ্ত যুগ এই কারণে আর একটি যেন নব দিগন্ত এনে দিয়ে ছিল। এই সময় থেকে পরবর্তী কালেও যে সব মূর্তি গঠিত হতে ছিল সেগুলিতেও শৈলী ক্রমশ অতুলনীয় ভাবময় প্রতিমামূর্তির দিকে এগিয়ে চলেছিল। পাথর ছাড়া মিশ্রধাতুর ব্যবহার হয়েছিল প্রচুর। বার্মিংহাম সংগ্রহশালায় অষ্টধাতুর বুদ্ধমূর্তিটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। উত্তর ভারতের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ ভারতেও এই ভাবে ভাবময় গঠন শৈলী ছড়িয়ে পড়তে থাকে। নৃত্যরত নটরাজ থেকে মহাবল্লী-পুরমে অর্জুনের তপস্যা ইত্যাদি ইত্যাদি শিল্পকর্মের এক অচিন্তনীয় বিপুল সমারোহ। দক্ষিণ ভারতে মন্দির গোপুরমগুলি এবং উড়িষ্যার মন্দিরগুলিও ভাস্কর শিল্পে এক একটি মহাসংগ্রহ শালাতে পরিণত হয়েছে।

ভিটা—এলাহাবাদের কাছে। মৌর্য্য ও গ্রীক-মৌর্য যুগের বহু নিদর্শন এখানে পাওয়া গেছে। নগরটি বণিকদের কেন্দ্র ছিল।

ভিড়মাউন্ড—দ্রঃ তক্ষশিলা। এখানে কোন রীতিবদ্ধ নগর সন্নিবেশ ছিল না। আকৃতি বিহীন পাথর দিয়ে গৃহ নির্মাণ হত পাথরের থাম ছাদকে ঠেকা দিয়ে রাখত। থামের পাথরও অসংস্কৃত ছিল। জল নিষ্কাশনের জন্য সরু সরু কূপ বা ওপর ওপর বসান সছিদ্র তল বিশিষ্ট কলসী শ্রেণী ব্যবহৃত হত। বাড়ি ঘরের অবস্থা এই জাতীয় হলেও সোনা, রূপা ও তাম্র মুদ্রা এবং মূল্যবান অলঙ্কার এখানে প্রচুর ব্যবহৃত হত।

ভিতরগাঁও—উত্তর প্রদেশে কানপুর জেলাতে একটি ছোট গ্রাম। এখানে একটি মন্দির রয়েছে। মন্দিরটি ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভাস্কর্য অত্যন্ত উচ্চ মানের। মূর্তিগুলি প্রাণবন্ত, অধিকাংশই হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী। মনে হয় খৃ ৫ শতকে নির্মিত। বুদ্ধ গয়াতে মহাবোধি মন্দির এবং যবদ্বীপের কয়েকটি মন্দিরের সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষণীয়। মন্দিরে মূল বিগ্রহ সম্ভবত ছিলেন বিষ্ণু।

ভীম—পাণ্ডুর দ্বিতীয় পুত্র। যুধিষ্ঠিরের জন্মের পর একটি বলবান সন্তান পাবার আশায় কুন্তী (দ্রঃ) দুর্বাসা মন্ত্রে বায়ুকে আহ্বান করেছিলেন। বায়ুর ঔরসে জন্ম। একই দিনে দুর্যোধন জন্মান (মহা ১।১১৪।১৪)। বড় কাঞ্চন বর্ণ, বৃষস্কন্ধ, বিরাট দেহ, উন্নত বক্ষ, ও অযুত হাতীর বলযুক্ত। অতিরিক্ত ভোজন পটু বলে নাম বৃকোদর। দাড়িগোঁফ ছিল না বলে কর্ণ একে তুবরক (=মাকুন্দ) বলে বিদ্রূপ করতেন। বাঘের ভয়ে কুন্তী সহসা উঠে দাঁড়াতে গেলে (মহা ১।১২৪।১১) দশ দিন বয়সে ভীম মায়ের কোল থেকে পাথরের ওপর পড়ে যান কিন্তু একটুও আহত হন না। অথচ পাথরটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। শতশৃঙ্গে মহর্ষিরা নাম দিয়েছিলেন। বসুদেবের কুল পুরোহিত কশ্যপ উপনয়ন করান। রাজর্ষি শুকের কাছে গদা যুদ্ধ শিক্ষা করেন। পাণ্ডু মারা যাবার পর হস্তিনাপুরে চলে আসেন। এর পর দ্রোণের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করেন এবং গদাযুদ্ধে অদ্বিতীয় হন। বাল্যে কৌরবদের সঙ্গে পালিত হন এবং গুণ্ডামি স্বভাবের (ন দ্রোহ চেতসা) জন্য দুর্যোধনদের নানা ভাবে উত্ত্যক্ত ও উৎপীড়ন করতেন। ফলে ভীমের প্রতি দুর্যোধনের একটা জাত-ক্রোধ গড়ে ওঠে। ভীমের আর এক পরিচয় নামৃষ্যত মহাবাহুঃ প্রহারম্ ইব সদ্গবঃ (মহা ৩।১৫০ ২৫)। কৌরবরাও নানা ভাবে এঁকে হিংসা করতেন। প্রমাণকোটী নামে একটি জায়গায় বাল্যে এঁকে হত্যা করার জন্য দুর্যোধন জলক্রীড়ার ব্যবস্থা করেন। সকলে এখানে মিলিত হলে দুর্যোধন ভীমকে বিষাক্ত মিষ্টান্ন খাইয়ে অজ্ঞান করে দিয়ে লতাপাতা দিয়ে ভাল করে বেঁধে রাত্রিবেলা গঙ্গার জলে ফেলে দেন। অচৈতন্য ভীম ডুবে গিয়ে পাতালে গিয়ে ওঠেন। এখানে সাপের কামড়ে ক্রমশ ভীমের জ্ঞান ফিরে আসে। ভীম তখন নিজের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে সাপেদের পেটাতে থাকেন। আর্যক (দ্রঃ) নাগের সঙ্গে এই সময় পরিচয় হয় এবং এই নাগ ভীমকে বাসুকির কাছে নিয়ে আসেন। বাসুকির দৌহিত্র কুন্তীভোজ এবং কুন্তীভোজের দৌহিত্র ভীম। ভীমকে পেয়ে বাসুকি আলিঙ্গন করেন এবং বহু উপহার দেন। ভীম এ সব নেন নি; কেবল নাগরস/রসায়ন আট-কুণ্ড গ্রহণ করেছিলেন এবং পান করে আট দিন একটানা ঘুমিয়ে কাটান এবং অযুত হাতীর বল পান। এর পর নতুন বস্ত্র মাল্য পরে বাসুকির কাছে বিদায় নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসেন। ফিরে এসে ভীম কুন্তী ও ভাইদের সব জানান কিন্তু

যুধিষ্ঠির এ সব ঘটনা প্রকাশ করতে নিষেধ করে দেন। দুর্যোধন আর একবার বিষ দিয়েছিলেন কিন্তু বাসুকির কাছে রসায়ন খেয়ে আসার জন্য এবার-আর কোন ক্ষতি হয় না।

অস্ত্রশিক্ষার পর ভীম প্রদর্শনীতে দুর্যোধনের সঙ্গে গদাযুদ্ধে নেমেছিলেন। গুরুদক্ষিণা হিসাবে অর্জুন দ্রুপদকে ধরে আনতে যান; ভীম সঙ্গে ছিলেন এবং দ্রুপদের হস্তীযূথকে ধ্বংস করেন। এর পর বলরামের কাছে গদাযুদ্ধের আরো কৌশল শিক্ষা লাভ করেন। জতুগৃহ থেকে সকলকে সুড়ঙ্গ পথে বার করে দিয়ে ভীম নিজে সেখানে আগুন লাগান এবং ফিরে এসে কুন্তীকে কাঁধে নিয়ে নকুল ও সহদেবকে কোলে নিয়ে এবং যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের হাত ধরে গঙ্গা তীরে এসে উপস্থিত হন। গঙ্গার পরপারে এক বনের মধ্যে এসে ক্লান্ত হয়ে সকলে ঘুমিয়ে পড়েন; ভীম একা পাহারা দিতে থাকেন। এটি হিড়িম্ব বন; কাছেই একটি শালগাছে হিড়িম্ব রাক্ষস থাকত। মানুষের মাংসের লোভে বোন হিড়িম্বাকে পাঠিয়ে দেন। হিড়িম্বা ভীমকে বিয়ে করতে চান। এ দিকে দেরি হচ্ছে দেখে হিড়িম্ব ছুটে আসেন এবং বোনের আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে বোনকে হত্যা করতে যান এবং ভীমের হাতে নিহত হন। এর পর কুন্তীর অনুমতি নিয়ে এদের বিয়ে হয়; সর্ত হয় সারা দিন ভীম হিড়িম্বার সঙ্গে থাকলেও সন্ধ্যাবেলা তাকে ভাইদের কাছে ফিরে আসতে হবে। এই ভাবে এঁরা এক বৎসর কাটান এবং ছেলে হয় ঘটোৎকচ। ঘটোৎকচকে স্মরণ করলেই এসে উপস্থিত হবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে হিড়িম্বা ও ঘটোৎকচ এর পর উত্তর দিকে চলে যান। পাণ্ডবরা একচক্রা গ্রামে চলে আসেন।

একচক্রাতে ভীম বক (দ্রঃ) রাক্ষসকে হত্যা করেন। এখান থেকে তার পর দ্রৌপদীর স্বয়ংবরের খবর পেয়ে সেখানে পাঁচ ভাই মিলে যোগ দিতে যান। স্বয়ংবরের পর পাণ্ডবরা আক্রান্ত হলে ভীম ও যুদ্ধ করেন, এবং শল্যকে পরাজিত করেন। এর পর কুন্তীর নির্দেশে পাঁচ ভাই দ্রৌপদীকে বিয়ে করেন; দ্রৌপদীর গর্ভে ভীমের ছেলে হয় সুতসোম। ভীমের আর এক স্ত্রী কাশীরাজ কন্যা বলন্ধরা, ছেলে সর্বগ। এর পর পাণ্ডবরা হস্তিনাপুরে ফিরে আসেন। খাণ্ডবদাহের পর কৃতজ্ঞ ময় ভীমকে বিন্দু সরোবর থেকে বৃষপর্বার গদা উপহার দেন। এর পর কৃষ্ণ অর্জুন ও ভীম মগধে যান; ভীম ও মগধরাজ জরাসন্ধের চোদ্দ দিন ধরে মল্লযুদ্ধ হয় এবং কৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীম জরাসন্ধকে চিরে দু টুকরো করে ফেলেন। নারদের পরামর্শে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করার জন্য প্রস্তুত হওয়ার একটি পদক্ষেপ এই জরাসন্ধ নিধন। এর পর ভীম পাঞ্চাল, বিদেহ, দশার্ণ, চেদি, কোশল, অযোধ্যা প্রভৃতি জয় করে প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে আসেন। বিপদের সময় দ্রৌপদী সব সময় এই সরল গুণ্ডাটির কাছে এসে দাঁড়াতেন। পাশা খেলার পর দ্রৌপদীকে দুঃশাসন সভাতে টেনে আনেন ও অপমানিত করেন। ভীম এই সময় ক্রোধে চিৎকার করে ওঠেন যে হাতে যুধিষ্ঠির পাশা খেলেছেন সেই হাত পুড়িয়ে ফেলা দরকার এবং প্রতিজ্ঞা করেন দুঃশাসনের বুক চিরে রক্ত পান করবেন এবং সেই রক্ত মাখা হাতে দ্রৌপদীর বেণী বন্ধন করে দেবেন। দুর্যোধন দ্রৌপদীকে নিজের বাম উরু দেখিয়ে অপমানিত করলে ভীম প্রতিজ্ঞা করেন দুর্যোধনের উরু ভেঙ্গে দেবেন। বনে যাবার সময় দুঃশাসন ভীমকে

রু বলে আবার উপহাস করেন ফলে ভীম দুর্যোধনের সমস্ত ভাইগুলিকে হত্যা করবেন শপথ করেন।

বনবাসে থাকার সময় কাম্যক বনে বক রাক্ষসের ভাই কির্মীর পাণ্ডবদের আক্রমণ করলে ভীমের হাতে নিহত হন। বনবাসের সময় ভীম কয়েক বার যুধিষ্ঠিরকে দ্ধ করতে বারণ করেছিলেন তবে বহু বারই যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করতে চেষ্টা করেন; এমন কি কপটতা করতেও বলেছিলেন। বনবাসের সময় অর্জুন শিবের আরাধনা করতে যান। অর্জুনের প্রত্যাবর্তনের সময় এঁরা সকলে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। গন্ধমাদন পাহাড়ে সকলে ক্লান্ত হয়ে পড়েন, দ্রৌপদী অজ্ঞান হয়ে যান। ভীম তখন ঘটোৎকচকে স্মরণ করেন এবং ঘটোৎকচ এলে তাঁদের সকলকে বদরিকা-তে নরনারায়ণের আশ্রমে পৌঁছে দিতে বলেন। এই আশ্রমে ছয় দিন বাস করেন। এক দিন গঙ্গায় সুন্দর একটি সহস্র দল পদ্ম ভেসে আসতে দেখে দ্রৌপদী ঐ রকম আরো পদ্ম নিয়ে আসবার জন্য ভীমকে অনুরোধ করেন (অনিলেন আহৃতং জলজং সৌগন্ধিকং ; মহা ৩।১৪৬।৮। দ্রৌপদী এই ফুল যুধিষ্ঠিরকে দিতে ও কাম্যক বনে নিয়ে যেতে চান। ভীম বহু দূর এগিয়ে এসে পথে এক জায়গায় একটি রুগ্ন বানর পথ আটকে শুয়ে আছে দেখতে পান; পথ ছেড়ে দিতে বলেন এবং একটু গর্ব করেন নিজে তিনি অমিত বলশালী। বানর তখন তাঁর লেজটি সরিয়ে দিয়ে নিজের পথ করে নিয়ে ভীমকে এগিয়ে যেতে বলেন; কিন্তু ভীম লেজ তুলতেই পারেন না। অন্য মতে ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল এবং ভীম হেরে যান। হনুমান তখন নিজের পরিচয় দেন, ভীম শ্রদ্ধায় পবন পুত্র এই অগ্রজকে প্রণাম করেন (মহা ৩।১৪৯।-) এবং কোথায় পদ্ম পাওয়া যাবে জেনে নেন। ভীমের অনুরোধে হনুমান সাগর লঙ্ঘনের সময়কার মূর্তি দেখান; আলিঙ্গন করেন এবং কথা দেন কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের রথের ওপর বসে হুঙ্কার দিয়ে শত্রুসৈন্য নিধন করবেন।

কৈলাস শিখরে কুবের ভবনাভ্যাশে একটি নদীতে (মহা ৩।১৫১।৩) সৌগন্ধিক ফুল দেখতে পান। এখানে ক্রোধবস রাক্ষসরা পাহারা ছিল; এদের পরাজিত করে ভীম ফুল সংগ্রহ করেন। ইতিমধ্যে যুধিষ্ঠির নানা দুর্লক্ষণ দেখে ভীমের সন্ধানে সকলে মিলে ঘটোৎকচ ইত্যাদির পিঠে চড়ে এখানে এসে উপস্থিত হন। দেখেন ভীম গদা হাতে নদী তীরে বসে রয়েছেন। এর পরের ঘটনা জটাসুর (দ্রঃ) বধ। এই জটাসুর এক রাক্ষস; ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে পাণ্ডবদের সঙ্গে থাকতেন। এখান থেকে আরো উত্তর দিকে যাত্রা করেন এবং ১৭ দিনের দিন বৃষপর্বার আশ্রমে আসেন এবং এখান থেকে শ্বেত পর্বতে, তার পর মাল্যবান পর্বতে এবং তার পর গন্ধমাদনে (মহা ৩।১৫৫।৮৯) আর্ষ্টিসেনের আশ্রমে আসেন। এখানে কয়েক মাস থাকার পর একদিন গরুড় সমুদ্রের তলদেশ থেকে ঋদ্ধিমান নাগকে তুলে আনেন; এই সময় পাখার ঝাপটায় কুবেরের উদ্যান থেকে কহ্লার পুষ্প দ্রৌপদীর পায়ের কাছে এসে পড়ে। দ্রৌপদী ভীমকে শুঁকিয়ে পরিহাস করেন এত ভাল ফুল যদি বাতাসে উড়ে আসে তবেই তাঁর ফুল পরার সৌভাগ্য হবে; নতুবা কে আর দেবে। ভীম এই পরিহাস সহ্য করতে না পেরে ফুল আনতে বার হয়ে যান। এবং তার পর অলকাপুরীতে আসেন। অলকাপুরীতে মণিমাণ বাধা দিলে ভীমের হাতে মারা

পড়েন। অলকাপুরী থেকে ফেরার পথে অন্ত মতে বনবাসের এগার বছরে যমুনার উৎপত্তি স্থানের কাছে বিশাখযুপ বনে বাস করার সময় মৃগয়াকালে অজগর রূপী নহুষ (দ্রঃ) ভীমকে জড়িয়ে ধরে এবং ভীমের হাতে নিহত হয়ে শাপমুক্ত হন। এ দিকে অর্জুন পাশুপত অস্ত্র লাভ করে ফিরে আসেন। এর পর পাণ্ডবরা দ্বৈত বনে বাস করছিলেন এই সময় ঘোষ যাত্রায় দুর্যোধন এসে গন্ধর্ব চিত্রসেনের হাতে পরাজিত ও বন্দী হন। ভীম এই পরাজয় ও বন্দী হওয়া দেখে হেসেছিলেন কিন্তু কোন সাহায্য করেন নি। এর পর কাম্যক বনে থাকার সময় জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে সুযোগ মত অপহরণ করে পালাতে চেষ্টা করেন। জযদ্রথের প্রতিনিধি কোটিকাশ্যকে ভীম এই সময় নিহত করেন এবং জযদ্রথকে ধরে মাথায় পাঁচটি টিকি রেখে নেড়া করে দিয়ে যুধিষ্ঠিরের দাস বলে সর্বত্র নিজেকে ঘোষণা করতে হবে নির্দেশ দেন। এর পর এই দ্বৈত বনেই জল আনতে গিয়ে বকরূপী ধর্মের কথা অগ্রাহ্য করার জন্য ভীম ও মারা যান। যুধিষ্ঠির আবার বাঁচিয়ে তোলেন। অজ্ঞাত বাসের সময় বিরাটের রন্ধন শালায় বল্লব নামে অধ্যক্ষ হিসাবে ভীম বাস করতেন। এখানে ভীমের গুপ্ত নাম ছিল জয়ন্ত। এখানে ব্রহ্মার উৎসবে জীমূত নামে এক মল্লকে এবং অন্যান্য আরো কয়েকজন মল্লকে মল্ল যুদ্ধে নিহত করেন। দ্রৌপদীকে (দ্রঃ) অপমান করার জন্য বিরাটের শালা কীচক ও কীচকের (দ্রঃ) এক শত ভাই উপকীচকদেরও নিহত করেন। কীচক মারা গেছেন শুনে ত্রিগর্ত রাজ সুশর্মা (দ্রঃ) দুর্যোধনের সাহায্যে বিরাট রাজ্যের দক্ষিণ দিক আক্রমণ করে বিরাটকে বন্দী করেন। যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে ভীম সুশর্মাকে পরাজিত করে বিরাটকে উদ্ধার করে দেন।

অজ্ঞাতবাসের পর যুদ্ধের আগে কৃষ্ণ সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে হস্তিনাপুরে যাবার সময় ভীমের মতামত জানতে চাইলে ভীম বলেন শান্তিই শ্রেয়, কিন্তু পরমুহূর্তে কৃষ্ণের কথায় ভীম যুদ্ধই বাঞ্ছনীয় বলেন। শিখণ্ডীকে ভীম সেনাপতি করতে চেয়েছিলেন। যুদ্ধে ভীম একটা মস্ত বড় অংশ নিয়েছিলেন। প্রথম দিন ভীম পাণ্ডবদের আক্রমণের নেতা হন। প্রথম দিন ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধে ও দ্বিতীয় দিনে কলিঙ্গ সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে ভীম বিশেষ বীরত্ব দেখান। যুদ্ধের চোদ্দ ও পনের দিনের দিন দ্রোণের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। দ্রোণকে এক বার এবং কর্ণকে তিন বার পরাজিত করেছিলেন। দুর্যোধনকে বহুবার পরাজিত করেন এবং বহু বীর যোদ্ধাকে নিহত করেন। অশ্বত্থামা নামক হাতীকে নিহত করে মিথ্যা সংবাদ ছড়ান দ্রোণের পুত্র মারা গেছেন। সতের দিনের দিন দুঃশাসনের রক্তপান করেন এবং এই দিনই কর্ণের কাছে হেরে যান। পূর্ব প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী কর্ণ ভীমকে ছেড়ে দেন। ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত ছেলে ভীমের হাতে ক্রমশ মারা পড়েন। আঠার দিনের দিন দ্বৈপায়ন হ্রদে দুর্যোধন আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং পাণ্ডবদের যে কোন এক জনের সঙ্গে যুদ্ধ করার সর্তে বার হয়ে আসেন এবং ভীমের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ হয়। ভীম উরুভঙ্গ করেন এবং মাথাতে লাথি মারেন। যুধিষ্ঠির এতে অসন্তুষ্ট হন এবং বলরাম ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন। অশ্বত্থামার হাতে পাণ্ডবদের পাঁচটি ছেলেই মারা গেলে দ্রৌপদী অশ্বত্থামাকে বধ করে তাঁর মাথার মণি নিয়ে আসার জন্য ভীমকে অনুরোধ করেন। নকুলকে সারথি করে ভীম তৎক্ষণাৎ বার হয়ে যান। অশ্বত্থামা (দ্রঃ) ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারেন এই ভয়ে অর্জুন ও

কৃষ্ণ পেছু পেছু যান। যুদ্ধ অর্জুনের সঙ্গেই হয় এবং অর্জুন মণি সংগ্রহ করলে ভীম সেই মণি এনে দিয়ে দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দেন। যুদ্ধের পর ভীম গান্ধারীর কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন। এই সময় গান্ধারীকে বলেন ধর্মযুদ্ধে দুর্যোধনকে হারান সম্ভব নয় বলেই (মহা ১১।১৪।৩) অন্যায় যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়ে ছিলেন এবং কারো রক্তই খাওয়া উচিত নয় ; রাগে রক্ত পান করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেই জন্য দাঁতে বা ঠোঁটে রক্ত লাগিয়ে ছিলেন ; মুখের মধ্যে রক্ত যায়নি (মহা ১১।১৪।১৫)। রাজ্য লাভ করে যুধিষ্ঠির ভীমকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। ভীম এর পর ধৃতরাষ্ট্রকে প্রচ্ছন্নে নানা ভাবে অপমানিত করতেন। মৃতদের শ্রাদ্ধ করার করার জন্য যুধিষ্ঠিরের কাছে ধৃতরাষ্ট্র অর্থ সাহায্য চাইলে ভীম বিরোধিতা করেছিলেন। বনে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে এক বার দেখা করে এসেছিলেন। ভীম এক বার কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ জয়ের কৃতিত্ব সবটাই তাঁর নিজের বলে গর্ব করেন। কৃষ্ণ ভীমের এ গর্ব খর্ব করে দেন।

মহাপ্রস্থানের পথে একে একে দ্রৌপদী ও অন্যান্য ভাইরা মারা যাবার পর ভীম দেহ ত্যাগ করেন ; একা তখন যুধিষ্ঠির জীবিত থাকেন। এরা মারা গেলে প্রতিবারই ভীম এঁদের মৃত্যুর কারণ কি যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করতেন। নিজের মৃত্যু সময়েও ভীম নিজের মৃত্যুর কারণ জানতে চান। যুধিষ্ঠির বলেন অতিভোজন ও আত্ম-প্রশংসার জন্য এই মৃত্যু।

(২) পরিক্ষিতের এক ছেলে। জনমেজয়ের ভাই এই ভীমই কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞের সময় সরমার ছেলেকে প্রহার করেন (দ্রঃ অদৃষ্ট ভয়)। (৩) মুনি ও কশ্যপের এক ছেলে ; গন্ধর্ব। (৪) অবিক্ষিতের (অরুগ্বানের) নাতি ; মা সুযশা, বাবা পরিক্ষিৎ, স্ত্রী কেকয় রাজকন্যা সুকুমারী, ছেলে প্রতিশ্রবস্ বা পর্যশ্রবস্ বা প্রতীপ (মহা ১।৯০।৪৫)। (৫) কাশীরাজ দিবোদাসের পিতা। (৬) দময়ন্তীর পিতা বিদর্ভ রাজ। বহু দিন সন্তান হয়নি। দমন (দ্রঃ) নামে এক ঋষি সন্তুষ্ট হয়ে বর দিলে দম, দান্ত, দমন ও এক মেয়ে দময়ন্তী হয়। (৭) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে ; পাণ্ডব ভীমের হাতে নিহত। (৮) ঈলিন ও রথন্তরীর ছেলে ভীম, দুষ্মন্ত, শূর, প্রবসু ও বসু। (৯) যমের সভায় ভীম নামে একশ সভাসদ। (১০) এক জন যাদব রাজা ; রামচন্দ্রের সমসাময়িক ; ছেলে অন্ধক। মধু দৈত্যকে নিহত করে শত্রুঘ্নের স্থাপিত মধুরাপুরী (মথুরা) ইনি জয় করেন।

ভীমবল—(১) ভূরিবল। ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। (২) অগ্নি পাঞ্চজন্যের সন্তান ; পাঁচজন বিনায়কদের মধ্যে এক জন। দেবতাদের যজ্ঞে বাধা দিতেন।

ভীমবেগ—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে।

ভীমরথ—(১) বিশ্বামিত্র বংশে জন্ম। কেতুমানের ছেলে · দিবোদাসের পিতা। (২) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। (৩) কৌরব পক্ষে এক যোদ্ধা। জীবিত ছিলেন ; পরে যুধিষ্ঠিরের সভাসদ হন।

ভীম, লৌহ—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ধৃতরাষ্ট্র স্নেহের ভাণ করে ভীমকে আলিঙ্গন করতে চাইলে কৃষ্ণ ভীমের একটি 'আয়সী' মূর্তি এগিয়ে দেন। আলিঙ্গনের ছলে ধৃতরাষ্ট্র মূর্তিটি পিষে চূর্ণ করে ফেলেন। এই 'আয়সী' শব্দ নিয়ে বেশ কিছু বিতর্ক আছে। বহু মতে আয়স্ অর্থে তাম্র ; অর্থাৎ মহাভারতে তাম্র যুগের ঘটনার বিবরণ।

ভীমশর—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে।

ভীমা—দুর্গা। হিমাচলে ভীষণ রূপ ধরে রাক্ষস বিনাশ করে মুনিদের রক্ষা করেন।

ভীষণ—বক রাক্ষসের ছেলে। বক মারা যাবার পর সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। অশ্বমেধের ঘোড়া ধরে অর্জুনের হাতে নিহত হন।

ভীষ্ম—কুরুবংশে শন্তনুর ঔরসে গঙ্গার (দ্রঃ) অষ্টম পুত্র। অষ্টবসুদের মধ্যে (দ্রঃ) অভিশপ্ত দ্যু দেবব্রত নামে জন্মান; পরে নাম ভীষ্ম। আবার আছে অষ্টবসুর মিলিত অংশে জন্ম (মহা ১।৯১।২০-২১)। গঙ্গার অষ্টম পুত্র জন্মালে শন্তনু গঙ্গাকে পুত্র হত্যা করতে বাধা দেন। গঙ্গা তখন শিশুকে নিয়ে অন্তর্হিত হন। গঙ্গা নাম রাখেন দেবব্রত এবং নিজে ও বশিষ্ঠ এই ছেলেকে সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও ধনুর্দ্ধর করে তোলেন। বত্রিশ বছর পরে শন্তনু (দ্রঃ) একদিন মৃগয়াতে গিয়ে দেখেন একটি সুন্দর যুবক তীর ছুঁড়ে গঙ্গার জল আটকে রেখেছে। রাজা বিস্মিত হয়ে দেখছিলেন যুবক ইতি মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে যায়। শন্তনু অনুমান করেন এ নিশ্চয়ই তাঁর নিজের ছেলে এবং গঙ্গাকে স্মরণ করেন। গঙ্গা এসে ছেলেকে ফিরিয়ে দিয়ে যান। শন্তনু এঁকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। এর চার বছর পরে শন্তনু সত্যবতীকে বিয়ে করতে চান। সত্যবতীর পিতা দাসরাজ দাবি করেন সত্যবতীর সন্তানকে রাজ্য দিতে হবে। রাজা এ দাবি মানতে রাজি হন না; ফলে বিয়ে হয় না। ছেলে পিতার মন জানতে পেরে দাসরাজের কাছে গিয়ে তাঁকে জানান রাজ্যের অধিকার তিনি ত্যাগ করেছেন এবং দাসরাজের কথায়, কোন কলহ যাতে না হয় সে জন্য, আজীবন অবিবাহিত থাকবেন শপথ করেন; এবং সত্যবতীকে প্রাসাদে নিয়ে এসে পিতাকে সমস্ত ঘটনা জানান। শন্তনু (দ্রঃ) কৃতজ্ঞতায় ছেলেকে ইচ্ছা মৃত্যু বর দেন এবং ভীষণ এই প্রতিজ্ঞার জন্য নাম দেন ভীষ্ম। দেবব্রতের বিয়ে বা সন্তান হবে না আগে থেকেই ঠিক ছিল, মহা ১।৯১।২১। সুতরাং অবিবাহিত থাকার প্রতিজ্ঞায় কোন কৃতিত্ব নাই। অবশ্য পিতার দুর্বলতা দেখে জীবনের প্রতি হয়তো বীত রাগও হয়েছিলেন। শন্তনুর ঔরসে সত্যবতীর দুই ছেলে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। শন্তনু মারা গেলে ভীষ্ম চিত্রাঙ্গদকে সিংহাসনে বসান এবং চিত্রাঙ্গদ মারা গেলে ভীষ্মই এঁর শেষকৃত্য করেন এবং বিচিত্রবীর্যকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। বিচিত্রবীর্য বড় হলে কাশীরাজের তিনটি মেয়ে অম্বা (দ্রঃ), অম্বিকা (দ্রঃ) ও অম্বালিকাকে (দ্রঃ) স্বয়ংবর সভা থেকে সকলের উপহাস অগ্রাহ্য করে এবং শাম্ব ইত্যাদি কিছু রাজাকে পরাজিত করে তুলে নিয়ে আসেন। কিন্তু হস্তিনাপুরে এসে অম্বা জানান শাম্বকে তিনি পতিত্বে বরণ করেছেন। ভীষ্ম তৎক্ষণাৎ এঁকে সসম্মানে শাম্বের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে অপর দুজনের সঙ্গে ভাইয়ের বিয়ে দেন। বাল্যগুরু পরশুরাম এসে ভীষ্মকে বলেন অম্বাকে (দ্রঃ) বিয়ে করতে। ভীষ্ম রাজি হন না। ফলে দুজনে তেইশ দিন যুদ্ধ করেন। ভীষ্ম শেষ পর্যন্ত প্রস্বাপন অস্ত্রে পরশুরামের জ্ঞান হরণ করতে উদ্যত হলে নারদ, দেবতারা ও পরশুরামের পিতৃগণ উভয়কে নিরস্ত করেন। অন্য মতে পরশুরাম হেরে গিয়েছিলেন। অবশ্য যুদ্ধটি একটা ভাঁড়ামিতে পরিণত হয়েছিল। বিচিত্রবীর্য কয়েক বছরের মধ্যে নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। সত্যবতী তখন ভীষ্মকে অম্বিকা ও অম্বালিকার সন্তান উৎপাদন করতে বলেন। ভীষ্ম সম্মত হন না; প্রস্তাব করেন কোন সৎব্রাহ্মণকে এই দায়িত্ব

দেওয়া হক। সত্যবতীর নির্দেশে ব্যাস তখন ধৃতরাষ্ট্র (দ্রঃ) পাণ্ডু ও বিদুর তিন ছেলের জন্ম দেন। ভীষ্ম এদের লালন পালন করেন এবং বিয়ের ব্যবস্থা করেন। পাণ্ডু রাজা হলেও বেশি সময় বনে ও পাহাড়ে কাটাতেন; ভীষ্মই সব দেখাশোনা করতেন। পাণ্ডু মারা গেলে পাণ্ডুর বার্ষিক শ্রাদ্ধ ভীষ্মই করেছিলেন। এর পর অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র রাজা হন কিন্তু ভীষ্মই সব কিছু চালাতেন ও পরামর্শ দিতেন। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর কুরুপাণ্ডব মিলে ১০৫টি ছেলের শিক্ষার দায়িত্ব এঁর ছিল। অস্ত্র শিক্ষার জন্য ভীষ্ম প্রথমে কৃপাচার্যকে পরে দ্রোণকে শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন।

ক্রমশ ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা বড় হয়ে উঠলে ভীষ্মের হাত থেকে ক্ষমতা দুর্যোধনদের হাতে চলে যেতে থাকে। ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে সব সময়ই সরাসরি না হলেও সমর্থন করতেন। ভীষ্ম নানা উপদেশ দিলেও বিশেষ কিছু করতে পারতেন না। কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে ক্রমশ বিবাদ দেখা দিতে থাকে। জতুগৃহে পাণ্ডবরা মারা গেছেন শুনে কেঁদে ফেলেছিলেন কিন্তু বিদুর প্রকৃত ঘটনা জানিয়ে শান্ত করেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় ভীষ্মের ওপর সমস্ত দায়িত্ব ছিল। রাজসূয় যজ্ঞে কৃষ্ণকে অর্ঘ্য দেবার পরামর্শ ইনিই দিয়েছিলেন। শিশুপাল বাধা দেন। শিশুপালকে ভীষ্ম নিন্দা করেন ফলে শিশুপালের কাছে অপমানিত হন। তবু কৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করতে এলে ভীষ্ম বাধা দিতে চেষ্টা করেছিলেন। দুর্যোধনকে বারবার বলেছিলেন পাণ্ডবদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করতে। পাশা খেলা, পাশা খেলার পর পাণ্ডবদের তথা দ্রৌপদীর অপমান, পাণ্ডবদের বনে যাওয়া ইত্যাদি সমস্ত ঘটনা ভীষ্ম প্রায় চোখ চেয়ে দেখে গেছেন। দুর্যোধনের কোন কাজ অবশ্য অন্তর থেকে সমর্থন করেন নি কিন্তু বাস্তবে এই দুর্যোধনকেই সমর্থন করে গেছেন। দ্রৌপদীর অপমানের পর্যন্ত প্রতিবাদ করেন নি। দ্রঃ বিকর্ণ। বিরাটের গরু চুরি করতেও গিয়েছিলেন এই দুর্যোধনের প্ররোচনায়; এবং অর্জুনের হাতে প্রায় অচেতন হয়ে পড়লে সারথি তাঁকে নিয়ে পালিয়ে যান। অর্জুনের সম্মোহন বাণের প্রতিষেধ জানতেন ফলে অচেতন মত হয়ে পড়েন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে ভীষ্ম ও বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেন কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র এ উপদেশ শোনেন নি। এই সময় বিতর্ক কালে কর্ণকে তিরস্কার করার জন্য কর্ণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ভীষ্ম বেঁচে থাকতে তিনি কোন দিন যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবেন না। এই সময় কৃষ্ণ সন্ধির জন্য এলে দুর্যোধন কৃষ্ণকে বন্দী করতে চেয়েছিলেন; ভীষ্ম এতে তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রে কৌরবপক্ষে প্রথম সেনাপতি ভীষ্ম। যুদ্ধের আগের মুহূর্তে যুধিষ্ঠির নমস্কার করতে এলে নিজেকে কৌরবদের অন্নদাস বলে পরিচয় দিয়ে নিজের কাজের সমর্থন করেন। কিন্তু যুযুৎসু বা বিদুরের মত দৃঢ় মনোবল ছিল না। কৌরব সেনাপতি হয়েও কথা দিয়েছিলেন পাণ্ডবদের বিনাশ করবেন না; প্রতিদিন তাদের দশ হাজার সৈন্য ও এক হাজার রক্ষী বধ করবেন: সেনাপতি হয়ে পাণ্ডুপুত্রদের এই ভাবে স্নেহ করা বিশ্বাস ঘাতকতা। শিখণ্ডীর সামনে অস্ত্র ধারণ করবেন না প্রতিজ্ঞা ছিল কারণ অম্বা (দ্রঃ) শিখণ্ডী (দ্রঃ) হয়ে জন্মেছিলেন এবং অর্জুনের সঙ্গেও নিজে যুদ্ধ করবেন না ঠিক করে রেখেছিলেন এর ফলে কৌরব পক্ষেরই ক্ষতি হয়েছিল। এ ছাড়া যুদ্ধের কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনা ক্রমে যুদ্ধের দশম দিনে

দুর্যোধনের বাক্যে পীড়িত হয়ে অর্জুনকে আক্রমণ করেন। প্রথম দিনে ভীষ্মের হাতে উত্তর ও শ্বেত মারা যান। তৃতীয় দিনের যুদ্ধে পাণ্ডব-সেনাদের ও অর্জুনকে এমন ভাবে পর্যুদস্ত করেছিলেন যে কৃষ্ণ নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে সুদর্শন দিয়ে ভীষ্মকে আক্রমণ করতে যান। কুরুক্ষেত্রে একা ভীষ্ম দশ দিন যুদ্ধ করেছিলেন বাকি আট দিন অন্য কয়েক জন সেনাপতি যুদ্ধ করেন। অর্জুনের সঙ্গে তীব্র যুদ্ধ হয়েছিল; ভীমের সঙ্গে কয়েক বার সঙ্ঘর্ষ হয়। সরাসরি যুদ্ধ করলেও ভীষ্ম সেনাপতি হিসাবে যুদ্ধ পরিচালনা করতেন। নবম দিনের যুদ্ধে পাণ্ডবরা বিপন্ন হয়ে পড়েন এবং রাত্রিতে নিরুপায় হয়ে যুধিষ্ঠির ভীষ্মের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে পরাজিত করার উপায় জানতে চান। ভীষ্ম জানান নিরস্ত্র, বর্ম ও ধ্বজাহীন ভূপতিত কোন পুরুষ বা স্ত্রী বা স্ত্রী নাম ধারী কারো সঙ্গে তিনি যুদ্ধ করবেন না। অর্থাৎ শিখণ্ডীকে সামনে রেখে অর্জুন যদি যুদ্ধে নামেন তবেই তাঁকে হারান সম্ভব। পর দিন শিখণ্ডীকে সামনে নিয়ে অর্জুন যুদ্ধে এলে ভীষ্ম অস্ত্র ত্যাগ করেন। অর্জুনের বাণে ভীষ্মের দেহে এক আঙুল মত জায়গাও খালি ছিল না। এই দিন অর্থাৎ দশম দিনে ভীষ্ম বিরাটের ভাই শতানীক, সাতজন মহারথ, পাঁচ-হাজার রথী ও চোদ্দ হাজার পদাতি ইত্যাদি বধ করে সূর্যাস্তের কিছু আগে সর্বাঙ্গে শরবিদ্ধ অবস্থায় পূব দিকে মাথা করে পড়ে যান। পরাজিত হবার উপায় বলে দিয়ে এই ভাবে পরাজয় বরণ করে সেনাপতি এবং অন্ন-দাস হয়েও ভীষ্ম দুর্যোধনের প্রতি চরম বিশ্বাস ঘাতকতা করলেন। দেহ মাটিতে ঠেকে না। শরের ওপর অবস্থিত থাকে এবং ইচ্ছামৃত্যু বর ছিল বলে উত্তরায়ণ এলে মৃত্যু বরণ করবেন ঘোষণা করেন। কৌরব ও পাণ্ডবরা সকলেই তাঁকে এই সময় দেখতে আসেন। ভীষ্ম তাঁর ঝুলে পড়া মাথার জন্য কিছু একটা করতে বললে দুর্যোধন বালিস এনে দেন। ভীষ্ম তখন অর্জুনকে বীরশয্যার উপযুক্ত বালিসের ব্যবস্থা করতে বলেন; অর্জুন মাটিতে তিনটি বাণ মেরে ভীষ্মের মাথা তুলে ধরবার ব্যবস্থা করেন। পর দিন তৃষ্ণার জল চাইলে সকলে জলের কলসী ইত্যাদি নিয়ে আসেন। কিন্তু ভীষ্ম এ জল পান না এবং অর্জুনকে বললে অর্জুন পর্জন্য অস্ত্রে ভীষ্মের দক্ষিণ দিকে মাটিতে বাণবিদ্ধ করে নির্মল জলধারা বার করে এনে ভীষ্মকে জল পান করতে দেন। কর্ণ এর পর একাকী ভীষ্মের কাছে এসে আশীর্বাদ চেয়ে নিয়ে যান। রাজ্য-লাভের পর যুধিষ্ঠির দেখা করতে আসেন। ভীষ্ম ওঘোবতীম্ অন্য অবস্থান করছিলেন (মহা ১২।৫০।৭)। এই সময় প্রথম দিন কৃষ্ণ এসে বর দেন; ভীষ্মের গা থেকে অস্ত্রাঘাত জনিত ব্যথা ইত্যাদি চলে যায়। এর পর কাহিনীর পর কাহিনী বর্ণনা করে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়েছিলেন। মহাভারতে শান্তি ও অনুশাসন পর্ব সবটাই মোক্ষ, রাজধর্ম, আপদ্ধর্ম ও তীর্থ সম্বন্ধে ভীষ্মের উপদেশ। আটান্ন দিন শরশয্যায় কাটিয়ে মাঘ মাসে শুক্লা অষ্টমী তিথিতে ভীষ্ম দেহরক্ষা করেন (মহা ১১।১৫৩।২৭)। ব্যাস যখন গঙ্গা তীরে মৃত যোদ্ধাদের এক দিনের জন্য ডেকে এনেছিলেন ভীষ্মও তখন এসেছিলেন। মৃত্যুর পর ভীষ্ম দ্যু হিসাবে স্বর্গে ফিরে যান।

ভীষ্মক—বা ভীষ্ম বা হিরণ্যরোমা। বিদর্ভ/ভোজ বংশের রাজা। ভীষ্মের বন্ধু; এবং যাদব হলেও জরাসন্ধের বিশেষ গুণগ্রাহী। পাঁচ ছেলে, বড় রুক্মী, এবং ষষ্ঠ সন্তান মেয়ে রুক্মিণী (কৃষ্ণের স্ত্রী); কৃষ্ণকে বিয়ে করবার জন্য রুক্মিণী কৃষ্ণের কাছে দূত

পাঠান। কৃষ্ণ তখন ভীষ্মকের কাছে প্রস্তাব করলে ভীষ্মক জানান তাঁর ছেলে রুক্ম এ বিয়েতে রাজি নন এবং স্বয়ংবরের ব্যবস্থা করেন। সহদেবের হাতে পরাজিত হয়ে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে কর দিয়েছিলেন।

ভুজ্যু—রাজর্ষি। রাজা তুগ্রের ছেলে। শত্রু জয়ের জন্য সমুদ্র যাত্রা করেন। মধ্য সমুদ্রে ঝড়ে নৌকা ডুবে গেলে ভুজ্যু অশ্বিনীকুমারদের প্রার্থনা করলে এঁরা সসৈন্য রাজাকে জল থেকে রাজপ্রাসাদে পৌঁছে দেন (ঋক্)।

ভুবন—এক জন বিশ্বদেব।

ভুবনা—বৃহস্পতির বোন। প্রভাসের (বসু) স্ত্রী ; ছেলে হয় জনৈক বিশ্বকর্মা।

ভুবনেশ্বর—উড়িষ্যার প্রাচীন ও আধুনিক রাজধানী। কটক সহরের ২৭ কি-মি দক্ষিণে এবং পুরী থেকে ৬৪ কি-মি উত্তরে। পুরাণে নাম একাম্রবন। সহরের ৮ কি-মি দূরে ধৌলি পাহাড়ের পাদদেশে সম্রাট অশোকের (২৭২-২৩৬ খৃ-পূ) শিলালিপি রয়েছে। সহরের কেন্দ্রস্থান থেকে ২ কি-মি দূরে শিশুপাল গড় নামে পরিখা বেষ্টিত প্রাচীন কীর্তি বর্তমান। এখানে খৃ-পূ ৩-৪র্থ শতকের নিদর্শন পাওয়া গেছে। ভুবনেশ্বরের ৭-৮ কি-মি পশ্চিমে খণ্ডগিরি উদয়গিরি ; এখানে চেদি রাজকুলে মহা-মেঘবাহন বংশে জৈন নরপতি খারবেলের (খৃ-পূ ১ম শতক) শিলালিপি ও কীর্তি বর্তমান। হাথীগুম্ফার ওপরে পাহাড়ে একটি চৈত্য গৃহের ভগ্নাবশেষ রয়েছে।

ভুবনেশ্বরের ইতস্ততঃ (ভাস্করেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বরাদি মন্দিরের কাছে ও অশোক কুণ্ডের পাশে) শুঙ্গযুগের (?) প্রাচীন কীর্তি পাওয়া। হয়তো খৃ ৪-র্থ শতকের পর ভুবনেশ্বরের গৌরব ম্লান হয়ে যায়। আবার খৃ ৭-১৫শ শতক পর্যন্ত ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থভূমিতে পরিণত হয়। এই সময়ের গোড়ার দিকের কিছু মন্দিরগুলি এখনও দাঁড়িয়ে আছে। এখানে মূর্তিগুলির মধ্যে পৌরাণিক দেবদেবীর কাহিনীই অধিক এবং মার্জিত পেলব ভাবই বেশি। বেশ কিছু মন্দিরে শৈব প্রভাব ফুটে উঠেছে। প্রাচীন মন্দিরগুলিতে বুদ্ধদেবের অনুকরণে নকুলীশের কয়েকটি মূর্তি দেখা যায়। ছত্রিশগড় অঞ্চলে কিরারিগ্রামে প্রাপ্ত কাষ্ঠ খণ্ডে যজ্ঞ সম্পর্কে ব্রাহ্মী-লিপি (খৃ ২-শতক) বা বূঢ়ীখারের বিষ্ণুমূর্তির গদায় খোদিত ব্রাহ্মীলিপি (খৃ-পূ ১ শতকের শেষ দিক) থেকে বোঝা যায় ১ম বা ২-য় খৃ-শতকে উড়িষ্যাতে যখন জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বেশ বেশি ছিল তখন এই সব অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই ব্রাহ্মণ্য প্রভাব ক্রমশ দক্ষিণ কোশল হয়ে কটক ও ভুবনেশ্বরে ছড়িয়ে পড়ে। অন্য মতে ভুবনেশ্বরে শশাঙ্কের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হলে তখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এখানে ছড়িয়ে যায়।

ভুবর্লোক—ভূমি ও স্বর্গের মধ্যবর্তী স্থান। দ্বিতীয় লোক। সিদ্ধাদিগণ ও মুনিদের বাসস্থান।

ভূমন্যু—(১) ভরতের ছেলে। ভরদ্বাজের বরে জন্ম। মা সুনন্দা, কাশীরাজ সর্বসেনের ছেলে। ভূমন্যু পরে রাজা হন ; স্ত্রী পুষ্করিণী, ছেলে দিবিরথ, সুহোত্র, সুহোতা, সুহবি ও ঋচীক। মহাভারতে (১।৮৯।২১) এদের নাম বিতথ, সুহোত্র, সুহোতা, সুহবি, সুযজু ও ঋচীক। ভূমন্যুর এক পরিচারিকা দাশার্হ কন্যা বিজয়া : এর ছেলেও সুহোত্র। (২) চন্দ্রবংশে কুরু রাজার নাতি। (৩) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। (৪) এক জন গন্ধর্ব।

ভূশুণ্ডি—(১) অন্ধকাসুরের রক্তপান করবার জন্য মহাদেব সৃষ্ট এক জন মাতৃকা।

(২) পুরাণে বর্ণিত ত্রিকালজ্ঞ কাক। আবেগহীন এবং হৃদয়বান কাক। মেরু পর্বতে কল্পবৃক্ষে বাস। আবহমান কাল বেঁচে আছে। দেবলোকে বশিষ্ঠ এই কাকের কথা শুনে দেখতে আসেন। কাক বশিষ্ঠকে চিনতে পারেন। অষ্টমাতৃকারা এক বার আকাশে আনন্দে নাচছিলেন ; আকাশে আর এক দিকে এদের বাহনেরা আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। অলম্বুষা এক জন মাতৃকা ; এঁর বাহন চণ্ড কাক ; এই কাকের ঔরসে এই সময় ব্রাহ্মীর বাহন হংসেরা গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং যথা সময়ে এদের একুশটি সন্তান হয়। এরা একুশ জন ভুশুণ্ডি কাক। জন্মের পর এরা ব্রাহ্মী, অলম্বুষা, চণ্ড ইত্যাদিকে প্রণাম করে আসে এবং চণ্ডের নির্দেশে কল্পবৃক্ষে বাস করতে থাকে। অন্যান্য ভাইরা বহু কল্প জীবিত ছিল এবং শেষ পর্যন্ত বীতরাগ হয়ে দেহত্যাগ করে। এই ভুশুণ্ডি কাক বশিষ্ঠকে পাঁচবার জন্মাতে দেখেছে, পাঁচবার পৃথিবী জলমগ্ন হয়েছে দেখেছে, কূর্মমূর্তি, বার বার সমুদ্র মন্থন, তিন বার হিরণ্যাক্ষের দ্বারা পৃথিবীকে পাতালে নিয়ে যাওয়া প্রত্যক্ষ করেছে। পরশুরাম ও রামকে ছয়বার এবং ছয়টি কলিযুগে বুদ্ধকে ছবার জন্মাতে দেখেছে। ত্রিশ বার ত্রিপুর দহন, তু বার দক্ষযজ্ঞ নষ্ট হওয়া, মহাদেবের দ্বারা দশ জন ইন্দ্র বধ এবং বাণাসুরকে রক্ষা করার জন্য কৃষ্ণের সঙ্গে মহাদেবের সাতবার যুদ্ধ করা দেখেছে। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের শেষে শ্রীকৃষ্ণ এঁকে যুদ্ধ সম্বন্ধে মতামত চাইলে কাক বলেছিল সত্যযুগে শুম্ভনিশুম্ভ যুদ্ধে স্বচ্ছন্দে সে সৈন্যদের রক্তমাংস খেয়েছিল ; লঙ্কার যুদ্ধে তাকে কিছুটা পরিশ্রম করতে হয়েছিল কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তার কষ্টের পরিসীমা ছিল না।

ভূকম্প—পাতালে পৃথিবীকে ধারণকারী হস্তী বিরূপাক্ষ মাঝে মাঝে মাথা নাড়া দিলে পৃথিবীর কেঁপে ওঠা।

ভূত—পুলহের সৃষ্টির একটি ভাগ। ব্রহ্মা রুদ্র নীললোহিতকে সৃষ্টি করতে বললে সতীর গর্ভে এদের জন্ম হয়। এদের সকলেরই চেহারা জনকের অনুরূপ, রোগা, কান লম্বা, মোটা ঠোঁট ঝুলে পড়েছে, চোখ লাল, ঘন-ভ্রূ, লম্বা বার হয়ে থাকা দাঁত, লম্বা নখ, মাথায় জটা, সাপের উপবীত, নগ্ন তবে অনেক সময় হস্তী চর্মের অদ্ভুত পরিধানও ও আছে ; হাতে কপাল ; অস্ত্র প্রধানত ত্রিশূল ও তীর ধনুক। এদের সংখ্যা একটি মতে এগার কোটি। অনেক সময় রুদ্রকে ভূত-নাথ বলা হয়। বীরভদ্র ও নন্দিকেশ্বরও ভূত-নাথ নামে পরিচিত ; আবার স্কন্দ, বিনায়ক ইত্যাদিও ভূত-নাথ বলে উল্লিখিত। ভূতেরা অসুরদের ও দেবতাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছিলেন। বিনায়ক ভূত-নাথকে অন্ধক অসুর পরাজিত করেন। এর পর নন্দী ও বিনায়ক দুজনে এক সঙ্গে অন্ধককে আক্রমণ করলে অন্ধক শিবের শরণ নেন এবং মহাদেব অন্ধককে এক দল ভূতের নায়ক করে দেন। এই অন্ধকাসুর পরে ভৃঙ্গী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শেষের দিকে ভূতেরা উ-ভারত ত্যাগ করে দ-ভারতে চলে যান এবং দ-দেশবাসী হয়ে পড়েন।

ভূপতি—এক জন বিশ্বদেব।

ভূমি— (১) ব্রহ্মার কন্যা, বিষ্ণুর স্ত্রী। সৃষ্টির প্রারম্ভে শিবের এক ফোঁটা রক্ত প্রলয়ের জলে আদি ডিমে পরিণত হয়। এই অণ্ড ভাঙলে এক টুকরোতে আকাশ ও এক টুকরোতে পৃথিবী গঠিত হয়। বিষ্ণু বরাহ অবতারে পৃথিবীকে/ভূমিকে উদ্ধার করে এনে ভোগ করেন; পৃথিবী / ভূমি বিষ্ণুর পত্নী হন। ছেলে হয় মঙ্গল।

পৃথিবী ও হিরণ্যাক্ষের ছেলে নরক (দ্রঃ) পাতালে জন্ম। পৃথিবীর মেয়ে সীতা; দ্বিতীয় বার অগ্নি পরীক্ষার কথা হলে ভূমি সীতাকে নিয়ে অন্তর্হিত হন। পৃথু (দ্রঃ) রাজা হয়ে পৃথিবীকে দোহন করেন এবং এই সময়ে সুর, অসুর, সর্প, গন্ধর্ব ইত্যাদি দলও পৃথিবীকে দোহন করে বহু কিছু লাভ করেন। পার্বতী পরমেশ্বর এক বার সম্ভোগ করছিলেন; পৃথিবী কম্পিত হয়ে উঠে দেবতাদের শরণ নেন। দেবতারা মহাদেবকে স্তব করলে মহাদেব বিরত হন। কিন্তু অতৃপ্ত পার্বতী ক্রুদ্ধ হয়ে ভূমিকে শাপ দেন পৃথিবীর কোন দিন সন্তান হবে না। পরশুরাম সমগ্র পৃথিবী কশ্যপকে দান করার জন্য ভূমির অপর নাম কাশ্যপী। (২) ধ্রুবের স্ত্রী; শিশুমারের কন্যা। ছেলে কল্প ও বৎসল।

ভূরি—(১) রাজা ভূরিশ্রবার (দ্রঃ) ভাই। সাত্যকির হাতে মৃত্যু। (২) শুক পীবরী ছেলে কৃষ্ণ, গৌরপ্রভ, ভূরি, দেবশ্রুত।

ভূরিবল—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে; ভীমের হাতে মৃত্যু।

ভূরিশ্রবা—কুরুবংশে রাজা সোমদত্তের ছেলে ভূরি, ভূরিশ্রবা ও শল। যদুবংশীয় শিনি দেবকীকে স্বয়ংবর সভা থেকে কেড়ে নিয়ে যেতে গেলে সোমদত্ত বাধা দেন এবং মল্ল যুদ্ধে হেরে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেলে শিনি লাথি মারেন। অপমানে সোমদত্ত মহাদেবকে প্রসন্ন করলে ভূরিশ্রবা জন্মান এবং বর পান শিনির ছেলে সাত্যকিকে যুদ্ধে হারিয়ে ভূরিশ্রবা সর্ব সমক্ষে সাত্যকিকে পদাঘাত করবেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়তে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। দুর্যোধনকে এক বার পরামর্শ দিয়েছিলেন পাণ্ডবদের সঙ্গে মিত্রতা করতে। ইনি এক জন রথী; তীব্র যুদ্ধ করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রে পঞ্চম দিনে সাত্যকির দশ ছেলেকে ভূরিশ্রবা নিহত করেন এবং ১৪ দিনের দিন সাত্যকিকে পরাজিত করে মাটিতে ফেলে পদাঘাত করেন ও মাথা কেটে ফেলতে যান। যুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করে অর্জুন তখন দূর থেকে তীর মেরে ভূরিশ্রবার ডান হাত কেটে দেন। ভূরিশ্রবা তখন অর্জুনকে তিরস্কার করে বাঁ হাতে মাটিতে শর বিছিয়ে প্রায়োপবেশনে বসেন। ইতি মধ্যে সাত্যকির জ্ঞান ফিরে এলে সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করে যোগমগ্ন ভূরিশ্রবার মাথা কেটে নেন।

ভৃগু—ব্রহ্মার ছেলে। ভৃগু বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইন্দ্র ও ব্রহ্মার সভাসদ। ব্রহ্মার চর্ম থেকে জন্ম। মনে হয় দক্ষ যজ্ঞে নন্দীর হাতে নিহত হন। এর পর বৈবস্বত মন্বন্তরে বরুণের ব্রহ্ম-যজ্ঞে আগুন থেকে জন্মান। অগ্নি থেকে জন্ম বলে নাম ভৃগু। ব্রহ্মার বীর্য যজ্ঞের আগুনে পতিত হয় এবং জন্ম হয়। বরুণের স্ত্রী চর্ষণী পালন করেন; ফলে অপর নাম বরুণ পুত্র বা চর্ষণীপুত্র। প্রথমে জন্মে স্ত্রী খ্যাতি (কর্দম, দক্ষের মেয়ে) মেয়ে লক্ষ্মী; ছেলে ধাতা, বিধাতা ও কবি। এবং বংশ স্থাপিত করে যান। এই বিধাতার পৌত্র মার্কণ্ডেয় ইত্যাদি। দ্বিতীয় জন্মে স্ত্রী পুলোমা; ছেলে ভৃগু চ্যবন, বজ্রশির, শুচি, শুক্র (দৈত্য-গুরু) ও সবন; এবারও একটি বংশ গড়ে ওঠে। ভৃগুর (দ্রঃ) ছেলে হয় একাদশ রুদ্র ও রুদ্রের নানা অনুচর। রুরু, দেবযানী ইত্যাদি; এই বংশে জন্মান।

ভৃগু ধনুর্বেদের প্রবর্তক। বিষ্ণু পুরাণে ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র; মনু সংহিতাতে ইনি দশ জন প্রজাপতির এক জন। কৃষ্ণ বলেছেন মহর্ষিদের মধ্যে তিনি

ভৃগু। প্রতি দিন তর্পণের সময় ভৃগুকে জল দিতে হয়। ত্রিমূর্তির মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ মীমাংসার জন্য মুনিরা এক বার এঁকে পাঠান। ভৃগু গিয়ে ইচ্ছা করে ব্রহ্মাকে সম্মান করেন না। এতে ব্রহ্মা রেগে যান। ব্রহ্মাকে তখন সন্তুষ্ট করে ভৃগু শিবের কাছে যান। শিব আলিঙ্গন করতে এলে ভৃগু ছুঁতে বারণ করেন; মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়ে ত্রিশূল দিয়ে হত্যা করতে যান এবং পার্বতী নিবারণ করেন। ভৃগু তার পর শিবকে শান্ত করে গোলকে এসে বিষ্ণুকে ঘুমন্ত দেখে অর্থাৎ সৃষ্টি রক্ষার কাজে অবহেলা দেখে বিষ্ণুর বুকে লাথি মারেন। বিষ্ণুর ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং ভৃগুর পায়ে লেগেছে মনে করে একটুও রাগ না করে ভৃগুর পা টিপে দিতে থাকেন। সেই থেকে বিষ্ণুর বুকে ভৃগুর পদচিহ্ন (=শ্রীবৎস চিহ্ন) মুদ্রিত রয়েছে। এই বিনয়ের জন্য (বৈষ্ণবী প্রত্যুত্তর?) বিষ্ণুকেই (অর্থাৎ নিজের জামাতাকে) শ্রেষ্ঠ দেবতা বলে ভৃগু ঘোষণা করেন।

ভৃগুর স্ত্রী পুলোমা সুন্দরী ও ধর্মশীলা ছিলেন। ভৃগু এক দিন স্নান করতে যান; গর্ভবতী পুলোমা ঘরে থাকেন এবং অগ্নিকে ভৃগু পুলোমার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিযে যান। এই সময়ে পুলোম দৈত্য এসে উপস্থিত হন। এই দৈত্য পুলোমার বহু দিনের পাণিপ্রার্থী ছিলেন। কিন্তু পুলোমার বাবা রাজি হন নি। ঘরে পাহারা রত অগ্নিকে দৈত্য জিজ্ঞাসা করেন পুলোমা প্রকৃতপক্ষে কার স্ত্রী। অগ্নি বলেন মন্ত্র পাঠ করে ভৃগুর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে এবং পুলোমার বাবা বর লাভের আশায় ভৃগুকে কন্যাদান করেছিলেন। রাক্ষস যুক্তি দেখান পুলোমার পিতা লুকিয়ে ভৃগুর সঙ্গে বিযে দিয়েছেন। অগ্নি স্বীকার করতে বাধ্য হন শাস্ত্র মতে বিযে হয় নি। দৈত্য তখন বরাহ সেজে পুলোমাকে নিয়ে পালাতে চেষ্টা করেন। পথে চ্যবনের (দ্রঃ) জন্ম হয়। দ্রঃ বধূসরা। পুলোমা বাড়ি ফিরে এলে ভৃগু সব শোনেন এবং অগ্নি রাক্ষসকে সব কথা বলে দিয়েছিলেন বলে অগ্নিকে সর্বভুক হবার শাপ দেন। অসুররা এবং দিতি একবার পুলোমার (দ্রঃ শুক্র) আশ্রয় নেন। পুলোমা শুক্রের মা; শুক্রের শিষ্যদের অবস্থা শুনে পুলোমাও তীব্র তপস্যা করতে থাকেন। দেবতারা বিষ্ণুকে সব কথা জানান। শুক্র তখন নিজেও তপস্যা করতে চলে গিয়েছেন। দেবতারা সকলে এলে পুলোমা এঁদের দিকে কটমট করে তাকালে দেবতারা সকলে ঘুমিযে পড়েন। এবং বিষ্ণু এই সময়ে সুদর্শন চক্রে এই পুলোমার (নিজের সৎ-শাশুড়ি) শিরচ্ছেদ করেন; অন্য মতে মাথাতে আহত করেছিলেন। এই জন্য ভৃগু শাপ দেন রাম অবতারে বিষ্ণুকে সীতা-বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। অন্য মতে শাপ দেন বার বার অবতার হয়ে জন্মাতে হবে। বিষ্ণু তখন ভৃগুকে হত্যা করতে যান এবং ভৃগু বিষ্ণুরই শরণ নিযে ক্ষমা চেযে নেন এবং নিজের স্ত্রীকেও জীবিত করে নেন। শরণাগত রাজা বীতহব্যকে ব্রাহ্মণত্ব দিযে রক্ষা করেন। সগর রাজার কঠোর তপস্যায় প্রীত হয়ে তাকে পুত্র লাভের বর দেন। দ্রঃ অঙ্গিরস্।

দশাশ্বমেধ ঘাটের পশ্চিমে ভৃগু একবার শিবের তপস্যা করেন; দেহ বল্মীকে ঢাকা পড়ে যায়। পার্বতী তখন শিবকে বলেন ভৃগুকে দেখা দিতে। মহাদেব তখন বাহন বৃষকে পাঠান। বৃষ এসে বল্মীক ঢিপি ভেঙ্গে দিলে ভৃগু ক্রুদ্ধ হয়ে তেড়ে যান। বৃষ আকাশে অন্তর্হিত হয়ে যায় এবং মহাদেব দেখা দিয়ে বর চাইতে বলেন। ভৃগু

বর চান স্থানটি যেন চির পবিত্র হয়ে থাকে। স্থানটি ভৃগুতীর্থ নামে পরিচিত। এই ভৃগুই (একটি মতে) সাম্বকে মুষল প্রসবের অভিশাপ দিয়েছিলেন। পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করে ভৃগুর আশ্রমে এসে উঠেছিলেন। ঋচীক ও সত্যবতীকে সন্তানলাভের বর দেন। দ্রোণাচার্যকে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্যও অনুরোধ করেছিলেন। এই ভৃগুই অগস্ত্যকে পরিকল্পনা দিয়েছিলেন নহুষকে কি ভাবে সরাতে হবে এবং নহুষ যখন অগস্ত্যকে পদাঘাত করেন তখন অগস্ত্যের জটার মধ্যে গোপনে অবস্থিত ভৃগুই নহুষকে শাপ দেন।

ভৃংগী—শিবের প্রিয় অনুচর ও ভক্ত। এক জন মহর্ষি। এক বার কৈলাসে আসেন মহাদেবকে প্রদক্ষিণ করতে। কিন্তু অর্দ্ধ নারীশ্বর মূর্তি দেখে এবং পার্বতীকে প্রদক্ষিণ করবেন না অভিপ্রায় থাকাতে ভৃঙ্গী পতঙ্গ রূপ ধরে নারীশ্বর মূর্তির মাঝখান দিযে কেবল মহাদেবকে প্রদক্ষিণ করেন। পার্বতী বুঝতে পারেন এবং এই অশ্রদ্ধা করার জন্য শাপ দেন ভৃঙ্গী দুর্বল হয়ে পড়বেন। ভৃঙ্গীর পা এত দুর্বল হয়ে যায় যে উঠে দাঁড়ানও সম্ভব হয় না। মহাদেব তখন ভৃঙ্গীকে তৃতীয় পা দান করেন। আর এক বার পার্বতীর বিরাগ ভাজন হয়ে বানরের মুখ পেয়েছিলেন। একটি মতে মহাদেবের বরে অন্ধক (দ্রঃ) ভৃঙ্গী হন। দ্রঃ ভৃত।

ভেরী—সুপ্রাচীন চর্মবাদ্য। আচার্য সায়ণ এটিকে দুন্দুভির সমপর্যায়ে বলেছেন। সংগীত শাস্ত্র অনুসারে লম্বায় এটি দেড় হাত; আকার গোল; দুটি প্রান্তে দুটি বলয় এবং বলযের সঙ্গে চামড়া সেলাই করে লাগান থাকত। এর দক্ষিণ মুখ দণ্ড দ্বারা এবং বাম মুখ হাত দিয়ে বাজান হত।

ভেষজবিদ্যা—চরক বলেছেন যা থেকে আরোগ্য আসে তাই ভেষজ। ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রাচীনতম গ্রন্থ অথর্ব; এই গ্রন্থে ভেষজ বিদ্যাকে বিশেষ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ঋষিরা নানা লতাগুল্ম ফলাদি এবং জান্তব পদার্থাদি সংগ্রহ ও পরীক্ষানিরীক্ষা করে ভেষজ রূপে ব্যবহার অনুমোদন করতেন। এই সংগৃহীত বস্তু সরাসরি ব্যবহার হত বা এগুলি থেকে নানা প্রক্রিয়াতে ভেষজ তৈরি হত।

ক্রমে সুশ্রুত ও চরক সংহিতাতে ভেষজ বিদ্যা আরো পরিণত রূপ পায়। এই দুই গ্রন্থে শত শত উদ্ভিদ ও উদ্ভিতজাত ভেষজের বর্ণনা বিভিন্ন ভাবে ছড়ান রয়েছে। পরবর্তী কালে গৌড়াধিপতি নরপালের সমকালীন চক্রপাণি দত্তের 'চক্রদত্ত-সংহিতাতে' এই সব উদ্ভিদ ও ভেষজ একত্র সন্নিবেশিত হয়েছে। চক্রদত্ত নিজের গ্রন্থে রসপর্পটিকা, তাম্রযোগ, অভ্রযোগ, ইত্যাদিও যোগ করেছেন। কায়চিকিৎসকগণ রসৌষধিও প্রয়োগ করতেন। বৌদ্ধযুগে রস/পারদ চিকিৎসা বিশেষ প্রাধান্য পায়। নাগার্জুন ছিলেন এক জন মস্তবড় রসচিকিৎসক। নাগার্জুনই পারদের অষ্টাদশ সংস্কার এবং ধাতু বিদ্যার প্রবর্তন করেন। রুদ্র যামল তন্ত্র রসশাস্ত্রের অতি প্রচীন গ্রন্থ। এ সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ আজও পাওয়া যায়।

ভৈরব—শিবের এক জন পার্ষদ। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এক বার গর্বিত হয়ে উঠে মহাদেবকে অপমানিত করেন। মহাদেব এতে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলে মহাদেবের ক্রোধ থেকে জন্ম। জন্মেই সমস্ত দেবতাদের পরাজিত করেন। এই কাজের জন্য শিব শাপ দিয়ে ভৈরব-কে দমনক গাছে পরিণত করে দেন। এবং বলেন এই দমনক গাছকেও পূজা করতে

হবে না হলে দেবতাদের পূজার সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যাবে না। অন্য মতে জন্মেই ব্রহ্মার পঞ্চম মাথাটি ছিঁড়ে নেন। এই মুখে ব্রহ্মা শিবের নিন্দা করছিলেন। এই ব্রহ্ম হত্যার জন্য মাথাটি হাতে লেগে থাকে এবং ভিক্ষা করে বেড়াতে হয় এবং পেছু পেছু একটি মেয়েছেলের বেশে ব্রহ্মহত্যা এগিয়ে যেতে থাকে। সমস্ত তীর্থ ঘুরেও কিছু হয় না। তখন মহাদেবের উপদেশে কাশীতে এসে স্নান করে শাপমুক্ত হন। ব্রহ্মার মাথা এই-খানে হাত থেকে খসে যায়; স্থানটি কপালমোচন তীর্থে পরিণত হয়। কালিকা পুরাণে শিবের পার্ষদ মহাকাল ও ভৃঙ্গী পার্বতীর শাপে ভৈরব ও বেতাল হয়ে জন্মান।

অন্য মতে মহাদেবের অংশাবতার। প্রচণ্ড সংগ্রামে অন্ধকাসুরের গদা-ঘাতে মহাদেবের মাথা থেকে রক্ত পড়তে থাকে। রক্তের পূর্বধারা বিদ্যারাজ ভৈরব, দক্ষিণধারা থেকে কামরাজ ভৈরব, পশ্চিম ধারা থেকে নাগরাজ ভৈরব এবং উত্তর ধারা থেকে সচ্ছন্দ ভৈরব জন্ম নেন। অন্য মতে বিদ্যারাজ, রুদ্র এবং চণ্ডকপালাদি চার জন এবং ভূতলস্থ ধারা থেকে ললিতরাজ এবং অষ্টম ধারা থেকে বিঘ্নরাজ এবং ক্ষতস্থান থেকে লম্বিত রাজ ভৈরব জন্মান। নন্দী, ভৃঙ্গী, মহাকাল, (তন্ত্রে) অসিতাঙ্গ, রুরু, চক্র, ক্রোধ, উন্মত্ত, কপালী, ভীষণ, সংহার ইত্যাদি নামও পাওযা যায়। গ্রন্থ অনুসারে ভৈরবদের নামের অনেক পার্থক্য রযেছে। ভৈরবদের ভীষণ চেহারা, পাঁচ মুখ, মাথায় জটা, জটাতে অর্দ্ধচন্দ্র, হাতে ত্রিশূল, তীরধনুক, পাশ ইত্যাদি অস্ত্র, পরিধানে হস্তীচর্ম এবং দেহে সাপের অলঙ্কার। (২) ধৃতরাষ্ট্র বংশে একটি সাপ; সর্প যজ্ঞে নিহত।

ভৈরবী—দেবীর বিভিন্ন মূর্তি বলে কথিত। ৬৪ যোগিনীদের মধ্যে প্রধানা যোগিনী-দের নাম। দশমহাবিদ্যা গত মহেশ্বরীব সহচরী এবং তাঁর মতই পূজনীয়া। রুদ্রার্চিকা রুদ্রচণ্ডী, নটেশ্বরী, মহালক্ষ্মী, সিদ্ধ চামুণ্ডিকা, সিদ্ধ যোগেশ্বরী, ভৈরবী ও রূপবিদ্যা।

ভোগবতী– (১) গঙ্গাব যে ধারা পাতালে প্রবাহিত। (২) সরস্বতীর অপর নাম। (৩) প্রযাগে একটি তীর্থস্থান. অপব নাম বাসুকি তীর্থ।

ভোজ—(১) ঋক্‌বেদে সুদাসের এক জন সহচর বন্ধু। বিশ্বামিত্রকে সাহায্য করে-ছিলেন। (২) মাতৃকাবৎ রাজ্যের রাজা। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে এসেছিলেন। কুরুক্ষেত্রে অভিমন্যুর হাতে নিহত হন। (৩) যদু বংশে এক রাজা; ভোজ বংশেব প্রতিষ্ঠাতা; উশীনরের হাতে মারা যান।

ভোজকট—বিদর্ভের রাজধানী। এইখানে কৃষ্ণ রুক্মীকে পরাজিত করেন। আগে নাম ছিল কুণ্ডিনপুর।

ভোজরাজ—পরমার বাজ বীরেশ্বর ভোজ। খৃ ১১-শতকের প্রথম দিকে। এক জন গ্রন্থকার।

ভোটসাহিত্য—তিব্বতি সাহিত্য। তিব্বতে ধর্মীয় সাহিত্যে দুটি ভাগ:-(১) প্রাচীন পোন/বোন ধর্মীয় শাখা এবং পববর্তী কালে বৌদ্ধধর্ম এলে বৌদ্ধশাখা। পোন ধর্মের বহু গ্রন্থ ছিল; অধুনা এগুলি প্রায় লুপ্ত। তিব্বত থেকে পণ্ডিত থোন-মি সম্-ভোট মোটামুটি ৬৫০ খৃষ্টাব্দে ভারতে বৌদ্ধ দর্শন অধ্যয়নের পর ফিরে গিয়ে কাশ্মীরী ও ব্রাহ্মীলিপি অনুকরণে তিব্বতীলিপি উদ্ভাবন করেন; এবং বৌদ্ধশাস্ত্র অনুবাদ করতে থাকেন। দুটি বিপুল সংকলনে এই সব অনুবাদ সংগৃহীত রয়েছে; নাম কন্‌-জ্যুর

ও তন্-জ্যুর (দ্রঃ)। তন্-জ্যুরের মধ্যে নাগার্জুন, বসুবন্ধু ইত্যাদি ছাড়াও মেঘদূত, অমরকোষ, পাণিনি ইত্যাদি ইত্যাদি বহুগ্রন্থ অনূদিত হয়ে সংকলিত রয়েছে। কন্-জ্যুরে এই ভাবে ৮-শত থেকেও বেশি এবং তন্-জ্যুরে ছোট বড় প্রায় ২ হাজার গ্রন্থ রয়েছে। তিব্বতী পণ্ডিতদের এই অনুবাদ শাখা ছাড়াও মৌলিক মূল্যবান গ্রন্থও বহু রয়েছে।

ভৌম—(১) চতুর্দশ মনু ইন্দ্র সাবর্ণি (দ্রঃ)। এই সময় শুচি ইন্দ্র। দেবতাদের পাঁচটি ভাগ চাক্ষুষ, পবিত্র, কনিষ্ঠ, ভ্রাজিক ও বাচাবৃদ্ধ। সপ্তর্ষি :-অগ্নিবাহু, শুচি, শুক্র, মাগধ, অগ্নীধ্র, যুক্ত ও জিত। এই সময়ে মনুর ছেলেদের নাম উরু, গম্ভীরবুদ্ধি ইত্যাদি। (২) সিংহিকা বিপ্রচিত্তির ছেলে ; পরশুরামের হাতে নিহত।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া—বা যম দ্বিতীয়া। কার্তিক মাসে শুক্লা দ্বিতীয়াতে যমুনা তাঁর ভাই যমকে পূজা করেছিলেন। এবং বাড়িতে আনিয়ে খাইয়ে পরিতৃপ্ত করেছিলেন। এ জন্য যমরাজ অমরত্ব লাভ করেন। এই দিনে চিত্রগুপ্তের পূজা করার রীতি আছে। বোনেরা এই দিন উপোস করে ভাইকে ফোঁটা দেন। অন্য নাম যম-দ্বিতীয়া।

ভ্রামরী— রাক্ষসী জম্ভাসুরের অনুচরী। জম্ভের নির্দেশে গণেশকে হত্যা করার জন্য কশ্যপের ঘরে জন্মান। গণেশকে এক দিন বিষ মিশ্রিত মিষ্ট দেন। গণেশ বুঝতে পারেন এবং একে হত্যা করেন।

ম

মকর—বৃহৎ সামুদ্রিক জীব। পুরাণে এর মাথাও সামনের দুই পা কৃষ্ণসার হরিণের মত। দেহ ও লেজ মাছের মত। শৃঙ্গ বিশিষ্ট মাছের মতও অনেকের মতে। গঙ্গার বাহন। কামদেবের ধ্বজচিহ্ন। রাশি চক্রের শেষ রাশি।

মকরধ্বজ—হনুমানের ঘর্মবিন্দু সাগরে এক কুমীরের দেহে এসে পড়ে ; ফলে এই ঘর্মবিন্দু হনুমানের এক সন্তানে পরিণত হয়।

মকরাক্ষ—খরের ছেলে। রাবণের সেনাপতি। লঙ্কার যুদ্ধে কুম্ভ নিকুম্ভ মারা গেলে রাবণ একে যুদ্ধে পাঠান। রামের হাতে মারা যান।

মগ—শকদ্বীপ ব্রাহ্মণদের চলতি নাম। কৃষ্ণের ছেলে সাম্ব সূর্যের তপস্যা করেন। সূর্য সন্তুষ্ট হয়ে নিজের একটি উজ্জ্বল প্রতিমা দেন সাম্ব পূজা করবেন। চন্দ্রভাগা নদীর তীরে সাম্ব একটি সুন্দর মন্দির তৈরি করে এটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং শক দ্বীপের ব্রাহ্মণদের ১৮-টি পরিবার এনে পূজার ভার দেন।

মগধ—প্রাচীন মগধ অর্থে দ-বিহার, পাটনা ও গয়া জেলা। উত্তরে গঙ্গা, পশ্চিমে শোণ, পূর্বে চম্পা ও দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বতের শাখা। অথর্ববেদে মগধ আছে। ঋক্ বেদে কীকট ও রাজা প্রমগন্ধ বলে একটি অনার্যদেশ আছে ; পুরাণে এটি মগধে পরিণত। পুরাণ ও মহাভারত মতে বৃহদ্রথ (জরাসন্ধের পিতা) প্রথমে এখানে রাজত্ব স্থাপন করেন। জয়ৎসেন (এক জৈন কালকের) এখানে রাজা হয়েছিলেন। পাণ্ডবদের

পিতা পাণ্ডু এক বার মগধ আক্রমণ করে রাজা দীর্ঘকে নিহত করেন। বৃহদ্রথ যখন রাজা ছিলেন তখন আদেশ দিয়েছিলেন প্রতি ঘরে যেন জরা (দ্রঃ) রাক্ষসীকে পূজা করা হয়। প্রদ্যোৎ অবন্তির রাজা হলে এই বৃহদ্রথ বংশ খৃ-পূ ৬-শতকে বিলুপ্ত হয়। বৃহদ্রথের ছেলে জরাসন্ধ (দ্রঃ) মগধে রাজা হয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রে মগধ পাণ্ডবদের পক্ষে ছিল। বৃহদ্রথ বংশের পর বিম্বিসার থেকে নাগদাসক ছয় জন এখানে রাজত্ব করেন। অবন্তিরাজ বৎস জয় করলে মগধ ও অবন্তির মধ্যে শত্রুতা দেখা দেয়। এই শত্রুতা শেষ হয় শিশুনাগ বংশের প্রথম রাজার রাজত্ব কালে। শিশুনাগ বৈশালীতে রাজধানী নিয়ে যান ও অবন্তি জয় করেন। শিশুনাগ বংশে শেষ রাজা কালাশোক কাকবর্ণের সময় বৈশালীতে দ্বিতীয় বৌদ্ধসংগীতি হয় ও পাটলীপুত্রে রাজ্য স্থানান্তরিত হয়। কাকবর্ণ নিহত হবার পর নন্দ বংশ মগধে (৩৭৫-৩২২ খৃ-পূ) রাজত্ব করে। ইনি কুরু পঞ্চাল, কাশী, সুরসেন ও কলিঙ্গ জয় করে বিরাট রাজত্ব গড়ে তোলেন; এবং এঁর সঙ্গে সংঘর্ষের ভয়ে আলেকজান্দারের বাহিনী ফিরে যায়। আলেক-জান্দারের মৃত্যুর (খৃ-পূ ৩২৩) পর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য পাঞ্জাব ও সিন্ধু জয় করেন এবং পরে নন্দরাজকে নিহত করে তার রাজ্য সবটা গ্রাস করেন। সেলিউকাস বিজেতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের ছেলে বিন্দুসার এবং বিন্দুসারের ছেলে অশোক। অশোকের মৃত্যুর আনুমানিক ৫০ বছরের মধ্যে মৌর্য সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়। ১৮৭ খৃ পূ মত সময়ে মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথকে নিহত করে তাঁর সেনাপতি পুষ্যমিত্র রাজা হন। শুঙ্গ বংশ ও পরবর্তী কাণ্ব বংশের সময় মগধের প্রতিষ্ঠা হ্রাস পায় এবং পুষ্যমিত্রের সময় যবন আক্রমণ প্রতিহত করা হয় বটে কিন্তু খৃ-পূ প্রথম শতকে কলিঙ্গরাজ খারবেল রাজগৃহ পরাজিত করেন। কুষাণ রাজত্বের সময় মগধের কি অবস্থা ছিল বোঝা যায় না। পরবর্তী গুপ্ত বংশের সময় মগধ পুনরায় প্রাধান্য লাভ করে।

মঘা—একটি নক্ষত্র (দ্রঃ) পুঞ্জ।

মঙ্কি—(১) শরশয্যাতে থাকা কালীন ভীষ্ম এঁর কাহিনী বলেন। এই মুনি পার্থিব সম্পত্তির আশায় দুটি বলদ নিয়ে জমি চাষ করছিলেন। এই সময়ে একটি উট এসে বলদ দুটিকে নিয়ে যায়। হতাশ হয়ে মুনি আশ্রমে এসে বিলাপ করতে থাকেন। এই বিলাপ মঙ্কিগীতা নামে প্রসিদ্ধ। বিলাপের শেষে মুনির বৈরাগ্য আসে এবং মোক্ষ লাভ করেন; (মহা ১২।১৭১।৮)। (২) ত্রেতা যুগে এক মুনি।

মঙ্গল—(১) গ্রহ। সতীর দেহত্যাগের পর মহাদেব যখন তপস্যা করছিলেন তখন শিবের কপাল থেকে এক ফোঁটা ঘাম পড়ে এবং এই ঘাম মঙ্গলে পরিণত হন। মহাদেব এঁকে নবগ্রহের এক জন হিসাবে স্থাপন করেন। মঙ্গল সম্পত্তি ও স্ত্রী রক্ষা করেন। (২) হিরণ্যকশিপুর কন্যা বিকেশীকে মহাদেব বিয়ে করেন। এক দিন বিকেশীর সঙ্গে বিহার করছিলেন এমন সময় সেখানে অগ্নি এসে উপস্থিত হন। অগ্নিকে দেখে রাগে মহাদেবের চোখ জ্বলে ওঠে এবং চোখ থেকে এক ফোঁটা গরম জল বিকেশীর মুখে পড়ে। ফলে বিকেশী গর্ভবতী হন। কিন্তু এই গর্ভধারণ করা সম্ভব হয় না; গর্ভপাত হয়; পৃথিবী এই শিশু/মঙ্গলকে পালন করেন। (৩) মহাদেবের রক্ত বিন্দু থেকে জন্ম। (৪) বরাহ কল্পে বরাহ রূপী বিষ্ণুর স্ত্রী পৃথিবীর (দ্রঃ) সন্তান এই মঙ্গল। (৫) ভরদ্বাজের ছেলে।

মঙ্গলচণ্ডিকা/চণ্ডী—সমস্ত বিশ্বের মূল প্রকৃতির মুখ থেকে এঁর জন্ম। দুর্গার একটি রূপ। সৃষ্টিকার্যে মঙ্গলময়ী রূপে এবং সংহার কার্যে কোপনরূপিণী রূপে বর্ণিতা ফলে মঙ্গলময়ী ও যুগপৎ চণ্ডপ্রকৃতি। গৌরবর্ণা, দুই হাত, রক্তপদ্মাসনা। অভীষ্ট লাভের জন্য মঙ্গলবারে পূজনীয়া। সপ্তদ্বীপের অধিপতি রাজা মঙ্গল এঁর পূজা করতেন ফলে ও এই নাম। মঙ্গল-গ্রহ এই দেবীকে পূজা করেন ফলে এই নাম। ত্রিপুর নিধনের সময় মহাদেব এঁর পূজা করে যুদ্ধে গিয়েছিলেন। ধনপতি সওদাগরের স্ত্রী এঁর পূজা প্রবর্তন করেন।

মঞ্জুঘোষা—অপ্সরা। মুনি মেধাবীর (দ্রঃ) শাপে রাক্ষসীতে পরিণত হয়।

মঞ্জুশ্রীপত্তন—কাঠমণ্ডু।

মচ্ছেন্দ্রনাথ—কাঠমণ্ডু।

মণি—(১) ধৃতরাষ্ট্র বংশে একটি সাপ: সর্প যজ্ঞে নিহত। (২) কদ্রুর এক ছেলে। গিরিব্রজের কাছে বাস করত। শিবের তপস্যা করে বর পান গরুড় যেন তাঁকে আশ্রয় দেন।

মণিগ্রীব -কুবের-এর দ্বিতীয় ছেলে। নলকুবরের ভাই। নারদের শাপে দুই ভাই যমলার্জুন নামে দুটি বৃক্ষে পরিণত হয়ে পৃথিবীতে জন্মান। কৃষ্ণের পাদস্পর্শে মুক্তি পান।

মণিনাগ—কদ্রুর একটি ছেলে; সাপ। গিরিব্রজে বাস করত।

মণিপর্বত—এখানে নরকাসুর (দ্রঃ) ১৬,০০০ রমণীকে চুরি করে বন্দী করে রেখে ছিলেন। দ্রঃ কৃষ্ণ।

মণিপুর—২৩°৫৫´-২৫°৪১´ × ৯৩°০-৯৪°৪৭´ পূর্ব। ভারতের পূর্ব সীমান্তে একটি রাজ্য। একটি মতে অর্জুনের স্ত্রী চিত্রাঙ্গদার (দ্রঃ) জন্মভূমি। প্রাচীন রাজ বংশ। মহাভারতে অর্জুন (দ্রঃ) এখানে তিন বছর ছিলেন।

মণিপুষ্পক—পাণ্ডব সহদেবের শঙ্খ।

মণিবর—যক্ষ রজতনাথ ও স্ত্রী মণিবরার একটি ছেলে। ক্রতুস্থলার কন্যা দেবযানী এঁর স্ত্রী; ছেলেরা গুহ্যক নামে পরিচিত।

মণিভদ্র—(১) চন্দ্রবংশে এক রাজা, স্ত্রী কবিকা এবং সাত ছেলে। ময়ের কাছে ছেলেরা ইন্দ্রজাল বিদ্যা শিক্ষা করে বিরাট একটা গোক্ষুরা সাপ তৈরি করে তার পিঠে চড়ে পৃথিবী পরিক্রমা করে বেড়াতেন। এক দিন ঋষ্যমূক পাহাড়ে অগস্ত্যকে এগিয়ে আসতে দেখে এরা সাত জনে মজা দেখবার জন্য সাপটিকে মাটির মধ্যে লুকিয়ে রেখে নিজেরা সাতটি তালগাছ হয়ে পথ আটকে দাঁড়িয়ে থাকেন। অগস্ত্য এগিয়ে এসে সব বুঝতে পারেন এবং শাপ দেন চির দিন এই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। শেষ পর্যন্ত এদের কাতরতায় সন্তুষ্ট হয়ে বলেন রামের হাতে বাণ বিদ্ধ হয়ে মুক্তি পাবে। রামচন্দ্র (দ্রঃ) এখানে এসে, একটি পাথর পড়েছিল তার ওপর পা রেখে একটি তীরে সপ্ততাল বিদ্ধ করেন। এরা মুক্তি পান। রামের বাণ আবার তূণে ফিরে আসে। (২) এক জন যক্ষ। পথিক ও বণিকদের দেবতা। কুবের-এর সভাতে বাস করেন।

মণিমতীপুরী—এখানে ইল্বল (দ্রঃ) কিছু দিন বাস করেছিলেন। নিবাতকবচরা এখানে

আত্মগোপন করে বাস করতেন ; রাবণ এসে এদের যুদ্ধে আহ্বান করেন।

মণিমান—কুবের-এর বন্ধু ও কর্মচারী, রাক্ষসাধিপতি। এক বার ইনি কুবের-এর সঙ্গে দেবতাদের মন্ত্রণাসভা কুশস্থলীতে অন্য মতে কুশবতীতে (মহা ১।১৫৮।৫১) গানের আসরে যাচ্ছিলেন। যমুনাতীরে তপস্যারত অন্য মতে সূর্যের উপাসনা-রত অগস্ত্য মুনিকে দেখে রথ থেকে তাঁর মাথাতে বোকার মত থুথু দেন। ফলে অগস্ত্য অভিশাপ দেন মণিমান সদল বলে মানুষের হাতে নিহত হবেন। বনবাসের সময় ভীম দ্রৌপদীর জন্য পঞ্চবর্ণ (মহা ১।১৫৭।১৯) ফুল সংগ্রহ করতে এলে ভীমকে বাধা দেন এবং ভীমের হাতে নিহত হন। (২) মহাভারতে এক রাজা ; দ্রোণপর্বে ভূরিশ্রবার হাতে মারা যান। (৩) শিবের এক জন পারিষদ ; দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করার জন্য বীরভদ্রের সঙ্গে যান। (৪) একটি সাপ।

মণ্ডন মিশ্র—আনুমানিক ৬৮০-৭৫০ খৃ। মাহিষ্মতী ও নর্মদা নদীর সংযোগের কাছে মাহিষ্মতী নগরের অধিবাসী। অপর মতে হস্তিনাপুরের পূ-দক্ষিণে বিজিল-বিন্দুর অধিবাসী। কুমারিল ভট্টের শিষ্য। পিতা ব্রাহ্মণ হিমমিশ্র ; স্ত্রী বিষ্ণুমিত্রের কন্যা উভয়ভারতী। রূপে গুণে ও বিদ্যায় উভয় ভারতী ছিলেন অতুলনীয়া। শঙ্করচার্যের কাছে পরাজিত হয়ে শঙ্করাচার্যের শিষ্য হন। এবং সারা ভারতে অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

মণ্ডল— (১) প্রাচীন ভারতে রাজ্যগুলির মধ্যে শক্তি সাম্যের আলোচনা তত্ত্ব। ১২-টি রাজ্য নিয়ে এই মণ্ডল কল্পনা করা হত। মাঝখানে একটি রাজ্যকে বিজিগীষু রাজ্য স্থির করে এর সামনে ৫-টি, পেছনে ৫-টি, এবং পাশে একটি করে রাজ্য মিলে মোট ১২-টি রাজ্য নিয়ে এই তত্ত্ব আলোচিত হয়। দুটি পাশাপাশি রাজ্য স্বাভাবিক ভাবে পরস্পরের শত্রু। একটি রাজ্যের দুপাশে অবস্থিত দুটি রাজ্যই মধ্যবর্তী রাজ্যের শত্রু অর্থাৎ মধ্যগত এই রাজ্যটিকে পরাজিত করবার চেষ্টায় এরা মিত্রতা বদ্ধ। এই ভাবে মণ্ডলতত্ত্ব গড়ে উঠেছিল। বাস্তবে শত্রুতা বা মিত্রতা আরো বহু কিছু জিনিসের ওপর নির্ভরশীল ছিল। চাণক্য, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, ইত্যাদি মনীষি মণ্ডলতত্ত্ব আলোচনা করেছেন। (২) আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ ; যেমন সপ্তর্ষিমণ্ডল। আকাশে মোটামুটি ৮৮/৮৯ টি নক্ষত্রমণ্ডল রয়েছে। সূর্য ছাড়া আকাশের যে কোন নক্ষত্রই এই মণ্ডলগুলির কোন না কোন একটির অন্তর্গত।

মণ্ডূক—এই দেবতার স্তব করে বশিষ্ঠ কয়েকটি ঋক্ মন্ত্র রচনা করেন। সায়ণের মতে পর্জন্য দেবের কাছে বশিষ্ঠ জল প্রার্থনা করে এই মন্ত্র রচনা করেন। মণ্ডুকরা তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করেছিলেন। ফলে মণ্ডুকস্তুতি বৃষ্টি আনার গান। বৃষ্টির সঙ্গে মণ্ডুকের সম্পর্ক রয়েছে। মৃতদেহের অগ্নি-সৎকারের পর চিতা ঠাণ্ডা করবার জন্য ও ধোবার জন্য মণ্ডুককে আহ্বান করা হত।

মণ্ডূকরাজ—এঁর নাম আয়ু। ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা পরিক্ষিতের (দ্রঃ) শ্বশুর।

মতঙ্গ—এক ব্রাহ্মণ পুত্র ; পিতার আদেশে এক দিন যজ্ঞের উপকরণ সংগ্রহ করতে গর্দভ চালিত রথে বার হন। গর্দভ রথটিকে নিজের মায়ের কাছে নিয়ে যেতে থাকলে মতঙ্গ বার বার গর্দভের নাকে চাবুক মারতে থাকেন। অন্য মতে গর্দভকে লাঙ্গলে বেঁধে চাষ করতে যান এবং গর্দভ ধীর হয়ে পড়লে মারতে থাকেন। ছেলের

নাকে ক্ষত দেখে গর্দভের মা মন্তব্য করেন নিশ্চয় কোন চণ্ডাল এই ভাবে নিষ্ঠুর হয়ে মেরেছে। মতঙ্গ তখন রথ থেকে নেমে চণ্ডাল বলার কারণ জানতে চাইলে গর্দভী জানায় কামার্তা ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্র নাপিতের ঔরসে মতঙ্গের জন্ম; এই জন্য দয়া বা ব্রাহ্মণত্ব নাই। বাড়ি ফিরে পিতাকে সব কথা জানিয়ে ব্রাহ্মণত্ব লাভের আশায় মতঙ্গ হাজার বছরেরও বেশি তপস্যা করেন। ইন্দ্র অনেক বার এসে বোঝান এই ব্রাহ্মণত্ব ছাড়া অন্য কিছু দেওয়া সম্ভব। মতঙ্গ এক পায়ে ১০০ বছর তারপর এক আঙুলে ভর দিয়ে ১০০০ বছর তপস্যা করেন এবং একে বারে জীর্ণশীর্ণ হয়ে যান। শেষ পর্যন্ত এঁর অনুনয়ে ইন্দ্র এঁকে পাখীর মত সর্বত্র গতি ও ইচ্ছামত দেহ পরিবর্তন করার ক্ষমতা দেন এবং পৃথিবীতে সম্মানিত হবেন বর দেন। আর এক মতে চণ্ডদেবে পরিণত করে দেন। এক মতে মনের দুঃখে জীবন বিসর্জন দিয়ে মতঙ্গ স্বর্গে চলে যান। (২) ক্রৌঞ্চ পর্বত পার হয়ে পম্পানদীর পশ্চিম তীরে ঋষ্যমূক পাহাড়ের কাছে মতঙ্গ নামে এক মুনির আশ্রম ছিল। এখানে রম্য উপবন ছিল এবং সকলে কাম্য ফল পেতেন। শিষ্যেরা এখানে এক দিন বন থেকে প্রচুর ফল নিয়ে এসে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তাঁদের ঘাম যে সব গাছে পড়েছিল সেই সব গাছে ফুলগুলি চির অম্লান হয়ে গিয়েছিল। শবরী এখানে মতঙ্গের আশ্রমে রামচন্দ্রের দেখা পান ও মুক্তি লাভ করেন। সীতাকে খুঁজতে রাম এখানে এসেছিলেন। দুন্দুভির রক্ত এই আশ্রমে এসে পড়লে মতঙ্গ মুনি বালীকে (দ্রঃ) শাপ দিয়েছিলেন ঋষ্যমূক পাহাড়ে এলে মাথা ফেটে বালীর মৃত্যু হবে। এই জন্য সুগ্রীব এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। (৩) রাজা ত্রিশঙ্কুর অপর নাম।

মাত—(১) দক্ষের কন্যা, ধর্মের স্ত্রী। দ্রঃ শকুনি, সুবল।

মতিনার—পুরু বংশে মতিনারের দুই ছেলে শস্তরোধ ও প্রতিরথ। শস্তরোধের ছেলে দুষ্মন্ত (দ্রঃ মেধাতিথি) শকুন্তলার স্বামী। ঋচেপুর ছেলে। মতিনারের ছেলে তংসু মহান, প্রতিরথ, দ্রুহ্য এবং তংসুর ছেলে ঈলিন; ঈলিনের ছেলে দুষ্মন্ত (মভা ১।৮৯।১১)। আবার (মভা ১।৯০।২৭) আছে ঋক্ষ ও তক্ষক কন্যা জ্বালার ছেলে মতিনার। মতিনারের স্ত্রী নদী সরস্বতী; ছেলে তংসু, এই তংসু ঈলিনের পিতা দুষ্মন্তের পিতামহ।

মৎস্য—(১) একটি রাশি। (২) পুরাণে ও মহাভারতে একটি দেশ। মনে হয় বর্তমান জয়পুরের কাছে। পাণ্ডবরা এখানে অজ্ঞাতবাসের সময় আশ্রয় নেন। এখানে রাজা ছিলেন বিরাট। জরাসন্ধের ভয়ে বহু লোক এই দেশ থেকে দ-ভারতে চলে গিয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রে মৎস্যরাজ পাণ্ডব পক্ষে ছিলেন। (৩) তন্ত্র মতে মন। মৎস্য সাধন অর্থে দেহ সমুদ্রে মন রূপ মৎস্যকে নিয়ন্ত্রিত করা; সুখ দুঃখকে সমজ্ঞান করার সাধনা। (৪) সত্যযুগে বিষ্ণুর প্রথম অবতার। দ্রঃ হয়গ্রীব। বিবস্বানের ছেলে বৈবস্বত মনু প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তপস্যাদির দ্বারা পিতৃপিতামহদেরও অতিক্রম করেন। বদরী স্থানে এক দিন তপস্যা করছিলেন; কৃতমালা নদীতে স্নান করতে নামলে ছোট্ট একটি মাছ এসে আশ্রয় চায়; বড় একটা মাছ তাকে আক্রমণ করতে আসছে। এবং আশ্রয় পেলে সে প্রত্যুপকার করবে। মনু আশ্রয় দিলে মাছটি দিন দিন এমন বাড়তে থাকে যে মনু একে একটি পুকুরে ছেড়ে দেন। দু যোজন দীর্ঘ ও এক যোজন চওড়া পুকুরেও যখন কুলায় না তখন মাছটির অনুরোধে তাকে

গঙ্গায় ছেড়ে দিলেন। গঙ্গাতেও পরে সঙ্কুলান হয় না; তখন সমুদ্রে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। সমুদ্রে এসে মাছটি মনুকে বলেন প্রলয় এসেছে; সাত দিনে সমস্ত পৃথিবী ডুবে যাবে। একটি নৌকা তৈরি করে নৌকাতে সপ্তর্ষিদের এবং সব রকম প্রাণীদের নিয়ে মনু যেন অপেক্ষা করেন। মাছটি পরে মাথায় শিঙ নিয়ে উপস্থিত হবেন এবং এই শিঙের সঙ্গে নৌকা বেঁধে দিলে সকলে উদ্ধার পাবেন। মনু সব ব্যবস্থা করেন। বৃষ্টিতে তারপর সবকিছু ডুবে যায় এবং মাছটি যথাযথ এসে উপস্থিত হন; মনু নৌকা বেঁধে দেন। মহাপ্রলয়ে সব কিছু জলমগ্ন হয়ে গেলে এঁরা নৌকাতে বহু বছর কাটান। শেষ কালে ম ছটি হিমালয়ে সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে গিয়ে নৌকা বাঁধতে বলেন। এটি নৌবন্ধন শৃঙ্গ বলে পরিচিত হয়। ঋষিরা নৌকা বাঁধলে মাছটি জানান তিনিই প্রজাপতি ব্রহ্মা, তাঁদের রক্ষা করে দিয়ে গেলেন। মনু এবার সুর অসুর ও সমস্ত প্রাণীদের সৃষ্টি করবেন। মাছটি তারপর অদৃশ্য হয়ে যায়। জল কমে গেলে বৈবস্বত মনু কঠোর তপস্যা করে প্রাণীদের সৃষ্টি করেন। মৎস্য অবতার সমুদ্রে বাসকারী দমনক নামে এক অসুরকে হত্যা করেন এবং মাটির ওপর এর দেহ ছুঁড়ে ফেলে দেন। বিষ্ণুর স্পর্শে এই দেহ সুগন্ধ দমনক বৃক্ষে পরিণত হয়;

মৎস্যগন্ধা—সত্যবতী। দ্রঃ উপরিচর বসু। অদ্রিকা অপ্সরা ব্রহ্মশাপে মৎস্যী হয়ে জলে বাস করতেন। জালে ধরা পড়লে এর পেটে ছেলে ও একটি মেয়ে একটি পাওয়া যায়। এই মেয়ের গায়ে মাছের গন্ধ ছিল বলে নাম মৎস্য-গন্ধা। পিতার নির্দেশে খেয়া পার করতেন। পরাশরের (দ্রঃ) সঙ্গে মিলনে গর্ভ ধারণ করে যমুনা দ্বীপে একটি শিশুকে তৎক্ষণাৎ জন্ম দেন। ইনি ব্যাস (দ্রঃ); জন্মেই তপস্যা করতে চলে যান বলে যান স্মরণ করলেই আসবেন। পরে শন্তনুর (দ্রঃ) সঙ্গে বিয়ে হয়। দ্রঃ ভীষ্ম। দুই পুত্রবধূর সঙ্গে বনে গিয়ে তপস্যায় দেহ ত্যাগ করেন। মহা ১।১১৯।১২

মৎস্যদেশ—দ্রঃ মৎস্য।

মৎস্যরাজ—দ্রঃ উপরিচর বসু; বিরাট।

মথুরা—উত্তর প্রদেশে আগ্রা বিভাগে মথুরা জেলার প্রধান সহর। বর্তমান সহর ২৭ ৩০´উ × ৭৭° ৪২´ পূ। যমুনা নদীর দক্ষিণ তীরে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান। বৈদিক যুগে এর উল্লেখ নাই। রামায়ণ, মহাভারত ও পরবর্তী কালে প্রসিদ্ধি লাভ করে। মধুপুরী, মধুবন, মধুরা, মতুরা, মৌর্যপুর ইত্যাদি বিভিন্ন নাম। রামায়ণে ও বিষ্ণু পুরাণে মধুপুত্র লবণকে নিহত করে শত্রুঘ্ন মথুরাপুরী স্থাপন করেন। অন্য মতে মধু দৈত্য নির্মিত নগরী। রামচন্দ্রের আগে এখানে যাদব জাতির আধিপত্য ছিল। লবণ এই যাদব বংশীয়। শত্রুঘ্ন এই পুরী স্থাপন করেন। এরপর সাত্বত শত্রুঘ্নের দুই ছেলেকে তাড়িয়ে দিয়ে জনৈক ভীম অন্য মতে শূরসেন এখানে যাদব আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই শূরসেনের ছেলে বসুদেব। শূরসেনের মৃত্যুর পর যাদব বংশে উগ্রসেন এখানে রাজা হন; বসুদেব গো পালন করতে থাকেন। এই ভীমের বংশেই উগ্রসেন (দ্রঃ) ও কংস মথুরাতে রাজা হয়েছিলেন। বার্হস্পত্য-অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি গ্রন্থেও মথুরার উল্লেখ নাই।

পুরাণগুলিতে মথুরাতে অবস্থিত দ্বাদশ বনের উল্লেখ রয়েছে :-মধু, কুমুদ, কাম্যক, খদির, তাল, বহুল, বিল্ব, বৃন্দাবন, ভদ্র, ভাণ্ডীর, মহাবন, লোহজঙ্ঘ।

বর্তমানেও এই বনগুলি পুণ্যার্থীরা দেখে আসেন। বরাহ পুরাণ ইত্যাদি মতে এখানে ২৭টি পুণ্যস্থান ছিল। উপস্থিত মাত্র ছয়টি বর্তমান :-যমুনা, বৃন্দাবন, ভাণ্ডীরক, রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন ও কালিয়। দ্রঃ বট।

গৌতম বুদ্ধ প্রায়ই মথুরাতে আসতেন। মহাকচ্চায়ন এখানে তাঁর বাণী প্রচারের ভার গ্রহণ করেন। অশোকের সময় এখানে নটবর বিহারে উপগুপ্ত আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। গুপ্তযুগের প্রারম্ভে যৌধেয় ও নাগগণ মথুরা ও পার্শ্ববর্তী এলাকাতে রাজত্ব করতেন। ফা-হিয়েন এখানে বহু বৌদ্ধ বিহার দেখেছিলেন। হিউ-এন-ৎসাঙ এখানে মাত্র ৫টি দেবমন্দির দেখেছিলেন। পরে ক্রমশ বৌদ্ধ প্রভাব কমতে থাকে ১১ শতকে মুসলমান ঐতিহাসিক বলেন এখানে হাজার গৃহে বিগ্রহ পূজা হত। সহরের মাঝখানে একটি অবর্ণনীয় বিরাট মন্দির ছিল। তিনি ৫টি স্বর্ণ বিগ্রহ ও ২০০ রৌপ্য বিগ্রহের কথাও উল্লেখ করেছেন।

মদ—(১) মহর্ষি চ্যবনের (দ্রঃ) যজ্ঞাগ্নি থেকে জন্ম। ইন্দ্রকে হত্যা করার জন্য ভয়ঙ্কর এক দৈত্য। দেবতাদের ভয় দূর করবার জন্য চ্যবন পরে এই মদকে চার টুকরো করে কামিনী, সুরা, পাশাখেলা ও মৃগয়াতে স্থাপন করেন। অর্থাৎ এগুলির মধ্যে অনেকটা মদ (=নেশা/ভয়ঙ্করতা) রয়েছে। (২) ব্রহ্মার এক মানস পুত্র।

মদন—অন্য নাম কামদেব। সৌন্দর্য/ভালবাসা ও সৃষ্টি রক্ষার দেবতা। স্ত্রী পুরুষের সংযোগ সাধক দেবতা। অথর্ব বেদে প্রেম ও কামের দেবতা। এই কাম পৃথিবীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা। কন্দর্প এখানে শ্রেষ্ঠদেবতা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অনুসারে ধর্মের, এবং হরিবংশে লক্ষ্মীর ছেলে। মতান্তরে ব্রহ্মার মানস পুত্র। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ধর্ম ও শ্রদ্ধার ছেলে। আর এক মতে জল থেকে জন্ম এবং নাম ইরাজ। আবার আত্মভূও বলা হয়েছে; ফলে নাম অজ। মৎস্য পুরাণে ব্রহ্মার হৃদয় থেকে জন্ম। একটি মতে ব্রহ্মার দ-বুক থেকে ধর্ম জন্মান। ধর্মের ছেলে শম (স্ত্রী প্রাপ্তি), কাম (স্ত্রী রতি) ও হর্ষ (স্ত্রী নন্দী)। বা ব্রহ্মা দশ জন প্রজাপতিকে তার পর মরীচি প্রভৃতি মানস পুত্রদের এবং এর পর মন থেকে পরমাসুন্দরী সন্ধ্যাকে/সরস্বতীকে সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি করে ভাবতে থাকেন সৃষ্টির মধ্যে নারীকে দিয়ে কি কাজ হবে। সন্ধ্যাকে দেখে ব্রহ্মা ও প্রজাপতিরাও মুগ্ধ সচকিত হযে চেয়ে থাকেন। এই সময়ে ব্রহ্মার মন থেকে হাতে পুষ্পধনু বার হয়ে আসেন; কামদেবের নাসিকা সুচারু, উরু, কটি ও জঙ্ঘা সুবৃত্ত, কেশ নীল ও কুঞ্চিত, বক্ষ সুবিশাল, কম্বুগ্রীব, চোখ মুখ, পদতল ও নখ আরক্তবর্ণ, গায়ে বকুল গন্ধ। মকর/শুক এঁর বাহন। ধ্বজা মীন। এঁর পুষ্পময় কুসুম কার্মুক ইক্ষুদণ্ড গঠিত, তূণে পুষ্পময় পঞ্চশর (দ্রঃ) বা শরগুলির মুখ পুষ্পগঠিত। স্বর্গে অপ্সরাদের অধিপতি। এঁর কাজ সকলের চিত্তে দোলা আনা। জন্মেই এই যুবা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন তাকে কি করতে হবে (কম্ দর্পয়ামি) ফলে নাম হয় কন্দর্প। এবং জিজ্ঞাসা করেন কোথায় যাবেন, তাঁর স্ত্রী কে। ব্রহ্মা বলে দেন সর্বত্র ঘুরে বেড়াবেন এবং স্ত্রী পুরুষকে মুগ্ধ করে সৃষ্টি লীলায় সাহায্য করবেন। জীবিত সকলের মন তাঁর বাণের লক্ষ্য হবে; দক্ষ কন্যা রতি তাঁর স্ত্রী। পশু থেকে ত্রিমূর্তি সকলেই তাঁর প্রভাবের অধীন হবেন। একটি মতে ব্রহ্মা এই সময় নিষেধ করে দেন শিবকে যেন কোন দিন মোহিত করার চেষ্টা না করেন। ব্রহ্মার মনকে মথিত (দ্রঃ চন্দ্র) করে-

ছিলেন অন্য মতে ত্রিলোকের মনকে মন্থন করেন বলে নাম মন্মথ। সকলকে মদ যুক্ত করেন বলে নাম মদন। অপর নাম মকরকেতু, কুসুমায়ুধ, ইরাজ, অনঙ্গজ, ইম, কঞ্জন, কিঙ্কির, মদ, রস, রমণ, স্মর, মনোজ, দর্পক, দীপক, মার, মধুদীপ, কলকেলী।

ব্রহ্মা এঁকে সৃষ্টি করেই নিজেই এর শরে জর্জরিত হয়ে কন্যা শতরূপাকে গ্রহণ করেন। এবং এই জন্য ব্রহ্মা অভিশাপ দেন মহাদেবের ক্রোধে পুড়ে ছাই হয়ে যাবেন: (দ্রঃ চন্দ্র)। পরে অবশ্য কন্দর্পের প্রার্থনায় বর দেন প্রথমে কৃষ্ণের বংশে ও পরে ভরত বংশে জন্ম গ্রহণ করবেন। অন্য মতে মদন জন্মেই নিজের শক্তি পরীক্ষার জন্য প্রথমে ব্রহ্মার ও তারপর প্রজাপতিদের ওপর পুষ্পশর নিক্ষেপ করেন। সামনে সন্ধ্যা ছিলেন। ব্রহ্মা ও সন্ধ্যা দু জনেই কামার্ত হয়ে পড়েন। ফলে সন্ধ্যার ৬৪টি কলা উৎপন্ন হয়। এই সময়ে আকাশ পথে মহাদেব যাচ্ছিলেন। মেয়ে বা পুত্রবধূর প্রতি কামার্ত হওয়া অতি গর্হিত: মহাদেব অসন্তুষ্ট হন এবং ব্রহ্মাকে উপহাস করেন। ব্রহ্মা তখন সংযত হয়ে যান; এবং ব্রহ্মার দেহ থেকে যে বিন্দু বিন্দু ঘাম পড়তে থাকে তা থেকে ৬৪,০০০ অগ্নিষ্বাত্ত ও ৪৮০,০০০ বর্হিষদ জন্মান; এঁরা সকলেই পিতৃদেব। এবং মদনকে শাপ দেন মহাদেবের ক্রোধে তাঁকে দগ্ধ হতে হবে। এর পর দক্ষের অনুরোধে দক্ষের দেহজ কন্যা রতিকে বিয়ে করেন। তারকাসুরের কাছে পরাজিত হয়ে দেবতারা ব্রহ্মার শরণ নিলে ব্রহ্মার উপদেশে উপযুক্ত সেনাপতি পাবার চেষ্টায় দেবতারা মদনকে পাঠান শিবের সঙ্গে পার্বতীর বিয়ে দিতে। তপস্যা রত শিবকে স্বামীরূপে পাবার জন্য পার্বতী শিবের পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিলেন। পুষ্পবাণে বিদ্ধ হয়ে মহাদেব বিচলিত হয়ে পড়েন কিন্তু পর মুহূর্তে বুঝতে পারেন এবং তৃতীয় নেত্র থেকে আগুন বার হয়ে মদনকে ভস্ম করে ফেলে। এই ছাই যেখানে পতিত হয় সেই দেশটির নাম হয় অঙ্গ রাজ্য (দ্রঃ পূর্বাশ্রম)। পরে সকলের অনুরোধে/রতির অনুরোধে অন্য মতে বিয়ে হবার পর পার্বতীর অনুরোধ মহাদেব বলেছিলেন দেহধারী হিসাবে মদনকে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব নয়; অর্থাৎ মহাদেবের জীবনে কামের কোন প্রয়োজন নাই। অবশ্য মদনকে অশরীরী হিসাবে বাঁচিয়ে দেন নাম হয় অনঙ্গ। আর এক মতে মহাদেব বর দেন কৃষ্ণের ঔরসে রুক্মিণীর গর্ভে জন্মাবেন। দ্রঃ প্রদ্যুম্ন। কথাসরিৎ সাগর মতে প্রদ্যুম্নের পর আবার উদয়ন বাসবদত্তা স্বামী রূপে জন্মান। মদনের সহচর বসন্ত। মদনদেবের অবস্থান সম্বন্ধে প্রবাদ রয়েছে; মাথুরীণাং বচি, জনক জনপদে নারীদের কটাক্ষ, গৌড়ে দন্তে, উৎকলে জঘনে, তৈলঙ্গীদের নিতম্বে, কেরলী কেশপাশে, কর্ণাটীদের কটৌ এবং গুর্জরবাসিনীদের স্তনেষু। দ্রঃ অঙ্গ, মায়াবতী।

মদনিকা—মেনকার মেয়ে। বিদ্যুৎরূপের (দ্রঃ) স্ত্রী।

মদয়ন্তী—রাজা কল্মাষপাদের স্ত্রী। উত্তঙ্ককে নিজের কুণ্ডল দিয়ে ছিলেন। এক ব্রাহ্মণীর শাপে কল্মাষপাদ (দ্রঃ) পুত্র উৎপাদনে নিষিদ্ধ ছিলেন। ফলে বশিষ্ঠের ঔরসে মদয়ন্তীর ছেলে হয় অশ্মক।

মদালসা—গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর মেয়ে। তত্ত্বদর্শিনী। পাতালকেতু এঁকে বিয়ে করতে চান কিন্তু বিশ্বাবসু রাজি হন নি। ফলে পাতালকেতু একে অপহরণ করেন। বিশ্বাবসু প্রতিশোধ নেবার জন্য গালবকে একটি ঘোড়া পাঠিয়ে দিয়ে

ছিলেন। রাজা শত্রুজিতের ছেলে ঋতধ্বজ বা ঋতধ্বজ কুবলাশ্ব; ঋষি গালবকে রক্ষার জন্য এক দিন গালবের আশ্রমে আসেন। মহর্ষি গালব (দ্রঃ) এঁকে কুবল বা কুবলয় নামে এই/একটি ঘোড়া দিয়েছিলেন; এই জন্য নাম কুবলাশ্ব। এক দিন গালব সন্ধ্যা বন্দনা করছিলেন এমন সময় এক দানব শূকর মূর্তিতে সেখানে আসেন। ঋতধ্বজ এর অনুসরণ করেন এবং একে তীরবিদ্ধ করেন। দানব একটি গর্তে ঢুকে যায়। ঋতধ্বজ শূকরের অনুসরণে পাতালে এসে ইন্দ্রপুরীর মত শত শত প্রাসাদ দেখতে পান। এগুলির মধ্যে একটি প্রাসাদে পালঙ্কে মদালসা বসে ছিলেন। এখানে ঋতধ্বজ জানতে পারেন বজ্রকেতু দানবের ছেলে পাতালকেতু মদালসাকে চুরি করে এনেছে এবং শীঘ্রই বিয়ে করবে। কিন্তু এই পাতালকেতুকে যদি কেউ শরবিদ্ধ করে তবে তিনিই মদালসার স্বামী হবেন। ঋতধ্বজের পরিচয় পেয়ে এবং পাতালকেতুকে শরবিদ্ধ করেছেন শুনে মদালসা তাঁকে বিয়ে করেন এবং দু জনে বাড়ি ফিরে আসেন। এর বহু দিন পরে শত্রুজিৎ আবার ব্রাহ্মণদের রক্ষার জন্য ঋতধ্বজকে পাঠান। এই সময় পাতালকেতুর ছোট ভাই তালকেতু ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য মায়াতে মুনি সেজে যমুনা তীরে এক আশ্রমে বাস করছিলেন। ঋতধ্বজ এখানে আসতেই পূর্বের শত্রুতা স্মরণ করে যজ্ঞ করার জন্য ঋতধ্বজের কাছে অর্থ চাইলে ঋতধ্বজ নিজের গলার হার দান করেন। তালকেতু শত্রুজিতের কাছে গিয়ে জানান ঋতধ্বজ দৈত্যদের হাতে অন্য মতে মৃগয়াতে গিয়ে মারা গেছেন। ঋতধ্বজের হার দেখে মদালসা তখনই মারা পড়েন। ঋতধ্বজ বাড়ি ফিরে এসে মদালসার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। নাগরাজ অশ্বতরের দুই ছেলে ঋতধ্বজের বন্ধু ছিলেন; পিতাকে অনুরোধ করেন মদালসাকে বাঁচিয়ে দিতে। নাগরাজ তখন হিমালয়ে কঠোর তপস্যা করে মহাদেব ও সরস্বতীর বর পান যে মদালসা জাতিস্মর হয়ে যে বয়সে মারা গেছেন সেই বয়স নিয়েই নাগরাজের মেয়ে হয়ে জন্মাবেন। নাগরাজ তখন আবার ধ্যানে বসেন এবং তাঁর ডান কান থেকে মদালসা জন্মান। অশ্বতরের দুই ছেলে তখন ঋতধ্বজকে নাগলোকে নিয়ে যান এবং ঋতধ্বজ স্ত্রীকে নিয়ে ফিরে আসেন। শত্রুজিতের পর ঋতধ্বজ রাজা হন। মদালসার চার ছেলে। পুত্রদের তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। এক ছেলেকে গার্হস্থ্যধর্ম, এক জনকে রাজধর্ম ও আর এক জনকে ব্রহ্ম বিদ্যা শিক্ষা দেন। এই তিন ছেলে যৌবনেই সংসার ত্যাগ করেন। চতুর্থ পুত্র অলর্ক; পিতার ইচ্ছায় ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নি। অলর্ককে মোক্ষ ধর্মের উপদেশ দিয়ে এবং রাজ্যে বসিয়ে দিয়ে স্বামীর সঙ্গে তপস্যার জন্য বনে গমন করেন। (২) অন্য মতে রাজা প্রতর্দনের স্ত্রী। অলর্কের মা ইত্যাদি। (৩) কন্মাষপদের (দ্রঃ) স্ত্রী মদয়ন্তীর অপর নাম।

মদিরা—কৃষ্ণের পিতা বসুদেবের (দ্রঃ) এক স্ত্রী।

মদিরাক্ষ –(১) মৎস্যরাজ বিরাটের ভাই। দানশীল ও ধনুর্বেত্তা। বিরাটের গরু চোর ত্রিগর্তরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। কুরুক্ষেত্রে দ্রোণের হাতে মৃত্যু। (২) ইক্ষ্বাকু বংশে রাজা দশাশ্বের ছেলে। ধার্মিক ও ধনুর্বেত্তা। ছেলে দ্যুতিমান। মেয়ে সুমধ্যমা, যিনি হিরণ্যহস্তের স্ত্রী।

মদ্য—প্রাচীন ভারতে তাড়ি, আকের রস গাঁজান ইত্যাদি মদ্য বলে গণ্য হত না।

মদ্য/সুরা অর্থে যেনো মদ বোঝাত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কাছে সুরা নিষিদ্ধ ছিল। সুরা পানে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত; এমন কি সুরা পাত্রে জল খেলে ও সাতদিন ধরে প্রায়শ্চিত্তের বিধান ছিল।
মদ্র—ঝিলম নদীর তীরে প্রাচীন ভারতে একটি দেশ। এখানকার মেয়ে মাদ্রী। সাবিত্রীর পিতা অশ্বসেন ও এখানে রাজা ছিলেন।
মদ্রা—অত্রির এক স্ত্রী; ছেলে হয় সোম।
মধু—লোলার বড় ছেলে। ব্রাহ্মণভক্ত আশ্রিত বৎসল অসুর। মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে নিজের শূলের মত একটি শূল দিয়েছিলেন। দেব ও ব্রাহ্মণদের বিরোধিতা না করলে এই শূল শত্রুকে ভস্ম করে আবার মধুর হাতেই ফিরে আসবে। মধু চেয়েছিলেন এই শূল তাঁর বংশের অধিকারে থাকবে। মধুর একটি ছেলেকে মাত্র মহাদেব এই অধিকার দিয়েছিলেন। ইন্দ্রজিৎ যখন তপস্যা করছিলেন তখন এই মধু কুম্ভনসীকে (দ্রঃ কুম্ভীনসী) হরণ করেন; ফলে রাবণের হাতে নিহত হন। মধু ও কুম্ভনসীর ছেলে লবণ, মেয়ে মধুমতী। (২) যমুনা তীরে বাস এক অসুর। শত্রুঘ্ন এঁকে নিহত করে মধুরাপুরী = মথুরাপুরী স্থাপন করেন। (৪) দ্রঃ মধুকৈটভ।
মধুকৈটভ—বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে জন্ম দুটি দানব; মধু ও কৈটভ (দ্রঃ)। দ্রঃ ধুন্দু।
মধুচ্ছন্দস্—বিশ্বামিত্রের ছেলে। ঋক্‌বেদের এক জন মন্ত্রকার। অগ্নি, বায়ু, অশ্বিদ্বয়, ইন্দ্র ও মরুৎগণ সম্বন্ধে অনেকগুলি মন্ত্র রচনা করেছিলেন। ঋক্‌বেদে প্রথম সূক্ত এঁর রচনা। বানপ্রস্থ আশ্রমের সমস্ত নিয়ম যথাযথ পালন করতেন।
মধুচ্ছন্দা—সতীর অন্যতমা সহচরী।
মধুপর্ক—গরুড়ের এক ছেলে।
মধুবন—সুগ্রীবের উদ্যান। সীতার সংবাদ নিয়ে হনুমানরা কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে এসে অঙ্গদের সঙ্গে এই বনে ঢুকে মধু পান করেন।
মধুবিদ্যা—ইন্দ্র এই বিদ্যা দধীচিকে দান করেন।
মধুবিলা—একটি পুণ্য সলিলা। এখানে স্নান করে ইন্দ্র বৃত্র হত্যার পাপ থেকে মুক্ত হন। অষ্টাবক্রও তাঁর পিতার নির্দেশে এখানে স্নান করে সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠেন।
মধুমতী—(১) ইক্ষ্বাকু বংশে হর্যশ্বের স্ত্রী। ছেলে যদু। ইক্ষ্বাকু বংশের একটি শাখা এই যাদব বংশ। (২) মধু দৈত্যের মেয়ে।
মধুরস্বরা—এক অপ্সরা।
মধুসূদন—মধু ও কৈটভ (দ্রঃ) দু জনকে নিহত করে বিষ্ণুর এই নাম হয়।
মধ্বাচার্য—শঙ্করের অদ্বৈতবাদ বিরোধী। অপর নাম পূর্ণপ্রজ্ঞ বা আনন্দতীর্থ। খৃ ১২-শ শতকে। নয়টি প্রধান সিদ্ধান্তের ওপর এঁর মতবাদ প্রতিষ্ঠিত। এঁর মতে জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন, জড়জগৎ ও ঈশ্বর ভিন্ন, জীব ও জড় ভিন্ন, জীব ও জীব ভিন্ন, জড় ও জড় ভিন্ন। এঁর মতে মোক্ষ পরিপূর্ণ আনন্দঘন অবস্থা। মৃত্যুর পরই মুক্তিলাভ সম্ভব, এবং অবিদ্যাই বন্ধনের মূল।
মন—ভারতীয় চিন্তা ধারায় মন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। আত্মা ও মন এক জিনিস নয়। এই মন অতি চঞ্চল। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মন স্থির করা হয়। মন স্থির হলে

সমাধি হয়। সমাধিতে আত্মদর্শন হয়। বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন এই তিনটি অবস্থা বিশেষ। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা। বুদ্ধি যখন কর্তৃত্বাভিমানী তখন একে অহংকার বলা হয়। এই অহংকারেরই একটি পরিণাম মন। মনের ৫টি বৃত্তি :-প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প নিদ্রা ও স্মৃতি। ন্যায় মতে মন অন্তরিন্দ্রিয় এবং সুখ দুঃখাদি মানস প্রত্যয়ের কারণ। এই মন অণু, অণু পরিমাণ মনে যে সময়ে যে ইন্দ্রিয় যুক্ত হয় সেই সময়ে কেবলমাত্র সেই ইন্দ্রিয়ের জন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মায়। মন অত্যন্ত দ্রুতগামী পদার্থ; অবয়ব হীন ভৌতিক দ্রব্য নহে এবং আত্মার ন্যায় বিভু ও নয়। অদ্বৈতবাদ মতে মন 'অন্-অণু' সাবয়ব, অনিত্য এবং বহুবিধ পরিবর্তনশীল।

মনসা—জরৎকারু (স্ত্রী) দ্রঃ।

মনস্বিনী—দক্ষের মেয়ে। ধর্মের স্ত্রী। চন্দ্রের জননী।

মনস্যু—পুরু বংশে প্রবীর ও রাণী শূরসেনীর ছেলে। মহা ১৮৯৷৬, মনস্যুর মা শ্রেনী; মনস্যুর স্ত্রী সৌবীরী বা সৌবীরী; ছেলে সুভ্রু, সংহন ও বাগ্মী।

মনু—(১) ব্রহ্মার দেহ থেকে জন্ম, এই জন্য নাম স্বায়ম্ভুব। মনুর স্ত্রী শতরূপা; ছেলে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ; মেয়ে আকূতি, দেবাহুতি ও প্রসূতি। এই ছেলে মেয়ে থেকে মনুষ্য জাতির উৎপত্তি ফলে নাম মানব। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর কলি এই চারযুগে একটি দিব্যযুগ, ৭১-টি দিব্যযুগে একটি মনুর রাজত্ব কাল বা মন্বন্তর। ১৪ মন্বন্তরে ব্রহ্মার দিবা ভাগ; ১৪ মন্বন্তরকে একটি কল্পও বলা হয়। ব্রহ্মার এই দিবা ভাগে ১৪ জন মনু রাজত্ব করেন। দেবতাদের হিসাবে ৮ লক্ষ ৫২ হাজার বছর এবং মানুষের হিসাবে ৩০ কোটি ৬৭ লক্ষ, ২০ হাজার বছরে এক মন্বন্তর। প্রতি মন্বন্তরের শেষে দেবতা ইত্যাদি সব কিছুই লুপ্ত হয়ে যায়। প্রতি মনুর রাজত্বকালেই লোকরক্ষার জন্য সপ্তর্ষিরা আসেন। প্রতি দিব্যযুগের শেষে বেদ বিপ্লব হয় অর্থাৎ সপ্তর্ষিরা পৃথিবীতে এসে আবার বেদ প্রচার করেন। বর্তমান কল্পে ১৪-টি মনু:- স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম (ঔত্তমি), তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত (বা সত্য-ব্রত), সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, রুচি (রৌচ্য) সাবর্ণি ও ইন্দ্র সাবর্ণি। দ্রঃ মেরু সাবর্ণি। ক্রমিক প্রথম ৬-মনুর কাল শেষ হয়েছে। বর্তমান বৈবস্বত মনুর (দ্রঃ) রাজত্ব। এঁদের অন্য নামও দেখা যায়। মৎস্য পুরাণে এঁদের নাম স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তমা, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, রৌচ্য, ভৌম, মেরুসাবর্ণি, ঋভু, ঋতুধামা, বিশ্বকসেন। মৎস্য পুরাণে ব্রহ্মা ও গায়ত্রীর ছেলে স্বায়ম্ভুব মনু। ৯ম-১৪শ এই ছয় জন মনু একটি মতে বৈবস্বত মনুর ছয় ছেলে :- করূষ, পৃষধ্র, নাভাগ, দিষ্ট, শর্যাতি, ও ত্রিশঙ্কু। পর জন্মে ক্রমিক ছয়টি মনু হয়ে জন্মান। এঁরা ৬-জনে কালিন্দী তীরে ১২ বছর তপস্যা করেন এবং দেবী ভগবতী সন্তুষ্ট হয়ে বর দেন পরজন্মে এঁরা মনু হবেন। আর এক মতে ব্রহ্মা নিজেকে বিভক্ত করে নারী ও পুরুষ সৃষ্টি করেন; এই নারী ও পুরুষ থেকে স্বায়ম্ভুব মনু জন্মান। আর এক মতে এই নারীর গর্ভে নিজেই বিরাটরূপে আবির্ভূত হন এবং এই বিরাট পুরুষ তপস্যায় মনুকে সৃষ্টি করেন, অর্থাৎ মনু ব্রহ্মার নাতি। আর এক মতে ব্রহ্মা নিজেই মনু হন এবং তাঁর অংশে শতরূপা নামে একটি নারীও হয়; এঁদের সন্তান প্রিয়ব্রত ইত্যাদি। মনু দশ জন প্রজাপতি সৃষ্টি করেন এবং প্রজাপতিরা মানুষ ইত্যাদি

সৃষ্টি করেন। সব মনুই ধর্মশাস্ত্রকার। প্রতি মন্বন্তরে (দ্রঃ) নতুন মনুর সঙ্গে নতুন সপ্তর্ষিমণ্ডল, নতুন দেবগণ ও নতুন মনুপুত্রগণ জন্মান। দ্রঃ নবলা/নড্‌লা। (২) অগ্নি পাঞ্চজন্যের এক ছেলে মনু=ভানু। এই মনুর স্ত্রী সুপ্রজা, এঁদের ছয় ছেলে। ভানুর তৃতীয়া স্ত্রী নিশা—এঁর এক মেয়ে ও সাত ছেলে। (৩) কশ্যপ প্রধার এক মেয়ে; অপ্সরা। (৪) কশ্যপের এক স্ত্রী; ছেলে মনুষ্য। (৫) ঋক্‌বেদে ১-ম মণ্ডলে ১৬ অনুবাক ১১২ সূক্তে এক জন রাজর্ষি।

মনুষ্য—(১) স্বায়ম্ভুব মনুর ছেলে। (২) কশ্যপ ও মনুর ছেলে।

মনুসংহিতা—স্বায়ম্ভুব মনু রচিত। ব্রহ্মার নিকট ধর্মশাস্ত্র শিক্ষা করে নিজের শিষ্য ভৃগুর মাধ্যমে এই সংহিতা প্রচার করেন। আদিতে এতে. শ্লোক ছিল এক লক্ষ, বর্তমানে ২৬৮৪-টি। চতুর্বর্ণ সমাজের ধর্ম নিরূপণ শাস্ত্র। হিন্দু সমাজের প্রাচীন ভিত্তি বলা হয়।

ঐতিহাসিক মতে বিভিন্ন ব্যক্তির রচনা. এবং খৃ-পূ ২০০ থেকে খৃ ২০০ এর মধ্যে। ভারতীয় জন জীবনে এর প্রভাব আছেই এবং ভারতের বাইরে ইন্দো-নেশিয়া, ব্রহ্মদেশ ইত্যাদি বহু স্থানে এর প্রভাব ছড়ান রয়েছে।

জগতের উৎপত্তি, ব্রহ্মচারীর ব্রতপালন, বিবাহ, পঞ্চমহাযজ্ঞ, শ্রাদ্ধাদিকল্প, জীবিকার লক্ষণ, গৃহস্থের নিয়ম, ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচার, অশৌচ, দ্রব্যশুদ্ধি, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, রাজধর্ম, বিচারনির্ণয়, স্ত্রীপুরুষের ধর্ম, দায়ভাগ, বৈশ্য, শূদ্রের কর্তব্যকর্ম, সংকীর্ণ জাতিগুলির উৎপত্তি, চতুর্বর্ণের আপদ্ধর্ম, প্রায়শ্চিত্ত, কর্মের ফলাফল ও মোক্ষ ধর্ম ইত্যাদি এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

মনোজব—অনিল (বসু) ও স্ত্রী শিবার ছেলে। মহা ১।৬০।২৪, দুটি ছেলের নাম পুরোজব ও অবিজ্ঞাত গতি। (২) চাক্ষুষ মন্বন্তরে ইন্দ্র।

মনোবতী ব্রহ্মার পুরী। দ্রঃ মেরু পর্বত।

মনোরমা—(১) কার্তবীর্যার্জুনের স্ত্রী। পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধের সময় স্বামীকে বার বার নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন। কারণ জানতেন স্বামী হেরে গিয়ে মারা যাবেন। স্বামীকে নিরস্ত করতে না পেরে যোগবলে প্রাণত্যাগ করেন। (২) প্রজাপতি রুচির স্ত্রী। বরুণের ছেলে পুষ্করের ঔরসে ও অপ্সরা প্রম্লোচার গর্ভে জন্ম। প্রম্লোচার অনুরোধে রুচি বিয়ে করেন। মনোরমার ছেলে রৌচ্য মনু। (৩) কশ্যপ প্রধার সন্তান একটি অপ্সরা। (৪) উদ্দালক তাঁর যজ্ঞ স্থানে সরস্বতী নদীকে প্রবাহিত করে আনেন; এই শাখার নাম মনোরমা।

মনোহরা—(১) সোম নামে বসুর স্ত্রী। প্রথম ছেলে বর্চস। পরে শিশির, প্রাণ ও রমণ। (২) অপ্সরা। কুবের সভাতে অগস্ত্যকে নাচ দেখিয়েছিলেন।

মন্ত্র—ত্রিবিধ:—প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, আধ্যাত্মিক।

মন্থরা—কৈকেয়ীর সঙ্গে আগত কৈকেয়ীর মাতৃকুলের দাসী। কুব্জ, কুৎসিৎ, কুবুদ্ধি ও ঈর্ষাপরায়ণ। একটি মতে গন্ধর্ব দুন্দুভী ব্রহ্মার নির্দেশে কুব্জা মন্থরা হয়ে জন্মান; মহা ৩।২৬০।১০। মন্থরা কৈকেয়ীর হিতাকাঙ্ক্ষী; রামের অভিষেকের সঙ্কল্প শুনে প্রথমে আনন্দিত হন কিন্তু পরে রামের বনবাস ও ভরতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করার জন্য কৈকেয়ীকে মন্ত্রণা দেন। কিন্তু ভরত শত্রুঘ্ন অযোধ্যায় এসে

নানা ভাবে একে নিগৃহীত করেন। একটি মতে দেবতাদের প্ররোচনায় ভ্রষ্টা সরস্বতী মন্থরাকে দিয়ে দেবকার্য সাধন করিয়েছিলেন। (২) বিরোচনের কন্যা। ইন্দ্রের হাতে মৃত্যু (রামা ১।২০।২৫)।

মন্দপাল—নিঃসন্তান বেদজ্ঞ তপস্বী। সন্তান না থাকায় পুং নামে নরকে যান। নরক থেকে মুক্তি পাবার জন্য শার্ঙ্গকপক্ষী রূপে এসে জরিতা নামে এক শার্ঙ্গিকার গর্ভে চারটি ব্রহ্মবাদী, জরিতারি, সারিসৃক, স্তম্ভমিত্র ও দ্রোণ, ছেলের জন্ম দেন। এরা যখন ডিমের মধ্যে মন্দপাল তখন সকলকে ত্যাগ করে লপিতা নামে আর একটি শার্ঙ্গিকার সঙ্গে বাস করছিলেন। ছেলেগুলি খাণ্ডব বনে ছিল, এদের তখনও পালক গজায় নি এমন সময় আগুন লাগে। ছেলেরা মায়ের জন্য এবং মা ছেলেদের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এ দিকে মন্দপাল ও ছুটে আসেন। অগ্নিকে মন্দপাল প্রার্থনা জানান এবং ছেলেরাও স্তব করে আগুন থেকে রক্ষা পান। এর পর বহু দিন এঁরা সুখে সপরিবারে এই বনে বাস করে দেবলোক প্রাপ্ত হন।

মন্দরা—বিশ্বকর্মার এক স্ত্রী। ছেলে নল; রামের এক সেনাপতি; সেতুবন্ধন করেছিলেন। দ্রঃ চিত্রাঙ্গদা।

মন্দাকিনী—(১) স্বর্গ গঙ্গা। গঙ্গার যে ধারা স্বর্গে গিয়েছিল। বৈকুণ্ঠ থেকে ব্রহ্মলোক হয়ে স্বর্গে এসেছিল। (২) চিত্রকূট পাহাড়ে একটি নদী। (৩) উত্তরখণ্ডে কেদার পর্বত থেকে একটি নদী (৫) বিশ্রবসের এক স্ত্রী; শিবের বরে ছেলে হয় কুবের।

মন্দার—(১) দুটি পর্বত। একটি ভাগলপুর জেলাতে আর একটি আরব সাগরের কাছে। অগ্নি, গরুড়, নারসিংহ ইত্যাদি পুরাণে মন্দারের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। এই মন্দার পর্বত দ্বারাই সমুদ্র মন্থন করা হয়েছিল। পাহাড়টি একাদশ যোজন পর্যন্ত মাটিতে পোঁতা ছিল, দেবতারা একে তুলতে পারেন নি। পরে বিষ্ণুর নির্দেশে বাসুকি এই পাহাড় তুলে সমুদ্রের কাছে নিয়ে আসেন। বরাহ পুরাণে পাহাড়টি ভাগলপুরের মন্দার পাহাড়। মৎস্যপুরাণে এখানে কামচারিণী দেবীর পীঠস্থানের উল্লেখ রয়েছে। ভাগলপুরের পাহাড়টি জৈন, শাক্ত ও বৈষ্ণবদের তীর্থ স্থান। (২) হিরণ্যকশিপুর বড় ছেলে। শিবের বরে বলীয়ান হয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে বহু যুদ্ধ করেছিলেন। (৩) ধৌম্য মুনির ছেলে; ঔর্বের মেয়ে শমীকাকে বিয়ে করেন।

মন্দোদরী—একটি কাহিনীতে আছে কার্তিকেয়ের জন্ম তিথিতে পার্বতী ব্রাহ্মণ ভোজন করাবার জন্য কৈলাস থেকে চলে যান। আর এক মতে নিজের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে যান। এই সময়ে মধুরা নামে এক জন অপ্সরা মহাদেবকে প্রণাম করতে এসে শিবের সঙ্গে বিহার করেন। আর এক মতে সোমবার সূর্যপূজা করে মধুরা এসেছিলেন। পার্বতী ফিরে এসে সব জানতে পেরে শাপ দিয়ে একে ভেকে পরিণত করেন। শিবকে অনুনয় করলে শিব বর দেন ১২ বছর এই ভাবে থাকার পর আবার নিজের দেহ ফিরে পাবে এবং ত্রিভুবন বিজয়ী এক বীরের সঙ্গে বিয়ে হবে। ময় যেখানে কন্যা সন্তানের জন্য তপস্যা করছিলেন সেইখানে এক কূপে মধুরা বাস করতে থাকেন। বার বছর পরে এই কূপ থেকে অপরূপ সুন্দরী শিশুকন্যাতে পরিণত বেঙটির কান্না শুনে ময় ও হেমা তুলে নিয়ে গিয়ে পালন করেন। নাম রাখেন মন্দোদরী। ত্রিভুবন

জয় করে অন্য মতে মৃগয়া করে রাবণ যখন ফিরছিলেন তখন মন্দোদরীকে দেখে মুগ্ধ হন। ময় পরিচয় পেয়ে মেয়ের বিয়ে দেন। অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা। বিয়ের পর শিবের সেই বীর্য গর্ভে পরিণত হয়; ছেলে হয় ইন্দ্রজিৎ। রাবণের প্রধান স্ত্রী। অপর দুই ছেলে অতিকায় ও অক্ষকুমার। লঙ্কার যুদ্ধের প্রাক্‌কালে সভাস্থলে এসে ইনি সীতাকে ফিরিয়ে দিতে বলেন ও সন্ধি করাবার চেষ্টা করেন। অশোক বনে সীতার ওপর অত্যাচার করতেও বাধা দিয়েছিলেন। রাজ্যলাভের পর রামের নির্দেশে বিভীষণ মন্দোদরীকে বিয়ে করেন। অপরূপ সুন্দরী ছিলেন। মন্দোদরীর নিজের মতে সীতা রূপে, কুলে ও দাক্ষিণ্যে তার থেকে নিকৃষ্টা ছিলেন। অবশ্য অত্যন্ত বিচলিত অবস্থায় এই উক্তি।

মন্বন্তর—দ্রঃ মনু। চারযুগে অর্থাৎ ১২০,০০ দৈববর্ষে একটি দৈব যুগ। ৭১ দৈব-যুগে একটি মন্বন্তর। প্রতি মন্বন্তরে নতুন মনু, এক জন নতুন ইন্দ্র এবং নতুন দেবতা, সপ্তর্ষি ও মনুপুত্র আর্বিভূত হন। দ্রঃ কাল, মনু। ১৪টি মনুর রাজত্বকাল = ১৪ মন্বন্তর - ১ কল্প = ব্রহ্মার দিবাভাগ। ব্রহ্মার রাত্রিও এক কল্প পরিমাণ সময়। এই রাত্রিতে বিষ্ণু প্রলয়ের জলে অনন্ত নাগের কোলে যোগনিদ্রায় শুয়ে থাকেন। পরবর্তী দিনে ঘুম থেকে উঠে নতুন করে সৃষ্টি করতে থাকেন। দ্রঃ-সৃষ্টিতত্ত্ব।

মন্মথ—দ্রঃ মদন।

মন্যু—বৈদিক দেবতা। দেবা-সুরের এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। দেবতারা পরাজিত হয়ে গৌতমী নদীর তীরে গিয়ে মহাদেবকে আরাধনা করলে মহাদেব তাঁর তৃতীয় চক্ষু থেকে এই মন্যুকে সৃষ্টি করে দেবতাদের দান করেন। পরবর্তী যুদ্ধে এই মন্যুর সাহায্যে দেবতারা জয় লাভ করেন।

মন্যুমান—অগ্নি ভানুর দ্বিতীয় ছেলে (মহা ৩।২১১।১১)।

ময় —কশ্যপ ও দনুর ছেলেদের মধ্যে প্রধান। নমুচির ভাই বলা হয়। বাল্যকাল থেকেই স্থাপত্য বিদ্যায় দক্ষ ছিলেন। হিমালয়ে গিয়ে ব্রহ্মার তপস্যা করে চরম দক্ষতা লাভ করেন। এর পর দানবদের রাজা হন। দেবতা বা অসুর সকলকেই সাহায্য করতেন; সকলের জন্যই বহু প্রাসাদ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। দেবলোকে নৃত্য সভাতে এক বার নিমন্ত্রিত হন। এই সভাতে হেমার (দ্রঃ) সঙ্গে দেখা হয়; দুজনেই আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। দেবতারা জানতে পেরে দু জনের বিয়ে দেন; ময় তার পর হিমালয়ের দক্ষিণে হেমপুর নগরী নির্মাণ করে এখানে দীর্ঘ দিন বাস করেন। এখানে হেমার ছেলে হয় দুন্দুভি ও মায়াবী। ময়ের কোন মেয়ে ছিল না। এই জন্য ময় ও হেমা শিবের আরাধনা করতে থাকেন। যেখানে আরাধনা করছিলেন সেখানে কাছেই একটি কূপে একটি শিশুকন্যাকে পান। এই মেয়েটিকে পালন করেন; নাম দেন মন্দোদরী (দ্রঃ); ইনি রাবণের স্ত্রী। বল নামে দানব অতলে বাস করেন; ইনিও ময়ের ছেলে বলে উল্লিখিত। এবং দুটি মেয়ে স্বয়ংপ্রভা ও সোমপ্রভা (- নলকুবরের স্ত্রী) এবং আরো দুটি ছেলে সুনীথ ও সুদন্তিক নাম পাওয়া যায়। দেবতাদের কাজে হেমা একবার তের বছরের জন্য স্বর্গে যান। এই সময় ময় হীরক, বৈদূর্য, ইন্দ্রনীল খচিত স্বর্ণময় এক বিচিত্র প্রাসাদ তৈরি করেন। মেয়ে মন্দোদরীকে নিয়ে এক দিন বনে বেড়াচ্ছিলেনএমন সময় রাবণের সঙ্গে দেখা হয় এবং পরিচয় পেয়ে

মন্দোদরীর সঙ্গে বিয়ে দেন। যৌতুক হিসাবে রাবণকে তপোলব্ধ এক অমোঘ শক্তি অস্ত্র দান করেন। এই অস্ত্রে লক্ষ্মণ জ্ঞানহীন হয়ে পড়েছিলেন। রামায়ণে আছে বিন্ধ্যপাহাড়ে এক বিলের মধ্যে অপূর্ব এক সপ্ততল প্রাসাদ তৈরি করে ময় এক সময় বাস করতেন। সীতার খোঁজে হনুমান ও বানররা দক্ষিণ দিকে ময় দানব রচিত এই ঋক্ষ বিলে এসে উপস্থিত হন। হেমার সহচরী স্বয়ংপ্রভা (মেরু সাবর্ণি কন্যা) নামে এক তাপসী ঋক্ষ বিলের এই পরিত্যক্ত প্রাসাদ রক্ষণাবেক্ষণ করতেন তখন। খাণ্ডব দাহনের সময় ময় খাণ্ডব বনে ছিলেন। পালাবার চেষ্টা করলে কৃষ্ণ বাধা দেন কিন্তু অর্জুন প্রাণ রক্ষা করেন। খাণ্ডব দাহনের পর কৃতজ্ঞতায় ময় অর্জুনের প্রত্যুপকার করতে চান; কিন্তু অর্জুন কিছুই চান না। কৃষ্ণ তখন ময়কে ইন্দ্রপ্রস্থ সভা তৈরি করে দিতে বলেন। ময় অপূর্ব সভাগৃহ নির্মাণ করে দেন এবং ভীমসেনকে অসুররাজ বৃষপর্বার গদা ও অর্জুনকে দেবদত্ত শঙ্খ উপহার দেন। এই ময়ই লৌহ, রজত ও স্বর্ণময় তিনটি পুর রচনা করেন; এই তিনটি পুর ধ্বংস করে মহাদেব ত্রিপুরারি আখ্যা পান। বামন হয়ে বলিকে ছলনা করলে অন্যান্য দানবদের সঙ্গে ময়ও বামনকে আক্রমণ করেছিলেন। ময় এক বার মলয় পর্বতে বিশ্রাম করছিলেন। মহাদেব সেই সময় ইন্দ্রকে পাঠিয়ে দেন। ইন্দ্রের আক্রমণে দানব পাক ও বলির ছেলে পুর মারা যান ফলে ইন্দ্রের নাম হয় পাকশাসন ও পুরন্দর। ময় তখন অন্যান্য দানবদের নিয়ে পাতালে চলে যান। হেমাকে বিয়ে করার জন্য ইন্দ্র এঁকে বজ্রাঘাতে নিহত করেছিলেন।

বিশ্বকর্মার মত অদ্বিতীয় শিল্পী। হাজার বছর তপস্যা করে ব্রহ্মার বর পেয়েছিলেন। হিরণ্ময় অরণ্য ও প্রাসাদ তৈরি করতেন। শুক্রাচার্য প্রবর্তিত নিখিল শিল্পবিদ্যার অধীশ্বর হন। ১৮ জন বাস্তুশাস্ত্র উপদেষ্টাদের মধ্যে অন্যতম। ময় প্রণীত গৃহনির্মাণ গ্রন্থ 'ময়মত' নামে পরিচিত।

ময়নামতী—বাঙলা দেশে কুমিল্লা সহরের ৫-মাইল পশ্চিমে লালমাই পাহাড় শ্রেণী। এখানে খননের ফলে বহু তাম্র শাসন, মৃৎফলক, বুদ্ধমূর্তি বিহার, ও স্তূপ পাওয়া গেছে। এই সব থেকে জানা যায় মোটামুটি ৬৫০-৭২০ খৃ এখানে বৌদ্ধ খড়্গবংশ রাজত্ব করত; রাজধানী ছিল জয়কর্মান্তবাসক—বর্তমানে বড় কামতা গ্রাম। ৭০০-৮৫০ খৃষ্টাব্দে দেব বংশীয় বৌদ্ধ রাজারা রাজত্ব করতেন। ৮৫০-১০৩৫ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রবংশের বৌদ্ধ রাজারা রাজত্ব করতেন; এঁদের প্রাচীন রাজধানী রোহিতপুর; শ্রীচন্দ্রের সময় থেকে বিক্রমপুর। ত্রৈলোক্যচন্দ্র চন্দ্রদ্বীপ ও হরিকেল এবং শ্রীচন্দ্র ও কল্যাণচন্দ্র গৌড় ও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর জয় করেন। ১০৫০-১১৫০ খৃষ্টাব্দে বর্ম বংশের বৈষ্ণব রাজারা এখানে রাজা ছিলেন। এখানে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য শালবন বিহার; ৫৫০ ফুট দীর্ঘ চারকোণা একটি ভূখণ্ড; চারদিকে প্রাচীর ঘেরা, মাঝখানে একটি মস্ত বড় ভগ্ন স্তূপ এবং ১১৫টি প্রকোষ্ঠ ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। রাজসাহী জেলার পাহাড়পুর বিহারের সঙ্গে এই বিহারের নক্সা, গঠন ও মৃৎফলকগুলির আশ্চর্য মিল রয়েছে। শাল বন বিহারের নক্সাই মধ্যজাভার কলসনে এবং ব্রহ্মদেশে পগানের আনন্দ মন্দিরে মুখ্যত গৃহীত হয়েছে মনে হয়। শালবন বিহার থেকে ৩-মাইল দূরে কোটিলারমুরা-য় ৩-টি বড় বড় স্তূপ পাওয়া গেছে। কোটিলার পশ্চিমে চারপত্র-মুরা-য় প্রাচীন রন্ধনশালা ও বিরাট এক মন্দিরের ভিত্তি (সম্ভবত লড়হ বা গৌড়মাধবের মন্দির) পাওয়া গেছে।

ময়ূর—মরুত্ত (দ্রঃ) যজ্ঞে রাবণ এলে দেবতারা ভয়ে নানা পশুপাখীর মূর্তি ধরে পালান। ইন্দ্র ময়ূর সেজে পালিয়ে যান। এই সময়ে ময়ূর ছিল নীল রঙ। পরে ইন্দ্র কৃতজ্ঞতায় বর দেন তার পালকে নানা রঙ হবে এবং নিজের সহস্র চক্ষু এই পালকে ফুটে উঠবে, এবং কোন দিন কোন রোগ হবে না এবং যে ময়ূর মারবে সে নিজেও অবিলম্বে মারা যাবে এবং বর্ষা এলে ময়ূর আনন্দে নাচবে।

ময়ূরধ্বজ—রত্ন নগরের এক রাজা। সাতটি অশ্বমেধ করার পর নর্মদা তীরে আবার একটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করার আয়োজন করেন। ছেলে তাম্রধ্বজ (=সুচিত্র) যজ্ঞের ঘোড়া নিয়ে মণিপুরে এলে এখানে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধের ঘোড়া এসেছে দেখতে পান; কৃষ্ণ ও অর্জুনকে অজ্ঞান করে দিয়ে তাম্রধ্বজ দুটি ঘোড়া নিয়েই চলে যান। জ্ঞান ফিরলে কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ ও অর্জুন ব্রাহ্মণবালক বেশে ময়ূরধ্বজের সভাতে এলে রাজা এঁদের অভ্যর্থনা করেন। কৃষ্ণ জানান ধর্মপুরী থেকে তিনি আসছেন রাজপুরোহিতের সঙ্গে দেখা করবেন বলে। পথে বনের মধ্যে এক সিংহ তাঁর ছেলেকে ধরে ফেলে। সিংহের কাছে প্রার্থনা করতে সিংহ জানিয়েছে রাজা ময়ূরধ্বজ যদি তাঁর দেহের অর্দ্ধেকটি দান করেন তবেই ছেলেকে সে ছেড়ে দেবে। রাজা সম্মত হন; এবং রাণী তখন এগিয়ে এসে বলেন তিনি রাজার বাম-অর্দ্ধাঙ্গ; তিনি সিংহের কাছে যাবেন। কিন্তু কৃষ্ণ রাজার দক্ষিণাঙ্গ চান। তখন রাজার দেহ দু টুকরা করার ব্যবস্থা হয়। এই সময় রাজার বাম চোখে জল দেখে কৃষ্ণ আপত্তি করেন; বলেন রাজা কাঁদছেন; অনিচ্ছুক রাজার দেহ তিনি নিতে চান না। রাজা জানান তিনি অনিচ্ছুক নন; তাঁর বাম চোখে জল অর্থাৎ তাঁর বাম অঙ্গ দক্ষিণ অঙ্গের মত পুণ্যকর্মের সুযোগে বঞ্চিত হয়ে কাঁদছে, কোন দুঃখে বা বেদনাতে নয়। এই কথা শুনে কৃষ্ণ তখন নিজের মূর্তি ধরে ময়ূরধ্বজকে আলিঙ্গন করেন। ময়ূরধ্বজ নিজের যজ্ঞ সমাপ্ত করে যুধিষ্ঠিরের ঘোড়া নিয়ে হাস্তনাপুরে আসেন।

মরীচ—এক জন দানব।

মরীচি—ধ্যানরত ব্রহ্মার মন থেকে জন্ম। মরীচি, অঙ্গিরস, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু এই ছয় মানস (দ্র. সৃষ্টি) পুত্র। এক জন সপ্তর্ষি। মনুর মতে তাঁর তপোবলে সৃষ্ট দশ জন প্রজাপতিদের মধ্য অন্যতম। কর্দম প্রজাপতি ও স্ত্রী দেবাহূতির মেয়ে কলা মরীচির স্ত্রী; কলার দুই ছেলে কশ্যপ ও পূর্ণিমন্। কশ্যপ সমস্ত জীবিত সত্ত্বাদের জনক। পূর্ণিমনের দুই ছেলে বিরজস ও বিশ্বাস এবং এক মেয়ে দেবকুল্যা। দেবকুল্যা বিষ্ণুর পা ধুইয়ে দিতেন এবং শেষ অবধি আকাশ গঙ্গায় মিশে যান। মরীচির আর এক স্ত্রী ঊর্ণা, এঁর ছয় ছেলে; ব্রহ্মার শাপে পরে এঁরা হিরণ্যকশিপুর ছেলে হয়ে জন্মান এবং তারপর বসুদেব দেবকীর প্রথম ছয় ছেলে হয়ে জন্মান; এবং কংস এদের হত্যা করেন। মরীচির আর এক স্ত্রী সম্ভূতি; ছেলে পূর্ণমাস। বিষ্ণু পুরাণে এই পূর্ণমাসের ছেলে বিরজস্ ও পর্বত। মরীচির আরো এক স্ত্রী ধর্মব্রতা: ধর্মের কন্যা। এক বার বন থেকে দর্ভ, ফুল ইত্যাদি নিয়ে এসে ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন; ধর্মব্রতা পা টিপে দিতে থাকেন। ইতিমধ্যে ব্রহ্মা এসে উপস্থিত হন। ধর্মব্রতা অতিথি সৎকারের জন্য উঠতে না পেরে; অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়েন। শেষ অবধি উঠে অতিথি সৎকার করেন। এ দিকে এই সময়ে মরীচিরও ঘুম ভেঙে যায়;

স্ত্রীকে দেখতে না পেয়ে অভিশাপ দেন পাথরে পরিণত হতে হবে। ধর্মব্রতা বোঝাতে চান তিনি নির্দোষ এবং সতর্ক করে দেন শাপ প্রত্যাহার না করলে শিবের অভিশাপ ভোগ করতে হবে। ধর্মব্রতা তারপর আগুনের মধ্যে বসে তপস্যা করতে থাকেন। বিষ্ণু দেখা দিলে শাপ থেকে তিনি মুক্তি চান। বিষ্ণু বলেন মরীচির শাপ খণ্ডন হবে না। তবে ধর্মব্রতা দেবশিলাতে পরিণত হবেন। এই পাথরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং লক্ষ্মী ইত্যাদি দেবীও অধিষ্ঠান করবেন।

শরশয্যায় ভীষ্মের সঙ্গে দেখা করে যান। চিত্রশিখণ্ডীদের মধ্যে মরীচি এক জন। ধ্রুবের তপস্যা কালে ধ্রুবের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। (২) এক জন ধর্মশাস্ত্র কার। মিতাক্ষরা ইত্যাদি বহুগ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। (৩) এক জন অপ্সরা।

মরু—(১) ইক্ষ্বাকুবংশে শীঘ্রের ছেলে এবং প্রসুশ্রুতের পিতা। চিরজীবী কলিযুগে সমস্ত ক্ষত্রিয় মারা গেলে মরু জন্মাবেন এবং ক্ষত্রিয় বংশ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবেন। (২) নিমি বংশে এক জন বিদেহ রাজা। (৩) নরকাসুরের এক সেনাপতি, কৃষ্ণের হাতে মৃত্যু।

মরুৎ দ্রঃ ইন্দ্র, দিতি। ঋক্‌বেদে সাত জন মরুৎ, পুরাণে হয়েছেন ৪৯। ঋকবেদে এক জায়গায় ৬৩ জন মরুতের উল্লেখ আছে। ঋক্‌বেদের প্রধান দেবতা। ৩৩-টি সূক্তে এঁদের স্তব রয়েছে। ইন্দ্র অগ্নি ও পূষার সঙ্গে আরো নয়টি সূক্তে এঁদের স্তব আছে। মরুৎদের পিতামাতা রুদ্র ও পৃশ্নি (—বিচিত্রবর্ণ,মেঘ)। এঁরা সহোদর ও সমবয়সী। দেবী রোদসীকে (আকাশ ও বিদ্যুৎ/পৃথিবী) এঁরা বিদ্যুন্ময় রথে বহন করেন। রোদসী এঁদের স্ত্রী। বসুগণের সঙ্গে এক রথে এঁরা ঘুরে বেড়ান। এঁরা ইন্দ্রের (দ্রঃ) সখা। গান ও স্তব করে ইন্দ্রের বলবৃদ্ধি করেন। সব কাজ ইন্দ্র এঁদের সাহায্যেই সম্পন্ন করেন। সরস্বতীর এবং ইন্দ্রাণীরও বন্ধু। মরুৎরা উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময়, বিদ্যুৎজড়িত দেহ, পিতা রুদ্রের মত এঁদের হাতে কুঠার ও ধনুক। এঁরা বৃষের মত গর্জন করলে পৃথিবী কাঁপে, গাছ উপড়ে পড়ে, বন লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। এঁদের প্রধান কাজ বৃষ্টিপাত করে স্বর্গের তেজ আবৃত করে রাখা। দ্রঃ সবন, দম্ভধ্বজ।

মরুত্ত—সত্যযুগে অবিক্ষিতের ছেলে। অন্য মতে ইক্ষ্বাকু>বিংশ>বিবিংশ>খনীনেত্র>সুবচস্ (করন্ধম)>অবিক্ষিৎ>মরুত্ত। (মহা ১৪।৪।-) প্রতাপশালী রাজচক্রবর্তী। হিমালয়ে মেরু প্রদেশে এক বিরাট যজ্ঞ করেছিলেন। অঙ্গিরার দুই ছেলে বৃহস্পতি ও সংবর্তের মধ্যে মিল ছিল না। বৃহস্পতির পীড়নে সংবর্ত দিগম্বর হয়ে বনে বাস করতেন। ইন্দ্র বৃহস্পতিকে পুরোহিত করেন এবং বারণ করে দেন মরুত্তের পৌরোহিত্য যেন না করেন। ফলে বৃহস্পতি মরুত্তকে জানিয়ে দেন যে তিনি মানুষের যাজক হবেন না। ফলে চিন্তিত মনে ফিরে আসার সময় পথে নারদের সঙ্গে দেখা হয় এবং এঁর পরামর্শে সংবর্তকে দিয়ে যজ্ঞ করাবেন ঠিক করেন। সংবর্ত এ সময় মহাদেবের দর্শনের আশায় বারাণসীতে ছিলেন। নারদের উপদেশে মরুত্ত সেই পুরীর দরজায় একটি শব রেখে দেন। শব দেখে সংবর্ত ফিরে যান এবং মরুত্তও পেছু নিয়ে এক নির্জন স্থানে এসে উপস্থিত হন। সংবর্ত মরুত্তের গায়ে থুথু দিয়ে এবং ধুলাকাদা ইত্যাদি ছুঁড়ে ফেরাতে চেষ্টা করেছিলেন এবং অকৃতকার্য হয়ে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন নারদের পরামর্শে তিনি এসেছেন। নারদ এখন কোথায় আছেন জানতে চাইলে মরুত্ত নারদের পরামর্শ মত জানান তিনি অগ্নিতে প্রবেশ

করেছেন। শেষ অবধি সংবর্ত যজ্ঞ করতে রাজি হন এবং প্রতিশ্রুতি চান ইন্দ্র বা বৃহস্পতি বাধা দিলেও রাজা যেন সংবর্তকে ত্যাগ না করেন এবং পরামর্শ দেন হিমালয়ে মুঞ্জবান পর্বতে শিবকে সন্তুষ্ট করে যজ্ঞের জন্য প্রচুর সোনা সংগ্রহ করে আনতে। মহাভারতে (১৪।৮।-) আছে রাজা শিবের আরাধনা করে প্রচুর স্বর্ণ সংগ্রহ করেন। এই খবর পেয়ে বৃহস্পতি শীর্ণ ও বিবর্ণ হয়ে পড়েন এবং যজ্ঞে বাধা দেবার জন্য ইন্দ্রকে অনুরোধ করেন। ইন্দ্রের আদেশে অগ্নি তখন রাজার কাছে এসে বৃহস্পতিকে পুরোহিত করতে অনুরোধ করেন এবং অমর হতে পারবেন লোভ দেখান। মরুত্ত রাজি হন না এবং সংবর্ত অগ্নিকে ভস্ম করে ফেলবেন ভয় দেখান। অগ্নি ফিরে যান। ইন্দ্র তখন গন্ধর্বরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে দিয়ে বলে পাঠান বৃহস্পতিকে পুরোহিত না করলে তিনি বজ্রাঘাত করেন। সংবর্ত মরুত্তকে আশ্বাস দেন ইন্দ্রকে তিনি বজ্রবারকে স্তম্ভনী বিদ্যাতে আটকাবেন এবং মরুত্তকে বর দিতে চান। মরুত্ত বর চান ইন্দ্র ও দেবতারা এসে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করুন। সংবর্তের মন্ত্র বলে ইন্দ্র ও সমস্ত দেবতারা এসে উপস্থিত হন। সংবর্ত ও মরুত্ত সকলকে অভ্যর্থনা করেন এবং সংবর্ত ইন্দ্রকে যজ্ঞের সমস্ত ভার অর্পণ করেন। ইন্দ্র যজ্ঞের বিপুল ব্যবস্থা করেন এবং দেবতাদের সঙ্গে প্রীতমনে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন। একটি মতে বৃহস্পতিও যজ্ঞে এসেছিলেন। (বহু বৃষ বধ করে এবং) বহু সোনা দক্ষিণা দিয়ে যজ্ঞ শেষ করে বাকি সোনা হিমালয়ে ঐখানে ফেলে দিয়ে সারা পৃথিবী অখিলাং সাগরাম্বরাম্ শাসন করতে থাকেন। রামায়ণ মতে (৭।১৮) উশীরবীজ দেশে মরুত্ত মাহেশ্বর যজ্ঞ করছিলেন। সেই সময় ত্রিভুবন জয় করে ফেরার পথে রাবণ এসে উপস্থিত হন এবং যুদ্ধ করতে চান। মরুত্ত প্রস্তুত হন কিন্তু পুরোহিত সংবর্ত বাধা দেন ; যজ্ঞে দীক্ষিত অবস্থায় রাগ করা অনুচিত ইত্যাদি। মরুত্ত ফলে অস্ত্র ত্যাগ করেন। শুক ঘোষণা করেন রাবণ জয়ী হয়েছেন। যজ্ঞে সমবেত দেবতারা বিভিন্ন পশুপাখীর রূপ ধরে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন। ইন্দ্র ময়ূর, যম কাক, কুবের কৃকলাস, বরুণ হংস ইত্যাদি রূপ ধরে পালান ; বা আত্মগোপন করেন। যজ্ঞে সমবেত কিছু ঋষিদের খেয়ে নিয়ে তৃপ্ত হয়ে বিজয় গর্বে রাবণ ফিরে যান। দেবতারা তারপর বার হয়ে আসেন বা মিলিত হন এবং উপকারী জীবদের রূপবৃদ্ধির বর দেন এবং নিজেদের বাহন করে নেন। মরুত্ত আদর্শ সম্রাট ছিলেন। মুচুকুন্দের কাছ থেকে একটি তরবারি পান এবং এটি রৈবতকে দান করেন। মেয়ের বিয়ে দেন অঙ্গিরসের সঙ্গে। ভাগবত মতে মরুত্তের কোন ছেলে ছিল না। অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় ব্যাসের পরামর্শে যুধিষ্ঠির মরুত্তের উদ্বৃত্ত সোনা হিমালয় থেকে সংগ্রহ করেছিলেন।

মরুত্বতী—দক্ষের ১০-টি মেয়ে অরুন্ধতী, বসু (সন্তান বসুরা) যামী (সন্তান নাগবীথি) লম্বা (সন্তান ঘোষা), ভানু (সন্তান ভানুরা) মরুত্বতী (সন্তান মরুত্বান), সংকল্পা, মুহূর্তা, সাধ্যা (সন্তান সিদ্ধগণ), বিশ্বা (সন্তান বিশ্বদেবগণ)।

মরুত্বান—মরুত্বতীর (দ্রঃ) সন্তান।

মর্মন্—জীবিত দেহে ১০৮টি মর্ম রয়েছে। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কপাল, চোখ, ভ্রূ, বগল, স্কন্ধ, হৃদয়, চিবুক ইত্যাদি। এই সব স্থলে সর্পাঘাতে মারক অবস্থা আনে।

মর্যাদা—(১) বিদর্ভ রাজ, কন্যা ; রাজা অরাচীনের স্ত্রী ; ছেলে অরিহ। (২) বিদেহ রাজকন্যা, পুরু বংশে রাজা দেবাতিথির স্ত্রী ; ছেলে ঋচ (মহা ১।৯০।২২)। (৩) জয়ৎ-সেন পুত্র অরাচীনের স্ত্রী বৈদর্ভী মর্যাদা ছেলে মহাভৌম (মহা ১।৯০।১৮)।

মলমাস—অপর নাম মলিম্লুচ বা সংসর্প। মলিম্লুচ অর্থে চোর। অর্থাৎ চোরের মত বছরে বারটি মাসের মধ্যে এসে পড়েছে। এটি অতিরিক্ত একটি চান্দ্রমাস। হিন্দু ধর্মে সমস্ত পূজাপার্বণ চান্দ্রমাস অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়। ফলে এগুলি বছরের বিভিন্ন সময়ে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল/রয়েছে। কিন্তু এই মল-মাসে সমস্ত অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হবার কারণে অনুষ্ঠানগুলি ঋতু বা সৌরমাস অনুযায়ী মোটামুটি একই সময়ে ঘটে থাকে। বৈদিক ঋষিরা এই মলমাসের হিসাব জানতেন। সৌরবৎসর ৩৬৫।১৫ দিন মত। চান্দ্র বৎসর ৩৫৫ দিন মত ; ফলে এই দুটি বৎসরের হিসাবে পার্থক্য ১১ দিন মত ; অর্থাৎ তিন বছরে একটি চান্দ্রমাসকে অনুষ্ঠানহীনমাস বা মলমাস হিসাবে বাদ দেওয়া হয়। সৌরমাস থেকে চান্দ্র মাসে দিন সংখ্যা কম হলে এবং সেই চান্দ্র মাসে যদি একটিও অমাবস্যা সংক্রান্তি না থাকে তাহলে সেটিকে অধিমাস, অধিক-মাস বা মলমাস বলা হয়।

মলয়—(১) গরুড়ের এক ছেলে। (২) প্রিয়ব্রত বংশে ঋষভদেবের ছেলে। (৩) দ-ভারতে একটি পর্বত, এই পর্বতের অধিষ্ঠাতা দেবতা কুবেরের সভাসদ। পাণ্ড্য ও চোল রাজারা এই পাহাড় থেকে চন্দন সার যুধিষ্ঠিরকে সভাপর্বে উপহার দিয়েছিলেন। ভারতে সাতটি প্রধান পাহাড়ের মধ্যে একটি। মৃত্যু এই পাহাড়ে এক বার তপস্যা করেছিলেন। সীতার অন্বেষণে বানররা এই মলয় পর্বতে এসেছিল। মহাভারতে শান্তিপর্বে কৈলাসের কাছে আর একটি মলয় পর্বতের নাম উল্লেখ রয়েছে।

মল্লিনাথ—মনে হয় তেলেঙ্গানা অধিবাসী ; ১৪-১৫শ খৃ শতক।

মহঃলোক—ধ্রুবলোক থেকে এক কোটি যোজন ওপরে। মহর্ষি ভৃগু ইত্যাদির এখানে বাস।

মহতী—নারদের বীণা।

মহত্তর—পাঞ্চজন্য অগ্নির এক ছেলে।

মহাকাব্য—যে কাব্য দেশের মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে।

মহাকাল—(১) মহাদেবের এক নাম। মহাকাল রূপে ধ্বংসের দেবতা। এলিফ্যান্টা গুহাতে মহাকালের আট হাত। দ্র: বাণ। (২) উজ্জয়িনীতে শিপ্রা নদীতীরে একটি স্থান/মন্দির। (৩) শিবের এক অনুচর।

মহাশোণ=মহাশোণ=শোণভদ্রা। এই নদী পার হয়ে কৃষ্ণ, ভীম, অর্জুন, জরাসন্ধ রাজধানী মগধে প্রবেশ করেন।

মহাতল—পাতালের একটি অংশ। কদ্রুর ছেলেরা গরুড়ের ভয়ে এখানে বাস করেন। এরা বহু শীর্ষ, ভয়ঙ্কর ও বদ মেজাজ। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কুহক, তক্ষক, সুষেণ ও কালীয়।

মহাদেব—দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহাদেব সবচেয়ে বড় দেবতা। এঁদের ত্রিমূর্তি বলা হয়। মহাদেব সংহার কর্তা। বেদে শিব বা মহাদেব নাই ; রুদ্র আছেন। এই রুদ্রই পরে মহাদেব। ইনি ভারতে আদি ও নিজস্ব দেবতা। বিষাণ ও ডমরু বাজিয়ে ইনি ধ্বংসকার্য করেন। সংহার করেন এবং সংহার থেকে আবার সৃষ্টি হয়

বলে তাঁর নাম শিব বা শঙ্কর। মানুষের নিয়ত মঙ্গল করেন বলে নাম শিব। সৃষ্টির রক্ষক হিসাবে তাঁর প্রতীক পুরুষ চিহ্ন (দ্রঃ শিবলিঙ্গ)। এই প্রতীকের সঙ্গে যোনি যুক্ত হয়ে ইনি সর্বত্র পূজিত। সন্ন্যাসী, মহাযোগী ও নির্গুণ ধ্যানের প্রতীক। শ্মশানে থাকেন। জটাধারী; সর্পভূষণ; ধনঞ্জয়, কম্বল, অশ্বতর ও তক্ষক হাতে দুটি কঙ্কন ও দুটি অঙ্গদ। গলাতে সর্পের উপবীত। কঙ্কালমালাধারী। মাথাতে অর্দ্ধচন্দ্র, পরিধানে রক্তাক্ত ব্যাঘ্রচর্ম, উত্তরীয় কৃষ্ণসার মৃগচর্ম। সিদ্ধ, চারণ, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব, প্রমথগণ ও অপ্সরা পরিবেষ্টিত হয়ে বাস করেন। কৈলাসে এঁর আবাস। গঙ্গা, সতী, ও পার্বতী/উমা এঁর স্ত্রী। বলা হয় কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী সন্তান। ইন্দ্রজিৎ (দ্রঃ মন্দোদরী) ও হনুমান (দ্রঃ) ইত্যাদি শিবের ছেলে বা অবতার। ভূতের অধিপতি বলে ভূত নাথ। উত্তেজক পানীয় পান করে নাচতে থাকেন; এই নাচ তাণ্ডব। অন্য মতে বিশ্বধ্বংসের সময়ের নৃত্যকে তাণ্ডব বলা হয়। গজাসুর ও কালাসুরকে নিহত করেও তাণ্ডব নাচ নেচেছিলেন। নৃত্যকলার স্রষ্টা বলে নটরাজ। অনুচর নন্দী।

মদনকে (দ্রঃ) ভস্ম করেছিলেন। প্রলয়কালে এঁর তৃতীয় নয়নের আগুনে সৃষ্টি ধ্বংস হয়। মহর্ষি অত্রির কাছে যোগ শিক্ষা করেন। বিষ্ণুর সাহায্যে জলন্ধরকে (দ্রঃ) হত্যা করেন। অসুর বাণকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন কিন্তু রক্ষা করতে পারেন নি। সমুদ্র মন্থনে উদ্গত বিষ ব্রহ্মার অনুরোধে পান করে সৃষ্টি রক্ষা করেন। এই বিষে তার কণ্ঠ নীল হয়ে যায়; ফলে নীলকণ্ঠ। সহজেই তুষ্ট হন বলে নাম আশুতোষ। এঁর বরে বৃক অত্যাচারী হয়ে উঠেছিলেন। বিশ্বামিত্র এঁর কাছে অস্ত্র লাভ করেন। পরশুরাম এঁর কাছে অস্ত্র শিক্ষা ও অস্ত্র লাভ করেন। ব্রহ্মার একটি মাথা ইনি ছিঁড়ে নেন। অর্জুনের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে কিরাত বেশে অর্জুনের সঙ্গে কৃত্রিম যুদ্ধ করেন এবং পাশুপত অস্ত্র দান করেন। দক্ষের মেয়ে সতীকে বিয়ে করেছিলেন। ভৃগু যজ্ঞে দক্ষকে মহাদেব প্রণাম করেন নি বলে দক্ষ শিবহীন যজ্ঞ করেন। দক্ষযজ্ঞে সতী দেহ ত্যাগ করেন ফলে মহাদেব যজ্ঞ পণ্ড করে দেন। দক্ষের মাথাও কাটা যায়। দক্ষের স্ত্রী প্রসূতির স্তবে মহাদেব দক্ষকে বাঁচিয়ে দিলেও শিব নিন্দার জন্য ছাগমুণ্ড জুড়ে দেন। এর পর সতীর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে শিব যখন নাচ ছিলেন তখন বিষ্ণু পেছন থেকে সুদর্শন চক্রে তার দেহ ৫২ খণ্ডে টুকরো করে চার দিকে ছড়িয়ে দেন। এগুলি ৫২-টি মহাপীঠে পরিণত হয়। পর জন্মে হিমালয়ের ঘরে পার্বতী হয়ে সতী জন্মান; এবং শিবকে পাবার জন্য তপস্যা করতে থাকেন। তারকাসুরকে বধ করার জন্য দেবতারা ব্যস্ত হয়ে মদনকে (দ্রঃ) পাঠান কিন্তু মদন ভস্ম হন। পরে পার্বতীর সঙ্গে মহাদেবের বিয়ে হয় এবং কার্তিকের জন্ম হয়। নারদের গর্ব ছিল সুগায়ক। নারদের এই গর্ব খর্ব করার জন্য মহাদেবও অংশ নিয়ে ছিলেন। দ্রঃ গঙ্গা। ত্রিপুর (দ্রঃ) ধ্বংস করেন। দ্রঃ খণ্ডপরশু।

রামায়ণে মহাদেব এক জন প্রধান দেবতা। বিষ্ণুর সঙ্গে ইনি যুদ্ধ করেছেন এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু ও ইন্দ্র এঁকে পূজা করেছেন। রামচন্দ্রের দেবত্ব স্বীকার করে নিয়ে ছিলেন। কুবেরকে হারিয়ে রাবণ কৈলাসে এলে রাবণের রথ আটকে যায়। নন্দী জানান এখানে মহাদেব বাস করেন; এ স্থান সকলের অগম্য। রাবণ তখন রাগে কৈলাস তুলে ফেলতে চেষ্টা করেন। পাহাড় কেঁপে ওঠে। মহাদেব তখন পায়ের

অঙ্গুষ্ঠের চাপে রাবণের হাত চেপে ধরলে ব্যথায় রাবণ ত্রিলোক কাঁপিয়ে গর্জন করেন ওঠেন এবং শিবের স্তব করে হাজার বছর পরে হাত মুক্ত করতে পারেন। রাবণের বীরত্বে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং এই দারুণ রব করার জন্য নাম হয় রাবণ। রাবণকে মহাদেব চন্দ্রহাস খড়্গ উপহার দেন। মহাভারতে বিষ্ণু ও কৃষ্ণ মহাদেবকে পূজা করেছেন। ব্রহ্মা থেকে পিশাচ পর্যন্ত সকলেই এঁকে সম্মান দিয়েছেন। শিব ও বিষ্ণুর মধ্যে কে বড এই নিয়ে মহাভারতে নানা স্থানে নানা মত আছে; বিরোধ ও সমন্বয়ের চেষ্টাও আছে। পুরাণে শিব ও বিষ্ণু বিভিন্ন, কোন সমন্বয় নাই।

কল্পের প্রারম্ভে ব্রহ্মা ধ্যান করছিলেন যেন তাঁর নিজের মত একটি ছেলে হয়। তখন ব্রহ্মার কোলে গাঢ় নীল রঙ একটি ছেলে দেখা দেয়। শিশু কাঁদতে থাকে এবং নিজের কি নাম হবে জিজ্ঞাসা করে। ব্রহ্মা নাম দেন রুদ্র, এবং কাঁদতে বারণ করেন; শিশু আবার কাঁদতে থাকে ব্রহ্মা আবার নাম দেন; মোট আটটি নাম হয়ঃ-রুদ্র, ভব, শর্ব, ঈশান, পশুপতি, ভীম, উগ্র, মহাদেব। রুদ্রের স্ত্রী সতী; দক্ষের কন্যা। আর এক মতে রাজসিক ব্রহ্মার কপাল থেকে তামসিক রুদ্রের জন্ম। ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন; সেই সৃষ্টিকে রুদ্র বিনাশ করেন। আর এক কাহিনীতে আছে ব্রহ্মার কোল থেকে নারদ, দ-অঙ্গুলি থেকে দক্ষ, বাম অঙ্গুলি থেকে বীরণী ও মন থেকে সনকাদি জন্মান। এই সনকাদি মুনি প্রজা সৃষ্টি করতে অনিচ্ছুক হন; ফলে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন এবং কপাল থেকে নীলশ্বেত-একটি মূর্তি বার হয়ে কাঁদতে থাকে। ব্রহ্মা নাম দেন রুদ্র; এবং পরে আরো এগারটি নাম দেন মনু, মন্যু, মাহিনস, মহান. শিব, ঋতুধ্বজ, উগ্রতেজস্, ভব, কাম, বামদেব, ধৃতব্রত। এগার জন রুদ্রের স্থান হৃদয়, পঞ্চেন্দ্রিয়, প্রাণ, বায়ু, অগ্নি, জল, ক্ষিতি, সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি। এগার জন রুদ্রের স্ত্রী ধী, ধৃতি, উশনা, উমা, নিয়ুতা, সর্পিঃ, ইলা, অম্বিকা, ইরাবতী, সুধা ও দীক্ষা। আর এক মতে মধুকৈটভ যখন ব্রহ্মাকে হত্যা করতে যাচ্ছিলেন তখন ক্রুদ্ধ বিষ্ণুর কপাল থেকে ত্রিশূলধারী মহাদেবের জন্ম। একটি মতে একাদশ রুদ্র শিবের সন্তান। শিবের জীবন কাল বিষ্ণুর দ্বিগুণ।

শিবের মাথাতে জটা; রঙ শ্বেত : তিনটি চোখ, কপালে তৃতীয় চক্ষু অগ্নি; অস্ত্র ত্রিশূল, পিনাক, খট্টাঙ্গ, অজগব, পাশুপত। বাহন শ্বেত বৃষ। হাতে হরিণ, অক্ষসূত্র, করোটি ও ডমরু। মাথাতে চন্দ্রকলা, গলাতে কপাল ও রুদ্রাক্ষ মালা। কম্বল হস্তিচর্ম; সর্বাঙ্গে সর্পভূষণ। মহাদেব এক বার ভিখারি সেজে দেখা দিলে বহু ঋষিপত্নী এই ভিখারীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। ঋষিরা তখন ক্রুদ্ধ হয়ে শিবকে হত্যা করার জন্য একটি গর্ত করেন। এই গর্ত থেকে এক বাঘ বার হয়; শিব হাতে করে ধরে ফেলেন; এর পর একটি তপ্ত লৌহ শলাকা বার হয়, এটিকে নিজের অস্ত্রে পরিণত করেন। শেষকালে সাপ বার হয়; এগুলি মহাদেব নিজের অঙ্গভূষণ করে নেন। অসুর গয় এক বার হাতীর রূপ ধরে মুনিদের তেড়ে আসেন; মুনিরা শিবের আশ্রয় নিলে এই হাতীকে নিহত করে তার চামড়া পরিধান করেন। মেরু-পর্বতের চূড়ায় উত্তরপূর্ব দিকে শিবের নগরী যশোবতী।

শিব দুর্বাসা হয়ে জন্মান। হরপার্বতী বানর হয়ে বনে ঘুরে বেড়াতেন; নন্দী ইত্যাদি অনুচররাও বানর রূপ ধরেছিলেন। এই সময় রাবণ আসেন এবং নন্দীকে

উপহাস করেন ফলে নন্দী শাপ দিয়েছিলেন বানরের হাতে ধ্বংস হতে হবে। বশিষ্ঠের ছেলে শক্তি ও শিবের অবতার। শিব একবার বরুণের রূপ ধরে যজ্ঞ করেন; সমস্ত বেদগুলি এই যজ্ঞে যোগ দিয়েছিল। ব্রহ্মা একবার নির্দেশ দেন রুদ্র প্রজা সৃষ্টি করবেন (দ্রঃ শিবলিঙ্গ)। রুদ্র তখন সব নিষ্ঠুর প্রজা সৃষ্টি করতে থাকেন। এই দেখে ব্রহ্মার ভয় হয়ে যায়; রুদ্রকে তখন তপস্যা করতে বলেন যাতে উপযুক্ত সৃষ্টি করতে পারবেন। একবার ব্রহ্মার একটি মুণ্ড ছিঁড়ে নিলে শিবের ব্রহ্ম হত্যার পাপ হয়; সারা দেহ জ্ব'তে থাকে। বদরিকাতে নরনারায়ণের কাছে যান কিন্তু তাঁদের পান না; তখন যমুনাতে স্নান করতে যান। যমুনা শুকিয়ে যায়। প্লক্ষ দ্বীপে যান দ্বীপটি অন্তর্হিত হয়ে যায়। তারপর পুষ্করারণ্য; মাগধারণ্য, সৈন্ধবারণ্য, নৈমিষারণ্য, ধর্মারণ্য ইত্যাদি স্থানে যান কিন্তু কোন লাভ হয় না। যোগ অভ্যাস করা ইত্যাদি বহু কিছু করেন সব নিষ্ফল হয়। এর পর কুরুক্ষেত্রে বিষ্ণুর সঙ্গে দেখা করেন। বিষ্ণু বলেন প্রয়াগে বিষ্ণু অংশে জন্ম যোগশায়ী অবস্থান করছেন। এঁরা দ-পা থেকে বরণা এবং বাম পা থেকে অসি বার হয়েছে। এই দুই নদী যেখানে মিশেছে সেই স্থানটির নাম বারাণসী। এই বারাণসীতে এসে স্নান করলে শিব পাপ মুক্ত হবেন। ব্রহ্মা সৃষ্টি করে সব কিছু ধর্মের পথে স্থাপন করেছিলেন কিন্তু অসুররা ধর্ম মানছিল না। মহর্ষিরা তখন হিমালয়ে ব্রহ্মযজ্ঞ করেন এবং যজ্ঞ থেকে ভীষণ একটি পুরুষ আবির্ভূত হয়। এর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে উল্কাপাত ইত্যাদি তীব্র প্রাকৃতিক বিপর্যয় আরম্ভ হয়ে যায়। ব্রহ্মা তখন দেখা দিয়ে শিবকে বলেন এই পুরুষটিকে গ্রহণ করতে। পুরুষটি শিবের হাতে অসুর নাশন তরবারিতে পরিণত হয় এবং এর আঘাতে অসুরদের নিধন করেন।

শিব ও বিষ্ণুর মধ্যে বহু মতান্তর ও যুদ্ধের বিবরণ আছে; এগুলি ভক্তদের দ্বারা কে বড় বা সমন্বয় করার চেষ্টা। দেবতারা এক বার কে শক্তিশালী পরীক্ষা করতে চান এবং ব্রহ্মাকে গিয়ে অনুরোধ করেন। ব্রহ্মা তখন বিষ্ণু ও শিবের কাছে পরস্পরের নামে মিথ্যা কথা লাগিয়ে যুদ্ধের সৃষ্টি করেন। বিশ্বকর্মা দু জনের জন্য ধনুক তৈরি করে দেন। যুদ্ধে শিব হেরে যান; ধনুকটি বিদেহ রাজকে দিয়ে দেন। বিজয়ী বিষ্ণু তাঁর ধনুকটি ঋচীককে (পরে পরশুরাম পান) দিয়ে দেন। এই দুটি ধনুকই পরে রাম ভেঙ্গে ফেলেন। দক্ষের যজ্ঞে শিব শূল ছোঁড়েন, এই শূল সমস্ত যজ্ঞ স্থান নষ্ট করে বদরিকাতে নারায়ণ ঋষির বুকে এসে লাগে। ঋষি রাগে হুঙ্কার দিয়ে উঠলে শূল ভয়ে শিবের কাছে ফিরে যায়। শিব তখন নিজে তেড়ে আসেন। নারায়ণ প্রথমে শিবের গলা টিপে ধরেন ফলে গলাতে নীল দাগ হয়ে যায়, নাম হয় শিতিকণ্ঠ। এর পর নারায়ণ কয়েকটি ঘাস ছিঁড়ে মন্ত্রপূত করে পরশুতে পরিণত করে শিবের দিকে ছুঁড়ে দেন। শিব এটিকে ভেঙে টুকরো করে ফেলেন, এটির নাম হয় খণ্ডপরশু। যুদ্ধ ক্রমশ তীব্র হয়ে ওঠে, ত্রিভুবন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে; সমুদ্রে জল শুকিয়ে যেতে থাকে: হিমালয় ভেঙে পড়তে থাকে, ঋষিরা বেদ ভুলে যান ইত্যাদি। ব্রহ্মা ও দেবতারা এসে তখন স্তব করে শিবকে শান্ত করেন। সমুদ্র মন্থনের সময় শিব কালকূট বিষ পান করেন। পার্বতী ভয়ে শিবের গলা টিপে ধরেন, বিষ্ণু ভয় পান শিব হয়তো বিষ উগরে ফেলবেন ফলে শিবের মুখ চেপে ধরেন। শিবের গলাতে তখন এই বিষ হজম

হয়ে যায় এবং গলা নীল হয়ে যায়। এই বিষের সংস্পর্শে এসে বিষ্ণু নীল বর্ণ হয়ে যান। এবং পার্বতী কালীতে পরিণত হন। ব্রহ্মার একটি মাথা ছিঁড়ে নিলে ব্রহ্মা অভিশাপ দেন এই কপাল হাতে নিয়ে হা অন্ন হা অন্ন করে ভিক্ষা করে বেড়াতে হবে। শিব তখন আরো রেগে যান এবং সামনে যাকে পান হত্যা করতে থাকেন। বহু দেবতা মারা যান। সূর্য বিরক্ত হয়ে বাধা দিতে আসেন, শিব এঁর দুহাত ধরে ঘোরাতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত মুখে এমন এক ঘুষি মারেন যে সব দাঁত ভেঙ্গে গিয়ে সূর্য. অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। ভগ তখন কটমট করে সূর্যের দিকে তাকালে এঁকেও এক ঘুষি মারেন ; ভগের দুটি চোখ খসে পড়ে। ইন্দ্র আদিত্যদের সঙ্গে পালিয়ে যান। কেবল প্রহ্লাদ ইত্যাদি অসুররা সেখানেই থাকেন এবং শিবকে নমস্কার করেন। শিব তখন চার দিক একবার চেয়ে দেখেন এবং এঁরাও ভয়ে পালিয়ে যান। অগ্নির দিকে তাকালে অগ্নি ভস্মশেষে পরিণত হন। শিবের ক্রোধ প্রশমিত হলে আবার নিজের স্থানে ফিরে যান।

নৈমিষারণ্যে একবার দেবতাদের যজ্ঞে যম দীক্ষিত হন। ফলে পৃথিবীতে কেউ আর মারা যাচ্ছিল না। দেবতারা তখন ব্রহ্মাকে জানান। ব্রহ্মা এঁদের আশ্বাস দেন যজ্ঞ শেষ হলেই যম নিজের কাজে ফিরে যাবেন। দেবতারা তখন নৈমিষারণ্যে ফিরে আসেন। এখানে গঙ্গাতে ইন্দ্র একটি মেয়েকে (দ্রঃ নলায়নী) দেখতে পান। মেয়েটির পেছু পেছু এগিয়ে গিয়ে দেখেন গিরিরাজ মূর্ধ্নি সিংহাসনে বসে যুবতীসহায় এক জন তরুণ অক্ষক্রীড়া করছেন (মহা ১।১৮৯।১৪)। ইনি মহাদেব ; মেয়েটিকে বলেন ইন্দ্রকে গুহার মধ্যে নিয়ে যেতে। মেয়েটির স্পর্শে ইন্দ্র পড়ে যান। মহাদেব তখন আশ্বাস দিয়ে ডাকেন এবং গুহাটির মধ্যে যেতে বলেন। ইন্দ্র ভেতরে এসে দেখেন বিশ্বভুক, ভূতধামা, শিবি ও শান্তি বসে আছেন। ইন্দ্র যাকে অনুসরণ করে এসে-ছিলেন তিনি শ্রী। শিব তখন এঁদের আশীর্বাদ করেন পরজন্মে এঁরা পঞ্চ পাণ্ডব এবং শ্রী দ্রৌপদী হয়ে জন্মাবেন। অর্জুনের তপস্যায় শিব কিরাত বেশে এসে পাশুপত অস্ত্রদান করেছিলেন। পার্বতী একবার পেছন থেকে এসে পরিহাস করে শিবের চোখ টিপে ধরেন। সারা পৃথিবী তখন অন্ধকার হয়ে যায়। সৃষ্টি রক্ষার জন্য মহাদেব তাঁর তখন তৃতীয় নয়ন উৎপন্ন করেন এবং এই তৃতীয় নয়ন থেকে তখন আগুন বার হতে থাকে ; হিমালয় পুড়তে থাকে ; পার্বতী ভয় পেয়ে যান এবং শিব তখন তৃতীয় চক্ষু বন্ধ করেন। পরে পার্বতীর প্রীতির জন্য হিমালয়কে আবার আগের মত করে গড়ে দেন। এক বার প্রলয়ের পর ব্রহ্মা শুয়ে ছিলেন ; চারদিকে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ঘিরে অবস্থিত ছিল ; লোমশ ইত্যাদি মুনিরা বিষ্ণুর নাভিপদ্মে বসে তপস্যা করছিলেন। বিষ্ণু সৃষ্টি করতে চাইছিলেন কিন্তু কি করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। শিব তখন দেখা দেন এবং স্নান করতে বলেন। তার পর নিজের দেহ থেকে বিভূতি নিয়ে বিষ্ণুকে দান করেন। ফলে বিষ্ণুর কিছুটা যেন স্পষ্ট জ্ঞান/ক্ষমতা আসে। মহাদেব তখন বিষ্ণুকে ঐ বিভূতি খেতে বলেন। বিষ্ণু খান এবং তখন সম্যক জ্ঞান হয় এবং মহাদেবকে প্রণাম করে শিব ভক্ত হন এবং সৃষ্টির কাজ আরম্ভ করেন। ব্যাসকে বর দিলে শুকদেব জন্মান ; শুকের উপনয়ন দেন। পৃথুর সময় পৃথিবীকে দেবতারা যখন দোহন করেন তখন মহাদেব বৎস হয়েছিলেন। ত্রিপুর দহনের সময় ত্রিপুরের দিকে

চেয়ে দেখলে তাঁর দৃষ্টিতে অশ্বের স্তন চলে যায় এবং গবাদির ক্ষুর দুভাগ হয়ে যায় (কর্ণ ৩৪।১০৫)। দেবাসুরের যুদ্ধের সময় শুক্রকে এক বার আশ্রয় দিয়েছিলেন। শান্তি গ্রন্থের প্রণেতা।

দ্রঃ জীমূতকেতু, কপালী, সুকেশ, বীরভদ্র, যমুনা, তিলোত্তমা, মদন, মায়া-শিব, মন্দোদরী, মহিষাসুর, দক্ষযজ্ঞ, শঙ্খচূড়, তুলসী, ত্রিপুর, অন্ধক, অত্রি, অশ্বত্থামা, অম্বা, বৃক, কৃপ, ইন্দ্রজিৎ, গান্ধারী, জরাসন্ধ, জয়দ্রথ, সগর, ভগীরথ ইত্যাদি।

শিব বিশ্বের আদি বীজ, সৃষ্টি স্থিতি ও ধ্বংসের নিয়ামক। বহু মতে ভারতীয় দেবদেবীর মধ্যে আদিমতম কল্পনার বস্তু। বৈদিক যুগের বহু আগে থেকেই অর্থাৎ সিন্ধু সভ্যতার যুগ থেকেই তিনি প্রতিষ্ঠিত। অনার্য দেবতা বলে তাঁকে যজ্ঞ ভাগ দেবার ব্যবস্থা নাই। দ্রঃ দক্ষ যজ্ঞ। অন্য মতে বৈদিক রুদ্র (দ্রঃ) পূষা ও সোমের বিবর্তিত রূপ এই শিব। বিষ্ণু ভোগী ও চরিত্রহীন; ব্রহ্মাও বহুলাংশে ভোগী ও স্খলিত চরিত্র। শিব কিন্তু নিস্পৃহ, নির্লিপ্ত যে কোন দেবতার তুলনায় চরিত্রবান। এই জন্যই ইনি মহাদেব। ঋক্‌বেদে রুদ্র দেবতা; তিনি ভীষণ এবং সুন্দর অলঙ্কার বিভূষিত এবং রথবাহন। শিব কিন্তু কপর্দক হীন, শ্মশান বাসী, সাধারণ ব্যক্তি এবং বৃষবাহন। প্রাগৈতিহাসিক ও বৈদিক চিন্তাধারা মিলে শিবের এই নবরূপায়ন। তৈত্তিরীয় সংহিতাতে গিরিশ: গিরিত্র, অথর্ববেদে কিরাতরূপী ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণে মৃগব্যাধ রূপ। মহাভারতেও শিব কিরাত রূপে বর্ণিত। সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংস স্তূপে একটি জটাধারী ত্র্যম্বক যোগী মূর্তি পাওয়া গেছে। হরপ্পাতে পোড়া-মাটির সিলে এই যোগী মূর্তির পেছনে বৃষও ত্রিশূল দেখা যায়। রুদ্র শরণার্থীদের রক্ষা করেন, রোগাদি দূর করেন, গ্রামকে সুস্থ রাখেন। শিব শস্য ও উর্বরতার দেবতা; গ্রাম, ক্ষেত্র ও পশু রক্ষক এবং মারী ভয় নিবারক। শিবকে আর্য দেবতাদের বিরোধিতা সহ্য করতে হয়েছে অর্থাৎ দক্ষযজ্ঞে অপমানিত হতে হয়েছে। শিবলিঙ্গ পূজা এবং শিব ও শিবানী পূজা কৃষি সংস্কৃতি থেকে উৎপন্ন ও লালিত। উভয়েই শস্য, পৃথিবী ও প্রজননের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পরে এই শিব ও পার্বতীকে ঘিরে নানা তত্ত্ব রচিত হয়েছে। জাতকাদি বৌদ্ধ গ্রন্থেও শিবের সন্ধান পাওয়া যায়। পুরাণে শিবকে নিয়ে বহু দার্শনিক আলোচনা হয়েছে। মধ্য প্রাচ্যেও শিব এক দিন অনেক দূর পর্যন্ত গিয়েছিলেন; এখন সেখানে তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু। সংসারে তাঁর নিঃসীম আসক্তি অথচ বন্ধনে তাঁর চির উদাসীনতা। একমাত্র ইনিই এক পত্নীব্রত গৃহী। শিবের কল্পনা অতুলনীয়।

শিবের উপাসকদের বহু শাখা দল ও উপদল আছে। তন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হওয়াতে কিছু শাখা ভৈরবী ইত্যাদি নিয়েও সাধনা করে থাকেন।

মহান—পুরু বংশে মতিনারের (দ্রঃ) ছেলে।

মহানন্দী—শিশুনাগ বংশে শেষ রাজা। নন্দিবর্দ্ধনের ছেলে। এক শূদ্রা রমণীর গর্ভে মহানন্দীর ছেলে হয় নন্দ। এই নন্দ (= মহাপদ্ম) নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

মহাপদ্ম—(১) নন্দ। দ্রঃ মহানন্দী। (২) একটি দিক্‌হস্তী। (৩) কুরুক্ষেত্রে ঘটোৎকচের হাতী।

মহাপার্শ্ব—(১) রাবণের এক যোদ্ধা। কুম্ভকর্ণের পর যুদ্ধে এসে বানর ঋষভকে গদাঘাত করলে ঋষভ এই গদা কেড়ে নিয়ে এর আঘাতেই মহাপার্শ্বকে নিহত করেন। (২)

রাবণের অমাত্য ; রাবণবধের অব্যহিত আগে যুদ্ধে আসেন ও অঙ্গদের হাতে মারা যান। দ্রঃ লঙ্কাযুদ্ধ। (৩) রাবণের এক জন অমাত্য। রামা ৬।১৩ সর্গে মন্ত্রণা সভায় রাবণকে পরামর্শ দেন সীতাকে সবলে গ্রহণ করতে। পরে যা হবে দেখা যাবে। সকলে মিলে রামকে পরাজিত করা কিছু অসম্ভব হবে না।

মহাপুরাণ—বিষ্ণু ও ভাগবৎ পুরাণ।

মহাপ্রজাবতী—মহাপ্রজাপতি। বুদ্ধের বিমাতা ও মাসী। মতান্তরে পিতৃব্য পত্নী। মায়াদেবীর মৃত্যুর পর সিদ্ধার্থকে পালন করেন। বুদ্ধদেব কপিলাবস্তুতে এলে ইনি বুদ্ধের কাছে মেয়েদের সংঘে যোগ দেবার জন্য তিন বার অনুমতি চান এবং তিন বারই বিফল হন। বুদ্ধদেব যখন বৈশালীতে মহাবনে ছিলেন তখন ইনি মুণ্ডিত মস্তকে পীতবস্ত্র ধারণ করে সঙ্গে ৫০০ শাক্য মহিলাদের নিয়ে পদব্রজে এসে আবার অনুমতি চান। এবারও তিনি রাজি ছিলেন না কিন্তু আনন্দের বারংবার অনুরোধে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেয়েদের জন্য আটটি অনুশাসন ব্যবস্থা করেন। মহাপ্রজাপতি এগুলি স্বীকার করেন এবং এই ভাবে ভিক্ষুণী সংঙ্ঘের পত্তন হয়।

মহাপ্রলয়—ব্রহ্মের জীবন ১২০ ব্রহ্মবৎসর। এর পর যে প্রলয় আসে। ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ করে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যায়।

মহাপ্রস্থান—দ্বারকা থেকে বজ্রকে নিয়ে অর্জুন ফিরে এসে কালঃ পচতি ভূতানি বলে বৈরাগ্যে আকুল হয়ে পড়েন। যুধিষ্ঠিরকে সন্ন্যাস গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। বৃষ্ণি বংশের কদন শুনে যুধিষ্ঠিরও মুহ্যমান হয়ে পড়ে ছিলেন। কতকটা যেন সেথা নয়, হেথা নয় অন্য কোনখানে দশা আসে। যুযুৎসুকে রাজ্যের সমস্ত দায়িত্ব, সুভদ্রাকে পরিক্ষিৎ ও বজ্রের ভার দেন এবং কৃপাচার্যকে পরিক্ষিতের আচার্য নিযুক্ত করেন। এর পর যদুকুলের শ্রাদ্ধ শান্তি করে নিজেরা আভরণাদি ত্যাগ করে বল্কল পরিধান করে নৈষ্ঠিকীং ইষ্টিং কারয়িত্বা অগ্নি বিসর্জন দিয়ে সঙ্গী কুকুর সমেত সাত জনে বার হয়ে যান। পাঁচ ভাই পর পর এবং সব শেষে দ্রৌপদী হাঁটতে থাকেন। প্রথমে লৌহিত্য সলিলার্ণবে যান। গাণ্ডীব বিসর্জন দিয়ে দক্ষিণ মুখে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে তার পর লবণাম্বুর উত্তর তীর ধরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগিয়ে যান। তার পর ঘুরে পশ্চিম দিকে যান ; দ্বারকা ডুবে গেছে দেখেন। এর পর উদীচী মুখে এগিয়ে যান। যেন পৃথিবী প্রদক্ষিণ করার চেষ্টা (মহা ১৭।১৮)। এর পর ক্রমশ হিমালয় পার হয়ে বালুকার্ণব মেরু পর্বতে আসেন। এখানে প্রথমে দ্রৌপদী দেহ রক্ষা করেন। দ্রঃ আম্বালা।

মহাবলীপুরম—মামল্লপুরম। মাদ্রাজ সহর থেকে ৩৫ মাইল দক্ষিণে। ১২°৩৬´উ × ৮০°১৮´ পূর্ব। পারল নদী ও সমুদ্র সঙ্গমে। পেরিপ্লাস ও টলেমির উল্লিখিত বন্দর। মামল্লদেবের রাজত্বকাল (৬৩০-৬৭০ খৃ) চরম সমৃদ্ধির যুগ। পুরাকীর্তি হিসাবে সুবিশাল প্রস্তরখণ্ড থেকে খোদিত রথের আকার একক মন্দির :-যুধিষ্ঠিরের রথ, ভীমের রথ, অর্জুনের রথ, নকুলের রথ, সহদেবের রথ, গণেশের রথ, বলয়ংকুট্টই ও পিডরি মোট আটটি। এই আটটি রথ ও মূর্তিগুলি প্রায়ই অসমাপ্ত। গুহা হিসাবে মহিষমর্দিনী, ধর্মরাজ, কৃষ্ণ, পাণ্ডব, রামানুজ, কোটিকাল, কোণেরী, ত্রিমূর্তি এবং দুটি বরাহ গুহা—মোট দশটি গুহামণ্ডপ। এখানে গজলক্ষ্মী, বরাহ-অবতার, শেষশায়ী,

মহিষমর্দিনী, গঙ্গাধর, গোবর্দ্ধনধারী ইত্যাদি মূর্তিগুলি বলিষ্ঠ ও লাবণ্যময়ী। মন্দির :— স্থলশয়ন পেরুমল, তলকনাথ ও সমুদ্রতীরে উপকূল মন্দির। এছাড়া দুটি পর্বতগাত্র মিলিয়ে গঙ্গাবতরণ ও বা অর্জুনের তপস্যার ক্ষোদিত চিত্র অপূর্ব এবং অতুলনীয়।

মহাবাহু—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ভীমের হাতে কুরুক্ষেত্রে নিহত।

মহাবিদ্যা—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, ও কমলা—এই ১০জন।

মহাবীর—জৈনদের বর্তমান অবসর্পিণীর শেষ বা ২৪-শ তীর্থংকর। গায়ের রঙ সুবর্ণ; লাঞ্ছন সিংহ, যক্ষ মাতঙ্গ, শাসনদেবী সিদ্ধায়িকা, চৈত্যবৃক্ষ শাল। ৫৯৯ খৃষ্টাব্দে চৈত্র শুক্ল ত্রয়োদশীতে বৈশালীর অন্তর্গত ক্ষত্রিয়কুণ্ডপুরে জ্ঞাতক্ষত্রিয় বংশে জন্ম। পিতা সিদ্ধার্থ মা ত্রিসলা; প্রকৃত নাম বর্দ্ধমান। কঠোর তপস্যাতে মহাবীর আখ্যা পান। এক সামন্তরাজ কন্যা যশোদার সঙ্গে বিয়ে হয়; এবং একটি মেয়ে হয় নাম প্রিয়দর্শনা বা অনবদ্যা। দিগম্বর মতে ইনি আজীবন অবিবাহিতা; ৩০ বছর বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। বাঙলাতে রাঢ় অঞ্চলেও এসেছিলেন।

ঋজু বালুকা তীরে জম্বীয় গ্রামের বাইরে দুদিন যখন অনাহারে ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন তখন তাঁর কেবল জ্ঞান হয় অর্থাৎ সর্বদর্শী অর্হৎ হন। এর পর মধ্যমাপাবাতে আসেন এবং সৌমিল নামে এক ব্রাহ্মণের যজ্ঞে উপস্থিত ইন্দ্রভূতি গৌতম ইত্যাদি ১১ জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে তর্কে পরাস্ত করেন। এঁরা সশিষ্য মহাবীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এঁরাই পরে ১১ জন শিষ্য/গণধর নামে পরিচিত। মধ্যমাপাবা থেকে রাজগৃহে আসেন এবং, এখানে ভগবান পার্শ্বনাথ প্রতিষ্ঠিত চতুর্যাম ধর্মকে পঞ্চযাম করেন। সাধু, সাধ্বী, শ্রাবক ও শ্রাবিকা রূপে চারশ্রেণীর সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। জীবনের শেষ ৩০ বছর ধর্ম প্রচারে নিযুক্ত থাকেন। ৭২ বছর বয়সে মধ্যমাপাবাতে কার্তিক মাসের অমাবস্যায় সূর্যোদয়ের পূর্বে উপদেশ দিতে দিতে নির্বাণ লাভ করেন। সমবেত শিষ্যেরা তৎক্ষণাৎ প্রদীপ জ্বেলে অস্তমিত জ্ঞানের আলোকের প্রতীক হিসাবে স্থাপন করেন। জৈনরা মনে করেন এই সময় থেকে দীপান্বিতা উৎসবের আরম্ভ।

মহাবীর -(১) গণিতজ্ঞ। সম্ভবত খৃ ৯-ম শতক। গ্রঃ গণিতসার সংগ্রহ এতে কিছু জ্যামিতিও আছে। (২) প্রিয়ব্রতের (দ্রঃ) ছেলে।

মহাভয়—অধর্মের স্ত্রী নিঋতি; ছেলে ভয়, মহাভয় ও মৃত্যু।

মহাভারত- দ্রঃ পুরাণ। এর নামও জয়। পঞ্চম বেদ। সার্ববর্ণিক বেদ। লোমহর্ষণের ছেলে উগ্রশ্রবা নৈমিষারণ্যে এটি প্রচার করেন। মহাভারতের পরিশিষ্ট/খিল পর্ব হরিবংশ। এই পর্বটি সব দিক থেকেই পুরাণ পদবাচ্য। সংস্কৃত ভাষায় রচিত। মূল ঘটনা কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ। মূল ঘটনাগুলি বৈদিক যুগের। আধুনিক বিচারে মূল রচনার সঙ্গে পরবর্তী কালে বহু কিছু যুক্ত হয়েছে। একটি মতে খৃ-পূ ৪ শতক থেকে খৃষ্টীয় ৪ শতক পর্যন্ত এর সংকলন কাল। ভাষা তত্ত্বের দিক থেকে এবং অন্য হিসাবে খৃ-পূ ১০ শতকে লিখিত। বেদব্যাসের মূল 'জয়' (দ্রঃ) ৮-১০ হাজার শ্লোক। হরিবংশ সমেত এটিকে লক্ষশ্লোক সংহিতা বলা হয়।

মহাভারতের কাহিনী তাম্র যুগের। মহাভারতে যে 'অয়স্' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এর অর্থ তামা, ঋক্‌বেদেও এই 'অয়স্' তামা। হরপ্পার শেষ দিকের শিল্পকর্ম

এবং কুরুবংশীয় শিল্প কর্ম একই সময়ের বলে বহু প্রমাণ মিলেছে। একটি মতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল ৩১৩৮ খৃ-পূ। কারণ ৩০৭৭ খৃ পূর্বে সপ্তর্ষি মঘা যুক্ত হয়েছিল এই উক্তি থেকে এই হিসাব। এই হিসাবে কৃষ্ণের দেহত্যাগ ৩১৩৮ খৃ-পূ থেকে ৩৬ বছর পরে ৩১০২ খৃ-পূ এবং এই দিন থেকে কলিযুগের আরম্ভ। কুরুক্ষেত্র থেকে ৩৮ কি-মি দূরে অধুনালুপ্ত সরস্বতী নদী তীরে ভগবানপুর। এখানে উৎখননে ১৩-টি কামরা যুক্ত এবং একটি বড় চত্বর যুক্ত প্রাসাদ পাওয়া গেছে। এটি মনে হয় কৌরব যুগের কোন রাজপ্রাসাদ। হরপ্পাযুগের শেষের দিকে এই ভগবানপুর স্থাপিত হয়েছিল এবং ধূসর বর্ণ রঙীন মৃৎপাত্রের যুগ পর্যন্ত ছিল। হরপ্পা সংস্কৃতির শেষ অধ্যায়, বৈদিক যুগের শেষ পর্যায় ও কৌরব সংস্কৃতি তিনটি মনে হয় সমকালীন সংস্কৃতি। মহাপদ্ম নন্দের অভিষেকের ১০০০ বছর আগে অভিমন্যু পুত্র পরিক্ষিৎ রাজা হয়েছিলেন যেন। (৮।৮।১৯৭৬ অমৃত বাজার)।

প্রচলিত মহাভারতে (হরিবংশ বাদে) ১৮ পর্ব। বেশির ভাগ অনুষ্টুপ ছন্দ; প্রবাদ ব্যাস লিখিত। পর্বগুলি আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ শল্য, সৌপ্তিক, স্ত্রী, শান্তি, অনুশাসন, অশ্বমেধ, আশ্রমবাসিক, মুষল, মহাপ্রস্থান ও স্বর্গারোহণ। চন্দ্রবংশীয় রাজাদের কাহিনী। বিশেষত ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও এঁদের ছেলেদের কেন্দ্র করে রচনা। ব্যাসদেব ব্রহ্মাকে বলেছিলেন এই মহাকাব্য লিখতে চান; এতে ধর্ম, পুরাণ, বেদ, আচার, ব্যবহার, সমাজ, রাষ্ট্র, জ্যোতিষ, ভূত, ভবিষ্যৎ সব কিছু বর্তমান থাকবে।

মহাভারতে অন্যতম দৃষ্টিভঙ্গি শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব মতবাদের সমন্বয় সাধন। মহাভারতে ব্রহ্মাকে যে স্থান দেওয়া হয়েছিল বৈদিক যুগে ব্রহ্মার সে স্থান ছিল না। বুদ্ধের প্রাধান্যের সময় হিন্দুদের মধ্যে ব্রহ্মা বড় হয়ে ওঠেন। অর্থাৎ ৮০০০ শ্লোকের জয়তে ব্রহ্মা ছিলেন প্রধান। ২৪,০০০ হাজার শ্লোকের যুগে বৈষ্ণব মতবাদ এসে ঢুকেছিল। ৩০০ খৃ-পূ মেগাস্থিনিস আসেন; তখন ভারতে বৈষ্ণব প্রাধান্যই সমধিক। মহাভারতে গ্রীক ও বৌদ্ধদের কথাও কিছু রয়েছে। ৩০০ খৃ-পূ গ্রীক আক্রমণের পর মনে হয় ভারত সংহিতা মহাভারতে পরিবর্দ্ধিত হয়েছিল। এবং ৩ খৃ-শতকের আগে এই মূর্তি বদল শেষ হয়ে যায়। হরিবংশে বৈষ্ণব ভাবধারাই প্রধান। মূলকাহিনীর মধ্যে বহু উপাখ্যান জুড়ে রয়েছে। কাহিনীর বহু চরিত্র পুরুষ ও নারী হিসাবে অত্যন্ত স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ এবং হীন বা মহান যে আদর্শ মণ্ডিতই হ'ক অত্যন্ত জীবন্ত। মহাভারত যুগপৎ ইতিহাস, আখ্যান, পুরাণ, ধর্ম-কর্ম-নীতি-মোক্ষ শাস্ত্র। মহাভারত অতীত ভারতের সামগ্রিক রূপায়ণ। সেই মহাঅতীত যেন মহাভারতের পাতায় সকলের সামনে আজও আবার রূপ নিয়ে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। ভারতে প্রতিটি অংশে গণ-জীবনের ও সংস্কৃতির ওপর মহাভারতের প্রভাব ছড়িয়ে মিশিয়ে রয়েছে। মহাভারতের লেখক বা লেখকদের কল্পনা শক্তির তুলনা যেন কোথাও পাওয়া যায় না। দ্রঃ ব্যাস। পৃথিবীতে এত বড় মহাকাব্য একটিও নাই। এবং সঠিক মহাকাব্যও নয়। ভারতের নদী, পাহাড়, গ্রাম, নগরী, ধর্ম, জীবন, দর্শন ও চিন্তাধার সব মিলে এটি একটি জীবন কাব্য বা মহাজীবনকাব্য। মহাভারতের সাহিত্যিক মূল্য অপরিমেয়।

মহাভাষ্য—দ্রঃ পতঞ্জলি।

মহাভিষ/মহাভিষক—ইক্ষ্বাকু বংশে রাজা। হাজার অশ্বমেধ ও এক শত রাজসূয় যজ্ঞ করে স্বর্গে গিয়েছিলেন। এক দিন ব্রহ্মার সভায় গঙ্গার গা থেকে শুভ্র অঙ্গবস্ত্র বাতাসে বিপর্যস্ত হয়। দেবতারা লজ্জায় মুখ নামিয়ে নেন। কিন্তু মহাভিষ ও গঙ্গা দু জনের দৃষ্টি বিনিময় হয়। এই অশিষ্টতার জন্য ব্রহ্মা দু জনকেই মানুষ হয়ে জন্মাবার জন্য শাপ দেন। মহাভিষ শন্তনু হয়ে জন্মান। গঙ্গাদেবী ব্রহ্মার কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন; ব্রহ্মা তাতে বলেছিলেন অষ্টবসু জন্মালে গঙ্গার শাপ মোচন হবে। এর পর গঙ্গাদেবী মানুষী হয়ে জন্মে গঙ্গা তীরে বাস করতেন এবং শন্তনুর সঙ্গে বিয়ে হয়।

মহাভৌম—মর্যাদার (দ্রঃ) ছেলে। পুরু বংশে। স্ত্রী প্রসেনজিৎ কন্যা সুযজ্ঞা; ছেলে অযুতনায়ী। (মহা ১।৯০।১৯)।

মহামোগল্লান—বুদ্ধদেবের এক জন প্রসিদ্ধ শিষ্য। ভগবান বুদ্ধ এঁকে অগ্রভিক্ষু মনোনীত করেন। অলৌকিক ঋদ্ধিবান ছিলেন। সংঘের নিয়ম শৃঙ্খলার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। সমাধি অবস্থায় বৌদ্ধবিদ্বেষীদের আক্রমণে মারা যান। রাজগৃহে বেণুবনে এঁর ধাতুস্তূপ আছে। সাঁচি স্তূপে নামাঙ্কিত আধারে এঁর দেহাবশেষ পাওয়া গেছে। অশ্ব ঘোষের দুটি নাটিকাতে এঁর উল্লেখ আছে।

মহামায়া—ব্রহ্মার দেহ থেকে একটি নারী মূর্তি প্রকাশিত হয়। এই নারী মূর্তি নিজে তিন ভাগ হয়ে স্বাহা স্বধা, মহামায়া ইত্যাদি নামে খ্যাত হন। এই মহামায়াই ত্রিমূর্তির জননী। ইনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের ঈশ্বরী। জীবগণের কামনা ইনি পূর্ণ করেন। জগৎ এঁর থেকে উৎপন্ন এবং এঁতেই লয় পায়।

মহামেরু—মেরুপর্বত (দ্রঃ)।

মহাযান—বুদ্ধধর্মে (দ্রঃ) দুটি প্রধান শাখার একটি। নির্বাণের দিকে যা নিয়ে যায় (যান)। আদি থেরবাদী বৌদ্ধধর্মকে এঁরা অপূর্ণ সত্য বলেন। মহাযান মহত্তর পন্থা; অপূর্ণ বা হীন পন্থা/যান নয়। মহাসাঙ্ঘিকরাই এবং সংশ্লিষ্ট লোকোত্তরবাদীরা এই মতবাদ বা পথের সূত্রপাত করেন এবং ক্রমশ বহু হিন্দুধর্ম প্রভাবও এই মহাযান মতবাদ গঠনে প্রভাব বিস্তার করে। নাগার্জুন মহাযান মতবাদের ঠিক জনক নন তবে তাঁর অবদান অনেক। মহাযান গ্রন্থাদি শুদ্ধ বা মিশ্র সংস্কৃতে লেখা। গ্রন্থগুলির দুটি ভাগ:-সূত্রশাস্ত্র/মূলগ্রন্থ এবং ভাষ্যাদি। কয়েকটি মূলগ্রন্থ প্রজ্ঞাপারমিতা, সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক, ললিতবিস্তার, লঙ্কাবতার, গণ্ডব্যূহ, দশভূমিশাস্ত্র ইত্যাদি। বিখ্যাত মহাযানী আচার্য রামানুজ, চন্দ্রকীর্তি, অনঙ্গ, বসুবন্ধু, শান্তরক্ষিত, শান্তিদেব, দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান ইত্যাদি। মহাযানে শাক্য মুনির স্থান কিছুটা গৌণ। ভাবীবুদ্ধ, মৈত্রেয়, অমিতাভ, অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী, বৈরোচন, বজ্রপাণি ইত্যাদির গুরুত্ব সমধিক। মূলতত্ত্ব বোধিসত্ত্ব মহাযান ও পদ্মকার্ণিক। ইনি পরার্থে বার বার জন্মাবেন এবং জন্মমৃত্যুর দুঃখ ভোগ করবেন; পাপীর পাপভার এবং দুঃখীর দুঃখভার নিজে গ্রহণ করবেন ইত্যাদি। যাদের মধ্যে পূর্ণপ্রজ্ঞা ও মহাকরুণার পরম সমাবেশ ঘটেছে (অবলোকিতেশ্বর ইত্যাদি) সেই সব বোধিসত্ত্বেরা মহাযানীদের উপাস্য। মহাযানীরা সাধারণত মাধ্যমিক পন্থী বা শূন্যতাবাদী; এঁদের একটি শাখা যোগাচারী বা বিজ্ঞানবাদী। মহাযান ভক্তিবাদী। মহাযান মতে বুদ্ধ ঈশ্বর। এই ঈশ্বরের অবতার আগেও অনেক জন্মেছিলেন; শাক্যমুনিও এক জন অবতার মাত্র। জীবের মুক্তির

জন্ম বার বার এই আবির্ভাব। ভগবান বুদ্ধের নিকট মানুষ ক্ষমা, প্রেম ও মুক্তি ভিক্ষা করতে পারে। সকল মানুষের মধ্যেই সম্ভাব্য বুদ্ধত্ব বিদ্যমান তবু বোধিসত্ত্বচর্যা সাধারণ মানুষের জন্য নয়। জনসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রসারিত করার জন্য মহাযানে বুদ্ধ পূজা ও বোধিসত্ত্বপূজা প্রবর্তিত হয়।

মহারাজিক—গণ দেবতা (দ্রঃ); সংখ্যায় এঁর ২৩৬।

মহারাষ্ট্র—রামায়ণে এই রাজ্যের একটি অংশ বিশেষ দণ্ডকারণ্য। মহাভারতের অপরান্ত হচ্ছে উত্তর কোঙ্কণ এবং গোকর্ণ হচ্ছে দ-কোঙ্কণ। পুরাণে ও বৃহৎ-সংহিতাতে নাসিক, কোঙ্কণ ও কোল্হাপুরের উল্লেখ আছে।

মহালক্ষ্মী—দ্রঃ অসিতলোমা।

মহালয়া—মহালয়। আশ্বিনের অমাবস্যা। এই দিনে পিতৃপুরুষদের পার্বণ শ্রাদ্ধ বা তর্পণ করণীয়। এই দিনে শ্রাদ্ধ না করলে দীপান্বিতা অমবাস্যায় শ্রাদ্ধ অবশ্য কর্তব্য। মূলশব্দ মহালয় এবং কিছু মতে মহালয় অর্থে গয়া।

মহাশঙ্খ—একটি বিখ্যাত কুমীর। স্ত্রী শঙ্খিনী। স্বারোচিষ মনুর ছেলে ঋতধ্বজ এবং ঋতধ্বজের সাত ছেলে। ছেলেরা মেরু পর্বতে আশ্রম স্থাপন করে ইন্দ্রত্ব পাবার জন্য ব্রহ্মার তপস্যা করতে থাকেন। ইন্দ্র ভয়ে অপ্সরা পূতনাকে পাঠান। আশ্রমের কাছেই একটি নদীতে এই ছেলেরা এক দিন স্নান করতে আসেন, পূতনাও আসেন। অপ্সরাকে দেখে এদের বীর্যপাত হয়। মহাশঙ্খের স্ত্রী শঙ্খিনী এই বীর্য পান করে। এর বহু দিন পরে এই শঙ্খিনী জালে ধরা পড়লে এবং জেলেরা ঋতধ্বজের প্রাসাদে নিয়ে এলে একে একটি পুষ্করিণীতে রেখে দেওয়া হয়। এইখানে এর ৭টি ছেলে হয় এবং মুক্তিলাভ করে স্বর্গে চলে যান। শিশুরা মাতৃ দুগ্ধের জন্য কাঁদতে থাকলে ব্রহ্মা এসে আশ্বাস দেন এবং আকাশে নিয়ে গিয়ে বায়ুস্কন্ধে স্থাপন করেন। স্বারোচিষ মন্বন্তরে এঁরা মরুৎ।

মহাশ্বেতা—দুর্গা মহাভাব আশ্রয় করে এবং শ্বেত ও উজ্জ্বল মহাদেবকে আশ্রয় করে আছেন বলে নাম মহাশ্বেতা।

মহাশ্মীয়—মেগালিথিক যুগ।

মহাস্থানগড়—বাংলাদেশে বগুড়া জেলাতে বগুড়া সহর থেকে ৮ মাইল উত্তরে এবং করতোয়ার পশ্চিম তটে। এটি প্রাচীন পুণ্ড্র নগরের ধ্বংসাবশেষ। নাম ছিল পুণ্ড্র বর্দ্ধনভুক্তি। শুঙ্গ ও কুষাণযুগের পোড়ামাটির মূর্তিগুলি প্রথম শতকের কীর্তি। গুপ্ত সম্রাটদের সময় সমৃদ্ধ নগরী ছিল। মূল ধ্বংসাবশেষ উত্তর দক্ষিণে ৫০০০ ফু এবং পূ-পশ্চিমে ৪০০০ ফু। এই এলাকার চারপাশেও বহু কিছু পাওয়া গেছে। কাশ্মীর রাজ ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় (খৃ ৮-শতকে) বিজয় যাত্রায় এখানে এসেছিলেন। লিপি সমন্বিত ইষ্টক খণ্ড ও কিছু তাম্র শাসন পাওয়া গেছে। বহু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

মহাহনু—তক্ষক বংশে সাপ। সর্পযজ্ঞে নিহত।

মহাহনুস্—বসুদেব রোহিণীর এক ছেলে।

মহিষমর্দিনী—দুর্গা। মহিষাসুর বিনাশ করেছিলেন বলে এই নাম। বিপন্ন দেবতারা বিষ্ণুর শরণ নিলে বিষ্ণু বলেন ব্রহ্মার বরে মহিষাসুর পুরুষের অবধ্য। দেবতাদের তেজ মিলিত হয়ে যে দেবীকে সৃষ্টি করবে তিনিই এই অসুরকে মারতে পারবেন;

অসুরদের অত্যাচারে ক্রুদ্ধ দেবতাদের মুখ থেকে তখন একটি করে জ্যোতি বার হতে থাকে; এই সব জ্যোতি মিলিত হয়ে মহর্ষি কাত্যায়নের আশ্রমে আসে. মহর্ষির তেজও মিলিত হয়। এই মিলিত তেজ কালীর (দ্রঃ পার্বতী) পরিত্যক্ত চর্মের খোলসের মধ্যে প্রবেশ করে দেবী কাত্যায়নী রূপে প্রকাশিত হন। ইনি অষ্টাদশভুজা। বিভিন্ন দেবতার তেজে এঁর বিভিন্ন অঙ্গ গঠন। মহাদেব এঁকে ত্রিশূল, বরুণ শঙ্খ, অগ্নি শতঘ্নী, পবন তূণ, ও ধনু, ইন্দ্র বজ্র, যম দণ্ড, ব্রহ্মা কমণ্ডলু ও অন্য দেবতারা নানা অস্ত্র দেন। দেবতারা নানা আভরণও দেন। এই ভাবে সজ্জিত দেবী হুঙ্কার দিয়ে উঠলে অগস্ত্য এঁর নাম দেন দুর্গা। দুর্গা (দ্রঃ) তখন সিংহের পিঠে চড়ে বিন্ধ্যপর্বতে চলে যান। মহিষাসুর (দ্রঃ)।

মহিষাসুর—অসুর রম্ভ (দ্রঃ)। মহিষাসুর নিজের রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করে স্বর্গ জয় করার জন্য দূত পাঠিয়ে ইন্দ্রকে পরাজয় স্বীকার করতে বলেন। ইন্দ্র অবজ্ঞায় দূতকে ফিরিয়ে দিয়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ্বর তিন জনের সঙ্গে পরামর্শ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। তীব্র যুদ্ধ হয়; বিষ্ণু ও মহাদেবও যুদ্ধ করেন। তবু দেবতারা হেরে যান। মহিষাসুর তখন কয়েক শতাব্দী ধরে স্বর্গে রাজত্ব করতে থাকেন। রক্তবীজ, চণ্ডমুণ্ড ইত্যাদি এসে মিলিত হন। মহিষাসুরের প্রধান মন্ত্রী হন অসিলোমা, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী চিক্ষুর, বৈদেশিক মন্ত্রী বিড়াল, অর্থমন্ত্রী তাম্র, সেনাপতি উদর্ক, শিক্ষামন্ত্রী শুক্রাচার্য। দুর্দান্ত মহিষাসুরকে ব্রাহ্মণরাও যজ্ঞভাগ দিতে থাকেন।

দেবতাদের ক্রমাগত নিপীড়ন করতে থাকলে দেবতারা আবার ব্রহ্মা ও শিবকে নিয়ে বিষ্ণুর কাছে আসেন। বিষ্ণু বলেন ব্রহ্মার বরে এই অসুর অবধ্য ইত্যাদি। মহিষমর্দিনী (দ্রঃ) বিন্ধ্য পর্বতে অবস্থান করছিলেন। মহিষাসুর এঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বিয়ে করার জন্য দুন্দুভিকে দূত পাঠান। দূত দেবীর কাছে তিরস্কৃত হয়ে ফিরে এসে জানায় দেবী বীর্যশুল্কা। মহিষাসুর তখন সসৈন্যে এগিয়ে আসেন। দীর্ঘদিন যুদ্ধের পর সবশেষে মহিষাসুর সরাসরি যুদ্ধে আসেন। মহিষাসুর নানা মূর্তি ধরে দেবীকে আক্রমণ করতে চেষ্টা করেন এবং শেষকালে মহিষরূপ ধরে আক্রমণ করলে দুর্গা তাঁর সমস্ত অস্ত্র প্রয়োগ করেও কিছু করতে পারেন না। দুর্গা তখন মহিষাসুরের কাঁধে এক পা দিয়ে চেপে ধরেন। পায়ের স্পর্শে অসুর মুক্তির স্বাদ পেয়ে অবসন্ন হয়ে পড়েন; দুর্গা এই সময় বর্শা বিদ্ধ করে একে নিহত করেন। চিক্ষুর অসিলোমা, তাম্র, দুর্মুখ. বাষ্কল, বিড়াল ইত্যাদিও নিহত হন। মহিষাসুর তিন বার জন্মেছিলেন। প্রথমবার উগ্রচণ্ডা, দ্বিতীয় বারে ভদ্রকালী ও তৃতীয় বারে দুর্গা তাঁকে নিহত করেন। বিভিন্ন পুরাণের বিবরণ এক নয়। দ্রঃ রক্তবীজ, ভদ্রকালী, জম্ভ।

মহিষ্মতী—অঙ্গিরসের ৬-ষ্ঠ কন্যা; অপর নাম অনুমতী।

মহিষ্মান—(১) হৈহয় বংশে এক রাজা। নর্মদা তীরে মাহিষ্মতী নগরী স্থাপন করেন। কার্তবীর্যার্জুনের বিখ্যাত রাজধানী। (২) বৃষ্ণি বংশে রাজা কুণির (=কুন্তি) ছেলে।

মহীদাস—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও ঐতরেয় আরণ্যকের রচনাকার। ১১৭ বৎসর বেঁচে ছিলেন। তীব্র রোগ যন্ত্রণা ভোগ করতেন কিন্তু সব যন্ত্রণাকে তুচ্ছ করতেন।

মহীরাবণ—মাল্যবানের বোনের ছেলে মহীরাবণ। এক দল অসুর, বিষ্ণুর ভয়ে পাতালে গিয়ে বাস করতে থাকেন; পাতালে অসুর/রাক্ষসদের ইনি রাজা হন।

অপর নাম রাবণ। ব্রহ্মার তপস্যা করে বর পান যে কোন স্থানে স্বচ্ছন্দে বিনা বাহনে যেতে পারবেন, সমস্ত মায়া বিদ্যার অধিকারী হবেন এবং তাঁর অধিগত বিকুণ (বিটল) আকার নীল হীরকটি যতক্ষণ না দ্বিধা হবে ততক্ষণ মহীরাবণ জীবিত থাকবেন। রাবণের সঙ্গে এর বন্ধুতা ছিল। মহীরাবণ পাতালে রাক্ষসদের নিজের কাছে এনে রক্ষা করতেন ইত্যাদি। মহীরাবণের এক ভাই কুম্ভোদর, অত্যন্ত মায়াবী; মহীরাবণকে সব সময়ই সাহায্য করতেন।

লঙ্কাতে যুদ্ধের সময় রাবণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এঁকে ডেকে আনেন। মহীরাবণ রাবণকে সাধ্যমত সাহায্য করতে সম্মত হন। রামচন্দ্রের সৈন্য সমাবেশ আকাশে উড়ে এসে পর্যবেক্ষণ করে যান এবং তার পর পাতাল থেকে সুড়ঙ্গ কেটে মায়াতে/সম্মোহন ঔষধ দিয়ে সকলকে অজ্ঞান/সম্মোহিত করে রামলক্ষ্মণকে পাতালে নিয়ে যান। পাতালে মহাকালীর মন্দিরে এদের বলি দেবেন ঠিক করেন। হনুমান এ দিকে রামলক্ষ্মণকে দেখতে না পেয়ে সকলকে জাগিয়ে তোলেন। সুড়ঙ্গ কাটা রয়েছে দেখতে পান। বিভীষণ কি ঘটেছে বুঝতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হনুমান ইত্যাদিকে নিয়ে পাতাল চলে আসেন। পাতাল রাবণ তখন পূজায় বসেছেন, দুই ভাইকে বলি দেবেন। পাতালে এসে বিভীষণ হনুমানকে নীল-হীরকটি প্রথমে সংগ্রহ করতে বলেন। হনুমান এটি সংগ্রহ করে নিজের মুখের মধ্যে রাখেন। এর পর হনুমানের সঙ্গে তীব্র যুদ্ধ হয় এবং হনুমান দাঁতে করে হীরকটি কামড় দিয়ে ভাঙতেই মহীরাবণ মারা পড়েন।

মহেঞ্জোদড়ো—পাকিস্তানে সিন্ধু প্রদেশে লারকানা জেলায়। হরপ্পা, লোথাল ও রূপার সভ্যতা একই গোষ্ঠীর সভ্যতা। ভারতীয় তাম্রপ্রস্তর যুগের সভ্যতা; বয়স প্রায় ৫০০০ বছর এবং অবৈদিক ও প্রাক্‌বৈদিক সভ্যতা। নদী তীরে সমৃদ্ধ সহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। সহরটি পর পর সাত বার গঠিত হয়েছিল। ভূগর্ভস্থ জলের জন্য বেশি খোঁড়া সম্ভব হয়নি। বার বার ধ্বংস হলেও প্রতিবারই প্রায় একই পদ্ধতিতে নগর গড়ে উঠেছিল। আর এক হিসাবে এই সভ্যতার তিনটি যুগ। প্রথম যুগটি বর্তমানে জলের নীচে; দ্বিতীয়টিতে সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ এবং তৃতীয় যুগে এর অবনতি।

রাজপথ দ্বারা নগরটি বিভিন্ন পল্লীতে বিভক্ত ছিল। রাস্তার কোন অংশ অন্যায় ভাবে কোন নাগরিক দখল করেন নি; অর্থাৎ কঠোর নাগরিক শাসন ছিল। শেষের দিকে অবশ্য কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছিল। ইঁটের বড় বড় বাড়ি এবং বাড়িতে ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ ছিল। পথের ধারে এই সব বাড়িতে সামনের দিকে দোকান; বাড়িতে প্রবেশ পথ ছিল পাশের গলিতে। বাড়ির মধ্যে অনেক সময় প্রাঙ্গণ ছিল। মাঝে মাঝে দোতলা বাড়িও ছিল এখানে। একটি সুন্দর স্নানাগার পাওয়া গেছে; ১৮০ ফু × ১০৮ ফু। ভেতরে জলাধারটি ৩৯ ফু × ২৩ ফু এবং ৮ ফু গভীর। এতে নামবার জন্য সিঁড়ি ও জল প্রবেশ ও জল বার হয়ে যাবারও পথ ছিল। পুষ্করিণীর পাশগুলি জিপসাম দিয়ে গাঁথা ছিল যাতে জল বার হয়ে যেতে না পারে। পুষ্করিণীর চারদিকে কাপড় ছাড়বার ছোট ছোট বহু ঘর ছিল। পুষ্করিণীটি হয়তো কোন অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিল। একটি শস্যাগার পাওয়া গেছে; ১৫০ ফু × ৭৫ ফু

এবং ২৫ ফু উচ্চ ; হরপ্পাতে প্রাপ্ত শস্যাগার থেকে তুলনায় ছোট। এখানে নগর রক্ষক দুর্গ এই শস্যাগার এবং উল্লিখিত স্নানাগার খুবই কাছাকাছি ; যেন একটা বিশেষ সম্পর্ক জড়িত। কঙ্কাল পরীক্ষা করে জানা গেছে এখানকার অধিবাসীরা ছিলেন ককেশীয়, ভূমধ্যসাগরীয়, আলপীয় ও মঙ্গোলীয়। এই চারটি ধারার লোক প্রত্যেকেই নিজেদের ভূখণ্ড থেকে নিজেদের সভ্যতা ও কৃষ্টি এনে ছিলেন না যে কোন একটি ধারা তাঁদের মাতৃভূমির সভ্যতা এনেছিলেন কিছুই স্পষ্ট নয়। বা এই চারটি ধারার লোক এখানে এসে মিলিত হয়ে মহেঞ্জোদড়োর সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন এবং চারপাশে ছড়িয়েছিলেন কিছুই আজ জানা যায় না। শেষ পর্যন্ত আর্যদের আক্রমণে এই সভ্যতার পতন ঘটে।

এখানে খাদ্য শস্য ছিল যব, গম, তিল মটর, রাই। এই সব শস্যের জন্য এঁরা গ্রামের ওপর নির্ভর করতেন। শস্য রাখবার জন্য বড় গোলাঘর পাওযা গেছে। মাংসের জন্য গরু, ছাগল, শূকর, কুক্কুট ও কচ্ছপ ইত্যাদি এবং সমুদ্রের শামুক ও শুটকি মাছও ব্যবহৃত হত। কুকুর, বিড়াল, ককুদযুক্ত বা ককুদহীন গরু এখানে পালিত হত। হাতী, বাঘ, গণ্ডার ভাল্লুক ও শম্বরের সঙ্গেও তাঁরা পরিচিত ছিলেন। পরিধেয় ছিল কার্পাসবস্ত্র ও শাল ইত্যাদি পোষাক। এ সময়ে পৃথিবীতে অন্য কোথায় তুলা ব্যবহার হত না। তামা, ব্রোঞ্জ, পাথর ও মাটির বাসনপত্র ব্যবহার হত। বাসন হিসাবে হাঁড়ি, কড়া, থালা, বাটি, গেলাস, সরা, মালসা, ডাবর, গামলা, কলসী, মটকী, পানপাত্র ও নৈবেদ্যপাত্র ইত্যাদি পাওয়া গেছে। কুম্ভকার শিল্প উন্নত ছিল। চাকায় তৈরি লাল মৃৎ-পাত্র পাওয়া যায়। আধারযুক্ত স্থালী, শঙ্কু তল-দেশ যুক্ত ভাঁড় ইত্যাদি বহু রকম মৃৎপাত্র ছিল। এগুলির গায়ে অনেক সময় জীবজন্তু, গাছপালা বা জ্যামিতিক নক্সা কালো রঙে আঁকা থাকত। চকমকি, পাথরের ছুরি ও পাথরের কুঠার, প্রসাধন পেটিকা, রঙদানি ইত্যাদি বহু নিত্য ব্যবহার্য বস্তু ছিল। অস্থি বা হাতীর দাঁতের চিরুনি এবং দর্পণ, ক্ষুর ও বঁড়শি ব্যবহার হত। তামা বা ব্রোঞ্জ দিয়ে ছুঁচ তৈরি হত। ব্রোঞ্জের কুঠার, তীরের ফলা, ছুরি, করাত, কাস্তে, ক্ষুর ও বঁড়শি পাওয়া গেছে। এখানকার লোকেদের বোধহয় সে রকম যুদ্ধ করতে হত না ; কারণ যুদ্ধাস্ত্র খুব কমই পাওয়া গেছে। খেলনা হিসাবে মাটির পুতুল, ঝুমঝুমি, মারবেল, গুঁটি ও পাশা ছিল। সোনা, রূপা, ও শাঁখা ও দামী ও কমদামী পাথর দিয়ে গয়না তৈরি হত। কার্নেলিয়ান পাথরের ওপর সাদা নক্সা খোদিত হত। বালি বা কোয়ার্টজ গুঁড়োর সঙ্গে রঙ মিশিয়ে মণ্ড তৈরি করে গয়না ও ছোট ছোট পাত্র তৈরি হত। বিশেষ উন্নত ধরণের ভাস্কর্যের প্রমাণ হিসাবে ব্রোঞ্জের নর্তকী এবং পাথরের যোগীমূর্তি পাওয়া গেছে।

এখানকার অধিবাসীরা যোগাসনে উপবিষ্ট ঊর্দ্ধলিঙ্গ পুরুষমূর্তি পূজা করতেন ; মূর্তিকে ঘিরে থাকত হরিণ, বাঘ, হাতী, গণ্ডার, মোষ ; এটি পশুপতি (শিব ?) মূর্তি। একটি সিলে এই মূর্তি পাওয়া গেছে। মাটির একরকম মাতৃকা মূর্তিও পূজা হত। আদিম সভ্যতা হিসাবে এঁরা ছিলেন লিঙ্গোপসাক। সাধারণত ছোট ছোট চারকোণা খড়ি পাথরের টুকরো সিল রূপে ব্যবহার হত। সিলেতে হাতী, ষাঁড়, একশৃঙ্গ বাস্তব ও অবাস্তব জীব ও একাধিক পংক্তি বিশিষ্ট লিপি আছে।

জন্তুগুলির মধ্যে ককুদ যুক্ত বৃষমূর্তিতে শিল্পীর হাতের বিশেষ নিপুণতা দেখা যায়।

এঁদের সমাজে শিক্ষার প্রচলন ছিল। লেখা হত ডান দিক থেকে বাম দিকে। পাঠ উদ্ধার এখনও সম্ভব হয় নি। বাটখারা হিসাবে নির্দিষ্ট মানের পাথরের বিভিন্ন টুকরো ব্যবহার হত। নানা অক্ষরযুক্ত নরম পাথরের সিল-মোহরও ব্যবহার হত। মুদ্রার প্রচলন ছিল না; বিনিময় মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। মনে হয় রাজকীয় শস্যভাণ্ডার কেন্দ্রীয় কোষাগারের কাজ করত। রাজস্ব ছিল শস্য; এবং কর্মচারী-দের বেতন ইত্যাদিও শস্যে দেওয়া হত। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী ও শিল্পী গোষ্ঠী ছিল; কর্ম অনুসারে এই শ্রেণী দেখা দিয়েছিল।

এখানে শেষকৃত্য ছিল তিন রকম :-(১) পূর্ণাঙ্গ দেহকে শুইয়ে বা বসিয়ে সমাধি দেওয়া; (২) মৃতদেহের মাথা বা কিছু হাড় মাটির হাঁড়িতে করে সমাধি দেওয়া; (৩) অগ্নি-সংস্কারের পর অর্দ্ধদগ্ধ কিছু হাড় ও ছাই হাঁড়িতে করে সমাধি দেওয়া।

মহেন্দ্র—পুরাণে একটি বিখ্যাত পাহাড়। ক্ষত্রিয় নিধনের পর পরশুরাম এখানে বাস করতে আসেন। অর্জুন এক বার এখানে এসেছিলেন। এই পর্বত শিখরে রামতীর্থ পুষ্করিণীতে স্নান করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। ব্রহ্মা এখানে একটি যজ্ঞ করেছিলেন। সীতার খোঁজে হনুমান এখানে এসেছিলেন। যুধিষ্ঠির তীর্থযাত্রার সময় এখানে আসেন।

মহেশ—মহাদেবের দ্বারী বেতাল পৃথিবীতে এসে জন্মালে শিব ও পার্বতী মহেশ ও শারদা নামে পৃথিবীতে এসে জন্মান।

মহোদর—(১) কদ্রুর এক ছেলে। (২) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে : ভীমের হাতে নিহত। (৩) রাবণের এক সেনাপতি। (৪) রাবণের এক ছেলে। লঙ্কাতে নীলের হাতে মৃত্যু। (৫) রাবণের মাতামহ সুমালীর মন্ত্রী। (৬) বিশ্রবা ও পুষ্পোৎকটার ছেলে, হনুমানের হাতে লঙ্কার যুদ্ধে নিহত। (৭) ভীমের ছেলে ঘটোৎকচের এক বন্ধু। (৮) বশিষ্ঠের এক ছেলে। রাজা ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রকে ঋত্বিক করে এক যজ্ঞ করেন এবং বশিষ্ঠ ও মহোদয়কে নিমন্ত্রণ করেন। মহোদয় বলে পাঠান ত্রিশঙ্কু ও বিশ্বামিত্র চণ্ডাল; চণ্ডালদের যজ্ঞে তিনি যাবেন না। বিশ্বামিত্র তখন অভিশাপ দিয়ে মহোদয়কে শূদ্রে পরিণত করেন।

মহোদর—রাবণের অনুচর। সীতার অভিজ্ঞান দিয়ে ফেরার সময় হনুমান মহোদরকে নিধন করেন।

মগধ—ব্রহ্মার যজ্ঞে জন্ম। দ্রঃ পৃথু।

মাগধী—ভারতীয় আর্যভাষার মধ্যস্তরে অবস্থিত প্রাকৃত উপভাষা। এটি সাহিত্যিক প্রাকৃত উপভাষা। সংস্কৃত নাটকে ইতর জনের ভাষা হিসাবে ব্যবহার। কোন সম্পূর্ণ মাগধী গ্রন্থ নাই। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে (৩০০ খৃ) এটি অন্যতম প্রধান প্রাকৃত বলে উল্লিখিত। ছোটনাগপুরে যোগীমারা গুহাতে ব্রাহ্মী লিপিতে খৃ-পূ ২-শতকের মাগধী তিন ছত্র প্রত্ন-লিপি পাওয়া গেছে। অশ্বঘোষের নাটকে (খৃ ১-শতক), ভাসের নাটকে (খৃ ২-শতক) সৌরসেনীর সঙ্গে মিশ্রিত ভাবে, মৃচ্ছকটিকাতে এবং

কালিদাসের নাটকে মাগধীর দেখা পাওয়া যায়। মাগধী ভাষার মধ্যেও কয়েকটি শাখা রয়েছে ; যেমন শাকারী, শাবরী ও চাণ্ডালী।

মূলত মগধের অর্থাৎ দ-বিহারের কথ্য-ভাষা। মাগধী প্রাকৃত থেকে আধুনিক বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া ও বিহারী (ভোজপুরী, মগধী ও মৈথিলী) গঠিত হয়েছে।

মাঘ—খৃ ৮-৯ শতকের লেখক। পিতা দত্তক সর্বাশ্রয়। রাজা ধর্মদেবের মন্ত্রী সুপ্রভদেবের নাতি। গুজরাটে জন্ম। হর্ষের নাগনন্দন নাটকের উল্লেখ করেছেন মাঘ। মাঘের কাব্যে উপমা, অর্থগৌরব ও পদলালিত্য তিনটি রয়েছে।

মাঠর—(১) এক জন উপদেবতা ; সূর্যের রথে সূর্যের দক্ষিণপার্শ্বে অবস্থান করেন। (২) এক জন বিনায়ক। (৩) এক জন আচার্য। সাংখ্যকারিকাবৃত্তির লেখক মনে হয়।

মাণ্ডকর্ণি—শাতকর্ণী। কেবল বায়ু আহার করে এক সবোবরে নেমে ১০ হাজার বছর তপস্যা করেছিলেন। অগ্নি ইত্যাদি দেবতারা ভয়ে এঁর তপস্যা ভাঙবার জন্য ৫-জন অপ্সরাকে পাঠান। ঋষি এঁদের সকলকে গ্রহণ করেন এবং এক সরোবরের মধ্যে গুপ্তগৃহ তৈরি করে এখানে নাচগানে জীবন কাটাতে থাকেন। সরোবরটি পঞ্চাপ্সর সরোবর নামে বিখ্যাত। মুনি মারা গেছেন অপ্সরারা ও নাই। তবু রামলক্ষ্মণ সীতা এখানে এসে জল থেকে নাচগানের শব্দ শুনে বিস্মিত হয়ে যান। অথচ কোন জনপ্রাণী এখানে নাই।

মাণ্ডবী—রামের ভাই ভরতের স্ত্রী। জনকের ভাই কুশধ্বজের মেয়ে। মাণ্ডবীর দুই ছেলে তক্ষ ও পুষ্কর।

মাণ্ডব্য—অণিমাণ্ডব্য (দ্রঃ)।

মাণ্ডূকেয়—ইন্দ্র প্রমতির ছেলে। ইন্দ্র প্রমতি একে নিজের অধীত বিদ্যা শিক্ষা দেন।

মাতঙ্গী—(১) দশ মহাবিদ্যার একজন। শ্যামবর্ণা, তিন চোখ, চার হাত, রত্ন সিংহাসনে উপবিষ্টা। (২) এক মাতৃকা; অন্ধকাসুরের রক্ত পানের জন্য সৃষ্টি। (৩) ক্রোধবশার মেয়ে। সন্তান হাতী। দ্রঃ মৃগ।

মাতরিশ্বা—(১) গরুড়ের এক ছেলে। (২) অগ্নি মেঘের মধ্যে থাকেন এবং পৃথিবীতে নেমে এসে লুকিয়ে পড়েন। অগ্নিকে এই মাতরিশ্বা খুঁজে বার করে ভৃগুকে দেন যাতে ভৃগু প্রয়োজন মত ব্যবহার করতে পারেন।

মাতলি—ইন্দ্রের সারথি ও সখা। মেয়ে গুণকেশী (দ্রঃ)। অন্ধক অসুরের সঙ্গে যুদ্ধের সময় ইন্দ্রের বজ্রকে অন্ধক ভেঙে ফেলেন। ইন্দ্র তখন নতুন অস্ত্রের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়লে বিষ্ণু দেখা দিয়ে অগ্নির স্তব করতে বলেন। এই স্তবে অগ্নির কাছ থেকে নতুন অস্ত্র পেয়ে ইন্দ্র আবার যুদ্ধে আসেন। বসুদের দেওয়া সুবর্ণময় রথে চড়ে ইন্দ্র যুদ্ধে আসেন। রথের চাকার ঘর্ষণে পৃথিবী কাঁপতে থাকে। রথে কিন্তু কোন সারথি ছিল না। এই ঘর্ষণের শব্দে শমীক মুনির স্ত্রী তপস্বিনীর নির্দেশে মুনি নিজের শিশুকে আশ্রমের বাইরে মাটিতে শুইয়ে দেন। এক জ্যোতিষ বলে গিয়েছিলেন ভূমিকম্পের সময় এই ভাবে শিশুকে স্থাপন করলে একটি শিশু দুটি শিশুতে পরিণত হবে। এই ভবিষ্যৎ বাণী অনুসারে শিশুটির দেহ থেকে সম্পূর্ণ অনুরূপ আর একটি শিশু বার হয়ে আসে। নব-জাতক শিশুটি জন্মেই ইন্দ্রের সারথি হবেন বলে আকাশে উঠে যান। এঁকে

আসতে দেখে এক গন্ধর্ব এঁকে শক্তি ও তেজ দান করেন। ইন্দ্র এর নাম দেন মাতলি। রাবণ বধের সময় ইন্দ্রের নির্দেশে মাতলি রথ নিয়ে রামকে সাহায্য করতে আসেন। অর্জুনকে দিব্যাস্ত্র শিক্ষা দেবার জন্য রথে করে স্বর্গে নিয়ে যান। নিবাত কবচদের বধ করার সময়ও মাতলি ইন্দ্রের নির্দেশে অর্জুনকে সাহায্য করেন।

মাতৃকা—মাতা, বর্ণমালা, তান্ত্রিক চিত্রসমূহে বা ব্রাহ্মী ইত্যাদি শক্তি দেবতা। চালুক্য শিলালিপিতে ৭-জন মাতৃকার নাম রয়েছে:- ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ঐন্দ্রী ও চামুণ্ডা। পরে চণ্ডিকা যুক্ত হয়েছেন। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে রক্তবীজ বধের সময় এঁদের প্রথম আবির্ভাব। অন্য মতে অন্ধকাসুর বধের সময় যুদ্ধে শূলের আঘাতে অন্ধকের দেহ থেকে পতিত রক্তে হাজার হাজার অসুর সৃষ্টি হতে থাকে। এই দেখে মহাদেব রুষ্ট হন এবং মহাদেবের মুখ থেকে আগুন বার হতে থাকে এবং এই আগুন এক দেবীতে পরিণত হন। ইনি যোগেশ্বরী; প্রধান মাতৃকা। ক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, যম, বরাহরূপী বিষ্ণু, ও কার্তিকেয় প্রত্যেকে এক এক জন করে সব সমেত আটজন মাতৃকা সৃষ্টি করেন। এঁদের মিলিত চেষ্টায় অসুর নিহত হন। ভট্টোৎপল মতে যমী, বারুণী, নারসিংহী, এবং বৈনায়কীও মাতৃকা। গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা ইত্যাদি ১৬ জনের নাম করেছেন হেমাদ্রি। বিভিন্ন পুরাণ অনুসারে এই মাতৃকা সংখ্যা ১০০ জনের বেশি। কাহিনীও বিভিন্ন। বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থে এবং নেপালী মণ্ডলী চিত্রে গৌরী চৌরী, বেতালী, ঘস্মরী ইত্যাদি আটজন দেবীকে কেহ কেহ অষ্টমাতৃকা বলেন।

মাতৃকাষোড়শ—গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, কুলদেবতা ও আত্মদেবতা।

মাদল—সংস্কৃতে মদল। মৃদঙ্গ, মুরজ ও মদল একই ধরণের। সাধারণত কাঠ তবে মাটিতেও তৈরি হয়। মধ্য যুগে রক্ত চন্দন বা খদির কাঠে তৈরি হত। সাধারণত লম্বা। বাদ্যটির বাম মুখ ১২ আঙ্গুল ও দক্ষিণ মুখ ১৩ আঙ্গুল। অর্থাৎ দুটি মুখই প্রায় সমান পরিধি, এবং চামড়া ঢাকা এবং চামড়ার ফিতা দিয়ে টেনে বাঁধা। আনদ্ধ চর্ম বাদ্য হিসাবে মাদলই শ্রেষ্ঠ। দ্রঃ মৃদঙ্গ।

মাদ্রবতী—পরীক্ষিতের স্ত্রী। জনমেজয়ের মা।

মাদ্রী—পাণ্ডুর দ্বিতীয়া স্ত্রী। কুন্তীর সঙ্গে পাণ্ডুর বিয়ে হবার পর ভীষ্ম মদ্রদেশের বাহ্লীকরাজ শল্যের কাছে নিজে অনুরোধ করেন এবং তাঁদের কুলধর্ম অনুসারে প্রচুর পণ দিয়ে শল্যের বোন মাদ্রীকে হস্তিনাপুরে এনে বিয়ে দেন। কিমিন্দম মুনির শাপের জন্য কুন্তীর ক্ষেত্রজ সন্তান হতে থাকলে মাদ্রী পাণ্ডুকে অনুরোধ করেন এবং পাণ্ডু তখন মাদ্রীকে মন্ত্র শিখিয়ে দেবার জন্য কুন্তীকে অনুরোধ করেন। কুন্তী তখন মাদ্রীকে মন্ত্র দিয়ে যে কোন দেবতাকে স্মরণ করতে বলেন। মাদ্রী অশ্বিনী-কুমারদের ডাকেন এবং নকুল ও সহদেব দুটি যমজ ছেলে হয়। পরে পাণ্ডু কুন্তীকে আবার অনুরোধ করেছিলেন, মাদ্রীকে আবার মন্ত্র দিতে বলেছিলেন। কিন্তু অশ্বিনীকুমার দুজনকে ডাকার জন্য কুন্তী ক্ষুব্ধ ছিলেন; মাদ্রীকে আর মন্ত্র দেন নি। এর কিছুকাল পরে বনে বিহারের সময় কামার্ত হয়ে মাদ্রীর সঙ্গে সহবাস করায় পাণ্ডু তৎক্ষণাৎ মারা যান। মাদ্রী আর্তনাদ করে ওঠেন; কুন্তী ছুটে আসেন। কুন্তী

সহমৃতা হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কুন্তীকে নিজের ছেলের ভার দিয়ে একা মাদ্রী সহমৃতা হন। নিকটস্থ ঋষিরা মৃতদেহকে হস্তিনাপুরে পাঠিয়ে দেন। ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে বিদুর শেষকৃত্য করেন। দ্রঃ ধৃতি।

মাধব—যদুবংশের প্রতিষ্ঠাতা যদু ও স্ত্রী নাগকন্যা ধূম্রবর্ণার ছেলে। এই মাধবকে যদু বংশের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

মাধবাচার্য—সায়ণ আচার্যের ভাই।

মাধবী—যযাতির মেয়ে। গালব (দ্রঃ) মাধবীকে ফিরিয়ে দিলে গঙ্গাযমুনা সঙ্গমে যযাতি মাধবীর জন্য স্বয়ংবর সভা ডাকেন। কিন্তু মাধবী সকলকে প্রত্যাখ্যান করে তপস্যা করতে থাকেন। মৃগচর্ম পরিধান করে মৃগব্রত পালন করতেন। এমন সময় যযাতি স্বর্গে যান কিন্তু অহঙ্কারের জন্য পতন হলে সাধুদের কাছে আসবেন ঠিক করেন। মাধবীর চার ছেলে তখন নৈমিষারণ্যে যজ্ঞ করছিলেন, যযাতি এখানে আসেন। মাধবীও আসেন এবং চিনতে পারেন এবং ছেলেদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। গালবও সেই সময় আসেন; এবং প্রত্যেকে তাঁর তপস্যার অংশ দিয়ে রাজাকে আবার স্বর্গে পাঠিয়ে দেন। দ্রঃ অষ্টক।

মানগর্ভা—ব্রহ্মার শাপে এই অপ্সরা অঞ্জনা বানরী হয়ে জন্মান; কেশরী বানরের স্ত্রী।

মানসপুত্র—মন থেকে জন্ম পুত্র। সাধারণত ব্রহ্মার ৭ বা ১১ ছেলে। এঁদের থেকে মানব জাতির উৎপত্তি। এঁরা :-মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, প্রচেতা, দক্ষ, ভৃগু ও নারদ। কোন মতে এঁরা সাতজন এবং এঁরাই সপ্তর্ষি। আকাশে সাতটি তারা রূপে অবস্থিত। শতপথ ব্রাহ্মণে এঁদের নাম গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি। আবার ১৪-জন মনুকেও বোঝায়।

মানসসরোবর—হিমালয়ে উত্তর গাত্রে ৫০০ বর্গ কি-মি আয়তন একটি হ্রদ; ৩০°৮´ উ×৮১´৫০´ পূ। তিব্বতের দক্ষিণে; ৪৪৮৫ মি উচ্চে. কৈলাস ও গুরলা মান্ধাতা পর্বতমালার মধ্যে। মানস সরোবরের উত্তরে সিন্ধু, পশ্চিমে শতদ্রু, দক্ষিণে কর্ণালী ও পূর্বে ব্রহ্মপুত্র। মানস সরোবর ও নিকটস্থ রাক্ষসতাল হ্রদের জল স্বাদু; কাছাকাছি অন্যান্য ছোট হ্রদগুলির জল লবণাক্ত। মানস সরোবরের তীরে তিব্বতী বৌদ্ধ ও হিন্দু শিব মন্দির রয়েছে। ব্রহ্মা এই সরোবর সৃষ্টি করেন। এখান থেকে সরযূ নদীরও উৎপত্তি। বৃত্র বধের পর ইন্দ্র এই সরোবরে এসে লুকিয়ে বাস করেছিলেন।

মানিনী—তৃণবিন্দুর মেয়ে; বিশ্রবসের মা।

মান্ধাতা—ইক্ষ্বাকু (১)>যুবনাশ্ব(৯)>মান্ধাতা (১০)। পুত্রহীন রাজা যুবনাশ্ব মুনিদের/চ্যবনের আশ্রমে যোগ সাধনা করতেন। মুনিরা সন্তুষ্ট হয়ে রাজার জন্য পুত্রেষ্টি/ইন্দ্রদৈবত যজ্ঞ করেন; এবং মাঝ রাতে যজ্ঞ শেষ হলে মন্ত্রপূত জল-কলস রাণীদের পানের জন্য বেদীর ওপরই রেখে দেন। রাজা জানতেন না; রাত্রিতে তৃষ্ণায় এই জল নিজেই খেয়ে ফেলেন ফলে গর্ভবতী হন। মুনিরা তখন করুণার্দ্র হয়ে আশীর্বাদ করেন রাজার যেন কোন কষ্ট না হয়। দশ মাস/একশ বছর পূর্ণ হলে কুক্ষি দেশে দক্ষিণ পার্শ্ব ভেদ করে (দ্রঃ অশ্বিদ্বয়) সূর্যের মত তেজস্বী একটি পুত্র সন্তান হয়। রাজা চিন্তিত হয়ে পড়েন কে একে স্তন্য দেবে। এই সময় ইন্দ্র এসে শিশুর মুখে আঙুল দিয়ে বলেন আমাকে পান করবে মাম্ ধাস্যতি; এই জন্য নাম হয় মাম্-ধাতা।

ইন্দ্রের অমৃতক্ষরা আঙুল চুষে এই শিশু এক দিনেই বড় হয়। রাজা হয়ে মান্ধাতা সপ্তদ্বীপ পৃথিবী জয় করেন। দস্যুদের ভীতির কারণ হয়ে উঠেছিলেন বলে নাম হয় ত্রসদস্যু। অত্যন্ত সত্য-সন্ধ রাজা হিসাবে প্রজাপালন করতেন। নিরামিষাশী। দেশে এক বার তিন বছর পর পর বৃষ্টি না হলে রাজা মুনিদের কাছে কারণ জানতে চান। মুনিরা জানান এই সত্য যুগে এক জন শূদ্র তপস্যা করছেন ফলে এই অবস্থা। একে নিহত করলে তবে বৃষ্টি হবে। কিন্তু মান্ধাতা সম্মত হন না। মুনিরা তখন রাজাকে ভাদ্রমাসে শুক্লা একাদশী পালন করতে বলেন। ফলে বৃষ্টি হয়। অশ্বিনী-দেবরা মান্ধাতাকে ভূমিপাল হিসাবে সাহায্য করেছিলেন। বিষ্ণু এক বার ইন্দ্রের বেশে এসে রাজধর্ম আলোচনা করেছিলেন। অঙ্গিরসের ছেলে উতথ্য মান্ধাতাকে এক বার রাজধর্মের উপদেশ দেন। এক দিনে পৃথিবী জয় করেছিলেন। জীবনে বহু গরু দান করেছিলেন। বৃহস্পতি মান্ধাতার সঙ্গে গোদান বিষয়ে এক বার আলোচনা করেন। সুমেরু পর্বতে রাবণের সঙ্গে এক বার যুদ্ধ হয় এবং দুজনে সমান বলশালী বলে মিত্রতা স্থাপিত হয়। এর পর স্বর্গ জয় করতে গেলে ইন্দ্র বলেন সমস্ত পৃথিবী আগে জয় করে আসতে; পৃথিবীতে লবণাসুর এখনো বিজিত আছে। এর পর মান্ধতা লবণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যান; একটি মতে এর কাছে পরাজিত হন এবং একটি মতে নিহত হন।

মান্ধাতার স্ত্রী শশবিন্দু, কন্যা বিন্দুমতী, ছেলে পুরুকুৎস, অম্বরীষ ও মুচুকুন্দ এবং ৫০ মেয়ে। মেয়েগুলির বিয়ে হয় ঋষি সৌভরি-র সঙ্গে।

মাভেল—উপরিচর বসুর চতুর্থ ছেলে। মহাভারতে (১।৫৭।২৯) মচ্ছিল্ল।

মায়া—বিষ্ণুর একটি শক্তি। হিন্দু দর্শনে বলা হয়েছে প্রত্যক্ষ যা কিছু দেখা যায় সে সবই মিথ্যা, অধ্যাস। সবই মায়া। অগ্নি পুরাণে আছে অধর্মের স্ত্রী হিংসা, সন্তান অনৃত ও নিকৃতি; এই অনৃত ও নিকৃতির সন্তান হয় নরক, মায়া ও বেদনা। মায়ার সন্তান মৃত্যু। মৃত্যুর সন্তান ব্যাধি, জরা, শোক, তৃষ্ণা, ক্রোধ। নারদকে (দ্রঃ) বিষ্ণু মায়ার স্বরূপ দেখিয়ে ছিলেন। দ্রঃ গার্গি। মাযাবাদ।

মায়াধর—এক জন অসুর। ইন্দ্রের অনুরোধে পুরূরবা একে নিহত করেন। অসুর নিহত হলে ইন্দ্র এক উৎসবের ব্যবস্থা করেন; দেব সভায় রম্ভা নাচছিল; তুম্বুরুও ছিলেন। পুরূরবা (দ্রঃ) রম্ভার নাচের ত্রুটি ধরেন।

মায়াবতী—মদন ভস্ম হলে রতি বিলাপ করতে থাকলে দৈববাণী হয় রতি যেন শম্বর-পুরে মায়াবতী নামে জন্মে বাস করেন। মদন প্রদ্যুম্ন (দ্রঃ) হয়ে জন্মাবেন এবং দু জনের আবার মিলন হবে।

মায়াবাদ—এই তত্ত্ব অনুসারে কারণ সত্য কার্য মিথ্যা। মৃত্তিকা সত্য, ঘট মিথ্যা; অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। এই মিথ্যা অর্থে কিন্তু অসৎ নয়। আকাশকুসুম কিন্তু অসৎ। জগৎ সৎ ও নয় অসৎ ও নয়; এটি অনির্বচনীয়। মায়া ব্রহ্মার মধ্যে আশ্রিত শক্তি বিশেষ। এই শক্তিই জগৎ সৃষ্টি করেছে। মায়া-শক্তি বিশ্বমূল, যাদু-শক্তি। মায়া নিজেও অনির্বচনীয়া। জগৎ এই মাযার পরিণাম। ব্রহ্ম জগতের কারণ, এবং সৎ; জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত। ব্রহ্মই জগৎ রূপে প্রতিভাত।

মায়াবী—ময়ের ছেলে দুন্দুভির ভাই। অন্য মতে দুন্দুভির ছেলে। একটি নারীকে

কেন্দ্র করে দুন্দুভির সঙ্গে বালীর শত্রুতা হয় এবং বালীর হাতে দুন্দুভি মারা যান। প্রতিশোধ নেবার জন্য মায়াবী তখন কিষ্কিন্ধ্যায় আসেন। অন্য মতে মায়াবী দুর্ধর্ষ হয়ে সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করে বেড়াতে থাকেন এবং বালীর সঙ্গেও নিছক শক্তি পরীক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে আসেন। কিন্তু হেরে গিয়ে প্রাণ ভয়ে মায়াবী এক গর্তে ঢুকে যান। বালীও পেছু পেছু আসেন। এই গর্তের মুখে বালী সুগ্রীবকে পাহারা রেখে বলে যান গুহা থেকে দুধ বার হতে থাকলে জানবে বালী মারা গেছে; গুহার দরজা শক্ত করে বন্ধ করে দিয়ে সুগ্রীব যেন চলে যায়; মায়াবী যেন বার হতে না পারে। গুহার মধ্যে বালীর হাতে মায়াবী মারা যান কিন্তু মারা যাবার মুহূর্তে মায়াতে নিজের রক্ত দুধে পরিণত করে দেন। এই দুধ বার হয়ে আসছে দেখে সুগ্রীব গুহার মুখ বন্ধ করে দিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন।

মায়াশিব—জলন্ধর দ্রঃ) শিব সেজেছিলেন।

মায়াসীতা– (১) সীতার একটি মায়ামূর্তি যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে এসে ইন্দ্রজিৎ প্রহার করতে থাকেন। মূর্তিটি রামকে শুনিয়ে আর্তনাদ করতে থাকে এবং ইন্দ্রজিৎ এটিকে হত্যা করেন। রামচন্দ্র ব্যাকুল হয়ে পড়লে বিভীষণ বোঝান এ সব প্রতারণা; ইন্দ্রজিৎ আসলে নির্বিঘ্নে নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করতে চাইছে। (২) একটি মতে সীতা হরণের সময় অগ্নি প্রকৃত সীতাকে নিয়ে যান। আর এক মতে বনবাসের সময় অগ্নি রামকে রাবণ বধের কথা জানিয়ে মায়া সীতাকে রেখে গিয়েছিলেন, লক্ষণও এ কথা জানতেন না। রাবণ এঁকে চুরি করেন। অগ্নি পরীক্ষার সময় লঙ্কাতে অগ্নি প্রকৃত সীতাকে ফিরিয়ে দেন। মায়া সীতা তখন রাম ও অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করে এঁদের উপদেশে পুষ্করে গিয়ে তপস্যা করতে থাকেন। এঁর তপস্যাতে সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব বর দেন। পরজন্মে এই মায়াসীতা দ্রৌপদী হয়ে জন্মান। দ্রঃ বেদবতী।

মার—অপর নাম কণ্হ, অধিপতি, অন্তগু, নমুচি, পমত্তবন্ধু। মারের প্রকার ভেদ:- খন্ধমার (স্কন্ধমার), কিলেসমার (ক্লেশমার), মরণমার, দেবপুত্তমার, অভিসংখ্যামার। মার মায়ার সৃষ্টি করে। বৌদ্ধ দর্শন সাহিত্যে মার নির্বাণ লাভে বিঘ্ন ঘটায়। তৃষ্ণা, অরতি (অসন্তোষ) ও রাগ এই তিন কন্যার সাহায্যে মার সাধকের বিপদ সৃষ্টি করে। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ গ্রহণ করলে মার প্রতিহত হয়। ললিতবিস্তারে মার ও বুদ্ধের সংঘর্ষের বিরাট কাহিনী আছে।

মারণ— তন্ত্রমতে ষট্‌কর্মের একটি কর্ম। প্রাণহারী ক্রিয়া। দেবী কালী।

মারিষা—কণ্ডু প্রম্লোচার (দ্রঃ) মেয়ে। মারিষার গর্ভে প্রজাপতি দক্ষ জন্মান। (২) পুরাণে একটি নদী। (৩) প্রাচীন ভারতে জনপদ।

মারীচ—হিরণ্যকশিপুর বংশে সুন্দ অসুরের ঔরসে যক্ষকন্যা তাড়কার গর্ভে জন্ম। মারীচ সুবাহু দুই সহোদর। অগস্ত্যের শাপে এঁরা রাক্ষসত্ব পান। মারীচ আগের জন্মে বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর দ্বারপালের দাস ছিলেন। বিষ্ণু এক দিন অসন্তুষ্ট হয়ে শাপ দেন দানব হয়ে জন্মাতে হবে। এবং রামের হাতে মৃত্যু হলে মুক্তি পাবে। রাবণের ইনি এক জন অনুচর। মারীচ ও সুবাহুর মধ্যে ভীষণ মনের মিল ছিল; যুদ্ধের সমস্ত কলাকৌশল শিখে ঋষিদের ওপর অত্যাচার করতে থাকেন। বিশ্বমিত্রের তপোবনে বিঘ্ন সৃষ্টি করতেন। বিশ্বামিত্র ফলে রামকে নিয়ে আসেন এবং মানবাস্ত্র যোগে রামচন্দ্র

এঁকে শতযোজন দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেন। অন্য মতে রামের ধনুকের টঙ্কার শুনে সমুদ্রের পরপারে পালিয়ে যান ; এবং জটাবল্কল ধারণ করে আশ্রমে বাস করতে থাকেন। রামচন্দ্র বনে এলে সেই সময়ে মারীচ দণ্ডকারণ্যে মৃগরূপধারী দুই রাক্ষসের সঙ্গে মিশে ঋষি হত্যা করে ভোজন করতেন। এমন সময় রামকে দেখে প্রতিশোধ নেবার জন্য তীক্ষ্ণশৃঙ্গ হরিণ হয়ে আক্রমণ করেন। রাম তিনটি বাণ ছোঁড়েন ; ফলে রাক্ষস দুজন মারা যায় ; মারীচ কোন মতে বেঁচে যান। এর পর মারীচ তপস্বী বেশে আশ্রম তৈরি করে বাস করতে থাকেন। সীতা হরণের জন্য রাবণের নির্দেশে রত্নকাঞ্চনময় হরিণ রূপে জন স্থানে সীতাকে ইনি প্রলুব্ধ করতে আসেন। মারীচ প্রথমে অসম্মত হয়েছিলেন, রাবণকে নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু রাবণ অর্দ্ধ-রাজ্যের লোভ দেখান এবং রাজি না হলে হত্যা করবেন ভয় দেখান। ফলে মারীচ বাধ্য হয়েছিলেন। সীতার কথায় এই হরিণ ধরতে রাম ক্রমশ গভীর বনে গিয়ে পড়তে থাকেন। শেষ পর্যন্ত সন্দেহ হয় এবং রাম বাণ মারেন। শরবিদ্ধ মারীচ মারা যাবার মুহূর্তে রামের স্বর অনুকরণ করে 'হায় লক্ষ্মণ' বলে আর্তনাদ করে মারা যান। উদ্দেশ্য সীতাকে একা ফেলে লক্ষ্মণও যেন বনের মধ্যে চলে আসেন। লক্ষ্মণও তাই যান এবং সীতা হরণ সম্ভব হয়। (২) মরীচির ছেলে প্রজাপতি কশ্যপের এক নাম।

মারুত—(১) উনপঞ্চাশ বায়ু। (২) দক্ষিণ ভারতে একটি প্রাচীন জনপদ।

মার্কণ্ডেয়—ভৃগু ও খ্যাতির ছেলে ধাতা ও বিধাতা। বিধাতার স্ত্রী নিয়তি ছেলে মৃকণ্ডু। মৃকণ্ডুর ঔরসে স্ত্রী ধূমাবতীর গর্ভে বেদশিরা নামে একটি ছেলে হয়। ইনিই মার্কণ্ডেয়। অপর মতে মার্কণ্ডেয়র ছেলে বেদশিরস্। শিশু জন্মালে মৃকণ্ডু জানতে পারেন এর আয়ু বার বছর। অন্য মতে নিঃসন্তান মৃকণ্ডু শিবের আরাধনা করেন এবং শিবজ্ঞানী, ধার্মিক ও ১৬ বছর আয়ু বা বোকা, দুষ্ট এবং দীর্ঘায়ু যে কোন একটি ছেলে হবে বর শিব দিতে চান। মৃকণ্ডু জ্ঞানী ও ধার্মিক ছেলে চান। বাল্যেই মার্কণ্ডেয় বেদে ও সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে ওঠেন। গুরুরা সকলেই তাঁকে স্নেহ করতেন। মার্কণ্ডেয় অবশ্য নিজের আয়ুর কথা জানতেন না। কিন্তু পিতা মাতা ক্রমশ ব্যাকুল হয়ে পড়তে থাকলে বালক সব কথা জানতে পারেন এবং পিতামাতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন তিনি চিরজীবী এবং বনে গিয়ে বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে কঠোর তপস্যা করে মৃত্যুকে জয় করেন। পদ্ম পুরাণে মৃকণ্ডু ব্যাকুল হয়ে পড়ে তাড়াতাড়ি ছেলের উপনয়ন দিয়ে ঋষিদের প্রণাম করতে বলেন। সপ্তর্ষিরা তখন চিরায়ু হবার আশীর্বাদ করেন। কিন্তু পরমুহূর্তে বালক স্বল্পায়ু জেনে বালককে ব্রহ্মার কাছে নিয়ে যান এবং ব্রহ্মা চিরায়ু হবার বর দেন। অন্য মতে নিজের আয়ু জানতে পেরে জটাবল্কল ধারণ করে তপস্যা করতে থাকেন। এবং মৃত্যুর দিনে শিবমূর্তির সামনে বসে থাকেন। যমদূতেরা এসে ফিরে যান। যম তখন নিজে আসেন। মার্কণ্ডেয় তখন শিবের মূর্তিটি জড়িয়ে ধরেন। যম পাশে করে তখন মার্কণ্ডেয়কে বাঁধতে চেষ্টা করলে শিব ও বদ্ধ হন। মহাদেব তখন ক্রুদ্ধ হয়ে আত্মপ্রকাশ করেন এবং যমকে নিহত করে বালককে রক্ষা করেন ; ফলে শিবের নাম হয় মৃত্যুঞ্জয়। শিব বর দেন ১০ কোটি বছর আয়ু হবে, চির দিন ১৬ বছরের যুবা থাকবে এবং যমকেও দেবতাদের অনুরোধে বাঁচিয়ে দেন।

তার পর তপস্যা করতে করতে ছয়টি মন্বন্তর কেটে যায়। সপ্তম মন্বন্তরে ইন্দ্র ভয় পেয়ে তপস্যা ভাঙাবার জন্য গন্ধর্ব, অপ্সরা, মন্মথ, বসন্ত ইত্যাদিকে পাঠান। হিমালয়ে পুষ্পভদ্রা নদীর তীরে মার্কণ্ডেয়ের আশ্রম। এঁদের মিলিত কামকলাতেও মার্কণ্ডেয় অবিচলিত থাকেন। এরা পরাজিত হয়ে ফিরে গেলে ঋষিদের নিয়ে বিষ্ণু দেখা করেন। মার্কণ্ডেয় বিষ্ণুর পূজা করেন।

এক দিন সন্ধ্যাতে পুষ্পভদ্রা নদীর তীরে, বসেছিলেন এমন সময় ঝড়, বাতাস মেঘ ও জলোচ্ছ্বাস দেখা দেয়। যেন প্রলয় ঘটে যায়; মার্কণ্ডেয় জলে ভেসে যান। ভাসতে ভাসতে এক জায়গায় একটি বটের পাতাতে একটি শিশু শুয়ে রয়েছে দেখতে পান। শিশুটির প্রভায় সমস্ত অন্ধকার যেন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। শিশুটি নিশ্বাস নেয়; সেই নিশ্বাসের সঙ্গে মার্কণ্ডেয়ও শিশুটির দেহের মধ্যে চলে যান এবং দেহের ভেতর গিয়ে বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন। তার পর প্রশ্বাসের সঙ্গে শিশুটিকে বার করে দেন। মার্কণ্ডেয় শিশুকে বিষ্ণু বলে চিনতে পারেন এবং আলিঙ্গন করতে যান কিন্তু শিশুটি অন্তর্হিত হয়ে যান। এবং মার্কণ্ডেয় পর মুহূর্তে দেখেন সেই পুষ্পভদ্রার তীরেই তিনি বসে আছেন। মার্কণ্ডেয় তখন আবার ধ্যানে বসেন।এর পর পার্বতী ও পরমেশ্বর দেখা দেন। মার্কণ্ডেয় এঁদের পূজা করেন এবং বর পান তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ হবে এবং অজর হয়ে সর্বজ্ঞ হয়ে প্রলয় কাল পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন। মার্কণ্ডেয়ের স্ত্রী ধূমোর্ণা (২) একটি তীর্থ। কাশী থেকে ১৬ মাইল উত্তরে গঙ্গা ও গোমতী সঙ্গমে।

মার্গশীর্ষা—কশ্যপ প্রধার একটি মেয়ে।

মার্গসংগীত—আনু খৃ ১৩ শতকে শার্ঙ্গদেব তাঁর সঙ্গীত রত্নাকরে বলেছেন ব্রহ্মার প্রদর্শিত পথে ভরতাদি ঋষি মহাদেব ও অন্যান্য দেবতাদের সামনে যে মঙ্গলকর সংগীত করেছিলেন সেই গুলিই মার্গ সংগীত। ব্রহ্মার পরামর্শে ভরত ত্রিপুরদাহ নাটক অভিনীত করেন। অভিনয় দেখে সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব নাটকে প্রথম দিকে বর্ধমানক ও আসারিত ইত্যাদি গীত যোগে নবতর নৃত্য পরিকল্পনার ভার দেন তণ্ডু (তাণ্ড) মুনিকে। এই প্রসঙ্গে যে সব গান রচিত হয়েছিল সেগুলির নাম মার্গসংগীত। মার্গ সংগীতের বিভিন্ন পদ্ধতির ক্রমে বিলোপ ঘটে। নামটি উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত হিসাবে প্রচলিত রয়েছে।

মার্তণ্ড—(১) কাশ্মীরে ৩৩°৪´ উ × ৭৫°১´ পূ। খৃ ৪-শতকের বিখ্যাত শিব মন্দির। ইসলামবাদ থেকে ৫ কি-মি পূর্বে। (২) দেবতাদের স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করলে অদিতি সূর্যকে আরাধনা করে সূর্যতেজ ময় গর্ভধারণ করেন। 'পরে শুচি ভাবে থাকবার জন্য চান্দ্রায়ণ ব্রতাদি গ্রহণ করেন। কশ্যপ রাগ করে বলেন উপবাস করে অদিতি গর্ভস্থ শিশুকে বধ করতে চাইছেন। অদিতিও রাগে শিশুকে প্রসব করে দেখান শিশুকে তিনি বধ করেন নি। কশ্যপ বলেছিলেন মারিত অণ্ড; ফলে নাম মার্তণ্ড। সূর্যের অংশে এঁর জন্ম।

মার্জার—জাম্ববানের সন্তান।

মার্দমহর্ষি—বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মবাদী এক ছেলে।

মালব—বর্তমানের মালব বাদ দিয়ে নিমার এবং মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশ মিলে অবন্তি। যশোধর, হিউ-এন-ৎসাঙ ও বাণভট্ট মালব ও অবন্তিকে আলাদা দেশ বলেছেন। রাজি

ও চেনাব নদীর সঙ্গমে মাল্লোই জাতির দেশ ছিল ; আলেকজাণ্ডার (৩২৩ খৃ-পূ) এই দেশ দখল করেছিলেন। পরে এই মাল্লোই/মালবরা কোন সময় রাজস্থান, অবন্তি ও মহী উপত্যকাতে এসে বসবাস করতে থাকে। ১০-ম ও ১১-শ খৃ শতকে পরমার রাজ মুঞ্জ ও ভোজ মালবের রাজা ছিলেন . রাজধানী ছিল ধারা।

মালবী—মদ্রদেশের রাজা অশ্বপতির স্ত্রী। ছেলে ১০০ ; এঁরা মালব নামে পরিচিত ; মেয়ে সাবিত্রী। সাবিত্রী যমের কাছে বর পেয়েছিলেন তাঁর ১০০ ভাই হবে।

মালিনী--(১) পুষ্কর ও প্রম্লোচার মেয়ে ; অপ্সরা ; রুচির স্ত্রী। এই ছেলে রৌচ্য/রুচি ; মন্বন্তর অধিপতি। (২) বিভীষণের মা। কুবের এঁকে পাঠিয়েছিলেন পিতা বিশ্রবার সেবা করতে। (৩) হিমালয়ের কাছে একটি নদী। কণ্বের আশ্রম সংলগ্ন। সাহারানপুর জেলাতে বর্তমানের চুক্কা নদী মনে হয়। (৪) পূর্বজন্মে শবরীর ন'ম। (৫) অঙ্গ দেশে একটি নগরী ; জরাসন্ধ এই নগরী কর্ণকে দান করেন।

মালি—মালী। রাক্ষসরাজ সুকেশের তিন ছেলে ; মাল্যবান, সুমালি, মালি ; গন্ধর্ব কন্যা দেববতীর (রা ৭।৫।২)গর্ভে জন্ম। নর্মদা নামে এক গন্ধর্ব স্ত্রীর মেয়ে বসুধাকে মালি বিয়ে করেন। মালি বসুধার চ ব ছেলে অনিল, অনল, হর, সম্পাতি ; এরা বিভীষণের অনুচর (রা ৭।৫।৪৪)। মাল্যবান, সুমালি, মালি বিভীষণের অমাত্য। তিন ভ'ই বাল্যকালে কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছে দীর্ঘায়ু শক্তিশালী, অদৃশ্য হয়ে শত্রু জয় করা ও নিজেদের মধ্যে মিলেমিশে থাকার বর পান। বর পেয়ে পিতার কাছে ফিরে এলে সুকেশ এদের ধর্মপথে চলতে বলেন কিন্তু সে কথায় এঁরা কান দেন না। এর পর ময়/বিশ্বকর্মাকে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করে দি'ত বলেন। বিশ্বকর্মা সভয়ে দক্ষিণ সমুদ্রে ত্রিকূট পাহাড়ে লঙ্কাপুরী নির্মাণ করে দেন। এরা তিন ভাই এখানে বাস করতে থাকেন। ক্রমশ তার পর অত্যাচারী হয়ে ওঠেন এবং গো ব্রাহ্মণ হত্যা করে খেতে থাকেন। দেবতারা তখন বিষ্ণুর শরণ নেন। বিষ্ণু যুদ্ধে মালিকে নিহত করেন ; অন্য দুই ভাই পাতালে পালিয়ে যান। কুবের তখন লঙ্কা অধিকার করেন। দ্রঃ লঙ্কা।

মাল্য—(১) গরুড়ের এক ছেলে। (২) পৌরাণিক এক পাহাড়।

মাল্যবান—মালির (দ্রঃ) ভাই। স্ত্রী সুন্দরী ; গন্ধর্ব কন্যা নর্মদার মেয়ে। রাবণ লঙ্কা অধিকার করলে আবার লঙ্কায় ফিরে আসেন। ছেলে বজ্রমুষ্টি, বিরূপাক্ষ, দুর্মুখ সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, মত্ত ও উন্মত্ত। এবং একটি মেয়ে অনলা ; রা ৭।৫।৩৬। লঙ্কার যুদ্ধের প্রাক্কালে মাল্যবান সীতা ফিরিয়ে দেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। দ্রঃ লঙ্কা, হেতি। (২) দ্রঃ গুণাঢ্য। আর একটি অভিশাপে মাল্যবান মাকড়সা হিসাবে এবং বন্ধু পুষ্পদন্ত হাতী হিসাবে দ-ভারতে জন্মান। শাপমুক্তির পর মাল্যবান মহাদেবের কাছে ফিরে যান। এই সময় দেবাসুরদের যুদ্ধ হচ্ছিল। মাল্যবান এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং অসুর কোলাহলের হাতে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যান। (৩) একটি পাহাড়। তুঙ্গ-ভদ্রা নদীর তীরে কিষ্কিন্ধ্যার এই পাহাড়ের কাছে বালী সুগ্রীবের সংগ্রাম হয়েছিল। রামচন্দ্র এখানে চার মাস বাস করেছিলেন।

মহারাষ্ট্রীয় প্রাকৃত—ভারতীয় আর্য ভাষার মধ্যস্তরে একটি উপভাষা। সাহিত্যিক প্রাকৃত হিসাবে এটি আগ প্রাকৃত। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে এর উল্লেখ নাই। দণ্ডিন(৮০০খৃ)

একে শ্রেষ্ঠ প্রাকৃত বলেছেন। বৈয়াকরণ বররুচিও এর উল্লেখ করেছেন। সংস্কৃত নাটকে গানগুলি সাধারণত এই প্রাকৃতে রচিত হত। স্বতন্ত্র সাহিত্য ও এই প্রাকৃতে প্রচুর। উল্লেখযোগ্য গাহাসত্তসঈ (৩ শতকে), রাবণ বহো, অন্য নাম দহমুহবহো বা সেতুবন্ধ (৫-৬ শতক) এবং গউড় বহো (৮-শতক)। আধুনিক মারাঠির সঙ্গে অবশ্য এই প্রাকৃতের কোন বিশেষ সম্পর্ক নাই। ভাষাটি সম্ভবত কোন বিশেষ অঞ্চলে সীমিত ছিল না। শৌরসেনীর তুলনায় এই মহারাষ্ট্রীয় প্রাকৃত অর্বাচীন।

মাহিষ্মতী—দ্রঃ মহিষ্মান। একটি মতে মহিষ্মান্ বা মুচুকুন্দ প্রতিষ্ঠিত। পুরাণ ও মহাভারতে একটি নগরী। যদুকুলে হৈহয় বংশের, ইক্ষ্বাকু রাজ দশাশ্বের, রামায়ণে কার্তবীর্যার্জুনের ও মহাভারতে নীলধ্বজের রাজধানী। অগ্নি এর রক্ষক ফলে অপর নাম অগ্নিপুর। তালজঙ্ঘ এখানে রাজা ছিলেন। মহাভারতে সহদেব এখানে রাজসূয় যজ্ঞের কর আদায় করে ছিলেন। হৈহয় বংশের আগে এখানে নাগবংশ রাজত্ব করতেন। কাছেই ঋক্ষবন্ত পাহাড়। মাহিষ্মতী দক্ষিণ মালবের রাজধানী। অবন্তীরাজ্য ও দক্ষিণাপথের কেন্দ্রস্থল ; অর্থাৎ মাহিষ্মতীর পর দক্ষিণাপথ। রঘু বংশে এই মাহিষ্মতী রেবাতীরে অনূপরাজ্যের রাজধানী। অনর্ঘ রাঘবে ও শিশুপাল বধে মাহিষ্মতী চেদি রাজধানী। ইন্দোর থেকে ৪০ মাইল দক্ষিণে নর্মদা তীরে মহেশ্বরে (=মহেশে) উৎখননে যে নগরটি পাওয়া গেছে সেইটি হিউ-এন-ৎসাঙ বর্ণিত মাহিষ্মতী। বর্তমান নাম চুলি মহেশ্বর।

মাহেশ্বরী সম্প্রদায়—খাণ্ডেলার চৌহান রাজা সুজান সিংহ জৈনধর্ম গ্রহণ করে যজ্ঞাদি ধ্বংস করতে থাকলে ব্রাহ্মণদের অভিশাপে ৭২ জন অনুগামী সমেত জড়ে পরিণত হন। পাশের রাজারা তাঁর রাজ্য জয় করে নেন। সুজান সিংহের স্ত্রী শিবপার্বতীকে তুষ্ট করে এঁদের পুনর্জীবিত করেন। শিব এঁদের বৈশ্য জাতিতে রূপান্তরিত করেন। এই ৭২ জন অনুগামী থেকে ৭২টি মাহেশ্বরী শাখা গড়ে উঠেছে। বর্তমানে এঁরা বিষ্ণুকেও পূজা করেন। ব্যবসা এঁদের উপজীবিকা।

মাংস—দেবকার্যে ব্যবহৃত পশু মাংস বৈধ ভক্ষ্য মাংস। বলি প্রদত্ত মহিষ মাংস কেবল নেপালে ভক্ষ্য ; অন্য কোথাও প্রচলিত নয়। গোমাংস ও গৃহপালিত মোরগ মাংস অতি নিষিদ্ধ। তবে প্রাচীন কালে মধুপর্কে গোমাংস ব্যবহৃত হত। গোমাংস আরো বহু জায়গায় ব্যবহার হয়েছে উল্লেখ আছে। রামচন্দ্রেরা বা পাণ্ডবরা বনে প্রধাণত মাংসাহারী ছিলেন যেন। বনে মৃগকুল শেষ হয়ে আসছিল ; যুধিষ্ঠিরকে মৃগরা স্বপ্ন দেয় ; বলে বয়ং মৃগাঃ দ্বৈতবনে হতশিষ্টাঃ (মহা ৩।২৪৪।৫) আমাদের আর না খেয়ে এ বন পরিত্যাগ করুন। রাজা ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্র পরিবারকে মাংস খাইয়ে রক্ষা করে-ছিলেন। পূজায় উৎসর্গ করা গোমাংস ও পবিত্র মাংস ছিল। বিশ্বামিত্র বিপদে পড়ে যে ভাবে কুকুরের নাড়িভুঁড়ি খেতে লালায়িত হয়েছিলেন এবং শ্বপচ শব্দটি যে ভাবে ব্যাপক ব্যবহার হয়েছে তাতে মনে হয় কুকুরের মাংসও বেশ প্রচলিত ছিল। কবন্ধ রামকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিল পম্পা সরোবরে হংস, প্লব, ক্রৌঞ্চ ও কুররা আছে ; এরা ঘৃতপিণ্ডোপম এবং স্থূল ; রাম-লক্ষ্মণ এই সব পাখী খেতে পারবেন ; রা ৩।৭৩।১২। মৎস্য বহু ক্ষেত্রেই অশাস্ত্রীয়। পশু রক্তে চর্মন্বতী (দ্রঃ) গড়ে উঠেছিল।

মিতধ্বজ—এক জন বিদেহ রাজা ; ছেলে জনক ও ধর্মধ্বজ।

মিতাক্ষরা—দ্রঃ বৃহস্পতি।

মিত্র—এক জন আদিত্য; বিষ্ণু, শক্র, অর্যমা, ধাতা, ত্বষ্টা, পূষা, বিবস্বান, সবিতা, মিত্র, বরুণ, ভগ ও অংশ। মিত্র ও বরুণ দুটি দেবতাকে এক সঙ্গে মিত্রাবরুণ (দ্রঃ) বলা হয়। এঁরা বহু সময় এক সঙ্গে থাকতেন; এঁদের পূজা করলে বৃষ্টি হয়। দ্রঃ মিথু।

মিত্রজ্ঞ—পাঞ্চজন্য অগ্নির একটি ছেলে।

মিত্রধর্মা—পাঞ্চজন্য অগ্নির একটি ছেলে।

মিত্রবর্ধন—পাঞ্চজন্য অগ্নির একটি ছেলে।

মিত্রবান—পাঞ্চজন্য অগ্নির একটি ছেলে।

মিত্রবিন্দ—একটি দেবতা। রথান্তর অগ্নিতে যে হবি দেওয়া হয় সেই হবি গ্রহণ করেন (২) একটি অগ্নি। (৩) কৃষ্ণের এক ছেলে।

মিত্রবিন্দা—অবন্তি রাজের স্ত্রী রাজাধিদেবী কৃষ্ণের পিসী। রাজাধিদেবীর ছেলে বিন্দ, অনুবিন্দ ও একটি মেয়ে মিত্রবিন্দা। স্বয়ংবরে মিত্রবিন্দা কৃষ্ণকে বরমাল্য দিলে যুদ্ধ বাধে এবং বিন্দ ও অনুবিন্দ কৌরবদের সঙ্গে মিলে কৃষ্ণকে আক্রমণ করেন। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ জয় লাভ করেন। মিত্রবৃন্দার ছেলে বৃক ও হংস।

মিত্রাবরুণ—ঋক্‌বেদের দেবতা। একটি সূক্তে একা মিত্রের, বারটি সূক্তে একা বরুণের এবং বহু সূক্তে এঁদের দু জনের উল্লেখ আছে। এঁরা যুবা, নিত্য তরুণ ও উজ্জ্বল পরিচ্ছদধারী। সূর্য এঁদের চোখ; সূর্য কিরণরূপ অস্ত্রে এঁরা তাড়না করেন। রথে অবস্থান করেন। মিত্র আলোর দেবতা, বরুণ আবরণের। পাপ, অসত্য ও অন্ধকারকে আলোক দূর করে। আবরণকারী আকাশকে আর্যরা বরুণ নামে পূজা করতেন। ঋক্‌বেদে আকাশ ও সমুদ্রের মিলন রেখাতে বরুণের আবাস কল্পনা করা হয়েছে। সম্রাট, শাসক, রক্ষক এবং স্বর্গ অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীর ধারক। এঁরা অসুর, এঁদের মায়ার জগৎ শাসিত হয়। মায়াতে এঁরা ঊষাকে পাঠান, সূর্যকে আকাশে বিচরণ করান এবং মেঘ ও বৃষ্টি দিয়ে সূর্যকে ঢেকে রাখেন। মিত্রাবরুণ সৃষ্টিকর্তা, নদীর পরিচালক ধর্ম ও নিয়মের রক্ষক। এঁদের নিয়ম দেবতারাও পরিবর্তন করতে পারেন না। পুরাণেও এঁদের উল্লেখ আছে। এঁদের শাপে উর্বশী বাধ্য হন পুরূরবাকে বিয়ে করতে। একটি মতে মিত্রাবরুণ একটি দেহ ধরে পৃথিবীতে বিচরণ করছিলেন। এ সময়ে বশিষ্ঠের বিদেহী আত্মা এঁদের দেহে প্রবেশ করে। এক দিন এঁরা তারপর সমুদ্রতীরে উর্বশীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়ে মিত্র ও বরুণ বিভিন্ন দেহ ধারণ করেন এবং বরুণ উর্বশীকে সম্ভোগ করতে চান। উর্বশী প্রত্যাখ্যান করেন; কিন্তু মিত্রকে গ্রহণ করেন। ফলে বরুণের বীর্যপাত হয় এবং এই বীর্য একটি পাত্রে রক্ষিত হয়। এই দেখে উর্বশীর অনুতাপ হয় এবং মিত্রের বীর্যও উর্বশীর গর্ভ থেকে স্খলিত হয়। এই বীর্যও ঐ পাত্রে রক্ষিত হয়; কিছু দিন পরে এই পাত্র ভেঙে দুটি শিশু অগস্ত্য ও বশিষ্ঠ বার হয়ে আসেন। মিত্র বীর্যে বশিষ্ঠ ও বরুণ বীর্যে অগস্ত্য জন্মান। নিঃসন্তান মনু একবার মিত্রাবরুণকে সন্তুষ্ট করার জন্য যজ্ঞ করেন কিন্তু যজ্ঞে বহু ত্রুটি ছিল ফলে একটি মেয়ে হয়। দ্রঃ আদিত্য।

মিত্রাবারুণি—অগস্ত্য (দ্রঃ) ও বশিষ্ট দু জনেরই এই নাম। দ্রঃ মিত্রাবরুণ।

মিথি—নিমির (দ্রঃ) ছেলে। অন্য নাম জনক (দ্রঃ) ও বিদেহ। মিথির দেশ মিথিলা।

মিথিলা—বর্তমানের ত্রিহুত। দ্রঃ মিথি। প্রাচীন বিদেহ বা উত্তর বিহারের রাজধানী। শতপথ ব্রাহ্মণে রাজা মাথব বিদেঘ যজ্ঞাগ্নি নিয়ে সদানীরা পার হয়ে পূর্বদিকে আসেন এবং তাঁরই নাম অনুসারে বিদেহ নাম হয়। রামায়ণে নিমির ছেলে মিথি থেকে মিথিলা। কোন কোন মতে নেপালে অবস্থিত বর্তমানের জনকপুরই মিথিলা। বিদেহের পূর্বে কৌশিকী (কোশি), দক্ষিণে গঙ্গা, পশ্চিমে সদানীরা (গণ্ডক বা রাপ্তি) ও উত্তরে হিমালয় ছিল। এখানে ১৫,০০০ গ্রাম ও ১৬,০০০ ভাণ্ডাগার ছিল। বৃজি সঙ্ঘে এক সময় লিচ্ছবি ও মিথিলা সব চেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল। এই মিথিলাতে এক রাজা ধর্মধ্বজের ধর্মজ্ঞানের প্রশংসা শুনে ভিক্ষুণী বেশে সুলভা এঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। ব্যাসের ছেলে শুক পিতার অনুমতি নিয়ে রাজা জনকের কাছে ধর্মোপদেশ নিয়েছিলেন। তাড়কা বধের পর বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণকে এখানে নিয়ে আসেন এবং মিথিলার রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে হয়। পাণ্ডবদের পিতা এক বার এই দেশ জয় করেন। ভীম অর্জুন ও কৃষ্ণ মগধে যাবার পথে এখানে এসেছিলেন। সাত্ত্বিক ধর্মের আসন হিসাবে মিথিলা প্রসিদ্ধ। ত্রেতাতে এখানে জনক রাজারা রাজত্ব করতেন। এই দেশে কৃষি সম্পদের ওপরই অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হত; রাজার প্রতীক চিহ্ন ছিল লাঙ্গল। ঐতিহাসিক যুগে কর্ণাটক বংশ খৃ ১২-১৩ শতকে এখানে রাজত্ব করতেন।

মিত্রেয়ু—চন্দ্র বংশে এক রাজা। দিবোদাসের ছেলে; চ্যবনের পিতা।

মিথু—অরিষ্টসেনের ছেলে ভরত সরস্বতী তীরে উপমন্যুকে পুরোহিত করে যজ্ঞ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। এমন সময় দানব মিথু এদের দু জনকে পাতালে ধরে নিয়ে যায়। উপমন্যুর ছেলে দেবাপি শিবের আরাধনা করে এদের মুক্ত করেন।

মিথ্র—আবেস্তার দেবতা এবং পারসিক মিহ্‌র। মিত্র, মিথ্র, মিহ্‌র তিন জনেই একই আদর্শ থেকে উদ্ভূত। এসিয়া মাইনরে বোগাজকোই লেখে (খৃ-পূ ১৪ শতকে মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র ও নাসত্যের নাম পাওয়া যায়। লিখিত অনুশাসনে মিত্র বা মিথ্রের এই প্রথম পরিচয়। খৃষ্ট জন্মের কয়েক শতক আগে ও পরে এঁর পূজা বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। কনিষ্কের মুদ্রায়ও মিইরো নামে এঁর উল্লেখ আছে।

মিনান্দার—গ্রীক্। ব্যাকট্রিয়ার রাজা। রাজধানী শাকল বা শিয়ালকোট। ঐতিহাসিক মতে মিলিন্দপঞ্‌হোর রাজা মিলিন্দই এই ব্যক্তি। বৌদ্ধ থের নাগসেন ও মিলিন্দ সমসাময়িক ছিলেন। কিছু মতে ইনি হয়তো হাইপ্যানিস (বিয়াস) ও ইসমান (যমুনা বা ত্রিসামা বা ইক্ষুমতী) নদী পার হয়ে ছিলেন এবং আলেকজান্দার থেকে আরো অনেক রাজ্য জয় করেছিলেন। কিছু মতে মিনান্দারের রাজত্ব ছিল আফগানিস্তানের কিছু অংশে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, পাঞ্জাব, সিন্ধু, রাজপুতানা, কাথিওয়ার ও উত্তর প্রদেশে সম্ভবত পশ্চিমাংশের কিছুটা মিলে। একটি মতে ইনি বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করে অর্হৎ হন।

১৫০-১৪৫ খৃ-পূ। ব্যাকট্রিয়াতে রাজা ডেমেট্রিয়াস্-এর এক সেনাপতি। ডেমেট্রিয়াসের মৃত্যুর পর এঁর মেয়ে অগাথোক্লিয়াকে বিয়ে করেন। সমস্ত গ্রীক ভারত অর্থাৎ মথুরা থেকে কাথিওয়াড় পর্যন্ত রাজ্য। পাটলিপুত্রও জয় করেছিলেন। ডেমেট্রিয়াসের রাজনীতি ছিল এঁরও রাজনীতি। মিনান্দরকে আলেকজাণ্ডারের

এক জন সফল উত্তর সাধক বলা হয়। এঁর সম্বন্ধে বহু অলৌকিক বৌদ্ধ কাহিনী রয়েছে। এক জন রাজচক্রবর্তী বলে উল্লিখিত। মিলিন্দপঞ্চ গ্রন্থ (দ্রঃ মিলিন্দ প্রশ্ন) এঁকে এক জন মহান বৌদ্ধ নরপতি বলেছে। রাজনীতির কারণে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে মিশে গেলেও মিলিন্দ নিশ্চিত যেন বৌদ্ধ ছিলেন না (অক্সফোর্ড)।

মিলিন্দপ্রশ্ন—থের নাগসেন ও মিলিন্দের (মিনান্দার দ্রঃ) মধ্যে নির্বাণ সম্বন্ধে আলোচনা মূলক পালি গ্রন্থ।

মিশ্রকেশী—(১) কশ্যপ প্রধার একটি সুন্দরী মেয়ে। পুরুর ছেলে রুদ্রাশ্বের স্ত্রী ; ১০ ছেলে ; একটির নাম অম্বগভানু। অর্জুন স্বর্গে এলে নৃত্য সভাতে ইনি নেচে ছিলেন। (২) বসুদেবের ভাই বৎসকের স্ত্রী।

মিশ্রী—একটি সাপ। বলরামের আত্মাকে পাতালে নিয়ে যেতে এসেছিলেন।

মিহিরকুল—হূণরাজ তোরমানের ছেলে। রাজত্বের ১৫-শ বর্ষে তাঁর রাজত্ব গোয়া-লিয়র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হিউ-এন ৎসাঙ বলেছেন রাজধানী ছিল শাকল বা শিয়ালকোট। মালবের দিকে এগোতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পরাজিত হয়েছিলেন।

মুকুল—পুরু বংশে রাজা বাহ্যাশ্বের ছেলে মুকুল, সৃঞ্জয়, বৃহদিষু, যবীনর ও কৃমিল : এঁরা পাঞ্চাল নামে বিখ্যাত। মুকুলের ছেলে পঞ্চাশ্ব।

মুকুট বন্ধন চৈত্য—কুশীনগর (দ্রঃ)। মুকুট বন্ধন চৈত্যের কাছে মল্লরা বুদ্ধদেবের শেষকৃত্য সম্পন্ন করে চিতাভস্ম আট ভাগে ভাগ করে নিয়ে নিজেদের অংশের ওপর একটি স্তূপ নিমাণ করেন। সম্রাট অশোক (২৭৩-২৩৬ খৃ-পূ) এখানে পরিনির্বাণ চৈত্য ইত্যাদি তিনটি স্তূপ স্থাপন করেন ; উত্তর ভারতে বৌদ্ধধর্মের শেষ দিন পর্যন্ত মুকুটবন্ধন বিহারের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ ছিল ; প্রথম দিকে এই বিহারের নিজস্ব বিশেষ সিলমোহর ছিল।

মুক্তা—ভারতীয় শাস্ত্রে পঞ্চরত্নের একটি রত্ন।

মুক্তি—দ্রঃ পাতঞ্জল। ভারতীয় দর্শনে (চর্বাক বাদে) মূলতত্ত্ব। মোক্ষ, কৈবল্য, নির্বাণ ইত্যাদি সবই মুক্তি। প্রতিটি কর্মের ফল কর্তাকে ভোগ করতে হবে এর সঙ্গে আর একটি স্বতসিদ্ধ (অসিদ্ধ ?) জুড়ে দেওয়া হয়েছে জন্মান্তর বাদ ; অর্থাৎ কর্মের ফল এ জন্মে না হলে পর পর ক্রমিক জন্মে এই ফল ভোগ করতে হবে ; কোন ছাড় বা মুক্তি নাই। এবং পুনরায় নতুন কর্ম করতে হবে ; এবং ফলে আবার জন্মাতে হবে। জন্মজন্মান্তর ব্যাপী এই শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভই এই মুক্তি। ব্রাহ্মণ্য দর্শনে যত কথাই বলা হোক সবই যুক্তিহীন ও কল্পনা ; মুক্তির একটা আনন্দ-ঘন-মর্ম চিকা গড়ে তোলার চেষ্টা। জৈন দর্শনেও মুক্তি আছে, এঁরা জীবন্মুক্তিবাদী ; জীবনে দুঃখহীন একটি আনন্দঘন অবস্থা চান। বৌদ্ধ দর্শনে আত্মা ও মোক্ষ রয়েছে এঁরা মুক্তি না বলে নির্বাণ শব্দ ব্যবহার করেন ; এঁরাও জীবন্মুক্তি বাদী ; দুঃখহীন একটি শান্ত সমাহিত অবস্থা। সাংখ্যযোগ ও জীবন্মুক্তিবাদী তবে এঁদের মুক্তি জ্ঞানমুক্তি, দুঃখাভাব অবস্থা, আনন্দঘন অবস্থা নয়। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে মোক্ষ/মুক্তি দুঃখের অভাব ; কোন আনন্দঘন অবস্থা নয়। এঁরা বিদেহ মুক্তিবাদী। মীমাংসা দর্শনেও ন্যায় ও বৈশেষিক মতই মতবাদ ; তবে কিছুটা হেরফের রয়েছে : এঁরাও বিদেহ মুক্তিবাদী। বেদান্ত মতে মুক্তি দুঃখাভাব এবং আনন্দ-রসঘন অবস্থা। এঁদের একটি

শাখা বিদেহ মুক্তিবাদী আর একটি শাখা জীবন্মুক্তিবাদী।

এক মাত্র চর্বাক এই মুক্তিকে উপহাস করে একে বারে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। দ্রঃ আর্য।

মুঙ্গের—মহাভারতে সভাপর্বে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে প্রাচীন অঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত মুদ্গগিরি বা মুঙ্গের নাম পাওয়া যায়। বৌদ্ধযুগের ও প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগের বহু নিদর্শন এখানে ও চারপাশে পাওয়া গেছে। হিউ-এন-ৎসাঙ এখানে কিছু দিন কাটিয়ে গিয়েছিলেন। মুঙ্গেরে জয়স্কন্ধাবার থেকে দেবপালের মুঙ্গের তাম্র-শাসন উৎকীর্ণ ও প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতীহার রাজ মিহিরভোজের গোয়ালিয়র শিলালিপিতে (৮'৬ খৃ) মুদ্গগিরির উল্লেখ রয়েছে।

মুচুকুন্দ—যুবনাশ্ব>মান্ধাতা>মুচুকুন্দ। মুচুকুন্দের অপর দুই ভাই অম্বরীষ ও পুরুকুৎস ও ৫০-টি বোন; এই মেয়েগুলির সঙ্গে সৌভরি মুনির বিয়ে হয়। মুচুকুন্দের এক মেয়ে চন্দ্রমুখী; চন্দ্রসেনের ছেলে শোভনের সঙ্গে বিয়ে হয়। শোভন এক বার শ্বশুর বাড়ি এসে দেখেন সকলে একাদশীর উপবাস করেছেন। শোভনও উপবাস করেন এবং পর দিন মারা যান। শোভনের আত্মা মন্দর পর্বতে গিয়ে স্বর্গসুখ উপভোগ করতে থাকেন। এক দিন মুচুকুন্দের দেশ থেকে তীর্থে বার হয়ে সোমশর্মা এখানে এলে শোভনের আত্মার সঙ্গে দেখা হয়, জানতে পারেন একাদশীর উপবাসের জন্য এই স্বর্গসুখ ভোগ করছেন। কুবের একবার সন্তুষ্ট হয়ে মুচুকুন্দকে সমস্ত পৃথিবী দান করতে চান; মুচুকুন্দ কিন্তু প্রত্যাখ্যান করেন। কুবেরের শক্তি পরীক্ষার জন্য কুবেরকে এক বার আক্রমণ করে হেরে যান। তার পর মুচুকুন্দ বশিষ্ঠের ধ্যান করে যুদ্ধে জয়লাভ করেন। পরশুরাম এঁকে ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন। কাম্বোজের রাজা এঁকে একটি তরবারি দেন; মুচুকুন্দ এই তরবারি মরুত্তকে দান করেন। নিরামিষাশী ছিলেন। দেবতাদের সেনাপতি হয়ে বহু অসুর ধ্বংস করেছিলেন। দেবতারা/ইন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলে ইনি বর চান তাঁর ঘুমের যে ব্যাঘাত করবে তার দিকে তাকালেই সেই ব্যাঘাতকারী ছাই হয়ে যাবে। বর পেয়ে হিমালয়ে এক গুহাতে গিয়ে ঘুমাতে থাকেন। বহু যুগ পরে কালযবন (দ্রঃ) এঁকে জাগাতে গিয়ে মারা পড়েন। কাল যবন মারা গেলে কৃষ্ণ এঁকে বর দেন ঊর্দ্ধলোকে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারবেন এবং সব রকম স্বর্গসুখ ভোগ করতে পারবেন। অন্য মতে কৃষ্ণের নির্দেশে বদরিকাশ্রমে গিয়ে তপস্যা করে মোক্ষলাভ করেন।

মুঞ্জবন—হিমালয়ে একটি অরণ্য, মহাদেব এখানে প্রায়ই তপস্যা করতেন। এখানে মহাদেব তাঁর সহচরদের নিয়ে ঘুরে বেড়ান। প্রতিদিন সাধ্য, রুদ্র, বিশ্বদেব, বসু, যম, বরুণ, ভৃত, নাসত্য, অশ্বিনীদেব, (মহা ১৪।৮।৫) গন্ধর্ব, অপ্সরা, যক্ষ, দেবর্ষি, আদিত্য, মরুৎ ও যাতুধান ইত্যাদি সকলে এখানে মহাদেবের পূজা করতে আসেন। এখানে জরা মৃত্যু ক্ষুধা তৃষ্ণা ইত্যাদি কিছুই নাই।

মুণ্ড—শুম্ভের সেনাপতি দুই ভাই চণ্ড ও মুণ্ড। প্রায়ই এঁরা এক সঙ্গে যুদ্ধে যেতেন। ধূম্রলোচনের মৃত্যুর পর শুম্ভের আদেশে এঁরা দুর্গার সঙ্গে যুদ্ধে করতে আসেন। এঁদের বধ করে দেবীর নাম হয় চামুণ্ডা।

মুণ্ডা—আর্যেরা যখন ভারতে এসেছিলেন তখন থেকেই মুণ্ডারা এঁদের প্রতিবাসী।

আর্যদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এঁরা পেছু হাঁটতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত পূর্ব ও মধ্য ভারতের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে কতকটা লুকিয়ে বাস করতে থাকেন। এদের বিশিষ্ট সংস্কৃতি রয়েছে এবং এ সম্বন্ধে এঁরা বেশ সচেতন। ভারতীয় আর্য ভাষায় ও সংস্কৃতিতে এঁদের বেশ কিছুটা অবদান রয়েছে। এদের ভাষা মুণ্ডারি। দ্রঃ অনার্য।

মুদিতা—সহ নামে অগ্নির স্ত্রী ; মহা (৩।২১২।১)।

মুদ্গল—(১) একটি প্রাচীন দেশ ; কৃষ্ণ এই দেশ জয় করেছিলেন। (২) তক্ষক বংশে একটি সাপ। (৩) কুরুক্ষেত্রবাসী ধর্মাত্মা ও উঞ্ছবৃত্তিধারী এক মুনি। অপর নাম মৌদগল্য। কোন দিন জীবনে ক্রোধের বশবর্তী হন নি। প্রতি পক্ষে স্ত্রীপুত্রাদির সঙ্গে এক দিন আহার করতেন এবং প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে যজ্ঞ করতেন। অতিথিদের এক দ্রোণ করে অন্ন দিতেন ; অবশিষ্ট অন্ন আবার অতিথি এলেই বেড়ে যেত। এক দিন নগ্ন দেহে দুর্বাসা এসে অতিথি হন। সে দিন ভিক্ষায় যা কিছু সংগ্রহ হয়েছিল সব কিছু তিনি দুর্বাসাকে খেতে দেন। দুর্বাসা তৃপ্ত হয়ে খেয়ে বাকি অংশ নিজের দেহে মেখে নেন। মুদ্গল এতেও রাগ করেন না। দিনের পর দিন দুর্বাসা এই রকম করতে থাকেন। মুদ্গল হাসিমুখে সব মেনে নেন ; নির্বিকারে অনাহারে কাটিয়ে দেন। এই ভাবে পর পর ছয়টি পর্বদিনে দুর্বাসা খেয়ে যান। শেষ পর্যন্ত দুর্বাসা সন্তুষ্ট হয়ে মুদ্গলকে সশরীরে স্বর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। স্বর্গ থেকে বিমান এলে মুদ্গল স্বর্গের সুখ সুবিধার কথা জানতে চান। দেবদূতরা স্বর্গে নানা সুখের কথা জানান এবং বলেন সেখানে কোন নতুন কর্ম করা যায় না ; কৃতকর্মের ফলই কেবল ভোগ করতে হয়। অপরের সুখে অসন্তুষ্ট হলে বা কর্ম ক্ষয় হলে আবার পৃথিবীতে পতন হয়। মুদ্গল তখন স্বর্গে যেতে অস্বীকার করেন এবং বলেন কোন দিন যেন শোক দুঃখে পতিত হতে না হয় এই রকম কৈবল্যই তাঁর কাম্য। পরে জ্ঞানযোগে নির্বাণ লাভ করেন। সত্যদ্যুম্ন এঁকে স্বর্ণময় এক গৃহ দান করেছিলেন। জনমেজয়ের সর্পসত্রেও ইনি এক জন পুরোহিত ছিলেন। মৌদগল্যের ইনি পূর্বপুরুষ। একটি মতে মুদ্গল ও মৌদগল্য একই ব্যক্তি। জনমেজয় যজ্ঞে (মহা ১।৪৮।৯) মৌদগল্য এক জন সদস্য ছিলেন।

মুদ্রা—নানা পূজাতে মন্ত্রপাঠের সময় হাতেরপাতা ও আঙুলের বিভিন্ন যে ভঙ্গি করা। এগুলিকে মুদ্রা বলা হয়। মুদ্রা অর্থে যা মুদিত/আনন্দিত করে। এগুলি বিশেষ সঙ্কেত। প্রতিটি মুদ্রার বিশেষ ব্যাখ্যা রয়েছে। কয়েকটি মুদ্রার নাম অঞ্জলি, বন্দিনী, ঊর্দ্ধ, বরাহ ইত্যাদি। নাচেতেও বহু/সঙ্কেত ব্যবহার করা হয়।

মুনি—(১) কশ্যপের স্ত্রী ; এঁর সন্তান যক্ষেরা। গন্ধর্বদেরও মুনির সন্তান বলা হয়। প্রথম গন্ধর্বের নাম ভীমসেন ; (২) অহঃ নামে বসুর ছেলে। (৩) পুরু বংশে কুরু ও বাহিনীর ছেলে :-অশ্ববান অভিষান, চিত্ররথ, জনমেজয় ও মুনি (মহা ১। ৯।৪৪)। (৪) দ্যুতিমানের এক ছেলে। ৫) দ্রঃ কলি।

মুনিবীর — এক জন বিশ্বদেব।

মুর—এক জন দুর্দ্ধর্ষ দানব। দনুর ছেলে। দেবতাদের হাতে মৃত অসুরদের দেহ গাদা হয়ে রয়েছে দেখে ব্রহ্মার তপস্যা করেন। ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হলে ইনি বর চান যুদ্ধে যাকে স্পর্শ করবেন অমর হলেও সে যেন তৎক্ষণাৎ মারা যায়। এঁর সাত হাজার

ছেলে। প্রাক্‌জ্যোতিষপুরের রাজা নরক এঁর বন্ধু। প্রাক্‌জ্যোতিষপুরের সীমান্ত রক্ষী হন। নিজের ছেলেদের মধ্যে দশজনকে প্রাসাদে রাণীদের পাহারা দেবার জন্য রাখেন। প্রাক্‌জ্যোতিষপুর সীমান্ত তলোয়ার মত শাণিত ছ হাজার দড়ি দিয়ে বেঁধে সুরক্ষিত করে রাখেন। মুর ক্রমশ তারপর উদ্ধত হয়ে উঠতে থাকেন এবং মেরু পর্বতে গিয়ে যক্ষ ও গন্ধর্বদেব যুদ্ধে ডাক দেন। পরে স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্রকে ডাক দেন। ইন্দ্র ভয়ে পৃথিবীতে পালিয়ে যান। মুর স্বর্গে রাজা হন। মুরের সঙ্গে ময়, তার ইত্যাদি দানবরাও অবস্থান করতে থাকেন। দেবতারা সকলে যমুনার তীরে এসে আশ্রয় নেন। এর পর মুর পৃথিবীতে সরযূতীরে এসে যজ্ঞরত সূর্যবংশীয় রাজা রঘুকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। বশিষ্ঠ তখন বুঝিয়ে বলেন মানুষের সঙ্গে লড়াই করে কোন লাভ হবে না। বরং অন্তককে (যম) হারাতে পারলে ত্রিভুবন জয় করা হবে। যম এদিকে জানতে পেরে বিষ্ণুর কাছে ছুটে যান। বিষ্ণু যমকে বলে দেন মুর এলে মুরকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে। যম ফিরে আসেন এবং বিষ্ণুর কথা মত কাজ করেন। মুর বিষ্ণুকে আক্রমণ করতে আসেন। বিষ্ণু ইতি মধ্যে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর আক্রমণ করেন; মুর খবর পেয়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে ছুটে আসেন এবং এখানে যুদ্ধে সুদর্শন চক্রে মুর ও নরকাসুর নিহত হন। মুরের ছেলেরাও পতঙ্গের মত মারা যায়। দ্রঃ মুরাসুর। (২) তালজঙ্ঘের ছেলে; রাজধানী চন্দ্রাবতী। ব্রহ্মার মত তেজস্বী অসুর। এমন কি বিষ্ণুকেও এক বার হারিয়ে দেন। বিষ্ণু হেরে গিয়ে বদরিকাশ্রমের কাছে সিংহবতী গুহাতে গিয়ে ঘুমতে থাকেন। এখানেও এই মুর ছুটে আসেন। বিষ্ণু তখন মারাতে এক দেবীর সৃষ্টি করেন। এই দেবীর হাতে মুর মারা যান। বিষ্ণু এই দেবীর নাম দেন একাদশী।

(৩) এক জন যাদব রাজা ... প্রতিবাসী। এই মুরের মেয়ে কামকটঙ্কটা, ঘটোৎকচের স্ত্রী। (৪) প্রাচীন ভারতে একটি নগরী।

মুরজ—দ্রঃ মৃদঙ্গ।

মুরলী প্রাচীন বাঁশি। শ্রীকৃষ্ণ বাজাতেন। শাস্ত্রমতে ২৪ আঙুল লম্বা। এক ধরণের আড়বাঁশি। এতে স্বরবন্ধ চারটি, আওয়াজ গম্ভীর। সপ্তবন্ধ বাঁশির ব্যবহার ছিল ব্যাপক।

মুরারি -(১) পিতা বর্ধমাঙ্ক, মা তন্তুমতী, গোত্র মৌদ্গল্য। মোটামুটি খৃঃ ৯০০ শতকের প্রথম অংশে। ভবভূতির পর। এক মাত্র নাটক অনর্ঘরাঘব। (২) মুর অসুরকে নিহতকারী; কৃষ্ণ।

মুরাসুর—মুরের (দ্রঃ) সাত ছেলে অন্তরীক্ষ, তাম, শ্রবণ, বসু, বিভাবসু, নভস্বান, অরুণ। পিতার মৃত্যুর পর এই ছেলেদের সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাদ দেখা দেয় এবং কৃষ্ণের হাতে এঁরা নিহত হন।

মুষ্টিক- কংসের এক অনুচর। বলরামের হাতে নিহত হন।

মুসল—বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মবাদী এক ছেলে।

মুহূর্ত—৩০ মুহূর্তে এক অহোরাত্র। দ্রঃ কাল।

মূক—(১) তক্ষক বংশে একটি সাপ। সর্প যজ্ঞে নিহত। (২) এক জন অসুর; বরাহ রূপ ধরে তপস্যারত অর্জুনের সামনে এসে শিব ও অর্জুনের যুগপৎ আক্রমণে

নিহত হন ; এবং কিরাত বেশী শিব দাবি করেন বরাহটিকে তিনি মেরেছেন (মহা ৩।৪০।৭)। (৩) এক জন চণ্ডাল। পিতামাতাকে ভক্তি করতেন। নরোত্তম নামে এক ব্রাহ্মণ এঁর কাছে ধর্মোপদেশ শুনতে আসেন।

মূর্তি—দক্ষের এক মেয়ে। ধর্মের স্ত্রী। ছেলে নর ও নারায়ণ।

মূর্তিপূজা—বেদে সরাসরি কোন মূর্তি পূজা নাই। কিন্তু বহু দেবতাদের মূর্তি বিগ্রহ কল্পিত হয়েছে। আদিবাসীদের মধ্যে কিন্তু মূর্তি পূজা প্রচলিত ছিল। আর্যেরা এই মূর্তিপূজার (শিশ্নদেবতা, মূরদেবতা) নিন্দা করলেও ক্রমশ যেন প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিভিন্ন যাগযজ্ঞে আর্যেরা কোন প্রতিমা গঠন করে পূজা করতেন সে রকম কোন প্রমাণ নাই। সাক্ষাৎ দেবতা অগ্নি নিয়েই তাঁরা কাজ করতেন। যজুর্বেদে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা ও মন্দির নির্মাণ ইত্যাদি কিছুই নাই। ঋক্‌বেদ ইত্যাদিতে কল্পিত দেবতার কোন প্রতিমা তৈরি হত না।

খৃষ্টাব্দ আরম্ভ হবার আগে থেকে এই মূর্তিপূজা আর্যদের মধ্যে ছড়াতে থাকে। প্রথম যুগের এই সব মূর্তি কিন্তু কোন বৈদিক দেবতা নন : এঁরা ছিলেন স্থানীয় লৌকিক দেবতা ; ভারতের মূল অধিবাসীদের দেবতা, এগুলি যক্ষনাগাদি নানা দেবতা। এগুলি প্রাকৃত জনগণের ভক্তির পাত্র বা উপাস্য দেবতা। এই প্রথার অনুকরণে আর্যদের মধ্যে রাজসিক ও তামসিক শাখায় বিষ্ণু, শিব, শক্তি ইত্যাদি এবং অন্যান্য দেবতাদের প্রতিমা গঠন করে পূজার ব্যবস্থা হয়েছিল মনে হয়। কতকটা যেন বর্তমানের বারোয়ারি পূজা মত :-ক্লাবে যেমন বর্তমানে মস্তানদের পছন্দ মত মূর্তি গঠিত হয় এবং পূজা করেন হয়তো পেটের দায়ে বাধ্য হয়ে ব্রহ্মবাদী সাত্ত্বিক কোন ব্রাহ্মণ। বুদ্ধমূর্তির পূজা ইত্যাদিও প্রচলিত হবার মূল যুক্তি প্রাকৃত জনকে চমক লাগান এবং দলভুক্ত করা এই অসাত্ত্বিক একটা প্রয়াস।

খৃষ্ট পূর্ব যুগে যে সব প্রতিমা পূজিত হত সেগুলি সাধারণত মাটি, কাঠ দিয়ে তৈরি বা পটে আঁকা, ফলে কোন প্রত্নবস্তু পাওয়া সম্ভব নয়। এগুলি অবশ্য কোন সাম্প্রদায়িক দেবতা নন। প্রথম কনিষ্কের তৃতীয় রাজ্য সম্বৎসরে মথুরায় নির্মিত বুদ্ধমূর্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। খৃষ্ট পূর্ব যুগের এবং খৃষ্টীয় প্রথম যুগের যে সব পাথরের প্রতিমা পাওয়া গেছে সেগুলি বেশির ভাগই যক্ষনাগাদি দেবতার। এমন কি উপরে উল্লিখিত বুদ্ধমূর্তিটিও এই যক্ষ নাগাদি শ্রেণীর মূর্তি। নাগ মূর্তির একটা অর্থ বোঝা যায়, শিশ্নদেব ইত্যাদির অর্থ স্পষ্ট। কিন্তু যক্ষমূর্তি কেন গৃহীত/স্বীকৃত হয়েছিল বোঝা যায় না।

বৌদ্ধধর্মের দ্বিতীয় যুগে গান্ধার ও মথুরাতে বুদ্ধমূর্তি ও অন্যান্য মূর্তি তৈরি হতে থাকে। বৌদ্ধমূর্তিগুলির একটা অংশ যেতে থাকে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলিতে আর একটা অংশ যেতে থাকে সাধারণ গৃহস্থের বাড়িতে। লৌকিক দাবি মেটাবার জন্য না শ্রমণপুরোহিত সম্প্রদায়ের দাবিতে না শিল্পীরা তাঁদের সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন এবং মিষ্টান্নম্ ইতরে জনাঃ মত প্রাকৃত জন এই সব মূর্তি লুফে নিচ্ছিলেন এ কথা আজ বলা অসম্ভব। বুদ্ধের বহুমূর্তি তৈরি হয়েছিল কেবল বিহার, চৈত্যগৃহ, স্তূপ ইত্যাদির শোভা বৃদ্ধির জন্য। মধ্যযুগে বজ্রযানপন্থী তান্ত্রিক বৌদ্ধদের নির্দেশে অগণিত প্রতিমা কল্পিত ও নির্মিত হয়েছিল। জৈন ধর্মেও প্রথমে কোন

প্রতিমা ইত্যাদি ছিল না। পরে ক্রমশ তীর্থঙ্কর, শাসন দেবতা, যক্ষিণী প্রভৃতি অসংখ্য দেবতা ও দেবকল্প বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা ও পূজা চালু হতে থাকে।

হিন্দুধর্মের প্রতিমাগুলির সৃষ্টি হয়ে ছিল একটু অন্য ভাবে; এগুলি গৌতম বুদ্ধ, পার্শ্বনাথ ইত্যাদি কোন ব্যক্তি বিশেষকে কেন্দ্র করে মূর্তিধারা গঠনের স্রোত নয়: বাসুদেব বিষ্ণু-নারায়ণকে কেন্দ্র করে উত্তরগুপ্তযুগে ও পরবর্তী কালে বৈষ্ণব মূর্তি ধারা গড়ে ওঠে। প্রাক্ ও উত্তর বৈদিক শিব ও বৈদিক রুদ্রকে আশ্রয় করে শৈবমূর্তির ধারা গড়ে ওঠে। শক্তি, সূর্য ও গণপতিকে কেন্দ্র করে অনুরূপ মূর্তি ধারা গড়ে ওঠে কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় শিল্পী বা ভাস্করের নান্দিক সাধনা মূল কথা ছিল, না পুরোহিত ও যজমানের দাবি বড় ছিল। পাঞ্চাল ইত্যাদি নানা স্থানে প্রাপ্ত মুদ্রায় ও সিলমোহরে, প্রতীক চিহ্নে ইত্যাদি যা কিছু পাওয়া যায় সেগুলির সঙ্গে মূর্তিপূজার বিশেষ কোন সম্পর্ক আছে এ কথা মেনে নেওয়া খুব কঠিন। ভাজা, অনন্তগুম্ফা বুদ্ধগয়া ইত্যাদিতে বহু মূর্তি ক্ষোদিত বা চিত্রিত রয়েছে; এগুলি শিল্পীর নান্দিক মুক্তি বা কোন রাজা/শ্রেষ্ঠীর রাজসিক পদক্ষেপ? এগুলির সঙ্গে মূর্তি-পূজার কোন সরাসরি যোগ ছিল বিশ্বাস হয় না। মূর্তি পূজা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। দেবতাদের সাযুজ্য লাভ বা একটা ধর্মীয় পরিতৃপ্তি এই মূর্তি পূজার মূল উৎস। প্রতিমাকারের অর্থলাভ এবং রাজসিক পূজার মাধ্যমে ধনবণ্টনের দুর্বার নীতিও মস্ত বড় একটা প্রাণশক্তি রূপে সব সময় কাজ করেছে। শকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণদের সূর্যপূজা ছড়াতে থাকলে উপানৎ ও গায়ে চাদর যুক্ত বিগ্রহ উত্তর ভারতে নানা স্থানে গঠিত হয় ও পূজিত হতে থাকে। এই সূর্যমূর্তি বিবর্তনে পরে কি রূপ নিয়ে ছিল সে কথা এখানে আলোচ্য নয়; আলোচ্য সূর্য বিগ্রহ এই ভাবে একটি ধারাতে গঠিত হতে থাকে। শক্তি দেবীর পূজা ক্রমশ প্রতীক থেকে মূর্তির দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। খৃষ্টাব্দ আরম্ভের কিছু আগে থেকে শক্তির প্রতীক (যোনি প্রতীক ইত্যাদি) পূজিত হতে থাকে। খৃ-পূ ৩-শতক থেকে খৃ-১ শতক পর্যন্ত প্রাচীন মুদ্রায় ইত্যাদি বহু স্থানে দেবী হিসাবে গজলক্ষ্মী ছিল। কিন্তু এঁর প্রতিমা গঠিত হয়ে পূজা হত কিনা কোন প্রমাণ নাই। খৃষ্টপূর্ব যুগের শক্তি ধারার কোন প্রতিমা মূর্তি আজও পাওয়া যায় নি।

উদয়গিরির গুহাগাত্রে মহিষাসুরমর্দিনীর (খৃ ৫-শতক) মূর্তি ক্ষোদিত রয়েছে। সিংহবাহিনী রূপের অন্যতম প্রধান নিদর্শন গুপ্ত সম্রাট প্রথম ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সুবর্ণমুদ্রায় অঙ্কিত মূর্তি। কিন্তু এই প্রতিমা রূপে কোথাও পূজা হত কিনা জানা নাই। কতকটা বর্তমানে ভারতমাতার মূর্তি মত। বহু ছবিতে এই মূর্তি রূপায়িত দেখা যায়, কিন্তু এই প্রতিমা পূজা আজও চালু হয় নি। এর পরবর্তী যুগে প্রতিমা গঠনে বিস্ময়কর বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য দেখা দিতে থাকে। বাঙলার কালী প্রতিমা অর্বাচীন; বৌদ্ধ দেবতা নৈরাত্মার সঙ্গে মিল থাকলেও কালীপ্রতিমা শক্তি সাধকের কল্পনার-কন্যা। গণপতি মূর্তি পূজাও অর্বাচীন। গুপ্তযুগ থেকে এঁর মূর্তি পাওয়া যায়। প্রাচীন যক্ষ ও নাগপূজার প্রতিমা দুটি এক সঙ্গে মিলিত হয়ে এই লম্বোদর গজানন মূর্তি। প্রাচীন যক্ষ মূর্তিগুলিও লম্বোদর এবং নাগ শব্দের একটি অর্থ হাতীও বটে।

খৃষ্ট পূর্ব যুগের কোন বিষ্ণু মূর্তি আজও পাওয়া যায় নি। সেই সময়ে

পাঞ্চাল দেশে বিষ্ণুমিত্রের তাম্রমুদ্রায় চতুর্ভুজ দেবতা মূর্তি অঙ্কিত ছিল কিন্তু এই বিগ্রহ পূজা হত কিনা জানা যায় না। প্রাচীন বিদিশায় (বেস নগর) হেলিয়দোর স্থাপিত গরুড়-ধ্বজ স্তম্ভ থেকেপ্রমাণ হয খৃ-পূ ২-শতকেসেখানে বাসুদেব-বিষ্ণুর পূজাব মন্দির ছিল এবং সম্ভবত মন্দিবে বিগ্রহও ছিল। বিগ্রহ ছিল এইটিই যেন সত্য। গুপ্ত যুগ ও এর অব্যবহিত পূর্বে ও পরবর্তী কালের এবং মধ্য যুগের বহু প্রকারের বিষ্ণু মূর্তিও পাওয়া গেছে। বৈখানসাগমে এবং মূর্তিতত্ব সম্বলিত বহু গ্রন্থে এই সব বিগ্রহ মূর্তির বিশেষ বিবরণ রয়েছে। পাঞ্চরাত্র সাধকদের ধর্মাচরণে বিগ্রহের স্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এঁরা অর্চনার যোগ্য প্রতিমা অর্চা-পূজা করতেন : গণ্ডকী ইত্যাদি নদীগর্ভ থেকে শালগ্রাম শিলা ইত্যাদি এবং বিষ্ণু ও তাঁর দশ-অবতার সম্বলিত বিষ্ণু পট্টও পূজা করতেন।

প্রাক্‌বৈদিক যুগে আদি শিবের লিঙ্গ-প্রতীক পূজা চালু ছিল। মহাকাব্য ও পুরাণাদি যুগেও শৈবদের মধ্যে এই পূজা প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই লিঙ্গরূপ বহু ক্ষেত্রে বাস্তবধর্মী হবার ফলে সমাজ ঠিক সাধারণভাবে এটি গ্রহণ করতে পারছিল না। অন্ধ্রে গুডিমল্লম গ্রামে প্রাপ্ত খৃ-পূ প্রথম শতকের দ্বিভুজ শিবমূর্তি যুক্ত বাস্তবধর্মী বৃহৎ লিঙ্গমূর্তি পাওয়া গেছে। এটি প্রস্তর নির্মিত ; আজও এখানে যথাবিহিত পূজা হয়। খৃষ্টাব্দের প্রথম শতকে কুষাণ রাজাদের মুদ্রায শিব ও বাহন বৃষের মূর্তি দেখা যায়। গুপ্তযুগ থেকে শিবের এই বাস্তবধর্মিতা সম্পূর্ণ চাপা পড়ে যায় ; পূজা সারা ভারতে ব্যাপক ভাবে ছড়িযে যায় এবং লিঙ্গ-প্রতীক পূজা হতে থাকে। মূর্তিশাস্ত্রে শিব লিঙ্গ নির্মাণের বিধি সবিস্তারে দেওয়া আছে এবং শিবের সংহার মূর্তি, অনুগ্রহমূর্তি দক্ষিণামূর্তি, নৃত্যমূর্তি, সদাশিব মূর্তি ও মহাসদাশিব মূর্তির বিবরণ এই সব গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই সব বর্ণনা অনুসারে মধ্যযুগীয় বহু শিব মূর্তি ও পাওয়া গেছে। এগুলি সাধারণত কুলদেবতা রূপে পূজিত হতেন। সাধারণ শিবমন্দিরে কিন্তু এই সব মূর্তি বিরল।

এ ছাড়া আর এক শ্রেণীর মূর্তি দেখা যায় এগুলি সমন্বয় শ্রেণীর মূর্তি। এগুলি সবই খৃষ্টাব্দ আরম্ভের পরবর্তী কালের ; বিশেষত গুপ্ত ও তৎপরবর্তী যুগের। এই জাতীয় প্রথম প্রচেষ্টা দেখা যায় এক হেফথালাইট হূণ সর্দারের একটি মুদ্রিকাতে ; এখানে শিব, বিষ্ণু, ও মিহির সমন্বিত হয়েছেন। কিন্তু এ জাতীয় কোন বিগ্রহ পাওয়া যায় নি। ত্রিমূর্তি, অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্তি, দার্শনিক সমন্বয়ের চেষ্টা না শিল্পীর নান্দিক বিলাস কোনটি সত্য বলা কঠিন। এই সমন্বয় পর্যাযে হরিহর, সূর্যনারায়ণ, মার্তণ্ড ভৈরব, হরিহরসূর্য, বুদ্ধশিব লোকেশ্বর ইত্যাদি বহু মূর্তি পাওয়া গেছে। এগুলিও মধ্যযুগের এবং এগুলির মূল উৎস কট্টর বৈষ্ণবের শীতলার চরণামৃত খাওয়ার মত বা এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি মতবাদের প্রতিফলন।

ভারতীয় এই মূর্তি পূজায় বিদেশী প্রভাব কিছুটা ছিল এ হয়তো তর্কের খাতিরে গ্রহণ করতে হতে পারে। কিন্তু তবু বলতেই হয় মূর্তিপূজা (পৌত্তলিকতা নয়) একান্তই ভারতীয়। মূর্তিপূজার মধ্যে একটা নান্দিক পরিতৃপ্তি, অহমিকার মুক্তি, দেবতার সাযুজ্য লাভ এবং আনন্দঘন একটা আত্মনিবেদন রয়েছে। মূর্তিপূজার এটি মূল উৎস। আর একটি কারণ যজমানের রাজসিকতা এবং আরো একটি

প্রয়োজনীয়তা প্রতিমা শিল্পী ইত্যাদিকে পোষণের মাধ্যমে ধন বণ্টন।

মূলক—মূলা নক্ষত্রে জন্ম কুম্ভকর্ণের ছেলে। অশুভ নক্ষত্রে জন্ম মনে করে কুম্ভকর্ণ সন্তানকে পরিত্যাগ করেন। মধুমক্ষিকারা এই শিশুকে পালন করে। সীতার হাতে মৃত্যু হয়।

মূষিক—এক দরিদ্র ব্যক্তি বিশাখিল নামে এক শ্রেষ্ঠীর কাছে গিয়ে দেখেন শ্রেষ্ঠী তাঁর স্বজাতীয় একটি যুবককে ভর্ৎসনা করছেন। বার বার তাকে অর্থ দিলেও ছেলেটি কিছু করতে পারেনি। শ্রেষ্ঠী বলেন বুদ্ধি থাকলে সামনে পড়ে থাকা মরা ইঁদুরটি নিয়েও ব্যবসা করে অর্থ উপার্জন করা যায়। দরিদ্র ব্যক্তিটি এই কথা শুনে শ্রেষ্ঠীর কাছ থেকে মরা ইঁদুরটি চেয়ে নেন এবং এক ধনীকে তাঁর বিড়ালের খাবারের জন্য ইঁদুরটি দিয়ে পরিবর্তে দুই 'ভার' ছোলা পান। এই ছোলা ভেজে তারপর পথের ধারে বসে থাকেন এবং কাঠুরেদের এই ছোলাভাজা বিক্রি করে কাঠ সংগ্রহ করে বিক্রি করতে থাকেন। নিয়মিত ছোলা কিনে বিক্রি করতে করতে এবং উদ্বৃত্ত কিছু কাঠও জমা হয়। ইতি মধ্যে এক দিন খুব বেশি বৃষ্টি হলে এই জমা কাঠ ও চড়া দামে বিক্রি হয়ে যায়। এবার যে অর্থ পান সেই অর্থে এক মুদিখানা সুরু করেন এবং ক্রমশ এই ভাবে ধনী হয়ে ওঠেন। মূষিক নিয়ে ব্যবসা সুরু করেছিলেন বলে নাম মূষিক।

মূষিকাদ—কশ্যপ কদ্রুর ছেলে। নারদ এঁর সঙ্গে মাতলির পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

মৃগ—ক্রোধবশার ৯টি মেয়ে :—মৃগী, মৃগমন্দা, হরি, ভদ্রমনা, মাতঙ্গী, শার্দূলী, শ্বেতা, সুরভি, সুরসা (মৎস্য ১৬০।৫৯) ; একটি মতে এবং কদ্রু ও। মৃগীর সন্তান মৃগ।

মৃগদাব—দ্রঃ সারনাথ।

মৃগব্যাধ—(১) মহাদেব ব্যাধ/মৃগব্যাধ রূপ ধরে তপস্যারত পরশুরামকে পরীক্ষা করতে আসেন এবং শেষ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে ধনুর্বিদ্যা দান করেন। (২) একাদশ রুদ্রের এক জন।

মৃগাবতী—দ্রঃ অলম্বুষা।

মৃতসঞ্জীবনী—লক্ষ্মণ মারা গেলে হনুমান এই গাছ নিয়ে আসেন। হিমালয়ে যেখানে মহাদেব বসে তপস্যা করতেন সেখান থেকে ৯০০০ যোজন উত্তরে হেমকূট ও রূপকূট পাহাড় রয়েছে। এইখানে ঋষভবর্ষে কারস্কর গাছ দুর্বাসার শাপে এক জন রাজা মাথা নীচের দিকে করে ঝুলে ছিলেন। হনুমান এঁকে স্পর্শ করলে রাজা শাপমুক্ত হয়েছিলেন। এই হেমকূট থেকে আরো উত্তরে নিষধ পাহাড। নিষধ পাহাড় থেকে আরো উত্তরে মহামেরু। চারটি পাহাড় মন্দর, মেরুমন্দর, সুপার্শ্ব ও কুমুদ মহামেরুকে ধারণ করে আছে। মহামেরুর উত্তরে একটি সুউচ্চ অশ্বত্থ বৃক্ষ। এবং এর উত্তরে নীল মহাগিরি : এরও অপর দিকে ঋষভাদ্রি। এই ঋষভাদ্রি পর্বতে শল্যহরণী, বিশল্যকরণী; সন্ধানকরণী ও মৃতসঞ্জীবনী ইত্যাদি বহু গাছ পাওয়া যায়। শিবের এক জন পারিষদ ও সুদর্শন চক্র এই সব গাছগুলিকে পাহারা দেয়।

মৃত্যু—অধর্মের স্ত্রী হিংসা, ছেলে অনৃত এবং নিকৃতি। এদের থেকে জন্মায় ভয়, নরক, মায়া ও বেদনা। মায়ার ছেলে মৃত্যু। মৃত্যুকে বহু জায়গায় নারীও বলা হয়েছে। অন্য মতে নিকৃতির তিন ছেলে ; এদের এক জনের নাম মৃত্যু। মৃত্যুর কোন

স্ত্রী বা সন্তান নাই।

অন্য মতে ব্রহ্মার ক্রোধ জাত দেবী। সৃষ্টির পর ব্রহ্মা সংহারের কথা ভাবতে থাকেন এবং তাঁর রাগ থেকে আগুন সৃষ্টি হয়ে সমস্ত জগৎ পোড়াতে থাকে। সৃষ্টি রক্ষার জন্য মহাদেব প্রার্থনা করলে ব্রহ্মা নিজের দেহে এই আগুন ধারণ করেন। ফলে ব্রহ্মার সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার থেকে পিঙ্গবর্ণ, রক্তচক্ষু, রক্তমুখ, স্বর্ণকুণ্ডলধারিণী মৃত্যু দেখা দেন। জীবদের সংহারের জন্য ব্রহ্মা এঁকে নিযুক্ত করেন। অন্য মতে জীবদের ভারে পৃথিবী অস্থির হয়ে ব্রহ্মার কাছে আসেন। ব্রহ্মার সভাতে তখন রুদ্র ও নারদ ছিলেন। ব্রহ্মা প্রথমে সম্মত হন নি কিন্তু পরে এঁদের দু জনেরও চাপে বিশ্বপ্রকাশ (আলো) থেকে একটি নারীকে/মৃত্যুকে সৃষ্টি করেন। কিন্তু এই নারী জীব নিধনে অসম্মত হয়ে কাঁদতে থাকেন; ব্রহ্মা এঁর এই অশ্রুবিন্দুগুলি সংগ্রহ করে রাখেন। মৃত্যু তার-পর ধেনুক ঋষির আশ্রমে গিয়ে তপস্যা করতে থাকেন। ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে যান বা এঁকে ডেকে পাঠান এবং ঠিক হয় কোন সুস্থ প্রাণীকে বধ করতে হবে না। ব্রহ্মার কাছে অভয় হবার বর চান। ব্রহ্মা বোঝান এ কাজে তাঁর কোন পাপ হবে না; ধর্ম তাঁকে পবিত্র রাখবে; এবং যম ও ব্যাধি সকলেই তাঁকে সাহায্য করবেন। ব্রহ্মা ও দেবতাদের বরে তিনি নিষ্পাপ ও খ্যাতি সম্পন্ন হবেন। ঠিক হয় লোভ ক্রোধ, অসূয়া, দ্রোহ, মোহ, অলজ্জা ইত্যাদি কোন দেহে এসে উপস্থিত হলে মৃত্যু তখন তাকে সংহার করবেন। মৃত্যুর যে অশ্রু বিন্দুগুলি ব্রহ্মা সংগ্রহ করে রেখে ছিলেন সে-গুলিকে ব্যাধিতে পরিণত করে মৃত্যুকে ফিরিয়ে দেন এবং সঙ্গী হিসাবে যমকেও দেন।

মৃৎশিল্প—হরপ্পা সভ্যতা ২৭৫০ খৃ-পূ। এই সময়ে ভারতে মৃৎ শিল্প প্রচলিত ছিল। এগুলি সাময়িক প্রয়োজন মেটাত। চীন, ইরান, মধ্যপ্রাচ্য ইত্যাদির মত এই শিল্পে বিশেষ কোন উৎকর্ষতা দেখা যায়নি।

মৃদঙ্গ—দ্রঃ মাদল। খাদির শ্রেষ্ঠ; অন্য দারুজ ও হয়। রক্ত চন্দনজ গভীর ধ্বনি তোলে। মৃত্তিকা নির্মিত ও হয়। মধ্যে একটু মোটা। সার্দ্ধহস্ত প্রমাণ দীর্ঘ ১১।১২ আঙুল বাম মুখ, ১/২ আঙুল ছোট দক্ষিণ মুখ। ছমাস বয়স ছাগ চর্ম দ্বারা এই দুটি মুখ। মর্দলক (মৃদঙ্গ অর্থে) সর্ব বাদ্যোত্তম এবং এর সংযোগে সমস্ত বাদ্য শোভন হয়। সঙ্গীত দামোদরে মর্দলের বাম মুখ ১৩ আঙুল এবং দক্ষিণ মুখ ১২ এবং মুরজের ১৮ আঙুল ও ১৭ আঙুল।

মৃষা—অধর্মের স্ত্রী: সন্তান দম্ভ ও মায়া।

মেখলা—প্রাচীন দেশ। এখানকার লোকেরা ভীষ্মের দেহরক্ষী ছিলেন। কোসল রাজের অধীনে এদের একটি বাহিনী ছিল। কর্ণ এক বার এই দেশ জয় করেছিলেন; পূর্বে এঁরা ক্ষত্রিয় ছিলেন। ব্রাহ্মণদের উপেক্ষা করাতে শাপে পরে নীচ জাতিতে পরিণত হন।

মেগাস্থিনিস—সম্ভবত খৃ-পূ ৪ শতকে। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলীপুত্রে এসেছিলেন। এঁর গ্রন্থ ইণ্ডিকা বর্তমানে লুপ্ত। মেগাস্থিনিস বলে গেছেন ভারতে দাস প্রথার অভাব, চুরি সে সময়ে ছিল না। ভারত কোন দিন অপর জাতিকে আক্রমণ করেনি। পৌরশাসন ও সামরিক সমিতিগুলিরও কিছু বিবরণ তাঁর লেখাতে পাওয়া যায়।

মেঘদূত—কালিদাসের একটি কবিতার বই। একটি দীর্ঘ কবিতা ; ছন্দে ও শব্দচিত্রে অতুলনীয়।
মেঘনাদ—দ্রঃ ইন্দ্রজিৎ।
মেঘবর্ণ—ঘটোৎকচের ছেলে। অশ্বমেধের ঘোড়া নিয়ে অর্জুনের সঙ্গে বার হয়েছিলেন।
মেঘশর্মা—সূর্যভক্ত এক ব্রাহ্মণ : শন্তনুর রাজত্বে অনাবৃষ্টি হলে সূর্যের আরাধনা করে বৃষ্টি আনেন।
মেঘহাস—রাহুর ছেলে। বিষ্ণু রাহুর গলা কেটে ফেলেছেন শুনে গৌতমী নদীর তীরে গিয়ে তপস্যা করতে থাকেন। এই তপস্যার ফলে রাহু গ্রহ হিসাবে গণ্য হন।
মেধস্ মুনি—দ্রঃ সুরথ, চট্টগ্রাম। এই ঋষি বর্ণিত দেবী মাহাত্ম্যই চণ্ডীপুস্তক।
মেধা—দক্ষ প্রসূতির মেয়ে ; ধর্মের স্ত্রী।
মেধাতিথি—প্রজাপতি বিশ্বকর্মার দুই মেয়ে সুরূপা ও বর্হিষ্মতী ; প্রিয়ব্রতের স্ত্রী। সুরূপার ছেলে মেধাতিথি ইত্যাদি। প্রিয়ব্রতের পর মেধাতিথি প্লক্ষদ্বীপে রাজা হন। মেধাতিথির ছেলে শান্তহয়, শিশির, সুখোদয, আনন্দ, শিব, ক্ষেমক, ও ধ্রুব। এঁরা প্রত্যেকে রাজা হন ; এঁদের রাজ্য শান্তহয়বর্ষ, শিশিরবর্ষ ইত্যাদি। এই সাতটি রাজ্যের সীমা হিসাবে সাতটি পাহাড় ছিল গোমেধ, চান্দ্র, নারদ দুন্দুভি, সোমক সুমন ও বৈভ্রাজ।

(২) পুরু বংশে ভদ্রাশ্ব (২)-মতিনার(৩)-প্রতিরথ ৪)-কণ্ব(৫)-মেধাতিথি। ইনি রাজর্ষি হন। মেধাতিথির ছেলে দুষ্মন্ত (শকুন্তলার স্বামী) ও প্রবীর। ঋক্‌বেদে ১ মণ্ডলে সূক্ত ১২, ৪র্থ অনুবাক এই মেধাতিথির রচনা ; এখানেও কণ্বের ছেলে বলে উল্লিখিত। ইন্দ্র একবার মেষরূপে এই মেধাতিথির সোমরস পান করেন ; ফলে মেধাতিথি ইন্দ্রকে মেষ নাম দেন (১ম মণ্ডল ঋক্)। মহাভারতে ইন্দ্রের সভাসদ। শান্তিপর্বে মেধাতিথির এক ছেলে কণ্ব।
(৩) বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতীর পিতা ; চন্দ্রভাগা নদীর তীরে বাস করতেন। জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ করেছিলেন। (৪) একটি নদী ; এই নদীতে অগ্নির জন্ম।
মেধাবী—বালধি মুনির বহুদিন সন্তান হয়নি। কঠোর তপস্যা করে ছেলে হয়। শিশুকাল থেকেই অত্যন্ত বুদ্ধিমান ফলে নাম মেধাবী। এক দিন চৈত্ররথ উদ্যানে. মঞ্জুঘোষা/শুচিস্মিতা অন্যান্য অপ্সরাদের সঙ্গে খেলা করছিলেন। কাছেই মেধাবী তপস্যা করছিলেন। মঞ্জুঘোষা মেধাবীকে দেখে মুগ্ধ হযে সামনে গিয়ে নাচতে ও গান করতে থাকেন। মেধাবীও মুগ্ধ হয়ে যান ; দু জনে এক সঙ্গে বাস করতে থাকেন। তার পর এক দিন মঞ্জুঘোষা দেবলোকে যাবার অনুমতি চান। মুনি সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন। সকালে আবার অনুরোধ করলে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন। মঞ্জুঘোষা তখন ব্যস্ত হযে বলেন ৫৫ বছর ৯ মাস তিন দিন এই ভাবে কেটে গেল ; আর কত দিন তিনি অপেক্ষা করবেন। মুনি তখন হিসাব করে দেখেন এবং এই দীর্ঘকাল তপস্যা ত্যাগ করতে হয়েছে বলে রাগে শাপ দেন রাক্ষসী হয়ে থাকতে হবে। পরে অনুনয় করলে বলেন চৈত্রকৃষ্ণ একাদশীতে উপোস করলে শাপ মোচন হবে। ঋক্‌বেদে অশ্বিনীদেবরা এই মেধাবীকে ধান্য দান করেছিলেন। (২) একটি

ব্রাহ্মণ বালক ; পিতাকে দর্শন উপদেশ দিয়েছিলেন।

মেদিনী—দ্রঃ মধুকৈটভ।

মেনকা—প্রসিদ্ধ সুন্দরী অপ্সরা। বহু মুনির তপস্যা নষ্ট করেছেন। বিশ্বাবসুর ঔরসে মেনকার একটি মেয়ে হয় ; শিশুকে নদী তীরে ফেলে দিয়ে স্বর্গে চলে যান ; স্থূলকেশ পালন করেন ; মেয়েটি প্রমদ্বরা ; রুরুর স্ত্রী। আবার ইন্দ্রের নির্দেশে বিশ্বামিত্রের তপস্যা নষ্ট করেন ; একটি মেয়ে হয় ; বিশ্বামিত্র তখন মোহ কাটিয়ে আবার তপস্যায় চলে যান। মেনকাও মেয়েটিকে ফেলে দিয়ে যান ; কণ্বমুনি একে পালন করেন ; নাম হয় শকুন্তলা। পুষ্করতীর্থে তপস্যা করার সময় মেনকা আবার বিশ্বামিত্রের তপস্যা নষ্ট করতে আসেন। ১০ বছর এক সঙ্গে কাটানর পর বিশ্বামিত্রের চৈতন্য হয় ; মেনকাকে তখন পরিত্যাগ করেন। এই মেনকা দুর্বাসাকে (দ্রঃ) একটি ফুলের মালা দিয়েছিলেন এবং এই মালার জন্য শেষ পর্যন্ত সমুদ্র মন্থন করতে হয়েছিল। কুবের সভাতে নর্তকী।

মেনা—(১) মেনকা। হিমালয়ের স্ত্রী ; মহামেরু/মেরুর কন্যা ; অত্যন্ত সুন্দরী। নানা পুরাণের হিসাবে মেনকার প্রথম মেয়ে রাগিণী ; দেহ লাল, চোখ লাল ইত্যাদি ; দ্বিতীয় মেয়ে কুটিলা রঙ সাদা এবং পদ্মাক্ষী ; তৃতীয় মেয়ে অত্যন্ত সুন্দরী নাম কালি, রঙ নীল, নীলোৎপল মত চোখ। কালির অপর নাম উমা। আর একটি মেয়ে গঙ্গা এবং একটি ছেলে সুনাভ। আর এক মতে মেনা ও মহাদেবের স্ত্রী সতী দুজনে সখী ছিলেন; সতী দেহত্যাগ করলে মেনকা কঠোর তপস্যা করেন। তুষ্ট হয়ে ভগবতী দেখা দিলে মেনকা এক শত ছেলে ও একটি মেয়ে চান। ভগবতী এই বর দেন এবং নিজে মেনকার মেয়ে হয়ে জন্মাবেন বলে যান। ফলে মৈনাকাদি এক শত বীর্যবান ছেলে ও একটি মেয়ে পার্বতী (দ্রঃ) জন্মায়। (২) মিশিত পিতৃদেবদের একটি স্ত্রী স্বধা ; স্বধার মেয়ে মেনা ও ধারিণী, এঁরা দুজনেই শিক্ষিতা, ধার্মিক ও ব্রহ্মবাদী।

মেরু—পৃথিবীর কেন্দ্রস্থানে অবস্থিত একটি পাহাড়। অপর নাম সুমেরু, মহামেরু, হিমাদ্রি ইত্যাদি। পর্বতদের অধিপতি। এখানে মাঝখানে মনোবতী ব্রহ্মলোক ; ব্রহ্মা থাকেন। পূর্বে অমরাবতী ; ইন্দ্র থাকেন। দ-পূর্বে অগ্নির তেজোবতী ; দক্ষিণে সংযমনীতে যম ; দ-পশ্চিমে কৃষ্ণাঞ্জনে নিঋতি ; পশ্চিমে শ্রদ্ধাবতীতে বরুণ ; উ-পশ্চিমে গন্ধবতীতে বায়ু ; উত্তরে মহোদয়েতে কুবের এবং উ-পূর্বে যশোবতীতে ঈশান বাস করেন। এখানে সত্যলোক ও বৈকুণ্ঠও অবস্থিত।

অপর মতে হিমালয়ের সুবর্ণময় শৃঙ্গ। সূর্যের থেকে ভাস্বর। চার দিকে দেবতা ও গন্ধর্বরা ঘিরে থাকেন। পাপীরা এখানে আসতে পারে না। এখানে দিব্য উদ্ভিদাদি ও বহু সাপ আছে। পাখীর কাকলীতে ভরা এবং চারদিকে মহামূল্য রত্নরাজি ছড়ান। সূর্য চন্দ্র এই মেরুকেই প্রদক্ষিণ করেন। সপ্তর্ষিরা এখানে উদিত হন ও অস্ত যান। এই মেরুপর্বত স্বর্গকে ধারণ করেছে। এই পাহাড়ের পূর্বে জঠর ও দেবকূট। পশ্চিমে পবমান ও পারিযাত্র, দক্ষিণে কৈলাস ও করবীর, উত্তরে ত্রিশৃঙ্গ ও মকর গিরি পর্বত। মহামেরুর একটি শৃঙ্গ সমুদ্রে এসে পড়ে লঙ্কার (দ্রঃ) সৃষ্টি হয়। দ্রঃ বাসুকি। সূর্য এক বার এখানে একটু বিশ্রাম নেন এবং সন্তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ করেন মহামেরু সোনার মত দেখতে হবে। মহামেরুর দুই মেয়ে আয়তি ও নিয়তি

(ধাতা ও বিধাতার স্ত্রী) দ্রঃ মেরুদেবী। কাছেই এখানে বশিষ্ঠের আশ্রম ছিল। মহামেরুর দক্ষিণ দিকে জম্বু বৃক্ষ রয়েছে। পৃথুর সময় পর্বতদের পক্ষ হয়ে এই মেরু পৃথিবীকে দোহন করে বহু স্বর্ণ রাজা পৃথুকে উপহার দিয়েছিলেন।

মেরুদেবী—মেরুর নয়টি মেয়ে :- মেরুদেবী, প্রতিরূপা, উগ্রদংষ্ট্রা, লতা, রম্যা, শ্যামা, নারী, ভদ্রা ও দেববতী ; এঁরা যথাক্রমে নাভি, কিম্পুরুষ, হরি, ইলাবর্ত্ত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু. ভদ্রাশ্ব ও কেতুমালের স্ত্রী। এঁরা অগ্নীধ্র ও পূর্বচিত্তির ছেলে।

মেরুসাবর্ণি—(১) ৯ম, ১০ম, ১১শ, ও ১২শ মনুদের (দ্রঃ) নাম। দক্ষের একটি মেয়ের গর্ভে দক্ষ, ব্রহ্মা, ধর্ম ও রুদ্রের ঔরসে এঁদের জন্ম। এঁরা মেরুপর্বতে তূমিষ্ট হন ফলে সকলেই মেরু সাবর্নি নামে পরিচিত। (২) এক জন মনু (দ্রঃ) ; এঁর মেয়ে স্বয়ংপ্রভার সঙ্গে সীতা অন্বেষণের সময় হনুমানের দেখা হয়।

মেষ—ইন্দ্র। দ্রঃ মেধাতিথি।

মেষহৃৎ—গরুড়ের এক ছেলে।

মৈত্রাবরুণ—বশিষ্ঠ ও অগস্ত্যের অপর নাম। দ্রঃ মিত্রাবরুণ।

মৈত্রী—দক্ষের এক মেয়ে। ধর্মের স্ত্রী। ছেলে অভয়।

মৈত্রেয়— এক জন বিখ্যাত ঋষি। অত্রি(১)—চন্দ্র(২)—বুধ(৩)—দিবোদাস(২৬)—মৈত্রেয় (২৭)। মৈত্রেয়র ছেলে সোমপা। কাম্যক বন পর্যটন করতে করতে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দেখা করেন। ধৃতরাষ্ট্র এই সময় বিদুরকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং আবার ফিরিয়ে নিয়ে যান। ধৃতরাষ্ট্রের চিত্তের এই অস্থিরতা জানতে পেরে মৈত্রেয় ও ব্যাস দুর্যোধনকে গিয়ে বলেন পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন ; বিরোধ মিটিয়ে নিতে অনুরোধ করেন। কোন উত্তর না দিয়ে দুর্যোধন উরু চাপড়ে মৈত্রয়কে উপেক্ষা করেন। মৈত্রেয় তখন শাপ দেন গদাঘাতে ভীম ঐ উরু ভাঙবেন। যুধিষ্ঠিরের সভাসদ হয়েছিলেন। শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের সঙ্গে দেখা করে যান। কৃষ্ণের মৃত্যুতে যুধিষ্ঠির বিদুরের কাছে ধর্মোপদেশ চাইলে বিদুর তাঁকে গঙ্গাতীরে মৈত্রেয়র কাছে পাঠান।

মৈত্রেয়ী—(১) যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী ; ব্রহ্মবাদিনী। অন্য স্ত্রী কাত্যায়নী ; সাধারণ সতী-সাধ্বী ও সংসার পরায়ণা। বার্দ্ধক্যে যাজ্ঞবল্ক্য সংসার ত্যাগ করবেন ঠিক করে যা কিছু সম্পত্তি ছিল দুই স্ত্রীকে ভাগ করে দিতে চান। মৈত্রেয়ী তখন জানতে চান এই বিষয়সম্পত্তি পেলে অমৃতত্ব পাওয়া যাবে কিনা এবং পাওয়া যাবে না জেনে বলেন 'যেনাহং নামৃতাস্যাম্ তেনাহং কিং কুর্যাম্'। যাজ্ঞবল্ক্য তখন বনে যাওয়া ভুলে গিযে মৈত্রেয়ীকে আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দিতে থাকেন।

মৈত্রেয়। আগামী দিনের বুদ্ধ। বৌদ্ধ শাস্ত্র অনুসারে তিনি বর্তমানে তোষিত স্বর্গে অবস্থান করছেন ; এবং গৌতমবুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর জীবজগতের মুক্তির জন্য পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন। প্রবাদ বৌদ্ধ দার্শনিক অসঙ্গ তোষিত স্বর্গে গিয়ে এঁর কাছে তন্ত্রশাস্ত্রের রহস্য শিক্ষা করেন। খুদ্দনিকায় অন্তর্গত বুদ্ধবংশ গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদে ও 'অনাগত বংশ' গ্রন্থে বলা হয়েছে কেতুমতী সহরে (বর্তমানে বারাণসী) এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশে অজিত নামে ইনি জন্মগ্রহণ করবেন। প্রাচীন শিল্পীরা এর বহু মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন।

মৈনাক—(১) কৈলাসের দক্ষিণে অবস্থিত পাহাড়। (২) কৈলাসের উত্তরে বিন্দু সরোবরের কাছে অবস্থিত। এইখানে ভগীরথ গঙ্গা আনয়নের জন্য তপস্যা করছিলেন। (৩) মেনার (দ্রঃ) ছেলে, পার্বতীর ভাই। মৈনাকের ছেলে ক্রৌঞ্চ। পাহাড়দের সত্যযুগে পাখা ছিল; ইচ্ছামত উড়ে বেড়াতেন; ফলে সকলেই এঁদের ভয় করত কোথায় এসে বসবে। ইন্দ্র এক বার রাগে অন্য মতে সকলের অনুরোধে প্রথমে উড়ে বেড়াতে নিষেধ করেন এবং পরে বজ্র যোগে সমস্ত পাহাড়দের পক্ষচ্ছেদ করেন। এই সময় সখা পবন দেবের সাহায্যে মৈনাক সমুদ্রে আত্মগোপন করে পক্ষচ্ছেদ থেকে রক্ষা পান। সেই থেকে সমুদ্রে বাস। হনুমান যখন সাগর লঙ্ঘন করছিলেন তখন পবন দেবের সাহায্যের কথা স্মরণ করে মৈনাক সমুদ্র থেকে মাথা/শিখর তুলে হনুমানকে বিশ্রাম করে যেতে বলেছিলেন। হনুমান ধন্যবাদ দিয়ে এগিয়ে চলে যান। আর এক মতে সগর রাজার ছেলেদের খোঁড়া এলাকা সাগরে পরিণত হয়েছিল এবং সেই সাগরে মৈনাক আশ্রয় পেয়েছিলেন। এই জন্য সগর বংশীয়ের প্রতিও অসীম শ্রদ্ধা ছিল। সেই সগরবংশীয় রামচন্দ্রের দূতকে সাহায্য করার জন্যও উদগ্রীব হয়ে সমুদ্র থেকে মাথা তুলে উঠেছিলেন।

(১) কৈলাসের উত্তরে বিন্দু সরোবরের কাছে অবস্থিত। এইখানে ভগীরথ গঙ্গা আনয়নের জন্য তপস্যা করেছিলেন।

মৈনা—পার্সি শব্দ। সংস্কৃতে মদনের প্রতিরূপ।

মৈন্দ—ভাগবত মতে অশ্বিনীদেবদের ছেলে। সুগ্রীবের এক মন্ত্রী, দয়ালু ও বীর। সীতা অন্বেষণে হনুমান ইত্যাদির সঙ্গে বার হয়েছিলেন। বিন্ধ্য পর্বতে একটি গুহাতে বাস করতেন। দক্ষিণ ভারত জয়ের সময় সহদেব এখানে আসেন এবং যুদ্ধে পরাজিত হন। সন্তুষ্ট হয়ে মৈন্দ সহদেবকে বহু উপহার দেন।

মোক্ষ—(১) ক্ষেম। প্লক্ষ (দ্রঃ) দ্বীপের একটি অংশ। (২) সাধারণ অর্থে পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি। সুখ দুঃখের ঊর্ধ্বে উঠে যাওয়াকেও মোক্ষ বলা হয়। পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলনে এই মোক্ষ লাভ হয়। দ্রঃ মুক্তি।

মোক্ষোপেত—কার্তিক মাসে আদিত্যের সঙ্গে রথে যে দৈত্য অবস্থান করেন। দ্রঃ সূর্য।

মোহ—ব্রহ্মার দেহ থেকে জন্ম একটি ছেলে।

মোহনা—সুগ্রীবের এক স্ত্রী। সরযূ থেকে জল এনে সুগ্রীবকে সাহায্য করেছিলেন; এই জলে রামের অশ্বমেধের ঘোড়াকে স্নান করান হয়।

মোহিনী—সমুদ্র মন্থনে পাওয়া অমৃত নিয়ে দেবতা ও অসুরের মধ্যে কলহ দেখা দিলে বিষ্ণু অপরূপ সুন্দরী এক মূর্তি ধারণ করে দেখা দেন এবং নিজের পরিচয় দেন ধন্বন্তরির ছোট বোন। এঁর রূপে অসুররা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। মোহিনী অমৃত ভাগ করে দেবার দায়িত্ব নেন এবং অসুররা চোখ বুজিয়ে থাকবেন এবং শেষ কালে যে চোখ খুলবে মোহিনী তাকে বিয়ে করবেন ঠিক হয়। এই ব্যবস্থা অনুসারে চোখ বন্ধ করলে মোহিনী অমৃত নিয়ে পালিয়ে যান। শিব ও এই মোহিনীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। শিবের ঔরসে মোহিনীর ছেলে শাস্তা।

মৌদগল্য—এক জন মহর্ষি। কদম্ব বনে স্বস্তিক আসনে নিজের ছোট লাঠির ওপর দেহের ভার রেখে বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময় রাবণ এসে মজা দেখবার জন্য

নিজের খড়্গ চন্দ্রহাস দিয়ে এই লাঠি দ্বিখণ্ডিত করে দেন। মহর্ষি মাটিতে পড়ে গিয়ে শিরদাঁড়া ভেঙে যায় ফলে রাবণকে শাপ দেন চন্দ্রহাস এর পর থেকে বিফল হবে।

মৌদ্‌গল্যায়ন—দ্রঃ মহামোগ্‌গল্লান। দ্রঃ কোলিত।

মৌর্য—ঐতিহাসিক হিসাবে অস্পষ্ট। মুদ্রারাক্ষস, বিষ্ণুপুরাণ, কথাসরিৎ-সাগর ইত্যাদি থেকে জানা যায় মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত মগধে রাজবংশে জন্মান। মৌর্যযুগের কিছু শিলালিপিতে মৌর্যেরা সূর্য বংশ জাত। জৈন গ্রন্থাদিতে চন্দ্রগুপ্ত কিন্তু ময়ূরপালক গ্রামণীর দৌহিত্র। বৌদ্ধ সাহিত্যে মৌর্যেরা ক্ষত্রিয় এবং রুম্মিনদেই ও কাসিয়ার মধ্যবর্তী পিপ্‌ফলবন নামে ছোট একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসক ছিলেন। নন্দরাজরা এটি দখল করে নেন। মৌর্যেরা অত্যন্ত বিপদাপন্ন হন এবং চন্দ্রগুপ্ত বিন্ধ্যারণ্যে ময়ূরপালক ও শিকারীদের সঙ্গে পালিত হন। পরে গুরু ও মন্ত্রণাদাতা বিষ্ণুগুপ্ত বা কৌটিল্যের সাহায্যে নন্দবংশ উচ্ছেদ করে মগধের সিংহাসন লাভ করেন এবং আফগানিস্তান থেকে মহীশূর পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব বিস্তৃত হয়। চন্দ্রগুপ্তের ছেলে বিন্দুসার অমৃতঘাত সিরিয়ার গ্রীক রাজ আন্তিওক্স সোতবের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখেন। বিন্দুসারের ছেলে প্রিয়দর্শী অশোক। অশোকের রাজ্য সারা ভারত ও আফগানিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে; সুদূর দক্ষিণ ভারতে সামান্য কিছু অংশ বাদ থাকে। অশোকের পর মৌর্যবংশের অবনতি দেখা দেয়। মৌর্য বংশে শেষ রাজা বৃহদ্রথ। এই সময় গ্রীকরা বার বার ভারত আক্রমণ করছিল। এই দুর্বলতার সুযোগে এঁর সেনাপতি পুষ্যমিত্র প্রভুকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন। মৌর্যযুগে জীবনের সব দিকে যে উন্নতি আরম্ভ হয়েছিল সেটি মুসলমান আক্রমণের আগে পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। মৌর্যযুগে বস্ত্র শিল্পে, কাষ্ঠ শিল্পে, হস্তিদন্তশিল্পে, চর্মশিল্পে, ধাতুশিল্পে, স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে অর্থাৎ ভারতীয় শিল্পজীবনে বিস্ময়কর নৈপুণ্য দেখা দিয়েছিল। আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক বাণিজ্য এই সময় দ্রুত প্রসার লাভ করে ছিল। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সাধারণত নদীপথে নিষ্পন্ন হত. সম্ভব না হলে গোশকটে সংশ্লিষ্ট অংশে পণ্য বাহিত হত। দেশের মধ্যে বড় বড় রাজপথ ছিল। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পর থেকেই পশ্চিম এসিয়া ও পূব আফ্রিকার গ্রীক রাজ্যগুলির সঙ্গে ভারতের বন্ধুতা গড়ে ওঠে এবং ভারতীয় পোতে মেসোপটেমিয়া, মিশর ইত্যাদিতে পণ্য চালান যেত। স্থলপথেও প-এসিয়ার সঙ্গে এই সময়ে যোগ ছিল। এদিকে দ-পূর্ব এসিয়ার সুবর্ণভূমি পর্যন্ত বাণিজ্য ছড়িয়ে গিয়েছিল। দেশে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ছিল।

ম্লেচ্ছ—বশিষ্ঠ আশ্রমে নন্দিনীর পুচ্ছ থেকে জন্ম। ভগদত্ত এক সময়ে এঁদের রাজা ছিলেন এবং এদের নিয়ে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে এসেছিলেন। কুরুক্ষেত্রে কৌরব পক্ষে বহু ম্লেচ্ছ সৈন্য ছিল। কল্কি এই ম্লেচ্ছদের নিধন করবেন।

য

যক্ষ—দেবযোনি বিশেষ। উপদেবতা শ্রেণী; একটি মতে ব্রহ্মার জন্মের পর এদের

জন্ম। আর এক মতে কশ্যপ ও মুনির সন্তান যক্ষ ও রাক্ষস। আর এক মতে পুলস্ত্যের সন্তান। কুবেরের অনুচর; মানুষের বন্ধু; ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, বিকৃত মুখ, চোখ পিঙ্গল। পেট বড়, দীর্ঘ স্কন্ধ, স্ফটিক মত রঙ ও রক্তকেশ। প্রজা সৃষ্টির সময় অতিশয় ক্ষুধিত হয়ে রাগ করে অন্ধকারেই ব্রহ্মা এঁদের সৃষ্টি করতে থাকেন। ফলে অন্ধকারে বিকৃত ক্ষুধার্ত প্রজা সৃষ্টি হতে থাকে। এদের মধ্যে কেউ কেউ ক্ষুধায় ব্রহ্মাকে খেয়ে ফেলতে গেলে কয়েক জন প্রজা এই অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করেন; ফলে এঁদের নাম হয় রাক্ষস। যাঁরা খেতে গিয়েছিলেন তাঁরা যক্ষ নামে পরিচিত হন। যক্ষদের বিশেষ কোন গুণ বা দোষ কিছুই ছিল না। রামায়ণে আছে ব্রহ্মা প্রথমে জল সৃষ্টি করেন তার পর সেই জল রক্ষার জন্য প্রাণীদের সৃষ্টি করেন। সেই প্রাণীদের মধ্যে যাঁরা বলেছিলেন 'যক্ষামঃ' অর্থাৎ আমরা পূজা করব ব্রহ্মা তাদের নাম দেন যক্ষ; আর যাঁরা বলেছিলেন 'রক্ষামঃ' অর্থাৎ জল রক্ষা করব ব্রহ্মা তাদের নাম দিয়েছিলেন রাক্ষস। ব্রহ্মা ও কুবের সভাতে বহু যক্ষ বাস করেন। যক্ষদের রাজা কুবের। সুন্দ উপসুন্দ এক বার যক্ষদের হাবিয়ে দিয়ে নির্যাতন করেছিলেন।

যক্ষা—চন্দ্রের জন্য দক্ষ প্রজাপতি এই রোগ সৃষ্টি করেছিলেন।

যক্ষিণী—স্ত্রী যক্ষ। অগ্নিপুরাণে আছে মন্দিরে যক্ষিণী মূর্তি থাকবে; চোখ টানা টানা হবে। মহাভারতে আছে যক্ষিণীর প্রসাদ গ্রহণ করলে ব্রহ্ম হত্যার পাপ কেটে যায়।

যক্ষেশ্বর—অমৃত লাভ করে দেবতারা গর্বিত হয়ে পড়েন। এই সময় শিব যক্ষেশ্বর হয়ে জন্মান। এক দিন মাটিতে পড়ে থাকা ঘাসের একটি পাতা দেবতাদের তুলতে বলেন; কেউই পারেন না। এই ভাবে দেবতাদের দর্প চূর্ণ হয়।

যজুর্বেদ—যজ্ + উসি – যজুস্ = যজ্ঞের মন্ত্র। যে বেদে যজ্ঞের মন্ত্র ও নিয়ম রয়েছে। একটি মতে অগ্নিদেব ব্যাসকে যজুবেদে উল্লিখিত জপ হোম ইত্যাদি শিক্ষা দিয়েছিলেন। অধ্বর্যু নামক ঋত্বিকরা এই বেদগত মন্ত্র অনুচ্চ কণ্ঠে পাঠ করতেন। যে সব মন্ত্রের উচ্চারণে চরণ বা অবসান সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই সেই মন্ত্রকে যজুঃ অর্থাৎ গদ্য বলা হয়। দুটি ভাগ :-শুক্ল ও কৃষ্ণ। ব্যাস নিজে বেদ ভাগ করে উপলকে ঋক্‌বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ ও জৈমিনিকে সামবেদ এবং সুমন্তকে অথর্ব বেদ পাঠ করান। এর পর বৈশম্পায়ন ২৭ ভাগ করে শিষ্যদের অধ্যয়ন করান; শিষ্যদের মধ্যে ব্রহ্মরাটের ছেলে যাজ্ঞবল্ক্যও ছিলেন। কিন্তু পরে কোন কারণে বৈশম্পায়ন (দ্রঃ) ক্রুদ্ধ হয়ে যাজ্ঞবল্ক্যকে (দ্রঃ) অধীত বেদ ফিরিয়ে দিতে বলেন। যাজ্ঞবল্ক্য অধীত সমস্ত মন্ত্র বমন করে দেন। বৈশম্পায়নের আদেশে অন্যান্য শিষ্যেরা তখন তিত্তির পাখী হয়ে এই উদ্গীর্ণ মন্ত্র সকল খুঁটে খেয়ে নেন। শিষ্যদের মলিন বুদ্ধির জন্য মন্ত্রগুলি কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যায়। এই জন্য নাম কৃষ্ণযজুর্বেদ। যাজ্ঞবল্ক্য (দ্রঃ) পরে সূর্যকে আরাধনা করে শুক্ল অর্থাৎ বিশুদ্ধ যজুর্মন্ত্র লাভ করেন এবং কণ্ব, মধ্যন্দিন, প্রভৃতি শিষ্যকে পাঠ করান। ফলে শুক্ল যজুর্বেদের কাণ্ব, মধ্যন্দিন ইত্যাদি শাখা গড়ে ওঠে।

বাজসনির ছেলে বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্য; এবং এঁর প্রচারিত বেদকে বাজসনেয়ী শুক্ল যজুর্বেদ বলা হয়। প্রবাদ যজুর্বেদের ১০০ মত শাখা। মূল শাখা

চরক, বাজসনেয় ও তৈত্তিরীয। চরক শাখাতে ১২-টি, বাজসনেয় শাখাতে ২৭টি এবং তৈত্তিরীয় শাখাতে ২টি বিভাগ। বর্তমানে যজুর্বেদের ৫টি সংহিতা পাওয়া যায়। অর্থাৎ কৃষ্ণ যজুর্বেদে চারটি সংহিতা :- কঠশাখাতে কাঠক সংহিত' ও কপিষ্ঠল-কঠ সংহিতা, মৈত্রায়নী শাখাতে মৈত্রাযনী সংহিতা, তৈত্তিরীয় শাখাতে তৈত্তিরীয সংহিতা এবং শুক্ল যজুর্বেদে বাজসনেয়ী সংহিতা। বাজসনেয়ী সংহিতাতে আবার দুটি ধারা কাণ্বসংহিতা ও মাধ্যন্দিন সংহিতা। মাধ্যন্দিন সংহিতাই সমধিক প্রচলিত। কৃষ্ণ যজুর্বেদের কপিষ্ঠল কঠ শাখা অংশত সংরক্ষিত।

কৃষ্ণযজু সংহিতাগুলিতে মন্ত্রাংশ ও ব্রাহ্মণাংশ রয়েছে। একটি মতে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ অংশের মিশ্রণে কৃষ্ণত্ব বা অবিশুদ্ধি ঘটেছে ফলে নাম কৃষ্ণযজুর্বেদ। শুক্ল যজুর্বেদ সংহিতাতে মন্ত্রাংশ আছে ব্রাহ্মণাংশ নাই ; এবং ব্রাহ্মণাংশ রয়েছে শতপথ ব্রাহ্মণে অর্থাৎ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ আলাদা ; মিশ্রিত নয়; বিশুদ্ধ। এই জন্য নাম শুক্ল যর্জুবেদ। কৃষ্ণযজু সংহিতাগুলিব মধ্যে তৈত্তিরীয় সংহিতা সমধিক প্রসিদ্ধ। শুক্ল যজুব খিল অধ্যায় (২৬-৪০ অধ্যায়) অংশ পববর্তী সংযোজনা ; এই অংশেব বিষয বস্তু কৃষ্ণ যজুব সংহিতাতে নাই।

তৈত্তিরীয় ও বাজসনেযী সংহিতাব বিষয বস্তু যাগযজ্ঞ ও এগুলির বিবরণ। বাজসনেয়ী সংহিতার ৩০শ অধ্যায়ে সামযিক নৃবিজ্ঞানেব কিছু বিষয আছে। এই অধ্যাযে শ্রম বিভাগ, বিভিন্ন বৃত্তির বিষয়ও পাওযা যায। ঋক্‌বেদ যজ্ঞীয সাহিত্য বলে প্রতিভাত হয না ; কিন্তু সাম ও যজু একান্তই যজ্ঞীয সাহিত্য। যজ্ঞীয় রীতিব জন্য সাম সংকলন, যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানেব জন্য যজুঃ সংকলন। কৃষ্ণ-যজু সংহিতায গদ্য রয়েছে এবং এটি সংস্কৃতে প্রথম গদ্য বচনা, সরল ও প্রাণবন্ত। যজুঃ সংহিতার পদ্য মন্ত্র ঋক্ রূপে গণ্য এবং গদ্যমন্ত্র যজুমন্ত্র রূপে কথিত। যজুমন্ত্র সাধাবণত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বচন ; কখনো প্রতীক, আবার কখনোও রূপক।

যজ্ঞ—কোন সম্পদ বা সমৃদ্ধি লাভের জন্য বা শত্রুক্ষয বা যুদ্ধ জয, আবোগ্য বা স্বর্গ ইত্যাদি কামনা করে দেবতার উদ্দেশ্যে নতি জ্ঞাপন ও আহুতি প্রদানেব নাম যজ্ঞ। এটি আর্যদের ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান। ব্রাহ্মণগুলিতে মুখ্যত যজ্ঞের বিববণ। ইন্দ্র, অগ্নি, বিষ্ণু, রুদ্র ইত্যাদি বৈদিক দেবতার উদ্দেশ্যে যে জিনিস দেওযা হত তার নাম হব্য এবং দেবাব নাম আহুতি। আহুতি দেওয়া হয আগুনে এবং এই আগুন পূজিত দেবতাব কাছে হব্য বহন করে নিয়ে যায। ভূতযজ্ঞে, পিতৃযজ্ঞে ও সাকমেধ নামে চাতুর্মাস্য যজ্ঞে অগ্নিতে আহুতি দেওযা হয না। যার হিতের জন্য যজ্ঞ করা হয তিনি যজমান আর যিনি যজ্ঞ কবনে তিনি যাজক বা ঋত্বিক। বৈদিক যজ্ঞের করণীয অংশ অনুবাক্য মন্ত্রের দ্বাবা দেবতাকে আহ্বান, আহুতির আগে যাজ্যমন্ত্র পাঠ, অগ্নিতে দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি ; যজমান ও ঋত্বিকেব দ্বারা অবশিষ্ট হব্য অংশ ভক্ষণ (ফলে অলৌকিক ক্ষমতা লাভ হয বিশ্বাস) এবং যজ্ঞান্তে যাজক ও ঋত্বিকেব দক্ষিণা। দক্ষিণা দেওযা হত হিরণ্য, গো, অশ্ব, বস্ত্র ইত্যাদি। সোমযাগে ১৬ জন ঋত্বিক লাগে।

হব্যদ্রব্য হিসাবে পুরোডাশ (যব/চালের পিঠা), ধানা (ভাজা যব), করম্ভ (দই মিশান যবের ছাতু), পরিবাপ (ঘৃতপক্ক খই), চরু (ঘৃতপক্ক চাল) আজ্য (ঘৃত), বাজিন

(ঘোল), ঘর্ম (উষ্ণ দুধ); আমিক্ষা (দধি মিশান দুধ), সোমরস, সুরা, বপা (পশুমেদ) ইত্যাদি। যজ্ঞের নিয়ম হিসাবে প্রথমে বেদি নির্মাণ ; বেদির ওপর যজ্ঞীয় দ্রব্য রাখতে হয়। গার্হপত্য অগ্নি অর্থে ঘরে সর্বদা যে আগুন প্রজ্বলিত রাখা হয়। গার্হপত্য অগ্নি থেকে আগুন নিয়ে আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি জ্বালান হয়। অগ্নিশালায় এই তিন অগ্নি স্থাপনের নাম অগ্ন্যাধান। অনুষ্ঠানের পর প্রতিদিন আহবনীয় অগ্নিতে অগ্নিহোত্র হোম করতে হয়। অরণি ঘর্ষণে আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থাও ছিল ; একে বলা হত অগ্নি মন্থন। আহবনীয় অগ্নিকুণ্ডে সমিধ স্থাপনের নাম সমিন্ধন।

বৈদিক যজ্ঞ দু রকম :- হবির্যজ্ঞ ও সোম সংস্থা। হবির্যজ্ঞের অন্তর্গত দর্শ, পূর্ণমাস ইত্যাদি ইষ্টি যাগ, নিরূঢ় পশুবন্ধন বা স্বতন্ত্র পশুযাগ, চাতুর্মাস্য, ও সুরা আহুতি যুক্ত সৌত্রামণী যাগ। সোমযাগের অঙ্গ পশু যাগও ছিল। এক দিনে সম্পাদ্য সোম-যাগ অর্থে অগ্নিষ্টোম, গোষ্টোম, ব্রাত্যষ্টোম, রাজসূয়, বাজপেয় ইত্যাদি। অশ্বমেধ অহীন সোমযাগ, ২-১২ দিনে সম্পাদ্য ; বলি ছিল পুরুষ, অশ্ব, গো, অবি, অজ। পুরুষ বলি অর্থে বদ্ধ লোকটিকে পর্যগ্নি করণের পর ছেড়ে দেওয়া হত। পশুযাগের সাধারণ রীতি ছিল ছাগবলি। যজ্ঞ সাধারণত পাঁচ রকম :-আহুত যজ্ঞে ব্রহ্মাকে, হুত যজ্ঞে দেবতাদের, প্রহুত যজ্ঞে প্রেতদের, ব্রহ্মহুত যজ্ঞে মানুষদের এবং প্রাশিত যজ্ঞে পিতৃ-দেবদের আহ্বান করা হত।

প্রজাপতি রুচির স্ত্রী আকৃতি ; স্বায়ম্ভুব মনুর মেয়ে। আকৃতির ছেলে যজ্ঞ ও মেয়ে দক্ষিণা। এঁরা যমজ। যজ্ঞ দক্ষিণাকে বিয়ে করেন ; স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে দক্ষিণার বারটি ছেলে হয় :- তোষ, প্রতোষ, সন্তোষ, ভদ্র, শান্তি, ইডস্পতি, ইধ্ম, কবি বিভু, স্বহ্ন, সুদেব ও বিরোচন। একটি মতে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ইন্দ্র হচ্ছেন যজ্ঞ। এই যজ্ঞকে নারায়ণের অবতারও বলা হয়।

যজ্ঞদত্ত—(১) অন্ধক (দ্রঃ)। (২) গঙ্গা ও যমুনার মাঝখানে যমুনা পাহাড়ের পাদদেশে মহৎ গ্রামে বশিষ্ঠ গোত্রীয় যজ্ঞদত্তকে নিয়ে আসার জন্য যম তাঁর দূতদের পাঠান। এই যজ্ঞদত্ত পণ্ডিত ও যজ্ঞ বিশারদ ছিলেন। যম সাবধান করে দেন আরো এক জন সব দিক থেকে অনুরূপ যজ্ঞদত্ত আছে তাকে যেন আনা না হয়। কিন্তু যমদূতেরা ভুল করেন। এই দ্বিতীয় যজ্ঞদত্তকে যম সসম্মানে ফিরে যেতে দেন : কিন্তু ইনি ফিরে যেতে রাজি হন না। (৩) দ্রঃ পাটলীপুত্র।

যজ্ঞবাহু—প্রিয়ব্রত ও সুরূপার এক ছেলে।

যজ্ঞসেন—দ্রুপদ; পাঞ্চাল রাজ।

যতি—(১) নহুষের ছেলে ; যযাতির বড় ভাই। যোগী হয়ে বনে বাস করতেন। (২) বিশ্বামিত্রের এক ছেলে। (৩) ঋক্‌বেদে এদের উল্লেখ আছে ; একটি সম্প্রদায় মত এবং বোধ হয় যজ্ঞকর্মের বিরোধী।

যতিনাথ—শিবের একটি নাম। অর্বুদ (আবু) পাহাড়ে বনবাসী আহুক ও তাঁর স্ত্রীকে আশীর্বাদ করে বর দেন ফলে পরজন্মে এঁরা নল দময়ন্তী হয়ে জন্মান।

যদু—(১) চন্দ্র > বুধ > পুরূরবা > আয়ুস্ > নহুষ > যযাতি (দ্রঃ) > যদু। যযাতির প্রথম ছেলে। যদুকে শাপ দিয়েছিলেন তাঁর বংশে কেউই রাজা হবে না। তবু যযাতি রাজ্যের দক্ষিণাংশ এঁকে দিয়েছিলেন। দ্রঃ যদুবংশ। (২) উপরিচর বসুর এক

ছেলে। (৩) ঋক্‌বেদে ১ম মণ্ডলে এক রাজা। (৪) জাঠরা নিজেদের এই যদু বা যাদব বংশ বলে দাবি করেন।

যদুবংশ—অত্রির ছেলে চন্দ্র, দুর্বাসা, দত্তাত্রেয়। এই অত্রি বংশেই যযাতির ছেলে যদু (দ্রঃ)। অর্থাৎ চন্দ্র ইত্যাদি যদু বংশীয়। যদুর চার ছেলে সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টা, নল ও রিপু। সহস্রজিতের ছেলে সত্যজিৎ। সত্যজিতের তিন ছেলে মহাহয়, বেণুহয়, ও হেহয়। হেহয় থেকে বিখ্যাত হেহয় বংশ এবং কার্তবীর্যার্জুন। কার্তবীর্যার্জুনের এক ছেলে মধু এবং মধুর ছেলে বৃষ্ণি এবং এখান থেকে বৃষ্ণি শাখার উৎপত্তি। বৃষ্ণির এক ছেলে যুধাজিৎ। যুধাজিৎ>শিনি>সত্যক>সাত্যকি, অপর নাম যুযুধান>জয় কুণি>অনমিত্র>পৃশ্নি>চিত্ররথ>বিদূরথ>শূর>শিনি>ভোজ>হৃদিক>শূর। শূর ও মারিষার ছেলে বসুদেব; বসুদেবের ছেলে কৃষ্ণ। পৃশ্নির ছেলে চিত্ররথের আর এক ছেলে কুকুর; এই কুকুর বংশে কংসের জন্ম। কংসের পিতা উগ্রসেন; উগ্রসেনের ভাই দেবক; এই দেবকের ছেলে দেবাপ এবং দেবাপের মেয়ে দেবকী ও আরো ছয় বোন। পৃশ্নির আর এক ছেলে শ্বফল্‌ক এবং শ্বফল্কের ছেলে অক্রুর। যযাতির শাপে যদু অল্পবুদ্ধি; রাজধানী ছিল হস্তিনাপুর। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যদু বংশ আর ৩৬ বছর মত টিকে ছিল। শেষ সময়ে দ্বারকাতে নানা দুর্লক্ষণ দেখা দিতে থাকে। সাম্ব এই সময় মুষল প্রসব করেন। বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদ শাপ দেন বলরামকে বাদ দিয়ে কৃষ্ণ সমেত সমস্ত যদুবংশ ধ্বংস হবে। গান্ধারীর (দ্রঃ) শাপ ছিলই। এর পর এক দিন সুদর্শন চক্র আকাশে উঠে চলে যায়। বৃষ্ণি ও অন্ধকরা এই সব দেখে তীর্থযাত্রার নামে পালাতে থাকেন এবং প্রভাসে এসে উপস্থিত হন। উদ্ধবরাও কেটে পড়তে থাকেন। যাদবরা বিশেষত নেতৃত্ব স্থানীয়েরা বুঝতে পারছিলেন ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটবে ফলে সকলে ভীষণ ভাবে সুরাসক্ত হয়ে পড়েন। এক দিন মাতাল অবস্থায় তারপর মারামারি বাঁধে এবং উলুঘাসের আঘাতে সকলে মারা পড়েন। দ্রঃ সাম্ব, কৃষ্ণ, বলরাম।

যন্ত্র—সোনা, রূপা বা তামার পাতে বা ভূর্জ পত্রে সোনার লেখনী দিয়ে কুমকুমাদি সাহায্যে অঙ্কিত দেবতার প্রতীক মন্ত্র। যন্ত্রে দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে তার ওপর দেবতার পূজা প্রশস্ত। এই যন্ত্র দেহে ধারণ করবারও বিধান আছে। দেহের সঙ্গে আত্মার যে সম্পর্ক যন্ত্রের সঙ্গে দেবতারও সেই সম্পর্ক।

যবক্রীত—অঙ্গিরসের ছেলে।

যবত—তপস্বী ভরদ্বাজের ছেলে। ভরদ্বাজের প্রতিবাসী বন্ধু রৈভ্য: রৈভ্যের দুই ছেলে পরাবসু ও অর্বাবসু। দুই ভাই পরম বিদ্বান। ভরদ্বাজ কেবল তপস্বী ছিলেন, অধ্যয়ন না করেই বেদজ্ঞান লাভ করতে চেষ্টা করেন। ব্রাহ্মণরা এ জন্য ভরদ্বাজকে সম্মান করতেন না; কিন্তু রৈভ্য প্রচুর সম্মান দিতেন। যবক্রীত ও কঠোর তপস্যা আরম্ভ করে গুরু ব্যতীতই বেদজ্ঞান লাভের চেষ্টা করতে থাকেন। ভয় পেয়ে ইন্দ্র যবক্রীতকে গুরু খুঁজে নিতে বলেন। যবক্রীত কিন্তু ও সব কথাতে কাণ দেন না। ইন্দ্র তখন জরাগ্রস্ত যক্ষারোগী ব্রাহ্মণের বেশে গঙ্গাতীরে এসে মুঠি মুঠি বালি জলে ফেলতে থাকেন। যবক্রীত জিজ্ঞাসা করলে ইন্দ্র বলেন গুরু ব্যতীত বেদজ্ঞ হবার চেষ্টার মত বালি দিয়ে গঙ্গায় তিনি সেতু বাঁধতে চাইছেন। যবক্রীত

বলেন এভাবে সেতু বাঁধা সম্ভব নয়। ইন্দ্র বোঝাতে চেষ্টা করেন এ ভাবে কোন বিদ্যাও আয়ত্ত হয় না। কিন্তু যবক্রীত নিরস্ত হন না। এবং শেষ পর্যন্ত যবক্রীত ইন্দ্রের কাছে বেদজ্ঞ হবার বর চান এবং ইন্দ্র পিতা ও পুত্রকে বেদজ্ঞ করে দেন। ভরদ্বাজ এ ঘটনা শুনে যবক্রীতকে বলেন অভীষ্ট বর পেয়ে যবক্রীত অহঙ্কারী ও ক্ষুদ্রমনা হবেন ফলে মৃত্যু হবে। এর পর যবক্রীত পরাবসুর (দ্রঃ) স্ত্রীকে পাবার চেষ্টা করলে রৈভ্যের হাতে মারা পড়েন। পুত্রের মৃত্যুতে ভরদ্বাজ অভিশাপ দেন রৈভ্য ও তাঁর ছেলের হাতে মারা যাবেন। যবক্রীতের অগ্নিকৃত্য করে পিতা নিজেও অগ্নিতে প্রাণত্যাগ করেন। দেবতারা পরে অর্বাবসুকে বর দেন রৈভ্য, যবক্রীত ও ভরদ্বাজ বেঁচে উঠবেন। যবক্রীত বেঁচে উঠলে দেবতাদের কাছে জানতে চান তিনি বেঁদ অধ্যায়ী তপস্বী হওয়া সত্বেও রৈভ্য কি করে তাঁকে হত্যা করলেন; দেবতারা জানান রৈভ্য গুরুর কাছে বেদপাঠ করে ছিলেন অর্থাৎ তুলনায় শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ; এই জন্যই সম্ভব হয়ে ছিল।

যবদ্বীপ—ইন্দোনেসিয়া গত একটি দ্বীপ। উত্তর-পশ্চিমে সুমাত্রা, পূর্বে বলিদ্বীপ, দক্ষিণে ভারত সমুদ্র। যবদ্বীপ ৬২২মা×৫৫—১২১ মা। কাছেই মাদুরা ও অন্য ছোট ছোট কয়েকটি দ্বীপ মিলে এলাকা ৫১০০০ বর্গ মাইল। এই দ্বীপগুলিতে খৃ ১-২ শতকে বা তার আগেও ভারতীয়েরা যাতায়াত করতেন, রাজ্য স্থাপন করে ছিলেন এবং বাণিজ্য করতেও যেতেন। ফলে যবদ্বীপে একটা বিরাট হিন্দু উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। রামায়ণ ও অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যে যবদ্বীপের উল্লেখ রয়েছে। যবদ্বীপে প্রচলিত কিংবদন্তীতে মহাভারতের অনেক রাজা ও রাজবংশের উল্লেখ রয়েছে। টলেমি-ও এই যবদ্বীপ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। যবদ্বীপে দেববর্মন নামে এক রাজা ১৩২ খৃষ্টাব্দে চীনে এক দূত পাঠিয়ে ছিলেন।

বিশুদ্ধ সংস্কৃতে লিখিত ৫-৬ খৃ শতকের; কয়েকটি শিলালিপি এখানে পাওয়া গেছে। খৃ ১৫-শ শতক পর্যন্ত বহু হিন্দু রাজার নাম ও অন্যান্য বিবরণ এখানকার বহু শিলালিপি ও তাম্রশাসন থেকে জানা যায়। এখানকার কয়েক জন হিন্দু রাজা সমগ্র মালয় দ্বীপপুঞ্জ জয় করে বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। সংস্কৃতে সাহিত্য পঠন-পাঠনের ফলে এখানে একটি বিরাট সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। সংস্কৃত ও স্থানীয় ভাষা মিলে এখানকার যে ভাষা গঠিত হয় তার নাম কবি। এই ভাষাতে রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদি বহু গ্রন্থ অনুদিত হয় এবং রামায়ন ও মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে বহু উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনা ও দেখা যায়। এখানে পরে বৌদ্ধ ধর্ম আসে। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা ও মনুস্মৃতি অনুসারে এখানে শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। ভারতের প্রায় প্রতিটি দেবতার মূর্তিই এখানে পাওয়া যায়। ১৫-শ শতকের পর থেকে এখানে মুসলমান ধর্ম ও শাসন প্রচলিত হয়। এখানকার হিন্দুরা বলিদ্বীপে পালিয়ে গিয়ে প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা করেছেন। যবদ্বীপে এখনও পুতুল নাচ মত নাটকে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীর পরিচয় মেলে। এখানে বহু হিন্দু মন্দির ও বৌদ্ধস্তূপ রয়েছে। দ্রঃ-বরবুদুর স্তূপ, লোরা জংগ্রাং মন্দির।

যবন—যযাতির ছেলে তুর্বসুর বংশ। আর এক মতে কামধেনু নন্দিনীর দেহ থেকে জন্ম। আর এক মতে যবনরা আগে ক্ষত্রিয় ছিলেন। ব্রাহ্মণদের শাপে শূদ্র/যবনে পরিণত হন। মুচুকুন্দের সঙ্গে এক যবন রাজের যুদ্ধ হয়েছিল।

যবীনর—পুরুবংশে বাহ্যাশ্বের ছেলে মুকুল, সৃঞ্জয়, বৃহদিষ্ট, যবীনর ও ক্রমিল।
যম—অন্য নাম ধর্ম (দ্রঃ)। মৃতদের পাপ ও পুণ্যের বিচারক। কৃষ্ণ বা সবুজবর্ণ, পরিধানে রক্তবাস এবং মহিষ বাহন। অস্ত্র পাশ, পরশু, জাল ও খড়্গ। শ্যাম ও শবল নামে দুটি কুকুর এঁর অনুচর, একটি মতে এঁরা চন্দ্র ও সূর্য। পুরাণে যম ভীষণ-দর্শন; কুকুর ছাড়াও তাঁর ভয়াবহ অনুচর রয়েছে। আয়ুশেষে আত্মাকে যমলোকে নিয়ে যান এবং পাপ অনুসারে এই আত্মাদের প্রতি এঁরা ভীষণ আচরণ করে থাকেন। পিতৃলোকের অধিপতি যম; এখানে অগ্নিষ্বাত্ত ও পিতৃগণ বাস করেন। দ্রঃ যমলোক। পাপীদের পাপ অনুসারে বিভিন্ন নরকে পাঠিয়ে দেন। যম ব্রহ্মার সভায় এক জন সভাসদ। প্রতি হাজার বছরে যম এক বার বিন্দু সরোবরে যজ্ঞ করতে আসেন। ঋকবেদে দশম মণ্ডলের তিনটি সূক্ত যমের উদ্দেশ্যে রচিত। আর একটি সূক্তে যম ও তাঁর বোন যমীর কথাবার্তা আছে। ঋক্‌বেদে প্রায় ৫০ বার যমের নাম উল্লিখিত হয়েছে। তিনি পুণ্যাত্মা মৃতদের প্রধান। তিনি প্রথম মারা যান। দেবতাদের সঙ্গে তিনি এক সঙ্গে গাছে বাস করতেন। যম দেবতাদের সহায় হলেও কোথাও তাঁকে দেবতা বলা হয় নি। যম স্বর্গীয় পিতৃগণের সহায়। ঋক্‌বেদে বিবস্বান ও সরণ্যুর যমজ সন্তান যম ও যমী/যমুনা। পুরাণে রবি ও সংজ্ঞার সন্তান যম ও যমী। যম যমীর সহবাস কামনা করেন কিন্তু যমী প্রত্যাখ্যান করেন। পুণ্যবান ও পাপী সকলেরই গন্তব্য পথের পরম সহায়। যম পক্ষপাত শূন্য; ইহলোক থেকে পরলোকে যাবার উপযুক্ত শরীর দান করেন এবং জীব মাত্রেরই রাজা। ঋক্‌বেদে অনেক সময় বরুণ ও অগ্নির সঙ্গে যমকে বর্ণনা করা হয়েছে। কোন কোন জায়গায় অগ্নি ও যম অভিন্ন ভাবে উল্লিখিত হয়েছেন। অথর্ববেদে আছে যমই মৃতদের আশ্রয় দেন এবং ভবিষ্যৎ বাসের স্থান নির্দেশ করে দেন। যমের আত্মাই সব প্রথম স্বর্গে যায়। বরুণের পাশের ন্যায় যমের পাশ; নাম পড়বীশ। যমের দূত পেঁচা বা কপোত। অনুচর কুকুর। এই কুকুরদের চার চোখ, বিচিত্র রঙ ও বড় নাক। এই কুকুররা সহজে তৃপ্ত হয় না। এরা যমের প্রহরী ও পথরক্ষী; সকল ব্যক্তির পেছু পেছু ফেরে. এদের সামনে প্রেতরা দ্রুত এগিয়ে চলতে থাকে।

পুরাণ মতে ব্রহ্মার নাতি; সূর্যের ছেলে। পুরাণ মতে ব্রহ্মা এঁকে দক্ষিণের দিকপাল নির্বাচিত করেন। বৈবস্বত মনুর ভাই। পদাঘাত করার জন্য ছায়া (দ্রঃ) যমকে শাপ দিলে তাঁর দুপা ক্ষতযুক্ত ও কীট-দষ্ট হয়ে পড়ে। যম তখন পিতাকে সমস্ত ঘটনা জানালে তিনি একটি কুকুর দেন। এই কুকুর ক্ষত থেকে নির্গত পুঁজ ও কীট খেয়ে যমকে সুস্থ করে তোলে। কিন্তু দুর্বল পায়ের জন্য মহিষ চড়ে বেড়াতে হয়। দক্ষ প্রজাপতির ১০/১৩ মেয়েকে বিয়ে করেন। একটি মতে এরা অরুন্ধতী, বসু, যমী, লম্বা, ভানু, মরুৎবতী, সংকল্পা, মুহূর্তা, সাধ্যা ও বিশ্বা। ধর্ম (দ্রঃ)। আর এক হিসাবে যমের স্ত্রী শ্রদ্ধার গর্ভে ছেলে হয় সত্য, মৈত্রীর গর্ভে প্রসাদ, দয়ার অভয়, শান্তির গব, ক্রিয়ার যোগ, উন্নতির দর্প, বুদ্ধির অর্থ, মেধার স্মৃতি, তিতিক্ষার মঙ্গল, লজ্জার বিনয় এবং মূর্তির নরনারায়ণ। কুন্তীর ছেলে যুধিষ্ঠিরও যমের সন্তান। যম স্বর্গের দেবতা; কিন্তু নরকের অধীশ্বর। যমের পুরীর নাম সংযমনী। দ্রঃ যমসভা। যমের সামনে মুদ্গর হাতে মৃত্যু; পাশে জ্বলন্ত অগ্নি তুল্য কালদণ্ড। সবচেয়ে পুণ্যবান

বলে নাম ধর্ম (দ্রঃ) বা ধর্মরাজ। শাস্তি বা নিবৃত্তি এনে দেন বলে নাম শাসন। এঁর মন্ত্রী চিত্রগুপ্ত পাপপুণ্যের সমস্ত হিসাব রাখেন। যমের দুই অনুচর মহাচণ্ড ও কাল পুরুষ; এঁরা দু জন যমদুত; মৃত আত্মাদের যমালয়ে নিয়ে যান। মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে সংজ্ঞা সূর্যকে দেখে চোখ বুজিয়ে নিয়েছিলেন; এতে সূর্য শাপ দেন সংজ্ঞার যে ছেলে হবে সে প্রজা-সংযাম হবে। এই শাপের ফলে সংজ্ঞা স্বামীর দিকে চঞ্চল দৃষ্টি-পাত করেন এবং সূর্য এতেও আবার শাপ দেন। সংজ্ঞার যে মেয়ে হবে সে চঞ্চলা নদীর মত হবে। এই ছেলে যম ও যমী নামে পরিচিত।

নারদ এক বার রাবণকে যমের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন করে দিলে রাবণ তৎক্ষণাৎ যমপুরী আক্রমণ করেন। তুমুল যুদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মার নির্দেশে যম পরাজয় স্বীকার করে যমপুরীতে পালিয়ে গিয়ে দ্বার রুদ্ধ করে দেন। দেবতারা যখন পৃথিবী দোহন করেন তখন যম বৎস হয়ে ছিলেন। ত্রিপুর দহনে শিবের বাণে যম অধিষ্ঠিত ছিলেন। ব্রাহ্মণ শ্মাপক-কে এবং সাবিত্রীকে বর দিয়েছিলেন। নৈমিষারণ্যে যম যখন যজ্ঞ করছিলেন সেই সময় পৃথিবী জীবে ভরে গিয়েছিল। দেবতারা গিয়ে যমকে অনুরোধ করলে যম আবার নিজের কাজে ফিরে যান। মরুত্ত যজ্ঞে রাবণের ভয়ে কাকের (দ্রঃ) রূপ ধরে পালান। সত্য যুগে কোন যম ছিল না; কেউ মারা যেত না। পৃথিবী জীবজন্তু মানুষের ভারে নেমে যেতে থাকে। পৃথিবী তখন বিষ্ণুর শরণ নিলে বিষ্ণু বরাহ রূপ ধরে পৃথিবীকে তুলে ধরেন। লক্ষ্মণ বর্জনের সময় এক জন মহর্ষি সেজে রামের সঙ্গে গোপনে কথা বলতে আসেন। দময়ন্তীর স্বয়ংবরে সন্তুষ্ট হয়ে নলকে বর দিয়েছিলেন। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভাতে এসেছিলেন। নৈমিষারণ্যে দেবতাদের যজ্ঞে পশুবলি করে ছিলেন। খাণ্ডব দাহনের সময় ইন্দ্রের সঙ্গে ছিলেন।

মনুষ্যলোক থেকে ৮৬০০০ যোজন দূরে যমপুরী/সংযমী। এই পুরী চার হাজার যোজন × দু হাজার যোজন। সোনার উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। পুণ্যবানদের যম নরনারায়ণ রূপে এবং পাপীদের ভীষণ মূর্তিতে দেখা দেন। দ্রঃ-নচিকেতা, অণিমাণ্ডব্য; মৃকণ্ডু। (২) বিশেষ এক দল দেবতা।

যমজিহ্বা—এক জন বয়স্কা রূপজীবী। চিত্রকূট নগরীতে রত্নবর্মা নামে এক বৈশ্যের ছেলের নাম ঈশ্বরবর্মা। ঈশ্বরবর্মা ভবিষ্যতে কোন দিন বেশ্যার কবলে যেন না পড়ে সেই ভয়ে রত্নবর্মা তাঁর অল্পবয়সী ছেলেকে এই যমজিহ্বের কাছে ১০০০ নিষ্ক পারিশ্রমিক দিয়ে বেশ্যাতন্ত্র শিক্ষা নিতে পাঠান। রূপজীবিনীদের ছলাকলা ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা শেষ হবার পর রত্নবর্মা ছেলেকে ৫-কোটি নিষ্ক দিয়ে ব্যবসা করতে পাঠান। ঈশ্বরবর্মা ও তাঁর বন্ধু অর্থদত্ত কাঞ্চনপুর নগরীর কাছে এসে সুন্দরী নামে একটি রূপজীবিনীর হাতে পড়ে পিতৃদত্ত অর্থের একটা বড় অংশ সুন্দরীকে দিতে বাধ্য হন। অর্থদত্ত তখন বন্ধুকে সাবধান করে দিলে ঈশ্বরবর্মা পালাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বুঝতে পেরে সুন্দরী ও তার মা বাকি সমস্ত অর্থ হস্তগত করে কপর্দক হীন ঈশ্বরবর্মাকে দূর করে দেন। ঈশ্বরবর্মা ফিরে এলে রত্নবর্মা সব শুনে যমজিহ্বার কাছে গিয়ে অভিযোগ করেন। যমজিহ্বা তখন আশ্বাস দেন সমস্ত অর্থ তিনি উদ্ধার করে দেবেন। যমজিহ্বা তারপর আল নামে একটি বাঁদরকে ১০০০ নিষ্ক খেতে দেন এবং তারপর, ২০, ৩০, ৪০ ইত্যাদি ভাগে ভাগে উগরে দিতে শিক্ষা

দেন। বাঁদরটি এই ভাবে খেতে ও উগরাতে অভ্যস্ত হলে যমজিহ্বা এই বাঁদরটি ঈশ্বরবর্মাকে দিয়ে বলে দেন সুন্দরীকে গিয়ে দেখাবে এই বাঁদরটির মুখ থেকে নিষ্ক পাওয়া যায়। সুন্দরী তখন এটিকে কিনতে চাইবে এবং ঈশ্বরবর্মা অনিচ্ছা সত্বেও শেষ পর্যন্ত সুন্দরীর সমস্ত অর্থের বিনিময়ে বাঁদরটি দিয়ে অবিলম্বে পালিয়ে আসবে। পালিয়ে আসার আগে বাঁদরটিকে যেন ২০০০ নিষ্ক খাইয়ে দিয়ে আসে।

বন্ধুকে নিয়ে ঈশ্বরবর্মা আবাব ফিরে এলে অর্থের গন্ধে সুন্দরী সাদরে অভ্যর্থনা করেন। যমজিহ্বার উপদেশ মত ঈশ্বরবর্মা বাঁদরটির অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিযে দেন এবং শেষ পর্যন্ত সুন্দরীর সমস্ত অর্থ আত্মসাৎ কবে স্বর্ণদ্বীপে পালিযে যান। ঈশ্বরবর্মা চলে যাবার পর বাঁদরটির কাছে সুন্দরী পর পর দুদিন ১০০০ করে নিষ্ক লাভ করেন। তৃতীয় দিনে কিছু না পেয়ে বাঁদরটিকে মারধোর করলে বাঁদরটি সুন্দরী ও সুন্দরীর মাকে আঁচড়ে কামড়ে ক্ষত বিক্ষত করে। এরা তখন বাঁদরটিকে পিটিয়ে মেরে ফেলেন এবং চরম দারিদ্র্যে দিন কাটাতে থাকেন।

যমদূত—দ্রঃ-যম। (২) বিশ্বামিত্রের এক জন ব্রহ্মবাদী ছেলে।

যমদ্বিতীয়া—ভ্রাতৃদ্বিতীয়া (দ্রঃ)।

যমলার্জুন—বৃন্দাবনে দুটি যমজ বৃক্ষ। দ্রঃ নলকুবর। খেলার ছলে কৃষ্ণ এই গাছ দুটি স্পর্শ করলে অন্য মতে ভেঙে ফেললে এরা শাপমুক্ত হয়ে যান।

যমসভা—১০০ যোজন × ১০০ যোজন। এখানে দুঃখ, কষ্ট ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত গ্রীষ্ম ইত্যাদি কিছুই নাই। পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরা এখানে বাস করেন।

যমী—অন্য নাম যমুনা, কালিন্দী। যম (দ্রঃ) ও যমুনা যমজ সন্তান। যমের স্ত্রী। সূর্য ও সংজ্ঞার মেযে।

যমুনা—অন্য নাম কালিন্দী, যমী (দ্রঃ)। কলিন্দ পাহাড় থেকে উৎপন্ন নদী। নদীর অধিপতি যমুনাদেবী। বসুদেব সদ্য জাত কৃষ্ণকে নিযে এই যমুনা হেঁটে পার হয়েছিলেন; যমুনা পথ করে দিয়েছিলেন। বলরাম যখন গোকুলে ছিলেন তখন এক বার মত্ত অবস্থায় জলক্রীড়া করবেন বলে যমুনাকে কাছে আসতে বলেন। যমুনা সে কথায কাণ না দিলে বলরাম লাঙ্গল নিযে যমুনাকে টানতে টানতে যেখানে খুসি নিয়ে যেতে থাকেন। ফলে যমুনা নারীমূর্তি ধরে ক্ষমা চেয়ে নেন। বলরাম গোপীদের সঙ্গে জলক্রীড়া করেন। ইন্দ্রপ্রস্থ তৈরি হবার পর কৃষ্ণ কয়েক দিন এখানে থেকে যান। এই সময়ে এক দিন কৃষ্ণ ও অর্জুন যমুনার তীরে বেড়াতে বেড়াতে একটি সুন্দরী রমণীকে কৃষ্ণের জন্য তপস্যা করতে দেখেন। কৃষ্ণ পরিচয নিয়ে জানতে পারেন ইনি কালিন্দী এবং দ্বারকাতে নিয়ে গিয়ে একে বিযে করেন। কালিন্দীর দশটি ছেলে হয়েছিল নাম শ্রুত, ইত্যাদি। কৃষ্ণের জীবনের সঙ্গে যমুনা নদী অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। ভরত এর তীরে বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন; অম্বরীষের পিতা নাভাগও করেছিলেন। রাজা শান্তনু এখানে সাতটি যজ্ঞ করেছিলেন। অগস্ত্য যমুনার তীরে তপস্যা করেছিলেন। সতীর দেহ ত্যাগের পর উন্মত্ত শিব এই যমুনায ঝাঁপ দিয়েছিলেন ফলে এর জল কালো। দ্রঃ কলাবতী। (২) উত্তর ভারতে একটি নদী। তেহরি রাজ্যের বন্দরপঞ্চ পাহাড়ের উ-পশ্চিম থেকে বার হয়ে বহি হিমালয় ও শিবলিঙ্গ পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে সমতলে আসে। হিমাচল প্রদেশের সীমানা স্পর্শ করে এগিয়ে এসে প্রয়াগে

গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গে মিশেছে। মোট ১৩৭৬ কি-মি। বৃন্দাবন, মথুরা ইত্যাদি এই নদীর তীরে।

ত্রেতা যুগে নিষধ রাজ্যে বৈশ্য হেমকুণ্ডল বহু অর্থ সঞ্চয় করে ছিলেন। বয়স হলে জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে কিছু অর্থ দান করার জন্য সরিয়ে রাখেন এবং বিষ্ণু ও শিবের দুটি মন্দির করে প্রতিদিন পূজা ও দান করতে থাকেন। তার পর ছেলে শ্রীকুণ্ডল ও বিকুণ্ডল বড় হলে তাদের হাতে সংসারের সব দায়িত্ব দিয়ে বনে চলে যান। ছেলে দুই জন উচ্ছৃঙ্খলতায় কয়েক দিনেই সব অর্থ নষ্ট করে ফেলেন; আত্মীয়স্বজনরাও এদের ত্যাগ করে চলে যান। এরা তখন চুরি করতে আরম্ভ করেন। এবং শেষ পর্যন্ত শাস্তির ভয়ে এক জন বনে এবং এক জন পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেন। এর পর বড় ভাই বাঘের মুখে এবং ছোট ভাই সাপের কামড়ে মারা যান। যমালয়ে এলে যম বড় ভাইকে নরকে ও ছোট ভাইকে স্বর্গে পাঠাবার নির্দেশ দেন। ছোট ভাই বিকুণ্ডল জানতেন তিনি কোন পুণ্যকর্ম করেন নি; অবাক হয়ে স্বর্গে যাবার কারণ জানতে চাইলে যমদূতেরা জানান বনে থাকার সময় হরিমিত্র নামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণের সঙ্গে কয়েক দিন বিকুণ্ডল বাস করেছিল এবং দু মাস ধরে প্রতিদিন যমুনাতে স্নান করেছিল। প্রথম এক মাস স্নান করাতে সব পাপ কেটে গেছে দ্বিতীয় আর এক মাস স্নান করাতে স্বর্গে যাবার পুণ্য অর্জিত হয়েছে। দ্রঃ পাঞ্চালিক। (২) প্রাচীন এক নগর। (৩) গঙ্গা ও যমুনার দ্বিমধ্যবর্তী স্থানে একটি পাহাড়।

যযাতি—চন্দ্রবংশে নহুষের ছেলে যতি যযাতি, সংযাতি, আযাতি, এবং উদ্ধব (মহা ১।৭০।২৮); গ্রন্থান্তরে নাম অয়তি, ধ্রুব। যযাতির মা বিরজা। দুই স্ত্রী দেবযানী (দ্রঃ) ও শর্মিষ্ঠা (দ্রঃ)। দেবযানী ও তাঁর সখীদের নিয়ে যযাতি প্রাসাদে ফিরে এসে শর্মিষ্ঠার জন্য অশোক বনিকাতে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। শর্মিষ্ঠার সন্তানদের কাছে দেবযানী এক দিন এই ছেলেদের পিতা কে জানতে পেরে শর্মিষ্ঠাকে অসুর কন্যা ইত্যাদি বলে গালি দেন। শর্মিষ্ঠা বোঝাতে চান সখীর সঙ্গে তিনি সখীর পতিগৃহে এসেছেন; সখীর স্বামীও তাঁর স্বামী ইত্যাদি। শর্মিষ্ঠার ছেলে অনু (=অনুদ্রুহ্য), দ্রুহ্য ও পুরু/পূরু। দেবযানীর ছেলে যদু ও তুর্বসু। দেবযানী রাগে পিতার কাছে ফিরে যান এবং শুক্রাচার্য সব শুনে শাপ দেন যযাতি অকালে জরাগ্রস্ত হবেন। কিন্তু যযাতির অনুনয়ে যে কোন কাউকে নিজের জরা দিয়ে বদলে তার যৌবন ভোগ করার অনুমতি দেন। যযাতি তখন অনুমতি চেয়ে নেন তাঁর জরা যে নেবে তাকে তিনি নিজের রাজ্য দান করবেন। প্রাসাদে ফিরে এসে [illegible] ছেলেদের অনুরোধ করেন। ১০০০ বছরের জন্য জরা নিয়ে যৌবন দান করতে বলেন। চার ছেলে এই জরা নিতে অস্বীকার করেন; রাজা যদুকে শাপ দেন তার ছেলেরা কোনদিন রাজা হবে না; তুর্বসু বংশ সম্পূর্ণ নষ্ট হবে, দ্রুহ্য নদীতে ভেসে যাবেন ইত্যাদি। পুরুর কাছে যৌবন লাভ করে হাজার বছর ভোগ করে দেখলেন ভোগে কামনার উপশম হয় না। পুরুকে তখন যৌবন ফিরিয়ে দিয়ে রাজ্যে অভিষিক্ত করে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। পদ্মপুরাণে আছে যযাতির ধর্মাচরণ দেখে ভয় পেয়ে ইন্দ্র যযাতিকে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য মাতলিকে

পাঠান। যযাতি যেতে রাজি হন না। ইন্দ্র তখন কয়েক জন গন্ধর্বকে পাঠান ; এঁরা বামন অবতার অভিনয় করেন। মঞ্চে রতির রূপে ও অভিনয়ে রাজা মুগ্ধ হয়ে যান। এর পর রাক্ষসী জরা ও মদন যযাতির দেহে প্রবেশ করেন। রাজা এক দিন বনে যান মৃগয়া করতে এবং এখানে সুন্দরী অশ্রুবিন্দুমতীর সঙ্গে দেখা হয়। অশ্রুবিন্দুমতীর সহচরী বিশালার কাছে জানতে পারেন দেবতারা যখন কামদেবকে পুনর্জীবিত করে দেন তখন রতি আনন্দে অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন। রতির বাম চোখের জল থেকে এই অশ্রুবিন্দুমতীর জন্ম এবং উপস্থিত অশ্রুবিন্দুমতীর স্বয়ংবরের চেষ্টা চলেছে। যযাতি তখন এঁকে বিয়ে করতে চান। সর্ত হয় যযাতিকে আগে তাঁর দেহের জরা বদলে নিতে হবে। এবং আর একটি সর্ত হয় রাজা অন্য কোন স্ত্রীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবেন না। এই জন্য যযাতি ছেলে পুরুর কাছে যৌবন নিয়েছিলেন। এ দিকে এই ব্যবস্থায় দেবযানী ও শর্মিষ্ঠা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। যযাতি তখন যদুকে নির্দেশ দেন তাদের দুজনকে হত্যা করতে। যদু রাজি হন না ফলে যযাতি শাপ দিয়েছিলেন। এর বহু দিন পরে মেনকার উপদেশে অশ্রুবিন্দুমতী রাজাকে স্বর্গে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। রাজা তখন পুরুকে রাজ্য দিয়ে বৈকুণ্ঠে যান। অন্য মতে রাজা বনে গিয়ে ভৃগুতুঙ্গ পাহাড়ে মুনি ঋষিদের সঙ্গে বহু দিন বাস করে তপস্যায় দেহত্যাগ করেন। স্বর্গে বহুদিন ছিলেন। পরে অহঙ্কারে নিজেকে শ্রেষ্ঠ ধার্মিক মনে করতে ইন্দ্রের অভিশাপে যযাতির পতন হয়। অন্য মতে ইন্দ্র ও কয়েক জন দেবতাকে অপমানিত করেছিলেন ফলে স্বর্গভ্রষ্ট হয়েছিলেন। স্বর্গ থেকে পতনের সময় প্রার্থনা করেন যেন পৃথিবীতে পুণ্যবান ব্যক্তিদের মধ্যে গিয়ে পড়েন। এই সময় প্রতর্দন, বসুমান, শিবি ও অষ্টক যজ্ঞ করছিলেন ; যযাতি এদের মধ্যে এসে পড়েন। এখানে সকলের পরিচয় হয়; এঁরা এঁদের যজ্ঞের ফল দিয়ে যযাতিকে স্বর্গে পাঠাতে চান। কিন্তু রাজা যযাতি ক্ষত্রিয় হিসাবে এই দান নিতে রাজি হন নি। ইতিমধ্যে মাধবী (দ্রঃ) সেখানে আসেন এবং মাধবী তাঁর অর্জিত পুণ্যের অর্দ্ধেক দিয়ে পিতাকে স্বর্গে পাঠিয়ে দেন।

যযাতি সব দিক থেকে এক জন মহান রাজা ছিলেন। সারা জীবন দান করতে করতে নিঃস্ব হয়ে যান। গুরু দক্ষিণার জন্য এক বার এক ব্রাহ্মণকে ১,০০০ গরু দিয়েছিলেন। এবং গালবের (দ্রঃ) হাতে নিজের মেয়ে মাধবীকে (দ্রঃ) দান করেছিলেন।

যশোদা—গোকুলে নন্দের স্ত্রী ; কৃষ্ণের পালিকা জননী। যোগমায়ার গর্ভে জন্ম। দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তানকে বসুদেব যশোদার কাছে রেখে আসেন এবং যশোদার সদ্যঃজাত কন্যা যোগমায়াকে এনে দেবকীকে দেন। ফলে কৃষ্ণ যশোদার কাছে পালিত হন। সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যে যশোদার অপত্য স্নেহ এক অতুলনীয় অধ্যায়। দেবী ভাগবৎ, বিষ্ণু পুরাণ, বৃহৎ-ধর্ম পুরাণ, লিঙ্গ পুরাণ ও ভাগবত ইত্যাদিতে যশোদার কাহিনী রয়েছে। ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণে আছে বসুশ্রেষ্ঠ দ্রোণ ও তাঁর স্ত্রী ধরা ভগবানের দর্শনের আশায় গন্ধমাদন পাহাড়ে কঠোর তপস্যা করতেন। ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে বর দেন পর জন্মে তাঁরা হরির দেখা পাবেন। অন্য মতে ব্রহ্মা রুষ্ট হয়ে অভিশাপ দেন গোপাল হয়ে জন্মাতে হবে। দ্রোণ তখন কাতর হয়ে প্রার্থনা

করেন মানুষ হয়ে জন্মালেও যেন বিষ্ণুর দর্শন পান। ব্রহ্মা সম্মত হন। পর জন্মে এঁরা নন্দ ও যশোদা হয়ে জন্মান।

যশোধরা—ত্রিগর্ত রাজার মেয়ে। পুরু বংশে রাজা হস্তীর স্ত্রী ; ছেলে বিকুণ্ঠ।

যাজ—ভাই উপযাজ। দু-জনেই ব্রহ্মর্ষি। যাজ শুচি অশুচি বিচার করতেন না। গুরুগৃহে থাকার সময় উচ্ছিষ্ট ও ভূপতিত অন্নও খেতেন। দ্রুপদ গঙ্গাতীরে বেড়াতে এসে এক ব্রাহ্মণ বসতিতে প্রবেশ করে উপযাজকে দশকোটি ধেনু দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে দ্রোণহন্তা একটি পুত্র প্রার্থনা করেন। উপযাজ রাজি হন না। দ্রুপদ তখন তাঁর সেবা করতে থাকেন। এক বছর কেটে গেলে ইনি বড় ভাই যাজের কাছে যেতে বলেন। ধনের আশায় যাজ হয়তো রাজি হবেন। এই যাজ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করতে রাজি হন এবং উপযাজকে সহায়ক নিযুক্ত করেন। এই যজ্ঞে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদী জন্মান।

যাজ্ঞবল্ক্য—প্রসিদ্ধ বৈদিক ঋষি। দ্রঃ যজুর্বেদ। আরণ্যক, যোগশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্র, রচয়িতা মনে হয়। স্ত্রী কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী। মহাভারত মতে বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মবাদী এক ছেলে। এঁর গ্রন্থ যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা। শতপথ ব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যক ইনিই সংকলন করেন। শতপথ অনুসারে ইনি জনকের রাজসভায় ছিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ করে কে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ স্থির করতে না পেরে নানা বস্ত্র ও সুবর্ণ মণ্ডিত শৃঙ্গ এক হাজার গরু এনে যিনি ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ তাঁকে জনক এগুলি গ্রহণ করতে বলেন। এই কথায় সমবেত ব্রাহ্মণরা কে বড় এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিবাদ করতে থাকলে যাজ্ঞবল্ক্য জানান সমস্ত বেদ তাঁর অধীত, তাঁর মত বেদজ্ঞ আর কেউ নাই। এই সময় যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করেছিলেন অর্থভাগ, কহোড, গার্গী, আরুণি। শাকল্য ও যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে পরাজিত হন এবং মাথা ফেটে মারা যান। সকলকে এই ভাবে তর্কে পরাস্ত করে জনকের দান গ্রহণ করেন। এর পর বহু বার যাজ্ঞবল্ক্য ও জনকের মধ্যে শাস্ত্র আলোচনা হয়েছিল এবং জনক এঁকে বহুকিছু উপহার দিয়ে ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য তৎকালীন প্রচলিত ধর্ম ও নীতির বিরোধী ছিলেন। ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে ইনি বহু বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের মত বানপ্রস্থ নেওয়া ও সন্ন্যাস। তপস্যায় সূর্যকে সন্তুষ্ট করে গুরুও জানেন না এমন বেদবিদ্যা লাভের বর চান। সূর্য বাজী রূপ ধরে যাজ্ঞবল্ক্যকে তখন বেদ শিক্ষা দেন। এই জন্য এই সংহিতার নাম বাজসনেয়ী এবং সূর্য থেকে প্রাপ্ত বলে শুক্ল যজুর্বেদ। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ইনি উপস্থিত ছিলেন। কণ্ব, মধ্যন্দিন ইত্যাদি ১৫ জন শিষ্যকে বেদ শেখান। শুক্ল যজুর্বেদে একটি মতে ১৫-টি শাখা। ইন্দ্র ও যুধিষ্ঠিরের সভাসদ ছিলেন এবং যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ করেন। দ্রঃ যজুর্বেদ, বৈশম্পায়ন।

যাজ্ঞসেনী—যজ্ঞসেনের (=দ্রুপদ) মেয়ে।

যাতুধান—কশ্যপের ঔরসে সুরমার গর্ভে জন্ম। দস্যু, রাক্ষস, দানব ইত্যাদির সমগোত্র মায়াবী জীব। অনেকটা কুকুর, শকুন বা অন্যান্য জন্তুর মত। এরা রাক্ষস নয়। বায়ু পুরাণে বার জন যাতুধানের নাম আছে।

যাতুধানী—কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি ও অরুন্ধতী ব্রহ্মলোক লাভের জন্য তপস্যা করে পৃথিবী ভ্রমণ করছিলেন। পশুসখ নামে এক

শূদ্র এবং তাঁর স্ত্রী (গণ্ডা) এঁদের পরিচর্যা করতেন। এই সময় অনাবৃষ্টিতে ভীষণ খাদ্যাভাব হয়। শিবির ছেলে শৈব্যবৃষাদর্ভি এক যজ্ঞ করে নিজের ছেলেকেই ঋত্বিকের দক্ষিণা হিসাবে দিয়ে ছিলেন। খাদ্যাভাবে ছেলেটি মারা গেলে ক্লিষ্ট মহর্ষিরা প্রাণধারণের জন্য ছেলেটিকে রান্না করতে থাকেন। শৈব্য এই দেখে ঋষিদের নিবৃত্ত হতে বলেন এবং তাঁদের খাদ্য দেবেন প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ঋষিরা জানান রাজার দান নিলে উপস্থিত কষ্ট মিটলেও সমস্ত তপস্যার ফল নষ্ট হবে। যাই হোক ঋষিরা রান্না ত্যাগ করেন। রাজা মন্ত্রীদের সাহায্যে বন থেকে উডুম্বর (ডুমুর) এনে ঋষিদের দিতে থাকেন। কিছু দিন পরে রাজা ফলের মধ্যে সোনা পুরে পাঠাতে থাকেন। সোনা আছে বুঝতে পেরে অত্রি দান প্রত্যাখ্যান করে অন্যত্র চলে যান। শৈব্য এতে রেগে এক যজ্ঞ করে যাতুধানী নামে এক ভীষণ কৃত্যা/রাক্ষসী সৃষ্টি করে ঋষিদের ও তাঁদের দাসদাসী সকলকে হত্যা করার জন্য নির্দেশ দেন। ঋষিরা যে পুকুরে স্নান করতেন সেখানে যাতুধানী অপেক্ষা করতে থাকে। এ দিকে ইন্দ্র এক মোটা পরিব্রাজক সেজে এবং বেশ মোটাসোটা এক কুকুর সঙ্গে নিয়ে পরিচর্যা করবার জন্য ঋষিদের সঙ্গ নেন। ঋষিরা এখানে এলে যাতুধানী এঁদের নিজেদের নাম ও নামের অর্থ বলে তার পর পুকুরে নামতে বলেন। সকলে তাই করেন এবং যাতুধানী এই সব অর্থ বুঝতে না পারলেও তাঁদের বাধা দেন না। অত্রি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, ভরদ্বাজ এই ভাবে জলে নামেন। শেষ কালে ইন্দ্র বলেন তাঁর নাম শুনঃ সখা অর্থাৎ যমের সখা। অন্য মতে শুন সখা নিজের নামের অর্থ প্রকাশ করতে চান না। যাতুধানী অর্থ বুঝতে না পেরে আবার বুঝিয়ে বলতে বলেন। ইন্দ্র বলেন যেহেতু যাতুধানী বুঝতে পারেনি সেই হেতু ত্রিদণ্ডের আঘাতে তাকে তিনি বধ করবেন (মহা ১৩।৯৫।৪৭)। অন্য মতে যাতুধানী শুনঃসখকে জলে নামতে না দিলে ইন্দ্র এঁকে নিহত করেন। ঋষিরা মৃণাল তুলে রেখে আবার জলে নেমে তর্পণ করে উঠে এসে মৃণাল দেখতে পান না। ঋষিরা তখন শপথ করে অপহরণকারীকে শাপ দেন। শুনঃ-সখ ও শপথ করেন যে চুরি করেছে সে বেদজ্ঞ বা ব্রহ্মচর্য সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে কন্যা দিক এবং অথর্ববেদ পাঠ করে স্নান করুক। ঋষিরা তখন শুনঃসখকেই চোর বলে ধরেন। ইন্দ্র তখন নিজের পরিচয় দিয়ে সমস্ত ঘটনা জানান এবং ঋষিদের রক্ষা করতে এসেছেন বলেন। ঋষিরা লোভ ত্যাগ করে ক্ষুধা সহ্য করার জন্য সর্বকামপ্রদ, অক্ষয়লোক লাভ করবেন। সকলে তখন ইন্দ্রের সঙ্গে স্বর্গে যান।

যাদবী—ইক্ষ্বাকু বংশে রাজা বাহু/সুবাহুর স্ত্রী। যাদবী গর্ভবতী হলে, সপত্নীরা এই গর্ভ নষ্ট করার জন্য বিষ দেন। কিন্তু গর্ভ নষ্ট হয় না। এর পর মাহিষ্মতী রাজা (হেহয় বংশ) তালজঙ্ঘের হাতে বাহু পরাজিত হয়ে রাজ্য হারিয়ে বনে চলে যান অন্য মতে ঔর্ব আশ্রমে গিয়েছিলেন এবং এখানে ৭ বৎসর পরে মারা যান। যাদবী সহমৃতা হবেন ঠিক করেন কিন্তু ঔর্ব যাদবীকে বোঝান তার ছেলে এক দিন পৃথিবীর অধীশ্বর হবে এবং আশ্রমে ফিরিয়ে আনেন। এর পরে সপত্নীদের দেওয়া গর (=বিষ) সহ যাদবীর ছেলে হয়; ঔর্ব এর নাম রাখেন সগর।

যামিনী—দক্ষের এক মেয়ে; কশ্যপের এক স্ত্রী।

যাযাবর—ঘুরে বেড়ান এক পর্যটক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। জরৎকারু মুনি যেন প্রথম

যাযাবর ছিলেন। দ্রঃ জিপসি।

যাস্ক—নিরুক্তের লেখক।

যুগ—কালবাচক শব্দ। চারটি যুগ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি; চারটি যুগ মিলে একটি দৈবযুগ। ঋক্‌বেদে অবশ্য যুগ অর্থে ১ বৎসর বা আরো কম। বেদাঙ্গ জ্যোতিষে ও বৃহৎ সংহিতাতে যুগ ৫ বৎসর। অথর্ব বেদে যুগ ১০ হাজার বৎসর। আর এক হিসাবে সত্যযুগ ১২০০ × ৪ দৈব বৎসর, ত্রেতা ১২০০ × ৩, দ্বাপর ১২০০ × ২ এবং কলি ১২০০ × ১ দৈব বৎসর। ৭১ দৈবযুগে এক মন্বন্তর এবং ১৪ মন্বন্তরে এক কল্প=ব্রহ্মার দিবাভাগ। ২ কল্পে ব্রহ্মার অহোরাত্র। যুগের প্রারম্ভ অংশ যুগ সন্ধ্যা।

যুগন্ধর—(১) একটি পর্বত। এখানকার লোকেদের নামও যুগন্ধর। এখানকার লোকেরা উঠ ও গাধার দুধ পান করতেন। (২) পাণ্ডব পক্ষে এক জন যোদ্ধা; দ্রোণাচার্যের হাতে মৃত্যু।

যুদ্ধ—রাজধর্ম বলে স্বীকৃত হয়েছিল। এই রাজধর্ম ছিল ধর্ম অনুযায়ী বা ধর্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ। ধর্ম বিস্তারের জন্য নয়। এই যুদ্ধের লিখিত নিয়ম ছিল শত্রুকে সমস্ত সুযোগ দিয়ে এবং উপযুক্ত অস্ত্র দিয়ে তবে তার সঙ্গে যুদ্ধ করবে। শত্রু পরাজয় স্বীকার করলে তাকে রক্ষা করতে হবে ইত্যাদি।

যুদ্ধ কৌশল—মনু সংহিতা ও অগ্নি পুরাণে ব্যাপক আলোচনা রয়েছে। সৈন্য বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় বলা হয়েছে উপদেষ্টা, কোষাগার, পদাতি, অশ্বারোহী, গজ ও রথী। সেনাপতি সৈন্যদের নিয়ে যুদ্ধ করবেন। রাজা ও রানী কোষাগার নিয়ে সৈন্যদের মধ্যস্থলে সুরক্ষিত হয়ে অবস্থান করবেন। রাজার দু'পাশে থাকবে অশ্বারোহী সৈন্য ইত্যাদি। সামনের দিক থেকে আক্রমণের আশঙ্কা থাকলে মকর বা শ্যেন বা সূচী ব্যূহ নির্মাণের নির্দেশ রয়েছে; পেছন বা পাশের দিক থেকে আক্রমণের সম্ভাবনাতে শকট ব্যূহ ব্যবহার হত। যে কোন দিক থেকে আক্রমণের সম্ভবনা থাকলে সর্বতোভদ্র ব্যূহ রচনা করা হত।

সময়, স্থান এবং প্রজাদের মনোভাব অনুকূল হলে তবেই রাজা সরাসরি যুদ্ধে নামবেন বলা হয়েছে। প্রতিকূল হলে সামনা সামনি যুদ্ধে যাবেন না। ব্যূহের মধ্যে উরঃ, কক্ষ, দুটি পক্ষ/পার্শ্ব, দুটি মধ্য স্থান এবং একটি পৃষ্ঠ দেশ নামে সাতটি স্থান ভাগ করা হয়েছে। এই সাতটি স্থানে গজ, অশ্ব, রথী ও পদাতিদের অবস্থান অনুযায়ী ব্যূহের নাম করণ হত। রথীর অভাব হলে যে কোন ব্যূহে সেই স্থানে হাতী ব্যবহার করার নির্দেশ ছিল।

যুধাজিৎ—(১) কেকয় রাজ। ভরতের মামা। ভরতের ছেলে তক্ষ ও পুষ্করকে নিয়ে যুধাজিৎ গন্ধর্ব দেশ জয় করেন। (২) অবন্তী রাজ; এঁর মেয়ে লীলাবতীর সঙ্গে ইক্ষ্বাকু বংশে সুদর্শনের বিয়ে হয়। (৩) অনমিত্র ও পৃথ্বীর ছেলে; এক জন যাদব রাজা।

যুধামন্যু—পাঞ্চাল রাজ বংশে জন্ম। কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের দেহরক্ষী। দুর্যোধন ইত্যাদি বহু বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। কর্ণের ভাই চিত্রসেনকে নিহত করেন। দুর্যোধনের উরুভঙ্গের পর নৈশ আক্রমণে অশ্বত্থামার হাতে নিহত হন।

যুধিষ্ঠির—পাণ্ডুর প্রথম ছেলে। গান্ধারী গর্ভবতী হলে কুন্তী ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অন্য মতে পাণ্ডু নিজে (ঈর্ষায় নয়) কুন্তীকে ক্ষেত্রজ সন্তানের জন্য অনুরোধ করেন। কুন্তী সম্মত হন না ; কিন্তু দুর্বাসা মন্ত্রের কথা জানান। গান্ধারী এক বৎসর গর্ভ ধারণ করার পর (মহা ১।১১৪।১), সন্তানকামী এবং অভিশপ্ত পাণ্ডুর (দ্রঃ) নির্দেশে কুন্তী ধর্মের ঔরসে গর্ভধারণ করেন। শতশৃঙ্গ পাহাড়ে ৮-জ্যৈষ্ঠ পঞ্চমী তিথিতে অভিজিৎ নক্ষত্রে জন্ম। ঐন্দ্রে চন্দ্র-সমাযুক্তে মুহূর্তে অভিজিতে অষ্টমে দিবা মধ্যগতে সূর্যে তিথৌ পুণ্যে অভিপূজিতে (মহা ১।১১৪।৪)—জন্মের সময় দৈববাণী হয়ে ছিল শিশু ধার্মিক ও পৃথিবী-পৃতি হবে। দৈব বাণীই নাম দেন যুধিষ্ঠির। বাসুদেব পুরোহিত কশ্যপ উপনয়ন করান ; রাজর্ষি শুক বর্শা ছোঁড়া শেখান। পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃত্যুর পর কুন্তী পাঁচটি ছেলে নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে আসেন। যুধিষ্ঠির দুর্যোধন থেকেও বড়। ভীষ্মের রক্ষণাবেক্ষণে পালিত হন। কৃপ ও পরে দ্রোণের কাছে অস্ত্রশিক্ষা। রথ চালানতে বিশেষ পারদর্শী। ধৃতরাষ্ট্র এঁকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। ভীমকে দুর্যোধন জলে ফেলে দেন ; ভীম (দ্রঃ) পরে ফিরে এলে যুধিষ্ঠির ঘটনাটি সবটাই গোপন রাখতে বলেছিলেন। গুরু দক্ষিণা হিসাবে দ্রুপদকে ধরে আনবার জন্য যুধিষ্ঠির নিজে যাবেন ঠিক করেছিলেন কিন্তু অর্জুন বাধা দিয়ে নিজে গিয়ে ধরে আনেন। যুবরাজ যুধিষ্ঠির ক্রমশ অত্যন্ত প্রজারঞ্জক হয়ে উঠতে থাকেন এবং দুর্যোধন এঁদের অপসারিত করবার চেষ্টা করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত দুর্যোধন পিতার অনুমতি নিয়ে এবং প্রজাদের অর্থ ও সম্মান প্রদান করে বশ করে (মহা ১।১৩১।.) পাণ্ডবদের বারণাবতে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। পাণ্ডবরা বারণাবতে চলে যাবেন এ ব্যবস্থা প্রজারা সহ্য করতে পারেন নি ; তাঁরাও বারণাবতে যেতে চাইছিলেন। যুধিষ্ঠির কোন মতে বুঝিয়ে সকলকে নিরস্ত করেন। বারণাবতে যাবার মুহূর্তে বিদুর এঁকে দুর্যোধনের অভিসন্ধি জানিয়ে দেন। দুর্যোধন বারণাবতে পাণ্ডবদের থাকাব জন্য অতি দাহ্য বস্তু দিয়ে একটি প্রাসাদ (জতুগৃহ নামে পরিচিত) তৈরি করিয়ে রেখে ছিলেন। জতুগৃহে এলে ভীম তখনই সেখান থেকে অন্যত্র যাবার পরামর্শ দেন কিন্তু যুধিষ্ঠির বুঝিয়ে নিরস্ত করেন। এখানে যুধিষ্ঠিরের পরামর্শ অনুসারে দিনের বেলা মৃগয়া ছলে সকলে পথ ঘাটের পরিচয় নিতেন। জতুগৃহে এক বছর থাকার পর যুধিষ্ঠিরের পরামর্শে এই বাড়িতে আগুন দিয়ে এক গুপ্ত সুড়ঙ্গ পথে সকলে এঁরা বার হয়ে গঙ্গাতীরে গিয়ে উপস্থিত হন। পাণ্ডবরা এখানে আসার পর বিদুর এক খনককে পাঠান। এই খনক একটি গুপ্ত সুড়ঙ্গ কেটে দেন (মহা ১।১৩৫।১৬) ; অন্য মতে বাড়ি তৈরির সময়ই এই সুড়ঙ্গ কাটা হয়েছিল ; দুর্যোধনরা জানতেন না। এর পর একচক্রা গ্রামে এসে বাস করতে থাকেন। জতুগৃহ থেকে মুক্তি পাবার পর একটি ঘটনা ঘটে ছিল ; এটি হিড়িম্বার সঙ্গে ভীমের বিয়ে ; যুধিষ্ঠির অনুমতি দিয়েছিলেন। একচক্রা থেকে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় পাঁচ ভাই গিয়েছিলেন। পথে অর্জুনের হাতে অঙ্গারপর্ণ বন্দী হলে অঙ্গারপর্ণের স্ত্রী কুম্ভীনসীর অনুরোধে যুধিষ্ঠির এঁকে মুক্ত করে দেন। এর পর অঙ্গারপর্ণের উপদেশ অনুসারে উৎকোচক তীর্থে গিয়ে যুধিষ্ঠিররা ধৌম্যকে পুরোহিত রূপে বরণ করেন (মহা ১।১৭৪।৬) এবং কুন্তী ও ধৌম্যকে সঙ্গে নিয়ে পাঞ্চালে এঁরা পাঁচ ভাই ব্রাহ্মণ বেশে ভার্গব নামে এক কুমোরের বাড়িতে অতিথি

হন। কৃষ্ণাকে নিয়ে ভার্গবের বাড়িতে ফিরে এলে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বলেছিলেন গৃহাণ পানিং বিধিবৎ ত্বম্ অস্যাঃ। কিন্তু অর্জুন সম্মত হন না। এর পর সমস্ত ভাইদের চিত্তচাঞ্চল্য লক্ষ্য করে ভাইদের 'আকার ভাবজ্ঞ' যুধিষ্ঠির ব্যাসের কথা স্মরণ করে পাঁচ ভাই মিলে কৃষ্ণাকে বিয়ে করবেন সংকল্প প্রকাশ করেন। এর পর দ্রুপদ এঁদের সকলকে প্রাসাদে নিয়ে আসেন; যুধিষ্ঠির নিজেদের পরিচয় দেন এবং জতুগৃহ থেকে পালিয়ে আসার কাহিনী বর্ণনা করেন। পাঁচ ভাই দ্রৌপদীকে (দ্রঃ) ভবিতব্যতায় বিয়ে করতে বাধ্য হন। এদিকে ভীষ্ম বিদুর ইত্যাদি খবর পেয়ে এঁদের সকলকে হস্তিনাপুরে ফিরিয়ে এনে অর্দ্ধরাজ্য দিয়ে খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করতে দেন। এখানে এঁরা নতুন নগরী ইন্দ্রপ্রস্থ গড়ে নেন। 'এই সময় নারদ এসে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়ে যান দ্রৌপদী এক এক বছর ক্রমান্বয়ে এক এক ভাইয়ের কাছে থাকবেন। এই নিয়ম যে অমান্য করবেন তাকে বারো বছর বনে যেতে হবে; যাতে ভুল বোঝাবুঝি না হয়। ইন্দ্র প্রস্থে অবস্থান কালে অর্জুন এক দিন অস্ত্র আনতে বাধ্য হয়ে দ্রৌপদী (দ্রঃ) ও যুধিষ্ঠির যেখানে বাস করছিলেন সেই ঘরে ঢুকতে বাধ্য হন; ফলে অর্জুন বনে চলে যান। যুধিষ্ঠির স্নেহে বহু অনুনয় করেও অর্জুনকে নিরস্ত করতে পারেন নি। অভিমন্যু জন্মালে যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের দশ হাজার গরু দিয়েছিলেন। যুধিষ্ঠির পাঞ্চালীর ছেলে হয় প্রতিবিন্ধ্য। রাজা শিবির মেয়ে গোবাসনের মেয়ে দেবিকা দ্বিতীয়া স্ত্রী; এঁর ছেলে যৌধেয়। স্বয়ংবর সভাতে যুধিষ্ঠির দেবিকাকে বিয়ে করেন। কৃষ্ণ যখন ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে দ্বারকাতে ফিরে যান যুধিষ্ঠির তখন রথে সারথি হয়ে কিছুটা পথ এগিয়ে দেন।

নারদের পরামর্শে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করেন। যজ্ঞের আগে উত্তর দিকে অর্জুনকে এবং অন্যান্য ভাইদের অন্যান্য দিকে দিগ্‌বিজয়ে পাঠিয়েছিলেন। প্রতি দিন যুধিষ্ঠির স্বর্ণপাত্রে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণদের পরিতৃপ্ত করে ভোজন করাতেন। যজ্ঞের সময় এঁদের ঐশ্বর্য দেখে দুর্যোধন ঈর্ষায় অস্থির হয়ে ওঠেন এবং শকুনির পরামর্শে বিদুরকে পাঠিয়ে যুধিষ্ঠিরকে কপট পাশা খেলায় ডাকেন। এই পাশা খেলা অন্যায় হবে জেনেও ক্ষত্রধর্ম অনুসারে যুধিষ্ঠির বাধ্য হন এবং রাজ্য ভাইদের ও দ্রৌপদীকে পণ রেখে সম্পূর্ণ হেরে গিয়ে কৌরবদের দাসত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হন। দ্রৌপদী (দ্রঃ) এই সময় অত্যন্ত অপমানিত হন। পরাজিত যুধিষ্ঠির কোন প্রতিবাদ করতে পারেন নি। অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে দেখে ধৃতরাষ্ট্র (দ্রঃ) রাজ্য ফিরিয়ে দিয়ে পাণ্ডবদের সকলকে মুক্তি দেন। যুধিষ্ঠির তখন হস্তিনাপুর থেকে ফিরে যাবেন কিন্তু দুর্যোধন আবার ধৃতরাষ্ট্রকে দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় ডাকেন। আবার পাশা খেলাতে অনেকেই আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু ক্ষত্রিয় ধর্ম অনুসারে যুধিষ্ঠির খেলতে বাধ্য হন এবং হেরে গিয়ে দ্রৌপদী ও ভাইদের নিয়ে ১২-বছরের জন্য বনবাস এবং তারপর এক বছরের জন্য অজ্ঞাতবাসে যেতে বাধ্য হন। একটি মতে প্রথমে দ্বৈত বনে পরে ব্যাসের উপদেশে কাম্যক বনে গিয়েছিলেন। অন্য মতে প্রথমে কাম্যকবনে চলে যান। এখান থেকে অর্জুন দিব্যাস্ত্র লাভের জন্য দেবলোকে চলে যান এবং পাণ্ডবরা প্রয়াগ, নৈমিষারণ্য, বদরিকাশ্রম, ভৃগুতীর্থ, গঙ্গাসাগর, মহেন্দ্রপর্বত, প্রভাস ইত্যাদি বহু জায়গা ভ্রমণ করে পরে দ্বৈতবনে এসে সরস্বতী নদীর

তীরে আশ্রম তৈরি করে বাস করতে থাকেন। বনবাসের সময় ভীম ও দ্রৌপদী ইত্যাদি চাপ দেওয়া সত্ত্বেও যুধিষ্ঠির প্রতিজ্ঞা পালনে অটল থাকেন। এই তের বছর যুধিষ্ঠির ভীমকে শান্ত হয়ে কাটাবার জন্য বার বার অনুরোধ করেছিলেন। এই বনবাসের সময় বৃহদশ্ব মুনি যুধিষ্ঠিরকে নল রাজার কাহিনী শোনান। লোমশ মুনি নানা দার্শনিক উপদেশ দেন। মহেন্দ্র পর্বতে যুধিষ্ঠির পরশুরামের সঙ্গে দেখা করে নানা কথাবার্তা বলেছিলেন। গন্ধমাদন পর্বতে দ্রৌপদী অজ্ঞান হয়ে পড়লে যুধিষ্ঠির কেঁদে ফেলেছিলেন। গন্ধমাদন থেকে বদরিকা হয়ে দ্বৈতবনে ফিরে আসেন। বনবাসের এগার বৎসরে ভীম (দ্রঃ) সর্পরূপী নহুষ কর্তৃক আক্রান্ত হলে যুধিষ্ঠির ভীমকে উদ্ধার করে আনেন। 'কাম্যক বনে শ্রীকৃষ্ণ এসে দেখা করেন। দ্বৈত/কাম্যক বনে থাকার সময় ঘোষ যাত্রা ছলে দুর্যোধন পাণ্ডবদের দুরবস্থা দেখতে অর্থাৎ উপহাস করতে আসেন। পথে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের হাতে সপরিবারে বন্দী হন। যুধিষ্ঠির খবর পেয়ে অর্জুনকে পাঠিয়ে এঁদের মুক্ত করে দেন এবং মিষ্ট কথায় দুর্যোধনদের বিদায় দেন। এই বনবাসের সময় এক দিন দুঃশাসনের দূত এসে যুধিষ্ঠিরকে দুর্যোধনের বৈষ্ণব যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির যেতে সম্মত হন না। দ্বৈতবনে যুধিষ্ঠির এর পর স্বপ্ন দেখেন এখানে মৃগযূথ তাঁকে জানাচ্ছে পাণ্ডবরা তাদের প্রায় শেষ করে এনেছে। যুধিষ্ঠির এতে দুঃখিত হয়ে আবার কাম্যক বনে ফিরে যান। বনে এক দিন দুর্বাসা মুনি যুধিষ্ঠিরের অতিথি হয়েছিলেন। বনবাসের শেষ দিকে জয়দ্রথ এক দিন দ্রৌপদীকে নিয়ে পালিয়ে যান, সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুধিষ্ঠিরের হাতে ত্রিগর্ত রাজ মারা যান। জয়দ্রথ বন্দী হন কিন্তু যুধিষ্ঠির তাঁকে ছেড়ে দিতে বলেন। দ্রৌপদী হরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যুধিষ্ঠিরের মন খারাপ হয়ে পড়লে মার্কণ্ডেয় মুনি রামচন্দ্রের কাহিনী শুনিয়ে সান্ত্বনা দেন। বনবাসের দ্বাদশ বৎসরে যুধিষ্ঠিরকে পরীক্ষা করার জন্য হরিণ সেজে ধর্ম এক ব্রাহ্মণের অরণিমন্থ চুরি করেন। ব্রাহ্মণের অনুরোধে পাণ্ডবরা এই অরণি খুঁজতে যান এবং ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েন। যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে নকুল একটি গাছে উঠে কাছাকাছি এক জলাশয় দেখতে পান এবং যুধিষ্ঠিরই নকুলকে জল আনতে পাঠান। নকুল জল আনতে সরোবরে উপস্থিত হলে এখানে বকরূপী ধর্ম নকুলকে প্রথমে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তারপর জলস্পর্শ করতে বলেন। নকুল এই নির্দেশ অগ্রাহ্য করে জল খেতে গিয়ে মারা যান। নকুলের আসতে দেরি হচ্ছে দেখে যুধিষ্ঠির সহদেব, অর্জুন ও ভীমকে ক্রমান্বয়ে পাঠান এবং শেষ কালে নিজে আসেন। এদের মৃত দেখে যুধিষ্ঠির আশ্চর্য হয়ে যান। বক তার পর জল পানে বাধা দিলে যুধিষ্ঠির শান্ত ভাবে বকের চারটি প্রশ্নের (কা চ বার্তা, কিমাশ্চর্যং কঃ পন্থাঃ কশ্চ মোদতে) অন্য মতে অনেকগুলি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলে ধর্ম সন্তুষ্ট হয়ে একটি ভাইকে বাঁচিয়ে দিতে সম্মত হন। যুধিষ্ঠির তখন নকুলের জীবন প্রার্থনা করেন, কারণ তাহলে মাদ্রীর বংশ রক্ষা পাবে। ভীম বা অর্জুনকে বাঁচিয়ে নিলে রাজ্য-উদ্ধারের সম্ভাবনা ও রয়েছে কিন্তু যুধিষ্ঠির এ সব কথা চিন্তাই করেন না। ধর্ম এতে মুগ্ধ ও সন্তুষ্ট হয়ে নিজের প্রকৃত পরিচয় দিয়ে সকলকে বাঁচিয়ে দেন, ব্রাহ্মণের অরণিমন্থ ফিরিয়ে দেন, যুধিষ্ঠিরকে বর দেন অজ্ঞাত বাসের সময় কেউ তাঁদের চিনতে পারবে না এবং পরামর্শ দেন বিরাট রাজ্যে গিয়ে বাস করতে।

বিরাটের কাছে যুধিষ্ঠির কঙ্ক নামে ব্রাহ্মণ ও যুধিষ্ঠিরের সখা বলে পরিচয় দেন এবং বিরাটের সভাসদ হয়ে বাস করেন। বিরাট সভায় কীচক দ্রৌপদীকে পদাঘাত করলে যুধিষ্ঠির ইঙ্গিতে ভীমকে নিরস্ত করেন (মহা ৪।১৫।১২); না হলে তাঁদের পরিচয় জানাজানি হয়ে পড়বে। এর কিছুদিন পরে আক্রমণকারী কৌরবদের বিতাড়িত করার গৌরব বৃহন্নলার প্রাপ্য বললে বিরাট রাজ বিরক্ত হয়ে যুধিষ্ঠিরের নাকে আঘাত করলে রক্ত পাত হয়; কিন্তু বিরাটের যাতে কোন ক্ষতি না হয় যুধিষ্ঠির সেই ব্যবস্থা করেন। অজ্ঞাতবাসের শেষে পাণ্ডবরা আত্মপ্রকাশ করে রাজ্য ফিরে চান। কিন্তু দুর্যোধন বলতে চান অজ্ঞাতবাস শেষ হয়নি, পাণ্ডবরা ধরা পড়ে গেছেন; আবার বনবাসে যেতে হবে। ফলে যুদ্ধ নিশ্চিত হয়ে উঠতে থাকে। যুধিষ্ঠির অবশ্য বহু চেষ্টা করেছিলেন যুদ্ধ এড়াতে; কিন্তু সম্ভব হয় নি। এই সময় ধৃতরাষ্ট্রের দূত সন্ধির জন্য এলে যুধিষ্ঠির রাজ্যের বদলে কুশস্থল, বৃকস্থল, আসন্দী, বারণাবত ও আর একটি মোট ৫-টি গ্রাম চান (মহা ৫।৩১।১৯)। এতেও দুর্যোধন রাজি হন না। এর পর যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে সন্ধির জন্য পাঠান কিন্তু তবু কোন ফল হয় না। যুদ্ধ আরম্ভের মুহূর্তে যুধিষ্ঠির রথ থেকে নেমে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য ইত্যাদিকে প্রণাম করে আশীর্বাদ চান। আত্মীয় স্বজন সমন্বিত কৌরববাহিনীকে দেখে দুঃখিত হয়ে পড়েছিলেন। যুধিষ্ঠিরের শঙ্খ অনন্তবিজয়; এই শঙ্খ বাজিয়ে যুধিষ্ঠির যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এর পর কৌরব সৈন্যদের অনুরোধ করেন কেউ দল ত্যাগ করে তাঁর দলে আসবেন কি না। যুযুৎসু এই সময় পাণ্ডব পক্ষে যোগ দিতে চাইলে তাঁকে সমাদরে গ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধে ভীষ্মের কাছে এক বার পরাজিত হন। অন্য বহু যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। ভীষ্ম অপরাজেয় জেনে কৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে অন্য মতে কৃষ্ণ ও ভাইদের নিয়ে ভীষ্মের কাছে গিয়ে তাঁকে নিরস্ত্র করার উপায় জেনে আসেন। দ্রোণাচার্য এর পর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করবেন। জানতে পেরে যুধিষ্ঠির সব সময় অর্জুনকে কাছে কাছে রাখতেন। যুদ্ধের তের দিনের দিন যুধিষ্ঠিরের আদেশে চক্রব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে গিয়ে অভিমন্যু নিহত হন। অভিমন্যু মারা গেলে যুধিষ্ঠির নিজের সৈন্যবাহিনীকে সান্ত্বনা দেন। দ্রোণের কাছে যুধিষ্ঠির এক বার হেরে যান এবং এক বার পরাজিত করেন। কৃষ্ণ ও ভীমের পীড়াপীড়িতে 'অশ্বত্থামা হতঃ ইতি গজঃ' বলে দ্রোণকে শোকাকুল করে অস্ত্র ত্যাগ করান। ইতি গজঃ বলে যুধিষ্ঠির সত্য রক্ষা করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু রক্ষা হয় নি। যুধিষ্ঠিরের রথ সব সময় মাটি থেকে চার আঙুল ওপরে অবস্থান করত। এই মিথ্যা কথার জন্য রথ ভূমি স্পর্শ করে এবং মহাপ্রস্থানের শেষে যুধিষ্ঠিরকে নরক দর্শন করতে হয়। ঘটোৎকচ মারা গেলে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। যুদ্ধে কর্ণকে এক বার হতজ্ঞান করে দিয়েছিলেন। অশ্বত্থামার হাতে পরাজিত হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে এক বার পালিয়ে যান; যুদ্ধে সতের দিনের দিন কর্ণের হাতে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হন। অর্জুন তারপর যুধিষ্ঠিরকে খুঁজতে এলে কর্ণকে বধ করতে না পারার জন্য অর্জুনকে যুধিষ্ঠির গাণ্ডীব ত্যাগ করতে বলেন। অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ছিল গাণ্ডীব ত্যাগ করতে বললে তাকে তিনি হত্যা করবেন। ঘটনা কুৎসিত হয়ে পড়তে যাচ্ছিল; এই সময়ে অর্জুন কৃষ্ণের পরামর্শে নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে যুধিষ্ঠিরকে গালি দেন। এই

গালির মধ্যে দিয়ে যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের একটা দিক দেখা যায়। যুধিষ্ঠির ক্ষমা চেয়ে নেন, কৃষ্ণ অর্জুনকে শান্ত করেন। আঠার দিনের দিন শল্য ও শল্যের ছোট ভাইকে যুধিষ্ঠির নিহত করেন; কুরুক্ষেত্রে একমাত্র এইটিই তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ। যুদ্ধের শেষে দ্বৈপায়ন হ্রদে দুর্যোধন লুকিয়ে ছিলেন। যুধিষ্ঠির ভাইদের নিয়ে সেখানে গিয়ে দুর্যোধনকে উত্তেজিত করে যুদ্ধে নামান। যুদ্ধে জয়লাভের পর যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে পাঠান গান্ধারী ইত্যাদিকে সান্ত্বনা দিতে; ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ইত্যাদি যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতদের দেখতে এলে যুধিষ্ঠির গান্ধারীর পায়ে ধরে ক্ষমা চান। এই সময় চোখের আবরণের পেছন থেকে গান্ধারীর দৃষ্টি যুধিষ্ঠিরের নখের ওপর পড়ে ফলে নখগুলি কালো/বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে সকলের শ্রাদ্ধশান্তি করতে বলেন এই সময় কুন্তী কর্ণের কাহিনী জানিয়ে কর্ণের জন্য তর্পণ করতে বললে যুধিষ্ঠির শোকার্ত হয়ে শাপ দেন মেয়েরা কোন দিন কোন কথা আর গোপন রাখতে পারবে না। যুধিষ্ঠিরের জীবনে চরম বৈরাগ্য আসে এবং বনে যাবেন ঠিক করেন। কিন্তু ব্যাস এসে উপদেশ দেন এবং ব্যাস ও কৃষ্ণ দুজনে তাঁকে নিরস্ত করেন। এর পর হস্তিনাপুরে এসে ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমে যুধিষ্ঠির রাজা হন। শাসন ব্যবস্থায় নানা দায়িত্ব ভাইদের দেন। কৃষ্ণের কাছে গিয়ে যুদ্ধ জয়ের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মকে দেখে যান। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বহু উপদেশ দিয়েছিলেন। এর পর আবার অনুতপ্ত হয়ে পড়লে এবং যুদ্ধ জনিত পাপ স্খালনের জন্য ব্যাসদেবের পরামর্শে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। ব্যাসের পরামর্শে মরুত্তের যজ্ঞের বাধা উদ্বৃত্ত সোনা সংগ্রহ করে এই যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। যুধিষ্ঠির ভাইদের নিয়ে গিয়েছিলেন এবং মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে এই সোনা সংগ্রহ করেছিলেন।

অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্যাস কৃষ্ণ ইত্যাদি সকলে এসেছিলেন। এই যজ্ঞের পর ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরের কাছে অনুমতি চান বনে যাবেন যুধিষ্ঠির অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্মাহত হয়ে পড়েন কিন্তু ব্যাসের কথায় শেষ পর্যন্ত অনুমতি দেন। ধৃতরাষ্ট্র এর পর মৃতদের শ্রাদ্ধশান্তি করার জন্য কিছু অর্থ চান, ভীম বাধা দেন কিন্তু যুধিষ্ঠির ভীমকে শান্ত করে ধৃতরাষ্ট্রকে প্রার্থিত অর্থ দান করেন। বিদুর, গান্ধারী ও কুন্তীকে সঙ্গে নিয়ে ধৃতরাষ্ট্র বনে চলে যান। এঁরা বনে যাবার কিছু দিন পরে সহদেব ও দ্রৌপদী (মহা ১৫।২৯।৯-১৪) এঁদের সঙ্গে দেখা করতে যাবার কথা তোলেন। যুধিষ্ঠির পর দিনই সকলকে নিয়ে কুন্তী ইত্যাদিকে দেখতে এলে বিদুর যুধিষ্ঠিরকে দেখে ছুটে পালাতে থাকেন; যুধিষ্ঠিরও পেছু পেছু যেতে থাকেন। কিছুটা যাবার পর বিদুর থমকে যুধিষ্ঠিরের দিকে ফিরে একটি গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন বিদুরের আত্মা যুধিষ্ঠিরের দেহে এসে মিশে যায়। যুধিষ্ঠির বিমূঢ় হয়ে পড়েন। বিদুর দেহত্যাগ করেছেন মনে করে বিদুরের শেষকৃত্য করতে যান কিন্তু দেববাণী হয় বিদুর জীবিত আছেন। যুদ্ধের পর ৩৬ বছর যুধিষ্ঠির রাজত্ব করেছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রেরা যত দিন বেঁচে ছিলেন যেন এঁদের কোন কষ্ট না হয় সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী মারা গেলে নারদ এসে খবর দেন। যুধিষ্ঠির শোকার্ত হয়ে পড়েন এবং এঁদের শেষ কৃত্য সম্পাদন করেন।

যদুবংশ ধ্বংসের খবর এলে পরীক্ষিৎকে রাজা করে দিয়ে এবং যুযুৎসুকে

রাজ্য পালনের ভার দেন, বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজত্ব দেন, কৃপকে পরীক্ষিতের গুরু নিযুক্ত করেন ; তারপর যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ও ভাইদের নিয়ে মহাপ্রস্থানে (দ্রঃ) বার হয়ে যান। পথে একটি কুকুর এঁদের সঙ্গী হয়। এর পর দ্রৌপদী, সহদেব, নকুল, অর্জুন, ভীম ক্রমশ মারা পড়েন ; যুধিষ্ঠির কিন্তু শোকে মুহ্যমান হন নি ; প্রত্যেকের পতনের কারণ শান্ত হয়ে বর্ণনা করেন। শেষ পর্যন্ত স্বর্গদ্বারে এলে ইন্দ্র অপেক্ষা করছিলেন, যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু দ্রৌপদী ও ভাইদের বাদ দিয়ে স্বর্গে যেতে রাজি হন না। ইন্দ্র জানান এঁরা আগেই স্বর্গে এসেছেন। যুধিষ্ঠির তখন পথের সাথীটিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চান ; ভীত, আর্ত, দুর্বল, অসহায় ও ভক্তকে রক্ষা করা তাঁর ধর্ম এবং ইন্দ্রকে ফিরিয়ে দেন। কুকুররূপী ধর্ম তখন নিজের মূর্তি ধারণ করেন এবং যুধিষ্ঠিরকে আশীর্বাদ করেন। এর পর ইন্দ্র ও মরুৎগণ যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গে নিয়ে যান। স্বর্গে ভাইদের দেখতে না পেয়ে এঁদের দেখবার জন্য নরকে আসেন। এখানে ভাইদের রেখে স্বর্গে ফিরে যেতে অসম্মত হলে ইন্দ্র জানান অশ্বত্থামা হতঃ ইতি গজঃ এই কথা বলে দ্রোণকে প্রতারণা করার জন্য এই ভাবে তাঁকে নরক দর্শন করতে হল। এক মতে এক জন দেবদূত যুধিষ্ঠিরকে নরক দেখিয়ে আনেন। নরকে পাণ্ডবদের আর্তনাদে যুধিষ্ঠির ব্যাকুল হয়ে পড়েন ; নরকেই থাকতে চান। কিন্তু ইন্দ্র ও ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে বোঝান। এর পর আকাশ গঙ্গাতে স্নান করে দিব্যমূর্তি ধারণ করে স্বর্গে যান। স্বর্গে দুর্যোধনকে সগৌরবে অবস্থিত দেখে যুধিষ্ঠির বিরক্ত হয়েছিলেন ; নারদ বুঝিয়ে এই বিরক্তি দূর করেন। স্বর্গে সমস্ত আত্মীয় পরিজন এমন কি কর্ণের সঙ্গেও দেখা হয়।

যুবনাশ্ব—(১) সূর্যবংশে/ইক্ষ্বাকুবংশে প্রসেনজিতের ঔরসে স্ত্রী গৌরীর গর্ভে জন্ম। রাজা যুবনাশ্বের ছেলে মান্ধাতা। বহু যজ্ঞ করেছিলেন। রাজা রৈবতের কাছে একটি আশ্চর্য তরবারি পান এবং রাজা রঘুকে এটি দান করেন। (২) ইক্ষ্বাকু বংশে বিশ্বগশ্ব-এর ছেলে অদ্রি : অদ্রির ছেলে আর এক জন যুবনাশ্ব এবং এই যুবনাশ্বের ছেলে শ্রাব (বন/২০২/৩)।(৩) বৃষদর্ভের ছেলে। (৪) ইক্ষ্বাকু বংশে মান্ধাতার নাতি, ঋক্‌বেদে এঁর উল্লেখ আছে।

যুযুধান—সাত্যকি

যুযুধানি—সাত্যকির ছেলে। যদুবংশ ধ্বংস হলেও ইনি বেঁচে যান। যুধিষ্ঠির এঁকে সরস্বতী তীরে একটি দেশের রাজা করে দেন।

যুযুৎসু—ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে সৌবলী নামে এক বৈশ্য দাসীর গর্ভে জন্ম। অপর নাম করণ। বয়স অনুসারে দ্বিতীয়। যুধিষ্ঠিরের হিতকামী। পাণ্ডবদের ইনি জানিয়ে দিয়েছিলেন দুর্যোধন ভীমকে বিষ দিয়েছিলেন। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে উপস্থিত ছিলেন। ধার্মিক ও বীর যোদ্ধা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাককালে কৌরব পক্ষ ত্যাগ করে পাণ্ডব পক্ষে এসে যোগ দেন। যুদ্ধের শেষে ফিরে গিয়ে যুযুৎসু বিদুরকে যুদ্ধের বিবরণ দেন। যুযুৎসুর হস্তিনাপুরে ফিরে আসা অস্তং গচ্ছতি ভাস্করে (মহা ৯।২৮।৮২) অতুলনীয় ; এ ভাস্কর কৌরব সাম্রাজ্য ভাস্কর। যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে যুযুৎসু পরে পিতার দেখাশোনা করতেন। হিমালয়ে মরুত্তের সোনা আনতে যাবার সময় যুযুৎসু হস্তিনাপুরে পাহারা দিয়েছিলেন। যুযুৎসুকে পুরোধা করে পাণ্ডবরা ধৃতরাষ্ট্রের মৃত্যুর পর ধৃতরাষ্ট্রকে

জলাঞ্জলি দান করেন। মহাপ্রস্থানের সময় পাণ্ডবরা যুযুৎসুর হাতে পরীক্ষিৎ ও রাজ্যের ভার দিয়ে যান। যুযুৎসু ধৃতরাষ্ট্র বা দুর্যোধনের অন্নে প্রতিপালিত ; ভীষ্ম বা দ্রোণের মতই সমান অন্নদাস ; কিন্তু কি দুর্দান্ত সাহসী ও বিবেকবান ! ভীষ্মের মত ক্লীব নয়। (২) গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। (শান্তি ১৭/৯৩)

যোগ—যোগ অর্থে জীবাত্মার সজ্ঞানে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হওয়া/পূর্ণ মিলন। মনকে কেন্দ্রীভূত করে সত্যকে উপলব্ধি করা। যোগের উদ্দেশ্য প্রকৃত স্বরূপ দর্শন এবং মনের ও চিত্তের লয় দ্বারা বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ের আসক্তি ছিন্ন করে পূর্ণ চৈতন্য বোধ গড়ে তুলে সেই চৈতন্যে স্থিতি। দেহকে ভিত্তি করেই যোগ সাধনা করা হয়। যোগে মন্ত্র উচ্চারণ/জপ করতে হয়। এই মন্ত্রগুলি এমন ভাবে তৈরি যাতে মন্ত্র জপের ফলে নিবিড় একটা প্রভাব ছড়িয়ে পড়তে থাকে। যোগের অনেকগুলি ভাগ :- রাজযোগ, হটযোগ, মন্ত্রযোগ, লয়যোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। হটযোগ ও রাজযোগের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে ; এই দুটি যোগ যুগপৎ অভ্যাস করতে হয়। হটযোগ অর্থে শরীরকে নানা ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা। এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা, মাথা মাটিতে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ইত্যাদি হটযোগ। রাজযোগের লক্ষ্য ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রজ্ঞাকে জাগিয়ে তোলা। যোগের আটটি অঙ্গ :-যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। যম অর্থে নিজেকে নানা ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। প্রাণায়াম অর্থে নিশ্বাস নিয়ন্ত্রণ। এই নিয়ন্ত্রণের অন্তর্গত দুটি ভাগ : বাতাস বুক থেকে বার করে দিয়ে বহুক্ষণ বায়ুহীন হয়ে অবস্থান করাকে রেচক বলা হয়। বাতাস বুকে কিছু ক্ষণ আটকে রাখাকে পুরক বলা হয়। প্রাণায়ামে কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়। প্রত্যাহার অর্থে পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে সংসার বিষয় থেকে টেনে নেওয়া ; বহির্জগৎ সম্বন্ধে আসক্তি নিঃশেষ করে আনা। ধারণা অর্থে অন্য বিষয় থেকে মনকে বিচ্ছিন্ন করে এনে আত্মার ওপর নিযুক্ত করা। সমাধি অর্থে মন ও আত্মা এক হয়ে যাওয়া ; যোগের এটি পূর্ণ অবস্থা।

ভারতীয় ছয়টি দর্শনের অন্যতম। সাংখ্য দর্শনে সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে যোগের সম্বন্ধ থাকায় যোগদর্শনে কপিলের সাংখ্য যোগের প্রাধান্য। পাতঞ্জল যোগদর্শন যোগের বিশিষ্ট প্রাথমিক গ্রন্থ। বেদ উপনিষদ ইত্যাদি ইত্যাদিতে যোগের বিশেষ আলোচনা আছে। যোগশাস্ত্র দৈহিক ও আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান।

(২) ব্রহ্মা ও ধর্মের ছেলে যোগ।

যোগনিদ্রা—(১) কল্পের শেষে বিষ্ণু যোগনিদ্রায় নিদ্রিত ছিলেন। বিষ্ণুর নাভিপদ্মে ব্রহ্মা বিষ্ণুরই স্তব করছিলেন। এই সময় বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে মধু ও কৈটভ নামে দুটি দৈত্য জন্ম লাভ করে ব্রহ্মাকে বধ করতে গেলে ব্রহ্মা ভগবতী যোগনিদ্রার স্তব করেন। যোগনিদ্রা তখন বিষ্ণুকে ত্যাগ করলে বিষ্ণু এদের বধ করেন। (২) দেবকীর সপ্তম গর্ভে নারায়ণ অংশে বলরাম জন্ম নিলে বিষ্ণুর নির্দেশে যোগনিদ্রা/যোগমায়া শিশুকে রোহিণীর গর্ভে সঞ্চারিত করেন। দ্রঃ যোগমায়া।

যোগবতী—মেনার তৃতীয় কন্যা ; জৈগীষব্যের স্ত্রী।

যোগবাশিষ্ঠ—অপর নাম যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ। সুবিদিত দার্শনিক গ্রন্থ। বাল্মীকি রামায়ণের উত্তর কাণ্ড বলেও পরিচিত। রামচন্দ্রকে ভববন্ধন থেকে মুক্তির উপায়

হিসাবে বশিষ্ঠ শান্তি সম্বন্ধীয় যে সব উপদেশ দিয়েছিলেন সেগুলি মিলে এই গ্রন্থ। এই গ্রন্থে বৈরাগ্য, মুমুক্ষা, উৎপত্তি, স্থিতি, উপশম ও নির্বাণ ছয়টি প্রকরণ। বিষয়বস্তু বেদান্ত, আত্মার শক্তি, বৈরাগ্য ইত্যাদি। বাল্মীকি রামায়ণের তুলনায় বইটি অপাঠ্য।

যোগমায়া—দ্রঃ যোগনিদ্রা। (১) নারায়ণের স্ত্রী লক্ষ্মী যোগমায়া নামে প্রসিদ্ধা; রাম অবতারে ইনি সীতা হয়ে জন্মান। (২) যশোদার গর্ভজাত কন্যা, বসুদেব এঁকে বদলে নিয়ে আসেন। কংস এঁকে অষ্টম সন্তান হিসাবে আছড়ে হত্যা করতে গেলে হাত পিছলে শিশু আকাশে মিলিয়ে যান; বলে যান কংসের বিনাশক গোকুলে বাড়ছে। (৩) আদ্যাশক্তির একটি রূপ।

যোগিনী—এঁরা দুর্গার সহায়। দেবীকে নানা ভাবে এঁরা সাহায্য করেন। দুর্গা পূজার সময় এঁদেরও পূজা করা হয়। ত্রিসন্ধ্যা এঁদের জপ করলে দুষ্টব্যাধি ও অনতিক্রমণীয় বাধা দূর হয়। ' ডাকিনী, কুষ্মাণ্ড, ও রাক্ষসগণ কোন ক্ষতি করতে পারে না। এঁদের নাম নিলে শিশুদের পীড়া ও প্রসূতিদের গর্ভবেদনা উপশম হয়। ৬৪ যোগিনীর মধ্যে আট জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য:-সুরসুন্দরী, মনোহরা, কনকাবতী, কামেশ্বরী, রতিসুন্দরী, পদ্মিনী, নটিনী ও মধুমতী। তিথি অনুসারে যোগিনীরা এক এক দিকে অবস্থান করেন। এই অবস্থানকে অবস্থান চক্র বা যোগিনী চক্র বলা হয়। প্রতিপদ ও নবমীতে পূর্বদিকে, তৃতীয়া ও একাদশীতে অগ্নিকোণে, পঞ্চমী ও ত্রয়োদশীতে দক্ষিণে, চতুর্থী ও দ্বাদশীতে নৈর্ঋতে, ষষ্ঠী ও চতুর্দশীতে পশ্চিমে পূর্ণিমাতে বায়ুকোণে, দ্বিতীয়া ও দশমীতে উত্তরে, অষ্টমী ও অমবস্যাতে ঈশাণ কোণে।

যোগীশ্বর—ঋষভের ছেলে:-কবি, হরি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবিহোত্র, দ্রুমিল, চমস্, করভোজন, , এঁরা একটি নগ্ন সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিলেন। এটি বিখ্যাত যোগীশ্বর সম্প্রদায়। মিথিলার রাজা নিমির যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

যোজনগন্ধা—মৎস্যগন্ধা = সত্যবতী।

যোনি—শক্তির প্রতীক হিসাবে শাক্তদের পূজ্য।

যোশীমঠ—বা জ্যোতির্মঠ। গাড়োয়াল জেলার উত্তর পশ্চিমে। হৃষীকেশ থেকে ২৫২ কি-মি, বদ্রীনাথ থেকে ৩১ কি-মি। শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত।

যৌধেয়—(১) যুধিষ্ঠির ও দেবিকার ছেলে। (২) যৌধেয় বংশের লোক; যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে এঁরা এসেছিলেন। (৩) প্রতিবিন্ধ্যের ছেলে, জনৈক রাজা।

র

রংপুর—গুজরাটে সুরেন্দ্র নগর জেলায়। এখানে হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে; অশ্মযুগের শেষ দিকের ক্ষুদ্রাশ্মও পাওয়া গেছে। এর ওপর স্তরে হরপ্পার অনুরূপ বসতি আরম্ভ হয়েছিল। বন্যায় এই সভ্যতা নষ্ট হলেও আবার এখানে সভ্যতা গড়ে ওঠে; হরপ্পার মত একেবারে শেষ হয়ে যায়নি।

ঋক্ষরজা—দ্রঃ ঋক্ষরজা।

র.ক্ষতা—কশ্যপ প্রধার সন্তান।

রক্ত—মহিষাসুরে এক ছেলে। রক্তের ছেলে বল ও অতিবল।

রক্তজ—শিব ও ব্রহ্মার এক বার কলহ হয়, শিব ব্রহ্মার পঞ্চম মাথা ছিঁড়ে নেন। ব্রহ্মার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়; হাতে করে এই ঘাম মুছে ফেললে এই ঘাম থেকে সহস্র কবচধারী ধনুর্ধর এক যোদ্ধা জন্মায় এবং ব্রহ্মার নির্দেশে শিবকে আক্রমণ করতে যায়। শিব বিষ্ণুর আশ্রয় নেন; স্বেদজও ছুটে আসে কিন্তু বিষ্ণুর হুঙ্কারে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। শিব বিষ্ণুর চরণে শুয়ে পড়ে হাতের কপাল বিষ্ণুর দিকে এগিয়ে দেন। বিষ্ণুর দেবার মত কিছু ছিল না; নিজের হাতটি এই কপালে/ভিক্ষাপাত্রে স্থাপন করলে শিব ত্রিশূল দিয়ে এই হাত বিদ্ধ করেন এবং হাত থেকে রক্ত বার হতে থাকে। হাজার বছর এই ভাবে রক্ত পড়ার পর কপাল ভর্তি হয়েছে দেখে বিষ্ণু রক্তপড়া বন্ধ করেন। শিব তার পর হাজার বছর ধরে এই রক্তের দিকে চেয়ে থাকেন এবং হাতে করে এই রক্ত নাড়তে থাকলে রক্ত থেকে কিরীট ও ধনুর্বাণ ধারী সহস্র বাহু এক পুরুষ বার হয়ে আসে। এই পুরুষ রক্তজ বা নরঋষি।

শিব বর দেন এই নর বহু অসুর নিহত করবে, নারায়ণকে অসুর বধে সাহায্য করবে এবং সৃষ্টি রক্ষার কাজেও সহায় হবে এবং অত্যন্ত জ্ঞানী ও তপস্বী হবে। ব্রহ্মার পঞ্চম মুখের তেজ, নারায়ণের রক্ত ও শিবের দৃষ্টিপাত তিনটি মিলে এর সৃষ্টি। ইন্দ্র, অন্যান্য দেবতা বা বিষ্ণু যাদের পরাজিত করতে পারেন নি তাদেরও পরাজিত করবে। এই নর তার পর শিব ও বিষ্ণুকে স্তব করলে শিব স্বেদজকে যুদ্ধ করবার নির্দেশ দেন। স্বেদজ তখন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল; নর একে লাথি মারলে এর জ্ঞান ফিরে আসে এবং ৬ বছর ধরে এদের যুদ্ধ চলতে থাকে। রক্তজর সমস্ত হাত ছিন্ন হয় দুটি মাত্র হাত অবশিষ্ট থাকে এবং স্বেদজর একটি মাত্র কবচ অবশিষ্ট থাকে। নারায়ণ তখন ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করলে ব্রহ্মা বলেন পরের জন্মে নর একে পরাজিত করতে পারবে। বিষ্ণু তখন যুদ্ধ বন্ধ করে দেন; দ্বাপর ও কলিতে আবার যুদ্ধ হবে। এরপর বিষ্ণু আদিত্য ও ইন্দ্রকে স্বেদজ ও রক্তজের যথাক্রমে পালন করার ভার দেন। এবং বিষ্ণু বলেন যদু বংশে শূর নামে এক রাজার পৃথা নামে এক মেয়ে হবে। এই পৃথা দুর্বাসার কাছে মন্ত্র পাবে এবং এই মন্ত্রের বলে পৃথার প্রথম সন্তান হবে স্বেদজ (কর্ণ) এবং ইন্দ্রকে বলেন রক্তজ যেন অর্জুন হয়ে জন্মান। রাম অবতারে বিষ্ণু ইন্দ্রের পুত্র বালীকে হত্যা করেছিলেন বলে ইন্দ্র রক্তজর পুনর্জন্মের কোন দায়িত্ব নিতে রাজি হন না। বিষ্ণু তখন আশ্বাস দেন রক্তজ জন্মালে বিষ্ণু সেই অর্জুনকে সব সময় সাহায্য করবেন।

রক্তবীজ—দানব রাজ রম্ভের মৃত্যু হলে যক্ষেরা শব চিতায় তুললে রম্ভের স্ত্রী ও সহমরণে যান। কিন্তু চিতায় আগুন দিলে স্ত্রীর কুক্ষি ভেদ করে মহিষাসুর বার হয়ে আসেন। রম্ভ ও তখন পুত্র স্নেহে রূপান্তরিত হয়ে উঠে আসেন এবং নাম হয় রক্তবীজ। শিবের কাছে বর পান যুদ্ধে তাঁর প্রতিটি ভূপাতত রক্তবিন্দু থেকে সমান শক্তিশালী একটি করে রক্তবীজ জন্মে যুদ্ধ করবে। রক্তবীজ শুম্ভ নিশুম্ভের সেনাপতি হয়ে ছিলেন। দেবীর সঙ্গে যুদ্ধে রক্তবীজের দেহ থেকে বিন্দু বিন্দু যত রক্ত পড়তে থাকে ততগুলি

সমান বীর যোদ্ধা জন্মাতে থাকে। ইন্দ্র বজ্র দিয়ে এঁকে হত্যা করতে গেলে অসংখ্য রক্তবীজ উৎপত্তি হয়েছিল। শেষকালে দেবী নিজের অঙ্গ থেকে নির্গত চামুণ্ডাকে রক্তবীজের রক্ত পান করতে বলেন যাতে কোন রক্ত বিন্দু আর মাটিতে না পড়ে; কালীর সাহায্যে চামুণ্ডার হাতে সমস্ত রক্তবীজ নিহত হন।

রক্তাঙ্গ—ধৃতরাষ্ট্র বংশে একটি সাপ; সর্পযজ্ঞে নিহত।

রঘু—রামায়ণে ককুৎস্থ পুত্র। কালিদাস অনুসারে দিলীপের ছেলে, মা সুদক্ষিণা। রঘুর ছেলে অজ। দিলীপ তাঁর অশ্বমেধের ঘোড়া রঘুকে রাখতে দেন। ইন্দ্র এই ঘোড়া চুরি করলে ইন্দ্রকে হারিয়ে রঘু এই ঘোড়া ফিরিয়ে আনেন। রাজা হয়ে রঘু দিগ্‌বিজয় করে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করেন। দক্ষিণা হিসাবে ব্রাহ্মণদের সর্বস্ব দান করেছিলেন। এই বংশ রঘুর বংশ নামে প্রসিদ্ধ। ইনি এক জন পুণ্যশ্লোক রাজা।

রঘুবংশ—কালিদাসের বিখ্যাত মহাকাব্য। ঊনিশ সর্গ। রাজা দিলীপ থেকে অগ্নিবর্ণ পর্যন্ত সাতাশ জন সূর্যবংশীয় রাজার কাহিনী।

রঘুনাথ শিরোমণী—অসাধারণ মেধা ও প্রতিভাধর ভারত বিখ্যাত নৈয়ায়িক। বাকি বিশেষ কিছু জানা নাই। নবদ্বীপে বাসুদেব সার্বভৌমের কাছে শাস্ত্রপাঠ করে মিথিলাতে পক্ষধর মিশ্রের কাছে নব্যন্যায় শিক্ষা করেন। পরে নব্যন্যায় অধ্যাপনা আরম্ভ করেন এবং মিথিলা থেকে নব্যন্যায়ের কেন্দ্র নবদ্বীপে স্থানান্তরিত হয়। মূল গ্রন্থ ও টীকা মিলে প্রায় ৪০-টি গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন।

রঙ্কবিদ্যাধর—এক জন গন্ধর্ব। পুলস্ত্য মুনির আশ্রমের কাছে এক দিন বাজনা বাজিয়ে গান করছিলেন। মুনির ভীষণ অসুবিধা হয়; গন্ধর্বকে অন্য জায়গায় যেতে বলেন। কিন্তু এ কথায় কাণই দেন না। পুলস্ত্য তখন অন্যত্র গিয়ে কুটির বাঁধেন। রঙ্ক ঘুরতে থাকেন এবং নতুন আশ্রম দেখতে পেয়ে শূকরের বেশে আশ্রমে ঢুকে মুনিকে আক্রমণ করে আহত করেন। মুনি প্রথমে মনে করেছিলেন বন্য শূকর। এর পর বার বার আশ্রমে আসত; ভেতরে এসে মাটিতে গড়াত, নাচত, মল ত্যাগ করত ইত্যাদি নানা উৎপাত দিনের পর দিন করে চলে ছিল। শেষ অবধি পুলস্ত্যের সন্দেহ হয়; বুঝতে পারেন সেই গন্ধর্ব এবং শাপ দেন শূকর হয়েই থাকতে হবে। অভিশপ্ত গন্ধর্ব তখন ইন্দ্রের কাছে ছুটে যান এবং ইন্দ্র এসে পুলস্ত্যকে অনুরোধ করলে পুলস্ত্য বলেন ইক্ষ্বাকুর হাতে মৃত্যু হলে মুক্তি পাবে। দ্রঃ সুদেবা।

রজ—স্কন্দ দেব সেনাপতি হলে সাধ্য, রুদ্র, বসু ইত্যাদি মিলে রজ নামে এক সেনা নায়ককে স্কন্দকে সাহায্য করার জন্য পাঠান।

রজঃ—বশিষ্ঠের স্ত্রী ঊর্জার এক ছেলে। মুনি।

রজি—রাজি। পুরূরবার ছেলে আয়ু। আয়ুর ঔরসে স্বর্ভানুর গর্ভে জন্ম রজি। রজির ৫০০ মহাবীর ছেলে ছিল। দেবতা ও অসুরদের যুদ্ধ বাধতে গেলে দেবতারা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন কারা জিতবে। ব্রহ্মা জানান রজি যে দলে থাকবেন। অসুররা তখন এঁকে দলে নিতে গেলে রজি দাবি করেন জিতলে তাঁকে ইন্দ্রত্ব দিতে হবে। অসুররা প্রহ্লাদকে দেবেন ঠিক করে রেখেছিলেন ফলে রজিকে নিতে পারেন না। দেবতারা রাজি হন এবং ইনি সমস্ত অসুর নিধন করে দেন। যুদ্ধের শেষে

রজির পায়ে মাথা রেখে রজিকে রক্ষাকর্তা পিতা বলে ইন্দ্র স্বীকার করেন। ফলে রজি ইন্দ্রত্বের আর দাবি না করে নিজের রাজ্যে ফিরে যান।

রতা—কশ্যপ কন্যা, ধর্মের স্ত্রী। ছেলে অহঃ (বসু)।

রতি—কামদেবের স্ত্রী। দক্ষের স্বেদজ কন্যা। কালিকা পুরাণ অনুসারে দক্ষ কামদেবকে মেয়ে দেখান এবং স্বেদজ কন্যা বলে পরিচয় দেন। রূপেগুণে কামদেবের অনুরূপ, ধর্মে কামদেবের সংচারিণী এবং কার্যে বশবর্তিনী হও বলে মেয়েকে দক্ষ কামদেবের হাতে তুলে দেন। রতির অন্য নাম কামী, প্রীতি, কামকলা, মায়াবতী, কেলিকলা, সুভঙ্গী ইত্যাদি। দ্রঃ মদন, মায়াবতী, যযাতি। (২) অলকাপুরীতে এক জন অপ্সরা। (৩) ঋষভদেব রাজার বংশে বিভু নামে রাজার স্ত্রী। এই রতির মেয়ে পৃথুসেনা।

রত্নগিরি—উড়িষ্যাতে কটক জেলাতে একটি ছোট পাহাড়। পাহাড়ের পাদদেশে গ্রামটির নামও রত্নগিরি। এই পাহাড়ের মাথায় ভারতের তথা বহির্ভারতের মহাবিহারগুলির অন্যতম একটি মহাবিহার ছিল। ১৬-১৭ শতকে তিব্বতী পুঁথিতে এর উল্লেখ আছে। খননের ফলে এখানে হাজারেরও বেশি এক শিলা ছোট ছোট স্তূপ, ভাস্কর্যে ও ঐশ্বর্যে বিশেষ সমৃদ্ধ দুটি বিরাট সংঘারাম ও আটটি মন্দির পাওয়া গেছে। পাথর ● ব্রঞ্জের তৈরি বৌদ্ধ দেবদেবীর বিচিত্র বহু মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। সংঘারামের মধ্যে বেদির ওপর ভূমিস্পর্শ মুদ্রাতে আসীন বুদ্ধদেবের মূর্তি, পাশে দণ্ডায়মান পদ্মপাণি ও বজ্রপাণির বিগ্রহ রয়েছে। এটির প্রাচীন নাম ও রত্নগিরি ছিল। খৃ ৬ শতক থেকে ১৩-১৪ শতক পর্যন্ত মহাযান বজ্রযান কেন্দ্র ছিল।

রত্নাকর—বাল্মীকি (দ্রঃ)।

রথ—আষাঢ়ে শুক্লা দ্বিতীয়াতে জগন্নাথের রথ যাত্রা হয়। জগন্নাথ, বলরাম ও ভগিনী সুভদ্রা ঐ দিন রথে চড়ে বার হন। জরা নামক শিকারীর হাতে মৃত্যু হবার পর কৃষ্ণ একটি কাষ্ঠখণ্ডে পরিণত হয়ে পুরীতে সমুদ্রতীরে ভেসে আসেন। নীলাচলের অধিপতি এটিকে মন্দিরে স্থাপন করেন এবং বিশ্বকর্মা এসে মূর্তি তৈরি করতে থাকেন। সর্ত ছিল মূর্তি নির্মাণের সময় যেন দরজা খোলা না হয়; কিন্তু রাজা এই সর্ত ভঙ্গ করে ফেলেন ফলে বিশ্বকর্মা কাজ অর্ধ সমাপ্ত রেখে ফিরে যান।

রথকৃত—যক্ষ। চৈত্র মাসে সূর্য রথে থাকেন, সূর্য তখন ধাতা।

রথধ্বজ—বিদেহ রাজ কুশধ্বজের পিতা। বেদবতীর পিতামহ।

রথবাহন—বিরাট রাজার ভাই। কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।

রথস্বন—এক জন যক্ষ। জ্যৈষ্ঠ মাসে আদিত্য মিত্রের সঙ্গে রথে থাকেন।

রথবীথি—হিমালয়ে এক মহর্ষি। এক বার মহর্ষি শ্যাবাশ্ব এঁকে রাজা তরন্তের যজ্ঞ করতে ডাকেন। রথবীথি নিজের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। শ্যাবাশ্বরের পিতা এই মেয়েটিকে পুত্রবধূ করতে চান। রথবীথি প্রথমে সম্মত হন না তার পরে মত দেন।

রথান্তর—পাঞ্চজন্য অগ্নির ছেলে। অপর নাম তরসাহর।

রথান্তর্যা—রথান্তরী। রাজা ঈলিনের স্ত্রী। এঁর ৫-টি ছেলে দুষ্মন্ত, শূর, ভীম, প্রবসু ও বসু।

রন্তিদেব—শত্তরোধ(১)-দুষ্মন্ত(২)-ভরত(৩)-বৃহৎক্ষেত্র(৯)-সঙ্কৃতি(১১)-রন্তিদেব(১২)। দয়ালু, উদারচেতা ও যজ্ঞকারী রাজা। কঠোর তপস্যা করে ইন্দ্রের কাছে বর পান যে তাঁর ঘরে যেন অতিথি আসে এবং সব সময় যেন প্রচুর অন্ন থাকে। এবং তিনি সব সময় শ্রদ্ধাবান থাকবেন ও কারো কাছে যেন তাঁকে কিছু চাইতে না হয়। সমস্ত কিছু ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন। বশিষ্ঠকে উষ্ণ জল দান করে রাজা স্বর্গে যান। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির যে ১৬-টি রাজার কাহিনী শোনেন তাঁদের মধ্যে রন্তিদেবের কাহিনীও ছিল। পশুরা নিজেরা এসে দৈব ও পিতৃকার্যের জন্য রাজার হাতে নিজেদের তুলে দিত। এত পশু বলি দেওয়া হত যে অতিথি সৎকারের পরও প্রচুর মাংস উদ্বৃত্ত থাকত। রান্নাঘরে দু লক্ষ পাচক ছিল। রান্নাঘরে রোজ দু হাজার পশু ও দু হাজার গরু অন্য মতে প্রতিদিন একুশ হাজারের ও বেশি বৃষ ইত্যাদি বলি দেওয়া হত। রাজা অতিথিদের সমাংস অন্নদান করতেন কিন্তু রাজা নিজে নিরামিষাশী ছিলেন। নিহত পশুদের চর্ম থেকে নিঃসৃত রক্ত ইত্যাদি দিয়ে উৎপন্ন নদীর নাম চর্মন্বতী ; অধুনা চম্বল।

রভেণক—তক্ষক বংশে একটি সাপ। সর্প যজ্ঞে নিহত হন (মহা ১।৫২।৭)।

রবি—(১) সৌভীর রাজপুত্র। জয়দ্রথ যখন দ্রৌপদীকে নিয়ে পালাচ্ছিলেন তখন রথেতে পেছনে পতাকা হস্তে ইনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। অর্জুনের হাতে নিহত হন। (২) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে ভীমের হাতে নিহত হন।

রভস্—(১) রামের এক জন বানর সৈন্য (২) রাবণের দলে এক জন রাক্ষস।

রমণ—সোম নামে বসুর ঔরসে স্ত্রী মনোহরার গর্ভে জাত পুত্র। আর এক নাম রমণ্যক।

রমণ্যক—রমণ (দ্রঃ)। রমণীযক (মহা ১।২১।৪) ; এই দ্বীপে বিনতা ও কদ্রু কিছু দিন বাস করেছিলেন। গরুড় এর পর অমৃত এনে বিনতাকে মুক্ত করেন।

রমা—রেবন্ত সূর্যের ছেলে। উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়ায় চড়ে এক দিন বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুকে প্রণাম করতে এলে রেবন্ত ও উচ্চৈঃশ্রবাকে দেখে লক্ষ্মী মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকেন। সমুদ্রে জন্ম হিসাবে উচ্চৈঃশ্রবা লক্ষ্মীর ভাই। বিষ্ণু লক্ষ্মীর এই বিহ্বলতা দেখে শাপ দেন এবার থেকে নাম হবে রমা, এবং চঞ্চলা ও অনিশ্চিত নারীতে পরিণত হবেন। পৃথিবীতে ঘোটকী হয়ে জন্মাতে হবে। কালিন্দী ও তমসা যেখানে মিশেছে সেইখানে বনে বাস করবেন। এখানে বনে লক্ষ্মী/ঘোটকী শিবের আরাধনাতে নিযুক্ত থাকেন। শেষ পর্যন্ত এক দিন হরপার্বতী দেখা দিলে সব কথা জানিয়ে শাপমুক্তির জন্য বর চান। মহাদেব তখন বিষ্ণুকে ঘোটক রূপে পৃথিবীতে পাঠান। বনের মধ্যে এঁরা কিছু দিন একত্রে বাস করেন এবং লক্ষ্মীর সন্তান জন্ম হৈহয় (দ্রঃ)।

রম্ভ—দনুর ছেলে রম্ভ ও করম্ভ। অপুত্রক দুই ভাই। সন্তান কামনায় রম্ভ পঞ্চাগ্নি জ্বেলে এবং করম্ভ জলে নেমে কঠোর তপস্যা করছিলেন। ইন্দ্র ভয়ে কুমীর হয়ে এসে করম্ভকে খেয়ে ফেলেন। তপস্যায় কোন ফল হচ্ছে না দেখে রম্ভ শেষ পর্যন্ত আগুনে নিজের মাথা কেটে আত্মাহুতি দিতে যান। অপর মতে ভাইয়ের শোকে প্রাণ বিসর্জন দিতে যান। অগ্নি/মহাদেব রম্ভকে বারণ করেন ; রম্ভ ত্রৈলোক্য বিজয়ী এবং অগ্নির চেয়ে ভাস্বর একটি ছেলে চান এবং অগ্নি বর দেন। রম্ভ বর পেয়ে

বাড়ি ফেরার পথে অন্য মতে যক্ষদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে যক্ষদের দেশে অল্প বয়সী/তিন বছর বয়স একটি ঋতুমতী মহিষ দেখতে পান ও ভোগ করেন। অন্য মতে বিয়ে করেন। গর্ভবতী হলে স্ত্রীকে নিয়ে রম্ভ পাতালে চলে যান যাতে অন্য মহিষ যেন আক্রমণ করতে না পারে। কিন্তু পাতালে অন্যান্য দানবরা মহিষীর সঙ্গে বাস করতে দেখে রম্ভকে তাড়িয়ে দেন। রম্ভ তখন আবার যক্ষমণ্ডলে ফিরে আসেন। যথা সময়ে একটি ছেলে হয়; এই ছেলে বিখ্যাত মহিষাসুর। ইতি মধ্যে একটি মহিষ এই মহিষটির প্রণয়াসক্ত হয়ে রম্ভকে এক দিন আক্রমণ করে হত্যা করে। রম্ভের স্ত্রী তখন যক্ষদের আশ্রয় নেন। মহিষটি হতাশ হয়ে জলে প্রাণ বিসর্জন করে বিখ্যাত নমর হয়ে জন্মান। রম্ভের দেহ সৎকার করা হয় এবং রম্ভের স্ত্রী সহমৃতা হন এবং এই জলন্ত চিতা থেকে এক জন দুর্দান্ত অসুর রক্তবীজের (দ্রঃ) জন্ম হয়। রক্তবীজ সমস্ত যক্ষদের তাড়িয়ে দেন এবং সমস্ত মহিষদের হত্যা করেন। রম্ভের ছেলে মহিষাসুর রাজা হন।

রম্ভা—স্বর্গের এক অপ্সরা (দ্র)। বিভিন্ন পুরাণে এঁর উল্লেখ আছে। অপূর্ব সুন্দরী ও সঙ্গীত পারদর্শী। ক্ষীরোদ সাগর মন্থনে আবির্ভাব। অন্য মতে কপিলার কন্যা, তিলোত্তমা ইত্যাদির বোন। আর এক মতে প্রধার সন্তান। কুবেরের ছেলে নল-কুবরের কাছে যাবার সময় পথে রাবণের হাতে ধর্ষিতা হন। এ জন্য নলকুবর শাপ দিয়েছিলেন কোন মেয়ে ছেলের ওপর জোর করলে রাবণের মাথা তৎক্ষণাৎ সাত-টুকর হয়ে যাবে। এই জন্য সীতার ওপর রাবণ জোর করতে পারেন নি। ইন্দ্র এক বার বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের চেষ্টায় এঁকে পাঠিয়েছিলেন। ইনি কোকিল হয়ে ডাকতে থাকেন। কিন্তু বিশ্বামিত্রের শাপে দশ হাজার বছরের জন্য শিলাখণ্ডে পরিণত হন। রামায়ণে (১।৬৪।-) রয়েছে কোকিলঃ হৃদয়গ্রাহী হয়ে কন্দর্প সহিতঃ ইন্দ্র রম্ভার পাশে ছিলেন এবং অন্তুত্তমম রূপম্ কৃত্বা রম্ভা লুব্ধ করতে চেষ্টা করেছিলেন। বিশ্বামিত্রের আশ্রমে এই ভাবে পড়ে থাকার সময় অঙ্গারিকা নামে এক রাক্ষসী নানা উপদ্রব করতে থাকেন। তখন ঐ আশ্রমে তপস্যারত শ্বেতমুনি বায়ব অস্ত্রে ঐ শিলাখণ্ড ছুড়ে রাক্ষসীর প্রতি নিক্ষেপ করেন। রাক্ষসী পালাতে চেষ্টা করলেও কপিলতীর্থে ঐ শিলাখণ্ড মাথায় এসে পড়লে রম্ভা শাপমুক্ত হন। অন্য মতে কথা ছিল ব্রাহ্মণ ভূরিতেজা শাপমুক্ত করবেন। ইন্দ্র সভায় নাচের সময় তালভঙ্গ করার জন্য ইন্দ্রের শাপে রম্ভা বিকলাঙ্গ হয়ে একবার পৃথিবীতে পড়ে থাকেন। পরে নারদের পরামর্শে শিবের পূজা করে আবার স্বর্গে ফিরে যান। ইন্দ্রের আদেশে এক বার জাবালির তপোভঙ্গ করেন এবং মুনির ঔরসে ফলবতী নামে একটি মেয়ে হয় মেয়েটিকে জাবালি প্রতিপালন করেছিলেন। চিত্রকূট পাহাড়ে সুষেণ বলে এক রাজপুত্র ছিলেন। অবিবাহিত রাজপুত্র প্রাসাদে পদ্মবনের ধারে বসে থাকতেন। রম্ভা একবার আকাশ পথে যেতে যেতে সুষেণকে দেখে মুগ্ধ হয়ে নেমে আসেন এবং বিয়ে হয়। সুষেণ কিন্তু অপ্সরা বলে জানতেন না। এর পর যথা কালে একটি মেয়ে হলে রাজপুত্রকে রম্ভা নিজের পরিচয় দিয়ে শাপমুক্ত হয়ে স্বর্গে চলে যান। দ্রঃ রূপ, পুরূরবা, স্বয়ংপ্রভা।

রম্ভা—ময়াসুরের স্ত্রী, সন্তান মায়াবী, দুন্দুভি, মহিষ, কালক, অজকর্ণ, মন্দোদরী।

রম্যক—অগ্নীধ্রের (দ্র) ছেলে। নীলগিরির কাছে রম্যকবর্ষের রাজা।

রসায়ন—রস অর্থে গাছগাছালির রস। এই রস থেকে নানা ভেষজ নানা ভাবে তৈরি করা হত বলে নাম রসায়ন। সম্ভবত খৃ ১-২ শতকে চরক আয়ুর্বেদ শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। সিন্দুর পুড়িয়ে পারদ পাওয়া যায়। পারদ থেকে সোনা তৈরির বহু চেষ্টা হয়েছিল। এবং পারদ ঘটিত বহু উদ্ভিদীয় ভেষজও তৈরি হয়েছিল। এই সময়ে রস বলতে বোঝাত পারদ। নবম শতকে প্রখ্যাত রসায়নিক নাগার্জুন প্রথমে পারদ-গন্ধক যোগ কজ্জলী ব্যবহার করেন; পরবর্তী কালে আর এক পদ্ধতিতে রসসিন্দুর বা মকরধ্বজ সংশ্লেষিত হয়। 'কজ্জলী' ও রসসিন্দুর উপাদান গতভাবে সবগুলিই মারকিউরিক সালফাইড।

রসাতল—পাতালে (দ্রঃ) ৭-ম তল। প্রলয়ের সময় সংবর্ত অগ্নি পৃথিবী বিদীর্ণ করে এখানেও এসেছিলেন। এখানে নিবাত কবচ দৈত্যেরা বসবাস করতেন। অমৃত থেকে জন্ম সুরভির এখানে বাস। বরাহরূপী বিষ্ণু এই রসাতলে তাঁর দংষ্ট্রাতে অসুর বধ করেন। মধুকৈটভ নিহত করার পর বিষ্ণু হয়গ্রীব মূর্তিতে এখানে এসে বেদ উদ্ধার করেছিলেন। এখানে অনন্ত নাগের বাস। অনন্ত অংশে জন্ম বলরাম প্রভাসে দেহ ত্যাগ করে রসাতলে ফিরে আসেন। স্বর্গ বা নাগলোক থেকেও রসাতলে বাস আরো সুখকর।

রয়—পুরূরবা উর্বশীর এক ছেলে।

রহস্যানেদ—মুনি অর্বাবসু প্রণীত গ্রন্থ; সূর্য সম্বন্ধে।

রাকা—(১) রাক্ষসরাজ সুমালীর ঔরসে কেতুমতীর গর্ভে জন্ম। কুবেরের নির্দেশে মহর্ষি বিশ্রবার সেবা করেন। মহর্ষির ঔরসে খর ও শূর্পণখা দুটি সন্তান হয়। (২) অঙ্গিরস ও স্মৃতির মেয়ে। (৩) পূর্ণিমার দেবী

রাক্ষস—দ্রঃ যক্ষ। রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে আছে সৃষ্ট প্রাণীদের রক্ষার জন্য ব্রহ্মা অপর কয়েকটি জীব সৃষ্টি করে তাদের হাতে মণ্ডল ইত্যাদির রক্ষা ভার দেন। এঁরা দায়িত্ব নেন এবং 'রক্ষামঃ' বলে কর্তব্য স্বীকার করেন। ফলে ব্রহ্মা এঁদের রাক্ষস আখ্যা দেন। আর একটি কাহিনীতে ব্রহ্মা বেদ পাঠ করছিলেন। এক দিন তাঁর ভীষণ ক্ষুধা পায়। ফলে ব্রহ্মার রাগ হয় এবং রাগ থেকে জন্মায় রাক্ষস। ক্ষুধা থেকে থেকে যাঁরা জন্মায় তাঁরা যক্ষ। প্রথম রাক্ষস দুজন হেতি (দ্রঃ) ও প্রহেতি; ব্রহ্মার মুখমণ্ডল থেকে জন্ম। রাক্ষসরা বীভৎস দেখতে হয় এবং গরু ও ব্রাহ্মণদের খেয়ে থাকে। বিষ্ণু পুরাণ মতে কশ্যপের ঔরসে ও দক্ষের মেয়ে খসার অন্য মতে মুনির গর্ভে জন্ম। হরপার্বতীর বরে এরা সদ্য গর্ভধারণ করে সদ্য পুত্র প্রসব করতে পারতেন। নবজাতক সন্তান তৎক্ষণাৎ মায়ের মত বয়স পেত। রাক্ষসরা মায়াবী, কামচারী, অমিতবলশালী, যজ্ঞ নাশক ও বিবিধ রূপধারী। নিষিদ্ধ স্থানে বিচরণ করেন এবং তপস্বী ও মানুষের ওপর নানা অত্যাচার করেন ও এদের খেয়ে ফেলেন। কন্যার আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করে বা তাদের অঙ্গহানি করে বলপূর্বক বিয়ে করা বা গৃহপ্রাচীরাদি ভেদ করে রোদনশীল কন্যাকে বলপূর্বক বিয়ে করা এঁদের সমাজ ব্যবস্থা।

রামায়ণ মহাভারত মতে ভারতের অনার্য আদিবাসী। আর্যরা এঁদের পরাজিত করেন। রাক্ষসদের তিনটি শ্রেণী :-প্রথম শ্রেণীতে যক্ষদের মত, দ্বিতীয়

শ্রেণীতে দেবতাদের শত্রু এবং তৃতীয় শ্রেণীতে দানব ইত্যাদি।
রাক্ষস বিবাহ—এক প্রকার বিবাহ পদ্ধতি। রাক্ষসদের (দ্রঃ) সমাজে এই প্রথা চালু ছিল।
রাক্ষসযজ্ঞ—রাক্ষস কল্মাষপাদের অত্যাচারে কুপিত হয়ে শক্তির ছেলে পরাশর সমস্ত রাক্ষস নিধনের জন্য এক যজ্ঞ করেন। কিন্তু পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু এসে যজ্ঞ বন্ধ করান। যজ্ঞের অগ্নিকে হিমালয়ের সানুদেশ পরিত্যাগ করা হয়। এই অতৃপ্ত অগ্নি আজও সেখানে জ্বলছে এবং রাক্ষস গাছপালা পাথর সব কিছু দগ্ধ করছে।
রাগিণী—হিমালযের কন্যা। পার্বতীর থেকে বড়।
রাঙামাটি—কর্ণসুবর্ণ।* অন্য মতে পার্বত্য চট্টগ্রাম।
রাজগৃহ—২৫°২´উ×৮৫°২৬´পূ। বিহারে। পাটনা থেকে প্রায় ৬৪ কি-মি দ-পূর্বে। বর্তমানের রাজগির। এখান থেকে কাছেই নালন্দা। মহাভারতে জরাসন্ধের গিরিব্রজ। পরে বিম্বিসার এখানে রাজগৃহ পত্তন করেন। হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈনদের তীর্থস্থান। বর্দ্ধমান মহাবীর এখানে ১৪ বার বর্ষা কাটান। এঁর প্রধান ১২-টি শিষ্যের মধ্যে ১১-জনই এখানে দেহত্যাগ করেন। রাজগৃহে ৫-টি পাহাড়ের চূড়াতেই জৈন মন্দির রয়েছে। বুদ্ধদেব বহুবার এখানে এসেছিলেন এবং এখানে তিনি প্রথম ভিক্ষায় বার হন। রাজ-গৃহে গৃধ্রকূট পাহাড়ে বুদ্ধদেব দীর্ঘকাল বাস করেছিলেন।
রাজযোগ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণ, ধ্যান, সমাধি রাজযোগেব আটটি উপায। দ্রঃ-যোগ।
রাজশেখর—খৃ ৯-১০ শতক। পিতা দদুক বা দুহক ; মা শীলাবতী। পূর্বপুরুষরা মহারাষ্ট্রে বাস কবতেন। কিন্তু বাজশেখর নিজে কান্যকুব্জের রাজা মহেন্দ্রপাল ও তাঁর ছেলে মহীপালের বহুদিন উপাধ্যায় ছিলেন। পবে কলচুরি বাজ কেয়ূববর্ষেব আশ্রযে ছিলেন। জৈন রাজশেখর সূরি অপর ব্যক্তি। বাল ভাবত প্রকাণ্ড পাণ্ডব ২ অঙ্ক ; বালরামাযণ—মহানাটক, ৭ অঙ্ক ; বৃদ্ধ শালভঞ্জিকা, নাটক ৪-অঙ্ক, কর্পূরমঞ্জরী কাব্য মীমাংসা ১৮ অধ্যায়।
রাজসূয়—রাজার করণীয় বৈদিক যজ্ঞ। সার্বভৌম রাজা এই যজ্ঞ করেন ; অন্য রাজারা বশ্যতা স্বীকার করে কর দিতেন এবং যজমান রাজাব এই যজ্ঞে অভিষেক করা হয় এবং সম্রাট উপাধি লাভ করেন। এক দিনে সম্পাদ্য সোমযাগ।
যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের কর আদায় করতে ভাইবা বার হয়ে যান। এঁরা যে সব রাজ্য জয় করেছিলেন সেগুলির নাম অত্যন্ত কৌতূহলদীপক। সেই প্রাচীন ভারতের নগররাষ্ট্রগুলির অবস্থান ইত্যাদি বহু প্রত্নতাত্ত্বিক প্রশ্নে মন ভারাক্রান্ত করে তোলে। অর্জুন উত্তর দিকে যান। আনর্তান্, কালকূটান্, কুণিন্দান্ জয় করে সুমণ্ডলং পার্থজিতং কৃতবান্ অনুসৈনিকম্ (২।২৩।১৪)। এর পর সকলং দ্বীপং প্রতি-বিন্ধ্যং চ পার্থিবম্ জয় করেন। তারপর সপ্তদ্বীপে যে সব নৃপতিরা ছিলেন তাদের পরাজিত করে প্রাগ্‌জ্যোতিষে আসেন। কিরাত, চীন, অন্যান্য বহু যোদ্ধা ও সাগরানূপবাসিভিঃ (২।২৩।১৯) পরিবৃত প্রাগ্‌জ্যোতিষ অধিপতি ভগদত্ত শেষপর্যন্ত কর দিতে সম্মত হলে অর্জুন আরো উত্তর দিকে এগিয়ে যান। অন্তঃগিরি, বহিঃগিরি, উপরিগিরি জয় করে এবং অন্যান্য পার্বত্য রাজাদের কাছে কর নিয়ে কুলুতবাসী পর্বতরাজ

বৃহন্তকে জয় করেন। তার পর সেনাবিন্দুকে (২।২৪।৯) রাজ্যচ্যুত করেন। এর পর মোদাপুর, বামদেব ও সুদামানং সুসংকুলম্ এবং কুলুতান্থরক্তান্ রাজাদের এবং এখানে আরো পাঁচটি রাজ্য জয় করে দিবঃপ্রস্থে সেনাবিন্দুর পুরে ফিরে আসেন। তারপর পৌরব বিষগশ্বকে পরাজিত করেন। এর পর পর্বতবাসী দস্যুদের এবং উৎসব-সংকেতান্ সপ্তগণান্ (২।২৪।২৫) জয় করে কাশ্মীরকান্ বীরান্ ও দশটি মণ্ডল সমেত লোহিতদের পরাজিত করে ত্রিগর্তান্, দার্বান্ কোকনদান্ (২।২৪।১৭) জয় করেন। এর পর অভিসারী, উরশাবাসিনং ও রোচমানকে বশে নিয়ে আসেন। এর পর চিত্রা-যুধ সংরক্ষিত সিংহপুর, সুহ্ম ও চোলদের এবং তারপর বাহ্লীকান্, দরদান্ ও কাম্বো-জান্ জয় করেন। এখান থেকে প্রাক্ উত্তরাং দিশাং বাসকারী দস্যুদের, এবং লোহান, পরমকাম্বোজান এবং ঋষিকান্ উত্তরান্ অপি পরাজিত করে সনিষ্কুটম হিমবন্তম্ জয় করে শ্বেত পর্বতে যান। তার পর শ্বেত পর্বত পার হয়ে দ্রুমপুত্রেণ রক্ষিত কিম্পুরুষ দেশ এবং এখান থেকে গুহ্যক রক্ষিত হাটক দেশ জয় করে মানস সরোবর ও ঋষিকুল্যাতে আসেন। এবং এখান থেকে হাটকান অভিতঃ গন্ধর্ব রক্ষিত একটি দেশ জয় করে উত্তর হরিবর্ষ জয় করতে যান। এই উত্তর হরিবর্ষ হচ্ছে উত্তরকুরু।

প্রাচী দিক জয় করতে যান ভীমসেন। প্রথমে পাঞ্চালদের পুরে আসেন (২।২৬।৩)। তার পর গণ্ডকী ও বিদেহ জয় করে দশার্ণে আসেন। দশার্ণের সুধর্মাকে পরাজিত করে দলভুক্ত করে নিয়ে অশ্বমেধেশ্বর রোচমানকে সহানুজম্ জয় করে তার পর দক্ষিণে পুলিন্দ নগরে এসে সুকুমার ও সুমিত্রকে (২।২৬।১০) পরাজিত করেন। তার পর চেদিরাজ শিশুপালের কাছে যান এবং এখান থেকে কুমার বিষয়ে শ্রেণিমন্তকে জয় করেন (২।২৭।১)। তারপর কোসলাধিপতিকে, দৃহ্মলকে ও অযোধ্যাতে দীর্ঘপ্রজ্ঞকে বশীভূত করে গোপালকচ্ছ, সোত্তমান্ অপি উত্তরান্ এবং মল্লদের অধিপকে (২।২৭।৪) পরাজিত করেন। তার পর হিমালয় পার্শ্বে জলদগরে এসে সমস্ত দেশটি জয় করে উন্নাটম্ অভিতঃ কুক্ষিমন্তম্ পর্বত জয় করেন। তার পর কাশিরাজ সুবন্ধকে, তার পর সুপার্শ্ব অভিতঃ রাজপতি ক্রথকে, তার পর মৎস্যান্, মলযান্ (২।২৭।৯), অনবদ্যান্ গয়ান্ ও পশুভূমি অধিগত করেন। ভীম তার পর মদবীক পর্বত ও সোপদেশং জয় করে উত্তর মুখে এগিয়ে যান। এর পর বৎস ভূমি জয় করে, ভর্গাণাম্ অধিপকে, নিষাদাধিপতিকে এবং মণিমৎ প্রমুখ ভূমিপালদের এবং এবং তার পর দক্ষিণ-মল্লদের, ভোগবন্তং, শর্মকান্, বর্মকান্, বৈদেহকং চ রাজানম্ জনকং জয় করেন। তার পর ইন্দ্র পর্বতের কাছে কিরাতদের সাতজন রাজাকে এবং সুহ্ম, প্রাচ্যসুহ্ম ও সমক্ষান্ জয় করে মাগধান উপযাৎ এবং দণ্ড ও দণ্ডধারকে পরাজিত করে গিরিব্রজে আসেন। গিরিব্রজ থেকে বার হয়ে এসে কর্ণকে পরাজিত করে এবং তার পর বহু পার্বত্য রাজাকে বশীভূত করেন। তার পর মোদাগিরি এবং তার পর পৌণ্ড্ররাজ বাসুদেবকে এবং কৌশিকীকচ্ছনিলয় রাজকে জয় করে বঙ্গদেশে আসেন। এখানে সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেনকে তার পর তাম্রলিপ্ত ও বঙ্গাধিপতি কাচকে এবং তারপর সুহ্মাধিপতিকে ও সাগর বাসীদের এবং সর্বান্ ম্লেচ্ছগণান্ বশীভূত করে লৌহিত্যে (২।২৭।২৪) যান। সাগরদ্বীপবাসী ম্লেচ্ছ রাজাদের কাছেও কর আদায় করেন।

সহদেব দক্ষিণ দিকে গিয়েছিলেন। প্রথমে শূরসেনকে, তার পর মৎস্য-

রাজকে, তার পর ক্রমশ অধিরাজাধিপ, দন্তবক্র, সুকুমার, সুমিত্র, অপর মৎস্যান্, পটচ্চরান্, নিষাদভূমি, গোশৃঙ্গপর্বত, শ্রেণিমন্তরাজ, নবরাষ্ট্র জয় করে কুন্তিভোজে আসেন। তার পর চর্মণ্বতীকূলে জম্ভকের ছেলের সঙ্গে দেখা হয় এবং ভোজের সঙ্গে (২।২৮।৮) যুদ্ধ হয়। তার পর দক্ষিণে নর্মদার দিকে এগিয়ে গিয়ে আবন্ত্যৌ বিন্দানুবিন্দৌ-দের জয় করে মাহিষ্মতীতে এসে রাজা নীলের কাছে কর সংগ্রহ করেন। পরে নৈপুর, পোতনেশ্বর, কৌশিকাচার্য আহুতি, ও সুরাষ্ট্রাধিপতিকে জয় করেন। তার পর রুক্মিণে ভোজকটস্থায় ভীষ্মকায় দূত পাঠান। তার পর শূর্পারক, উপকৃতাহ্বয়গণ, দণ্ডকান্, সাগরদ্বীপবাসান্, ম্লেচ্ছনৃপতিদের, নিষাদান্, পুরুষাদান্, কর্ণপ্রাবরণান্ (২।২৮।৪৬), কালমুখ নামে রাক্ষসবংশীয়দের, কোল্লগিরি, মুরচীপত্তন, তাম্রাহ্বয়, রামক (পর্বত), রাজা তিমিংগিল, একপাদান্, কেবলান্ বনবাসিনঃ, সংজয়ন্তী নগরী, পিচ্ছণ্ড, করহাটক, পাণ্ড্য, দ্রবিড, চোড্রকেরলান্, অন্ধ্রান্, তলবান্, কলিঙ্গান্, ওষ্ট্রকর্ণিকান্, অন্তাখী, রোমা, যবনদের পুর, ভরুকচ্ছ জয় করেন এবং পৌলস্ত্য বিভীষণের কাছে দূত পাঠান (২।২৮।৫০)।

নকুল যান প্রতীচী দিকে। প্রথমে কার্তিকেয় দয়িত রোহিতককে (২।২৯।৪) আক্রমণ করেন, মত্তময়ূরকদেব সঙ্গে তীব্র যুদ্ধ হয়। তার পর মরুভূমি বহুধান্যক, শৈরীষক, মহেচ্ছ, শিবীন্, ত্রিগর্তান্, অম্বষ্ঠান্, মালব্যান্, পঞ্চকর্পটান্ এবং মধ্যমিকাতে বাটধানান্ দ্বিজান্ পরাজিত করে ঘুরে গিয়ে পুষ্করারণ্যবাসিদের, গণান্ উৎসবসংকেতান্, (২।২৮।৮), সিন্ধুকূলে গ্রামণেয়াদের তার পর সরস্বতী তীর বাসী শূদ্র ও আভীরদের, এবং মৎস্যদের সঙ্গে পর্বত বাসীদের জয় করেন। তার পর সমস্ত পঞ্চনদ, অপরপর্যট, উত্তর জ্যোতিক, বৃন্দাটক পুর, দ্বারপাল, রমঠান্, হারহুণান্ ও প্রতীচ্যের সমস্ত রাজাদের বশে আনেন। তার পর কৃষ্ণ দশভী বাষ্ট্যঃ পরাজয় স্বীকার করেন। তার পর মাতুল শল্যের রাজ্য শাকল্যে আসেন। তার পর সাগর কুক্ষিতে অবস্থিত ম্লেচ্ছান ও বর্বরান্-দের জয় করে হস্তিনাপুরে ফিরে আসেন।

রাজা—পুরাণে রাজার প্রয়োজন খুব বেশি বলে স্বীকৃত। সমস্ত জীবিত সত্ত্বার ভাগ অনুসারে এক এক জন রাজা স্বীকৃত হয়েছে। প্রজাপতিদের সৃষ্টি করার অর্থই পতি/রাজা সৃষ্টি। এবং তা ছাড়াও ব্রহ্মা কে কাদের রাজা/অধিপতি (দ্রঃ) হবেন নির্দিষ্ট করে দেন। প্রজা রক্ষা রাজার একমাত্র দায়িত্ব বলা হয়েছে। ভোর রাতে রাজা ঘুম থেকে উঠে আগে চরদের সঙ্গে আলোচনা করবেন; তার পর প্রয়োজনীয় হিসাব পরীক্ষা করবেন; তারপর স্নান ও পূজা সেরে ব্রাহ্মণদের গরু ইত্যাদি দান করে দিনটির তিথি নক্ষত্র দেখে নেবেন এবং ভেষজ ইত্যাদি যদি কিছু প্রয়োজন থাকে গ্রহণ করে গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে সভায় যাবেন। রাজার কাজ সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডনীতির প্রয়োগ করে প্রজা শাসন করা। এবং মায়া উপেক্ষা ও ইন্দ্রজাল আরো তিনটি বিশেষ উপায়ও অবলম্বন করবেন। এ ছাড়া আরো বহু উপায়ের উল্লেখ আছে। সাম অর্থে ভাল কথা বলে লোককে দলে টেনে রাখা। দান অর্থে পাত্র ও অবস্থা বুঝে দান করে লোককে দলে টেনে রাখা। ভেদ তিন প্রকার:-মিত্রতা নষ্ট করে দেওয়া, মতবিরোধ গড়ে তোলা, কলহ লাগিয়ে দেওয়া। দণ্ড অর্থে শারীরিক যন্ত্রণা, প্রাণদণ্ড এবং অর্থদণ্ড বা সম্পত্তি দণ্ড। দণ্ড দু ধরণের প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে। মায়া অর্থে বঞ্চনা,

যৌগিক ক্ষমতা, অভিচার ইত্যাদির দ্বারা অপরকে দমন করা। উপেক্ষা অর্থে অপরের স্বার্থের দিকে না তাকান, নিজের প্রয়োজন মেটান; এবং ইন্দ্রজাল অর্থেও বঞ্চনা তবে প্রকারভেদ।

রাজা, পুণ্যশ্লোক—মরুত্ত, মান্ধাতা, পুরূরবা, পৃথু, ভগীরথ, ভরত, দিলীপ, যযাতি; রন্তিদেব, রাম, সুহোত্র, অম্বরীষ, খট্টাঙ্গ, গয়।

রাধা—দ্রঃ দেবী। নির্গুণ ইত্যাদি। স্বয়ং ব্রহ্মা ৬০,০০০ বছর তপস্যা করেও এঁর দেখা পান নি। এঁর পাদস্পর্শে ধরণী ধন্য হয়েছে। বরাহ কল্পে বৃষভানুর মেয়ে হয়ে জন্মান। অধিকাংশ পুরাণে বৃষভানুর ঔরসে স্ত্রী কলাবতীর (কীর্তিদা/কৃত্তিকা) গর্ভে জন্ম। কলাবতী বায়ু গর্ভ ধারণ করে বায়ু প্রসব করেন। এই বায়ু থেকে অযোনি সম্ভূতা রাধার জন্ম। বিষ্ণু পৃথিবীতে এসে জন্ম নেবার সময় তাঁর অনুগামী-দের পৃথিবীতে আসতে বলেন। লক্ষ্মী ও লক্ষ্মীর অংশ হিসাবে রাধা জন্মান। গোকুলে এই রাধা কৃষ্ণের প্রিয়তমা স্ত্রী; কৃষ্ণের মানসিক বল। রাধার জন্ম ভাদ্র মাসে শুক্লাষ্টমীর দিন সকাল বেলা এবং জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে। বার বছর বয়সে আয়ান ঘোষের সঙ্গে বিয়ের সময় নিজের ছায়াকে রেখে দিয়ে রাধা অদৃশ্য হয়ে যান। এই ছায়ার সঙ্গে আয়ানের বিয়ে হয়। অন্য মতে বৃষভানু যজ্ঞ করার জন্য জমি তৈরি করতে গিয়ে একটি শিশুকন্যা কুড়িয়ে পান। ভাগবতে রাধা নাই; কৃষ্ণ প্রেমিকা এক সখীর উল্লেখ আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত, দেবী ভাগবত ও পদ্মপুরাণ আছে গোলকে কৃষ্ণের বাম পাশ থেকে এঁর জন্ম হলে ইনি কৃষ্ণের পূজা করতে থাকেন; আবির্ভূত হয়েই ১৬ বছর বয়স পান এবং কৃষ্ণের বাম পাশে সিংহাসনে বসেন। এই সময় রাধার রোমকূপ থেকে লক্ষকোটি গোপিকা এবং কৃষ্ণের রোমকূপ থেকে গোসমূহ আবির্ভূত হয়। এই রাধাই পরে বৃন্দাবনে জন্মান। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে কৃষ্ণ একবার গোলকে বৃন্দাবন নামে রম্য বনে রমণ করতে ইচ্ছা করলে তার দেহ থেকে রাধার উৎপত্তি হয়। কৃষ্ণ বিভক্ত হয়ে দক্ষিণ অঙ্গে কৃষ্ণ ও বাম অঙ্গে রাধা রূপ ধারণ করেন। কৃষ্ণকে কামার্ত দেখে ইনি এগিয়ে আসেন বলে নাম হয় রাধা। রা অর্থে লাভ করা বা মুক্তি পাওয়া, ধা অর্থে হরির দিকে ধাবমান হয়ে এগিয়ে আসা। এর পর রাধাকৃষ্ণ গোলকে বাস করতেন। এক বার কৃষ্ণ বিরজার (দ্রঃ) সঙ্গে মিলিত হলে চারজন দূতী রাধাকে খবর দেন। রাধা কৃষ্ণকে খুঁজতে এলে কৃষ্ণকে রাধা এসেছেন সুদাম জানিয়ে দেন। কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হয়ে যান এবং বিরজা রাগে প্রাণত্যাগ করে নদীতে পরিণত হন। রাধা কাউকে দেখতে না পেয়ে ফিরে যান এবং পরে কৃষ্ণকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন। সুদাম বা সুদামা এই তিরস্কার সহ্য করতে না পেরে রাধাকে ভর্ৎসনা করতে থাকেন। রাধা তখন অসুর যোনিতে জন্মাবার শাপ দেন এবং সুদামা শাপ দেন ইনি বৃন্দাবনে গোপকন্যা হয়ে জন্মাবেন এবং একশ বছর কৃষ্ণ বিরহ সহ্য করতে হবে। সুদামা এর ফলে শঙ্খচূড় অসুর হয়ে জন্মান। বড়ু চণ্ডী-দাসের কৃষ্ণ কীর্তনে রাধার পিতা সাগর রাজ; মা পদুমা।

কৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী রাধা। কৃষ্ণ লীলাতেই রাধা নামের সব চেয়ে বেশি উল্লেখ। অপ্রাচীন পুরাণ এবং নারদ পঞ্চরাত্র ইত্যাদিতে নামটি পাওয়া যায়। এই সব গ্রন্থে ইনি বিষ্ণু বল্লভা এবং লক্ষ্মীর সমগুণাঢ্যা।' কৃষ্ণকে ঈশ্বর জ্ঞানে স্নেহ,

মন, প্রাণ সব কিছু সমর্পণ করেছিলেন। বৈষ্ণব দর্শনে ইনি পরমা প্রকৃতি। জ্ঞান ব্যতীত কেবল ভক্তির মাধ্যমেই ভগবানকে পাওয়া যায় রাধার মধ্য দিয়ে এই তত্ত্ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

(২) সারথি অধিরথের স্ত্রী। স্বামীর সঙ্গে একদিন নদীতে স্নান করবার সময় জলে একটি মঞ্জুষা ভেসে আসে। এর মধ্যে একটি শিশু ছিল; শিশুটিকে রাধা মানুষ করেন। উত্তর জীবনে শিশুটি কর্ণ/রাধেয় নামে পরিচিত।

রাধাকুণ্ড—মথুরা অন্তর্গত তীর্থ। আদি বরাহ ও পদ্ম পুরাণে এর যেন উল্লেখ আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধাকুণ্ডে মধ্যাহ্ন কালে কৃষ্ণ ও রাধা সাধারণত মিলিত হতেন।

রাপ্তী—প্রাচীন অচিরাবতী।

রাবণ—বিশ্রবার ঔরসে স্ত্রী নিকষার গর্ভে জন্ম। শ্লেষ্মাত্মক বনে বিশ্রবা ও নিকষা (দ্রঃ) যখন বাস করছিলেন তখন নিকষা গর্ভবতী হন এবং এক একটি যাম বাদ দিয়ে যথাক্রমে রাবণ, কুম্ভকর্ণ বিভীষণ ও এক মেয়ে শূর্পণখার জন্ম হয়। পিতামহ পুলস্ত্য, মাতামহ সুমালী। রাবণের দশমাথা, কুড়ি হাত, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, কেশ প্রদীপ্ত, ঠোঁট লাল। দ্রঃ জয়। কুবের এঁর বৈমাত্র ভাই। কুবেরের ঐশ্বর্যে ঈর্ষায় নিকষা ছেলেদের তপস্যা করতে বলেন। তিন ভাই দশ-হাজার বছর ব্রহ্মার তপস্যা করেন; বিভীষণ এক পায়ে দাঁড়িয়ে এবং রাবণ পঞ্চাগ্নির মধ্যে বসে। ব্রহ্মা তবু আসেন না। রাবণ তখন এক হাজার বছর পর পর নিজের একটি করে মাথা কেটে অগ্নিতে আহুতি দিতে থাকেন। এই ভাবে শেষ মাথাটি কাটতে গেলে ব্রহ্মা বর দিতে আসেন। রাবণ অমরত্ব চান; কিন্তু ব্রহ্মা বর দেন দেব দানব যক্ষ রক্ষ সকলের কাছেই তিনি অজেয় ও অবধ্য হবেন। মানুষকে তিনি নগণ্য বলে ধরে নিয়েছিলেন। কুম্ভকর্ণ নি-র্দেবত্ব বর চান কিন্তু উচ্চারণ করেছিলের নিদ্রাবত্ব। বিভীষণ চেয়েছিলেন বিষ্ণুর প্রতি অচলা ভক্তি।

বর পেয়ে রাবণ লঙ্কাতে এসে কুবেরকে তাড়ান এবং পুষ্পক কেড়ে রেখে দেন এবং বিষ্ণুকে তাঁর চিরশত্রু বলে ঘোষণা করেন। লঙ্কাতে রাবণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন শুনে পাতাল থেকে রাক্ষসরা এসে যোগ দেন। এর পর ছেলেদের নিয়ে রাবণ ত্রিভুবন জয় করতে বার হন। অষ্ট দিক পালকেও হারিয়ে দেন। দেবলোক আক্রমণ করে হেরে গিয়ে বন্দী হন বটে কিন্তু মেঘনাদ কপট যুদ্ধে ইন্দ্রকে হারিয়ে রাবণকে মুক্ত করে এবং ইন্দ্রকে বন্দী করে লঙ্কায় নিয়ে আসেন। ব্রহ্মার অনুরোধে পরে ইন্দ্র মুক্তি পান। কেবল মাত্র কার্তবীর্যার্জুনের (দ্রঃ) হাতে এবং বালীর (দ্রঃ) হাতে পরাজিত হন। মান্ধাতাকে হারাতে না পেরে তাঁর সঙ্গে বন্ধুতা করেন। মহাদেব (দ্রঃ) রাবণ-নাম এবং চন্দ্রহাস খড়্গ দেন। ক্রমশ অত্যাচারী হয়ে উঠে দানব ও ঋষি কন্যাদের চুরি করতে থাকেন। সুরথ, গাধি, গয়, পুরূরবা ইত্যাদি এঁর কাছে হেরে যান। পাতালে নাগদের/তক্ষককে পরাজিত করেন ও কর আদায় করেন এবং নিবাতকবচদের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধ হয়। ব্রহ্মার বরে দুপক্ষই অজেয় ফলে ব্রহ্মা এসে এঁদের বন্ধুতা স্থাপন করে যান। এঁদের কাছে রাবণ বহু মায়াজাল শেখেন। এখানে বরুণের ছেলেদের হারিয়ে দেন। বরুণালয়ে সুরভিকে আক্রমণ

করলে সুরভির দেহ থেকে অসংখ্য রাক্ষস বার হয়ে রাবণকে পরাজিত করে। অশ্ম নগরে ৪০০ কালকেয় দানব বধ করলে শূর্পণখার স্বামী বিদ্যুৎজিহ্বও নিহত হন। রাবণ তখন বোনকে সান্ত্বনা দিয়ে দণ্ডকারণ্যে বাস করতে বলেন। এর পর রাম বনে আসেন। নারদ একবার মজা দেখবার জন্য রাবণকে বলেন 'কাল' এক দিন সকলের এবং রাবণেরও মৃত্যু ঘটাবেই। ফলে রাবণ কালের (= যম) সঙ্গে যুদ্ধ করেন। ব্রহ্মা এসে যুদ্ধ থামান ; অন্য মতে যমকে পরাজয় স্বীকার করতে বলেন। দ্রঃ মরুত্ত।

রাবণের অনেকগুলি শাপ ছিল। নলকূবর (দ্রঃ) শাপ দিয়েছিলেন। ব্রহ্মার কন্যা পুঞ্জিকাকে অপমানিত করতে গেলে নলকূবর শাপের অনুরূপ শাপ পান। বেদবতীকে (দ্রঃ) চুরি করতে গেলে অন্য মতে বলাৎকার করলে বেদবতী শাপ দেন নারায়ণের হাতে সবংশে নিধন হবে। কৈলাসে নন্দিকেশ্বরকে বানর বলে উপহাস করলে নন্দি শাপ দেন বানরের হাতে সবংশে নিহত হবে। রাবণ একবার বেদ ইত্যাদি অধ্যয়ন করার জন্য বশিষ্ঠকে ডাকেন। কিন্তু বশিষ্ঠ প্রত্যাখ্যান করলে রাবণ এঁকে বন্দী করেন। সূর্য বংশে রাজা কুবলয়াশ্ব বশিষ্ঠকে মুক্ত করে দেন এবং বশিষ্ঠ শাপ দেন সূর্যবংশীয় রাজার হাতে সবংশে নিধন হবে। সূর্যবংশে রাজা অনরণ্য রাবণের আশ্রয় নিতে এলে রাবণ তাঁকে ঘুষি মেরে নিহত করেন। মৃমূর্ষ রাজা শাপ দেন সূর্যবংশের রাজার হাতে রাবণ মারা যাবেন। দেবলোক বিজয় করে বন্দী দেবতাদের নিয়ে ফেরার সময় বৃহস্পতির মেয়ে সুরেখাকে ধরতে গেলে বৃহস্পতি শাপ দেন রামের হাতে মৃত্যু হবে। নারদকে ও এর অর্থ ব্যাখ্যা করতে বললে নারদ রাজি হন না ; রাবণ তখন নারদের জিব কেটে দিতে যান এবং অভিশপ্ত হন মানুষের হাতে রাবণের দশটি মাথা খসে যাবে। ঋতুবর্মার স্ত্রী মদনমঞ্জরীকে রাবণ এক রাত বলাৎকার করেন ফলে ঋতুবর্মা শাপ দেন মানুষের হাতে রাবণের মৃত্যু হবে। শিব রাবণকে ত্রিপুরা সুন্দরীর এক বিগ্রহ দেন। এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য রাবণ এক বৈদিক ব্রাহ্মণকে ডাকেন। ব্রাহ্মণের আসতে একটু দেরি হয়েছিল ফলে রাবণ তাঁকে সাত দিন বন্দী করে রাখেন : এবং ব্রাহ্মণও শাপ দেন রাবণ সাত মাস বন্দী থাকবেন। এক বার শ্লেষ্মাতকে অষ্টাবক্রের সঙ্গে দেখা হলে রাবণ এঁকে বিদ্রূপ করে লাথি মারেন ফলে অভিশপ্ত হন বানরে রাবণের সর্বাঙ্গে লাথি মারবে। দত্তাত্রেয় এক বার পূতমন্ত্র জল রেখে দিয়েছিলেন নিজের গুরুর মাথায় অভিসিঞ্চন করবেন। রাবণ সেই জল নিজের মাথায় সিঞ্চন করলে অভিশপ্ত হন বানরে মাথায় প্রসাব করবে। দ্বৈপায়নের সামনে তাঁর বোনকে রাবণ একবার গ্রহণ করতে যান এবং অধর ক্ষতবিক্ষত করেন ফলে দ্বৈপায়ন শাপ দেন রাবণের বোন ও এই ভাবে মানুষের হাতে অঙ্গহীন হবে এবং বানরের হাতে অপমানিত হবে। মন্দোদরীকে নিয়ে প্রমোদ ভ্রমণে বার হয়ে মাণ্ডব্য ঋষিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন অন্য মতে রাবণকে নমস্কার না করাতে রাবণ প্রহার করেন ফলে অভিশপ্ত হন বানরের হাতে রাবণও এই রকম নিপীড়িত হবেন। একবার অত্রির সামনে তাঁর স্ত্রীর চুলের মুঠি ধরে টানলে অত্রি শাপ দেন রাবণের সামনে রাবণের স্ত্রী বানরদের হাতে অনুরূপ ভাবে বিবস্ত্র হবে এবং কেশাকর্ষিত হবে। মহর্ষি মৌদ্গল্য এক বার যোগদণ্ডের ওপর গলা রেখে স্বস্তিক আসনে বসেছিলেন রাবণ তাঁর চন্দ্রহাস খড়্গো এই যোগ দণ্ড দু টুকরো করে ফেললে মহর্ষি পড়ে গিয়ে শির দাঁড়া

ভেঙে যায়। ফলে অভিশপ্ত হন চন্দ্রহাস তাঁর কোন কাজে লাগবে না। কয়েকটি ব্রাহ্মণ বালিকা সমুদ্রে স্নান করতে গেলে তাদের মায়ের সামনে রাবণ মেয়েগুলিকে অপমানিত করে অভিশপ্তহন বানরেরহাতে রাবণের সামনে রাবণের স্ত্রীরা অপমানিত হবেন; অগ্নির সামনে স্বাহাকে অপমানিত করলেও অনুরূপ অভিশপ্ত হন। দ্রঃ-সুতল।

খরদূষণ মারা গেলে অপমানিতা শূর্পণখা লঙ্কায় রাবণকে সীতা হরণের জন্য উত্তেজিত করেন। রাবণ পঞ্চবটীতে এসে মারীচের (দ্রঃ) সাহায্যে রামকে গভীর বনে নিয়ে যান। রামের বাণ বিদ্ধ মুমূর্ষু মারীচের চিৎকারে ব্যাকুল হয়ে সীতা লক্ষ্মণকে বাধ্য করেন রামের সন্ধানে যেতে। এই সুযোগে রাবণ সবলে সীতাকে রথে তুলে নিয়ে আকাশ পথে পালান। পথে জটায়ু বাধা দিলে রাবণ জটায়ুকে (দ্রঃ) মৃতপ্রায় করে ফেলে দিয়ে সীতাকে নিয়ে লঙ্কায় চলে আসেন। সীতাকে এখানে বহু বোঝাবার চেষ্টা করেন এবং শেষ পর্যন্ত অশোক বনে বন্দী করে রাখেন। এখানে বহু রাক্ষসী সীতাকে ভয় দেখাতে থাকে। রাবণ শেষ কথা দেন দশ-মাসের মধ্যে সীতা বিয়ে করতে রাজি না হলে সীতাকে তিনি খেয়ে ফেলবেন। ইতিমধ্যে রাম লক্ষ্মণ লঙ্কা আক্রমণ করলে রাবণ পরামর্শ করতে বসেন। বিভীষণকে (দ্রঃ) এই সময় তাড়িয়ে দেন। এর পর লঙ্কার যুদ্ধ (দ্রঃ) আরম্ভ হয়। যুদ্ধে হারতে হারতে নিরুপায় হয়ে কুম্ভকর্ণকে জাগিয়ে যুদ্ধে পাঠান। কুম্ভকর্ণ ও ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর পর রাবণ যুদ্ধে আসেন এবং মারা যান। এই ভাবে যুদ্ধে সবংশে নিহত হন।

পূর্বজন্মে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ জয় ও বিজয় (দ্রঃ) ছিলেন। রাবণের প্রধান স্ত্রী মন্দোদরী (দ্রঃ)। মন্দোদরীর ছেলে মেঘনাদ, অতিকায়, অক্ষয়কুমার। দ্রঃ মহাদেব।

রাম- বিষ্ণুর ৭-ম অবতার। দশরথের (দ্রঃ) ছেলে। রাবণের (দ্রঃ) পাপে ও অত্যাচারে ত্রিভুবন জর্জরিত হয়ে উঠলে মেদিনী গোরূপ ধারণ করে স্বর্গে ইন্দ্রের কাছে এই সব অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করে আশ্রয় নেন। ইন্দ্র তখন এঁকে ব্রহ্মার কাছে এবং ব্রহ্মা শিবের কাছে নিয়ে যান। শিব বিষ্ণুর কাছে নিয়ে যান। বিষ্ণু বলেন তিনি অযোধ্যাতে দশরথের ছেলে হয়ে জন্মাবেন এবং দেবতাদেরও পৃথিবীতে জন্ম নিতে বলেন; তাঁর সাহায্য হবে। রাম জন্মান দ্বাদশ মাসে চৈত্রে নাবমিকে তিথৌ নক্ষত্রে অদিতি দৈবত্যে স্বোচ্চসংস্থেবু পঞ্চসু গ্রহেষু কর্কটে লগ্নে বাক্‌পতাবিন্দুনা সহ প্রোদ্যমানে (রামা ১।১৮।১০)। রামের প্রিয় অনুচর হন লক্ষ্মণ এবং ভরতের অনুরক্ত হন শত্রুঘ্ন। এই চার ভাইয়ে অত্যন্ত সম্প্রীতি থাকে। বিশ্বামিত্রের তপোবনে রাক্ষসদের অত্যন্ত উৎপাত ছিল। বিশ্বামিত্র একবার যজ্ঞ করবেন স্থির করেন কিন্তু তাড়কার ছেলে মারীচ ও সুবাহু বাধা দিতে থাকে। বিশ্বামিত্র অযোধ্যায় এসে দশরথের কাছ থেকে রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে যেতে চান। এদের বয়স তখন চৌদ্দ। রাজা বিপদের ভয়ে চিন্তিত ও বিব্রত হয়ে পড়লেও শেষ পর্যন্ত বশিষ্ঠের নির্দেশে অনুমতি দেন। আশ্রমে যাবার পথে বিশ্বামিত্র রামকে বহু পুরাতন কাহিনী শোনান; সরযূ পার হয়ে বহু মুনির আশ্রম অতিক্রম করে এগিয়ে যান। পথে বিশ্বামিত্র এঁদের বলা ও অতিবলা মন্ত্র দেন যার ফলে ক্ষুধা ও তৃষ্ণাকে জয় করতে পারবে এবং কিছু দিব্যাস্ত্রও দান করেন। রামকে জৃম্ভকাস্ত্র ও দান করেন। পথে

বিশ্বামিত্র যখন তাড়কার কাহিনী বর্ণনা করছিলেন সেই মুহূর্তে বিকট মূর্তি তাড়কা এদের আক্রমণ করে ; তীক্ষ্ণ বাণে রাম একে নিহত করেন। এর পর আশ্রমে এসে যজ্ঞ আরম্ভ হলে সুবাহু ইত্যাদি রাক্ষসরা বাধা দিতে এলে রামের বাণে সুবাহু নিহত হয়, মারীচ সমুদ্রে পালিয়ে যায়। বহু রাক্ষস নিহত হয়। যজ্ঞ নির্বিঘ্নে নিষ্পন্ন হয়।

এর পর বিশ্বামিত্র দুই ভাইকে নিয়ে মিথিলায় জনক রাজের সভায় আসেন। পথে আবার বহু পুরাতন কাহিনী শোনান এবং গঙ্গাতে স্নান করে গৌতমের পরিত্যক্ত আশ্রমে এসে অহল্যাকে (দ্রঃ) পাদস্পর্শে শাপমুক্ত করেন।

এর পর জনকের সভাতে এসে হরধনু ভাঙলে রামের সঙ্গে সীতার বিয়ে হবে ঠিক হয়। জনক রাজা নিমন্ত্রণ করে দশরথকে নিয়ে আসেন। রাজা এলে সীতার সঙ্গে রামের, উর্মিলার সঙ্গে লক্ষ্মণের, মাণ্ডবীর সঙ্গে ভরতের এবং শ্রুতকীর্তির সঙ্গে শত্রুঘ্নের বিয়ে হয়। এঁর পর সকলে অযোধ্যায় ফিরতে থাকেন ; বিশ্বামিত্র হিমালয়ে চলে যান। ফেরবার পথে ভার্গব আশ্রমের কাছে পরশুরাম (দ্রঃ) কুপিত হয়ে এসে পথ রোধ করে দাঁড়ান। দশরথ ভীত হয়ে পড়েন ; কিন্তু পরশুরাম রামের কাছে পরাজিত ও হতগর্ব হয়ে ফিরে যান।

অযোধ্যায় ফিরে আসার কিছু পরে দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবেন ঠিক করেন। সমস্তটি রামায়ণে (২।৩।৪) রয়েছে চৈত্রঃ শ্রীমান্ অয়ং মাসঃ পুণ্যঃ পুষ্পিত-কাননঃ ; মহাভারতে (৩।২৬৯।১৫) রয়েছে অদ্য পুষ্যঃ নিশি ব্রহ্মন্ পুণ্যং যোগম্ উপৈষ্যতি। সকলে আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে। কিন্তু অভিষেকের আগের দিন রাত্রিতে কৈকেয়ী রামের ১৪ বছরের জন্য বনবাস এবং ভরতকে রাজ্য দান করতে হবে দশরথের (দ্রঃ) কাছে দাবি করে বসেন। রামচন্দ্র ঘটনাটি শুনে পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে চলে যান ; সঙ্গে সীতা ও লক্ষ্মণ অনুগামী হন। দুই ভাই বল্কল পরে রাজ্য ত্যাগ করেন ; কিন্তু প্রজারাও এঁদের পেছু পেছু এগিয়ে যেতে থাকেন।

সারথি সুমন্ত্র বনের পথে এঁদের পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসেন। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যান এবং নিষদরাজ গুহের সাহায্যে গঙ্গা পার হন। এর পর প্রয়াগের কাছে ভরদ্বাজ মুনির অতিথি হন এবং তাঁর পরামর্শে চিত্রকূটে এসে বাস করেন। ভরত (দ্রঃ) ইতিমধ্যে রামকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য চিত্রকূটে আসেন ; কিন্তু রাম রাজি হন না। পিতার মৃত্যু সংবাদে রাম শোকে অভিভূত হয়ে পড়েন।

ভরতকে (দ্রঃ) পাদুকা দিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে এঁরা গভীর বনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। পথে অত্রির আশ্রমে আসেন। এর পর বিরাধ রাক্ষস সীতাকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করলে রাম বিরাধকে হত্যা করেন। এর পর শরভঙ্গের আশ্রমে আসেন। তার পর মৃকণ্ডু বনে এসে অগস্ত্যের সঙ্গে দেখা হয়। নানা আশ্রমে দশ বছর মত কাটিয়ে বিন্ধ্য পর্বতে অগস্ত্যের আশ্রমে আসেন। এখানে রাম প্রতিজ্ঞা করেন রাবণ ও রাক্ষসদের নিকেশ করবেন। অগস্ত্য মহা সমারোহে অতিথি সৎকার করেন এবং বৈষ্ণব ধনু, অক্ষয় তূণ ও ব্রহ্মাস্ত্র দান করেন। রাম প্রয়োজন মত এগুলি নেবেন বলে রেখে যান। অগস্ত্য সীতাকে কিছু দিব্য আভরণও দান করেন। এবং অগস্ত্যের পরামর্শে দণ্ডকারণ্যে গোদাবরী তীরে পঞ্চবটীতে কুটির তৈরি করে বাস

করতে থাকেন। জটায়ুর (দ্রঃ) সঙ্গেও দেখা হয়।

কুটির বাঁধবার জন্য লক্ষ্মণ একটি গাছ কাটলে গাছটি অন্তর্হিত হয়ে যায় এবং সেখানে শূর্পণখার ছেলে রাক্ষস শম্ভুকুমারের মৃত দেহ পড়ে থাকে। এই রাক্ষস শিবের তপস্যা করছিল কিন্তু সীতার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বৃক্ষে পরিণত হয় সীতাকে অবাধে অবলোকন করছিল। লক্ষ্মণ সেই গাছ কেটে ফেলেন। রাম সব বুঝতে পারেন এবং এদের সব কথা জানান। এই কুটিরে আরো তিন বছর মত কাটান। চারদিক থেকে বহু মুনি ঋষি এখানে দেখা করতে আসেন। শূর্পণখা এখানে কাছেই বাস করতেন। রামকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বিয়ে করতে চান। কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হলে শেষকালে সীতাকে গ্রাস করতে চেষ্টা করেন। রামের আদেশে তখন লক্ষ্মণ রাক্ষসীর নাক কান কেটে দেন। এর পর শূর্পণখার (দ্র.) অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য খর ১৪ জন রাক্ষসকে পাঠান। লক্ষ্মণ এদের সকলকে হত্যা করলে খর এবং খরের ভাই দূষণ এবং আর এক ভাই ত্রিশিরা ও ১৪-হাজার রাক্ষস এসে এদের আক্রমণ করে এবং রামের হাতে সকলে মারা যায়। শূর্পণখা তখন লঙ্কাতে গিয়ে রাবণকে সব ঘটনা জানান; এবং সীতাকে চুরি করতে বলেন। সীতার শোকে তাহলে রাম মরবে এবং রামের শোকে লক্ষ্মণ মারা যাবে।

এই প্ররোচনায় রাবণ সীতা হরণ করতে আসেন। মারীচকে সোনার হরিণ সেজে সীতাকে মুগ্ধ করতে বলেন। সীতার পীড়াপীড়িতে রাম হরিণ ধরতে চলে যান কিন্তু সীতাকে লক্ষ্মণের পাহারায় রেখে যান। এদিকে হরিণ ক্রমশঃ বনের মধ্যে ঢুকতে থাকে বলে রাম তখন হরিণটিকে বাণবিদ্ধ করলে হরিণ নিজের রূপ ধরে রামের গলার অনুকরণে হা সীতা, হা লক্ষ্মণ বলে চিৎকার করতে করতে প্রাণত্যাগ করেন। মারীচের চিৎকারে সীতা ব্যস্ত হয়ে পড়ে রামের সন্ধানে যেতে লক্ষ্মণকে বাধ্য করেন। লক্ষ্মণ প্রথম দিকে যেতে রাজি হন নি, কিন্তু কদর্য গালিতে বাধ্য হয়েছিলেন। সীতাকে আশ্রমে একা পেয়ে সন্ন্যাসী বেশী রাবণ সীতাকে ধরে পুষ্পক রথে চড়িয়ে লঙ্কায় চলে যান।

রাম লক্ষ্মণ কুটিরে ফিরে সীতাকে না পেয়ে চার দিকে খুঁজতে থাকেন; এর পর মৃতপ্রায় জটায়ুর (দ্র.) সঙ্গে দেখা হয় এবং তাঁর কাছে প্রথমে সব খবর পান। জটায়ু কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যান; রাম জটায়ুর সৎকার করেন। তার পর কবন্ধের হাতে পড়লে কবন্ধকে হত্যা করতে বাধ্য হন। কবন্ধের অশরীরী আত্মা ঋষ্যমূকে সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুতা করতে বলে যান। খুঁজতে খুঁজতে দুই ভাই শবরীর আশ্রমে আসেন; শবরী মুক্তি লাভ করেন। এর পর পম্পা নদীতে স্নান করে দুই ভাই ঋষ্যমূক পাহাড়ে আসেন। দূর থেকে এদের দেখে সুগ্রীব হনুমানকে এরা কে জানতে পাঠান এবং হনুমান এসে এঁদের কথা শুনে নিজের রূপ ধারণ করে এঁদের পিঠে তুলে সুগ্রীবের কাছে নিয়ে আসেন। সুগ্রীব নিজের দুর্ভাগ্যের কথা বলেন; সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়; সুগ্রীব প্রতিশ্রুতি দেন সীতা উদ্ধারে সাহায্য করবেন। পরিবর্তে রাম বালীকে বধ করে সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা করে দেবেন শপথ করেন। আকাশে বিমান থেকে সীতার ফেলে দেওয়া গয়নাগুলিও সুগ্রীব দেখান। রাম এগুলি চিনতে পারেন এবং সীতা এই পথ দিয়েই গিয়েছিল নিশ্চিত হন। বালী বধের শপথ করলেও

রাম লক্ষ্মণের দৈহিক ক্ষমতা সম্বন্ধে সুগ্রীবের সংশয় ছিল। এই সংশয়ের কথা প্রকাশ করলে মৃত দুন্দুভি রাক্ষসের পড়ে থাকা স্তূপকার হাড়গুলি লক্ষ্মণ বাম পায়ের বুড়ো আঙুলে করে ছুঁড়ে দেন; হাড়গুলি দক্ষিণ সমুদ্রে গিয়ে পড়ে এবং রাম একটি বাণের দ্বারা সপ্তশাল বিদ্ধ করেন এবং বাণ তার পর আবার তূণে ফিরে আসে।

পর দিন কিষ্কিন্ধ্যায় সুগ্রীব বালীর সঙ্গে যুদ্ধ করেন; রাম দূরে গোপনে দাঁড়িয়ে থাকেন; কে বালী কে সুগ্রীব কিছুতেই ঠিক করতে পারেন না। সুগ্রীব শেষ পর্যন্ত পালিয়ে আসতে বাধ্য হন। সুগ্রীব রামের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন কিন্তু ঠিক হয় পর দিন সুগ্রীব চিহ্ন হিসাবে গলায় মালা পরে যাবেন। পর দিন যুদ্ধে বালী (দ্রঃ) বাণ বিদ্ধ হয়ে ভূপতিত হন এবং রাম লক্ষ্মণ আত্মপ্রকাশ করেন। বালী এই ভাবে নিহত হলে রাম সুগ্রীবকে রাজা এবং অঙ্গদকে যুবরাজ করার নির্দেশ দিয়ে ঋষ্যমূক পাহাড়ে ফিরে আসেন।

এর পর চার মাস বর্ষাকাল কেটে যাবার পরও বানর-রাজ সুগ্রীব কোন চেষ্টা করেন না। রাম তখন লক্ষ্মণকে কিষ্কিন্ধ্যায় পাঠান ফলে সুগ্রীব বানর দলকে বিভিন্ন দিকে সীতার খোঁজে পাঠান। দক্ষিণ দিকে যে বানর দল যান সেই দলের নেতা ছিলেন অঙ্গদ; হনুমানও সেই দলে ছিলেন। হনুমানকে রাম নিজের জীবনের তিনটি ঘটনা জানিয়ে দেন; এই ঘটনা বর্ণনা করলে সীতা নিঃসন্দেহ হতে পারবেন যে হনুমান প্রকৃতই রামের দূত। একটি ঘটনা হচ্ছে 'সীতা এক দিন রামের পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে হঠাৎ নিজের আঙুল থেকে মণিমুক্তাখচিত আংটি খুলে ফেলেন। রাম কারণ জিজ্ঞাসা করলে সীতা জানান এই পাদস্পর্শে সামান্য বনের পাথর অহল্যা হয়ে ছিলেন; আংটির মহামূল্য পাথর না জানি কোন মহারূপসীতে পরিণত হবে এবং সীতার ভাগ্যে তখন কি যে দুর্ভোগ নেমে আসবে। এই ঘটনা এ পর্যন্ত আর কেউই জানতে না। এ ছাড়া রাম নিজের আংটিও অভিজ্ঞান হিসাবে হনুমানকে খুলে দেন। সুগ্রীব সকলকে এক মাস করে সময় দেন; এবং এর মধ্যে সফল হতে না পারলে তাদের গলা কাটা যাবে।

দক্ষিণ দিকে অঙ্গদের নেতৃত্বে হনুমান ইত্যাদির যে দলটি গিয়েছিল তারা সীতার খবর নিয়ে (সীতা অনুসন্ধান দ্রঃ) কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে এলে রাম লক্ষ্মণ বানর সৈন্য নিয়ে লঙ্কার দিকে এগিয়ে যান। লঙ্কা অভিযানের সময় উত্তরা ফাল্গুনী অদ্য শ্বস্ত হস্তেন যোক্ষ্যতে অভিপ্রয়াম সুগ্রীব (রাম ৬।৪।৬)। সমুদ্রের তীরে এসে উপস্থিত হলে ইতিমধ্যে বিভীষণ এসে রামের সঙ্গে যোগ দেন। এর পর সাগর পার হবার জন্য বরুণদেবের পূজা ইত্যাদি করতে থাকেন কিন্তু কোন ফল হয় না; তখন ক্রুদ্ধ হয়ে রাম সমুদ্র শোষণের জন্য শর সন্ধান করতে গেলে বরুণদেব দেখা দিয়ে সেতু বন্ধনের পরামর্শ দিয়ে যান। এর পর নল নামক বানরের নেতৃত্বে বানর সৈন্য সমুদ্রে সেতু নির্মাণ করে লঙ্কাতে গিয়ে পুরী অবরোধ করেন। শুক ও সারণ নামে দুজন গুপ্তচর এই সময় ধরা পড়ে কিন্তু রাম এদের ক্ষমা করে মুক্তি দেন। এর পর রাম সন্ধির জন্য অঙ্গদকে পাঠান। কিন্তু রাবণ প্রত্যাখ্যান করেন।

লঙ্কায় কয়েক দিন তুমুল যুদ্ধ হয়। রাবণের নির্দেশে মহী রাবণ পাতাল থেকে উঠে এসে এদের শিবির থেকে পাতালে নিয়ে চলে যান; পাতালে কালী

মন্দিরে দুই ভাইকে বলি দেবেন ব্যবস্থা করতে থাকেন। হনুমান মহীরাবণ ইত্যাদিকে হত্যা করে এঁদের উপরে পৃথিবীতে নিয়ে আসেন। যুদ্ধের শেষের দিকে ইন্দ্র মাতলিকে দিয়ে নিজের রথ পাঠিয়ে দেন; এই রথে চড়ে যুদ্ধ করে রাম রাবণকে নিহত করেন। রাবণ সবংশে নিহত হন। যুদ্ধের শেষে ইন্দ্র দেখা দিয়ে রামকে বর দিতে চান। রাম যুদ্ধে নিহত সমস্ত বানরদের বাঁচিয়ে নেন এবং বর চান যে বনে বানররা থাকবে সে বন যেন ফল ফুলে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

যুদ্ধের পর রাম বিভীষণকে অভিষিক্ত করেন। সীতাকে বিভীষণ অশোক বন থেকে নিয়ে আসেন। একটি মতে ইন্দ্রাণী, ঋষিপত্নী অনসূয়া ও অপ্সরা ইত্যাদি এবং বিভীষণ সীতাকে সাজিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। সীতার সাজ দেখে রামের সন্দেহ হয় এবং সীতাকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং সীতা তখন আগুনে আত্মবিসর্জন করতে যান। অপর মতে সীতাকে নিয়ে এলে রাম নিজেই অগ্নি পরীক্ষার কথা বলেছিলেন। সীতা আগুনে প্রবেশ করলে অগ্নিদেব নিজে সীতাকে ফিরিয়ে দিয়ে যান। এই ভাবে চৌদ্দ বছর শেষ হলে তিন জনে অযোধ্যায় রাবণের পুষ্পক রথে করে ফিরে আসেন। বিভীষণ ইত্যাদি এবং বানররা সকলে অযোধ্যাতে আসে। বৈষ্ণবে নক্ষত্রে অভিমতে অহনি (মহা ৩।২৭৫।৬৫) রাম রাজা হন, ভরত যুবরাজ হন, লক্ষ্মণ সেনাপতি এবং শত্রুঘ্ন অর্থসচিব হন।

রাম রাজত্ব করতে থাকেন, দেশে কোন দুঃখ থাকে না। রাম নিজে ছদ্ম-বেশে প্রজাদের সুখ দুঃখের খবর নিতেন। চরের মুখে রাম এক দিন খবর পান প্রজারা সীতার চরিত্র সম্বন্ধে সম্ভাব্য নানা সন্দেহের কথা বলে বেড়াচ্ছে। অন্য মতে রাম নিজে শুনেছিলেন এক রজকের স্ত্রী প্রণয়ীর সঙ্গে রাত কাটিয়ে পর দিন সকালে ফিরে এলে রজক তাকে জানিয়ে দেয় সে রাম নয় ইত্যাদি এবং স্ত্রীকে তাড়িয়ে দেয়। সীতা সম্পূর্ণ অকলঙ্কা জেনেও প্রজাদের সন্তোষের জন্য রাম লক্ষ্মণকে দিয়ে সাত মাস গর্ভবতী সীতাকে বাল্মীকি আশ্রমে রেখে আসেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও লক্ষ্মণ এই আদেশ পালন করেন। আর এক মতে গৌতম আশ্রমের কাছে রেখে এসেছিলেন; অহল্যা সীতার রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়েছিলেন।

সীতাকে বনে পাঠিয়ে দিয়ে ৫-বছর রাম দুঃখে দিন কাটান। অযোধ্যাতে এই সময় শিশুমৃত্যু হতে থাকলে রামচন্দ্র নিজে চারদিকে অনুসন্ধান করেন এবং একটি মতে দণ্ডকারণ্যে শম্বুককে তপস্যা করতে দেখতে পান। এই শূদ্রের তপস্যা জনিত পাপে শিশুমৃত্যু ঘটেছে জানতে পেরে রামচন্দ্র শম্বুককে নিহত করেন। এর পর অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন ঠিক করেন। হনুমান ইত্যাদি ও বিভীষণ আসেন। সস্ত্রীক যজ্ঞ করতে হয়; এই জন্য পলাশকাঠের পরে বশিষ্ঠের নির্দেশে সোনার সীতা গড়িয়ে নেওয়া হয়। শত্রুঘ্ন ঘোড়া নিয়ে বার হয়ে যান। বাল্মীকি আশ্রমে এলে লব কুশ ঘোড়া ধরেন এবং শত্রুঘ্ন এঁদের কাছে হেরে যান। অন্য মতে রামের সঙ্গেও যুদ্ধ হয়েছিল এবং রামচন্দ্র পরাজিত ও আহত হয়েছিলেন। বাল্মীকির মধ্যস্থতায় শেষ পর্যন্ত লব কুশ ঘোড়া ছেড়ে দেন।

অশ্বমেধ যজ্ঞে বাল্মীকি লব কুশকে নিয়ে উপস্থিত হন এবং লব কুশ রামায়ণ গান করে শোনান। রাম এদের চিনতে পারেন এবং সীতাকে সভায় আনা হয়।

প্রজাদের প্রত্যয়ের জন্য সীতাকে আবার অগ্নি পরীক্ষা দিতে বলা হয়। সীতা অপমানে মাধবীর (=বসুমতী) কোলে স্থান চান এবং তৎক্ষণাৎ বসুমতী দ্বিধা হয়ে সীতাকে নিয়ে চলে যান।

এর পর কিছু দিন রাম রাজ্য পরিচালনা করেন। এক দিন কাল পুরুষ বন্ধ ব্রহ্মার নির্দেশে এসে গোপনে রামের সঙ্গে কথা বলেন এবং রামকে পৃথিবী থেকে ফিরে যাবার অনুরোধ করেন। কাল পুরুষের সঙ্গে সর্ত অনুযায়ী রাম লক্ষ্মণকে (দ্রঃ) বর্জন করতে বাধ্য হন। অভিমানে লক্ষ্মণ সরযুতে দেহত্যাগ করলে শোকে রাম মুহ্যমান হয়ে পড়েন। কুশকে কোশলের এবং লবকে উত্তর কোশলের রাজা করে দিয়ে নিজেও সরযুর জলে দেহত্যাগ করেন।

(২) ঐতেরেয় ব্রাহ্মণে রাম অর্থে মার্গবেয়। (৩) পুরাণে ও রামায়ণে পরশু-রামের অপর নাম। (৪) বলরামের অপর নাম। (৫) কবীর, দাদু প্রভৃতি সাধকরা রাম শব্দটিকে ব্রহ্মবাচক শব্দ বলে গ্রহণ করেছিলেন। প্রাচীন ইরানীয় গ্রন্থে রাম শান্তি ও সুখের দেবতা। দাশরথি রাম, পরশুরাম ও বলরাম পরবর্তী যুগে বিষ্ণুর অবতার বলে স্বীকৃত হন। দাশরথি রাম পরমেশ্বর রূপে বহু স্থানে উল্লিখিত হয়েছেন। ভারতীয় চিন্তাধারাতে রামের স্থান অসামান্য। দ্রঃ রামায়ণ।

রামগন্ধ—জনৈক কীকট রাজা ; ঋক্‌বেদে।

রামঠ—(১) মান্ধাতার রাজ্যে একটি ম্লেচ্ছ জাতি। (২) দ-ভারতে একটি ম্লেচ্ছ জাতি ; নকুল এদের পরাজিত করেন। পাণ্ডবদের অনুরক্ত হয়ে পড়েন এবং যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যোগদান করেছিলেন।

রামানুজ—১১-১২ খৃ শতক। বিষ্ণু ভক্ত। বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী। চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর তিনটি বস্তু স্বীকার করেন। চিৎ ও অচিতের সঙ্গে ঈশ্বরের ভেদ, অভেদ ও ভেদাভেদ এই তিনটিই স্বীকার্য। অর্থাৎ জগৎ প্রপঞ্চ মিথ্যা নয়। ঈশ্বর পরম কারুণিক ও ভক্তবৎসল।

রামায়ণ—রচনা খৃ-পূ ৩ শতক। রচয়িতা চ্যবন পুত্র বাল্মীকি। বাল্মীকি ভারতে আদি কবি বলে সম্মানিত। রামায়ণে ৭টি কাণ্ড :-আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, সুন্দর, কিষ্কিন্ধ্যা, লঙ্কা ও উত্তর কাণ্ড। বহু মতে আদি (অংশত) ও উত্তর কাণ্ড পরবর্তী কালের রচনা। ৪০ হাজারেরও অধিক শ্লোক। সংস্কৃতে এই বাল্মীকি রামায়ণের মূল ঘটনা (দ্রঃ রাম) ভারতে সব জায়গায় মোটামুটি এক তবে উপকাহিনী এলাকা অনুসারে বহু বিচিত্র। আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত রামায়ণে এই উপকাহিনী আরো অনেক বেশি ও বিচিত্র। মহীরাবণের কাহিনী বহু স্থানে নাই। মহীরাবণের ছেলে অহিরাবণকে বধ করা বা মহীরাবণের ছেলে সুমালীকে রাজা করে দেওয়াও অনেক জায়গায় দেখা যায়। অযোধ্যাতে রাজা হবার পর সীতাকে দিয়ে সহস্রমুখ রাবণ বধও এই রকম এক উপকাহিনী। লব কুশ ঘোড়া ধরার পর যে যুদ্ধ হয়েছিল তাতে রাম লক্ষ্মণ পরাজিত হয়েছিলেন এ ঘটনা বহু গ্রন্থে নাই। এমন কি ঘোড়া ধরার ঘটনাও নাই। আবার কাহিনী আছে শম্বুককে হত্যা করে ফেরার পথে বাল্মীকি ও সীতার সঙ্গে দেখা হয় ; হনুমান লব কুশের পরিচয় দেন এবং রাম এঁদের নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে এসে প্রকৃত সীতার সঙ্গে মিলে যজ্ঞ সুসম্পন্ন করেন। স্বর্ণময়ী সীতা

ছিল কিন্তু প্রয়োজন হয় নি। যজ্ঞের পর রামের রাজত্বের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকলে হিংসায় কৈকেয়ী সীতাকে দিয়ে রাবণের প্রতিকৃতি আঁকান এবং রামকে সেই ছবি দেখান। রাম তখন সীতাকে মৃত্যু দণ্ড দেন। লক্ষ্মণ সীতাকে বধ করবার জন্য মাটিতে বসতে বলেন সীতা সেই সময় পাতালে প্রবেশ করেন। উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতে প্রচলিত তিনটি রামায়ণে মোটামুটি ⅓ অংশ সব সময়ই পরস্পর থেকে আলাদা। স্থানীয় ভাষার কাহিনীতে পার্থক্য আরো বেশি। সংস্কৃতে বোম্বে সংস্করণ, বাংলা সংস্করণ ও কাশ্মীর সংস্করণ মোট তিনটি মূল ভাগ। এ ছাড়া যোগ-বাশিষ্ঠ ইত্যাদি বহু রামায়ণ আছে। বাল্মীকি রামায়ণে প্রথম ও সপ্তম কাণ্ডে রামকে অবতার বলা হয়েছে। •

ভারতের বাইরে বহু স্থানে রামায়ণ রয়েছে, উপকাহিনীর বৈচিত্র্য ও সেখানে দেখা যায়। ভারতের বাইরে যেখানে ভারতীয় কৃষ্টি এক দিন ছড়িয়ে গিয়েছিল সেই সব দেশে জীবন যাত্রার সঙ্গে রামায়ণ কাহিনী নানাভাবে মিশে রয়েছে।

রামায়ণ অদ্ভুত—এই গ্রন্থে সীতা সহস্র স্কন্ধ রাবণ বধ করেছেন।

রামায়ণ যোগ বাশিষ্ঠ—দ্রঃ যোগ বাশিষ্ঠ রামায়ণ।

রামেশ্বর—দক্ষিণ ভারতে। একটি পিতৃতীর্থ। লঙ্কায় যাবার পথে রামচন্দ্র এখানে সেতু নির্মাণ করিয়েছিলেন। এটি শৈব শাক্ত ও বৈষ্ণবতীর্থ। সমুদ্র তীরে ২০ বিঘা জমির ওপর অবস্থিত মন্দির। পূর্বদিকে গোপুরম ১০ তলা; পশ্চিম দিকে গোপুরম ৭ তলা। মন্দিরের সামনে স্বর্ণ মণ্ডিত একটি স্তম্ভ রয়েছে। বানর, নল, নীল ইত্যাদি স্থাপতিরা এই মন্দির নির্মাণ করে দেন; হনুমান কৈলাস থেকে শিবলিঙ্গ নিয়ে আসিতে যান। কিন্তু শুভক্ষণ অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে দেখে রাম ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং রামের দেহ থেকে একটি জ্যোতি বার হয়ে শিব লিঙ্গে পরিণত হয় এবং এটিকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর পর হনুমান ফিরে আসেন। রাম ঠিক করেন কৈলাস আগত শিব লিঙ্গ-টিকে প্রতিষ্ঠা করবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গকে তোলা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে দ্বিতীয় মন্দিরটি তৈরি করতে হয়।

রায়ান—যশোদার ভাই।

রাহু—দানব বিপ্রচিত্তির ঔরসে সিংহিকার ছেলে। অন্য মতে কশ্যপ সিংহিকার ছেলে। চোদ্দটি সন্তানের এক জন। রাহুর ছেলে মেঘহাস, মেয়ে প্রভা। রাহুর মাথাতে অর্দ্ধচন্দ্র। সমুদ্র মন্থনের পর বিষ্ণু মোহিনী বেশে দেবতাদের যখন সুধা পরিবেশন করছিলেন সেই সময়ে ছদ্মবেশে রাহু দেবতাদের সঙ্গে বসে অমৃত গ্রহণ করেন। কিন্তু চন্দ্রসূর্য এঁকে চিনতে পেরে ধরিয়ে দেন এবং অমৃত গিলে ফেলার আগেই বিষ্ণু সুদর্শন চক্রে এঁর মাথা কেটে ফেলেন। অমৃত গ্রহণের জন্য মাথা রাহু ও দেহ কেতু নামে বেঁচে থাকে। এই থেকে চন্দ্র সূর্যের সঙ্গে রাহুর চির শত্রুতা; সুযোগ পেলেই এদের গ্রাস করতে চেষ্টা করেন ফলে গ্রহণ হয়। আর এক মতে এঁরা সৎ ভাই।

নবগ্রহের এক জন; নৈর্ঋত কোণের দিকপাল ও অশুভের অধিপতি। এঁর রথ ধূম্রবর্ণ; আটটি কালো ঘোড়া বাহিত; এই ঘোড়াগুলি এক বার মাত্র রথে যুক্ত হয়ে এঁর রথ একটানা টেনে চলেছে। অবশ্য মঙ্গল বুধ ইত্যাদি গ্রহের তুলনায় রাহু

কল্পনা মাত্র। রবি মার্গের সঙ্গে চন্দ্র মার্গের ছেদ-বিন্দু দুটিকে অর্থাৎ আরোহণ বিন্দু রাহু ও অবরোহণ বিন্দু কেতু নামে পরিচিত। ভারতের বাইরে চম্পা, কম্বোডিয়া ইত্যাদিতেও রাহু ও কেতুর মূর্তি যুক্ত বহু নবগ্রহ পট পাওয়া গেছে।

রাহূগণ—ঋক্ বেদের সময়ে এক জন ঋষি; ছেলে গোতম।

রিপু—শিষ্টির (দ্রঃ) ছেলে। রিপুর ভাই রিপুঞ্জয় ইত্যাদি; স্ত্রী বৃহতী; ছেলে চাক্ষুষ।

রিপুঞ্জয়—এক জন ব্রাহ্মণ। কাশীরাজ দিবোদাস রূপে জন্মান। কাশীতে তখন আগুন ছিল না। ইনি নিজে আগুন হিসাবে কাজ করতেন। (২) দ্রঃ রিপু।

রুক্মাবতী—রুক্মীর (দ্রঃ) মেয়ে। প্রদ্যুম্নের স্ত্রী; অনিরুদ্ধের মা। অন্য মতে রুক্মীর মেয়ে কুমুদ্বতী প্রদ্যুম্নের স্ত্রী এবং রুক্মাবতী রুক্মীর নাতনি; অনিরুদ্ধের স্ত্রী। রোচনা (দ্রঃ)।

রুক্মরথ—শল্যের ছেলে। পিতা ও ভাইদের সঙ্গে মিলে দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে যোগ দিয়েছিলেন। (২) দ্রোণাচার্যের আর এক নাম; কারণ সোনার রথে চড়ে বেড়াতেন।

রুক্মিণী—বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের মেয়ে, ৬ষ্ঠ সন্তান। লক্ষ্মীর অবতার। কৃষ্ণের স্ত্রী। ভাই রুক্মী। রুক্মিণী ও কৃষ্ণ পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন এবং কৃষ্ণকে পতিত্বে বরণ করেন। পরিবারে সকলে সমর্থন করেন। কিন্তু রুক্মী কংস বধের জন্য ক্রুদ্ধ ছিলেন; কৃষ্ণকে সহ্য করতে পারতেন না: ফলে বিয়েতে মত দেন নি। এ দিকে জরাসন্ধ শিশুপালকে লালন পালন করেছিলেন; জরাসন্ধ শিশুপালের সঙ্গে রুক্মিণীর বিয়ে দিতে চান; রুক্মিণীর পিতাও এই বিয়েতে রাজি হন। বিয়ের দিন স্থির হয়। রুক্মিণী এক ব্রাহ্মণকে দিয়ে গোপনে কৃষ্ণের কাছে সংবাদ পাঠান। কৃষ্ণ বলরামকে সঙ্গে নিয়ে সসৈন্যে এসে কন্যা দানের সময় রুক্মিণীকে রথে তুলে নিয়ে কুণ্ডিনপুরী থেকে দ্বারকায় পালিয়ে যান। বলরামের সঙ্গে জরাসন্ধ, শিশুপাল ও রুক্মী যুদ্ধ করেন এবং হেরে যান। দ্বারকাতে এঁদের বিয়ে হয়। রুক্মিণী কৃষ্ণের প্রধান স্ত্রী; দশটি ছেলে:-প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ, চারুদেহ, সুচারু, চারুগুপ্ত, চারুচন্দ্র, ভদ্রচারু, চারু ও চারুভদ্র। এবং একটি মেয়ে চারুমতি; কৃতবর্মার স্ত্রী। দশটি ছেলে হিসাবে অন্য নামও পাওয়া যায় যেমন:-অতিচারু, মহাভারতে চারুযশ, চারুবেশ ও চারুশ্রবা ইত্যাদি। ইন্দ্রের নির্দেশে বিশ্বকর্মা যে প্রাসাদ করে দিয়েছিলেন সেই প্রাসাদ সবচেয়ে উঁচু তলাতে রুক্মিণী থাকতেন। যদুবংশ ধ্বংসের পর অর্জুন দ্বারকাতে এসে মুহ্যমান হয়ে পড়লে রুক্মিণী অর্জুনকে সান্ত্বনা দেন; এবং কৃষ্ণের জ্বলন্ত চিতাতে আত্মবিসর্জন করেছিলেন। দ্রঃ কৃষ্ণ, দুর্বাসা। শিশুপাল রুক্মিণীকে মৎপূর্বাও বলেছেন (মহা ২।৪২।১৮)।

রুক্মী—রুক্মিণীর ভাই। বিদর্ভ দেশে রাজত্ব করতেন। অসুর ক্রোধবশের অংশে জন্ম। পিতা ভীষ্মকের অপর নাম হিরণ্যরোমা। নর্মদা তীরে কৃষ্ণের কাছে হেরে গিয়ে অপমানে বিদর্ভে আর ফেরেন নি; নর্মদার কাছে ভোজকট সহরে রাজত্ব করতেন। রুক্মিণী হরণের সময়েও হেরে যান এবং কৈলাসে গিয়ে শিবের তপস্যা করে শত্রু নিধনের জন্য একটি ধনুক পান। এই ধনুক বিষ্ণুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে শিবের নিষেধ ছিল। সহদেব দিগ্বিজয়ে এলে সহদেবকে বিজয়ী বলে স্বীকার করে নেন। কর্ণ দিগ্বিজয়ে এলেও কর্ণকে অনুরূপভাবে স্বীকার করে নেন। কৃষ্ণদেবী

হলেও প্রদ্যুম্নের সঙ্গে নিজের মেয়ে রুক্মাবতীর (দ্রঃ) এবং প্রদ্যুম্নের ছেলে অনিরুদ্ধের সঙ্গে নাতনির বিয়ে দেন। দ্রুম নামে এক কিন্নরের কাছে ধনুর্বিদ্যা শেখেন। দ্রুম একে বিজয় নামে গাণ্ডীবের সমান একটি ধনুক দেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবরা এঁকে ডেকে পাঠালে অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে আসেন; কিন্তু তবু পাণ্ডবরা এঁকে ফিরিয়ে দেন। তখন কৌরব পক্ষে যোগ দিতে যান এবং দুর্যোধনও ফিরিয়ে দেন। সকলের কাছে পরিত্যক্ত হয়ে প্রাসাদে বাস করতে থাকেন। এই সময়ে কলিঙ্গ রাজের প্ররোচনায় বলরামকে পাশা খেলায় ডাকেন। কুশলী খেলোয়াড় না হলেও বলরাম খেলতে বাধ্য হন। কিন্তু বলরামকে ঠকাতে চেষ্টা করলে পাশার ছক দিয়ে অন্য মতে হল দিয়ে আঘাত করে বলরাম একে নিহত করেন।

রুচি—(১) এক জন প্রজাপতি। গৃহহীন, আশ্রয়হীন হয়ে পৃথিবী পর্যটন করছিলেন এমন সময় পিতৃগণের সঙ্গে দেখা হয় এবং এঁকে নানা ভাবে বুঝিয়ে বিয়ে করতে বলেন। রুচি তার পর মেয়ে খুঁজতে থাকেন। এক দিন পিতৃগণের স্তব করলে তাঁরা এক স্থানে উপস্থিত হয়ে বলে দেন সামনে নদী থেকে একটি মেয়ে উঠবে। অপ্সরা প্রম্লোচা এর পর নদী থেকে বার হয়ে রুচিকে জানান বরুণের ছেলে পুষ্করের ঔরসে তাঁর একটি মেয়ে হয়েছে; নাম মালিনী, রুচি মালিনীকে বিয়ে করুক। এই বিয়ে হয় এবং রুচির ছেলে হন রৌচ্য। দ্র. রৌচ্য সাবর্ণি। স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা আকূতিকেও (দ্রঃ) বিয়ে করেন; ছেলে হয় যজ্ঞ মেয়ে হয় দক্ষিণা। [illegible] যজ্ঞ ও মায়ের আশ্রমে দক্ষিণা পালিত হন। পরে যজ্ঞ দক্ষিণাকে বিয়ে করেন। (৩) সূর্যের স্ত্রী। (৪) নহুষের মেয়ে। (৫) বিশ্বামিত্রের [illegible]। (৬) এক জন অপ্সরা, কুবেরের ভবনে অষ্টাবক্রের সামনে নেচেছিলেন। [illegible]।

রুচিপর্বা—রাজা আকৃতীর ছেলে (মহা ৭।২৫।৪১)। ভগদত্তের [illegible] দিয়ে কুরুক্ষেত্রে ভীমকে রক্ষা করতে যান এবং ভগদত্তের হাতে নিহত হন।

রুদ্র—ঋগ্বেদে আদি রুদ্র। [illegible] মরুৎদের পিতা। [illegible] বিশ্বের কর্তা। [illegible] বৈদিক দেব সমাজে ইনি আদিত্য [illegible]। [illegible] বলা হয়েছে [illegible] রুদ্রের মা। রুদ্রের বর্ণনায় আছে যুবা পুরুষ, [illegible] হাত আছে, [illegible] সুন্দর, উজ্জ্বল সূর্যের মত দীপ্তি, পিঙ্গল [illegible], [illegible] এবং নানা অলঙ্কারে ভূষিত। [illegible] বিচরণ করেন। হাতে বজ্র ও ধনুর্বাণ। [illegible], পুরুষ, গাভী, অশ্ব, ভেড়া ইত্যাদি নানা প্রাচুর্য দান করেন। ভেষজ দান করেন, [illegible] নীরোগ করেন এবং পাপ থেকে মুক্তি দেন। অতি উগ্র ও [illegible] এবং [illegible] ধ্বংসকারী এই রুদ্র। তাকে বৃষভ ও দ্যুলোকের [illegible] লোহিত [illegible] ও বলা হয়েছে। যজুর্বেদে ইনি মুক্তিদাতা ও দেবভিষক। এঁর কণ্ঠ নীল, দেহ [illegible], সহস্রাক্ষ, এবং এক [illegible] বহন করেন। অথর্ববেদে ইনি গৃহপালিত পশুর রক্ষাকর্তা কিন্তু রুক্ষ স্বভাব। ইনি এখানে ভীষণ ধ্বংসের দেবতা। ঋগ্বেদে অগ্নি হচ্ছেন রুদ্র; তিনি বদান্য, সহজে তুষ্ট ও কল্যাণপ্রদ। তিনি আবার অনিষ্টকারী! ক্রুদ্ধ হয়ে লোকদের হিংসা করেন এবং বজ্রে মানুষ ও পশু বধ করেন এবং রোগ নিয়ে আসেন। ঋগ্বেদে ইনি সঙ্গীত ও যজ্ঞের দেবতা। রুদ্র প্রসন্ন হলে বিপদ থেকে বাঁচান, রোগ দূর করেন; তিনি

শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। রুদ্র একাধারে রুদ্র (=ভীষণ) ও শিব (=মঙ্গলময়)। শিব এখানে বিশেষণ। পুরাণে এই 'বিশেষণটি' ত্রিমূর্তির অন্যতম দেবতা শিব হয়ে দাঁড়িয়েছেন। উপনিষদে রুদ্রের বিশদ বিবরণ রয়েছে। এখানে রুদ্র বলছেন তিনি সব প্রথম এসেছেন এবং তাঁর পূর্বে বা উপরে কেউ নেই। তিনি চিরন্তন এবং চিরন্তন নন। তিনি ব্রহ্মা ও ব্রহ্মা নন। পৃথিবীর ইনি শাসক এবং সমস্ত জীব এঁর কথায় চালিত হয়। প্রলয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস করেন। এঁর আদি মধ্য ও অন্ত নাই। ইনি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও ইন্দ্র। পৃশ্নির গর্ভজাত মরুৎগণ তাঁর পুত্র ও পরিজন।

গণ দেবতা বিশেষ। সংখ্যায় ১১-জন :-অহির্বুধ্ন বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী, অজৈকপাদ ও সুরেশ্বর। মহাভারতে (১।৬০।১) এঁরা স্থাণুর ছেলে নাম মৃগব্যাধ, শর্ব, নিঋ্‌তি, অজৈকপাৎ, অহির্বুধ্ন, পিনাকী দহন, ঈশ্বর, কপালী, স্থাণু ও ভব। অগ্নিপুরাণে রুদ্রের সংখ্যা ১০০। একটি মতে এঁরা কশ্যপ সুরভি সন্তান।' বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়, যেমন :-অজ, অপরাজিত, ঈশান, উগ্র, একপাদ, কপর্দী, ত্বষ্টা, ত্রিভুবন, ত্র্যম্বক, দহন, ধন্ব, পশুপতি, বিশ্বরূপ, বৃষাকপি, বৈবস্বত, ভর্গ, ভীম, মহাদেব, রুদ্র, শম্ভু, সর্ব, ইত্যাদি। দ্রঃ বিশ্বকর্মা। একটি মতে ব্রহ্মার পুত্র স্থাণুদেবের ছেলে। আর এক মতে ব্রহ্মা প্রজাপতিদের সৃষ্টির আগে সনকাদি সনৎকুমারদের সৃষ্টি করেন। এঁরা পার্থিব নানা সুখে মত্ত হয়ে থাকেন; প্রজাসৃষ্টির কোন চেষ্টা করেন না। ব্রহ্মা তখন ক্রুদ্ধ হয়ে ত্রিভুবন নষ্ট করতে চান। এই ক্রোধ থেকে রুদ্রের জন্ম। এই রুদ্রের অর্দ্ধেক অংশ স্ত্রী। ব্রহ্মা তখন এঁকে স্ত্রী ও পুরুষ হিসাবে ভাগ হয়ে যেতে বলে অন্তর্হিত হয়ে যান। রুদ্র সেই মত ভাগ হয়ে যান এবং পুরুষ ও স্ত্রী দেহ দুইটি প্রত্যেকটি ১১টি দেহে ভাগ হয়ে গিয়ে ...দশ রুদ্র ... রুদ্রাণীতে পরিণত হন। আর এক মতে ব্রহ্মার ক্রোধ থেকে রুদ্র, ক্রোড় থেকে নারদ, দ-বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ থেকে দক্ষ, বাম বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ থেকে বীরণী নামে একটি কন্যা এবং মন থেকে সনক ইত্যাদি জন্মান। আর এক মতে কল্পের প্রারম্ভে ব্রহ্মা ধ্যান করছিলেন যাতে তাঁর নিজের মত একটি সন্তান হয়। ধ্যান করতে করতে তাঁর কোলে নীল বর্ণ একটি ছেলে দেখা দেয়। ছেলেটি কাঁদতে থাকে ও ইতস্তত ছোটাছুটি করতে থাকে। কাঁদছিল বলে ব্রহ্মা নাম দেন রুদ্র। বিষ্ণুপুরাণে আছে ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করছিলেন তখন তাঁর শরীর থেকে রোদন করতে করতে একটি ছেলে হয়। এই ছেলে ব্রহ্মার কাছে নিজের নাম জানতে চাইলে ব্রহ্মা নাম দেন রুদ্র। ছেলেটি আবার কেঁদে সাতবার চোখের জল ফেলে, ফলে সাতটি নাম পান :-ভব, সর্ব, ঈশান, পশুপতি, ভীম, উগ্র, কপালী, মহাদেব, যা রুদ্র বা শিব। পদ্মপুরাণে আছে ব্রহ্মা অত্যন্ত রেগে গেলে তাঁর ভ্রূমধ্য থেকে রুদ্রের আবির্ভাব। জন্মেই ইনি কাঁদতে থাকেন; বলেন তাঁর নাম, স্থান এবং স্ত্রী পুত্রকে জানতে পারলে তবে তিনি থামবেন। ব্রহ্মা বলেন জন্মেই কাঁদছিলেন বলে নাম হবে রুদ্র। অন্য নাম হবে শতধন্বা, উগ্ররেতা, কাল, বামদেব, ভব, ধৃতব্রত, মনু, মন্যু, মহান, মহিনস, ও শিব। সমস্ত ইন্দ্রিয়, অন্তহৃদ, ব্যোম, বায়ু, অগ্নি, জল, মহী, তপস্যা, চন্দ্র, সূর্য এই সব স্থানে বাস করবেন। ধৃতি, ধী, অসিলোমা, নিযুৎ, সর্পি, বিলম্বিকা, ইরাবতী, স্বধা দীক্ষা এঁরা তাঁর স্ত্রী। দীপা, রোহিণী, উশনা, উমা, নিযুতা, ইলা, অম্বিকা, সুধা,

সুবর্চলা, উষা, বিকেশী, শিবা, স্বাহা, ইত্যাদি নামও পাওয়া যায়। এঁদের সন্তান শনি, শুক্র, লোহিতাঙ্গ, মনোজব, স্কন্দ, সর্গ, সন্তান, বুদ্ধ ইত্যাদি। ব্রহ্মা নির্দেশ দিয়ে ছিলেন স্ত্রীদের গর্ভে প্রজা সৃষ্টি করে জগৎ পূর্ণ করতে।

রুদ্র এর পর ভূত, প্রেত ও ভৈরবদের সৃষ্টি করতে থাকেন। জগৎ ধ্বংস-কারীদের সৃষ্টি হচ্ছে দেখে ব্রহ্মা রুদ্রকে থামতে বলে বিষ্ণুর আরাধনা করতে বলেন।

পৌরাণিক শিব ও রুদ্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন। শিব যুবা নন ; অলঙ্কার হীন ; সর্প ও ভস্ম তাঁর ভূষণ। সতী ও পরে পার্বতী তাঁর স্ত্রী।

রুদ্রদাম—রুদ্রদামন। ১৩০ খৃ। বিখ্যাত কর্দম রাজ। চষ্টনের নাতি, জয়দামনের ছেলে। ১৩০-১৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি মহাক্ষত্রপ হন। নাসিক ও পুণা ব্যতীত লুপ্ত ক্ষহরাত রাজ্যের সবটাই উদ্ধার করেন। শতকর্ণিরাজ গৌতমীপুত্রের সাম্রাজ্যের বহু অংশ দখল করেন। পূর্ব মালব, অনর্ত (দ্বারকার চার পাশ), মরু (মারোয়াড) কচ্ছ প্রভৃতিও জয় করেন। এর রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী, এবং বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন।

রুদ্রসাবর্ণি—বা সাবর্ণ। ১২-শ মনু। রুদ্রের ছেলে। ইন্দ্র ঋতুধামন। ৫-ভাগ দেবতা :-হরিত, রোহিত, সুমনস, সুকর্মণস ও সুপারস : প্রতি ভাগে ১০ জন দেবতা সপ্তর্ষি :-তপস্বী, সুতপস, তপোমূর্তি, তপোরতি, তপোধৃতি, তপোদ্যুতি, তপোধন। ছেলে দেববান, উপদেব, দেবশ্রেষ্ঠ ইত্যাদি।

রুদ্রাক্ষ—এলাকো কার্পাস বীজ। জপের মালার জন্য ব্যবহার। ত্রিপুর দৈত্য দেব হারিয়ে দিলে দেবতারা শিবের শরণাপন্ন হন। শিব দীর্ঘদিন চোখ মেলে চপ করে বসে থাকেন : তার পর চোখ থেকে যে জল পড়ে সেই জলে এই গাছ জন্মায়। রুদ্রের সূর্য-চক্ষু থেকে ১২ প্রকার, লাল রঙ, চন্দ্র-চক্ষু থেকে ১৬-প্রকার, সাদা রঙ এবং অগ্নি চক্ষু থেকে ১০-প্রকার কালো রঙ রুদ্রাক্ষ গাছ উৎপন্ন হয়। সিদ্ধ করা রুদ্রাক্ষ ব্রাহ্মণ, লাল ক্ষত্রিয়, সাদা বৈশ্য এবং কালো শূদ্র। একমুখী রুদ্রাক্ষ শিবমূর্তি, ধারণ করলে ব্রহ্ম হত্যার পাপ থেকে মুক্তি আসে। দ্বিমুখী রুদ্রাক্ষ গৌরীশঙ্কর ; ধারণ করলে জ্ঞানত বা অজ্ঞানত কৃত সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি হয়। ত্রিমুখী-অগ্নিমূর্তি, স্ত্রী হত্যা পাপ থেকে মুক্তি দেয়। চতুর্মুখী ব্রহ্মা-মূর্তি নরহত্যা থেকে মুক্তি দেয়। পঞ্চ-মুখী কালাগ্নিমূর্তি ; অভোজ্য ভোজন ও অগম্যাগমন থেকে মুক্তি। ষন্মুখী কার্তিক মূর্তি, ব্রহ্মহত্যা ইত্যাদি থেকে, সপ্তমুখী কামদেব মূর্তি, স্বর্ণচবি ইত্যাদি থেকে। অষ্টমুখী বিনায়ক মূর্তি ; নবমুখী-ভৈরবমূর্তি ; দশমুখী জনার্দন মূর্তি ; এগারমুখী-একাদশ রুদ্রমূর্তি ইত্যাদি। দ্রঃ গুণনিধি।

রুমণ্বান্—রেণুকার (দ্রঃ) বড় ছেলে (মহা ৩।১১৬।১০)। জমদগ্নির আদেশ পালন না করার জন্য শাপে পশুপক্ষী মত জড়বুদ্ধি হয়ে যান।

রুমা—বানর পনসের কন্যা। সুগ্রীবের স্ত্রী। সুগ্রীবকে তাড়িয়ে দেবার পর বালী এঁকে জোর করে বিয়ে করেন। বালী বধের পর এঁদের আবার মিলন হয়।

রুরু—(১) ভৃগু(১)-চ্যবন(২)-প্রমতি(৩)-রুরু(৪)। এই রুরু ঘৃতাচী, অন্য মতে প্রতাপী অপ্সরার গর্ভে জন্মান। স্ত্রী প্রমদ্বরা। বিয়ের পর রুরু সমস্ত সাপ মারতে থাকেন। এক দিন এক ডুণ্ডুভ (দ্রঃ) সাপ মারতে গেলে সাপটি বাধা দিয়ে বোঝায় সে নির্বিষ ;

নির্বিষ সাপ মেরে কোন লাভ হবে না। খগমের (দ্রঃ) শাপের কথাও জানান ফলে রুরু সর্প বধে ক্ষান্ত হন। জনমেজয়ের সর্প যজ্ঞেও ছিলেন। (২) ব্রহ্মার বরে শক্তি-শালী এক অসুর। দেবতারা হেরে পালিয়ে যান।

রুষাভানু—হিরণ্যাক্ষের স্ত্রী।

রুহা—সুরসার মেয়ে :-অনলা, বীরুধা ও রুহা।

রূপিন্—অজমীঢ় ও কেশিনীর ছেলে জহ্নু, ব্রজ ও রূপিন্ (মহা ১।৮৯।২৮)।

রেণু—(১) বিশ্বামিত্রের ছেলে। অধ্যাপক পুরোহিত। ঋক্‌বেদে একটি সূক্তের প্রবক্তা। (২) ইক্ষ্বাকু বংশে এক রাজা, অপর নাম প্রসেনজিৎ ইত্যাদি। এঁর মেয়ে রেণুকা, জমদগ্নির স্ত্রী।

রেণুকা—বিদর্ভরাজ প্রসেনজিতের মেয়ে। জমদগ্নির (দ্রঃ) স্ত্রী। রেণুকার পাঁচটি ছেলে রুমণ্বান্, সুষেণ/সুষেণ, বসু, বিশ্বাবসু ও পরশুরাম (দ্রঃ)। জমদগ্নি এক বার শর ক্রীড়া করছিলেন। অগ্নি মতে সূর্যের ভীষণ তাপে ক্রুদ্ধ হয়ে সূর্যকে লক্ষ্য করে বাণ সন্ধান করছিলেন এবং রেণুকা শরগুলি কুড়িয়ে এনে দিচ্ছিলেন। সূর্য আকাশে স্থির না হলে লক্ষ্যবিদ্ধ করতে পারছিলেন না। একটানা এই ভাবে চলতে থাকে। সূর্য উপায় স্থির না দেখে রেণুকার মাথা ও পা তাপে উত্তপ্ত করে দেন। ফলে রেণুকা ক্লান্ত হয়ে বট গাছের নীচে পড়ে যান এবং একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার বাণ এনে দেন। জমদগ্নি দেরি হবার কারণ জানতে পেরে সূর্যের উপর আরো ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। এই সময় ব্রাহ্মণ বেশে সূর্য এসে জমদগ্নিকে উপদেশ দেন সূর্যকে বাণ বিদ্ধ করা অসম্ভব। [illegible] মধ্য দিনে সূর্য যখন কয়েক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে দাঁড়াবেন তখন তিনি বাণ বিদ্ধ করতে পারবেন। সূর্য তখন নিজের পরাজয় স্বীকার করেন এবং [illegible] ছাতা ও পাদুকা জমদগ্নিকে উপহার দেন। এই থেকে ছাতা পাদুকার চলন। জমদগ্নির মৃত্যুর পর রেণুকা সহমরণে যান। দ্রঃ রেণু।

রেবক—[illegible] দেবগণের এক জন। অসুররা এক বার এঁকে জলে ফেলে দিয়েছিলেন। [illegible] এই শাপ।

রেবত—শর্যাতি > আনর্ত > রেবত। রেবতের ছেলে ককুদ্মী ও রৈবত ইত্যাদি। রেবত কুশস্থলী দ্বীপে প্রথম রাজধানী স্থাপন করেন। দ্রঃ রেবতী।

রেবতী—রেবত রাজার এক শত ছেলের পর এই মেয়ে। পরম সুন্দরী। উপযুক্ত পাত্র না পেয়ে রেবত ব্রহ্মার কাছে গিয়ে পরামর্শ চান; রেবতীও সঙ্গে যান। ব্রহ্মা দ্বারকাতে গিয়ে বলরামের সঙ্গে বিয়ে দিতে বলেন। কিন্তু সেখানে নাচগান হচ্ছিল; মুগ্ধ হয়ে শুনতে শুনতে নিজের অজ্ঞাতে লক্ষ বছর ব্রহ্মলোকে কাটিয়ে ফিরে এসে রেবত দেখেন পৃথিবীতে মানুষেরা আরো বেঁটে, ক্ষীণ ও বুদ্ধি-হীন হয়ে পড়েছে। বলরামের সঙ্গে বিয়ে দেন। রেবতী অত্যন্ত দীর্ঘাঙ্গী ছিলেন বলে বলরাম হল দিয়ে স্ত্রীকে কেটে একটু ছোট করে নেন। রেবতীর ছেলে নিশঠ ও উল্মুক। বলরাম মারা গেলে রেবতী সহমৃতা হন। (২) একটি নক্ষত্র। (৩) রৈবত (দ্রঃ) মনুর মা।

রেবন্ত—সূর্যের ঔরসে অশ্বরূপী সংজ্ঞার গর্ভে চর্মবর্ম, খড়্গ, শর, তূণীর ইত্যাদি ধারী অশ্বারূঢ় রেবন্ত জন্মান। ইনি গুহ্যকদের অধিপতি। কালিকা পুরাণ মতে তোরণ

প্রান্তে প্রতিমা বা ঘটে সূর্য পূজার মত রাজাদের রেবন্ত পূজা করা উচিত। অশ্বিনী-কুমার দুজন রেবন্তের সহোদর ভাই। দ্রঃ রমা।

রৈবত—(১) রেবতের ছেলে; আনর্তের নাতি। (২) পঞ্চম মনু, রৈবত মন্বন্তরে রাজত্ব। এঁর মায়ের নাম রেবতী। রেবতী নক্ষত্রে মুনি ঋতবাকের একটি ছেলে হয়। ছেলেটি দুষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। গর্গ মুনি জানান রেবতী নক্ষত্রে জন্ম হয়েছে বলে এই হচ্ছে। ঋতবাক তখন নক্ষত্রকে অভিশাপ দেন ও পদাঘাতে স্থানচ্যুত করেন। নক্ষত্রটি যেখানে পড়ে সেখানে একটি হ্রদ হয়ে যায়। কিছু দিন পরে এই জল থেকে সুন্দরী একটি মেয়ের জন্ম হয়। প্রমুচ মুনি এঁকে পালন করেন এবং নাম দেন রেবতী। মেয়েটির বয়স হলে বিক্রমশীল রাজার ছেলে দুর্গমের সঙ্গে বিয়ে হয়। কন্যার অনুরোধে রেবতী নক্ষত্র যুক্ত দিনে এই বিয়ে হয়। বিয়ের সময় প্রমুচ মুনি আশীর্বাদ করে বর দেন ছেলে হবে এবং এই ছেলে রৈবত মনু হবে। (৩) পঞ্চম মনু; প্রিয়ব্রতের ছেলে; তামসের ছোট ভাই। কালিন্দী নদীর তীরে তপস্যা করেছিলেন। ইন্দ্র বিভু; দেবতা ৪-ভাগ:-অমিতাভ, ভূতরয়স, বৈকুণ্ঠ ও সুমেধস্; প্রতিভাগে ১৪ জন দেবতা। সপ্তর্ষি:-হিরণ্যরোমা, বেদশ্রী/দেবশ্রী, ঊর্দ্ধবাহু, বেদবাহু, সুধামা/সুদামা, পর্জন্য ও মহামুনি। ছেলে বলবন্ধ, সম্ভাব্য, সত্যক ইত্যাদি।' (৪) এক রাজা। একবার দক্ষিণে মন্দার পাহাড়ে গন্ধর্বরা সামবেদ গান করছে শুনতে পান। মুগ্ধ হয়ে স্ত্রী, পুত্র, রাজ্য সব ছেড়ে দিয়ে বনে চলে আসেন। নিরামিষাশী, পুণ্যশ্লোক রাজা। মহাদেবের কাছে একটি তরবারি পান এবং যবনাশ্বকে এটি দিয়ে দেন।

রৈবতক—(১) উত্তানপাদের ভাই প্রিয়ব্রতের ছেলে। (২) গুজরাটের জুনাগড়ের কাছে; বর্তমান নাম গিরনর; মহাভারতে নাম উজ্জয়ন্ত গিরি। যাদবরা এখানে এক বার বনভোজনে আসেন; সেই সুযোগে অর্জুন সুভদ্রাকে চুরি করেন।

রৈভ্য—একটি মতে অঙ্গিরসের ছেলে, এক জন ঋষি, ভরদ্বাজের (দ্রঃ) বন্ধু। ছেলে অর্বাবসু (দ্রঃ) ও পরাবসু দ্রঃ)। ভরদ্বাজের ছেলে যবক্রীত পরাবসুর (দ্রঃ) স্ত্রীকে পাবার চেষ্টা করলে রৈভ্যের সৃষ্ট রাক্ষসের হাতে নিহত হন। ভরদ্বাজ তখন রৈভ্যকে শাপ দেন বড় ছেলের হাতে মৃত্যু হবে (দ্রঃ পরাবসু)। এক দিন রৈভ্য অরণ্যপথে আশ্রমে আসছিলেন এমন সময় মৃগ ভ্রমে ছেলে পরাবসুর হাতে নিহত হন। ইন্দ্র পরে বাঁচিয়ে দেন। উপরিচর বসুর যজ্ঞে রৈভ্য একবার সহকারী হিসাবে কাজ করেছিলেন। শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের সঙ্গে রৈভ্য দেখা করে যান। যুধিষ্ঠিরের সভাতে স্বনামখ্যাত একজন সভাসদ ঋষি। (২) শকুন্তলার স্বামী দুষ্মন্তের পিতা। এই রৈভ্যের মা সুমতি। (৩) ব্রহ্মার এক ছেলে। এক বার বিষ্ণু ও অঙ্গিরস বৃহস্পতির কাছে গিয়ে নানা প্রশ্ন করেন। বৃহস্পতি বলেন একমাত্র জ্ঞানের দ্বারা স্বর্গ লাভ করা যায়। রৈভ্য তৎক্ষণাৎ গয়াতে এসে তপস্যা করতে থাকেন এবং এখানে সনৎকুমার-দের সঙ্গে দেখা হয়। উর্বশী রৈভ্যের তপস্যাতে বাধা দিতে চেষ্টা করেন কিন্তু সফল হন না। বরং রৈভ্য শাপ দিলে উর্বশী কুরূপা হয়ে পড়েন। উর্বশী তখন অনুনয় বিনয় করলে রৈভ্য যোগিনীকুণ্ডে স্নান করতে বলেন; তাহলে নিজের রূপ ফিরে পাবে।

রোচনা—(১) বিদর্ভরাজ রুক্মীর নাতনী; কৃষ্ণের নাতি অনিরুদ্ধের স্ত্রী। (২) রাজা

ইত্যাদি ১০জন ধনুর্ধর ছেলে হয়। (২) কাত্যায়ন মুনির শিষ্য। মহিষাসুর এক বার সুন্দরী নারী সেজে এঁর তপস্যা নষ্ট করতে এলে মুনির কাছে অভিশপ্ত হন নারীর কারণেই মৃত্যু হবে।

রৌরব—একটি নরক। কূটসাক্ষী ও মিথ্যাবাদীদের জন্য। উত্তপ্ত অঙ্গার আচ্ছন্ন ভূমিতে বিচরণ করে পাপীরা এখানে পায়ে পায়ে দগ্ধ হন।

ল

লক্ষ্মণ—(৩) দশরথের ছেলে। কৌশল্যা ও কৈকেয়ী নিজেদের ভাগ থেকে এক এক ভাগ মোট দু ভাগ চরু সুমিত্রাকে খেতে দিয়েছিলেন। ফলে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন দুটি যমজ ভাই হয়েছিল। লক্ষ্মণের জন্ম হয় কর্কট লগ্নে অশ্লেষা নক্ষত্রে। সার্পে জাতৌ তু সৌমিত্রী কুলীরে অভ্যুদিতে রবৌ (রামা ১।১৮।১৫)। সারা জীবন রামের অনুগত ছিলেন। লক্ষ্মণকে বিষ্ণুর অংশে জন্ম, আবার অনন্তের অবতার বলা হয়। বিশ্বামিত্র রামের (দ্র:) সঙ্গে লক্ষ্মণকে আশ্রমে নিয়ে যান। রামের বিয়ের সময় যুগপৎ লক্ষ্মণেরও বিয়ে হয়। লক্ষ্মণের স্ত্রী উর্মিলা, জনকের মেয়ে। দুই ছেলে অঙ্গদ (দ্র:) ও চন্দ্রকেতু (রামা ১।১০২।২)। রামের সঙ্গে স্বেচ্ছায় বনে যান। রামের ছায়ার মত সমস্ত জীবন কাটান। রামের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে শূর্পণখা লক্ষ্মণের কাছে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে আবার প্রত্যাখ্যাত হন। এর পর আদেশ করলে লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাক কান কেটে দেন। এর পর খর দূষণ ও ত্রিশিরার সঙ্গে দুই ভাই যুদ্ধ করেন। সীতাকে ফেলে রেখে লক্ষ্মণ বনের মধ্যে গিয়ে ঢুকলে সীতা হরণ সম্ভব হয়। এর পর সীতার অন্বেষণে, বালিবধের সময় এবং লঙ্কার যুদ্ধে লক্ষ্মণ রামের সঙ্গেই ছিলেন। লঙ্কায় বিভীষণের সাহায্যে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে গিয়ে নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎকে বধ করেন। শক্তিশেল মেরে রাবণ লক্ষ্মণের ওপর প্রতিশোধ নেন। বানর চিকিৎসক সুষেণ তখন বিশল্যকরণী, মৃতসঞ্জীবনী, অস্থি সঞ্চারিণী ইত্যাদি গাছ আনিয়ে পরদিন সূর্য ওঠার আগেই লক্ষ্মণকে সুস্থ করে তোলেন। অযোধ্যায় ফিরে এসে রাম তার পর রাজত্ব করছিলেন; সীতাকে যখন বনবাসে পাঠাবেন স্থির করেন তখন লক্ষ্মণকে দিয়ে সীতাকে বাল্মীকির তপোবনে রেখে আসেন। রামচন্দ্রের অশ্বমেধের ঘোড়া নিয়ে লক্ষ্মণ বার হয়েছিলেন এবং লবকুশ ঘোড়া ধরলে লক্ষ্মণ এঁদের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হন। রামের নির্দেশে লক্ষ্মণ পূর্ব সমুদ্রের দিকে গিয়ে বন বাসীদের পর্যুদস্ত করে কারুপথ দেশে (রামা ১।১০২।৫) অঙ্গদী নগরী স্থাপন করেন এবং এখানে অঙ্গদ রাজা হন তারপর পশ্চিম সাগরের তীরে বর্বরদের পরাজিত করে অন্য মতে মল্লভূমিতে (রামা ১।১০২।৯) চন্দ্রকান্তা নগরী স্থাপন করেন; এখানে চন্দ্রকেতু রাজা হন। জীবনের শেষ অঙ্কে কালপুরুষ আসেন রামের সঙ্গে গোপনে কথা বলতে। সর্ত থাকে এই কথাবার্তার সময় সেখানে যদি কেউ যায় তাকে বর্জন করতে হবে। লক্ষ্মণ দরজায় প্রহরী নিযুক্ত হন। ইতি মধ্যে দুর্বাসা আসেন এবং লক্ষ্মণকে তৎক্ষণাৎ রামের কাছে যেতে বাধ্য

করেন। এই কারণে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাম লক্ষ্মণকে বর্জন করতে বাধ্য হন। অভিমানে লক্ষ্মণ সরযূতে আত্ম-বিসর্জন করেন। (২) দুর্যোধনের ছেলে; ধনুর্বিৎ। কুরুক্ষেত্রে অভিমন্যুর হাতে এক বার পরাজিত হন এবং দ্রোণপর্বে অভিমন্যুর হাতে নিহত হন।

লক্ষ্মণা—(১) দুর্যোধনের মেয়ে। স্বয়ংবর সভা থেকে কৃষ্ণের ছেলে শাম্ব একে চুরি করতে গেলে পরাজিত ও বন্দী হন। বলরাম একে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে এলে দুর্যোধন সম্মত হন না। বলরাম তখন হলে করে সমস্ত হস্তিনাপুর গঙ্গায় ফেলে দেবেন বলে নিয়ে যেতে থাকেন। দুর্যোধন তখন শাম্বের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করে বলরামকে শান্ত করেন। (২) মদ্ররাজ বৃহৎসেনের মেয়ে; কৃষ্ণের প্রধান আটটি স্ত্রীর মধ্যে একজন। ছেলে প্রঘোষ, গাত্রবান, সিংহ, বল। (৩) একজন অপ্সরা।

লক্ষ্মী—ঋক্‌বেদে শ্রী ও ঐশ্বর্যের দেবী (দ্রঃ)। তৈত্তিরীয়তে শ্রী ও লক্ষ্মী আদিত্যের দুই স্ত্রী। শতপথে প্রজাপতি থেকে শ্রীর জন্ম। পরবর্তী কালে শ্রী ও লক্ষ্মী ঐশ্বর্যের দেবী। ইনি বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর স্ত্রী ও কামের মাতা; সীতা রূপে রামের স্ত্রী এবং রুক্মিণীরূপে কৃষ্ণের স্ত্রী; বিষ্ণু যখন আদিত্য হয়ে জন্মান লক্ষ্মী তখন পদ্মফুল। বিষ্ণু যখন পরশুরাম লক্ষ্মী তখন পৃথিবী। পুরাণ অনুসারে মহর্ষি ভৃগুর ঔরসে স্ত্রী খ্যাতির গর্ভে লক্ষ্মীর জন্ম; নারায়ণের স্ত্রী। আর এক মতে পরমাত্মার দেহের বাম পাশ থেকে জন্ম। জন্মের পর পরমাত্মার নির্দেশে লক্ষ্মী দু'ভাগ হয়ে যান; বাম অংশ রাধাতে পরিণত হয়। লক্ষ্মী অতুলনীয় সুন্দরী। একটি পারিজাত ফুলের মালা দুর্বাসা মুনি ইন্দ্রকে দেন। রম্ভার সঙ্গে ভোগে মত্ত ইন্দ্র মালাটি ঐরাবতের মাথায় পরিয়ে দিলে ঐরাবত মালা ছিঁড়ে ফেলে দেয়। ফলে দুর্বাসা ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দেন ইন্দ্রপুরী লক্ষ্মীহীন হবে। এই কারণে নারায়ণের অনুমতি নিয়ে লক্ষ্মী স্বর্গ থেকে চলে যান এবং সমুদ্র কন্যা হয়ে জন্মান। এর পর সমুদ্র মন্থনের (দ্রঃ) ব্যবস্থা করা হয় এবং এই সময়ে পদ্ম হস্তে লক্ষ্মী সমুদ্র থেকে উঠে আসেন। লক্ষ্মীর এটি দ্বিতীয় জন্ম। লক্ষ্মীকে পাবার জন্য সুরাসুরের মধ্যে বিবাদ দেখা দিলে বিষ্ণু মায়া বিস্তার করে লক্ষ্মীকে নিজে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। ইন্দ্রের স্বর্গও লক্ষ্মীমন্ত হয়ে ওঠে। লক্ষ্মী একবার তুলসী (দ্রঃ) হয়ে জন্মান; এক বার ঘোটকী (দ্রঃ রমা) হয়ে জন্মান। বেদবতী ও সীতাও এই লক্ষ্মী। বিষ্ণুকে এক বার লক্ষ্মী শাপ দিয়েছিলেন বিষ্ণুর মাথা খসে যাবে (দ্রঃ চিত্তল, হয়গ্রীব)। লক্ষ্মীর একটি রূপ পার্থিবলক্ষ্মী, অত্যন্ত চঞ্চলা; যে কোন মানুষকে যে কোন মুহূর্তে ধনী বা দরিদ্র করে দিয়ে থাকেন। এবং নিষ্ঠুর, লম্পট, নীতিহীন ব্যক্তিদের অঙ্কাশ্রয়ী। (২) দক্ষের এক মেয়ে; ধর্মের স্ত্রী।

লখনৌ—প্রবাদ রামচন্দ্রের ভাই লক্ষ্মণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নগরী।

লঙ্কা—বর্তমানের সিংহল। লবণ সমুদ্র বেষ্টিত ত্রিকূট (দ্রঃ) পাহাড়ের ওপর বিশ্বকর্মা/ময় (দ্রঃ হেতি, কুবের) লঙ্কাপুরী তৈরি করেছিলেন। বাসুকি ও বায়ুর কলহের ফলে মেরুশৃঙ্গ সমুদ্রে এসে পড়ে এই চিত্রকূট পাহাড়ে পরিণত। ১০ যোজন × ২০ যোজন। স্বর্ণপ্রাচীর বেষ্টিত। কুম্ভীরপূর্ণ পরিখা ঘেরা। চার দিকে স্বর্ণদ্বার; প্রতি দ্বারে শত্রু বিনাশী প্রশস্ত যন্ত্রসেতু। মাল্যবান সুমালী মালী ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে ময়/বিশ্বকর্মাকে দিয়ে এই পুরী নির্মাণ করান। এখান থেকে এঁরা সর্বত্র উৎপীড়ন

করে বেড়াতেন। বিষ্ণু তখন মালীকে সুদর্শন চক্রে নিহত করেন এবং সুমালী ও মাল্যবান লঙ্কাতে পালিয়ে যান। কিন্তু চক্র এখানেও এসে রাক্ষস নিধন করতে থাকলে সকলে পাতালে পালিয়ে যায়। এর পর কুবের লঙ্কার অধিপতি হন। কুবের এক দিন বিমানে করে আকাশ পথে যাচ্ছিলেন। কৈকসী এই বিমান দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে রাবণকে লঙ্কা অধিকার করতে বলেন। শিবের তপস্যা করে শক্তিশালী রাবণ ও কুম্ভকর্ণ কুবেরকে তাড়িয়ে দিয়ে লঙ্কা দখল করেন। সীতা অন্বেষণে হনুমান এখানে আসেন এবং ফেরবার সময় লঙ্কার কিছুটা পুড়িয়ে দিয়ে যান। রাবণের পর বিভীষণ এখানে রাজা হন। সহদেব ঘটোৎকচকে এখানে পাঠিয়েছিল যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের কর আদায় করতে। লঙ্কার লোকেরা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যোগদান করেছিলেন।

লঙ্কালক্ষ্মী--ব্রহ্মার ধনাগার রক্ষা করতেন বিজয়লক্ষ্মী। কর্তব্যে অবহেলা করতে দেখে ব্রহ্মা একদিন এঁকে শাপ দেন লঙ্কার প্রহরী হয়ে জীবন কাটাতে হবে। বিজয়লক্ষ্মী ক্ষমা চাইলে ব্রহ্মা বলেন সীতার অন্বেষণে হনুমান লঙ্কায় এলে বিজয়লক্ষ্মী মুক্তি পাবেন।

লতা— অপ্সরা। বর্গার সহচরী, কুমীর হয়ে বাস করতেন। দ্রঃ অর্জুন।

লব - রামসীতার ছেলে। দ্রঃ কুশ। দ্রঃ রাম। লবকোট বা লাহোরের প্রতিষ্ঠাতা এই লব। অন্য মতে শ্রাবস্তী নগরী স্থাপন করেছিলেন।

লবকোট - দ্রঃ লব।

লবণ -(১)সত্যযুগে লোলার ছেলে মধুদৈত্য। মধুর স্ত্রী কুম্ভীনসার ছেলে লবণ। পিতার পর মধুর শিবদত্ত শূলটি লবণ পান এবং দেবতাদের ও ঋষিদের উপর অত্যাচার করতেন। যমুনা তীরে মধুবনে থাকতেন। আতঙ্ক হয়ে চ্যবন ইত্যাদি রামের শরণ নেন। রামচন্দ্র বিষ্ণুর শরগুলি শত্রুঘ্নকে দিয়ে পাঠিয়ে দেন। লবণের হাতে সে সময় শূলটি ছিল না, সে শত্রুঘ্নের হাতে মারা যান। শত্রুঘ্ন এই মধুবনে মধুরা/মথুরা স্থাপন করেন। (২) হরিশ্চন্দ্রের নাতি। উত্তর পাণ্ডব দেশের রাজা। কল্পনায় ইনি এক বার রাজসূয় যজ্ঞ করেন। কল্পনায় দেবতাদের আহ্বান করেন ইত্যাদি এবং কল্পনায় বহু দান করেন। এক দিনেই যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয়ে যায়, সন্ধ্যা থেকে রাজা আবার স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে থাকেন। ইন্দ্র এতে অসন্তুষ্ট হয়ে রাজাকে মনোযোগ দেবার জন্য এক যাদুকরকে পাঠান। যাদুকর রাজার কাছে এসে মায়ার খেলা দেখাতে থাকেন। লবণ দেখতে পান সিন্ধুরাজের দূত এসে উচ্চৈঃশ্রবার মত একটি ঘোড়া উপহার দিয়ে গেল। রাজা বিহ্বল হয়ে ঘোড়ার দিকে দেড়ঘণ্টা মত চেয়ে বসে রইলেন তারপর রাজার সম্বিৎ ফিরে এল। লবণ তখন এই দেড় ঘণ্টার বাস্তব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে থাকেন। রাজা ঘোড়ায় চড়ে এক গভীর বনে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। বনে এক জায়গায় কয়েকটি জম্বু (লেবু) গাছ দেখতে পান; একটি গাছ থেকে একটি লতানে গাছ ঝুলছিল; এই লতাটি রাজা ধরে ফেললে ঘোড়া ছুটে পালিয়ে যায়। লবণ গাছে ঝুলতে থাকেন। কোন মতে রাত কাটিয়ে সকাল বেলা রাজা বনে ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে একটি বনবাসী চণ্ডাল কন্যাকে একপাত্র অন্ন নিয়ে যেতে দেখেন। মেয়েটিকে বার বার

অনুরোধ করতে মেয়েটি সর্ত করে তাকে বিয়ে করলে যে রাজাকে খেতে দেবে। মেয়েটির নাম হারকেয়ূরী। ইতিমধ্যে মেয়েটির পিতা সেখানে এসে পড়েন। এঁরা সকলে মেয়েটির কুটিরে যান। কুটিরে চারদিকে গাদা করা পশুমাংস জমা রয়েছে; জায়গায় জায়গায় কুটিরের ছাদ থেকে পশুর অন্ত্র ঝুলছে; শিশুরা কাঁচা মাংস চিবাতে চিবাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই বিবমিষা-পরিবেশে লবণের বিয়ে হয়; সাতদিন বিয়ের উৎসবের পানভোজন আর হল্লা চলতে থাকে। এইখানে লবণকে তার পর বাস করতে হয় এবং তিনটি সন্তান হয়। প্রতি মুহূর্তে ঘৃণিত ও নিষ্ঠুর কাজ করে লবণকে তাঁর সংসার প্রতিপালন করতে হত। মনোকষ্টের সীমা থাকে না। এর পর এখানে এক ভীষণ জলাভাব দেখা দেয়। সকলে নানা দিকে চলে যেতে থাকে; লবণ ও পুত্র পরিবার নিয়ে বার হয়ে পড়েন। পথে এক জায়গায় ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে এরা গাছের নীচে ঘুমিয়ে পড়লে রাজা দুঃখে ও সহানুভূতিতে এবং চরম মনো-কষ্টে আত্মহত্যা করবার জন্য লাফ দেন। তারপর লবণের সম্বিৎ ফিরে এসেছে; দেখছেন রাজসভাতে বসে রয়েছেন। ইতিমধ্যে যাদুকরও চলে যান; লবণ তারপর এই সব ঘটনা ঘটেছিল কিনা অনুসন্ধান করে স্তম্ভিত হয়ে যান। বাস্তবে ঐ প্রতিটি ঘটনাই ঘটেছিল। [illegible] এইভাবে রাজাকে মনোকষ্ট দিয়েছিলেন।

লম্বা — দক্ষ প্রজাপতির মেয়ে। ধর্মের (দ্রঃ) স্ত্রী। ছেলে বিদ্যোত।

ললিতা — [illegible] নাগের মেয়ে। শাপভ্রষ্টা হলে ইনি বিদ্যাধরী হন। [illegible] একটি ছেলে [illegible]। ([illegible] রাধার আটজন সখীর মধ্যে এক জন। রাধিকার বাম-[illegible] এঁদের [illegible] পুরাণ মতে ললিতাই দুর্গা; এবং ললিতা ও রাধিকা অভিন্ন।

লাট — [illegible] বিশেষ [illegible]। [illegible] ঈর্ষা করতেন; ফলে এই নাম হয়

লাহোর লবপুর।

লিঙ্গ — শিবের প্রতীক [illegible]। বেদে নাই। শিবপুরাণে ও নন্দী উপপুরাণে আছে শিব সর্বত্র বিদ্যমান। কেবল ১২-টি স্থানে লিঙ্গরূপে বর্তমান। যথা গুজরাটে সোমনাথ, কৃষ্ণানদীর কাছে শ্রীশৈলে মল্লিকার্জুন, উজ্জয়িনীতে মহাকাল, নর্মদাতীরে ওঙ্কারেশ্বর ([illegible] মন্দিরে), উজ্জয়িনীতে অমরেশ্বর, দেওঘরে বৈদ্যনাথ, রামেশ্বরমে রামেশ্বর, [illegible] জেলাতে ভীমশঙ্কর, কাশীতে বিশ্বেশ্বর, গোমতী তীরে ত্র্যম্বক, হিমালয়ে কেদারনাথ ইত্যাদি।

লিখিত — ১. একজন মহর্ষি। রাজা সুদ্যুম্নের রাজত্বকালে বহুদা/বাহুদা নদীর তীরে শঙ্খ ও লিখিত দুই ভাই দুটি আশ্রমে বাস করতেন। লিখিত একদিন শঙ্খের আশ্রমে আসেন; শঙ্খ সেখানে ছিলেন না; ক্ষুধায় লিখিত সেখান থেকে কিছু ফল নিয়ে খান। ইতিমধ্যে শঙ্খ এসে পড়েন এবং বিনা অনুমতিতে খাবার জন্য চুরির অপরাধে রাজার কাছে অভিযোগ করলে রাজদণ্ডে লিখিতের দুটি হাত কাটা যায়। লিখিত তখন রক্তাক্ত অবস্থায় শঙ্খকে কৃতজ্ঞতা জানাতে এলে শঙ্খ ভাইকে বাহু-দা নদীতে স্নান করতে বলেন এবং স্নান করে উঠতেই লিখিতের আবার হাত গজায়। বিস্ময়ে লিখিত

শঙ্খকে প্রশ্ন করেন চুরি অপরাধের শাস্তি শঙ্খই দিতে পারতেন; রাজার কাছে অভিযোগ করার কি প্রয়োজন ছিল! শঙ্খ জানান শাস্তি দেবার কাজ রাজাদের; মুনিদের নয়; মুনিরা ক্ষমা করবে। (২) চম্পকপুরীর রাজা হংসধ্বজের দুষ্ট পুরোহিত লিখিত; ভাই শঙ্খও রাজার পৌরোহিত্য করতেন। হংসধ্বজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধের ঘোড়া ধরে ঘোষণা করেন পর দিন সমস্তরাজকীয় সৈন্য সকালে যেন প্রাসাদে সমবেত হন। যে না আসবে তাকে তপ্ত তেলে নিক্ষেপ করা হবে। রাজার নির্দেশ সকলে পালন করেন, কিন্তু রাজার ছেলে সুধন্বা আসেন না। এই সুধন্বাই রাজার সেনাপতি। রাজা চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন। লিখিত তখন রাজাকে ঘোষণা মত শাস্তি দিতে বলেন। রাজা শাস্তি দেন কিন্তু সুধন্বা ফুটন্ত তেল থেকে সুস্থ দেহে উঠে আসে। লিখিত ও শঙ্খের উপদেশে ভাল করে তেল ফুটিয়ে রাজা আবার ছেলেকে সেই তেলে ফেলে দেন। ইতি মধ্যে এক তালগাছ ভেঙ্গে পড়ে এদের সকলকে নিহত করে।

লিচ্ছবি –খৃ-পূ ৬ শতকে ১৬টি মহাজনপদের একটি। রাজধানী বৈশালী।

লিপি প্রত্নভারতীয় লিপির উদ্ভব সিন্ধু অঞ্চলে ২০১০ খৃ পূর্বের কাছাকাছি। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পাতেও এই প্রত্নভারতীয় লিপির সন্ধান পাওয়া গেছে: কিন্তু পাঠোদ্ধার হয়নি। এদের সময় দু রকম লিপি ছিল এগুলি ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী দুটি মূল লিপি থেকে উৎপন্ন। ভারতের উ-পশ্চিম অংশে খরোষ্ঠী ব্যবহার ছিল; খ ৪ শতকে এটি অচল হয়ে আসে। ব্রাহ্মী লিপি নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে যায়। খ ৫-শতকের পর খরোষ্ঠী আর পাওয়া যায় না। এই দুটি লিপিই প্রথম দিকে ডান দিক থেকে বাম দিকে লেখা হত। পরে এই ব্রাহ্মী লিপি বাম থেকে দক্ষিণে লেখা হতে থাকে। মহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত লিপি থেকেই ব্রাহ্মী গড়ে উঠেছিল মনে হয়। অশোকের অনেক শতাব্দী আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অশোকের লিপি অনুশাসন ব্রাহ্মী হরফে লেখা, লিপি শব্দটি এখানে প্রথম ব্যবহার উল্লিখিত হয়েছে। উ-পশ্চিম সীমান্তে শাহবাজগড়ি ও মানসেহ্‌রায় অনুশাসনগুলিতে খরোষ্ঠী ব্যবহৃত। এই ব্রাহ্মী লিপিই রূপান্তরিত হয়ে তিব্বতী, বর্মী, যবদ্বীপ, সিংহলী, কোরিয় ইত্যাদি লিপিতে পরিণত। মধ্য এশিয়ার খোটানের লিপিও এই ব্রাহ্মী লিপির রূপান্তর। ভারতীয় বণিক ও ধর্মপ্রচারকরা এই লিপি ছড়িয়ে দেন।

একটি মতে ব্রাহ্মী লিপি ৮০০ খৃ-পূ বিদেশী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ভারতে আসে। গ্রীস ও ফোনেসিয়াতে এর জন্ম। একটি মতে সেমিটিক ভাষা থেকে এবং আর একটি মতে চীনা চিত্রলিপি থেকে এসেছে।

উত্তর ও দ-ভারতে এই ব্রাহ্মীলিপি দুটি স্বতন্ত্রধারাতে পরে বিবর্তিত হতে থাকে। খৃ ৭-শতকে উত্তর ও পূর্ব ভারতে তিনটি রূপ গড়ে ওঠে:-(১)শারদা (কাশ্মীর ও পাঞ্জাব অঞ্চলে); (২) নাগর (গুজরাট, রাজপুতানা, মালব ও মধ্যপ্রদেশ); (৩) কুটিল (পূর্ব ভারতে)। নাগর থেকে পরে দেবনাগরী, গুজরাতী, ও কায়থী লিপির জন্ম। শারদা থেকে কাশ্মীরি ও পাঞ্জাবে গুরুমুখী এবং কুটিল থেকে বাংলা, অসমীয়া, মৈথিলি, নেপালী ও উড়িয়া লিপির উৎপত্তি। প্রায় হাজার বছর আগে দেবনাগরী ও বাঙলা লিপি নিজস্ব রূপ গ্রহণ করেছিলেন। দ-ভারতে এই ব্রাহ্মীলিপি বাট্টেলু, গ্রন্থ ও পল্লব লিপির মধ্য দিয়ে তামিল তেলেগু, কানাড়ি ও মালয়ালমে

পরিণত।

১১ শতকে আলবেরুনি উল্লিখিত কাহিনীতে আছে বাদামী মন্দিরে ব্রহ্মার বিগ্রহের হাতে পাতার একটি পুঁথি ছিল; এই পুঁথি ব্রহ্মা যে লিপিতে লিখেছিলেন সেই লিপিই ব্রাহ্মী লিপি। আর্যেরা প্রথম দিকে এই লিপি ভুলে যান; ব্যাস আবার চালু করেন।

জাভাতে একটি প্রচলিত কাহিনী অনুসারে ৭৮ খৃষ্টাব্দে লিপি প্রথম চালু হয়। অজশিখ নামে এক বৌদ্ধ ভিক্ষু ও তাঁর দুজন শিষ্য দোর ও সোমপাদা কোনটঙ্গ পাহাড়ে গিয়ে বাস করতে থাকেন। মেনরাঙ্গকামনাল দেশের রাজা বক অত্যন্ত প্রজাপীড়ক হয়ে উঠলে প্রজারা এই অজশিখের শরণ নেন। অজশিখ সব শুনে ধ্যানে বসেন; তারপর সোমপাদাকে আশ্রমে রেখে দোরকে সঙ্গে নিয়ে বার হয়ে আসেন। সোমপাদাকে বলে আসেন আশ্রমে তাঁর তরবারি ও পরিধেয় রইল; প্রাণ দিয়েও সেগুলি যেন রক্ষা করেন। অজশিখ তারপর রাজসভাতে এলে বকের সঙ্গে দ্বন্দ্ব হয়। বক মারা যান; প্রজারা আনন্দে অজশিখকে রাজা করেন। রাজা হয়ে অজশিখ দোরকে আশ্রমে পাঠান তাঁর তরবারি ও পরিধেয় আনতে। কিন্তু সোমপাদা দিতে চান না; ফলে দুই শিষ্যে মারামারি করে মারা যান। খবর পেয়ে অজশিখের মনে পড়ে তিনি নিজেই সোমপাদাকে কি নির্দেশ দিয়ে এসেছিলেন। শিষ্য দুজনের স্মৃতি রক্ষার জন্য অজশিখ তখন ২০ অক্ষর চারটি লাইন লেখেন। কাহিনী অনুসারে এই ২০-টি অক্ষর যবদ্বীপ তথা পৃথিবীর সব প্রথম অক্ষর।

লীলাজন—নৈরঞ্জনা।

লীলাধ্যায়—বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মবাদী এক ছেলে।

লীলাবতী—(১) গণিতবিৎ; খৃ ১২-শতক। (২) কোসলের রাজা ধ্রুবসন্ধির স্ত্রী। (৩) কৃতযুগে একজন সুন্দরী বারাঙ্গনা। নিজের নগরী ত্যাগ করে অন্য নগরীতে অধিকতর অর্থের চেষ্টায় যান। এখানে এক মন্দিরে ভক্তদের রাধাষ্টমী ব্রত পালন করতে দেখে ইনিও এই ব্রত পালন করে পাপমুক্ত হয়ে স্বর্গে যান।

লীলাশুক—শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের রচয়িতা। পরিচিত নাম বিল্বমঙ্গল। পিতা দামোদর; মা নীবী। ঈশানদেব আচার্য; সোমগিরি দীক্ষাগুরু। পূর্ব নাম শিহ্লন মিশ্র; নিবাস দক্ষিণ ভারতে কৃষ্ণবেণ্বা নদীর পশ্চিম তীরে। পিতৃশ্রাদ্ধের দুর্যোগপূর্ণ রাত্রিতে শব-দেহ আশ্রয় করে নদী পার হয়ে লম্বমান এক সর্পকে দড়ি মনে করে সেই দড়ি ধরে রক্ষিতা চিন্তামণির গৃহে প্রাচীর লঙ্ঘন করে ছিলেন। খৃ ১১-শতক বা ১৩-শতক।

লুম্বিনী—লুম্মিনদাব বা রুম্মিনদেঈ। ২৫ ৫৮ উ × ৮৫ ১১ পূ। গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান। উত্তর প্রদেশে বস্তি জেলার উত্তরে পাদেরিয়া গ্রামের ১·৬ কি-মি দূরে নেপাল তরাইয়ের শাক্য রাজধানী কপিলাবস্তুর ১৬ কি-মি পূর্বে অবস্থিত। বস্তি জেলার পিপরাওয়ার প্রায় ১৩ কি-মি উ-পশ্চিমে (নেপাল তরাইতে) তিলৌরাকোট মনে হয় কপিলাবস্তু। আনুমানিক ৫৬৩ খৃ-পূ লুম্বিনী উদ্যানে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। আনু ২৪৯ খৃ-পূর্বে অশোক এখানে আসেন এবং একটি প্রস্তর স্তম্ভ স্থাপন করেন। স্তম্ভটিতে ব্রাহ্মীতে শিলালিপি ছিল। হিউ-এন-ৎসাঙ স্তম্ভটি দেখতে গিয়ে শুনতে পান বজ্রাঘাতে স্তম্ভের ওপর অংশ ভেঙে গেছে। স্তম্ভটির বর্তমান দৈর্ঘ্য ২১ ফুট।

লুশ—ঋক্‌বেদে একজন মুনি। লুশ ও কুৎস ইন্দ্রের অনুগ্রহ লাভের জন্য দুজনে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ান। এঁরা দুজনেই একবার ইন্দ্রকে আহ্বান করেন। ইন্দ্র এসে লুশকে কারারুদ্ধ করেন কিন্তু কারারুদ্ধ হয়েও লুশ ইন্দ্রের প্রার্থনা করতে থাকেন।

লোক—সাধারণত স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল। আর এক মতে পৃথিবী ভূঃ লোক এবং তারপর ওপর দিকে যথাক্রমে ভবঃ স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, ও সত্যলোক অবস্থিত। সাংখ্য ও বেদান্তে আটটি :-ব্রহ্মলোক, পিতৃলোক, সোমলোক, ইন্দ্রলোক, গন্ধর্বলোক, রাক্ষসলোক, যক্ষলোক ও পিশাচলোক। সুশ্রুত মতে দুটি :-স্থাবরলোক ও জঙ্গমলোক। স্থাবর ও জঙ্গমলোক আবার দুভাগে বিভক্ত আগ্নেয় ও সৌম্য। পৃথিবীর নীচের দিকে পর পর সাতটি লোক পাতাল, রসাতল, মহাতল, তলাতল, বিতল ও অতল। অর্থাৎ সত্যলোক সবচেয়ে ওপরে ও সবচেয়ে নীচে অতল ; মোট চোদ্দটি লোক। যাঁরা যেখানে বাস করেন সেই স্থানটিকেও লোক বলা হয় যেমন নরলোক, দেবলোক ইত্যাদি।

লোকপাল—লোকের পালক। পৃথিবীর আটটি দিকে (দ্রঃ) আটটি দিকপাল রয়েছে। দক্ষিণপশ্চিমে একটি মতে লোকপাল নৈর্ঋত অপর মতে সূর্য। এবং উত্তর পূর্বে একটি মতে শিব অপর মতে সোম বা পৃথিবী। প্রতি দিকপালের অধীনে একটি করে রক্ষক আছে ; এরা হাতী, দিকপালের এলাকাটিকে রক্ষা করেন। এঁরা ইন্দ্রের ঐরাবত, অগ্নির পুণ্ডরীক, যমের বামন, সূর্যের কুমুদ, বরুণের অঞ্জন, বায়ুর পুষ্পদন্ত, কুবেরের সার্বভৌম, সোমের সুপ্রতীক। দ্রঃ দিগ্‌গজ।

লোকাক্ষ—দ্রঃ বিদ্যুন্মালী।

লোথাল—মহেঞ্জোদারো থেকে ৫০ কি-মি দূরে উত্তরে ক্যাম্বে উপসাগরের অনতিদূরে সারগোয়ালা গ্রামের অঞ্চলে। এখানে বাড়িঘর, রাস্তা, নালা, জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা, মৃৎপাত্র, দীর্ঘ অলংকার, সিল, বাটখারা ইত্যাদি সবই হরপ্পা সভ্যতার ছাপ বহন করে। এখানে আগে থেকে মণ্ডপ নির্মাণ হয়েছিল। কাঁচা মাটির উঁচু ঢিবি তৈরি করে তার ওপর ঘর তোলা হত। নগরে ২১৬ মি × ৩৮ মি একটি পুষ্করিণী ছিল। মনে হয় সরু একটি খাল পথে সমুদ্র থেকে নৌকা এই পুষ্করিণীতে যাতায়াত করত। বাণিজ্য ছিল বহির্দেশের সঙ্গে। পাঁচ রং পোড়া মাটির চিত্র নাই। নগর জীবনের শেষদিকে অপকৃষ্ট হরপ্পা সভ্যতার যুগ। এই যুগের নগরের এক কোণে সমাধিক্ষেত্র ছিল। নিধানের মধ্যে মৃৎপাত্র ইত্যাদির সঙ্গে শব প্রলম্বিত ভাবে পুঁতে দেওয়া হত।

লোপামুদ্রা—অগস্ত্যের (দ্রঃ) স্ত্রী। নারীদের রূপাভিমান লোপ করেছিলেন এবং সংসার সৃষ্টিকে মুদ্রিত (চিহ্নিত) করেছিলেন। বিয়ের পর অগস্ত্যের কথায় বস্ত্রাভরণ সব ত্যাগ করে বল্কল পরে গঙ্গাতীরে স্বামীর সঙ্গে তপস্যা করতে থাকেন।

লোভ—ব্রহ্মার ঠোঁট থেকে জন্ম। অন্য মতে মায়ার ছেলে।

লোমপাদ—রোমপাদ। অঙ্গদেশের রাজা। যযাতির ছেলে অনুর বংশ। বলি (৩৩)-অঙ্গ(৩৪)-ধর্মরথ(৩৭)-চিত্ররথ(৩৮)-সত্যরথ(৩৯)-লোমপাদ(৪০)। দশরথের বন্ধু ; দশরথের মেয়ে শান্তাকে (দ্রঃ) পালন করেছিলেন। এক বার এক ব্রাহ্মণকে ঠকালে ব্রাহ্মণরা সকলে রাজ্য ত্যাগ করে চলে যান, ফলে যজ্ঞ বন্ধ হয়ে যায় এই জন্য ও বৃষ্টিও বন্ধ হয়ে যায়। এই অনাবৃষ্টি নিবারণের জন্য বারাঙ্গনা দিয়ে ভুলিয়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে (দ্রঃ)

ইনি রাজ্যে এসেছিলেন, দেশে বৃষ্টি হয়েছিল এবং শান্তার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। (২)যদু বংশে এক জন রাজা। যযাতি(১)-যদু(২)-শশবিন্দু(৮)-রুচক/রুক্মকবচ(১১)-জ্যামঘ(১২)-লোমপাদ(১৪)। রুক্মকবচ বহু দেশ জয় করে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে সব কিছু ব্রাহ্মণদের দান করেন। এঁর পাঁচ ছেলে :-রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পরিঘ ও হরি। পরিঘ ও হরি পরে বিদেহে রাজত্ব করতেন। রুক্মেষু পিতার রাজ্যে রাজা হন ; সঙ্গে পৃথুরুক্ম থাকেন। জ্যামঘ আশ্রমে গিয়ে বাস করতেন। এক জন মুনির পরামর্শে জ্যামঘ তারপর রথে চড়ে নর্মদা তীরে চলে আসেন। ঋক্ষবান পর্বতে নিঃসন্তান স্ত্রী শৈব্যাকে নিয়ে ফলমূল খেয়ে অতিকষ্টে জীবনধারণ করতেন। এক দিন এক জায়গায় জ্যামঘ মারামারি করে জয়লাভ করে একটি শিশুকন্যা পান। মেয়েটিকে এনে স্ত্রীকে দেন পালন করতে ; মেয়েটি তাঁদের পুত্রবধূ হবে। সন্তানহীন শৈব্যা এই কথায় বিস্মিত হলে জ্যামঘ আশ্বাস দেন এক দিন ছেলে হবেই। এর পর শৈব্যার ছেলে হয় বিদর্ভ। বিদর্ভের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে হয় ছেলে হয় ক্রথ, কৈশিক, ও লোমপাদ।

লোমশ—উত্তর ভারতীয় একজন মহর্ষি। পৃথিবীর প্রান্তসীমা ধরে অনেকবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। ব্যাসের আদেশে বনবাসী পাণ্ডবদের বহুতীর্থ দেখান, নানা উপদেশ দেন ও পৌরাণিক কাহিনী শুনিয়ে পাণ্ডবদের আনন্দ দিতেন। এক বার স্বর্গে গিয়ে দেখেন অর্জুন ইন্দ্রের সঙ্গে এক সিংহাসনে বসে আছেন ; কাম্যকবনে এসে যুধিষ্ঠিরকে ঘটনাটা জানান। বনপর্বে আছে লোমশ মুনির উপদেশেই ইন্দ্র দধীচির অস্থিতে বজ্র তৈরি করেন। লোমশ মুনির একটি লোম এক কল্পে নষ্ট হত বলে এই নাম।

লোমহর্ষণ—রোমহর্ষণ।

লোমা জংগ্রা মন্দির—যবদ্বীপে একটি মন্দির। এখানে রামায়ণের কাহিনী খোদিত রয়েছে।

লোল—সিদ্ধবীরের ছেলে। পরজন্মে উৎপলাবতীর ছেলে তামসম হয়ে জন্মান।

লোল—মধুদৈত্যের পিতা। (রামা ৭।৬১।৫)।

লোহিতগংগা—পুরাণে একটি নদী। কৃষ্ণ এখানে পঞ্চজ, বিরূপাক্ষ ইত্যাদি ৫-জন দুষ্ট অসুরকে নিহত করেন।

লোহিতাক্ষ—জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে এক জন ঋত্বিক। এক জন ব্রাহ্মণকে দিয়ে ইনি জানিয়েছিলেন এই যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবে না।

লোহিত্য—ব্রহ্মপুত্র নদের প্রাচীন নাম। দ্রঃ লৌহিত্য।

লৌড়িয়ানন্দন গড়—বিহারে চম্পারণ জেলায়। অশোক স্তম্ভের কাছে এখানে ১৫-টি স্তূপ আছে। একটি মতে স্তূপগুলি শবদাহের পর ভস্ম সমাধির জন্য বৈদিক পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত স্তূপ। অন্য মতে এগুলি বৌদ্ধস্তূপ। নিকটে ৮০ ফুট উচ্চ নন্দনগড় ঢিবি ; বহুকোণ যুক্ত ভিত্তির ওপর অবস্থিত একটি বিরাট স্তূপের ধ্বংসাবশেষ। স্তূপের মধ্যে একটি তাম্রপুটে ভূর্জপাতায় লেখা একটি বৌদ্ধসূত্রের অংশ পাওয়া গেছে।

লৌহ—ভারতে একটি প্রাচীন শিল্প। আলেকজাণ্ডার পাঞ্জাবে দলপতিদের কাছ থেকে লোহার কিছু অস্ত্র শস্ত্র উপহার পান। খৃ-পূ ২-শতকে গঠিত ইস্পাত স্তম্ভ একটি প্রাচীন নিদর্শন। উত্তর ভারতে কুমারগুপ্তের নির্মিত লৌহস্তম্ভটি ২৩ ফুট উচ্চ

এবং ৬ টনেরও বেশি ওজন; এবং গালাই ও ঢালাই পদ্ধতি সত্যই বিস্ময়কর। ১৯-শতকের শেষেও ইউরোপে এত বড় জিনিস ঢালাই পদ্ধতি জানা ছিল না।

লৌহিত্য—মহর্ষি শান্তনুর স্ত্রী অমোঘা (দ্রঃ) থেকে যে ব্রহ্মকুণ্ড সৃষ্টি হয় সেই কুণ্ডে স্নান করে ও জলপান করে পরশুরাম শাপমুক্ত হন। সমস্ত পাপ দূর হওয়াতে জগতের মঙ্গলের জন্য পরশুরাম ব্রহ্মকুণ্ডের জলকে পরশু দিয়ে পথ কেটে লৌহিত্য সরোবর দিয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত করে দেন। এই জন্য ব্রহ্মপুত্রের আর এক নাম লৌহিত্য।

শ

শংযু—বৃহস্পতির বড় ছেলে। অসংখ্য শিখা যুক্ত বিরাট অগ্নি। যজ্ঞে আহুতির একটা অংশ পেয়ে থাকেন। অশ্বমেধ ইত্যাদি যজ্ঞে এই অগ্নি পূজিত হন। ধর্মের মেয়ে সত্যা এঁর স্ত্রী; ছেলে দীপ্তি; এবং তিনটি মেয়ে হয়।

শক—চীন সীমান্ত থেকে এঁরা ইউচি জাতির দ্বারা বিতাড়িত হয়ে বাহ্লিক দেশে আসেন এবং শেষ গ্রীক রাজ হেলিওক্লেসকে তাড়িয়ে দিয়ে রাজ্য দখল করেন। কিছু দিন পরে ইউচিরা এখান থেকেও এঁদের তাড়ান। এই সময় হেলিওক্লেস কাবুল উপত্যকাতে রাজত্ব করছিলেন। ফলে শকেরা পারদ রাজ্যভুক্ত দ্রঙ্গিয়ানায় উপনিবেশ স্থাপন করেন; এঁদের নাম থেকে ঐ স্থানের নাম শকস্থান (সিস্তান)। পরে সিন্ধু এলাকাতেও শকদ্বীপ নামে আর একটি উপনিবেশ গড়ে ওঠে এবং এই স্থান থেকে পরে উত্তর পাঞ্জাব, পূবে মথুরা ও দক্ষিণে উজ্জয়িনী পর্যন্ত এগিয়ে যান। সম্ভবত পারদ রাজ দ্বিতীয় মিথ্রাদাতেরমৃত্যুর পরই উ-পশ্চিম ভারতে মোয় ও সিন্ধু নে ভুনোন রাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করে স্বাধীন রাজা হন।

(২) নন্দিনীর স্তন থেকে জন্ম। এঁদের রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে এসেছিলেন। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছিলেন। আগে ক্ষত্রিয় ছিলেন ব্রহ্মশাপে শূদ্র পরিণত হন। হৈহয় রাজাদের সাহায্য করার জন্য পরশুরাম, সগর ও ভরত শকদের ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করেন।

শকটাসুর—কংস প্রেরিত এক জন অসুর। শিশু কৃষ্ণ ঘুমাচ্ছিলেন; শকট এগিয়ে আসতে থাকেন; শব্দে কৃষ্ণের ঘুম ভেঙে যায় এবং পদাঘাতে শকটকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেন।

শকুনি—গান্ধাররাজ সুবলের (দ্রঃ) ছেলে। দ্বাপর অংশে জন্ম। প্রহ্লাদের শিষ্য নগ্নজিৎ শকুনি হয়ে জন্মান। এঁরা সুভগ (দ্রঃ) বৃষক, অচল ইত্যাদি আরো ছয় ভাই (দ্রঃ ইরাবান) এবং বোন মতি ও গান্ধারী। দুর্যোধনকে সব সময়ই কুপরামর্শ দিয়ে প্ররোচিত করতেন। গান্ধারীর বিয়েতে ইনিই প্রথম সচেষ্ট হন। দ্রৌপদীর বিয়েতে ও যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়তে উপস্থিত ছিলেন। পাশা খেলার প্রস্তাব ইনিই প্রথমে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা করেন। অতি অভিজ্ঞ পাশা খেলক। কপট পাশা খেলার

ইনিই ব্যবস্থা করেছিলেন দুবারই যেন পাণ্ডবরা হারেন। এঁর প্ররোচনাতেই সভাতে দ্রৌপদীর অবমাননা হয়েছিল। পাণ্ডবদের বনবাস ব্যবস্থার মূলেও ইনি। বনে যাবার সময় ভীম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এঁরও রক্ত পান করবেন।।বনবাসের শেষে এই শকুনিই সন্ধি হতে দেন নি। দ্বৈতবনে পাণ্ডবদের অপমানিত করার প্রস্তাব শকুনি দিয়েছিলেন এবং দ্বৈতবনে গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধে আহত হন। এর পর এক বার বনপর্বে (২৫১/১) পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দিতে বলেছিলেন। কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে সাধ্যমত যুদ্ধ করেছিলেন। বৃষক ও অচল এঁর দুই ভাই অর্জুনের হাতে মারা যান। ভীষ্মপর্বে ইরাবান শকুনির ৫-ভাইকে নিহত করেন। দ্রঃ শরভ। যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু ও সাত্যকির সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, অর্জুনের সঙ্গে এক বার চেষ্টা করেছিলেন। দ্রোণাচার্য মারা গেলে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালান। অর্জুনের হাতে হেরে গিয়ে পালালে দুর্যোধন আশ্বাস দিয়ে ফিরিয়ে আনেন কিন্তু আবার ভীমের হাতে হেরে গিয়ে পালান। পরে ফিরে এসে সহদেবের হাতে সপুত্রে নিহত হন। ব্যাসের আহ্বানে গঙ্গাতীরে মৃত যোদ্ধাদের সঙ্গে এসেছিলেন।

(২) ধৃতরাষ্ট্র বংশে একটি সাপ; সর্প যজ্ঞে নিহত। (৩) হিরণ্যাক্ষের ছেলে; অপর ভাই শম্বর, বিমূর্দ্ধা, শঙ্কু, আর্য। (৪) দুষ্মন্ত বংশে ভীমরথের ছেলে। ৫) ইক্ষ্বাকুর এক ছেলে। (৬) এক জন মহর্ষি; এঁর ছেলে:-ধ্রুব, শালি, বুধ, তার, জ্যোতিষ্মান, নির্মোহ, জিতকাম, ধ্যানকাষ্ঠা। (৭) ইক্ষ্বাকু বংশে এক রাজা, এঁর ছেলে সুযদ্রথের বন্ধু। (৮) গরুড়ের ছেলে।

শকুন্ত—বিশ্বামিত্রের এক ছেলে (মহা ১৩।৪।৪৯)।

শকুন্তলা---বিশ্বামিত্রের (দ্রঃ) ঔরসে মেনকার (দ্রঃ) গর্ভে জন্ম। কন্যা জন্মালে বিশ্বামিত্রের চৈতন্য হয়; ফিরে যান। মালিনী তীরে মেনকা সদ্য জাত মেয়েকে ফেলে দিয়ে চলে যান। নানা পাখী শিশুকে ঘিরে থাকে বা ছায়া করে রাখে বা একটি শকুন্ত পাখী মেয়েটিকে রক্ষা করে। কণ্ব মুনি দেখতে পেয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে মানুষ করেন। শকুন্তলা এই আশ্রমে বড় হন। এক দিন রাজা দুষ্মন্ত শিকারে এসে এখানে অতিথি হন। কণ্ব ছিলেন না; শকুন্তলা অতিথি সৎকার করেন এবং পরস্পরে আকৃষ্ট হয়ে গন্ধর্ব মতে বিয়ে করেন। কয়েক দিন এক সঙ্গে কাটিয়ে দুষ্মন্ত রাজধানীতে ফিরে যান। কণ্ব আশ্রমে ফিরে এসে সব জেনে খুসি হন। আশ্রমে যথা সময়ে শকুন্তলার ছেলে হয় সর্বদমন/ভরত। ছেলে একটু বড় হলে কণ্ব মা ও ছেলেকে রাজধানীতে পাঠিয়ে দেন কিন্তু দুষ্মন্ত প্রথমে চিনতে পারেন না। তখন দৈববাণী হয় এবং রাজা এদের সাদরে গ্রহণ করেন।

কালিদাস মতে দুষ্মন্ত ফিরে আসার সময় শকুন্তলাকে অভিজ্ঞান হিসাবে নিজের আংটি দিয়ে গিয়েছিলেন এবং বলে গিয়েছিলেন শীঘ্রই তাঁকে লোক পাঠিয়ে প্রাসাদে নিয়ে আসবেন। এর পর সন্তান সম্ভবা শকুন্তলা এক দিন আশ্রমে অন্যমনস্কা হয়ে স্বামীর কথা ভাবছিলেন এই সময়ে দুর্বাসা এসে উপস্থিত হন। অতিথি এসেছে শকুন্তলার খেয়ালই হয় না ফলে ঋষি শাপ দেন যার কথা শকুন্তলা ভাবছে সেই শকুন্তলাকে চিনতে পারবে না। শকুন্তলার দুই সখী এই শাপ দেওয়া শুনে ঋষিকে শান্ত করে বর আদায় করেন শকুন্তলা কোন অভিজ্ঞান দেখাতে পারলে রাজা আবার

চিনতে পারবেন। সখীরা শকুন্তলাকে কোন কথাই জানান নি। এর পর কণ্ব ফিরে এসে সব শুনে খুসি হন এবং রাজা লোক পাঠাচ্ছেন না দেখে গৌতমী ও শার্ঙ্গরব দু জনকে সঙ্গে দিয়ে শকুন্তলাকে রাজধানীতে পাঠিয়ে দেন। পথে সোমভারতীর্থ নামে নদীতে স্নান করার সময় রাজার দেওয়া আংটিটি জলে পড়ে যায়; শকুন্তলা বা অন্য কেউ টের পান না। রাজধানীতে এলে দুর্বাসার শাপে রাজা চিনতে পারেন না; শকুন্তলাও অভিজ্ঞান দেখাতে পারেন না। একটি মতে শিষ্য দুজন তখন শকুন্তলাকে রাজপ্রাসাদে ফেলে রেখে অন্য মতে সঙ্গে নিয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন। এই সময় মেনকা এসে প্রত্যাখ্যাত শকুন্তলাকে কশ্যপের আশ্রমে এনে পৌছে দেন। এ দিকে একটি মাছের পেট থেকে রাজা নিজের আংটিটি ফিরে পান এবং সবকিছু মনে পড়ে। কশ্যপ আশ্রমেই শকুন্তলার ছেলে হয় সর্বদমন (ভরত)। দুষ্যন্ত বিরহে দিন কাটাচ্ছিলেন। এক দিন দেবাসুরের সংগ্রাম থেকে ফিরছিলেন; পথে কিছু ক্ষণের জন্য কশ্যপ আশ্রমে অতিথি হন এবং এখানে বালক সর্বদমনকে দেখেন একটি সিংহকে চেপে ধরে সিংহের দাঁত গুনছে। এর পর এখানে শকুন্তলার সঙ্গে মিলন হয়; সকলে রাজধানীতে ফিরে আসেন।

শক্তি—(১) অর্থ, বল, প্রতিপত্তি, প্রজনন ইত্যাদি সব কিছু শক্তিই একটি মূল শক্তির (=আদ্যা শক্তি) অংশ। এই আদ্যাশক্তি মঙ্গল অর্থাৎ শিবের স্ত্রী। এই শক্তির অংশই অনন্ত বিশ্বে সব কিছুতে পরিব্যাপ্ত। (২) তন্ত্রে ষোলটি স্বরবর্ণ ও পঁয়ত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণের শক্তির কথা রয়েছে। এই সব শক্তি রুদ্রের কোণে বাস করেন। এঁদের রঙ সিঁদুরের মত লাল, হাতে রক্ত কমল ও নরকপাল। (৩) ব্রহ্মা ইত্যাদি দেবতাদের প্রত্যেকেরই নির্যাস বা প্রতীক বা প্রতিনিধি হিসাবে একটি করে শক্তি রয়েছে; যেমন ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী, কুমারের কৌমারী ইত্যাদি। (৪) অস্ত্র; চুহাত লম্বা; সিংহের মুখের মত আকার, তীক্ষ্ণ নখর ও শিখ আছে; মুঠো করে ধরবার হাতল আছে। সঙ্গে ভয়ঙ্কর ঘণ্টা বাঁধা। শত্রু রক্তে লাল এবং জ্ঞানে বিজড়িত গাঢ় নীল রঙ। দূরে যেতে পারে; তীর্যকগামী। হিমালয়কেও ভেদ করতে পারে। দেখতে অতি ভীষণ। ৮ হাতে তুলে ছুঁড়তে হয়। (৫) কার্তিকের অস্ত্র। বিশ্বকর্মা সূর্যের টুকরো টুকরো অংশ দিয়ে সুদর্শন চক্র, শিবের ত্রিশূল, কুবেরের পুষ্পক ও কার্তিকেয়র শক্তি নির্মাণ করেন।

শক্তিসাধনা—চলতি অর্থে কালীর সাধনা।

শক্তিশেল—ময় দানব (দ্রঃ) নির্মিত ভীষণ অস্ত্র; আটটি ঘণ্টা যুক্ত; বজ্রের মত; শত্রু শোণিত পায়ী; মহা বেগবান। রাবণের কাছে ছিল। লঙ্কা যুদ্ধে রাবণ লক্ষ্মণকে এই অস্ত্র মারেন। লক্ষ্মণ মারা যান। হনুমান তখন ওষুধ এনে লক্ষ্মণকে আবার বাঁচান।

শক্তি—বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতীর ছেলে। বশিষ্ঠের প্রথম ছেলে। শক্তির স্ত্রী অদৃশ্যন্তী (দ্রঃ); ছেলে পরাশর। দ্রঃ কল্মাষপাদ। শিব নিজেই শক্তি রূপে জন্মেছিলেন। শক্তির শিষ্য গোপায়ন, ভরদ্বাজ, আপস্তম্ভ, অর্ণোদর।

শঙ্কর—জীবের মঙ্গল করেন বলে শিবের এক নাম।

শঙ্করাচার্য—৫০৯ খৃ-পূ অন্য মতে ৮৪ খৃষ্টাব্দ। ৩২ বৎসর বয়সে মৃত্যু। পিতা

শিবগুরু মা আর্য্যাম্বা ; এঁদের কোন সন্তান ছিল না ; ত্রিচূড়ে গিয়ে মহাদেবের আরাধনা করে এই ছেলে হয়। কথিত আছে মহাদেব নিজেই শঙ্কররূপে জন্মান। ৫ বছরে উপনয়ন ; ৮ বছরে বেদ পুরাণ, সবকিছু অধ্যয়ন করে ফেলেন। এই সময় পিতা মারা গেলে সন্তান পালনের সব দায়িত্ব মায়ের ওপর এসে পড়ে। শঙ্করের এদিকে ক্রমশ সন্ন্যাসী হবার বাসনাই প্রবল হয়ে উঠতে থাকে ; মা অথচ বিয়ে দিতে চান। এক দিন মা ও ছেলে নদীতে স্নান করতে গেলে একটি কুমীর শঙ্করকে ধরে ফেলে। শঙ্কর ভীত হয়ে পড়েন এবং এই শেষ সময়ে মায়ের কাছে সন্ন্যাসগ্রহণের অনুমতি চান। ব্যাকুল হয়ে মা অনুমতি দেন এবং কুমীরটিও সঙ্গে সঙ্গে ফিরে চলে যায়। শঙ্কর সন্ন্যাসী হয়ে বার হয়ে যান কিন্তু মাকে কথা দিয়ে যান মায়ের মৃত্যু সময়ে তিনি আসবেন এবং শেষ কৃত্য করবেন।

এই সময় সাত বছর মত বয়স। নর্মদা তীরে গৌড়পাদের শিষ্য গোবিন্দ-ভগবৎপাদের সঙ্গে দেখা হয় এবং এঁর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই আশ্রমে থাকার সময় নর্মদাতে এক দিন বন্যা আসে। শঙ্কর এই বন্যা কিন্তু তৎক্ষণাৎ রোধ করেন। এর পর গুরুর নির্দেশে কাশীতে এসে ব্রহ্মসূত্র, উপনিষদ ও গীতার ভাষ্য লিখতে থাকেন। কাশীতে প্রথম শিষ্য বিষ্ণুশর্মা ; শঙ্কর নাম দেন সনন্দন। আরো শিষ্য হয়। শিষ্যদের মধ্যে এক বার ঈর্ষা দেখা দেয়, শঙ্কর সনন্দনকে বেশি স্নেহ করেন ইত্যাদি। শিষ্যদের এই ঈর্ষা দূর করার জন্য এক দিন গঙ্গাস্নানের সময় সনন্দনকে ডাক দেন, সনন্দন গঙ্গার ওপার থেকে জলের ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে চলে আসেন ; পায়ের নীচে পদ্ম ফুটে উঠতে থাকে। অন্যদের ঈর্ষা তখন দূর হয় ; সনন্দনের নাম হয় তখন পদ্মপাদ। জনৈক দিবাকরের ছেলে হস্তামলক ; ছেলেটি বোবা ; দিবাকর একে নিয়ে এলে এর মূকতা কেটে যায় ; শঙ্কর একে সন্ন্যাস দেন। হস্তামলক এক জন বিশিষ্ট শিষ্যে পরিণত হন। এর পর কলানাথ শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তোটক ছন্দে শঙ্করের স্তব রচনা করেন ; নাম হয় তোটকাচার্য। এক দিন কাশীতে স্নান করে গঙ্গা থেকে ফেরার পথে চণ্ডালরূপী মহাদেব তাঁর পথ আটকান। শঙ্কর পথ ছেড়ে দিতে বলেন কিন্তু চণ্ডালের উত্তরে অবাক হয়ে যান এবং চিনতে পেরে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করেন। মহাদেব শঙ্করকে বদরিকাশ্রমে যেতে বলেন। বৈয়াকরণিকদের বিদ্রূপ করে মোহমুদ্গর রচনা করেছিলেন এবং ভজ-গোবিন্দ নামে আর একটি স্তব রচনা করে আর এক বৈয়াকরণিকের চৈতন্য উদয়ের চেষ্টা করেন। বদরিকাশ্রমে এসে শঙ্কর ব্যাস ও গোবিন্দপাদের সঙ্গে দেখা করেন এবং পরে আবার কাশীতে ফিরে আসেন।

শঙ্করের আয়ু ছিল আট বছর ; গৃহত্যাগের আগে এক দিন অগস্ত্য নারদ ইত্যাদি এলে এঁদের সাদরে অভ্যর্থনা করলে এঁরা সন্তুষ্ট হয়ে আরো আট বছর আয়ু দেন। কাশীতে মণিকর্ণিকা ঘাটে বসে শঙ্কর যখন গ্রন্থ লিখছিলেন তখন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে ব্যাস আসেন এবং দীর্ঘ আলোচনা হতে থাকে। পদ্মপাদ ব্যাসকে চিনতে পারেন এবং প্রশ্ন করেন বিষ্ণুর অংশে জন্ম ব্যাস ও শিবের অংশে জন্ম শঙ্কর দু জনে যদি এই ভাবে তর্ক করতে থাকেন তাহলে পৃথিবীতে সুখ শান্তি কি করে অক্ষুণ্ণ থাকবে। ব্যাস তখন স্বীকার করেন ব্রহ্মসূত্রের ওপর শঙ্করভাষ্য নির্ভুল এবং

আরো ১৬ বছর আয়ু দান করেন। শঙ্করের লক্ষ্য ছিল পূর্বমীমাংসার ত্রুটি প্রকাশ করে দেওয়া, এই জন্য কাশী থেকে শঙ্কর প্রয়াগে আসেন কুমারিলের কাছে। কয়েক বছর আগে কুমারিল বৌদ্ধশ্রমণ হয়ে বৌদ্ধধর্ম শিক্ষালাভ করতে থাকেন; বৌদ্ধধর্ম অর্থহীন বলে প্রমাণিত করতে পারবেন এই উদ্দেশ্য ছিল। কর্মকাণ্ডের ওপর কুমারিলের অগাধ বিশ্বাস ছিল ফলে তুষের আগুনে কুমারিল নিজেকে দগ্ধ করে নিজের শাস্তির ব্যবস্থা করেন। কুমারিল যখন দগ্ধ হচ্ছিলেন তখন শঙ্কর আসেন এবং কুমারিল শঙ্করকে মাহিষ্মতীতে মণ্ডনমিশ্রের কাছে যেতে বলেন। ফলে শঙ্কর মণ্ডনের বাড়িতে আসেন। মণ্ডনমিশ্রের বাড়িতে দরজা বন্ধ ছিল, ভেতরে শ্রাদ্ধ হচ্ছিল। শঙ্কর যোগবলে ভেতরে প্রবেশ করে মণ্ডনমিশ্রকে সব কথা জানান। এর পর এঁদের আলোচনা হয়; বিচারক থাকেন মণ্ডনমিশ্রের বিদুষী স্ত্রী উভয়ভারতী। বিচারের আগে উভয়ভারতী এঁদের দুজনের গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে বলেন যাঁর গলার মালা আগে ম্লান হবে তিনি হেরে গেছেন বলে স্বীকৃত হবেন। কয়েক দিন আলোচনা চলতে থাকে এবং গলার মালা আগে ম্লান হওয়া অনুসারে মণ্ডনমিশ্র হেরে যান। এর পর উভয়ভারতী বলেন তাকে হারালে তবেই শঙ্করের জয় সম্পূর্ণ হবে। আবার আলোচনা হলে শঙ্কর জিততে থাকেন; উভয়ভারতী নিরুপায় হয়ে কামশাস্ত্র আলোচনা করতে চান। শঙ্কর তখন জানান অল্প বয়সে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, তাকে সময় দিলে তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত আছেন। উভয়ভারতী সম্মত হন। এই সময় অমরু নামে রাজা মারা যান। শঙ্কর যোগবলে নিজের দেহ ত্যাগ করে রাজার দেহে আসেন; শিষ্যদের বলে যান শঙ্করের দেহ রক্ষা করতে। রাজা জীবিত হয়ে ওঠেন এবং শঙ্কর অন্তঃপুরে কামশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হন। এদিকে রাজার মন্ত্রীদের সন্দেহ হয়, নিশ্চই কোন যোগীর আত্মা এসে রাজার দেহে প্রবেশ করেছে এবং অনুসন্ধান করে শঙ্করের মৃতদেহের সন্ধান পেয়ে সেটিকে অগ্নিসংকার করার ব্যবস্থা করেন। শঙ্করের শিষ্যেরা ছুটে এসে রাজাকে ঘটনা জানালে শঙ্কর রাজার দেহ ত্যাগ করে নিজের দেহে ফিরে যান এবং তর্কে উভয়ভারতীকে পরাজিত হন। মণ্ডনমিশ্র তখন শঙ্করের কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এর পর শঙ্কর জানতে পারেন তাঁর মা মৃত্যুশয্যায় অপেক্ষা করছেন। শঙ্কর তৎক্ষণাৎ কালটি গ্রামে মার কাছে ফিরে আসেন। মায়ের মৃত্যুর পর আত্মীয় স্বজন বাধা দেন, সন্ন্যাসীর পক্ষে মায়ের শেষকৃত্য করা নিষিদ্ধ বোঝাতে চান। কিন্তু শঙ্কর সে কথায় কান না দিয়ে নিজে একাই মায়ের অগ্নিকার্য নিষ্পন্ন করেন। এর পর শঙ্কর সারা ভারতে দিগ্বিজয়ে বার হন। মনে হয় তিন বার ভারত পরিক্রমা করেছিলেন। এই সময়ে দক্ষিণে শৃঙ্গেরি, পূর্বে পুরীতে, পশ্চিমে দ্বারকাতে ও উত্তরে বদ্রীনাথে এই চারটি মঠ স্থাপন করেন। বলা হয় কৈলাস থেকে শঙ্কর পাঁচটি শিবলিঙ্গ এনেছিলেন এবং কেদারে মুক্তিলিঙ্গ, নেপালে নীলকণ্ঠ মন্দিরে পরলিঙ্গ, চিদাম্বরমে মোক্ষলিঙ্গ, শৃঙ্গেরিতে ভোগলিঙ্গ ও কাঞ্চীতে যোগলিঙ্গ স্থাপন করেন। বদরিকাশ্রমে জ্যোতির্মঠ, জগন্নাথপুরীতে গোবর্দ্ধনমঠ, শৃঙ্গেরিতে শারদামঠ এবং এবং কাঞ্চীতে কামকোটি পীঠও স্থাপন করেন। শঙ্করের মৃত্যু সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী আছে; কেদারে একটি গুহার মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে যান ইত্যাদি। শঙ্করের লেখার চারটি ভাগ ঃ-মূলগ্রন্থ,

ভাষ্য, স্তব ও মন্ত্র। শঙ্করের অবদান বৌদ্ধধর্মকে উৎখাত করা, পূর্বমীমাংসা মত খণ্ডন করা এবং অদ্বৈতবেদান্তের প্রতিষ্ঠা করা। এই মতে অদ্বৈত নির্গুণ ব্রহ্ম এক মাত্র সত্য। জ্ঞানে ব্রহ্মস্বরূপতা/মুক্তি লাভ হয়।

শঙ্কু—(১) ব্রহ্মার এক ছেলে। (২) হিরণ্যাক্ষের ছেলে শম্বর, শকুনি, দ্বিমূর্দ্ধ, শঙ্কু ও আর্য।

শঙ্খ—(১) বিরাটের বড় ছেলে। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে ছিলেন। বিরাটের গরু চুরি করতে এলে দুর্যোধনদের বাধা দিতে গিয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রে সাত দিনের দিন দ্রোণের হাতে মারা যান। মৃত্যুর পর বিশ্বদেবে গিয়ে মিলিত হন। (২) কদ্রুর এক ছেলে; নারদ এঁর সঙ্গে মাতলির পরিচয় করিয়ে দেন। বলরামের আত্মাকে পাতালে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে এসেছিলেন। (৩) ব্রহ্মার একটি ছেলে। (৪) লিখিতের ভাই। (৫) কেকয় রাজপুত্র, পাণ্ডব পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। (৬) অসুর হয়গ্রীবের অপর নাম। (৭) রণবাদ্য হিসাবে শঙ্খ ব্যবহার হত, কৃষ্ণের শঙ্খ পাঞ্চজন্য, যুধিষ্ঠিরের অনন্ত-বিজয়, ভীমের পৌণ্ড্র, অর্জুনের দেবদত্ত, নকুলের সুঘোষ, সহদেবের মণিপুষ্পক।

শঙ্খচূড়—(১) সুদামা নামে এক গোপ রাধিকার শাপে শঙ্খচূড় অসুর হয়ে জন্মান। বদরিকাশ্রমে তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছে বিষ্ণু কবচ লাভ করে দেবতাদের অজেয় হন। এই কবচ দেহে থাকলে সে অজেয়। ধর্মধ্বজ রাজার মেয়ে তুলসীর সঙ্গে বিয়ে হয়। ক্রমশ অত্যাচারী হয়ে ওঠেন। তুলসীর বর ছিল তাঁর সতীত্ব নষ্ট না হলে শঙ্খচূড় মারা যাবেন না। দেবতারা তখন ব্রহ্মা ও শিবকে নিয়ে বিষ্ণুর কাছে আসেন। বিষ্ণু শিবকে পাঠান শঙ্খচূড়কে হত্যা করার জন্য এবং বিষ্ণু নিজে যান তুলসীর (দ্রঃ) সতীত্ব নষ্ট করতে। যুদ্ধের আগে ব্রাহ্মণ বেশে বিষ্ণু এসে শঙ্খচূড়ের গলা থেকে ব্রহ্মার দেওয়া কবচ চেয়ে নেন। এর পর মহাদেব এসে দেবতাদের রাজ্য ফিরিয়ে দিতে বলেন; শঙ্খচূড় রাজি হন না। ফলে মহাদেবের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ চলতে থাকে বিষ্ণু এদিকে তুলসীর (দ্রঃ) সতীত্ব নষ্ট করেন। বিষ্ণু দত্ত শূলে মহাদেব শঙ্খচূড়কে নিহত করলে শাপমুক্ত হয়ে সুদামা স্বর্গে চলে যান।

(২) কুবেরের এক অনুচর। কৃষ্ণ বলরাম গোপিকাদের নিয়ে বৃন্দাবনে যখন কেলি করছিলেন সেই সময় এই শঙ্খচূড় এসে গোপিকাদের অপহরণ করতে যান এবং কৃষ্ণের হাতে মারা পড়েন। শঙ্খচূড়ের মাথার মণি কৃষ্ণ বলরামকে উপহার দেন।

শচী—ইন্দ্রের (দ্রঃ) স্ত্রী; ছেলে জয়ন্ত, মেয়ে জয়ন্তী। পুলোমার (দ্রঃ) মেয়ে। বৃত্রাসুরকে বধ করে ব্রহ্মহত্যার ভয়ে ইন্দ্র যখন জলের মধ্যে অজ্ঞাতবাস করছিলেন নহুস তখন ইন্দ্র হয়েছিলেন। নহুষ এই সময় শচীকে বিয়ে করবার চেষ্টা করেছিলেন। শচী সম্মত হন নি। বৃহস্পতি এই সময় শচীকে রক্ষা করেছিলেন। ঋক্‌বেদে শচীর নামের কয়েক বার উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে এঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে ইন্দ্র অন্য দেবীদের প্রত্যাখ্যান করে এঁকে বিয়ে করেন। কৃষ্ণ সত্যভামা স্বর্গে এলে শচী এঁদের সঙ্গে নিয়ে অদিতির সঙ্গে দেখা করিয়ে দেন। শচীর অংশে দ্রৌপদীর জন্ম।

শতক্রতু—শত্রুজয়ের জন্য ইন্দ্র একশত যজ্ঞ করেন ও বৃহস্পতিকে প্রচুর ধনরত্ন দান করেন। ফলে নাম শতক্রতু।

শতঘ্নী—এক সঙ্গে এক শ জনকে নিহত করতে পারে এমন অস্ত্র। কণ্টক যুক্ত, লৌহ নির্মিত মুগুরের মত; বর্তুল প্রমাণ চার হাত অস্ত্র। মুঠ যুক্ত। গদাযুদ্ধের প্রয়োগ-কালীন আস্ফালন যে রকম এরও সেইরূপ আস্ফালন।

শতচন্দ্র—শকুনির এক ভাই। দ্রোণপর্বে ভীমের হাতে মৃত্যু।

শতজিৎ—(১) যদুবংশে সহস্রজিতের ছেলে। শতজিতের ছেলে মহাহয়, বেণুহয় ও হেহয়। (২) কৃষ্ণ জাম্ববতীর ছেলে। যদুবংশ ধ্বংসের সময় মৃত্যু।

শতদ্যুম্ন—চাক্ষুস মনু ও নড্বলার এক ছেলে। মুদ্গল নামে এক ব্রাহ্মণকে একটি সোনার বাড়ি দান করেন।

শতদ্রু—ঋক্‌বেদে উল্লেখ আছে। বর্তমানের সাটলেজ। পঞ্চনদের মধ্যে একটি। শতপুত্র শোকে বশিষ্ঠ বহু ভাবে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। শেষ কালে নিজের হাত পা বেঁধে এই নদীতে পড়ে যান। নদী তখন শতধা বিদ্রুত হয়ে বশিষ্ঠকে রক্ষা করেন। ফলে নাম শতদ্রু।

শতধনু—এক জন রাজা; স্ত্রী শৈব্যা। এক বার কার্তিকী পূর্ণিমাতে উপোস করে দুজনে গঙ্গা স্নান করে বিষ্ণু পূজা করে উঠলে এক পাষণ্ডকে দেখতে পান। রাজা এঁর সঙ্গে কথা বলেন কিন্তু শৈব্যা বলেন নি। উপোষ করে পাষণ্ডের সঙ্গে কথা বলাতে রাজা পর জন্মে কুকুর হয়ে জন্মান এবং শৈব্যা আর এক রাজার মেয়ে হয়ে জন্মান। এর পর শতধনু ক্রমশ শৃগাল, বৃক, গৃধ্র, কাক ও ময়ূর হয়ে জন্মান কিন্তু শৈব্যা প্রতিবারই কাশীরাজার মেয়ে হয়ে জন্মান। প্রতি জন্মেই স্বামী ও স্ত্রী দুজনের দেখা হত এবং রাজকন্যা স্বামীর যথাসাধ্য সেবা করতেন। পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পূর্বগৌরব ও মনুষ্য জীবন লাভ করার কথাও বলতেন। শেষকালে শতধনু জনক মহারাজের ছেলে হয়ে জন্মান এবং শৈব্যার সঙ্গেই বিয়ে হয়। রাজা সন্তানের সঙ্গে রাজ্য করেন এবং মৃত্যুর পর স্বর্গে যান, স্ত্রী সহমৃতা হন।

শতধন্বা—জাম্ববানের (দ্রঃ) কাছ থেকে নিয়ে আসা স্যমন্তক (দ্রঃ) মণি কৃষ্ণ সত্রাজিৎকে ফিরিয়ে দিলে কৃতজ্ঞতায় সত্রাজিৎ নিজের মেয়ে সত্যভামার সঙ্গে কৃষ্ণের বিয়ে দেন। শতধন্বা, অক্রূর ইত্যাদি যাদবরা সত্যভামার পাণিপ্রার্থী ছিলেন। অক্রূর ও কৃতবর্মা এক দিন নিদ্রিত সত্রাজিৎকে নিহত করেন এবং শতধন্বা মণি পেয়ে যান। সত্যভামা ঘটনাটা কৃষ্ণকে জানালে কৃষ্ণ ঠিক করেন শতধন্বাকে বধ করবেন। শতধন্বা তখন অক্রূর কৃতবর্মা ইত্যাদির সাহায্য চান কিন্তু পান না। অক্রূরের কাছে তখন মণি গচ্ছিত রেখে আবার উত্তর দিকে পালাতে থাকেন। মিথিলাতে এলে এঁর ঘোড়া মারা পড়ে; শতধন্বা তখন ছুটতে থাকেন। কৃষ্ণ বলরামের সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে শতধন্বাকে বধ করেন।

শতপথ ব্রাহ্মণ—শত অধ্যায়ে বিভক্ত শুক্ল যজুর্বেদের অংশ। মধ্যন্দিন ও কাণ্ব দুই শাখায় বিভক্ত। মধ্যন্দিনে চোদ্দ কাণ্ড ও একশ অধ্যায়ের জন্য নাম শতপথ। এই চোদ্দ কাণ্ডের প্রথম নয়টি অতি প্রাচীন; দশম ও একাদশ কাণ্ডে অগ্নি চয়নের বিষয়। দ্বাদশ কাণ্ডে প্রায়শ্চিত্ত। ত্রয়োদশে অশ্বমেধ ও নরমেধ, এবং শকুন্তলার ছেলে ভরত, কাশীরাজ, ধৃতরাষ্ট্র, পরীক্ষিতের ছেলে জন্মেজয়ের উল্লেখ রয়েছে। চতুর্দশ

কাণ্ড আরণ্যক, এই কাণ্ডের শেষ ছয়টি অধ্যায় বৃহদারণ্যক উপনিষদ। বৃহদারণ্যকের তৃতীয় অধ্যায়ে জনক রাজার পুরোহিত যাজ্ঞবল্ক্যের (দ্রঃ) জয় লাভের কাহিনী আছে।

শতপর্বা—শুক্রের স্ত্রী।

শতমুখ—(১) ব্রহ্মা এই অসুরকে সৃষ্টি করেন। একশ বছরের অধিক কাল নিজের শরীর থেকে মাংস আগুনে আহুতি দিয়ে মহাদেবের আরাধনা করে বর পান যে শতমুখও সৃষ্টি করতে পারবেন এবং ব্রহ্মবিদ্যা তাঁর অন্তরে থাকবে। (২) ইন্দ্রমুখীর পিতা; সহস্রমুখ রাবণের মাতামহ। পাতাল রাবণকে হারিয়ে দেন।

শতযূপ—সহস্রচিত্যর পৌত্র (মহা ১৫।২৬।৬)। কেকয়ের রাজা। সংসারে বীত রাগ হয়ে বৃদ্ধবয়সে বড় ছেলেকে রাজ্য দিয়ে বনে চলে যান। ধৃতরাষ্ট্র বনে চলে গেলে দুজনে দেখা হয়, আলাপ আলোচনা হয় ও সখ্যতা হয়। বানপ্রস্থ কি ভাবে পালন করতে হবে শতযূপ উপদেশ দেন। ধৃতরাষ্ট্র এঁর আশ্রমে থেকে যান।

শতরূপা—প্রথম সৃষ্ট নারী। ব্রহ্মা নিজেকে নর ও নারী রূপে দুই অংশে ভাগ করেন; এই নারী সাবিত্রী; এবং এদের দুজনের সন্তান মনু। আর এক মতে ব্রহ্মার কন্যা শতরূপা; এবং ব্রহ্মার স্ত্রীও বটে কিন্তু মনুর মা নন; আর এক মতে মনুর মা এই শতরূপা। মৎস্যপুরাণে ব্রহ্মা নয় জন মানসপুত্র সৃষ্টি করার পর শতরূপা= সাবিত্রী-গায়ত্রী-সরস্বতী-ব্রহ্মাণীকে সৃষ্টি করেন এবং এঁকে বিয়ে করেন. ছেলে হয় স্বয়াম্ভুব মনু। একটি মতে স্বয়াম্ভুব মনুর বোন ও স্ত্রী শতরূপার ছেলে প্রিয়-ব্রত ও উত্তানপাদ। মেয়ে আকূতি (রুচির স্ত্রী) প্রসূতি (দক্ষের স্ত্রী); অন্য মতে আকূতি, দেবাহূতি ও প্রসূতি।

শতশৃঙ্গ—(১) এক মুনি, শতশৃঙ্গ পাহাড়ে থাকতেন; পাণ্ডুকে ইনি অভিশাপ দিয়েছিলেন। (২) একটি পাহাড়; এখানে পাণ্ডু তপস্যা করতেন এবং এইখানেই মারা যান। যুধিষ্ঠির ইত্যাদি এইখানে জন্মান। (৩) এক জন রাক্ষস; এঁর ছেলে সংযম, বিয়ম ও সুযম।

শতহ্রদা—হ্রদ ও শতহ্রদার ছেলে বিরাধ রাক্ষস।

শতানন্দ—জনকের কুল পুরোহিত। গৌতম (দ্রঃ) অহল্যার ছেলে। অহল্যার সতীত্ব নষ্ট হলে গৌতম অহল্যাকে হত্যা করতে নির্দেশ দিয়ে তপস্যায় চলে যান। শতানন্দ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। এদিকে অহল্যা নিরপরাধ জানতে পেরে গৌতম আবার ছুটে আসেন এবং অহল্যা জীবিত আছেন দেখে সন্তুষ্ট মনে ছেলেকে আশীর্বাদ করেন। (২) এক জন মহর্ষি; শরশয্যায় ভীষ্মকে দেখতে এসেছিলেন।

শতানীক—(১) যযাতি বংশে ভদ্ররথের ছেলে। দুর্মদের পিতা। (২) নকুল ও ও দ্রৌপদীর ছেলে। বিশ্বদেবের অংশে জন্ম। এই নামে কৌরব বংশে এক জন রাজর্ষি জন্মেছিলেন, নামটিকে চিরস্থায়ী করার জন্য নকুল এই নাম রেখেছিলেন। কুরুক্ষেত্রে জয়ৎসেন, দুষ্কর্ণ ও চিত্রসেনকে পরাজিত করেন। অশ্বত্থামা, বৃষসেন ও ধৃতরাষ্ট্রের ছেলে শ্রুতকর্মার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। অশ্বত্থামার হাতে রাত্রিবেলা নিহত হন। (৩) জন্মেজয় বপুষ্টমার ছেলে; পরীক্ষিতের পৌত্র; স্ত্রী বিদেহ কন্যা; ছেলে সহস্রানীক ও অশ্বমেধদত্ত (মহা ১।৯০।৯৫) (দ্রঃ ইন্দ্র)। (৪) কুরুবংশে এক রাজর্ষি; এঁর নাম অনুসারে নকুল নিজের ছেলের নাম রাখেন। (৫) মৎস্যরাজ

বিরাটের এক ভাই ; অপর নাম সূর্যদত্ত ; বিরাটের সেনাপতি। কৌরবরা গরু চুরি করতে এলে বাধা দিতে যান। দ্রোণ পর্বে শল্যের হাতে মৃত্যু। (৬) বিরাটের আর এক ভাই ; দ্রোণের হাতে মৃত্যু। (৭) মহর্ষি বেদব্যাসের এক শিষ্য।

শত্রুঘ্ন—সুমিত্রার যমজ ছেলেদের মধ্যে ছোট ছেলে। ভরতের বিশেষ অনুরক্ত। স্ত্রী শ্রুতকীর্তি ; রামের বিয়ের সময় এঁরও বিয়ে হয়। দশরথের মৃত্যুকালে ভরতের সঙ্গে ভরতের মাতুলালয়ে ছিলেন। রামের বনবাসের জন্য কৈকেয়ী ও মন্থরাকে কঠোর ভর্ৎসনা করেছিলেন। ভরত যখন যে কাজ করতেন শত্রুঘ্ন সেই কাজে সাহায্য করতেন। রামের আদেশে লবণ দৈত্যকে নিহত করেন। লবণের রাজ্য ছিল মথুরা অন্য মতে লবণের রাজ্যে শত্রুঘ্ন মথুরাপুরী নগরী স্থাপন করে নিজের ছেলে সুবাহু ও শত্রুঘাতীকে এখানে রাজা করে দেন। সূর্য বংশের পর এই নগরী যাদবদের হাতে যায়। রামের সঙ্গে সরযূতে ইনিও যোগবলে দেহত্যাগ করেন।

শত্রুঞ্জয়—(১) সৌবীর রাজকুমার। জয়দ্রথের পতাকা বাহক। দ্রৌপদী হরণের সময় অর্জুনের হাতে নিহত। (২) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। কুরুক্ষেত্রে ভীষ্মের দেহরক্ষী। ভীমের হাতে মৃত্যু। (৩) কর্ণের এক ভাই, কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের হাতে মৃত্যু। (৪) এক জন কৌরব বীর ; অভিমন্যুর হাতে মৃত্যু। (৫) দ্রুপদের এক ছেলে। কুরুক্ষেত্রে অশ্বত্থামার হাতে মৃত্যু। (৬) এক জন সৌবীর রাজ, ভরদ্বাজের ছেলে কণিক একে রাজনীতি ও কূটনীতি শেখান।

শত্রুজিৎ—অন্য নাম কুবলাশ্ব। ছেলে [illegible]

শত্রুমর্দন—ঋতধ্বজ মদালসার তৃতীয় পুত্র।

শত্রুহর্ষ—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে ; ভীমের হাতে মৃত্যু।

শনি—সূর্য ও ছায়ার ছেলে শনি, সাবর্ণি মনু ও মেয়ে তপতী। চিত্ররথের মেয়ে এঁর স্ত্রী। তেজে ভাস্বর শনি এক সময় ধ্যানমগ্ন ছিলেন। এক সময় স্ত্রী ঋতুস্নান করে সুসজ্জিত হয়ে এসে স্বামীর সঙ্গ চান। ধ্যানমগ্ন শনি ফিরেও তাকান না। ফলে রাগে স্ত্রী শাপ দেন শনি যার দিকে তাকাবেন সেই বিনষ্ট হবে। এই জন্য শনির দৃষ্টি বিপদজনক ; এবং গণেশের মাথা খসে গিয়েছিল। গণেশের মাথা খসে যেতে পার্বতী শাপ দেন ফলে শনি খোঁড়া হয়ে যান।

শবদাহ—প্রাচীন শক জাতিরা মৃতদেহ সমাধি দিতেন। হিন্দু সমাজে অতি প্রাচীন কাল থেকে শবদাহ করা হয়ে আসছে। তবে সন্ন্যাসী বিশেষকে সমাধি দেওয়া হয়। বৌদ্ধদের মধ্যে শবদাহ ও সমাধি দুটি প্রথাই প্রচলিত। দ্রঃ মহেঞ্জোদড়ো।

শবর—(১) ঋক্‌বেদে এক জন মন্ত্রকার ঋষি। গাভীদের সম্বন্ধে কয়েকটি ঋক্ রচনা করেন। (২) নন্দিনীর মূত্র ও পুরীষ থেকে জন্ম। মান্ধাতার সময় এঁরা লুট ও হত্যা করতেন। এক মতে পরশুরামের ভয়ে বহু ক্ষত্রিয় গুহাতে লুকিয়ে বাস করতে করতে শবর হয়ে যান। (৩) ভারতে একটি বন্য জাতি। ওড়িষ্যা ও মধ্যভারতে বহু পার্বত্য অঞ্চলে এখনও এরা বাস করে। মহাভারতে আদি, ভীষ্ম, শান্তি ও অনুশাসন পর্বে এদের নাম আছে। বাঙলা চর্যাগীতিতেও এদের নাম আছে। পূর্বঘাট পর্বতমালা অঞ্চলে যে শূরা জাতি বাস করে তারা ও শবর নামে পরিচিত। এরা বেঁটে বলিষ্ঠ ; নাক থ্যাবড়া, নাসারন্ধ্র বিস্তৃত, চক্ষু গোলক ঘন কালো। স্বভাব ধীর ও শান্ত।

উড়িষ্যার পর্ণ শবর জাতি অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ। সাধারণত এরা দাহ করে, সমাধিও দেয়।
শবরস্বামী—আনুমানিক ৫৭ খৃ-পূর্বে জীবিত ছিলেন। জৈমিনি সূত্রের ভাষ্যকার; গ্রন্থটির নাম শবরভাষ্য। অন্য মতে ২০০ খৃষ্টাব্দের লোক; প্রকৃত নাম ছিল আদিত্য দেব। জৈনদের নির্যাতনের হাত থেকে পালিয়ে বনের মধ্যে আত্মগোপন করেছিলেন ফলে নাম শবরস্বামী। আরো দুই শবরস্বামীর নাম পাওয়া যায়। এঁরা তিন জনে একই ব্যক্তি কিনা বহু তর্ক রয়েছে।
শবরী—(১) গোদাবরীর বামতটে উপনদী। উড়িষ্যায় কোরাপুট জেলায় ৯০০ ফুট ওপরে উৎপন্ন। (২) শবর বংশে জন্ম তপস্বী ব্রহ্মচারিণী। রামায়ণে পম্পা তীরে মতঙ্গ আশ্রমে মুনিদের পরিচারিকা। পূর্ব জন্মে গন্ধর্বরাজ চিত্রকবচের এক মাত্র মেয়ে মালিনী। পণ্ডিত বীতিহোত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়। বীতিহোত্র সব সময় পূজার চিন্তায় মগ্ন থাকতেন ফলে মালিনী কল্মাষ নামে এক ব্যাধকে উপপতি করেন। বীতিহোত্র জানতে পেরে শবর হয়ে জন্মাবার শাপ দেন। অনুনয় করলে বলেন রামের দর্শনে মুক্তি পাবেন। মতঙ্গ আশ্রমের অম্লান ও বিশেষ গন্ধ ফুলগুলি শবরীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। শিষ্যদের ক্লান্ত দেহ থেকে ঘাম ঝরে পড়ে এই সব ফুল গাছ হয়েছিল। এই আশ্রমে ঃ শবরী আশীর্বাদ পেয়েছিলেন ত্রিকালজ্ঞ হবেন; অবিলম্বে রামের সঙ্গে দেখা হবে এবং এমন লোকে যাবেন যেখান থেকে কেউই আর ফিরে আসে না। এই দিন থেকে শবরী রামের জন্য ফল সংগ্রহ করে রাখতেন। রাম লক্ষ্মণ এখানে এলে ফল ফুল উপহার দেন এবং যে সব ফল দিয়েছিলেন সেগুলি নিজে আগে খেয়ে দেখে নিয়ে খেতে দিয়েছিলেন। এই উচ্ছিষ্ট ফল রামের কাছে অমৃত মত লেগেছিল। শবরী উপদেশ দিয়েছিলেন ঋষ্যমূকে গিয়ে সুগ্রীবদের সঙ্গে মিত্রতা করতে। এর পর চরিতার্থ শবরী একটি মতে আগুনে দেহ বিসর্জন দিয়ে স্বর্গে যান। অপর মতে চরিতার্থ শবরী মালিনী গন্ধর্ব কন্যাতে পরিবর্তিত হয়ে যান এবং বীতিহোত্র এসে রামচন্দ্রকে প্রণাম করে স্ত্রীকে নিয়ে ফিরে যান।
শবল—কশ্যপ কদ্রুর এক ছেলে।
শবলাশ্ব—হর্যশ্বেরা (দ্রঃ) নিরুদ্দিষ্ট হয়ে গেলে দক্ষ বীরণীর গর্ভে শবলাশ্ব নামে এক হাজার ছেলের জন্ম দিতে বাধ্য হন। এঁরাও প্রজা সৃষ্টির সঙ্কল্প করেন কিন্তু নারদ এসে পৃথিবীর সীমা খুঁজে দেখার আনন্দের কথা বলেন। নারদের পরামর্শে এঁরাও মোক্ষপথের সন্ধানে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। দ্রঃ অসিক্নী। (২) কুরুর নাতি। অবি-ক্ষিতের = অশ্ববানের ছেলে। মহাভারতের অভিধানের (১।৮৯।২৫) ছেলে। শব-লাশ্বের ভাই পরীক্ষিৎ, অভিরাজ, বিরাজ শল্মল, উচ্চৈঃশ্রবস্, ভদ্রকার ও জিতারি।
শম—(১) বসু অহঃ-র ছেলে শম, জ্যোতি, শান্ত ও মুনি। (২) ধর্মের ছেলে শম, কাম, হর্ষ; শমের স্ত্রী প্রাপ্তি।
শমিতা—(১) যজ্ঞাগ্নির এক নাম। (২) যজ্ঞে পশুবধকারী ঋত্বিক।
শমীক—(১) মুনি। গোপালন করতেন। বাছুর দুধ খেত যখন সেই সময় বাছুরের মুখে যে ফেনা দেখা দিত সেই ফেনা খেয়ে তপস্যা করতেন। রাজা পরীক্ষিৎ (দ্রঃ) এঁর গলায় সাপ জড়িয়ে দিয়েছিলেন। শমীকের ছেলে শৃঙ্গী (দ্রঃ)। (২) বৃষ্ণি বংশে এক বড় যোদ্ধা; দ্বারকাতে সাত জন মহাবীরের মধ্যে এক জন। দ্রৌপদীর

স্বয়ংবরে ছিলেন।

শম্বর—কশ্যপ দনুর এক ছেলে। অসুরদের নেতা। দেবাসুরের বহু যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। অত্যন্ত মায়াবী। দেবতাদের বহু যুদ্ধে হারিয়েছিলেন। দেবতারা প্রতিরোধ করতে থাকলে শম্বর মায়াতে দম, ব্যাল ও ঘট তিন জন অসুর সৃষ্টি করেন; দেবতারা আরো হারতে থাকেন। দেবতারা তখন ব্রহ্মার শরণ নেন। ব্রহ্মা দেবতাদের যুদ্ধে উৎসাহ দিতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে এই তিনজন অসুর মারা যায় শম্বর তখন পালিয়ে যান। ইন্দ্র একবার এঁকে পরাজিত করেন। দশরথ এক বার দেবলোকে গিয়ে এঁকে পরাজিত করেছিলেন। ঋক্‌বেদে শম্বরের কয়েক বার উল্লেখ আছে, দস্যুদের রাজা বলা হয়েছে; এক শত পুরের অধীশ্বর। ঋক্‌বেদে শম্বরের দুর্গগুলির নাম অশ্মময়ী, আয়সী, শতভুজী ইত্যাদি। শম্বরের মৃত্যুর আভাষ আছে ১।৮।১৭ সূক্তে। অগ্নিপুরাণে শম্বরের ভাই শকুনি, দ্বিমূর্দ্ধা, শঙ্কু ও আর্য। স্ত্রী মায়াবতী। প্রদ্যুম্নের হাতে মৃত্যু হবে জানতেন এবং এই জন্যই প্রদ্যুম্নকে (দ্রঃ) চুরি করেছিলেন।

শম্বুক—শম্বুক। একজন শূদ্র। স্বশরীরে স্বর্গে যাবার জন্য তপস্যা করেছিলেন। শূদ্র তপস্যায় অনধিকারী, ফলে রাজ্যে অকালমৃত্যু/শিশুমৃত্যু দেখা যায়। এক নিষ্পাপ ব্রাহ্মণের শিশু (বয়স পঞ্চবর্ষ সহস্রক · রামা ৭।৭৩।৫) মারা গেলে ব্রাহ্মণ এসে রামচন্দ্রকে দায়ী করেন। বলেন রাজার পাপে প্রজাদের এই বিপদ। শিশুকে বাঁচিয়ে দিতে বলেন নতুবা সস্ত্রীক রাজদ্বারে দেহত্যাগ করবেন। এই সময় নারদ এসে জানান নিশ্চয় কোন শূদ্র তপস্যা করছেন। অন্য মতে বশিষ্ঠ উপদেশ দেন কেউ কোন অন্যায় করছে কিনা খুঁজে দেখতে। রাম খুঁজতে থাকেন, অন্য মতে পুষ্পক রথকে স্মরণ করেন এবং পুষ্পক রামকে শম্বুকের কাছে এনে দেয়। রামের হাতে শম্বুক নিহত হয়ে স্বর্গে যান। ব্রাহ্মণের ছেলেও বেঁচে ওঠে।

শম্ভু (১) ধ্রুবের স্ত্রী; ছেলে শিষ্টি ও ভব্য। (২) কশ্যপ ও সুরভির ছেলে ত্বষ্টা; ত্বষ্টার ছেলে বিশ্বরূপ এবং বিশ্বরূপের ছেলে হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৃষাকপি শম্ভু, কপর্দী, রৈবত, মৃগব্যাধ, সর্প ও কপালী। (৩) অম্বরীষের ছেলে শম্ভু, বিরূপ ও কেতুমান (ভাগ)। (৪) বিদ্যুৎজিহ্ব ও শূর্পণখার ছেলে। কুশধ্বজের (দ্রঃ) মেয়ে বেদবতী/দেববতী শাপ দিয়েছিলেন লক্ষ্মণের হাতে মৃত্যু হবে। দণ্ডক বনে তপস্যা করতেন। সীতাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গাছের রূপ ধরে সীতার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে ছিলেন। কুটির নির্মাণের জন্য লক্ষ্মণ এই গাছটি কেটে ফেললে রাক্ষস মারা যান। (৫) একটি অগ্নি। (৬) কৃষ্ণ রুক্মিণীর এক ছেলে। (৭) উগ্রসেনের এক ছেলে।

শরণ্যা—ঋক্‌বেদে সূর্যের স্ত্রী।

শরদ্বান—মহর্ষি গৌতমের ছেলে বা শিষ্য। গৌতম নামেও পরিচিত। ছোট বয়স থেকেই ধনুর্বেদ চর্চা করতেন। পরে ব্রহ্মচর্য পালনের সময় বহু দিব্য অস্ত্র লাভ করেন। ছেলে কৃপ (দ্রঃ) ও মেয়ে কৃপী; গৌতম ও গৌতমী নামে ও অভিহিত। দ্রঃ জানপদী।

শরভ—(১) তক্ষক বংশে একটি সাপ: সর্পযজ্ঞে নিহত। (২) ঐরাবত বংশে একটি সাপ, সর্পযজ্ঞে নিহত (মহা ১।৫২।১০)। (৩) কশ্যপদনুর পুত্র; অতি অত্যাচারী।

(৪) একজন মহর্ষি (মহা ২।৮।১৪)। (৫) চেদি রাজ ধৃষ্টকেতুর ভাই ; পাণ্ডবদের বন্ধু ; অশ্বমেধ যজ্ঞে সাহায্য করেছিলেন। (৬) শকুনির ভাই ; কুরুক্ষেত্রে ভীমের হাতে মৃত্যু। (৭) বীরভদ্র শরভ মূর্তি ধারণ করেন এক বার।

শরভঙ্গ—দণ্ডকারণ্যে এক মহর্ষি। বনবাসের সময় রামসীতা এঁর আশ্রমে এসে দেখেন আকাশে হরিতবর্ণ অশ্বযুক্ত একটি দিব্য রথে অবস্থিত ইন্দ্র শরভঙ্গের সঙ্গে কথা বলছেন। রামকে দেখে ইন্দ্র শরভঙ্গকে নমস্কার করে ফিরে যান। রামচন্দ্র শরভঙ্গের পদবন্দনা করেন ; মুনি আতিথ্যের ব্যবস্থা করে দেন। শরভঙ্গ তারপব জানান তিনি ব্রহ্মলোকের অধিকারী হয়েছেন এবং রামকে দেখতে পাবেন এই আশায়, ইন্দ্র নিতে এসেছিলেন, সেই ইন্দ্রকেও তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এর পর কোথায় থাকবেন স্থান ঠিক করার জন্য রামকে সুতীক্ষ্ণ আশ্রমে যেতে বলেন এবং মন্ত্রপাঠ করে আগুনে দেহত্যাগ করেন। আগুন থেকে অগ্নিতুল্য কুমারের বেশে শরভঙ্গ চলে যান।

শরলোমা- মগধে এক মুনি। পরতে তপস্যা করেন ; ছেলে দাশূর ও এখানে তপস্যা করতেন।

শরীর—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম মিলে দেহ তৈরি হয়। পঞ্চজ্ঞান ইন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম ইন্দ্রিয় মাধ্যমে শরীর কাজ করে। সপ্ত ধাতু ও সপ্তবর্ণ যোগে দেহ গঠিত হয়েছে। সপ্তম মাসে গর্ভে শিশুতে প্রাণ আসে। পিতার তেজ বেশি হলে পুত্র, মাতার তেজ বেশি হলে কন্যা, দুজনের তেজ সমান হলে নপুংসক

শর্ব—একাদশ রুদ্র।

শর্মিষ্ঠা—দৈত্যরাজ বৃষপর্বার মেয়ে ; দেবযানীর (দ্রঃ) সখী ; যযাতির (দ্রঃ) দ্বিতীয়া স্ত্রী।

শর্যাতি—বৈবস্বত মনুর ছেলে ; ইক্ষ্বাকু ইত্যাদির ভাই। এঁর মেয়ে সুকন্যা চ্যবনের (দ্রঃ) স্ত্রী। ছেলে আনর্ত। শর্যাতি মারা গেলে রাক্ষসরা অযোধ্যা আক্রমণ করে ; রাজার ছেলেরা নানা দিকে পালিয়ে যান। শর্যাতি বংশে হেহয়, তালজঙ্ঘ ইত্যাদির জন্ম। (২) পুরু বংশে প্রাচিন্বানের ছেলে, অহংযাতির পিতা। মতান্তরে প্রাচিন্বানের ছেলে সংযাতি ; এবং সংযাতির ছেলে অহংযাতি (মহা ১।৯০।৪)।

শল—ইক্ষ্বাকু বংশে পরীক্ষিৎ (দ্রঃ) ও মণ্ডূক রাজের মেয়ে সুশোভনার ছেলে শল, দল ও বল। মণ্ডূক রাজার শাপে ইনি ব্রাহ্মণদের অনিষ্ট করতে থাকেন। এক বার রাজা শল হরিণ ধরতে অসমর্থ হন। জানতে পাবেন মহর্ষি বামদেবের বামী নামে দুটি ঘোড়া আছে ; রথে জুড়তে পারলে হরিণ ধরতে পারবেন। ঋষি ঘোড়া দেন কিন্তু কথা থাকে ফিরে দিতে হবে। রাজা হরিণ ধরে ফিরে যান ; বামদেবের বার বার অনুরোধেও ঘোড়া ফিরিয়ে দেন না। বামদেবের আদেশে তখন চার জন রাক্ষস আবির্ভূত হয়ে শূলের আঘাতে শলকে নিহত করে। (২) কুরুবংশে সোমদত্তের ছেলে ; ভূরিশ্রবার ভাই। দ্রৌপদীর বিয়েতে এবং যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ছিলেন। যুদ্ধ করেছিলেন কৌরব পক্ষে এবং কৃতবর্মার হাতে নিহত হন। (৩) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে, ভীমের হাতে নিহত। (৪) কংসের মুষ্টি যোদ্ধা শল, মুষ্টিক, ও চানূর। (৫) বাসুকি বংশে এক সাপ ; সর্প যজ্ঞে নিহত।

শলভা—অত্রির এক স্ত্রী (ব্রহ্মাণ্ড)।

শল্য—মদ্র বা বাহ্লীক দেশের রাজা। প্রহ্লাদের ভাই সংহ্লাদ শল্য হয়ে জন্মান। ভীষ্মের অনুরোধে নিজের সহোদর বোন মাদ্রীর সঙ্গে পাণ্ডুর বিয়ে দেন। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভাতে ছেলে রুক্মাঙ্গদ ও রুক্মরথের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন; ধনুতে জ্যা লাগাতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পারেন নি। বিজয়ী অর্জুনের বিরুদ্ধে অন্য রাজাদের সঙ্গে মিলে যুদ্ধ করেছিলেন কিন্তু ভীমের হাতে পরাজিত হন; নকুল এঁর কাছ থেকে রাজসূয় যজ্ঞের কর এনেছিলেন। ইনি যজ্ঞেও এসেছিলেন। যুধিষ্ঠিরের অভিষেকের সময় একটি তরবারি ও একটি সুবর্ণ কলস উপহার দিয়েছিলেন। পাণ্ডবদের পাশাখেলার সময় উপস্থিত ছিলেন। কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবপক্ষে যাবেন ইচ্ছা ছিল কিন্তু দুর্যোধনের অভ্যর্থনায় অভিভূত হয়ে কৌরব দলে যোগ দেন। যুদ্ধের আগে পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করে তাদের আশীর্বাদ করেন এবং কর্ণের সারথি হয়ে কর্ণকে সম্ভবমত বাধা দিতে চেষ্টা করবেন কথা দিয়ে যান। ভীষ্ম পর্বে আশীর্বাদ করেন যুধিষ্ঠির যেন যুদ্ধে জয় লাভ করেন। বিরাটের ছেলে উত্তর ও বিরাটের ভাই শতানীককে নিহত করেন। যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরকে বার বার আক্রমণ করেছিলেন; আহতও করেছিলেন। নকুল সহদেবের সঙ্গেও কয়েকবার যুদ্ধ হয়। দ্রোণ মারা গেলে শল্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান। কর্ণের সারথি হয়েছিলেন এবং অর্জুন কর্ণ থেকে শ্রেষ্ঠ বলে প্রশংসা করাতে কর্ণ শল্যকে হত্যা করবেন বলে ভয় দেখান। ভীম কর্ণের শির কেটে ফেলতে গেলে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ভীমকে নিরস্ত করেন। নকুল, সহদেব ও যুধিষ্ঠিরকে নিহত করতে গেলে শল্য কর্ণকে বাধা দিয়েছিলেন। কর্ণের মৃত্যুর পর দুর্যোধনকে সান্ত্বনা দেন এবং আঠার দিনের দিন কৌরব সেনাপতি হন এবং যুধিষ্ঠিরের হাতে নিহত হন।

শল্যচিকিৎসা—প্রাচীন ভারতে শল্য চিকিৎসা হত। সুশ্রুত এই চিকিৎসায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। এঁর মতে শল্য হবে ৭-টি ভাগ:-ছেদন (অ্যাম্পুটেশান), ভেদন (এক্সিসান) লেখন (স্ক্র্যাপিং), এষণ (প্রোবিং) আহরণ (এক্সট্র্যাকসান), বিস্রাবণ (ড্রেনেজ), ও সীবন (স্যুটিউরিং)। পুনর্গঠন ও শল্যাসন প্রাচীন ভারতে জানা ছিল। যুদ্ধে কেটে যাওয়া নাকের পুনর্গঠন পদ্ধতিকে ভারতীয় নাসিকা গঠন পদ্ধতি বলা হয়। মস্তিষ্কেতে শল্য চিকিৎসা ও এঁরা করতেন। সম্ভবত ভারত থেকেই এই শল্যবিদ্যা সুমের, ব্যাবিলোন, আরব প্রভৃতি দেশ হয়ে ইউরোপে যায়। শরীরে চর্মের স্থানান্তর করার প্রসঙ্গও দেখা যায়।

শশবিন্দু—এক জন রাজা। যদুবংশে রাজা চিত্ররথের ছেলে। এক জন মহর্ষি। এঁর এক লক্ষ স্ত্রী ও দশ লক্ষ ছেলে। এই ছেলেরা প্রত্যেকে ১০০ জন মেয়েকে বিয়ে করেন এবং প্রত্যেকে হাতী, বৃষ, দুগ্ধবতী গাভী, মেষ ও ছাগল প্রতিটি জন্তু এক শতটি করে যৌতুক পান। শতবিন্দু এই সব যৌতুক ব্রাহ্মণদের দিয়ে দেন।

শশাঙ্ক—আনু খৃ ৭-ম শতকের প্রথমে। বাঙলাতে দিগ্বিজয়ী রাজা। রাজধানী কর্ণসুবর্ণ। মুর্শিদাবাদ জেলায় রাজবাড়ি ডাঙ্গায় খনন করে এই কর্ণসুবর্ণের সন্ধান পাওয়া গেছে। রাঢ় দেশের এই অঞ্চল তখন গৌড় নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

শশাদ—(১) বিকুক্ষির ছেলে; পুরঞ্জয়ের পিতা।

শাকটায়ন—বৈয়াকরণ। পাণিনি ও যাস্কের আগে। অষ্টাধ্যায়ীতে পূর্বসূরী হিসাবে উল্লিখিত। এঁর গ্রন্থ উণাদি সূত্রপাঠ।

শাকম্ভরী—আদ্যাশক্তির একটি রূপ। শতবর্ষ অনাবৃষ্টি হলে দেবী নিজের দেহ থেকে উৎপন্ন শাক দিয়ে জীবলোককে ভরণ করে ছিলেন। ফলে এই নাম। দ্রঃ দুর্গম।

শাকল—পুরাণে বিখ্যাত নগরী; মদ্রদেশের রাজধানী। একটি মতে বর্তমানের শিয়ালকোট।

শাকল্য—একজন ঋষি। দীর্ঘকাল শিবের আরাধনা করে বেদশাখার সূত্রকার হন। রাজা জনকের এক যজ্ঞের শেষে দান নেওয়া নিয়ে ঋষিদের মধ্যে বিবাদ দেখা দিলে যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে শাকল্যের তর্ক হয়। তর্কে সর্ত ছিল 'যাজ্ঞবল্ক্যের প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে মৃত্যু হবে। পরাজিত শাকল্য মারা যান। শাকল্য বংশে বেদমিত্র বেদের সংহিতাকে পাঁচ ভাগ করে বাৎস্য, মুদ্গল, শালীয, গোমুখ ও শিশির নামে ৫-টি শিষ্যকে পড়ান। অন্য মতে শাকল্য পাঠ করান; এ জন্য শাকল্যের নাম হয় বেদমিত্র বা দেবমিত্র।

শাক্যবংশ—দ্রঃ কপিলাবস্তু।

শাখ—দ্রঃ কার্তিক, বসু-অগ্নি।

শাণ্ডিলী (১) দক্ষের এক মেয়ে; ধর্মের স্ত্রী, সন্তান অনিল (এক জন বসু)। (২) এক জন ব্রাহ্মণী। গরুড়কে এক বার শাপ দিয়েছিলেন। (৩) এক জন দেবী। কেকয় রাজ কন্যা সুমনাকে সতীধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন। (মহা ১৩।১২৪।২)

শাণ্ডিল্য (১) কশ্যপ বংশে মরীচির ছেলে। (২) এক জন মহর্ষি; বিষ্ণুর এক অবৈদিক পূজাবিধি প্রচলিত করার চেষ্টা করেছিলেন। এই পাপে নরক ভোগ করতে হয়। পর জন্মে ভৃগুবংশে জমদগ্নি নামে জন্মান। (৩) নিঃসন্তান রাজা শতানীক ও স্ত্রী বিষ্ণুমতী এক শাণ্ডিল্য মহর্ষির কাছে এসে সন্তান প্রার্থনা করেন। শাণ্ডিল্যের দেওয়া অন্নভোজন করে বিষ্ণুমতীর ছেলে হয় সহস্রানীক। (৪) যুধিষ্ঠিরের সভাসদ; এর মেয়ে এক জন তপস্বিনী। রাজা সমন্যু এক বার এঁকে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য উপহার দিয়েছিলেন। (৫) শিবভক্ত এক রাজা। যৌবনে বহু নারীকে ভোগ করতে থাকেন মহাদেব জানতে পেরে শাপ দিয়ে ১,০০০ বছরের জন্য কচ্ছপে পরিণত করে দেন। (৬) শাণ্ডিল্য গোত্রের প্রবর্তক; এই গোত্রে তিনটি প্রবর শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল। ভক্তি সূত্রের প্রচার কর্তা শাণ্ডিল্য।

শান্ত – বসু আপ-এর ছেলে বৈতণ্ড, শ্রম, শান্ত ও ধ্বনি। অন্য মতে বসু অহঃ-র ছেলে শম, জ্যোতি, মুনি ও শান্ত।

শান্তনু—(১) শন্তনু। কুরু বংশে প্রতীপের ছেলে এবং ভীষ্মের পিতা। পূর্ব জন্মে ছিলেন মহাভিষ (দ্রঃ)। প্রতীপ ও সুনন্দা পুত্র লাভের আশায় তপস্যা করেছিলেন এই সময় ব্রহ্মার শাপে মহাভিষ এসে জন্মান; নাম হয় শান্তনু। যা কিছু স্পর্শ করতেন তাই আবার নবীন হয়ে উঠত বলে এই নাম। অন্য মতে তিন ভাই; বড় দেবাপি, অল্প বয়সে বনে গিয়ে তপস্যা করতেন, এবং ছোট বাহ্লীক। শান্তনু বড় হয়ে রাজা হন; প্রতীপ বনে চলে যান। শান্তনু অত্যন্ত মৃগয়াশীল ছিলেন। একদিন মৃগয়াতে ভাগীরথী তীরে একটি মেয়ের (—গঙ্গা দ্রঃ) সঙ্গে দেখা হয় এবং

এঁকে বিয়ে করেন। বিয়ের সর্ত হয় গঙ্গার কোন কাজে বাধা দিলে গঙ্গা তখনই রাজাকে পরিত্যাগ করবেন। গঙ্গার আটটি ছেলে হয়; ছোট ছেলে দেবব্রত/ভীষ্ম (দ্রঃ)। দেবব্রত বড় হয়ে যুবরাজ হন। এর চার বছর পরে এক দিন যমুনা তীরে বেড়াতে বেড়াতে কস্তুরী গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে এগিয়ে গিয়ে দাসরাজ কন্যা সত্যবতীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। কিন্তু সত্যবতীর পিতা সর্ত করেন দেবব্রত রাজত্ব পাবেন না সত্যবতীর ছেলেকে রাজা করতে হবে। ফলে শান্তনু বিয়ে করতে পারছিলেন না। ভীষ্ম (দ্রঃ) ঘটনাটা জানতে পেরে বিয়ের ব্যবস্থা করে দেন। রাজার অশ্বমেধ ও এক শত রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন। আর্চিক পাহাড়ে তপস্যা করে স্বর্গ লাভ করেন। সত্যবতী শান্তনুর ছেলে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। শান্তনুর পর বিচিত্রবীর্য রাজা হন। (২) অমোঘার স্বামী।

শান্তা—দশরথ কৌশল্যার মেয়ে। সন্তানহীন লোমপাদের (দ্রঃ) কাছে পালিতা। ঋষ্যশৃঙ্গের (দ্রঃ) স্ত্রী।

শান্তি—(১) দক্ষের স্ত্রী প্রসূতি, শান্তি ইত্যাদি ২৪-টি মেয়ে। (২) দুষ্মন্ত বংশে অজমীঢের নাতি: নীলের ছেলে। শান্তির ছেলে সুশান্তি। (৩) চতুর্থ মন্বন্তরে ইন্দ্র। (৪) অঙ্গিরসের ছেলে, অপর নাম শাস্ত্যে; উপরিচর বসুর যজ্ঞ করেছিলেন। (৫) ভূতি মহর্ষির শিষ্য, আশ্রমের সমস্ত দায়িত্ব এঁকে দিয়ে ভূতি একবার যজ্ঞ করতে যান। এই সময়ে এক দিন অগ্নিকে সন্তুষ্ট করে শিষ্য গুরুপুত্র [illegible] চান। এই বর [illegible] বিখ্যাত ছেলে [illegible] সন্তুষ্ট হয়ে শিষ্যকে সাঙ্গবেদ শিক্ষা দেন। (৬) তান্ত্রিক [illegible] একটি [illegible] কোন বিপদের শান্তি হয়। দেবতা বলি।

শান্তিকল্প—[illegible] একটি সংহিতা [illegible] নক্ষত্রকেশ রচিত। দেবতাদের [illegible] অশ্বত্থ [illegible] ইত্যাদি [illegible] দিয়ে [illegible] আলোচিত হয়েছে।

শান্তিদেবা [illegible]

শারদা [illegible]

শারদা—এক [illegible]

শার্ঙ্গ—[illegible] উপহার দেন। [illegible] সমতলা।

শার্দূলী—[illegible] বাঘ ইত্যাদি।

শালকটঙ্কটা [illegible] বা[illegible] মেয়ে। বিদ্যুৎকেশের স্ত্রী, ছেলে সুকেশ।

শালকটঙ্কটী হিড়িম্বা।

শালগ্রাম—[illegible] প্রস্তর খণ্ড। [illegible] বিশেষ। নেপালের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত প্রসিদ্ধ গণ্ডকী নদীতে উৎপন্ন। হিমালয়ের দক্ষিণে গণ্ডকী নদীর উত্তরে দশ যোজন বিস্তীর্ণ মহাক্ষেত্রে বিষ্ণু শালগ্রামে পরিণত হন। এইখানে বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবতা অবস্থান করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত মতে শঙ্খচূড়ের স্ত্রী তুলসী (দ্রঃ) বিষ্ণুকে দয়ামায়া হীন হবার জন্য পৃথিবীতে পাষাণ হয়ে থাকার অভিশাপ দেন। এই শাপ শুনে বিষ্ণু বলেছিলেন তাহলে গণ্ডকীতে তিনি শিলা রূপে থাকবেন এবং বজ্রকীট ও কৃমি সেই শিলায় চক্র রচনা করবে। আর এক মতে সরস্বতী লক্ষ্মীকে তুলসী গাছে পরিণত হবার শাপ দেন। লক্ষ্মী পৃথিবীতে আসছিলেন বিষ্ণু তখন বলেন শাপ শেষ হলে

লক্ষ্মী আবার ফিরে আসবেন এবং সেই সময় লক্ষ্মীর দেহ থেকে গণ্ডকী নদী উৎপন্ন হবে। অন্য মতে শিব ও বিষ্ণুর ঘাম থেকে এই নদীর জন্ম এবং এই নদীর তীরে/গর্ভে শালগ্রাম শিলা হিসাবে বিষ্ণু বাস করেন।

এই শালগ্রাম শিলার গঠন অনুসারে উনিশ প্রকার :-লক্ষ্মীনারায়ণ, লক্ষ্মী জনার্দন, লক্ষ্মী নরসিংহ, রঘুনাথ, রাজরাজেশ্বর, বামন, বলরাম, বাসুদেব, দধিমাধব, দামোদর, অনন্ত, অনিরুদ্ধ, গদাধর, নরসিংহ, প্রদ্যুম্ন, মধুসূদন, শ্রীধর সঙ্কর্ষণ/সুদর্শন, হয়গ্রীব। এই এক এক শ্রেণীর শিলার এক এক রকম মাহাত্ম্য। আগে ব্রাহ্মণদের ঘরে থাকত। বর্তমানে বিবাহাদি অনুষ্ঠানে পুরোহিত নিয়ে আসেন।

শালঙ্কায়ন—বিশ্বামিত্রের ছেলে (মহা ১৩।১।৫১)।

শালিবাহন—প্রাচীন হিন্দু রাজা। প্রচলিত আছে শকদের পরাজিত করে একটি অব্দ প্রচলন করেন। দিগ্‌বিজয়ী সম্রাট। অন্য মতে শাতবহন অপভ্রংশ শালিবাহন।

শালিবাহন—অশ্বশাস্ত্রে পণ্ডিত একজন মুনি। ব্যাস একবার এঁর আশ্রমে কিছু দিন এসেছিলেন। এঁর তপোবনে/আশ্রমে কালজয়ী একটি বৃক্ষ ছিল। এখানে পুষ্করিণীর জল পান করলে ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারিত হত। পাণ্ডবেরা এই আশ্রমে এক বার এসেছিলেন।

শালিসিরস্—কৃশাশ্ব ও মুনির সন্তান; একজন দানব।

শাল্ব—(১) দানব বৃষপর্বার ছোট ভাই অজক; পরে শাল্ব নামে জন্মান। কাশীরাজের তিন মেয়ের স্বয়ংবর সভাতে ছিলেন; এবং অম্বা এঁকে মনে মনে বরণ করে ছিলেন। ভীষ্ম অম্বাকে (দের) নিয়ে গেলেও ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। দ্রৌপদীর বিয়েতে ও যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ে উপস্থিত ছিলেন। সৌভ নগরের রাজা। শিশুপালের সখা। শিশুপালের মৃত্যুতে প্রতিজ্ঞা করেন পৃথিবী যাদব শূন্য করবেন এবং দ্বারকা আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের শেষে দ্বারকায় ফিরে কৃষ্ণ এঁকে শাস্তি দিতে যান। শাল্ব তখন সমুদ্রের ওপরে তাঁর সৌভ বিমানে দানব ও অসুরদের সঙ্গে অবস্থান করছিলেন। বহু মায়া যুদ্ধের পর সুদর্শন চক্রে সৌভ বিমান ও শাল্ব ধ্বংস হন। (২) কৌরব পক্ষে এক জন ম্লেচ্ছরাজ। কুরুক্ষেত্রে শল্য বধের পর দুর্যোধনের এক বিরাট হাতীতে (ঐরাবত বংশের হাতী) চড়ে পাণ্ডব সৈন্য ধ্বংস করতে থাকেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন এঁকে হাতী সমেত নিহত করেন। অন্য মতে ধৃষ্টদ্যুম্ন এঁর হাতীকে এবং সাত্যকি শাল্বকে নিহত করেন। (৩) ব্যুষিতাশ্ব মারা যাবার পর স্ত্রী ভদ্রার শাল্ব নামে তিন জন ও মদ্র নামে চার জন ছেলে হয়। এই শাল্বেরা শাল্ব দেশের রাজা। জরাসন্ধের ভয়ে এই শাল্ব-দেশ থেকে বহু লোকে দক্ষিণ দিকে পালিয়ে যায়। সাবিত্রীর স্বামী সত্যবান শাল্ব দেশের লোক। (৪ কুশধ্বজের সমসাময়িক এক রাজা যজ্ঞ করার জন্য কুশধ্বজের কাছে কিছু অর্থ চেয়েও পান নি। (৫) এক সুপুরুষ শাল্বকে দেখে রেণুকা মুগ্ধ হয়ে পড়েন ফলে পরশুরামের (পঃ) হাতে রেণুকার মৃত্যু হয়।

শাল্মল--কুরুর ছেলে অবিক্ষিৎ, অবিক্ষিতের ছেলে শাল্মল। দ্রঃ শবলাশ্ব।

শাল্মলীদ্বীপ- সপ্তদ্বীপের একটি। প্লক্ষদ্বীপের দ্বিগুণ। চারদিকে সুরা অন্য মতে ইক্ষুরস সাগর। এর সীমানাতে সাতটি পর্বত; পর্বতগুলিতে নানা মণিরত্ন পাওয়া

যায়। এখানে সাতটি নদী যোনি, তোয়া, বিতৃষ্ণা, চন্দ্রা, মুক্তা, বিমোচনী, নিবৃত্তি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চারটি জাতি এখানে বাস করে; এখানে এরা কপিল, অরুণ, পীত ও কৃষ্ণ নামে পরিচিত। লোকেরা এখানে বায়ুমূর্তি বিষ্ণুকে পূজা করে। এখানে একটি শাল্মলী গাছ আছে; সমস্ত মানসিক শান্তি দান করে।

শাস্তা—মহাদেব ও বিষ্ণুরূপী মোহিনীর ছেলে। অসুর শূরপদ্মের সময় ইন্দ্র যখন যুদ্ধ করতে যান তখন শাস্তা শচীদেবীর রক্ষা কাজে নিযুক্ত ছিলেন। শাস্তার স্ত্রী পুরাণা ও পুষ্কলা।

শাহ্জিকিঢেরি—পেশোয়ারে। এখানে কনিষ্কের সমসাময়িক একটি স্তূপ থেকে একটি ধাতু মঞ্জুষা পাওয়া গেছে। এই অঞ্চলে তখ্‌ৎ-ই-বাহি, সহর-ই-বহলোল ও জামাল-গড়ি উল্লেখযোগ্য। এই সব স্থানেও স্তূপ ও বিহার ছিল। তখ্‌ৎ-ই-বাহি'তে স্তূপ প্রাঙ্গণের চারদিকে ধাপে ধাপে উন্নীত খিলানের ছাদ বিশিষ্ট অনেকগুলি ছোট ছোট কক্ষ পাওয়া গেছে।

শিক্ষা—বৈদিক যুগে প্রধানত বর্ণাশ্রমই ভারতে সমাজের ভিত্তি ছিল। ব্রাহ্মণদের মধ্যেই শিক্ষার বহুল প্রচলন ছিল। গুরু নিজের ঘরে আশ্রমে ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। শিক্ষণীয় বিষয় ছিল দু রকম:-পরা বিদ্যা (পরলোক ব্রহ্মতত্ত্ব) ও অপরা বিদ্যা (ভাষা, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ ইত্যাদি ইহলৌকিক বিদ্যা)। পরা বিদ্যার চর্চাই সমধিক ছিল; ভারতীয় দৃষ্টি ভঙ্গিকে প্রতিমুহূর্তে প্রভাবিত করে রেখেছিল। শিক্ষা গ্রহণের নির্দিষ্ট কাল ছিল না। যে যত দিন পারত গুরু গৃহে থেকে শিক্ষা লাভ করত। শিক্ষা শেষে গৃহে ফিরে আসত। শিষ্যেরা সাধারণত ব্রাহ্মণ এবং কদাচিৎ ক্ষত্রিয়। সকলেই যে শিক্ষা শেষ করতেন মনে হয় না। বৌদ্ধযুগে শিক্ষা ব্রাহ্মণের হাত থেকে বার হয়ে গিয়ে ভিক্ষুদের হাতে ছড়িয়ে পড়ে। বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ভারতের বাইরে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হতে থাকার ফলে বড় বৌদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্র (যেমন তক্ষশিলা, নালন্দা, বিক্রমশিলা, ওদন্তপুরী মহাবিহার) আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করেছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে আবার ব্রাহ্মণদের আশ্রম পাঠশালা মাথা তুলে উঠতে থাকে। ছাত্রেরা ছিল ক্রীতদাসকল্প।

শিখণ্ডিনী—পৃথুর ছেলে অন্তর্ধান ও বাদী। অন্তর্ধানের স্ত্রী শিখণ্ডিনী, ছেলে হবির্ধান।

শিখণ্ডী পূর্বজন্মে কাশী রাজকন্যা অম্বা (দ্রঃ)। সন্তানহীন দ্রুপদ মহাদেবের তপস্যা করলে দ্রুপদের একটি মেয়ে হয়। মহাদেবের বর ছিল মেয়েটি পরে ছেলে হয়ে যাবে। রাজা এই জন্য মেয়েকে ছেলের মতই জাতকর্ম করে ছেলে হয়েছে বলে প্রচার করেন এবং নাম রাখেন শিখণ্ডী। মহাদেবের বরের কথা স্মরণ রেখে শিখণ্ডীকে দশার্ণরাজ হিরণ্যবর্মার/হিরণ্যবর্ণের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেন। মেয়ের কাছে জামাতার অবস্থা জানতে পেরে দ্রুপদের সঙ্গে ইনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। শিখণ্ডী নিজেকে যুদ্ধের জন্য দায়ী মনে করে অনুতাপে বনে চলে যান বা বনে দেহত্যাগ করতে যান। এই বনে কুবেরের অনুচর স্থূণাকর্ণ নামে এক যক্ষ বাস করতেন। শিখণ্ডীর কাছে সব শুনে যক্ষ নিজের পুরুষত্ব দিয়ে শিখণ্ডীর নারীত্ব গ্রহণ করেন। কথা ছিল যুদ্ধে দ্রুপদকে সাহায্য করে ফিরে গিয়ে অন্য মতে হিরণ্যবর্মা মারা গেলে এই পুরুষত্বকে ফিরিয়ে দেবেন। এর

পর কুবের আসেন কিন্তু স্থূণাকর্ণ লজ্জায় তাঁকে অভ্যর্থনা করতে বার হন না। কুবের সব জানতে পারেন এবং শাপ দেন যে চির দিনই সে নারী হয়ে থাকবে এবং শিখণ্ডী পুরুষই থাকবে। কিন্তু পরে করুণা করে বর দেন শিখণ্ডীর মৃত্যুর পর আবার পুরুষত্ব ফিরে পাবে। শিখণ্ডীর মৃত্যুর পর স্থূণাকর্ণ আবার পুরুষ হয়েছিলেন। দ্রোণের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখে রথীশ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠেন। অভিমন্যুর বিয়েতে ছিলেন। কুরুক্ষেত্রে অশ্বত্থামা, শল্য, ভীষ্ম, ভূরিশ্রবা, কর্ণ, বাহ্লীক, কৃতবর্মা ও কৃপের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। কৃতবর্মা, কৃপাচার্য ও কর্ণের হাতে পরাজিত হন। ভীষ্ম শিখণ্ডীর ধারে-পাওয়া পুরুষত্বের কথা জানতেন। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ছিল স্ত্রীলোক, ক্লীব, অঙ্গহীন ইত্যাদির সামনে অস্ত্র ধারণ করবেন না। এই প্রতিজ্ঞার সুযোগ নেবার জন্য অর্জুন শিখণ্ডীকে সামনে রেখে যুদ্ধ করতে থাকেন; ফলে ভীষ্ম অস্ত্র ত্যাগ করেন। শিখণ্ডী ভীষ্মকে নয়টি তীক্ষ্ণ বাণ মেরেছিলেন এবং ভীষ্মের শরশয্যার কারণ হন।

শিখিধ্বজ—৭ম মন্বন্তরে দ্বাপরে মালবের রাজা। সৌরাষ্ট্ররাজের মেয়ে চূড়াল এঁর স্ত্রী। এঁরা প্রসাদে বসেই জ্ঞানযজ্ঞ আরম্ভ করেন এবং চূড়াল প্রথমে সিদ্ধি লাভ করেন। রাজা ব্যর্থ হয়ে বনে গিয়ে তপস্যা করতে থাকেন। স্ত্রী বোঝান প্রাসাদেও সিদ্ধিলাভ সম্ভব; কিন্তু রাজা শোনেন না। পরে চূড়াল এক দিন ব্রাহ্মণ বালক বেশে গিয়ে দেখা করেন; বালকের পা মাটিতে স্পর্শ করছে না দেখে রাজা বালককে কোন দেবতা হবে মনে করেন। পর ক্ষণেই চূড়াল নিজের মূর্তি ধারণ করলে রাজা প্রাসাদে ফিরে এসে তপস্যা করতে সম্মত হন।

শিগ্রু—ঋক্‌বেদে সুদাসের বিরুদ্ধে দাশরাজ্ঞ যুদ্ধে পরাজিত হন।

শিনি—যদু বংশে এক রাজা। কংসের পিতৃব্য। দেবকীকে বিবাহ সভা থেকে বসুদেবের জন্য ইনি কেড়ে নিয়ে আসেন। সোমদত্ত (দ্রঃ) বাধা দিতে এলে এঁর কাছে পদাঘাত খান। শিনির ছেলে সত্যক; সত্যকের ছেলে সাত্যকি।

শিব—মহাদেবের (দ্রঃ) আর এক নাম। দেবতারা শিবের জন্য দক্ষ যজ্ঞের পর যজ্ঞ ভাগ ঠিক করে দেন (মহা ১৩।১৪৫।২২)।

শিবপূজা—বৈদিক অবৈদিক, সাত্ত্বিক এবং অন্য প্রকার পূজা ও প্রচলিত আছে। বিগ্রহ হিসাবে শিবলিঙ্গ ব্যবহার হয়। শিবলিঙ্গ দু রকম স্থাণু ও অস্থাণু/সাময়িক। স্থাণু অর্থে স্বতঃ দেখা দিয়েছে বা মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। সাময়িক অর্থে মাটি ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করে নেওয়া হয়। শালগ্রাম শিলার মত বহু ধরণের লিঙ্গ রয়েছে। বিগ্রহমূর্তি হিসাবে আশীর্বাদ দিচ্ছেন বা নৃত্যরত বা অন্য মূর্তিও রয়েছে। আগম শাস্ত্রে এই সব মূর্তির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

শিববাহন—কামধেনুদের দুধে ক্ষীরসমুদ্র তৈরি হতে ঢেউ এসে শিব ভূমিতে আছড়ে পড়তে থাকে। মহাদেব তখন তাঁর তৃতীয় নেত্রে এই গরুগুলির দিকে চাইলে এগুলি বিভিন্ন রঙের হয়ে যায় এবং চন্দ্রের কাছে গিয়ে আশ্রয় নেয়। শিবের দৃষ্টি এখানেও এসে উপস্থিত হয়। প্রজাপতিরা তখন শিবকে শান্ত করে বাহন হিসাবে একটি বৃষ দান করেন।

শিবরাত্রি—(১) বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে এই দিন ব্রহ্মা জন্মান। ব্রহ্মা তারপর বিষ্ণুকে জানতে চান তিনি কে। বিষ্ণু বলেন তিনি ব্রহ্মার পিতা। উত্তরে ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হন না।

শেষ অবধি দুজনে হাতাহাতি আরম্ভ হয়। ব্রহ্মা তখন ব্রহ্মাস্ত্র এবং বিষ্ণু পাশুপত অস্ত্র নিক্ষেপ করেন; ভীষণ একটা কিছু ঘটে যাচ্ছিল কিন্তু মাঝখানে মহাদেব/শিবলিঙ্গ দেখা দেয়। ব্রহ্মা তখন ওপর দিকে এবং বিষ্ণু নীচের দিকে এই শিবলিঙ্গের আদি বা অন্ত খুঁজতে যান কিন্তু কোন সীমা পান না। শিব পাশুপত অস্ত্র নিজে গ্রহণ করেন। শিব তার পর নির্দেশ দেন এই দিনটি অর্থাৎ শিবচতুর্দশী সকলে যেন পালন করেন। আর এক কাহিনীতে আছে রাজা কুঞ্জরের এক ব্রাহ্মণ অমাত্যের সুকুমার নামে একটি ছেলে হয়। ছেলে বড় হয়ে নীতিহীন হয়ে ওঠে এবং এক চণ্ডাল কন্যাকে বিয়ে করে। সাত বছরে পাঁচটি মেয়ে ও দুটি ছেলে হয়। সুকুমার এই মেয়েদের ও বিয়ে করেন। এর পর এক দিন স্ত্রীর জন্য একটি ফুল সন্ধান করতে এক শিব মন্দিরে এসে এখানে শিব চতুর্দশীর অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে শিবলোক প্রাপ্ত হন।

শিবলিঙ্গ—(১) সতীর দেহত্যাগের পর কামদেবের বাণে মহাদেব জর্জরিত হয়ে উঠেছিলেন। শেষ পর্যন্ত দারুবনে গিয়ে আশ্রয় নেন। এখানে মহর্ষিরা বাস করতেন। ভিখারীর বেশে শিব এদের কাছে এসে ভিক্ষা চাইতে থাকেন। মহর্ষিরা নিরুত্তর থাকেন কিন্তু অরুন্ধতী বাদে ঋষি পত্নীরা মহাদেবকে দেখে কামার্ত হয়ে পড়েন। মহর্ষিরা তখন ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং ভৃগু ও অঙ্গিরা শাপ দেন ফলে মহাদেবের লিঙ্গ খসে পড়ে যায়। সারা ব্রহ্মাণ্ড কেঁপে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ছুটে আসেন এবং বিষ্ণু গরুড়ে চড়ে পাতালে এবং ব্রহ্মা হংসের পিঠে আকাশে উঠে যান কিন্তু এই লিঙ্গের আদি বা অন্ত কেউ দেখতে পান না। এঁরা তখন শিবের স্তব করতে থাকেন। শিব দেখা দিলে এঁরা শিবকে তাঁর লিঙ্গ গ্রহণ করতে বলেন। মহাদেব সর্ত করেন সকলকে এই লিঙ্গ পূজা করতে হবে এবং তারপর নিজের লিঙ্গ গ্রহণ করেন। আর একটি কাহিনীতে আছে বালখিল্যেরা এক হাজার দিব্য বছর ধরে শিবের আরাধনা করতে থাকেন কিন্তু তবু মহাদেব দেখা দেন না। পার্বতীর দয়া হয় মহাদেবকে অনুরোধ করেন। মহাদেব তখন জানান এরা কাম ও লোভে পরিপূর্ণ অধার্মিক ইত্যাদি। এবং প্রমাণ দেখাবার জন্য গলাতে বনমালা পরে নগ্ন দেহে বালখিল্যদের কাছে গিয়ে ভিক্ষা চান। বালখিল্যদের স্ত্রীরা শিবকে ভিক্ষা দিলে তার পর শিবের পরিচয় ইত্যাদি জানতে চান। শিব জানান সকলের সামনে তিনি কিছু বলতে পারবেন না। এদিকে এঁরা এত কামার্ত হয়ে পড়েন যে শিবকে সকলে মিলে জড়িয়ে ধরে টানাটানি করতে থাকেন। বালখিল্যেরা এই দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে লাঠি দিয়ে মারতে মারতে শিবের লিঙ্গ ছিন্ন করে দেন। শিব অন্তর্হিত হয়ে যান। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে ওঠে; বালখিল্যেরা ভয় পেয়ে ব্রহ্মার শরণ নেন। ব্রহ্মা এঁদের অজ্ঞতায় বিরক্ত হয়ে ওঠেন এবং বলে দেন ক্রোধ ত্যাগ করে শিবকে সন্তুষ্ট করতে। এদের স্তবে শিব সন্তুষ্ট হয়ে বলে দেন এই শিবলিঙ্গ যেন সকলে পূজা করে; সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি পাবে এবং সমস্ত কাম্য ফল পাবে। বালখিল্যেরা তারপর শিবলিঙ্গটিকে মন্দিরে স্থাপনের চেষ্টা করেন কিন্তু তুলতে পারেন না। মহাদেব নিজে তখন হাতীর রূপ ধরে এসে এটিকে মন্দিরে স্থাপন করে দিয়ে যান। আর একটি কাহিনীতে আছে সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা শিবকে সৃষ্টির কাজ দেন। মহাদেব ক্ষমতা অর্জনের জন্য

জলের নীচে গিয়ে তপস্যা করতে থাকেন। বহু যুগ কেটে যায় ; শিবকে না দেখতে পেয়ে ব্রহ্মা তখন প্রজাপতিদের সৃষ্টি করেন এবং এঁরা সৃষ্টি করতে থাকেন। ইতিমধ্যে মহাদেব সৃষ্টির ক্ষমতা অর্জন করে জল থেকে বার হয়ে এসে সৃষ্টি হয়ে গেছে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে নিজের লিঙ্গ ছিঁড়ে ফেলে দেন। এই সময় দেবতারা শিব লিঙ্গ পূজা করতে থাকেন। এই সমস্ত কাহিনীগুলি থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় পুরাণে এমন কি মহাভারতেও বহু অধ্যায় সম্পূর্ণ সৌতি (গাড়োয়ানি) কাহিনী।

শিবশর্মা—দ্বারকাতে শাস্ত্রজ্ঞ এক জন ব্রাহ্মণ ; স্ত্রী গুণবতী এবং পাঁচটি পিতৃভক্ত ছেলে যজ্ঞশর্মা, বেদশর্মা, ধর্মশর্মা, বিষ্ণুশর্মা ও সোমশর্মা। শিবের কৃপায় শিবশর্মা সব রকম সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ছেলেদের পিতৃভক্তি পরীক্ষার জন্য এক দিন তিনি মায়াজাল সৃষ্টি করে দেখান গুণবতী মারা গেল ; এবং যজ্ঞ শর্মাকে বলেন মায়ের মৃত দেহ টুকরো টুকরো করে ফেলে দিতে। যজ্ঞশর্মা পিতার নির্দেশ যথাযথ পালন করেন। এর পর দ্বিতীয় পুত্র বেদশর্মাকে বলেন একটি সুন্দরী নারীর জন্য তিনি লালায়িত। মায়াতে সৃষ্টি করা এই মেয়েটিকে নিয়ে আসতে বলেন। বেদশর্মা আনতে যান কিন্তু কিন্তু মেয়েটি বৃদ্ধ শিবশর্মাকে বিয়ে করতে রাজি হন না। বেদশর্মাকে বরং বিয়ে করতে চান। বেদশর্মা কিছুতেই সম্মত হন না তখন মেয়েটি বলে বেদশর্মা যদি নিজের হাতে নিজের মাথা কাটতে পারে তাহলে বৃদ্ধকে সে বিয়ে করতে পারে। বেদশর্মা তখন নিজের মাথা কেটে ফেলেন ; সুন্দরী এই মেয়েটি কাটা মাথাটি নিয়ে শিবশর্মাকে গিয়ে সব ঘটনা জানান। অন্য ভাইরা এই ঘটনা দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। শিবশর্মা তখন তৃতীয় পুত্র ধর্মশর্মাকে এই মাথাটি নিতে বলেন। ধর্মশর্মা মাথাটি নিয়ে ধর্মের কাছে প্রার্থনা করলে ধর্ম এসে বেদশর্মাকে জীবিত করে দেন। ভাইকে এই ভাবে পুনর্জীবিত করে তুলেছে দেখে শিবশর্মা অত্যন্ত আনন্দিত হন কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করেন না। এর পর চতুর্থ পুত্র বিষ্ণুশর্মাকে স্বর্গ থেকে অমৃত আনতে বলেন ; যৌবন ফিরে পেতে চান না হলে এই সুন্দরী তরুণী স্ত্রী বশে থাকবে না। বিষ্ণুশর্মা নিজের তপোবলে তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রলোকে গিয়ে উপস্থিত হন এবং ইন্দ্রের সমস্ত বিরোধিতা চুরমার করে দিয়ে অমৃত নিয়ে আসেন। সন্তুষ্ট হয়ে শিবশর্মা বর দিতে চান, বিষ্ণুশর্মা তখন নিজের মাকে জীবিত করে দিতে বলেন। এর পর শিবশর্মা প্রথম চার ছেলেকে বিষ্ণুলোকে পাঠিয়ে দেন এবং পঞ্চম ছেলেকে অমৃত পাত্র রক্ষার ভার দিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে তীর্থে বার হয়ে যান। তীর্থ থেকে ফেরার সময় মায়াতে দু জনে কুষ্ঠরোগী সেজে আসেন। সোমশর্মা এঁদের অবস্থা দেখে অত্যন্ত কষ্ট পান এবং প্রাণপণে পিতামাতার সেবা করতে থাকেন। শিবশর্মার দুর্ব্যবহারও হাসিমুখে সহ্য করে যান। এই ভাবে একশ বছর কেটে যায়। শিবশর্মা তার পর এক দিন মায়াতে অমৃত সরিয়ে ফেলেন। সোমশর্মা শূন্যপাত্র দেখে বিব্রত হয়ে পড়েন কিন্তু পরমুহূর্তে পিতার কাছে পাত্রটি এনে বলেন তিনি যদি সর্বান্তকরণে গুরুজনদের সেবা করে থাকেন এবং যদি ঠিক মত তপস্যা করে থাকেন তাহলে এই অমৃতপাত্র যেন ভরে ওঠে। এই সোমশর্মা পরে হিরণ্যকশিপুর ছেলে প্রহ্লাদ হয়ে জন্মান।

শিবা—(১) অঙ্গিরসের স্ত্রী ; অগ্নির (দ্রঃ) সঙ্গে এক রাত্রি কাটান তারপর শ্যেনের রূপ ধরে পালিয়ে যান। (২) অনিল নামে বসুর স্ত্রী ; ছেলে মনোজব ও অবিজ্ঞাতগতি।

(৩) পুরাণে একটি নদী।

শিবানী—শিবের শক্তি (দ্রঃ) ; এঁর বাহুতে সর্পবলয় ; কপালে অর্দ্ধচন্দ্র, হাতে ত্রিশূল, বাহন বৃষভ। শুম্ভকে বধ করার সময় ইনি কালিকাকে সাহায্য করেছিলেন।

শিবি—(১) সংহ্লাদের ছেলে আয়ুষ্মান, শিবি ও বাস্কল। মহাভারত মতে হিরণ্যকশিপুর ছেলে ; ইনিই পরে রাজা ক্রম হয়ে জন্মান। (২) প্রহ্লাদের ভাই অনুহ্লাদের ছেলে ; (৩) অন্য মতে প্রহ্লাদের ছেলে। (৪) মাধবী ও বিশ্বামিত্রের ছেলে। যযাতি স্বর্গচ্যুত হলে ইনি নিজের তপোবলে যযাতিকে আবার স্বর্গে পাঠাতে চান। (৫) তামস মন্বন্তরে ইন্দ্র ; এক শত যজ্ঞ করে ইন্দ্রত্ব পান। (৬) এক জন রাজর্ষি :- যযাতি (১)-কালনর (৪)-সৃঞ্জয় (৫)-উশীনর (৬)-শিবি(৭)। (৭) শিবি একটি দেশ ; এই দেশের রাজাদেরও শিবি বলা হয়েছে। শান্তনুর মা সুনন্দা এই দেশের মেয়ে। যুধিষ্ঠিরের শ্বশুর গোবাসন এই দেশের রাজা। এই দেশের লোকেরা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে এসেছিল। রাজা উশীনর এখানে রাজত্ব করতেন। জয়দ্রথের সময় দেশটি জয়দ্রথের প্রভাবাধীন ছিল এবং এই দেশ আগত সৈন্যরা জয়দ্রথের অধীনে যুদ্ধ করে ; অর্জুনের হাতে এরা নিহত হয়। কর্ণ এক বার দেশটিকে পরাজিত করেছিলেন। এখানে প্রজাগণ অজ্ঞ ও অশিক্ষিত।

উশীনর বংশে বা উশীনর পুত্র শিবি নামে অনেকগুলি কাহিনী আছে। উশীনর বংশে শিবি নামে এক রাজা দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে ছিলেন ; কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব পক্ষে ছিলেন এবং দ্রোণের হাতে মৃত্যু হয়। এঁর ছেলে ভদ্র, সুবীর, কেকয় ও বৃষদর্ভ। আর এক কাহিনীতে আছে কুরু বংশে রাজা সুহোত্র ফিরছিলেন পথে শিবির সঙ্গে দেখা হয় ; দু জনে দু জনকে যথোচিত অভিবাদন করেন কিন্তু কেউই কাউকে পথ ছেড়ে দিতে চান না। দু জনে পথ আটকে দাঁড়িয়ে থাকেন। এই সময়ে নারদ সেখানে আসেন এবং বোঝান দুজনে সমান হতে পারেন কিন্তু যিনি মহত্তর হবেন তিনি পথ ছেড়ে দেবেন এবং সুহোত্র তখন শিবিকে প্রদক্ষিণ করে পথ ছেড়ে দেন। একটি কাহিনীতে আছে শিবি বা উশীনরের (দ্রঃ) দানশীলতা পরীক্ষার জন্য অগ্নি কপোত বেশে এবং ইন্দ্র শ্যেন রূপে এসেছিলেন। আর একটি কাহিনী আছে বিধাতা এক দিন ব্রাহ্মণ বেশে এসে শিবির ছেলে বৃহৎগদভের মাংস ও অন্ন খেতে চান। রান্নার ব্যবস্থা করতে বলে যান। শিবি রান্না করে মাংসের পাত্র মাথায় নিয়ে ব্রাহ্মণের খোঁজ করতে থাকেন এবং দেখেন ব্রাহ্মণ রাজপ্রাসাদ ইত্যাদিতে আগুন লাগাচ্ছেন। রাজা তবু বিরক্ত হন না ; ব্রাহ্মণকে খেতে দেন ; ব্রাহ্মণ নিজে না খেয়ে রাজাকে সেই মাংস খেতে বলেন এবং রাজা ব্রাহ্মণের নির্দেশ হাসি মুখে পালন করতে যান। ব্রাহ্মণ তখন শিবিকে নিবারণ করে অন্তর্হিত হয়ে যান এবং শিবির পুত্রও জীবিত হয়ে ওঠে। আর এক জন শিবি ইন্দ্রকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং মৎস্য দেশে দ্রোণ ও অর্জুনের গরুচুরির যুদ্ধ দেখতে ইন্দ্রের সঙ্গে এসেছিলেন। একটি কাহিনীতে শিবি নিজের ছেলেকেও ব্রাহ্মণদের দান করে দেন। যাদবরা এক জন শিবিকে একটি তরবারি দান করেছিলেন। দ্রঃ বসুমনা।

শিরীষী—বিশ্বামিত্রের বেদজ্ঞ এক ছেলে (মহা ১৩।৪।৫৭)।

শিলা—মরীচির স্ত্রী। ধর্মর্ষির মেয়ে। মরীচির অভিশাপে গয়াতে মন্দিরে পাথরে

পরিণত হন।

শিলাযূপ—বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মবাদী এক ছেলে।

শিশির—সোম নামে বসু ও স্ত্রী মনোহরার ছেলে বর্চস্, প্রাণ, রমণ ও শিশির।

শিলাদ—এক ধার্মিক ঋষি। শিবলোক থেকে ফেরবার পথে পিতৃগণকে নরকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখেন। শিলাদ বিয়ে করেন নি। শিলাদকে এঁরা পুত্র লাভের জন্য মহাদেবের আরাধনা করতে বলেন।

তপস্যায় সন্তুষ্ট করে শিলাদ এক অযোনিজ পুত্র চান। এর পর যজ্ঞভূমি কর্ষণ করতে গিয়ে লাঙ্গলে এক পরম তেজস্বী শিশু পান। নাম রাখেন নন্দী। নন্দীর সাত বছর বয়সে মিত্র ও বরুণ নামে দু জন তপস্বী আসেন এবং শিলাদের পরিচর্যায় সন্তুষ্ট হয়ে বলে যান আট বছর মাত্র নন্দীর আয়ু। শিলাদের কাছে এ কথা জানতে পেরে নন্দী মহাদেবের আরাধনা করে জরা মৃত্যু রক্ষিত হয়ে ছিলেন।

শিশুনাগ—কয়েকটি পুরাণে রয়েছে। মগধের বিখ্যাত রাজা; একটি প্রসিদ্ধ রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশে বিম্বিসার ও অজাতশত্রু জন্মান অবশ্য আর এক মতে বিম্বিসার হর্যঙ্ক বংশীয়। পুরাণ মতে শিশুনাগ বংশে মোট দশজন রাজা ৩৬০ (অন্য মতে ১৬৩) বৎসর রাজত্ব করেন। এই পুরাণ অনুসারে খৃ-পূ ৪২৫ পর্যন্ত এঁদের রাজত্ব। বিম্বিসার অঙ্গদেশ ইত্যাদি জয় করে বিশাল রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। অজাতশত্রু লিচ্ছবি রাজ্য জয় করেন। পরে এরা পাটলিপুত্রে রাজধানী নিয়ে যান। প্রদ্যোৎ বংশের নন্দিবর্দ্ধনকে পরাজিত করে এই শিশুনাগ নিজের বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। শিশুনাগ-কাকবর্দ্ধন ক্ষেত্রধর্মা-ক্ষেমজিৎ-বিন্ধ্যসেন-ভূমিমিত্র-অজাতশত্রু-বংশক-উদাসী-নন্দিবর্দ্ধন-মহানন্দী।

শিশুপাল—বৃষ্ণি বংশে চেদিরাজ। দমঘোষ ও স্ত্রী শ্রুতশ্রবার (=কৃষ্ণের পিসি) ছেলে। জরাসন্ধের কাছে পালিত। বিষ্ণু পুরাণে (দ্রঃ জয় বিজয়) ইনিই হিরণ্যকশিপু ও পরে রাবণ; বিষ্ণুর বিরোধিতা করার জন্যই জন্ম। তিন চোখ ও চার হাত নিয়ে জন্মান এবং জন্মেই গাধার মত চিৎকার করেছিলেন। পিতামাতা ত্যাগ করতে চান কিন্তু অশরীরীবাণী হয় এক দিন পরাক্রান্ত রাজা হবে এবং একে যে হত্যা করবে সেও জন্মেছেন। শ্রুতশ্রবা প্রশ্ন করলে দৈববাণী আরো জানায় যাঁকে দেখে তৃতীয় চোখ মুছে যাবে এবং যার কোলে উঠলে অতিরিক্ত হাত খসে যাবে তাঁর হাতে এর মৃত্যু। বহু লোকে দেখতে আসেন। এক দিন কৃষ্ণ বলরাম আসেন। কৃষ্ণকে দেখেই তৃতীয় চোখ মুছে যায় ইত্যাদি। শ্রুতশ্রবা তখন কাতর হয়ে অনুনয় করেন এবং কৃষ্ণ কথা দেন এর এক শত পর্যন্ত অপরাধ ক্ষমা করবেন। জন্ম থেকে কৃষ্ণ বিদ্বেষী; পরে দুর্যোধনের বন্ধু। কৃষ্ণের অনুপস্থিতে ইনি দ্বারকা অবরোধ করেছিলেন। বভ্রুর স্ত্রীকে অপহরণ করেছিলেন। ভীষ্মকের মেয়ে রুক্মিণীকে বিয়ে করতে চেষ্টা করে ছিলেন। ফলে শত্রুতা বাড়তেই থাকে। বসুদেবের যজ্ঞের ঘোড়া চুরি করেছিলেন। নিজের কাকা বিশালের মেয়েকেও চুরি করেন। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে ধনুতে গুণ দিতে গিয়ে মাটিতে পড়ে যান। জরাসন্ধের সেনাপতি হন। রাজসূয় যজ্ঞে ভীমের হাতে কর দিয়েছিলেন; ভীম এখানে ত্রিদশাঃ ক্ষপাঃ থেকে যান। এই যজ্ঞে কৃষ্ণকে প্রথম অর্ঘ্য দেওয়ার জন্য ভীষ্ম মত দিলে ভীষ্ম ও কৃষ্ণকে অপমান করেন। কৃষ্ণের

গণনায় একশ অপরাধ পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কৃষ্ণ এই সভাতেই সুদর্শনে শিশুপালকে নিহত করেন। তার পর যজ্ঞ স্থলেই শিশুপালের ছেলেকে পাণ্ডবরা রাজ্যে অভিষিক্ত করে দেন (মহা ২।৪২।৩১)।

শিশুপালগড়—ভুবনেশ্বরের কাছে। এই গড়ে প্রতিরক্ষা প্রাচীর চারকোণা ; প্রতি দিকে দুটি করে দরজা ছিল। মাটি দিয়ে তৈরি প্রাচীর ; দুটি পিঠ পোড়া ইঁট দিয়ে বেষ্টিত। রীতিমত সুরক্ষিত নগরী ছিল মনে হয়। নগরের মধ্যগত সন্নিবেশ ও রীতিবদ্ধ ছিল। কালো লাল মৃৎপাত্রের ওপর স্তরে রুলেট যুক্ত মৃৎপাত্র এবং এর ওপরের স্তরে পুরীকুষাণ মুদ্রা পাওয়া গেছে। খৃ-পূ ৪ শতক থেকে খৃ ৪ শতক আয়ু মনে হয়।

শিশুমার—(১) এই নামের জলজন্তুর আকারের একটি নক্ষত্র গুচ্ছ। এর হৃদয়ে বিষ্ণু এবং লেজে ধ্রুবতারা। শিশুমারকে দেখলে দিনের সব পাপ ক্ষয় হয়। (২) এক জন ঋষি জলে কুমীর হয়ে থাকতেন। সমস্ত ঋষিরা একবার ইন্দ্রের স্তব করতে থাকলে ইনি চুপ করে থাকেন। ইন্দ্র তখন এঁকে স্তব করতে বলেন। ইনি জানান তাঁর সময় নেই এবং বলেন জল ছুঁড়ে দিতে যেটুকু সময় লাগে সেই সময়টুকু তিনি স্তব করতে পারেন। ইন্দ্রের নামে একটি সাম রচনা করেছিলেন।

শিষ্টি-ধ্রুবের স্ত্রী শম্ভু, অন্য মতে ধন্যা ; ছেলে শিষ্ট/শিষ্টি ও ভব্য। শিষ্টের স্ত্রী সুচ্ছায় অগ্নির মেয়ে ; ছেলে রিপু, রিপুঞ্জয়, বিপ্র, বৃকল ও বৃকতেজস্। অন্য মতে চার ছেলে :-রুপ, রিপুঞ্জয় বৃত্ত ও বৃক। রিপুর স্ত্রী বৃহতী ছেলে চক্ষুষ। চক্ষুষের স্ত্রী বীরণ প্রজাপতির মেয়ে পুষ্করিণী ছেলে চাক্ষুষ মনু। এই মনুর স্ত্রী বৈরাজ প্রজাপতির মেয়ে নড্বলা (দ্র:) ছেলে কুরু ইত্যাদি। কুরুর স্ত্রী আগ্নেয়ী ; ছয় ছেলে :-অঙ্গ, সুমনস, ক্রতু, খ্যাতি, অঙ্গিরস ও শিবি। অঙ্গের স্ত্রী সুনীথা ; ছেলে বেণ। বেণের দক্ষিণ হস্ত মন্থন করে পৃথু জন্মান।

শীঘ্রগ—স্যাতির এক ছেলে।

শীলাবতী-উগ্রশ্রবার স্ত্রী। উগ্রশ্রবা (দ্র:) নিষ্ঠুর ও নীচ স্বভাব ছিলেন এবং কুষ্ঠ হয়। শীলাবতী অ ভিক্ষা করে নিজেদের অন্ন সংস্থান করতেন এবং স্বামীকে কাঁধে করে নিয়ে ভিক্ষা যেতেন। এক দিন একটি মস্ত অট্টালিকার সামনে আসেন এবং অট্টালিকা কে বার হয়ে আসা জল পথে ছড়িয়ে থাকাতে এই জল না মাড়িয়ে বাড়ি ফিরে ন। উগ্রশ্রবা বাড়িতে এসে স্ত্রীর কাছে শোনেন অট্টালিকাটি একটি রূপজীবীনির বাড়ি এবং শুনে রূপজীবীনির কাছে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। শীলাবতী স্বামী ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য বিনা প্রতিবাদে স্বামীকে এখানে নিয়ে আসেন। দ্রঃ অণিমাণ্ডব্য।

শুক—(১) রাবণের মন্ত্রী বা গুপ্ত চর। সারণের বন্ধু। দুজনেই সুদক্ষ চর। লঙ্কা অবরুদ্ধ হলে রাবণের আদেশে বানর বেশে শুক রামের সৈন্য দলে প্রবেশ করেন। আর এক মতে দূত সেজে এসেছিলেন এবং সুগ্রীবকে বোঝাতে থাকেন কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে যাবার জন্য হনুমান ও জাম্ববান ধরে ফেলে ; ভীষণ মার খায়। রামের সামনে আনা হলে বিভীষণ পদাঘাত করলে নিজের রূপ ধারণ করেন। রাম ক্ষমা করে ছেড়ে দেন (৩) চন্দ্র বংশে এক রাজা। (৪) সুবলের ছেলে ; কুরুক্ষেত্রে

ইরাবানের হাতে মৃত্যু। (৫) দক্ষিণ পাঞ্চালে রাজা অনুহের সময় এক মহর্ষি ; ব্যাসের ছেলে শুকের বহু আগে। স্ত্রী পীবরী ও একশৃঙ্গা ; ছেলে ভূরিশ্রবা, শম্ভু, প্রভু, কৃষ্ণ, ও সৌর। দ্রঃ শুকদেব।

শুকদেব—ব্যাসের ছেলে। অগ্নি, বায়ু, ভূমি ও আকাশের মত গুণসম্পন্ন ও পবিত্র একটি পুত্রের আশায় সুমেরু পাহাড়ে মহাদেবের তপস্যা করেছিলেন। তপস্যায় সমস্ত বিশ্ব উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ইন্দ্র ভয় পেয়ে যান। একশ বছর পরে মহাদেব দেখা করে বর দেন এক জন সুপণ্ডিত এবং সকলের হিতে রত ছেলে হবে। এর পর আশ্রমে ফিরে এসে হোমের জন্য সমিধগুলি তৈরি করছিলেন এবং ভাবছিলেন স্ত্রী নাই ; কি করে সন্তান হবে। এমন সময় অপ্সরা ঘৃতাচী আসেন। এঁকে দেখে ব্যাস কামার্ত হয়ে পড়েন এবং স্খলিত বীর্য অরণিতে গিয়ে পড়ে। ঘৃতাচী ভয়ে শুক পাখীর বেশ ধরে পালিয়ে যান। অন্য মতে শুক পাখীর বেশেই এসেছিলেন। এর পর অরণি মন্থন করলে প্রজ্বলিত আগুনের মত শুকদেবের আবির্ভাব হয়। ঘৃতাচী শুকের রূপ ধরে ছিলেন বলে নাম রাখা হয় শুকদেব। গঙ্গা নিজে মূর্তিমতী হয়ে এসে শিশুকে স্নান করান। অত্যন্ত মেধাবী ছেলে। মহাদেব উপনয়ন দেন ; আকাশ থেকে ব্রহ্মচারীর উপযুক্ত কৃষ্ণাজিন এসে পড়ে। ইন্দ্র কমণ্ডলু ও দিব্যবস্ত্র দেন। বৃহস্পতির কাছে বেদ ইত্যাদি শিক্ষা করেন ; এবং ব্যাসের কাছে মোক্ষধর্ম অধ্যয়ন করেন। এর পর হিমালয়ে এসে ব্যাসের চার শিষ্যদের সঙ্গে মিলে বেদ পাঠ করতে থাকেন। এর পর ব্যাস বিয়ে দেবার চেষ্টা করেন কিন্তু শুকদেব কিছুতেই রাজি হন না। শুক এবং ব্যাসের আর এক শিষ্য সূত ভাগবত পাঠ করেন ; কিন্তু শুক তৃপ্তি পান না। ব্যাস তখন অধ্যাত্ম বিদ্যা শিক্ষা দেন ; এতেও কোন লাভ হয় না। ব্যাস তখন মিথিলাতে জনক রাজার কাছে পাঠান এবং ছেলের কাছে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেন শিক্ষা শেষ হলেই শুক ফিরে আসবেন। বহু দেশের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মিথিলাতে আসেন ; জনকের কাছে মুক্তির উপায় কি শিখতে চান। জনক বর্ণাশ্রমধর্ম পালনের উপদেশ দেন। শুকদেব তার পর পিতার কাছে ফিরে আসেন। একটি মতে পিতৃদেবদের কন্যা পীবরীকে বিয়ে করেন এবং ছেলে হয় কৃষ্ণ, গৌরপ্রভ, ভূরি ও দেবশ্রুত এবং একটি মেয়ে কীর্তি। ব্যাস শুককে মহাভারত শেখান এবং শুকদেব এই মহাভারত পাঠ করে গন্ধর্ব, যক্ষ রাক্ষসদের শোনান। যুধিষ্ঠিরের সভায় ছিলেন। এক দিন তার পর নারদ এসে নানা উপদেশ দেন এবং শুকদেব যোগ বলে দেহত্যাগ করবেন ঠিক করেন। কৈলাসে গিয়ে পরম শিবের তপস্যা করেন। শুকদেব নির্বিকার ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। রম্ভা ইত্যাদি অপ্সরারা এঁর তপোভঙ্গ করতে পারেন নি ; এঁদের নগ্নদেহের সামনেও শুকদেব মুহূর্তের জন্যও বিচলিত হন নি। যোগবলে সূর্য অভিমুখে যাত্রা করেন এবং বায়ু মণ্ডলের ওপরে গিয়ে ব্রহ্মত্ব পান। ব্যাস ব্যাকুল হয়ে ছেলেকে খুঁজতে খুঁজতে শুকদেব যেখানে তপস্যা করছিলেন সেখানে আসেন এবং ছেলেকে ডাকতে থাকেন। শুকদেব তখন স্থাবর জঙ্গম প্রতিধ্বনিত করে উত্তর দেন 'ভো'। সেই থেকে গিরিগুহাতে আজও এই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। ক্লান্ত ও কাতর ব্যাসকে মহাদেব সান্ত্বনা দেন।

শুকী—তাম্রার (দ্রঃ) সন্তান ক্রৌঞ্চী, ভাসী, শ্যেনী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী। শুকীর সন্তান

সমস্ত শুকপাখী। দ্রঃ শুচি।

শুক্তিমতী—(১) (দ্রঃ উপরিবসু) একটি নদী। (২) চেদিরাজ ধৃষ্টকেতুর রাজধানী।

শুক্র—অসুরদের গুরু। ভৃগুর নাম কবি ধরলে শুক্র ভৃগুর ছেলে। অন্য মতে ভৃগুর ছেলে কবি এবং শুক্র ভৃগুর নাতি। ভৃগুর স্ত্রী পুলোমা; বহু মতে পুলোমার সব চেয়ে শক্তিমান ছেলে শুক্র। অন্য মতে মহাদেবের শিশ্ন পথে জন্ম বলে নাম শুক্র। মন্দার পাহাড়ে ভৃগু তপস্যা করছিলেন; শুক্র সেখানে পিতার পরিচর্যা করতেন। এক দিন আকাশে অপ্সরা বিশ্বাচীকে দেখে শুক্র চঞ্চল হয়ে পড়েন এবং শুক্রের দেহ সেখানে পড়ে থাকে এবং আত্মা ইন্দ্রলোকে গিয়ে উপস্থিত হয়। ইন্দ্র সাদরে শুক্রকে অভ্যর্থনা করেন। ইন্দ্রলোকে এই অপ্সরার সঙ্গে দেখা হয় এবং একটি কুটিরের মধ্যে এই অপ্সরার সঙ্গে বিহার করতে থাকেন। এই ভাবে আটটি দিব্যযুগ কেটে যায়। পুণ্য ক্ষীণ হয়ে এর পর স্বর্গচ্যুত হন। শুক্রের আত্মা পতনের সময় চন্দ্রলোকে আসে এবং এখান থেকে কুয়াসার মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে মাঠে এসে ধান গাছে পরিণত হয়। দশার্ণের এক ব্রাহ্মণ এই গাছের ধান অর্থাৎ শুক্রের আত্মা ভক্ষণ করেন; ব্রাহ্মণীর এতে গর্ভ হয়। শুক্র এই গর্ভে আসেন। জন্ম হলে শিশু এক মুনিতে পরিণত হন এবং এক মন্বন্তর মেরু পাহাড়ে কৃচ্ছ্র সাধন করে কাটান। সেই অপ্সরাও এক অভিশাপে হরিণী হয়ে জন্মান এবং এই মুনির সঙ্গে বাস করতে থাকেন। হরিণীর এক ছেলে হলে এই ছেলেকে নিয়ে মুনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন; তপস্যা বাদ পড়ে যায়। এই সময়ে একটি সাপের কামড়ে মুনির মৃত্যু হয়। এর পর মদ্র রাজের ছেলে হয়ে জন্মান এবং বহু দিন রাজ্য পরিচালনা করেন। এর পর আরো কয়েকটি জন্মের মধ্য দিয়ে গঙ্গাতীরে এক মহর্ষির সন্তান হয়ে জন্মান। এদিকে ১০০০ দিব্য বর্ষ পরে ভৃগুর সমাধি ভাঙলে সামনে ছেলের শুকিয়ে পড়ে থাকা দেহ দেখতে পেয়ে অকালে মৃত্যুর জন্য যমের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। যম তখন এসে ভৃগুকে সমস্ত ঘটনা জানান; এবং মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করতে বলেন; এখন সে সমঙ্গা নদীর তীরে তপস্যা করছে। এর পর যম শুক্রের মৃতদেহকে পুনরুজ্জীবিত করে দেন। শুক্রের রঙ সাদা, বস্ত্রও সাদা।

শুক্র সঞ্জীবনী মন্ত্র জানতেন এবং মৃত অসুরদের বাঁচিয়ে দিতেন। কচ (দ্রঃ) এই বিদ্যা শিক্ষার জন্য আসেন এবং মেয়ে দেবযানীর অনুরোধে কচকে এই বিদ্যা দান করেন। জামাতা যযাতিকে (দ্রঃ) শাপ দিয়েছিলেন। হরিবংশে আছে অসুররা ত্রিলোক জয় করলে দশযুগ ত্রিলোক বলীর অধিকারে থাকে। শুক্র বলীর গুরু ছিলেন। বামন (দ্রঃ) এই সময় বলীকে দমন করার জন্য এসে ত্রিপাদভূমি ভিক্ষা করেন। বলী যজ্ঞ করছিলেন; দান দিতে সম্মত হন। কিন্তু শুক্র বুঝতে পারেন; বলিকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু কৃতসঙ্কল্প বলী ভিক্ষা দেবার জন্য সঙ্কল্প করার উদ্দেশ্যে ভৃঙ্গার থেকে জল নিতে যান। যজমানকে রক্ষা করার চেষ্টায় শুক্র তখন মাছি হয়ে ভৃঙ্গারের নলের মধ্যে ঢুকে জল বার হওয়া বন্ধ করে রাখেন। বলী ভৃঙ্গার থেকে জল পান না। বামন তখন কুশ দিয়ে ভৃঙ্গারের নল পরিষ্কার করে নিতে বলেন। এই কুশের খোঁচায় শুক্রের একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। বলীরাজ এই ভাবে কথা না শোনার জন্য শুক্র এঁকে অভিশাপ দেন। বিষ্ণু বলীকে পাতালে পাঠিয়ে দিয়ে ইন্দ্রকে রাজা করে দিলে অসুররা শুক্রের কাছে এসে প্রতিকার

চান। দেবতাদের শাস্তি দেবার জন্য শুক্র তখন মহাদেবের তপস্যা করতে চলে যান। ইতি মধ্যে দৈবতারা প্রহ্লাদকে পাঠিয়ে একটা মিটমাটের ব্যবস্থা করেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট হযে এ দিকে মহাদেব দেখা দিলে শুক্র দেবতাদের পরাজিত করা সম্ভব এই রকম একটি মন্ত্র চান। মহাদেব জানান হাজার বছর ব্রহ্মচারী হয়ে অধোমুখে কুণ্ডের ধূমপান করে তপস্যা করলে তবে এই বর পাবেন। মহাদেব মনে করেছিলেন শুক্র পারবেন না। কিন্তু শুক্রাচার্য মহাদেবের নির্দেশ মত আবার তপস্যা করতে থাকেন। এদিকে এই সুযোগে দেবতারা আবার অসুরদের আক্রমণ করেন। অসুররা ভয়ে শুক্রের মায়ের কাছে আশ্রয় নিলে ইনি মন্ত্র বলে দেবতাদের ঘুম পাড়িয়ে দেন। বিষ্ণু এই সময়ে গোপনে ইন্দ্রকে চুরি করে নিয়ে যান এবং ইন্দ্রের কথায় বিষ্ণু সুদর্শন চক্রে শুক্রের মাযের মাথা কেটে ফেলেন। মহাভারতে আছে অসুররা শুক্রের মাযের কাছে আশ্রয় নেন; দেবতারা এখানে আসতেই পারছিলেন না; এই জন্য বিষ্ণু শুক্রের মাকে নিহত করেন। এই নারী হত্যার জন্য ভৃগু (দ্রঃ অবতার) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হযে পড়েন এবং মন্ত্রপূত জল দিযে আবার বাঁচিযে দেন। মাতৃহত্যার জন্য শুক্র এই সময থেকে আরো দেব বিদ্বেষী হয়ে ওঠেন।

শিবের নির্দেশ মত শুক্র যখন তপস্যা করছিলেন ইন্দ্র তখন ভযে নিজের মেযে জয়ন্তীকে পাঠান। একটি মতে দৈত্যকন্যা সেজে ভক্তি ভরে শুক্রের সেবা করতে থাকেন। শুক্রাচার্য তারপর প্রার্থিত বর/মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র পান এবং জয়ন্তীর ইচ্ছানুসারে তাঁকে দশ বছরের জন্য স্ত্রী রূপে নিযে অদৃশ্য হয়ে যান। জয়ন্তী এই ভাবে দশ বছর শুক্রকে আটকে রাখলে ইন্দ্রের নির্দেশে বৃহস্পতি এদিকে শুক্রের রূপ ধরে অসুরদের কাছে আসেন। ওদিকে একটি মতে জয়ন্তীর মেয়ে হয দেবযানী। এর পর মোহ কেটে গেলে অন্য মতে সর্ত অনুসারে দশ বছর পরে অসুরদের কাছে ফিরে আসেন। কিন্তু শুক্রাচার্য বেশী বৃহস্পতির প্ররোচনায় অসুররা প্রকৃত শুক্রকে তাড়িয়ে দেন। এই অপমানে শুক্র শাপ দেন অসুররা অচিরে বিনষ্ট হবেন। প্রহ্লাদ এই সময়ে শুক্রকে বুঝিয়ে কোন মতে শান্ত করেন। অসুররা তারপর বৃহস্পতির (দ্রঃ) ছলনা বুঝতে পেরে শুক্রের কাছে ফিরে যান। একটি মতে শুক্রের শাপ থেকে যায; শুক্র কেবল বলেন সাবর্ণি মন্বন্তরে অসুররা আবার শক্তিশালী হযে উঠবেন। দেবতারা এর পর আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকলে শুক্র চিন্তা করে দেখেন এই সময়ে যুদ্ধ করা অসুরদের উপযুক্ত হবে না। বরং সাবর্ণি মন্বন্তরে বলী রাজা হলে তখন দেবতাদের হারান সম্ভব হবে। প্রহ্লাদ অসুরদের এ কথা জানান। কিন্তু কেউ কোন কথা শোনেন না। প্রহ্লাদকে তখন যুদ্ধ করতে বাধ্য হতে হয় এবং ১০০ বছর ইন্দ্রের সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত প্রহ্লাদ জয়ী হন। ইন্দ্র তখন শক্তির আরাধনা করতে থাকেন; প্রহ্লাদ জানতে পেরে তিনিও শক্তির স্তব করতে থাকেন। মহাশক্তি তখন দেখা দিয়ে দুজনকে বুঝিযে শান্ত করেন।

একটি কাহিনীতে আছে যোগবলে শুক্র কুবেরকে বন্দী করে তাঁর ধন সম্পত্তি লুট করেন। কুবেরের আর্তনাদ শুনে মহাদেব শূল নিয়ে আক্রমণ করেন। শুক্র এই শূলের উপরে গিয়ে বসে থাকেন। মহাদেব তখন শুক্রকে ধরে গিলে ফেলে মহাহ্রদের জলের মধ্যে নেমে দশকোটি বছর তপস্যা করতে থাকেন। মহাদেবের

পেটে থাকায় শুক্রের ও উৎকর্ষ হয় এবং এখানে বসেই মহাদেবের আরাধনা করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে শিশ্নপথে শুক্রকে বার করে দেন ; ফলে নাম হয় শুক্র। পার্বতীর পুত্র বলেও স্বীকৃত হন। প্রিয়ব্রত সুরূপার মেয়ে উর্জস্বতী (একটি মতে) এঁর স্ত্রী এবং মেয়ে হয় দেবযানী। শুক্রের আর এক মেয়ে অরা (দ্রঃ) এবং চার ছেলে ষণ্ড, অমর্ক, অত্রি ইত্যাদি। ষণ্ড, অমর্ক হিরণ্যকশিপুর নির্দেশে প্রহ্লাদের শিক্ষাগুরু হন। শুক্রের আর এক স্ত্রী শতপর্বা। বরুণের বড় ভাইয়ের স্ত্রী দেবীও শুক্রের কন্যা বলে উল্লিখিত হয়েছেন। শুক্র মহিষাসুরের শিক্ষা মন্ত্রী হয়েছিলেন ; এক বার পৃথুরও পুরোহিত হয়েছিলেন। শেষ বয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করে স্বর্গ লাভ করেন। •

শুক্রনীতিসার কার রচনা কিছু জানা নাই। মনু; মহাভারত ও কৌটিল্যে শুক্রের মতের উল্লেখ আছে। শুক্রনীতি সার সম্ভবত ১১-শতকের রচনা ; কিছু অংশ সম্ভবত পরবর্তী কালের। এই গ্রন্থে রাজা, রাজ্য, রাজপুত্র, রাজা-প্রজার সম্বন্ধ, নীতি, জাতিভেদ, কারুশিল্প, বৃক্ষ রোপণ, প্রতিমা নির্মাণ, বিচার, সৈন্যব্যবস্থা ইত্যাদি বহু কিছু আলোচিত হয়েছে। বহু প্রশংসনীয় দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান এই বইতে পাওয়া যায়। (২) বশিষ্ঠ উর্জার এক ছেলে। এঁরা সাত ভাই ; তৃতীয় মন্বন্তরে সপ্তর্ষি। (৩) পৃথু বংশে হবির্ধানের স্ত্রী ধীষণা ; অগ্নি বংশের মেয়ে ; ছেলে হয় প্রাচীন-বার্হিস্ ; শুক্র, গয়, কৃষ্ণ, ব্রজ, অজিন।

শুঙ্গবংশ—মৌর্য বংশ দুর্বল হয়ে পড়লে শেষ রাজা বৃহদ্রথকে হত্যা করে ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র যে নতুন রাজবংশ স্থাপন করেন ; আনুঃ ১৮৭ খৃ। মৌর্য সাম্রাজ্যের মধ্যাংশ মাত্র নিয়ে এই শুঙ্গরাজ্য গঠিত হয়, পাটলিপুত্রই রাজধানী থাকে। পূর্ব মালবে বিদিশা একটি বড় শাসন কেন্দ্রে পরিণত হয়। কারো মতে অযোধ্যা ও পাঞ্জাবের জলন্ধর ও শাকল নগরীগুলিও শুঙ্গ সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। শুঙ্গ বংশ বিদর্ভ রাজ্যের প্রতিপত্তিও খর্ব করে। বহ্লীক দেশ থেকে গ্রীকদের আক্রমণ পুষ্যমিত্রের পৌত্র বসুমিত্র প্রতিহত করেন। তার সময়ে ব্রাহ্মণ্যধর্ম আবার মাথা তুলে ওঠে। বহু মতে তিনি বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। অথচ ভারহুত স্তূপ ও সাঁচি স্তূপের দ্বারপথে লোহবেষ্টনী ইত্যাদি শুঙ্গ আমলেরই কীর্তি। পতঞ্জলি সম্ভবত পুষ্যমিত্রের সমকালীন। পুষ্যমিত্রের ছেলে অগ্নিমিত্র মালবিকাগ্নিমিত্রের নায়ক।

শুচি—(১) অগ্নি (দ্রঃ) ও স্বাহার ছেলে শুচি (অপর নাম বাড়বাগ্নি), পাবক, পবমান। এদের তিন জনের ৪৫ ছেলে। অর্থাৎ মোট অগ্নি ৪৯। (২) মনু ও নড্বলার ছেলে কুরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবান, শুচি, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, অভিমন্যু ও সুদ্যুম্ন। (৩) কশ্যপ ও তাম্রার (দ্রঃ) মেয়ে কাকী, শ্যেনী, ভাসী, গৃধ্রিকা, শুচি ও গ্রীবা (অগ্নি ৯।১৪)। (৪) সূর্য বংশে রাজা শক্রদ্যুম্নের ছেলে। (৫) বণিক দলের নেতা ; দময়ন্তীকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন (মহা ৩।৬১।১২১)। (৬) বিশ্বামিত্রের এক ছেলে (মহা ১৩।৪।৫৩)। (৭) ভৃগুর এক ছেলে। (৮) অঙ্গিরস বংশে এক মহর্ষি ; বশিষ্ঠের শাপে বিজিতাশ্বের ছেলে হয়ে জন্মান।

শুচিস্মিতা—এক জন অপ্সরা।

শুদ্ধাদ্বৈতবাদ—খৃ ১৫-১৬ শতকের মতবাদ। বল্লভ এই তত্ত্ব প্রচার করেন। শঙ্কর

বলেছেন ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। বল্লভ বলেন ব্রহ্মই এক মাত্র সত্য যেহেতু জীবজগৎ ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন। অবিদ্যার (=মায়া) মাধ্যমে শঙ্করের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত। বল্লভের মতবাদ এই অবিদ্যাকে বাদ দিয়ে অর্থাৎ শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ।

শুনঃশেফ—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অনুসারে হরিশ্চন্দ্রের (দ্রঃ) ছেলে রোহিতাশ্ব যজ্ঞের বলি হতে অসম্মত হয়ে বনে পালিয়ে ছয় বছর কাটিয়ে দেন। এর পর বনে এক ব্রাহ্মণ ঋষির সঙ্গে পরিচয় হয়; ঋষির তিনটি ছেলে। রোহিতাশ্ব এক শত গাভী দিয়ে দ্বিতীয় ছেলে শুনঃশেফকে কিনে নিয়ে নিজের বদলে একে উৎসর্গ করবার ব্যবস্থা করবেন ঠিক করেন। অন্য মতে বশিষ্ঠের উপদেশে রাজা হরিশ্চন্দ্র উপযুক্ত ছেলের খোঁজে লোক পাঠান এবং অজীগর্তের দ্বিতীয় ছেলে শুনঃশেফকে কিনে আনেন। বরুণও এই ব্যবস্থাতে অমত করেন না। কিন্তু শুনঃশেফ নানা দেবতার পূজা করে নিজেকে কোন মতে রক্ষা করে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে মিলিত হন। রামায়ণে আছে রাজা অম্বরীষের যজ্ঞশালা থেকে ইন্দ্র যজ্ঞীয় গরু চুরি করলে পুরোহিত গরু খুঁজে আনতে বিকল্পে নরবলি দিতে বিধান দেন। রাজার অনুচররা গরুটি খুঁজে না পেয়ে ভৃগুতুঙ্গ শিখরে ঋচীক মুনির কাছ থেকে শুনঃশেফকে এক লক্ষ গরু দিয়ে কিনে আনেন। প্রথম ছেলে বাপের প্রিয়; ছোট ছেলে মায়ের প্রিয় এই জন্য দ্বিতীয় ছেলেকে বিক্রি করা হয়েছিল। অনুচরদের সঙ্গে যাবার সময় পথে পুষ্করতীর্থে মামা বিশ্বামিত্রের (দ্রঃ) সঙ্গে দেখা হতে তাঁকে বাঁচবার জন্য এবং রাজার যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবার জন্য অনুরোধ করেন। বিশ্বামিত্র সান্ত্বনা দেন এবং মধুচ্ছন্দ ইত্যাদি নিজের ছেলেদের যজ্ঞীয় পশু হয়ে শুনঃশেফের প্রাণ রক্ষা করতে বলেন। কোন ছেলে রাজি হন না, ফলে বিশ্বামিত্র অভিশাপ দেন তাদের হাজার বছর কুকুরের মাংস/নর মাংস খেয়ে কাটাতে হবে। এরপর শুনঃশেফকে দুটি স্তব শিখিয়ে দেন; বলে দেন যূপে আবদ্ধ হলে এই স্তব করলে মুক্তি পাবে; বলে দিয়েছিলেন; অগ্নিম্ উদাহর ও ইন্দ্র-বিষ্ণো স্তবশ্রেষ্ঠো স্তুহি ত্বং মুনিপুত্রক (রামা ১।৬২।১৯)। এই কথা মত শুনঃশেফ অগ্নি ইন্দ্র ও বিষ্ণুর স্তব করেন এবং দেবতারা এঁকে যজ্ঞাগ্নি থেকে রক্ষা করেন। অন্য মতে বরুণ দেব এসে রাজাকে নির্দেশ দেন শুনঃশেফকে মুক্তি দিতে। একটি মতে বিশ্বামিত্রও রাজসভাতে এসেছিলেন এবং শুনঃশেফকে ছেড়ে দিতে অনুরোধ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত বালক মুক্তি পায়; যজ্ঞ ও সম্পূর্ণ হয় এবং রাজাও আরোগ্য লাভ করেন। এর পর সেই যজ্ঞশালাতে বালক শুনঃশেফ প্রশ্ন করেন এখন তার পিতা কে। বশিষ্ঠ ব্যাখ্যা করেন অজীগর্ত/ঋচীক বিক্রি করে দিলে হরিশ্চন্দ্র পিতৃত্ব পান। কিন্তু যূপে বন্ধন করার পর তার পিতৃত্ব চলে যায়। বরুণদেব স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে বালকের প্রাণ রক্ষা করেছেন। স্তব করলে সব দেবতাই এ রকম কিছু না কিছু করেন; অর্থাৎ বরুণ দেবেরও কোন অধিকার নাই। এক মাত্র বিশ্বামিত্র মন্ত্র ও মন্ত্রণা দিয়ে বালককে রক্ষা করেছেন; ফলে বিশ্বামিত্রই শুনঃশেফের পিতা। দ্রঃ বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র। শুনঃশেফ পরে মহর্ষি হন। ঋকবেদে ১ম মণ্ডলে ১ম অষ্টক রচনা করেন। ইন্দ্র এঁকে সোনার রথ দিয়েছিলেন।

শুনঃসখ—ইন্দ্রের এক ছদ্ম নাম। দ্রঃ যাতুধানী।

শুনক—(১) সূর্য বংশে রাজা কৃতের ছেলে এবং বীতিহোত্রের পিতা। (২) চন্দ্রহন্তা

অসুর অংশে জন্ম এক রাজর্ষি ; রাজা হরিণাশ্ব এঁকে একটি তরবারি দেন এবং এটি ইনি উশীনরকে দান করেন। (৩) নৈমিষারণ্যে এক জন পণ্ডিত মহর্ষি ; ইনি হয়তো গৃৎসমদের ছেলে এবং এই শুনকের ছেলে শৌনক। (৪) রুরু প্রমদ্বরার ছেলে ও শুনক এই শুনক যুধিষ্ঠিরের সভাতে ছিলেন।

শুভা—(১) ধ্রুবের মা ; অশ্বমেধ যজ্ঞ থেকে জন্ম। (২) অঙ্গিরসের স্ত্রী ; বৃহৎকীর্তি ইত্যাদি সাত ছেলে।

শুভাঙ্গী—দাশার্হ বংশে জন্ম ; চন্দ্রবংশে কুরুর স্ত্রী ; ছেলে বিদুর।

শুম্ভ—দনুর ছেলে। অপর ভাই নিশুম্ভ ও নমুচি। শুম্ভ নিশুম্ভ পাতালে বাস করতেন। এক বার একাসনে দুই ভাই অযুত বছর তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছে অমর হবার বর চান। ব্রহ্মা অন্য বর চাইতে বললে এঁরা বর চান কোন পুরুষের হাতে যেন এঁদের মৃত্যু না হয়। বর পাবার পর ভৃগু এঁদের পুরোহিত হন ; শুম্ভ রাজা হন। চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীজ, ধূম্রলোচন ইত্যাদি এসে মিলিত হন। সকলে মিলে স্বর্গ দখল করে নেন। নিপীড়িত দেবতারা বৃহস্পতির পরামর্শে ভগবতীর আরাধনা করেন। ভগবতী কৌশিকী, মহাকালী ইত্যাদি রূপ ধরে প্রথমে রক্তবীজকে পরে শুম্ভকে নিহত করেন।

শুশুনিয়া—বাঁকুড়া জেলাতে পাহাড় ও গ্রাম। রাণীগঞ্জ স্টেসন থেকে ২৭·২ কি-মি দ-পশ্চিমে। ২৩°উ×৮৭°পূ। সাগর থেকে পাহাড়টি ১৪৪২ ফুট উচ্চ। পরিধি প্রায় ৯·৬ কি-মি। প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু জীবাশ্ম ও হাতিয়ার এখানে পাওয়া গেছে। প্রায় সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক একটি শিলালিপিও পাওয়া গেছে।

শুষ্ক—গোকর্ণে এক মহর্ষি। গঙ্গা অবতরণে সমুদ্রের জল বাড়তে থাকলে শুষ্ক ও অন্যান্য মহর্ষিরা পরশুরামের সাহায্য চান। পরশুরাম জল কমিয়ে দিয়ে গোকর্ণ মন্দির ও অন্যান্য মন্দির রক্ষা করেন ; শূর্পারক (দ্রঃ) দেশ সৃষ্টি হয়।

শুষ্ণ—ঋকবেদে এক অসুর। ইন্দ্র এঁকে বন্দী করেছিলেন।

শূদ্রক—মৃচ্ছকটিকার লেখক। গণিকা বসন্ত-সেনা ও দরিদ্র ব্রাহ্মণ চারুদত্তের কাহিনী। বিষয় বস্তু অভিনব। রচনা খৃ-পূ ২ শতক থেকে খৃ ৬ শতকের মধ্যে। বহু মতে কাদম্বরীতে বিদিশার রাজা শূদ্রক এবং এই শূদ্রক একই ব্যক্তি।

শূর—(১) চন্দ্র বংশে বিদূ রথের ছেলে ; শিনির পিতা। (২) কার্তবীর্যের এক ছেলে। (৩) ঈলিন ও রথান্তরীর ছেলে দুষ্মন্ত, ভীম, প্রবসু, বসু ও শূর। (৪) বসুদেবের পিতা স্ত্রী মারিষা ; ছেলে বসুদেব, দেবভাগ, দেবশ্রবস্, আনক, সৃঞ্জয়, শ্যামক, কণক, শমীক, বৎসক, বৃক। মেয়ে হয় পৃথা (কুন্তি ভোজের কাছে পালিত হন), শ্রুতদেবা/শ্রুতবেদা শ্রুতশ্রবা, রাজাধিদেবী। (৫) দশরথের স্ত্রী সুমিত্রার পিতা।

শূরপদ্মা—(দ্রঃ দিতি) স্ত্রী ময়সুতা ; ছেলে ভানুলোপ, অগ্নিমুখ, বজ্রবাহু, হিরণ্য। ভাই সিংহবক্ত্র ও তারককে মেরুপর্বতের উত্তরে ও দক্ষিণে দুটি নগরী করে দিয়েছিলেন। তারকাসুর দক্ষিণে মায়াপুর নির্মাণ করে নেন। সিংহবক্ত্র উত্তরে বাস করতে থাকেন। দ্রঃ ইন্দ্রাণী; ঐরাবত।

শূরসেন—(১) যদু বংশীয় রাজা। চিত্ররথ=দেবমীঢ়ের ছেলে। মথুরার রাজা ; উগ্রসেন ও বসুদেবের পিতা। বসুদেব গোপালনে জীবন কাটান ; উগ্রসেন মথুরাতে

রাজা হন; উগ্রসেনের ছেলে কংস। রাজা কুন্তি ভোজের বন্ধু। শূরসেনের প্রথম সন্তান পৃথাকে বন্ধু কুন্তি ভোজ নিজের মেয়ে হিসাবে পালন করেন। শূরসেনের দ্বিতীয় মেয়ে শ্রুতশ্রবা শিশুপালের মা। (২) মথুরা মণ্ডল বা ব্রজমণ্ডলের অপর নাম। এখানকার লোকরাও শূরসেন নামে পরিচিত। সহদেব স্থানটি জয় করেছিলেন। জয়দ্রথের ভয়ে এখান থেকে বহুলোক দক্ষিণ দিকে পালিয়ে যান। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে এঁরা কর দিয়েছিলেন। কিছু শূরসেন কৌরব পক্ষে ছিলেন এবং ভীষ্মের দেহ-রক্ষী হয়েছিলেন। অর্জুন ও সাত্যকির সঙ্গে কুরুক্ষেত্রে এদের যুদ্ধ হয়; যুধিষ্ঠির এবং ভীম এদের নিহত করেন। কৃপ, কৃতবর্মা ও শকুনি পাণ্ডবপক্ষের শূরসেনদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। (৩) প্রতিষ্ঠানপুরের এক নিঃসন্তান রাজা। অনেক পূজা আরাধনা করে একটি সর্প সন্তান হয়। রাজা ঘটনা গোপন রাখেন; ছেলের যথাযত উপনয়ন, বিবাহ ইত্যাদি সব দেন। পরে গৌতমী দেবীর বরে ছেলে মানুষের দেহ পায়।

শূর্পণখা—বিশ্রবা নিকষার দ্রঃ মেয়ে। বিশ্রবা ও কৈকসী শ্লেষ্মাত্মক বনে থাকতেন। অকালে সম্ভোগ করেন। এক গাম অন্তর অন্তর রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ ও শূর্পণখা জন্মান। শূর্পণখার স্বামী বিদ্যুৎজিহ্ব। ছেলে শম্ভুকুমার (দ্রঃ)। রাবণ দিগ্বিজয়ে বার হয়ে বিদ্যুৎজিহ্বের ভাই কালকেয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এঁরা নিহত হলে বিদ্যুৎজিহ্ব প্রতিশোধ নেবার জন্য যুদ্ধ করে মারা যান। শূর্পণখা তখন রাবণের কাছে ফিরে এলে রাবণ আবার এঁকে বিয়ে করতে বলেন। ত্রিভুবন খুঁজে স্বামী পছন্দ করতে বলেন। খর দূষণ ও ত্রিশিরের সঙ্গে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে থাকেন। এই কারণেই সুন্দরী নারী সেজে রামের (দ্রঃ) কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন। লক্ষ্মণের হাতে অপমানিতা হন অন্য মতে নাক কান কাটা যায়। অন্য মতে রাকার মেয়ে; খরের (দ্রঃ) যমজ বোন। রামায়ণে (৭।৯।৩৪) আছে বিভীষণ শূর্পণখা থেকে ছোট; কৈকসী কন্যা।

শূর্পারক—কেরলের অপর নাম,- অপরাস্তভূমি। গোকর্ণ থেকে দক্ষিণ দিকে পরশুরাম শূর্প ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। জলে যেখানে গিয়ে পড়েছিল সেই পর্যন্ত জল শুকিয়ে জমি গড়ে উঠেছিল। দ্রঃ শুক্ষ।

শৃঙ্গবান—(১) ইলাবর্তের উত্তর দিকে একটি পর্বত। (২) গালবের ছেলে; অপর নাম প্রাক্‌শৃঙ্গবান। দ্রঃ সুব্রু।

শৃঙ্গবেরপুর—প্রয়াগ থেকে ২২ মাইল উত্তর পশ্চিমে গঙ্গার উত্তর তটে নিষাদরাজ গুহকের রাজধানী। বর্তমান নাম শিঙ্গরুর বা সাঙ্গাব।

শৃঙ্গার—দু রকম। সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ।

শৃঙ্গী–শমীকের ছেলে। গবিজাত। রাজা পরীক্ষিৎকে শাপ দিয়েছিলেন তক্ষক দংশনে মৃত্যু হবে। শাপ দেবার জন্য শমীকের কাছে তিরস্কৃত হয়েছিলেন।

শৃঙ্গেরী—মহীশূর। এইখানে শঙ্করাচার্যের বিখ্যাত মঠ অবস্থিত।

শেষনাগ—বাসুকির বড় ভাই; প্রথম ছেলে শেষ (মহা ১।৩১।৫)।

শৈব ও শাক্তদর্শন—সাধারণত এগুলি তন্ত্র নামে পরিচিত। শৈব মতবাদ ও শাক্ত মতবাদ প্রায় একই রকম। ফলে শৈব তন্ত্র ও শাক্ত তন্ত্র প্রায় একই জিনিস। বস্তুত শিব ও শক্তি অভিন্ন এবং সাধকরা রুচি মত উপাস্য দেবতা বেছে নেন। বাঙলা ও

দাক্ষিণাত্যে শাক্তবাদ এবং কাশ্মীরে শৈববাদ ছড়িয়ে পড়েছিল। এই দুই দর্শন মতে বিশ্বে ৩৬ টি মূল তত্ত্ব। পরম শিব বা ব্রহ্ম যখন বহু রূপ ধারণের ইচ্ছা করেন তখনই সৃষ্টি আরম্ভ হয়। পরম শিব নির্গুণ তবে যখন সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক হন তখন সগুণ। প্রলয়কালে শক্তি শিবে লীন হয়ে যান এবং শক্তি তখন নিষ্ক্রিয় থাকেন ফলে পরম শিবও তখন নির্গুণ। তন্ত্র মতে সংসারের সকল বস্তুই চৈতন্য যুক্ত। শিব বিশ্বাত্মক অথচ বিশ্বোত্তীর্ণ। তাঁর এক মাত্র ধর্ম প্রকাশময়ত্ব। শিবের সৃষ্টি বিষয়িনী ইচ্ছাই শিবের শক্তি অর্থাৎ শিবের ধর্মই শিবের শক্তি। এই শক্তিই আদ্যাশক্তি বা মহামায়া বেদান্ত দর্শনে মায়া জড়। কিন্তু এই মহামায়া বা আদ্যাশক্তি চৈতন্যরূপিনী। জীবকে এই মহামায়া সংসারে বন্ধন করে রাখেন এবং এই মহামায়াই মুক্তিও দেন। শিব-শক্তির মিলিত মূর্তিই অর্দ্ধ-নারীশ্বর। শিবশক্তির মিলনেই বিশ্বপ্রপঞ্চ। শিব যখন পুরুষ রূপে স্ফুরিত হন তখন বিষ্ণু ইত্যাদি দেবতা এবং স্ত্রী রূপে স্ফুরিত হলে কালী দুর্গা ইত্যাদি রূপ দেখা যায়। অর্থাৎ শিব ও শক্তির ভেদ কল্পিত। শিবের বিভূতিই তাঁর শক্তি। জগতের প্রাণ স্বরূপ এক মাত্র আনন্দঘন শিবই বিরাজ করছেন। পরম শিব ধ্যানের গোচর হন না ; তাঁকে উপাসনাও সম্ভব নয়। উপাসনা করতে হয় শক্তির স্ফুরিত শক্তিকে এবং উপাসনার চরম ফল শিবত্ব প্রাপ্তি। দর্শনের বিচারে বেদান্তের পুরুষ = শিব, প্রকৃতি = শক্তি এবং মায়া = মহামায়া এবং কিছু আনুষাঙ্গিক নতুনত্ব। নতুন কোন দিগ্‌দর্শন নয়।

শৈব্য—(১) কৃষ্ণের রথে একটি ঘোড়া। (২) সৌবীর দেশের রাজা। জরাসন্ধ গোমন্ত রাজ্য আক্রমণ করলে নগরীর পশ্চিম দ্বার রক্ষার ভার ছিল এঁর ওপর। এই রাজার মেয়ে রত্না অক্রূরের স্ত্রী।

শৈব্যা—(১) রাজা হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রী ; ছেলে রোহিতাশ্ব। বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্র (দ্রঃ) ও শৈব্যাকেও অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়েছিলেন। (২) সত্যবানের মা। শাল্ব রাজ দ্যুমৎসেনের স্ত্রী। (৩) সগরের স্ত্রী। (৪) কৃষ্ণের এক স্ত্রী. কৃষ্ণের মৃত্যুতে সহমরণে দেহ বিসর্জন করেন।

শৈলূষ—একটি গন্ধর্ব সম্প্রদায় ও এক জন গন্ধর্ব রাজ। এঁর ছেলেরা গান্ধার দেশের রাজা। কেকয় রাজের, অন্য মতে রামের, আর এক মতে ভরতের পরামর্শে ভরতের ছেলেরা শৈলূষদের দমন করে এই রাজ্য অধিকার করেন। শৈলূষরা সিন্ধু নদীর তীরে বাস করতেন ; ভীষণ উপদ্রব করছিলেন। (২) বিভীষণের স্ত্রী সরমা শৈলূষরাজের মেয়ে।

শৈশিরায়ন—এক জন মহর্ষি ; ত্রিগর্ত রাজের পুরোহিত। স্ত্রী গোপালী ; ছেলে কাল যবন। ত্রিগর্তরাজ এক দিন এই মহর্ষিকে তাঁর পুরুষত্ব প্রমাণ করবার জন্য রাণী বৃকাদেবীকে সম্ভোগে পরিতৃপ্ত করতে বলেন।

শৈশিরেয়— শাকল্যের শিষ্য। গ্রন্থ শৈশিরীয় সংহিতা।

শোণ- পুরাণে একটি বিখ্যাত নদী। ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে রাজগৃহে যাবার পথে কৃষ্ণ এটি পার হন। মনে করা হয় এই নদীতে অগ্নির জন্ম বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণকে নিয়ে এই নদীর তীরে বিশ্রাম করেছিলেন।

শোণনদী—প্রাচীন নাম হিরণ্যবাহু।

শোণপুণ্যা—সরস্বতী (দ্রঃ) নদীর এক নাম।
শোণিতপুর—বাণাসুরের রাজধানী। শিব, কার্তিক, অগ্নি ও ভদ্রকালী এই নগরী রক্ষা করতেন। উত্তর দ্বার দিয়ে কৃষ্ণ প্রবেশ করে অনিরুদ্ধ ও উষাকে মুক্ত করেন।
শোধন—যোগ শাস্ত্রের ছয়টি ক্রিয়া। শোধন অর্থে ধোতি, বস্তি, নেতি, নৌলিকা, ত্রাটক ও কপালভাতি।
শৌনক—(১) ভৃগু বংশে একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি। শুনকের ছেলে ; এবং গৃৎসমদের নাতি। অন্য মতে শৌনকই গৃৎসমদ। পুরাণে রুরু ও প্রমদ্বরের ছেলে শুনক> শৌনক>উগ্রশ্রবস্। বা শুনোহোত্র (১)-গৃৎসমদ (৪)-শুনক (৫)-শৌনক(৬)। শুনহোত্রের ছেলে শৌনহোত্র এক বার যজ্ঞ করছিলেন ; ইন্দ্র আসেন। অসুররা এই সময় আক্রমণ করলে শৌনহোত্র ইন্দ্রকে রক্ষা করেন। ফলে ইন্দ্র বর দেন পর জন্মে ভৃগুবংশে শৌনক হয়ে জন্মাবেন। বৃহৎ-দেবতা; ঋক্‌বেদ অনুক্রমণিকা ইত্যাদি বহু গ্রন্থের রচয়িতা। এঁর বিখ্যাত শিষ্য আশ্বলায়ন। গৃহ্যসূত্র ও শ্রৌতসূত্র লিখে গুরুকে উৎসর্গ করেন। এই শৌতসূত্র পাঠ করে শৌনক নিজের গ্রন্থটি নষ্ট করে ফেলে দেন : অবশ্য শৌনকের ১০টি ঋক্‌বেদীয় গ্রন্থ পাঠ করেই আশ্বলাযন এই গ্রন্থটি লিখেছিলেন। আশ্বলায়নের শিষ্য কাত্যায়ন ; ইনি শৌনক ও আশ্বলাযনের গ্রন্থ পাঠ করে যজুর্বেদ কল্পসূত্র এবং সামবেদ উপগ্রন্থ লেখেন এবং শিষ্য পতঞ্জলিকে দান করেন। (২) এক জন ব্রাহ্মণ ; যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বনে গিয়েছিলেন। (৩) নৈমিষারণ্যে এক জন মহর্ষি। এঁর ১২-বার্ষিক যজ্ঞে সৌতি এসে মহাভারত বর্ণনা শোনান।
শৌরসেনী প্রাকৃত—ভারতে আর্য ভাষার মধ্যস্তরে একটি প্রাকৃত ভাষা। সংস্কৃত নাটকে স্থানে স্থানে পাত্রপাত্রীর উক্তির ভাষা হিসাবে বহু ব্যবহৃত। বররুচি (৫০০খৃ) তাঁর প্রাকৃত ব্যাকরণেও এই প্রাকৃতের উল্লেখ করেছেন। এক মাত্র কর্পূর মঞ্জরী নাটক এই প্রাকৃতে লেখা। শৌরসেনীর মূল ভিত্তি ছিল উত্তর ভারতে শূরসেন (দ্রঃ) অর্থাৎ মথুরা অঞ্চলে। ব্যাকরণ হিসাবে ভাষাটি সংরক্ষণশীল : অর্থাৎ সংস্কৃতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।
শ্বফল্ক—যদু বংশে বৃষ্ণির ছেলে শ্বফল্ক ও চিত্রক। পরম ধার্মিক। দৈববাণী হয়েছিল শ্বফল্ক যেখানে বাস করবেন সেখানে কোন রোগ বা অনাবৃষ্টি হবে না। কাশীরাজ এঁকে বার অনাবৃষ্টির সময় নিয়ে যান ফলে সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। রাজা নিজের মেয়ে গান্দিনীর সঙ্গে বিয়ে দেন। ছেলে অক্রুর ইত্যাদি।
শ্বাসা—দক্ষের এক মেয়ে ; ধর্মের স্ত্রী ; ছেলে অনিল।
শ্বিত্য—দ্র. সৃঞ্জয়।
শ্বেত—(১) বিদর্ভ রাজ সুদেবের দুই স্ত্রী ; প্রথম স্ত্রীর ছেলে শ্বেত, দ্বিতীয়র ছেলে সুরথ। সুদেবের মৃত্যুর পর শ্বেত রাজা হন। বহু দিন রাজ্য করার পর আয়ু শেষ হয়ে এসেছে বুঝতে পেরে ভাইকে রাজ্য দিয়ে তপস্যা করতে যান। অনেক পাপও করে-ছিলেন। তিন হাজার বছর তপস্যা করে ব্রহ্ম-লোক পান। কিন্তু এখানেও ক্ষুধা তৃষ্ণায় পীড়িত হতে থাকলে ব্রহ্মাকে কারণ জানতে চান। ব্রহ্মা জানান শ্বেত কেবল তপস্যাই করেছেন ; ক্ষুধিতকে কোন দিন অন্ন পর্যন্ত দান করেন নি ; ফলে এই অবস্থা। ব্রহ্মা পরামর্শ দেন নিজের শব মাংস হাজার দিন আহার করলে অগস্ত্যের সঙ্গে দেখা

হবে এবং তখন মুক্তি পাবেন। এরপর থেকে শ্বেত প্রতিদিন মর্ত্যে এসে এক জলাশয়ের তীরে নিজের শব ভক্ষণ করে ক্ষিধে মিটিয়ে যেতেন ; ব্রহ্মার বরে শব আবার পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠত। শত যোজন বিস্তৃত শ্বাপদ হীন এই বনে এসে অগস্ত্য এক দিন দেখেন হংস বাহিত এক দিব্য রথে এক দিব্য পুরুষ নেমে এসে একটি শব ভক্ষণ করছেন। মতান্তরে বনে গন্ধর্ব ও দিব্যাঙ্গনারা নাচগান করছিলেন এঁদের মধ্য থেকে একটি দিব্য কান্তি পুরুষ উঠে এসে শব ভক্ষণ করতে থাকেন। পুরুষটি ফিরে যাবার সময় কৌতূহলে অগস্ত্য পুরুষটিকে প্রশ্ন করেন। অন্য মতে অগস্ত্যকে দেখে পুরুষটি নিজে এসেই প্রণাম করেছিলেন। মোটামুটি শ্বেত চিনতে পেরেছিলেন ; সব কথা জানিয়ে বহু জিনিস দিতে চান কিন্তু অগস্ত্য একটি আভরণমনুত্তমম্ (রামা ৭।৭৮।২৮) গ্রহণ করলে শ্বেত মুক্তি পান। অন্য মতে ব্রহ্মার পরামর্শে আবার পৃথিবীতে জন্মান এবং অগস্ত্যের দেখা পেলে মুক্তি লাভ করেন। (২) রাজা বিরাট ও কোশল রাজকন্যা রাণী সুরথার ছেলে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়তে এসেছিলেন ; কুরুক্ষেত্রে ভীষ্মের হাতে মৃত্যু। (৩) অনেক রাজা ; নিজের আধ্যাত্মিক বলে নিজের মৃত ছেলেকে বাঁচান।

শ্বেতকি—অসংখ্য যজ্ঞকারী এক রাজা। একশ বছর ব্যাপী এক যজ্ঞ করেন ; ধূমে চোখ পীড়িত হয়ে পড়লে ঋত্বিকরা পালিয়ে যান ; অন্য ঋত্বিক এনে যজ্ঞ পূর্ণ করতে হয়। রাজা আবার বারো বছর ব্যাপী এক যজ্ঞ করবেন ঠিক করেন ; কিন্তু কোন ঋত্বিক যজ্ঞে আসতে চান না। শেষ কালে ঋত্বিকদের পরামর্শে অন্য মতে রাজা নিজেই, কারো পরামর্শ না নিয়ে মহাদেবের আরাধনা করে মহাদেবকে ঋত্বিক হতে বলেন। মহাদেব রাজি হন না ; দুর্বাসাকে বলে দেন এবং দুর্বাসা ঋত্বিক হয়ে আবার যজ্ঞ করেন। এই ভাবে যজ্ঞে বহু বছর ধরে ঘি খেয়ে অগ্নির (দ্রঃ) অগ্নিমান্দ্য ও অনলোণিমা দেখা দেয়। দ্রঃ খাণ্ডবদাহন।

শ্বেতকেতু—আরুণি বা উদ্দালকের ছেলে ; এক শিষ্যের ঔরসে জন্ম। গোতম বংশ। শ্বেতকেতুর বোন সুজাতা ; অষ্টাবক্রের মা। শিক্ষা শেষে শ্বেতকেতু গর্বিত হয়ে পড়লে আরুণি ছেলেকে পরমাত্মার রহস্য শিক্ষা দেন। এর পর শ্বেতকেতু পাঞ্চালে এসে রাজা জৈবলি প্রভাবনের কতকগুলি প্রশ্নের জবাব দিতে না পেরে পিতার কাছে ফিরে আসেন। আরুণি নিজেও এই সব বিষয় জানতেন না ; ছেলেকে বলেন রাজার কাছে ফিরে গিয়ে জেনে নিতে। কিন্তু ছেলে অস্বীকৃত হলে আরুণি নিজে গিয়ে এগুলি জেনে আসেন। শ্বেতকেতু নানা যজ্ঞবিধি স্থির করেন এবং ব্রহ্মচারী তপস্বীদের করণীয় নির্দিষ্ট করেন। কাশী, কোশল ও বিদেহে জাতুকর্ণ পুরোহিত হলে পিতার কাছে শ্বেতকেতু অভিযোগ করেছিলেন। আরুণি তখন বোঝান পুরোহিতের কাজ কিন্তু অর্থ সংগ্রহ নয়। এক দিন নিজের মাকে দেখেন অপর এক জন ব্রাহ্মণ সম্ভোগের জন্য নিয়ে যাচ্ছেন। এই ঘটনা দেখে শ্বেতকেতু ক্রুদ্ধ হন এবং নারীদের জন্য একগামী বিবাহের নিয়ম চালু করেন। মূল কামসূত্র নন্দী রচিত ; শ্বেতকেতু এই গ্রন্থটিকে সংক্ষিপ্ত করেন। শ্বেতকেতুর পর বাভ্রব্য (দ্রঃ, আবার সংক্ষিপ্ত করেন। এর পর গ্রন্থটিতে নতুন কিছু সংযোজন করে সংশোধন করেন বাৎস্যায়ন ; গ্রন্থটির নাম হয় কামসূত্র।

শ্বেতদ্বীপ—এই দ্বীপে বিষ্ণু ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন। ক্ষীর

সমুদ্রের উত্তরে। এখানে অধিবাসীরা শৈব ; এদের চার হাত ; ৩০ দাঁত ; রঙ সাদা ; এদের কোন জ্ঞান ইন্দ্রিয় নাই কিছু খায় না ; গায়ে দিব্যগন্ধ ও জ্ঞানবান।
শ্বেতমন্দনি—দ্রঃ রম্ভা।
শ্বেতা—(১) দ্রঃ ক্রোধবশা। (২) পুলহের এক স্ত্রী ; ছেলে হরিদাস ; জনৈক বানর-রাজ (ব্রহ্মাণ্ড)।
শ্যাবাশ্ব—অর্চনানস্ ঋষির ছেলে। পিতাপুত্রে দু জনে রথবীতির (দ্রঃ) যজ্ঞে হূত হন। রথবীতির মেয়েকে দেখে বিয়ে করতে চান এবং অর্চনানস্ বিয়ের প্রস্তাব সমর্থন করেন। কিন্তু বেদজ্ঞ শ্যাবাশ্ব ঋষি নয় বলে আপত্তি ওঠে। শ্যাবাশ্ব তখন তপস্যা করতে যান এবং ঋক্‌বেদের ৫-মণ্ডলের ৬১ তম সূক্তটি এবং ৮-ম ও ৯-ম মণ্ডলের কয়েকটি সূক্ত রচনা করে ঋষি (দ্রঃ) হন এবং বিয়ে করেন।
শ্যামদেশ—বর্তমানে থাইল্যাণ্ড। ১-২ খৃষ্টাব্দে বা আরো কিছু আগে ভারতীয়েরা এখানে উপনিবেশ স্থাপন করেন ; বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয় ; ভারতীয় লিপি, বৌদ্ধ মন্দির, ও মূর্তি এখনও ভারতীয় সংস্কৃতির নিদর্শন রূপে বিদ্যমান। ১২ শতকে উত্তর থেকে আগত থাই জাতি এই রাজ্য অধিকার করেন। ধর্ম এখনও বৌদ্ধ।
শ্যামায়ন—বিশ্বামিত্রের এক ছেলে (মহা ১৩।৪।৫৪)।
শ্যূমরশ্মি—এক জন মুনি। গাভীর পেটের মধ্যে বসে কপিলের সঙ্গে নানা আলোচনা করেছিলেন। ঋক্‌বেদে এই নামের উল্লেখ আছে।
শ্যেনী—অরুণের স্ত্রী।
শ্রদ্ধা—(১) মনু ও শতরূপার মেয়ে। (২) শ্রদ্ধার ছেলে শুভ, প্রসাদ, মৈত্রীপুত্র, অভয়, দয়াগ্রজ, শান্তিজ, ভদ্র, মুদ, তৃষিতজ, স্মর, পুষ্টিজ, যোগ। (৩) দক্ষ ও প্রসূতির কন্যা ; ধর্মের স্ত্রী ; ছেলে হয় কাম। (৪) সূর্যের কন্যা, অপর নাম সাবিত্রী ইত্যাদি। (৫) কর্দম প্রজাপতি ও দেবাহূতির মেয়ে ; অঙ্গিরসের স্ত্রী, ছেলে উতথ্য, বৃহস্পতি, মেয়ে সিনীবালী, কুহু, রাকা ও অনুমতি। (৬) বৈবস্বত মনুর স্ত্রী শ্রদ্ধা।
শ্রম—বসু আপের ছেলে বৈকুণ্ঠ, শ্রম, শান্ত ও ধ্বনি।
শ্রাদ্ধ—আদ্যশ্রাদ্ধ (অশৌচান্তে কৃত্য), মাসিক শ্রাদ্ধ, বাৎসরিক শ্রাদ্ধ। আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ ; এর সঙ্গে ষোড়শ মাতৃকার পূজা ও বসুধারা দান ইত্যাদি অবশ্য কর্তব্য। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ, নিত্য শ্রাদ্ধ, নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ ইত্যাদি। শ্রাদ্ধে একটি বিশিষ্ট অঙ্গ মধুদান এবং মধুদান উপলক্ষ্যে বৈদিক মধুমন্ত্র পঠিত হয়। মধুমন্ত্রে বিশ্বের সমৃদ্ধি কামনা করা হয়।
শ্রাবণ বেল গোলা—মহীশূর রাজ্যে জৈনদের বিখ্যাত তীর্থ। এক সময় জৈন ধর্ম ও ও শিক্ষার অন্যতম কেন্দ্র ছিল। খৃ-পূ ৪ শতক থেকে জৈনরা এখানে আসতে থাকেন এখানে চন্দ্র গিরি পর্বতে ভদ্রবাহু ও চন্দ্রগুপ্তের পদ চিহ্ন বর্তমান। ৯০০ খৃষ্টাব্দের এক শিলালিপিতে এই পদচিহ্নের উল্লেখ আছে। গঙ্গারা জাদের সেনাপতি চামুণ্ড রায় চন্দ্র গিরির কাছে বিন্ধ্যগিরি শিখরে দিগম্বর স্বামী গোমটেশ্বর বাহুবলীর ৫৭ ফুট উচ্চ মূর্তি নির্মাণ করান ৯৮৩ খৃষ্টাব্দে। একটি পাথর কেটে এত বড় মূর্তি পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। মূর্তিটির আজও বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয় নি।
শ্রাবস্তী—২৭°৩০´উ × ৮২°২´পূ। সাহেটমাহেট। উত্তর প্রদেশে গোণ্ডা ও বহরাইচ

জেলা দ্বয়ের সীমানায়। রাপ্তী নদীর তীরে শ্রাবস্তীর অট্টালিকা ইত্যাদি বর্তমানে মাটির নীচে ঢাকা। এখানে বসতি আরম্ভের কিছু পরেই প্রতিরক্ষা প্রাচীর তৈরি হয়েছিল। এখানে নিম্নস্তরে অল্প পরিমাণ চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র ও তারপর উত্তর ভারতীয় কৃষ্ণ মসৃণ মৃৎপাত্র। খৃ ১ শতক পর্যন্ত এখানে মানুষ বাস করত। পরে মধ্যযুগে আবার কিছু বসতি আরম্ভ হয়েছিল। রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণে এর উল্লেখ আছে। মহাভারতে ইক্ষ্বাকু রাজা শ্রাবস্ত এই নগরীর পত্তন করেন। বুদ্ধদেবের সময় শ্রাবস্তী কোশলের রাজধানী; এখানকার রাজা প্রসেনজিৎ বুদ্ধের সমসাময়িক। শ্রাবস্তী সে সময় সমৃদ্ধির চরম শিখরে। জৈন তীর্থংকর মহাবীরের প্রভাবও বহু দিন পর্যন্ত এখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

শ্রাবস্তীর ধনী শ্রেষ্ঠী সুদত্ত (অনাথ পিণ্ডিক) রাজগৃহে বুদ্ধের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই শিষ্য হন এবং বুদ্ধদেবকে এখানে নিয়ে আসেন এবং রাজপুত্র জেতের উদ্যানে জেতবন বিহার নির্মাণ করে সশিষ্য বুদ্ধদেবের বাসস্থান নির্দিষ্ট করেন। এই বিহারকে কেন্দ্র করে একটি বড় বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং দ্বাদশ শতক পর্যন্ত এটি বর্তমান ছিল। জেতবনের অনতিদূরে ছিল পূর্বারাম নামে বিখ্যাত সঙ্ঘারাম; শ্রাস্তীর এক শ্রেষ্ঠীর পুত্রবধূ বিশাখা এটি নির্মাণ করান। রাজা প্রসেনজিৎ ভিক্ষুণীদের জন্য যে সঙ্ঘরাম তৈরি করে দিয়েছিলেন তার নাম রাজাকারাম। শ্রাবস্তীর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা অঙ্গুলিমালার বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ। জেতবনে সঙ্ঘারামে বুদ্ধদেবের চন্দন কাষ্ঠের মূর্তি ছিল। খৃ ৭-ম শতক থেকে শ্রাবস্তীর পতন ঘটতে থাকে। খননের ফলে বহু স্তূপ মন্দির ও সঙ্ঘারাম পাওয়া গেছে। কুষাণ যুগের কয়েকটি ভগ্ন সৌধ ও মূর্তি এখানে প্রাচীনতম প্রত্নবস্তু। জৈনধ্বংসাবশেষ হিসাবে সোভানাথের মন্দির। জেতবন ও শ্রাবস্তীর নগরী প্রাকারের দক্ষিণ দিকে তিনটি বিরাট সৌধের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। নগরের মধ্যে পক্কীকুটী ও কচ্চী কুটী নামে দুটি বিরাট আকার সৌধের নিম্নাংশও পাওয়া গেছে।

শ্রীদাম—শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম, ইত্যাদি সাত জন কৃষ্ণের সখা।

শ্রীদেবী—দেবকের মেয়ে বসুদেবের স্ত্রী; নন্দক ইত্যাদি নয়টি ছেলে।

শ্রীবৎস—অযোধ্যার রাজা চিত্ররথের ছেলে। এঁর স্ত্রী চিন্তা; ইনি চিত্রসেনের মেয়ে। শনি ও লক্ষ্মী নিজেদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এই মীমাংসার জন্য দু জনে রাজার কাছে আসেন। দেবতাদের কে বড় এ বিচার করতে যাওয়া ধৃষ্টতা মনে করে রাজা সোনা ও রূপার দুটি সিংহাসন গড়িয়ে রাখেন। নির্দিষ্ট দিনে এঁরা দু জনে আসেন; শনি নিজেই রূপার সিংহাসনে এবং লক্ষ্মী সোনার সিংহাসনে বসেন। রাজা বলেন কে শ্রেষ্ঠ স্বতই প্রমাণিত হয়েছে। লক্ষ্মী সন্তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ করে চলে যান; কিন্তু শনি ক্রুদ্ধ হয়ে অনিষ্ট করবার চেষ্টায় থাকেন। এক দিন থাওয়ার পর পা ধুতে ভুল হয়ে গেলে সেই অপরাধে শনি রাজার দেহে প্রবেশ করেন। শনির প্রভাবে রাজা রাজ্য হারিয়ে একটি কাঁথায় কিছু ধনরত্ন বেঁধে নিয়ে সস্ত্রীক রাজ্য ত্যাগ করেন। পথে শনি এক মায়া নদী তৈরি করে এক ভাঙ্গা নৌকা নিয়ে উপস্থিত হন। নৌকা এত ভাঙা যে এক সঙ্গে বেশি কিছু নৌকাতে নেওয়া সম্ভব নয়। ফলে রাজা প্রথমে পুঁটলিটি পার করতে চান এবং শনি এটি নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যান। নিঃস্ব রাজা এক

কাঠুরিয়ার ঘরে আশ্রয় নেন। এখান থেকে শ্রীবৎস এক দিন কাঠ আনতে বনে যান। এ দিকে এক চড়ায় মহাজনের এক নৌকা আটকে গেলে শনি দৈবজ্ঞ সেজে জানিয়ে যান নিকটে কাঠুরিয়া পল্লীতে এক সতী নারী আছেন তাঁর স্পর্শে নৌকা আবার চলবে। মহাজন চিন্তাকে অনুরোধ করে নিয়ে গিয়ে নৌকা মুক্ত করান এবং ভবিষ্যৎ অনুরূপ বিপদের ভয়ে চিন্তাকে সবলে নৌকাতে তুলে নেন। নিরুপায় চিন্তা তখন সূর্যের স্তব করে কুরূপ হয়ে সতীত্ব নষ্ট হবার ভয় মুক্ত হন। এ দিকে চিন্তাকে না পেয়ে রাজা খুঁজতে খুঁজতে বাহুদেবের রাজধানীতে আসেন এবং রাজকন্যা ভদ্রা শ্রীবৎসকে বিয়ে করেন। এর পর শ্রীবৎস রাজার কাছ থেকে নদীতে বাণিজ্য তরীর শুল্ক সংগ্রহের কাজ পান। বার বৎসর পরে শনির কোপ কমলে শ্রীবৎস চিন্তার-নৌকাতে চিন্তাকে দেখতে পান। শ্রীবৎসের প্রকৃত পরিচয় জানাজানি হয়ে যায়; রাজা জামাইকে যথোচিত সম্মানিত করেন এবং চিন্তাও সূর্যের কৃপায় পূর্বরূপ ফিরে পান।

শ্রীবৎসচিহ্ন--বিষ্ণুর বুকে ভৃগুর পদচিহ্ন।

শ্রীবিজয় সাম্রাজ্য—৪র্থ খৃষ্টাব্দের আগেই সুমাত্রা দ্বীপে হিন্দুরা এক শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেন। রাজধানী ছিল শ্রীবিজয়। ক্রমে এটি একটি বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয় এবং বৌদ্ধধর্মের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র রূপে খ্যাত হয়। প্রায় সমগ্র মলয় উপদ্বীপ এই রাজ্যের অধীন ছিল। ৭ম শতকে এখান থেকে বাণিজ্যতরী ভারত ও চীনে যাতায়াত করত। শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাদের সময় যবদ্বীপ, কম্বুজ দেশ ও মলয় উপদ্বীপ এবং বর্তমান ইন্দোনেসিয়ার অন্তর্গত প্রায় সমস্ত দ্বীপগুলি মিলে এক বিশাল শ্রীবিজয় সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল।

শ্রীমতী – এক জন গন্ধর্ব কন্যা, সুগায়িকা। লক্ষ্মীর স্তব করলে লক্ষ্মী এঁকে একটি পারিজাতের মালা দেন এই মালা দুর্বাসা (দ্রঃ) ইত্যাদির হাতে পড়ে সমুদ্র মন্থনের কারণ হয়ে ওঠে।

শ্রীমদ্‌ভাগবত—আঠারটি মহাপুরাণের একটি। শ্লোক সংখ্যা আঠার হাজার। বেদ ব্যাস রচিত। বেদ বেদান্ত পুরাণাদির সার সংগ্রহ করে ব্রহ্মবিদ্যা সমন্বিত এই গ্রন্থ রচনা করেন। সর্গাদি দশ লক্ষণ যুক্ত। ভাগবতে দুটি ধারা :-(১) ব্রহ্মার নিকট নারদ এবং ক্রমশ বেদব্যাস ও শুকদেব পর্যায়ক্রমে শোনেন। (২) দ্বিতীয় ধারাতে প্রথমে সংকর্ষণ তারপর সনৎকুমার, সাংখ্যায়ন, পরাশর, মৈত্রেয় এবং অবশেষে বিদুর। এই পুরাণ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ অবতার নন; তিনি স্বয়ং ভগবান। কৃষ্ণ পরম সত্য। ভাগবতে নবধা ভক্তি। গোপ গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নানা বিধ ক্রীড়া ও গোপী-দের কৃষ্ণপ্রীতির পরাকাষ্ঠা বিশদ ভাবে বর্ণিত। সমগ্র বেদান্তের তাৎপর্য, ভগবৎ ভক্তির বৈচিত্র্য ও ভগবৎ-প্রেমের মাধুর্য বর্ণনে এ বই অতুলনীয়। গ্রন্থটি দার্শনিক তত্ত্ব, স্তবস্তুতি ও ভক্তিমূলক আখ্যান সমৃদ্ধ। গ্রন্থে দশম স্কন্ধে কৃষ্ণের জীবনের বহু ঘটনা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। এবং শেষ স্কন্ধে বলা হয়েছে কলিতে মুক্তির এক মাত্র উপায় কৃষ্ণভক্তি ও হরিসংকীর্তন।

শ্রীসম্প্রদায়—তামিল বেদান্ত ও ঋষিপ্রণীত সংস্কৃত বেদান্ত দুটির মতবাদ মিলিয়ে রামা-নুজস্বামী এই সম্প্রদায়কে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। ফলে অপর নাম রামানুজ

সম্প্রদায়। এঁদের মূল মতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। চিৎ অচিৎ ও ব্রহ্ম এই তিনটির মধ্যে ব্রহ্মই ব্যাপক ; চেতন জীবাত্মা ও অচেতন জড়বস্তু এই ব্রহ্মের শরীর। এই সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ, রামকৃষ্ণ ইত্যাদি ইত্যাদি। এঁদের মতে সংসার থেকে মুক্তির উপায় শরণাগতি। এঁদের ভাবধারা আড়বার ভাবধারা থেকে বহুলাংশে গৃহীত। ফলে অপর নাম আড়বার সম্প্রদায়।

শ্রীহর্ষ—কবি। আনু খৃ ১২ শতক।

শ্রুতকর্মা—সহদেব ও দ্রৌপদীর ছেলে। অশ্বত্থামার হাতে রাত্রিবেলা নিহত। অন্য নাম শ্রুতসেন।

শ্রুতকীর্তি—(১) কুশধ্বজের মেয়ে ; শত্রুঘ্নের স্ত্রী। এঁর ছেলে সুবাহু ও শত্রুঘাতী। (২) অর্জুন দ্রৌপদীর ছেলে ; বিশ্বদেবের অংশে এঁর জন্ম ; কুরুক্ষেত্রে জয়ৎসেন ও দুঃশাসনের ছেলের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। অশ্বত্থামার হাতে মৃত্যু।

শ্রুতর্বা—(১) জনৈক রাজা (মহা ৩।৯৬।১)। অগস্ত্য (দ্রঃ) এঁর কাছে অর্থ চান ; রাজা তাঁর আয় ব্যয়ের হিসাব দেখিয়ে অগস্ত্যকে ফিরিয়ে দেন। দেবার মত কিছু ছিল না। (২) ধৃতরাষ্ট্রের ছেলে ; বীর, ধনুর্দ্ধর। কুরুক্ষেত্রে ভীমের হাতে মৃত্যু। (মহা ৯।২৫।২৭)।

শ্রুতর্ষি—যে ঋষিদের কাছে বেদ প্রকাশিত হয় নি, অন্য ঋষিদের কাছে বেদ এঁরা শুনেছেন।

শ্রুতশ্রবা—শূরসেনের মেয়ে, বসুদেবের বোন, দম ঘোষের স্ত্রী ; ছেলে শিশুপাল (দ্রঃ) (২) জনৈক মগধরাজ। (৩) যমের সভায় এক জন মহর্ষি। (৪) এক জন মহর্ষি ; ছেলে সোমশ্রবস্। পরীক্ষিতের ছেলে জন্মেজয় এক মস্ত বড় যজ্ঞ করেন ; সঙ্গে তিন ভাই শ্রুতসেন (দ্রঃ) উগ্রসেন ও ভীমসেন ছিলেন। যজ্ঞ কালে সরমার এক ছেলে সেখানে এসে পড়লে এই ভাইগুলি একে মারতে মারতে সেখান থেকে তাড়ান। ফলে সরমা জন্মেজয়কে শাপ দেন। যজ্ঞ শেষে জন্মেজয় পুরোহিত খুঁজতে গিয়ে শ্রুতশ্রবাকে পান এবং সরমার শাপ মুক্তির ব্যবস্থা করতে বলেন। শ্রুতশ্রবা তখন নাগকন্যার গর্ভে জন্ম সোমশ্রবাকে যজ্ঞ করার জন্য পাঠিয়ে দেন। জন্মেজয় শাপমুক্ত হন।

শ্রুতসেন—(১) শ্রুতকর্মা (দ্রঃ)। (২) জন্মেজয়ের ভাই শ্রুতশ্রবা (দ্রঃ)। (৩) তক্ষকের ছোট ভাই। (৪) এক অসুর . গরুড়ের হাতে মৃত্যু। (৫) কৌরবপক্ষে এক যোদ্ধা ; অর্জুনের হাতে মৃত্যু।

শ্রুতসোম—ভীম দ্রৌপদীর ছেলে। এক জন মহারথ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে অশ্বত্থামার হাতে মৃত্যু।

শ্রুতাবতী—স্রুচাবতী (মহা ৯।৪৭।৬০)। ঘৃতাচীকে দেখে মহর্ষি ভরদ্বাজের বীর্যপাত হলে এই মেয়ের জন্ম। ইন্দ্রকে বিয়ে করার জন্য দুষ্কর ব্রত নিয়ে তপস্যা করছিলেন। একশ বছর তপস্যার পর ইন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে পরীক্ষার জন্য বশিষ্ঠ সেজে আসেন। শ্রুতাবতী বলেন সাধ্যমত তিনি ঋষির সেবা করবেন কিন্তু তাঁর স্ত্রী হতে পারবেন না ; কারণ তিনি ইন্দ্রকে চান। বশিষ্ঠরূপী ইন্দ্র তখন পাঁচটি কুল দিয়ে রান্না করতে বলেন এবং শীঘ্রই তাঁর বাসনা পূর্ণ হবে বলে যান। ইন্দ্র তার পর একটি তীর্থে এসে জপ করতে থাকেন যাতে কুল রান্নার ব্যাঘাত হয়। এ দিকে সারা দিনেও কুল সিদ্ধ হয় না ; সব

কাঠ শেষ হয়ে যায় ; শ্রুতাবতী তখন নিজের দুই পা অগ্নি মতে হাত ও পা উনুনের মধ্যে দিয়ে কুল সিদ্ধ করতে চেষ্টা করেন। ইন্দ্র তখন সন্তুষ্ট হয়ে বর দেন দেহত্যাগ করে স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হবেন।

শ্রুতান্ত—চিত্রাঙ্গ। ধৃতরাষ্ট্রে ছেলে। কুরুক্ষেত্রে ভীমের হাতে মৃত্যু।

শ্রুতায়ু—(১) কলিঙ্গ-রাজ, কুরুক্ষেত্রে মৃত্যু। (২) পুরূরবা উর্বশীর একটি ছেলে। (৩) সত্য যুগে এক দানবরাজ ; দ্বাপরে ক্ষত্রিয় রাজা হয়ে জন্মান। (৪) মহাদেবের এক জন গণ ; কার্তিকের সঙ্গে যুদ্ধে গিয়েছিলেন।

শ্রুতি—যা শোনা যায়। ভগবান যা প্রকাশ করেছেন। বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ অংশ। উপনিষদকে শ্রুতি বলা হয়।

শ্লিষ্ট -শিষ্টি (দ্রঃ) শিষ্ট।

শ্লেষ্মক -শ্লেষ্মাতক। এই বনে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ, ও শূর্পণখা জন্মান। শ্লেষ্মাতক বনের অপর নাম গোকর্ণ।

ষ

ষট্‌কর্ম—ছয় রকম কর্ম। স্মৃতিতে ব্রাহ্মণের অবশ্য কৃত্য ছযটি :-যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ। যোগমতে দয়া, ধৈর্য, স্থৈর্য, লাঘব, প্রত্যক্ষ, নির্লিপ্ত ও শোধন। হটযোগ মতে ষট অর্থাৎ দেহ শোধনের জন্য ছয়টি কর্ম :-ধৌতি, বস্তি, নেতি, নৌলী, ত্রাটক ও কপালভাতি। রাজার ষটকর্ম অর্থে সন্ধি, বিগ্রহ, যান (অভিযান), আসন (চুপচাপ অপেক্ষা করা), দ্বৈধ (দুই রাজার মধ্যে মুখে দালালি করা) ও আশ্রয় (কোন প্রবল রাজাকে আশ্রয় করা)। তন্ত্রে ষট্‌কর্ম অর্থে শান্তি, বশ্য, স্তম্ভন (অন্তরের বৃত্তি রোধের জন্য), বিদ্বেষণ, উচাটন (কোথা থেকে কাউকে বিতাড়না), ও মারণ। তন্ত্রে এই ষট্‌ কর্মের উপাস্য দেবতা, কাল, আসন, মুদ্রা ও তত্ত্ব ইত্যাদি ক্রিয়া ভেদে বিভিন্ন। যেমন শান্তি কর্মে দেবতা রতি, কাল হেমন্ত বা প্রভাত, আসন পদ্ম, তত্ত্ব জল ইত্যাদি। তান্ত্রিক ক্রিয়াগুলি অনেকের কাছে নিন্দনীয়। সায়ণ আচার্য ইত্যাদি এগুলিকে কিন্তু নিন্দা করেন নি।

ষট্‌চক্র—সুষুম্নার অভ্যন্তরে অতিসূক্ষ্ম চিত্রিণী নাড়ি রয়েছে। এই নাড়িতে যোগগম্য ছয়টি চক্র কল্পনা করা হয়। চক্রগুলির শিব, শক্তি, মাতৃকাবর্ণ ও তত্ত্ব বিভিন্ন। এগুলি গুহ্যমূলে মূলাধার, লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান, নাভিদেশে মণিপুরচক্র, হৃদ্‌দেশে অনাহত চক্র, কণ্ঠে বিশুদ্ধাখ্য চক্র এবং ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাচক্র। এই আজ্ঞাচক্র আত্মতত্ত্ব প্রণবের স্থান।

ষণ্ড—শুক্রের দুই ছেলে ষণ্ড ও অমর্ক। দু জনে এঁরা শিশু প্রহ্লাদের শিক্ষক হন। অসুর সেনাপতিও ছিলেন এবং দেবতাদের পরাজিত ও করেছিলেন। দেবতারা তখন এক যজ্ঞ করে এদের দু জনকে নিমন্ত্রণ করে অমৃত পান করান। এর পর অসুর পক্ষ ত্যাগ করার জন্য অনুরোধ করলে মত্ত অবস্থাতে এঁরা কথা দেন। ফলে বরাহ কল্পে যুদ্ধের সময় এঁরা দেবতাদের পক্ষ থেকে অসুরদের পরাজিত করেন।

ষড়ঙ্গ—বেদের ছয়টি ভাগ :-শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ।

ষড়গুণ—দেবতাদের ছয়টি গুণ ঐশ্বর্য, বীর্য, বৈরাগ্য, বিজ্ঞান, শ্রী ও যশ।

ষড়দর্শন—বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য পাতঞ্জল, বেদান্ত ও মীমাংসা।

ষড়ভূজা—চণ্ডিকা, রুদ্রচণ্ডী ও চন্দ্রাবতী এই তিন জনেই ষড়ভূজা।

ষড়ানন—কার্তিকেয়।

ষষ্ঠী—(১) মূল প্রকৃতির ষষ্ঠাংশরূপ দেবী; অপর নাম দেবসেনা। একটি মতে কার্তিকের স্ত্রী। মাতৃকা বিশেষ। শিশুদের পালন করেন; সন্তান দেন। শিশুর জন্মের ছয় দিনের দিন ও একুশ দিনের দিন এঁর পূজা বিধেয়। শিশুকে অকাল মৃত্যু থেকে রক্ষা করেন। হারীতী ও জাতাপহারিণী অপদেবতারা যখন শিশু হরণ করতে যান ইনি বাধা দেন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সবদা তপস্যা নিরত রাজা প্রিয়ব্রতকে ব্রহ্মা বিয়ে করতে বলেন। রাজা প্রথমে অসম্মত হন পরে ব্রহ্মার অনুরোধে মালিনীকে বিয়ে করেন। বহু দিন এঁদের সন্তান হয় নি। তখন কশ্যপকে দিয়ে মনে মনে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলে মালিনী গর্ভবতী হয়ে ১২ বৎসর পরে একটি মৃত পুত্র প্রসব করেন। প্রিয়ব্রত শ্মশানে ফেলে দিতে যান. এই সময়ে ব্রহ্মার মানসকন্যা ষষ্ঠী উজ্জ্বল বিমানে চড়ে দেখা দেন এবং শিশুকে বাঁচিয়ে দেন। রাজা দেবীর স্তব করেন। ছেলেকে দেবী নিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু ফিরিয়ে দেন। কথা থাকে প্রিয়ব্রত তাঁর পূজা করবেন। সেই থেকে শিশুর জন্মের পর ৬ বা ২১ দিনে এই পূজা প্রচলিত। (২) ভবা (দ্র.)। (৩) কার্তিকের পালনকারী ছয় মাতৃকার সমবেত মূর্তি।

ষোড়শজনপদ—খৃ-পূ ৬-শতকের প্রথম ভাগে (বুদ্ধের জন্মের সময়) ভারতে ১৬-টি জনপদ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল :—(১) অঙ্গ—মনে হয় বিহারে ভাগলপুর ও মুঙ্গের জেলা মিলে গঠিত ছিল। (২) অবন্তী—আধুনিক মালব, নিমার ও সংলগ্ন মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশ। প্রথমে মাহিষ্মতী রাজধানী ছিল; পরে মহাবীর ও বুদ্ধদেবের সময় উজ্জয়িনী। (৩) অশ্মক—সিন্ধুনদের অববাহিকাতে অবস্থিত একটি দেশ। বৌদ্ধ সাহিত্যে অস্সক; দ-ভারতে গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত। (৪) কম্বোজ—সম্ভবত প্রাচীন রাজৌরী বা প্রাচীন রাজপুরকে কেন্দ্র করে অবস্থিত। (৫) কাশী—রাজধানী বারাণসী। (৬) কুরু—আধুনিক দিল্লির কাছে; রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ। (৭) কোশল—আধুনিক অযোধ্যার কিছু অংশ। সরযূ নদী একে দুটি ভাগে ভাগ করেছিল। উত্তর কোশলের রাজধানী শ্রাবস্তী; নিম্ন কোশলে রাজধানী কুশবতী। কোশল এক সময় কাশী জয় করে। প্রসেনজিৎ কোশলের সবচেয়ে খ্যাতিমান রাজা। (৮) গন্ধার—আধুনিক পেশোয়ার ও রাওলপিণ্ডি মিলে। (৯) চেদি—সুপ্রাচীন রাজ্য। সম্ভবত আধুনিক বুন্দেলখণ্ড ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল মিলে গঠিত। (১০) পাঞ্চাল—আধুনিক উত্তর প্রদেশে রোহিলখণ্ড ও পার্শ্ববর্তী কিছু অংশ মিলে। (১১) বৎস—অবন্তীর উত্তর পূর্বে যমুনার তীরে। অত্যন্ত সমৃদ্ধ। রাজধানী কৌশাম্বী। এলাহাবাদের কাছে যমুনার দ-তীরে এই বিশাল নগরী অবস্থিত ছিল। (১২) বৃজি—আট বা নয়টি গোষ্ঠী মিলে যুক্তরাষ্ট্র। এগুলির মধ্যে বিদেহ, লিচ্ছবি, জ্ঞাতৃক ও বৃজি (বজ্জি) প্রধান। লিচ্ছবির রাজধানী ছিল বৈশালী (বর্তমানে মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত) (১৩) মগধ—আধুনিক পাটনা ও গয়া। (১৪) মৎস্য—আধুনিক আলোয়ার

রাজ্য ও ভরতপুর রাজ্যের কিছু অংশ মিলে। বুদ্ধদেবের সময় এটি নগণ্য রাজ্য ছিল। (১৫) মল্ল—সম্ভবত বৃজি রাজ্যের উত্তরে। প্রথমে এখানে রাজা ছিল ; পরে গণ শাসন আসে। নয়টি গোষ্ঠীর নয়টি রাজ্য মিলে গঠিত। বুদ্ধদেবের সময় এই নয়টির মধ্যে দুটি গোষ্ঠী প্রাধান্য লাভ করেছিল ; একটির রাজধানী ছিল কুশীনারা (আধুনিক উত্তরপ্রদেশে গোরক্ষপুর জেলায়) ; অন্যটির রাজধানী কাছেই পাবাতে। মল্লদের মধ্যে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বীই বেশি ছিল। (১৬) শূরসেন—রাজধানী মধুরা/মথুরা।

ষোড়শমাতৃকা—গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বাহা, স্বধা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, কুলদেবতা ও আত্মদেবতা এই ষোল জন।

ষোড়শী—দশমহাবিদ্যার মধ্যে তৃতীয় মহাবিদ্যা। দেবী শতাক্ষীর (দুর্গার এক রূপ) দেহ থেকে আবির্ভূত এক মহাশক্তি। অপর নাম শ্রীবিদ্যা, ত্রিপুর-সুন্দরী।

স

সংকল্প—ধর্ম ও স্ব সংকল্পার ছেলে।

সংকল্পা—দক্ষের মেয়ে ধর্মের স্ত্রী।

সংকৃতি—রাজা নরকের ছেলে। রন্তিদেবের পিতা।

সংক্ষিপ্তসার—ক্রমদীশ্বর রচিত ব্যাকরণ।

সংগব—দুর্যোধনদের গোশালার ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক। মতান্তরে সমঙ্গঃ নাম বল্লবঃ (মহা ৩।২২৭।২)।

সংগীত—আদিতে ধর্মসংগীত বুঝাত। সামগান থেকে ভারতে সংগীত সংস্কৃতির জন্ম। বৈদিক সংগীত থেকে সরাসরি ঋক্‌, গাথা, ও সাম তিন প্রকার গান আরম্ভ হয়। সামবেদের সাতটি স্বরকে পরবর্তী কালে বলা হত পঞ্চম, মধ্যম গান্ধার, ঋষভ, ষড়জ ধৈবত এবং নিষাদ। সাম বা ঋক্‌ বর্গীয় গীতে প্রযুক্ত প্রস্তাব, উদ্গীথ, প্রতিহার, উপদ্রব, নিধন, হিঙ্কার ও ওঙ্কার এই সাতটি অঙ্গ থেকেই পরে উদ্গ্রাহ, ধ্রুব, আভোগ ইত্যাদি কলি পরিকল্পিত হয়েছে। খৃ ২-শতকে ভারতে নাট্য আন্দোলনের যুগে সংগীতের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। খৃ ৪-শতকে গুপ্ত রাজ্যের গৌরবের যুগে মগধের সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে যে ধারা গড়ে উঠেছিল সেই ধারাই বর্তমানের যুগে সংগীতের জন্ম দিয়েছে। ভরত ও নারদ একে গন্ধর্ব বিদ্যা বলেছেন। দ্রঃ মার্গসংগীত।

সংগ্রামজিৎ—কৃষ্ণ ও ভদ্রার এক ছেলে।

সংঘ—বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের যৌথ জীবন যাত্রার পরিকল্পনায় গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠান। ভারতে প্রতিষ্ঠান পরিচালিত ধর্মের প্রথম আবির্ভাব এই সংঘের মাধ্যমে।

সংজ্ঞা—পুরাণে বিশ্বকর্মার, মহাভারতে ত্বষ্টার মেয়ে ; সূর্যের স্ত্রী। সূর্যের তেজ সহ্য করতে না পেরে নিজের শরীর থেকে ছায়াকে, অন্য মতে সখী ছায়াকে, অন্য মতে ছায়া নামে একটি মেয়েকে সূর্যের কাছে রেখে বনে গিয়ে তপস্যা করতে থাকেন।

অন্য মতে পিতার কাছে ফিরে যান এবং পিতা এ জন্য মেয়েকে তিরস্কার করেন ও স্বামীর কাছে ফিরে যেতে বলেন। সংজ্ঞা ফিরে না গিয়ে অশ্বিনী রূপ ধরে উত্তরকুরু বর্ষে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। সংজ্ঞার সন্তান বৈবস্বত মনু, যম এবং যমী ; এঁরা ছায়ার কাছেই থাকে। সূর্য ছায়াকে সংজ্ঞা মনে করেন এবং ছায়ার তিনটি সন্তান হয় শনি, সাবর্ণি-মনু ও তপতী। এক দিন যমের ওপর ছায়া রেগে যান সেই সময় সূর্য জানতে পারেন ছায়া সংজ্ঞা নন। সূর্য তখন সংজ্ঞার খোঁজে যান এবং ধ্যানে কোথায় আছে ইত্যাদি জানতে পেরে অশ্বরূপে সংজ্ঞার কাছে এসে বসবাস করতে থাকেন। ঘোটকী সংজ্ঞার ছেলে হয় অশ্বিনীকুমার (নাসত্য ও দস্র) এবং রেবন্ত। নাসত্য ও দস্র সংজ্ঞার নাক থেকে জন্মান। মোট তিনটি ছেলে ও একটি মেয়ে হয় ভয়া (হেতির স্ত্রী)। সূর্য তারপর বিশ্বকর্মার (দ্রঃ) সাহায্যে সংজ্ঞাকে ফিরিয়ে আনেন।

সংবরণ—চন্দ্রবংশে সূর্যভক্ত এক রাজা। সত্য যুগে প্রথম দিকে। পিতা ঋক্ষ। দুষ্মন্ত বংশে বৃহৎক্ষত্র(১)>হস্তী(২)>অজমীঢ়(৩)>ঋক্ষ(৪)>সংবরণ(৫)। অল্প বয়সে পিতা এঁকে রাজ্য দিয়ে দেন। গুরু বশিষ্ঠ এঁকে বেদ পাঠ করান। অত্যন্ত ধার্মিক ও অত্যন্ত সুন্দর দেখতে। প্রতি দিন সূর্যের আরাধনা করতেন। এক বার বশিষ্ঠকে রাজ্যভার দিয়ে বনে তপস্যা করতে যাচ্ছিলেন। বনে হরিণের পেছু পেছু ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে বৈভ্রাজ নামে গভীর বনে এসে পড়েন। বনে একটি সরোবরে পদ্ম ও কহ্লার ফুটে রয়েছে। এই জলে তপতী ও দেবকন্যারা খেলা করছিলেন। তপতীকে দেখে মগ্ধ হয়ে রাজা ঘোড়া থেকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। এক জন গন্ধর্ব রাজার মুখে চোখে জল দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনেন। তপতীও বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। সখীরা তপতীকে নিয়ে চলে যান। অন্য মতে মুগ্ধ হয়ে রাজা পরিচয় জানতে চান। তপতী কোন উত্তর না দিয়ে অন্তর্হিত হয়ে গেলে রাজা মাটিতে পড়ে যান। মেয়েটি তখন ফিরে এসে নিজের পরিচয় দিয়ে সূর্যকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করতে বলেন। রাজা তারপর প্রতিষ্ঠা নগরীতে নিজের প্রাসাদে ফিরে আসেন। রাজার ক্ষুৎ-পিপাসা সুখ চলে যায়। বশিষ্ঠ সব কথা জানতে পেরে সূর্যের কাছে গিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করেন। অন্য মতে রাজা ফিরে আসেননি এখানেই কঠোর তপস্যা করতে থাকেন এবং বশিষ্ঠের মধ্যস্থতায় এঁদের বিয়ে হয়। বিয়ের পর রাজা মন্ত্রীকে রাজ্যভার দিয়ে বার বছর স্ত্রীর সঙ্গে উপবনে বাস করতে থাকেন। রাজাকে এই ভাবে ভোগে মত্ত দেখে ইন্দ্র ক্ষুণ্ণ হন ; দেশে বার বছর বৃষ্টি হয় না। বশিষ্ঠ তখন রাজা ও রাণীকে রাজপুরীতে ফিরিয়ে আনেন ফলে বৃষ্টি হয় এবং প্রজারা সুখী হয়। পাঞ্চাল রাজ এক বার সংবরণকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। রাজা সিন্ধু তীরে গিয়ে বাস করতে থাকেন। পরে পুরোহিত বশিষ্ঠের মাধ্যমে রাজ্য ফিরে পান এবং বশিষ্ঠকে দিয়ে যজ্ঞ করান। তপতীর ছেলে কুরু। এই কুরু থেকে কৌরব বংশ।

সংবর্ত—অঙ্গিরার আট ছেলে :-বৃহস্পতি, উতথ্য, সংবর্ত (তৃতীয় ছেলে) পযস্য, শান্তি, ঘোর, বিরূপ ও সুধম্ব। বৃহস্পতি সংবর্তকে ভীষণ হিংসা ও দুর্ব্যবহার করতেন। সংবর্ত ফলে দিগম্বর হয়ে বনে চলে যান। বৃহস্পতি মরুত্তকে (দ্রঃ) ত্যাগ করলে মরুত্ত যজ্ঞ করতে সম্মত হন এবং সর্ত্ত হয় সংবর্তের প্রতি অচলা ভক্তি রাখতে হবে। না হলে অভিশাপে সংবর্ত ভস্মে পরিণত করবেন।

সংবর্তক—(১) একটি অগ্নি : মাল্যবান পাহাড়ে সব সময় জ্বলছে। (২) রুদ্রর এক ছেলে।

সংবহ—একটি বায়ু। দেবতাদের মেঘরূপ বিমান বহন করেন। প্রবাহ বায়ু মেঘকে বহন করেন। আবহ বজ্রপাত ঘটান ; উদ্বহ সমুদ্র জল বহন করে মেঘ তৈরি করেন। বিবহ মেঘকে রূপ ও আকার দেন ; পরিবাহ আকাশ গঙ্গাকে স্থির ভাবে ধরে রাখেন। পরাবহ আত্মাকে বহন করেন।

সংযমন—কাশীর এক রাজা, ধার্মিক ও নিস্পৃহ। পঞ্চশিখের কাছে সাংখ্য ও যোগ শিক্ষালাভ করে বনে চলে যান।

সংযাতি—(১) নহুষের ছেলে যাতি যযাতি, আযাতি, সংযাতি ও ধ্রুব। (২) পুরুর নাতি প্রাচিন্বান্ ; প্রাচিন্বানের স্ত্রী যদু বংশীয়া অশ্মকী ; ছেলে সংযাতি। সংযাতির স্ত্রী দষদ্বানের মেয়ে বরাঙ্গী, ছেলে অহংপাতি (মহা ১।৯০।১৪)।

সংশপ্তক—যে সব যোদ্ধা মরণ পণ করে যুদ্ধে যান। এই যোদ্ধাদের প্রতিজ্ঞা যুদ্ধ থেকে পালালে নরকে যাবেন। কুরুক্ষেত্রে কৌরব পক্ষে ছিলেন। যুদ্ধে ১৩ দিনের দিন অর্জুন এঁদের নিহত করার জন্য ব্যস্ত ছিলেন ; এই সুযোগে অভিমন্যুকে কৌরবরা নিহত করেন।

সংশ্রুত্য—বিশ্বকর্মার বৈদান্তিক এক ছেলে। মহাভারতে স্শ্রুত (১৩।৪।৫৪)।

সংসতী—পবমান অগ্নির স্ত্রী ; ছেলে সভ্য ও আবসথ্য।

সংস্কার—পূর্ব জন্মের কর্ম ও স্মৃতিজনিত অতীন্দ্রিয় মনোবৃত্তি। জন্ম মাত্রেই জীব এর প্রভাবে পরিচালিত হতে থাকে। বৌদ্ধ মতে সংস্কার ভাবচক্রের হেতু ১২টি নিদানের অন্তর্গত দ্বিতীয় নিদান। এটি এক ধরণের মানস প্রতীতি। অবিদ্যাই এই প্রতীতির কারণ। সংস্কার অনিত্য, মিথ্যা, ক্ষণিক ও আপেক্ষিক। অবিদ্যার বিনাশে সংস্কার বিনষ্ট হয়।

সংস্কৃত ভাষা—সমগ্র ভারতে প্রাচীন কালে ধর্ম ও সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বাহন। আর্য গোষ্ঠীর প্রায় অধিকাংশ ভাষারই মূল। সংস্কৃত ভাষায় তিনটি স্তর :-একটি বৈদিক স্তর, দ্বিতীয়টি ভাষা সংস্কারের পরবর্তী পাণিনি শাসিত যুগ এবং তৃতীয়টি বৌদ্ধ-সংস্কৃত ; অর্থাৎ বহু সময় পাণিনি না-মানা ভাষা।

সংস্কৃত ভাষার মূলকে বলা হয় ইন্দোইউরোপীয় কোন একটি ভাষা ; মনে হয় হিত্তিই এই মূল ভাষা। এবং এই সূত্রে গ্রীক, ল্যাটিন ইত্যাদি ভাষার সঙ্গে কিছু সম্পর্ক রয়েছেই। ইরানের প্রাচীন ভাষা আবেস্তীয় এবং প্রাচীন পারসিকের সঙ্গে সংস্কৃতের সম্বন্ধ খুবই ঘনিষ্ঠ। বৈদিক সংস্কৃতে উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিনটি স্বরধ্বনি ছিল ; অবৈদিক সংস্কৃতে এই স্বরধ্বনি ভেদ নাই। এ ছাড়া বৈদিক কিছু শব্দ অবৈদিক সংস্কৃতে নাই বা অবৈদিক কিছু শব্দ বৈদিক সংস্কৃতে নাই। এবং অবৈদিক সংস্কৃত বৈয়াকরণ পাণিনি (খৃ-পূ ৪ শতক) দ্বারা সম্পূর্ণ শাসিত। পাণিনির অনুশাসন লঙ্ঘন করা (বৌদ্ধ সংস্কৃত বাদে) কেউ যেন কল্পনা করতেই পারেন নি বা আজও পারা সম্ভব নয়।

সংস্কৃত সাহিত্য—এর মোটামুটি ভাগ সাহিত্য, ব্যাকরণ, অভিধান, দর্শন, তন্ত্র, ধর্ম-শাস্ত্র, বিজ্ঞান ইত্যাদি। যুগ বিভাগ করা হয় বৈদিক যুগ, মহাকাব্য ও পুরাণের যুগ,

এবং ক্ল্যাসিক্যাল যুগ। বৈদিক যুগে প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋক্‌বেদ রচনা যেন, ১৫৭০ খৃ-পূর্ব। বৈদিক সাহিত্য তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত :-বেদ বা সংহিতা, এবং ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদ্।

ব্যাকরণ ধারায় পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সম্ভবত (খৃ-পূ ৪ শতক), কাত্যায়নের বার্তিক সম্ভবত খৃ-পূ ৩ শতক ; পতঞ্জলি মহাভাষ্য সম্ভবত খৃ-পূ ২ শতক। এ ছাড়াও বহু ব্যাকরণ লেখা হয়েছে এবং এগুলি সবই পাণিনিকে স্বীকার করে লিখিত। নতুন কিছু দিগ্‌দর্শন নয়।

অভিধান অর্থে নিঘণ্টবস নামক গ্রন্থে বেদপ্রযুক্ত শব্দরাশি সংগৃহীত হয়েছে। যাস্ক নিরুক্ত গ্রন্থে ঐ সব শব্দের ব্যুৎপত্তিগত আলোচনা করেছেন।

ছন্দ বিষয়ে প্রাচীনতম গ্রন্থ পিঙ্গলাচার্যের ছন্দঃসূত্র। আলঙ্কারিক হিসাবে দণ্ডী, ভামহ, আনন্দবর্দ্ধন, মম্মট, বিশ্বনাথ ইত্যাদি।

নাট্য শাস্ত্র হিসাবে ভরতের নাট্যশাস্ত্র।

মহাকাব্য ও পুরাণের যুগে রচনা হয়েছিল রামায়ণ ও মহাভারত। রচনা কাল ঠিক বোঝা যায় না। পরবর্তী কালের রচনা এই দুই কাব্যে বহু স্থানে এসে প্রবেশ করেছে। রামায়ণের বর্তমান রূপ গড়ে উঠেছিল মনে হয় ১-২ খৃ শতকে এবং মহাভারত খৃ ৪-শতক। দুটি কাব্যেই একাধিক কবির বহু প্রক্ষিপ্ত রচনা মিশে আছে। পুরাণ অনেকগুলি এবং পুরাণে দর্শন, ধর্মশাস্ত্র অলঙ্কার ইতিহাস বিজ্ঞান অনেক কিছুই আছে এবং সঙ্গে বহু ক্ষেত্রেই সামান্যতম বিচারবুদ্ধির অভাব অতিপ্রকট ভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। অমুক রাজা দশ হাজার বছর বেঁচেছিলেন ইত্যাদি এমন ভাবে ছড়িয়ে আছে এ লেখাগুলিকে অনেক সময় সম্পূর্ণ মূল্যহীন মনে হয়। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ইত্যাদি ঋষিরা সব যুগেই দেখা দেন। অথচ দর্শনের চিন্তায় ভারতীয় চিন্তাধারা কত সূক্ষ্ম থেকে কত সূক্ষ্মতর ধাপে এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সাহিত্যে অতি-অতিশয় উক্তি রূপ পদস্খলন কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না। পুরাণ ইত্যাদির লেখকের কল্পনা শক্তি ছিল সীমাহীন কিন্তু সাধারণ বিচার-বুদ্ধি যেন কিছুই ছিল না।

ক্ল্যাসিক্যাল যুগ অর্থাৎ পুরাণোত্তর যুগ। কাব্য নাটক এই যুগের রচনা। এ যুগে মুদ্রারাক্ষস, মৃচ্ছকটিক ও গুণাঢ্যের বৃহৎ-কথা এই তিনটি যেন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। বাকিগুলি সৃজনী প্রতিভার চরম দৈন্যের পরম স্বাক্ষর। বেশির ভাগ এই সবগ্রন্থগুলি রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীকে উপজীব্য করে নিয়েছে। অলঙ্কার ও ছন্দের বহু বৈচিত্র্য আছে কিন্তু নতুন কাহিনী নাই, সম-সাময়িক জীবন যাত্রার সমসাময়িক মানুষের সুখদুঃখের কাহিনী কোথায়। রামচন্দ্র সীতাকে যখন দেখাচ্ছেন দূরাৎ অয়শ্চক্র নিভস্য বা প্রস্থানোদ্যতা গৌরী যখন মার্গাচল-ব্যতিকর কুলিতের সিন্ধু ন যযৌ ত তস্থৌ তখন ছবি হিসাবে অনির্বচনীয়। কিন্তু নতুন কোন মূল্যায়ন, নতুন কোন দৃষ্টি-কোণ নাই। এমন কি শকুন্তলাতে কবির ব্যর্থতা চরম। দুষ্মন্ত নামক যে বৃষভটির অন্তঃপুরে কয়েক হাজার স্ত্রী রয়েছে সেই বৃষশ্রেষ্ঠকে যখন শকুন্তলার জন্য ঘন ঘন মূর্চ্ছা যেতে দেখি তখন কবির স্বাধীন চিন্তার পরিধি দেখে লজ্জিত হতে হয়। কাদম্বরী ইত্যাদিতে চিন্তার দৈন্য অপরিসীম ; ছবি আছে প্রচুর ; আর আছে গল্পের মধ্যে গল্পের জট। কিরাত অর্জুনীয়ম্ ইত্যাদিতে চিন্তার

কোন বালাই নাই। এই সব বইতে অলংকার ইত্যাদির সীমাহীন বাড়াবাড়ি আছে। কিন্তু সৃজনী প্রতিভা অর্থে নিশ্চয়ই আংকারিকের ডিগবাজি দেখান নয়। সে তুলনায় রামায়ণে সীতার সন্ধান পেয়ে আনন্দে হনুমান নিজের লেজের ডগা শুঁকছেন বা মধুবনে সমবেত হয়ে নৃত্যন্তি কেচিৎ গায়ন্তি কেচিৎ অতুলনীয় ও প্রাণবন্ত।

দর্শন শাস্ত্রে দুটি ধারায় গ্রন্থ রচনা হতে থাকে। একটি আস্তিক ধারা। এই ধারাতে আত্মা, পূর্বজন্ম, কর্মবাদ, ব্রহ্ম ইত্যাদি নিয়ে বিভিন্ন ভাবে আলোচনা হয়েছে। এই আলোচনা ক্রমশ এগিয়ে চলা আলোচনা নয়; থোড়বড়ি খাড়া খাড়াবড়ি থোড় আলোচনা। বৌদ্ধ দর্শনকেও আস্তিক ধারাতেই ধরা উচিত। বেদ না মানলেও আত্মা, পুনর্জন্ম, ঈশ্বর (আদিবুদ্ধ), এমন কি অবতার বাদ সবই রয়েছে। বৌদ্ধ দর্শন অর্থে সেই পুরাতন ব্রাহ্মণ্য চিন্তাধারাই নতুন আবরণে ও আভরণে উপস্থাপিত। একমাত্র চার্বাক ধারাই প্রকৃত অনাস্তিক ধারা। কিন্তু এ ধারাতে গ্রন্থের সংখ্যা অতি নগন্য।

ধর্মশাস্ত্র অর্থাৎ রাজার ও প্রজার (অর্থাৎ চতুবর্ণের) অবশ্য করণীয় কাজের আলোচনা এবং সামাজিক অনুশাসন। এই ধারাতে শুক্রনীতি, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি কিছু ভাল গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। বাকি বেশির ভাগ গ্রন্থই জীবনের এক কল্পিত অদ্ভুত মূল্যের ওপর গড়ে ওঠা আলোচনা। বিজ্ঞান ধারায় রাষ্ট্র বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ, কামশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, গণিত, উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়ন, কৃষি, হস্তী পালন, অশ্ব পালন এমন কি চৌর বিদ্যাও আলোচিত হয়েছে।

সংহতা—ধৃতরাষ্ট্রের দ্বিতীয়া স্ত্রী।

সংহিতা—বিষয় সমূহ যেখানে সংহত অর্থাৎ একত্র করা হয়েছে। যেমন ঋক্‌বেদ সংহিতা, মনুসংহিতা ইত্যাদি। মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত সংবর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি পরাশর, ব্যাস, দক্ষ, গৌতম, বশিষ্ঠ ইত্যাদি প্রণীত ১৯টি সংহিতা। ধর্মকর্ম, জীবিকা, সংস্কার ইত্যাদি সব কিছু বিস্তৃত ভাবে এই সব গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

সংহিতাকল্প— অথর্ববেদে নক্ষত্রকল্প, বেদকল্প, সংহিতাকল্প, অঙ্গিরস কল্প ও শান্তি কল্প এই ৫-টি কল্প।

সংহিতাশ্ব - ভৃগু বংশে হর্যশ্বের নাতি; নিকুম্ভের ছেলে। সংহিতাশ্বের ছেলে প্রসেনজিৎ এবং প্রসেনজিতের মেয়ে রেণুকা জমদগ্নির স্ত্রী।

সংহনন—পুরু বংশে মনস্যু ও স্ত্রী সৌবীরীর বা সৌধীরীর ছেলে, সুভ্রূ, সংহনন, বাগ্মী (মহা ১।৮৯।৬)। এক জন রাজা।

সংহ্রাদ—রাবণের এক সেনাপতি; লঙ্কার যুদ্ধে নিহত।

সংহ্লাদ—(১) হিরণ্যকশিপুর ছেলে সংহ্লাদ, প্রহ্লাদের এক ভাই। সংহ্লাদের ছেলে আয়ুষ্মান, শিবি ও বাষ্কল। অপর মতে সন্তান নিবাতকবচেরা। এই সংহ্লাদ পরে শল্য (দ্রঃ) হয়ে জন্মান। (২) সুমালী কেতুমতীর ছেলে। সুমালীর দশ ছেলে প্রহস্ত, অকম্পন, বিকট, কালকামুখ, ধূম্রাক্ষ, দণ্ড, সুপার্শ্ব, সংহ্লাদ, প্রাকৃবাত ও ভাসকর্ণ। মতান্তরে প্রহস্ত, অকম্পন, বিকট, কালকামুক, ধূম্রাক্ষ, দণ্ড, সুপার্শ্ব, সংহ্রাদি, প্রঘস ভাসকর্ণ; (রামা ৭।৫।৪১)।

সগর—ইক্ষ্বাকু বংশে ত্রিশঙ্কু > হরিশ্চন্দ্র > রোহিতাশ্ব > হরিত > চুঞ্চু > সুদেব > ভরুক >

বাহুক>সগর। রামায়ণে (২।১১০।১৪) আছে ত্রিশঙ্কু>দুন্ধুমার>যুবনাশ্ব>মান্ধাতা>সুসন্ধি>ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ; ধ্রুবসন্ধি>ভরত>অসিত>সগর। বাহুকের অপর নাম বাহু, সুবাহু; স্ত্রী যাদবী। রাজা সুবাহুর বহু দিন সন্তান হয়নি। বহু যজ্ঞ করে যাদবী গর্ভবতী হন। কিন্তু সাত মাসে ঈর্ষায় সপত্নীরা একে বিষ খাওয়ান। ফলে যাদবীর গর্ভ-স্তম্ভন হয়। ইতি মধ্যে হেহয় রাজা তালজঙ্ঘের আক্রমণে সুবাহু হেরে যান এবং বনে গিয়ে ঔর্ব মুনির আশ্রমে আশ্রয় নেন। সুবাহু এই আশ্রমে মারা যান; যাদবী সহমৃতা হতে যান। মুনি বাধা দিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করেন গর্ভস্থ ছেলে সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর রাজা হবে। এর পর গর (সপত্নীদের দেওয়া বিষ) সমেত শিশু জন্মায়। ঔর্ব ফলে নাম দেন সগর। ঔর্বের কাছেই শিক্ষা ও উপনয়ন ইত্যাদি। ঔর্বকে সগর বাবা বলেই জানতেন; এক দিন তার পর মায়ের কাছে প্রকৃত ঘটনা জানতে পারেন। সগর তখন অযোধ্যা জয় করবেন ঠিক করেন। এদিকে অযোধ্যার লোকেরা তালজঙ্ঘের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বশিষ্ঠের কাছে যান, বশিষ্ঠ উপদেশ দেন সগরের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হতে। অপর মতে প্রজারা সুবাহুকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিল এবং রাজার মৃত্যু হয়েছে জেনে সগরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করার জন্য নিয়ে আসেন। ঔর্ব সগরের সঙ্গে সুমতির (দ্রঃ) বিয়ে দেন। ঔর্ব বর দিয়েছিলেন অশ্বমেধ যজ্ঞ করে স্বনামধন্য রাজা হবেন। অযোধ্যায় ফিরে এসে তালজঙ্ঘকে পরাজিত করেন। সগরের দুই স্ত্রী সুমতি (দ্রঃ) অপর নাম বৈদর্ভী এবং কেশিনী অপর নাম শৈব্যা। মহাভারত মতে বড় কেশিনী (বৈদর্ভী) এবং ছোট সুমতি (অরিষ্টনেমির মেয়ে)। সন্তান হীন রাজা হিমালয়ে ভৃগুপ্রস্রবণে ১০০ বছর ধরে ভৃগু মহাদেবের তপস্যা করে বর পান এক রানীর ৬০,০০০ ছেলে হবে এবং বিনষ্ট হবে এবং আর এক রানীর একটি মাত্র বংশের নাম রক্ষাকারী ছেলে হবে। সুমতি ৬০,০০০ ও কেশিনী একটি ছেলে পছন্দ করেন। আর এক মতে রাজা ঔর্ব আশ্রমে ফিরে এসেছিলেন এবং ঔর্ব বর দিয়েছিলেন। এঁরা তারপর অযোধ্যায় ফিরে আসেন এবং যথা সময়ে কেশিনীর ছেলে হয় অসমঞ্জ এবং সুমতি একটি মাংসপিণ্ড প্রসব করেন। অন্য মতে কেশিনী একটি লাউ প্রসব করেন এবং সুমতির ছেলে হয় অসমঞ্জ। এই মাংস পিণ্ড ৬০,০০০ ছেলেতে পরিণত হয়। অন্য মতে দৈববাণী হয় এই লাউ উষ্ণ জলে ডুবিয়ে রাখলে ৬০,০০০ ছেলে হবে। এই ভাবে রাখলে বহু দিন পরে এই ছেলেরা বার হয়ে আসেন। অন্য মতে ঔর্বের নির্দেশে এই লাউটিকে ৬০,০০০ খণ্ড করে ঘিয়ের পাত্রে ডুবিয়ে রাখা হয়েছিল। এই ছেলেগুলি নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী হয়ে উঠেছিল। কাহিনীর আরো হের ফের আছে। সুমতির সন্তান হয়নি। অসমঞ্জ জন্মাবার পর সুমতি শিবের তপস্যা করেন এবং শিবের বরে গর্ভবতী হন এবং ১০০ বছর পরে একটি মাংস পিণ্ড প্রসব করেন এবং মহাদেব এসে নিজে ৬০,০০০ খণ্ড করে দিয়ে যান। রাজা সগর ৩০০ বছর (ব্রহ্মাণ্ড-পু) সুখে রাজত্ব করে ছিলেন। এক বার দিগ্বিজয়ে যান; উত্তর দিক জয় করে দক্ষিণে যান এবং হেহয় রাজধানী মাহিষ্মতী বিধ্বস্ত করেন। অসমঞ্জ প্রজাপীড়ক হয়ে উঠলে অসমঞ্জকে তাড়িয়ে দেন। সগর রাজ অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে অসমঞ্জের ছেলে অংশুমান ঘোড়া নিয়ে বার হন এবং ইন্দ্র ঘোড়া চুরি করেন। রাজা তাঁর ৬০,০০০ ছেলেকে ঘোড়া

খুঁজতে পাঠান। এঁরা প্রথম বার বিফল হয়ে ফিরে আসেন এবং সগর আবার এদের খুঁজতে পাঠান। এরা সারা জম্বুদ্বীপ খুঁড়তে থাকলে দেবতা, গন্ধর্ব, ভুজঙ্গ ইত্যাদি ইন্দ্রের কাছে গিয়ে অভিযোগ করেন। মাটি খুঁড়ে কপিল মুনির আশ্রমে এসে ঘোড়া দেখতে পেয়ে মুনিকে চোর মনে করে অপমানিত করলে কপিলের শাপে এঁরা ছাই হয়ে যান। এই ছেলেদের খোঁড়া গর্ত বা সগর সন্তানদের ভস্মাধান স্থানকে সাগর বলা হয়। অংশুমান (দ্রঃ) ঘোড়া ফিরিয়ে আনলে যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয়। সগর অংশুমানকে রাজ্য দিয়ে বাকি জীবনটা ঔর্বের আশ্রমে কাটিয়ে দেন। রাজা নিরামিষাশী ছিলেন। ঔর্ব সগরকে চতুরাশ্রম সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিয়েছিলেন এবং ব্রহ্মজ্ঞান দান করেছিলেন। দ্রঃ পহ্লব, পঞ্চজন, উপমন্যু।

সঙ্কর্ষণ—(১) বলরামের এক নাম। (২) পাতালে সব নীচে শেষ নামে বিষ্ণুর তামসী তনু রয়েছে। সিদ্ধগণ এঁকে অনন্ত বলেন। জগতের মঙ্গলের জন্য ইনি হাজার ফণা দিয়ে চারদিক আলোকিত করে থাকেন এবং অসুরদের বলহীন করেন। এঁর এক হাতে লাঙ্গল আর এক হাতে মুষল। লক্ষ্মী ও বারুণী এঁর পরিচর্যা করেন। কল্পের শেষে এঁর মুখ থেকে সঙ্কর্ষণ নামে রুদ্র বার হয়ে ত্রি-জগৎ ধ্বংস করেন।

সঞ্জয়—সূত বংশে গবল-গণের ছেলে। আর এক মতে গবল্‌গণের অংশে জন্ম। কৌরবদের মিত্র মণ্ডলের লোক; ধৃতরাষ্ট্রের সারথি, পরে মন্ত্রী। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে অতিথি সংকারের ভার এঁর ওপর ছিল। পাণ্ডবরা যখন বনে যাচ্ছিলেন তখন সঞ্জয় এসে ধৃতরাষ্ট্রকে তিরস্কার করেন। বিদুর যখন কাম্যক বনে পাণ্ডবদের কাছে চলে যান তখন ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে পাঠিয়ে বিদুরকে ফিরিয়ে আনেন। কাম্যক বনে কৃষ্ণ ইত্যাদি দুর্যোধনকে বধ করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন; সঞ্জয় ঘটনাটি ধৃতরাষ্ট্রকে জানান। অজ্ঞাতবাসের পর পাণ্ডবদের শুভেচ্ছা জানাবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে পাঠান এবং পাণ্ডবদের সংবাদ ধৃতরাষ্ট্রকে এনে দেন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে তিরস্কার করেন। সন্ধির জন্য এ সময় বহু চেষ্টা করেছিলেন; দুর্যোধনকে নিয়ন্ত্রণ করার উপদেশ দিয়ে ছিলেন; দুর্যোধনকে পাণ্ডবদের সৈন্যবাহিনীর শক্তির কথা জানান; ধৃতরাষ্ট্রকে কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন। যুদ্ধের প্রাক্‌কালে ব্যাসের বরে দিব্যচক্ষু পেয়ে যুদ্ধের প্রতিটি ঘটনা হস্তিনাপুর থেকে প্রত্যক্ষ দেখতেন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে জানাতেন। শল্য পর্বে সাত্যকি সঞ্জয়কে বন্দী করেছিলেন কিন্তু ব্যাসের আশীর্বাদে পালিয়ে আসেন। মহাভারতে (৯।২৮।৩৭) আছে শিনেঃ নপ্তা সঞ্জয়কে হত্যা করতে গেলে ব্যাস দেখা দিয়ে 'মুচ্যতাম্ সঞ্জয়ঃ জীবন্' বলে বাধা দেন। সঞ্জয় হস্তিনাপুরে ফিরে আসেন। দুর্যোধনের মৃত্যুপর্যন্ত সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। দুর্যোধনের মৃত্যুতে অশ্বত্থামা বিলাপ করতে থাকলে এই বিলাপ শুনে সঞ্জয় যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটে গিয়েছিলেন (সৌপ্তি)। যুদ্ধের পর ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দিতে থাকেন। যুদ্ধের পর পুনর্নির্মাণের ভার যুধিষ্ঠির এঁর হাতে দেন। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সঙ্গে বনে গিয়েছিলেন; বনে মুনিদের সঙ্গে এঁদের পরিচয় করিয়ে দেন; বনে সব সময় ধৃতরাষ্ট্রের কাছে কাছে থাকতেন। বনে আগুনে ইনিও কবলিত হয়ে পড়েছিলেন কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের পীড়াপীড়িতে সঞ্জয় আগুন থেকে বার হয়ে যান। এঁরা তিন জন মারা গেলে গঙ্গাতীরে মুনিদের এঁদের মৃত্যুর খবর জানান। তারপর হিমালয়ে তপস্যা করতে চলে যান।

(২) সৌবীর দেশের রাজা ; জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে নিয়ে যখন পালাচ্ছিলেন তখন এই সঞ্জয় জয়দ্রথের পতাকাবাহী ছিলেন এবং এই সময় অর্জুনের হাতে মারা যান। (৩) সৌবীর দেশে এক রাজা ; বিদুলার ছেলে।

সঞ্জীবনী—যে বিদ্যায় মৃতদের বাঁচান যায়।

সতী—শিবকে সক্রিয় করে তোলার জন্য দক্ষ কন্যা সতী মহামায়ার অংশে জন্মান। ব্রহ্মা যখন সৃষ্টি করছিলেন তখন হলাহল নামে দৈত্যেরা জন্ম নেন। অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ দৈত্য এবং তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছে বরলাভ করে ত্রিভুবন জয় করেন। ত্রিমূর্তিকেও তুচ্ছ করেন। শিব ও বিষ্ণুর সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হয় ; বহু দিন যুদ্ধ চলতে থাকে। শিব ও বিষ্ণু নিজেদের কাজ কিছুই করে উঠতে পারছিলেন না ; ব্রহ্মাই সব কাজ করছিলেন। ব্রহ্মা এই সময় সনক ইত্যাদি ছেলেকে ডেকে বলেন তাঁর তপস্যা করার সময় পর্যন্ত নাই ; সনকেরা যেন মহামায়ার তপস্যা করেন, মহামায়া আবির্ভূত হলে সকলে সুখী হবে। দক্ষ ইত্যাদি প্রজাপতিরা এই কথা শুনে বনে গিয়ে কঠোর তপস্যা করতে থাকেন। বহু দিন তপস্যা করার পর চতুর্ভুজা, হাতে পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভয়, ত্রিনয়নী দেবী দেখা দেন এবং দক্ষের মেয়ে হয়ে জন্মাবেন বর দেন। কিন্তু মহামায়ার সর্ত ছিল কোন অন্যায় করলে তিনি দেহত্যাগ করবেন। বীরণের মেয়ে বৈরণী বা অসিক্লী দক্ষের স্ত্রী। যথা সময়ে অসিক্লীর মেয়ে হয় সতী। সতীর বয়স হলে সমস্ত প্রজাপতিরা অন্য মতে ব্রহ্মা বিষ্ণু এসে শিবের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেন বা বিয়ে দেন। শিব দক্ষের আলয়েই বাস করতে থাকেন। এর পর দক্ষ (দ্রঃ) এক যজ্ঞ করেন। দক্ষের ধারণা ছিল শিব তাঁকে উপযুক্ত সম্মান দেন না। এই সব নানা কারণে দক্ষ (দ্র.) সতী ও মহাদেবকে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করেন না। নারদের মুখে খবর পেয়ে সতী ব্যগ্র হয়ে পড়েন এবং মহাদেবকে দশ মহাবিদ্যা রূপ দেখিয়ে এবং জোর করে যজ্ঞস্থলে এসে উপস্থিত হন। সামনে দেখে দক্ষ মহাদেবের নিন্দা করতে থাকেন ফলে সতী সেখানেই দেহত্যাগ করেন। সতীর মৃত্যুতে মহাদেব বীরভদ্র (দ্রঃ) ইত্যাদি অনুচরদের পাঠিয়ে দেন এবং দক্ষকে (দ্রঃ) হত্যা করে যজ্ঞ পণ্ড করেন। তার পর শোকে বিহ্বল হয়ে সতীর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে মহাদেব পাগলের মত নাচতে নাচতে ত্রিভুবন ঘুরতে থাকেন। বিষ্ণু চক্র দিয়ে অন্য মতে বাণ বিদ্ধ করে সতী দেহ খণ্ড খণ্ড করেন। যেখানে যেখানে এই খণ্ড পড়েছিল সেখানেই একটি মহাপীঠ গড়ে ওঠে। এর পর সতী পার্বতী/উমা হয়ে জন্মান।

সতীদাহ—মৃত স্বামীর সঙ্গে স্বেচ্ছায় অনুমৃতা হওয়া। পৃথিবীর সব দেশেই প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষে এই প্রথা আধুনিক যুগের গোড়ার দিক পর্যন্তও কোন মতে টিকে থাকতে চেষ্টা করেছিল। প্রথা কিন্তু বাধ্যতা মূলক ছিল না। মাদ্রী অনুমৃতা হন কিন্তু কুন্তী হন নি। মনুতে সতীদাহের নির্দেশ নাই ; পরবর্তী কালে বহু গ্রন্থে আছে।

সত্রদন্ত—বসুদেবের ভদ্রার ছেলে (বায়ু-পু)।

সত্য—(১) নিশ্চ্যবন অগ্নির ছেলে একটি অগ্নি। মানুষের কষ্ট লাঘব করে বলে অপর নাম নিষ্কৃতি। গৃহ ইত্যাদি আলোকিত করেন। এই অগ্নির ছেলে স্বন। (২) কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব পক্ষে এক জন বীর, রাজা শ্রুতায়ুর রথের চাকার রক্ষক ; ভীষ্মের হাতে মৃত্যু। (৩) বিদর্ভ দেশে এক দরিদ্র অহিংস ব্রাহ্মণ মুনি। স্ত্রী পুষ্করধারিণী এঁর

তপস্যায় সাহায্য করতেন। যজ্ঞের পশু সংগ্রহ করতে না পেরে পশু হিসাবে ফলমূল দিয়ে যজ্ঞ করতেন। ধর্ম এক দিন হরিণের বেশে এঁর অহিংসা পরীক্ষা করতে আসেন এবং যজ্ঞের বলি হতে চান ; অঙ্গহীন যজ্ঞ করতে নিষেধ করেন এবং বোঝান যজমান এতে স্বর্গে যাবেন। ব্রাহ্মণ সম্মত হয়ে হরিণটিকে বধ করতে গেলে সাবিত্রী সত্যকে নিষেধ করেন। হরিণ অনেক অনুরোধ করে নিষ্ফল হলে ধর্ম নিজের রূপ ধারণ করে বলেন তিনি পরীক্ষা করতে এসেছিলেন ; যজ্ঞে পশুবধ অণুচিত। ব্রাহ্মণ এর পর কোনদিন আর যজ্ঞে পশুবধ করেন নি। মতান্তরে ব্রাহ্মণের হরিণটিকে হত্যা করার ইচ্ছা হয়েছিল ফলে সমস্ত তপস্যার ফল নষ্ট হয়। (৪) কৃষ্ণের এক নাম। (৪) বীতহব্য বংশে বিতত্যের ছেলে (মহা ১২।৩১।৫৯)। (৬) তৃতীয় মন্বন্তরে একটি দেবগণ।

সত্যক—যদু বংশে রাজা শিনির ছেলে। সাত্যকির বাবা।

সত্যকাম—অন্য নাম জাবালি (দ্রঃ)।

সত্যকেতু—(১) সূর্য বংশে ধর্মকেতুর ছেলে এবং ধৃষ্টকেতুর পিতা। (২) পাতালের এক রাজা ; পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। (৩) পুরু বংশে রাজা সুকুমারের ছেলে।

সত্যজিৎ—(১) যযাতি বংশে সুনীতের ছেলে। ক্ষেম'র পিতা (ভাগব)। (২) পাঞ্চাল রাজ দ্রুপদের ভাই। গুরু দক্ষিণা হিসাবে অর্জুন দ্রুপদকে ধরে নিয়ে আসতে গেলে এঁর নাম প্রথম পাওয়া যায়। অর্জুনের হাতে পরাজিত হয়ে ছুটে পালান। কুরুক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরের দেহরক্ষী ছিলেন। দ্রোণের হাতে মৃত্যু।

সত্যতপস্—অপর নাম উতথ্য। কোশলে দেবদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ ও তাঁর স্ত্রী রোহিণী, বহুদিন সন্তান হয়নি, তমসা তীরে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। সুহোত্র, যাজ্ঞবল্ক্য, বৃহস্পতি, পৈল, গোদিল ইত্যাদি বহু মুনি ঋষি আসেন। গোদিল সাম গান করতে থাকেন কিন্তু অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি দেখা দিলে দেবদত্ত সাবধান করে দেন। গোদিল এতে ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দেন দেবদত্তের ছেলে গোমুর্খ হয়ে জন্মাবে। দেবদত্ত তখন ক্ষমা চাইলে গোদিল বলেন ছেলে উদ্ধত হলেও এক জন মুনি হবে। এর পর ছেলে হয় উতথ্য। আট বছরে উপনয়ন হয়। গুরুগৃহে যান কিন্তু এত দাম্ভিক হয়ে পড়েন যে বার বছরেও সন্ধ্যা প্রার্থনা ইত্যাদি কিছুই শিখতে পারেন না। সকলে তখন তিরস্কার করতে থাকেন। ফলে বৈরাগ্য আসে এবং গঙ্গাতীরে এসে তপস্যা করতে থাকেন। কোন মন্ত্র বা ক্রিয়া কিছুই জানতেন না। নিত্য গঙ্গাস্নান করতেন, এবং যা পেতেন খেতেন এবং একটিও মিথ্যা কথা বলতেন না। ফলে লোকে নাম দেয় সত্যতপস। এই ভাবে ১৪ বছর কেটে যায়। এক দিন এক ব্যাধ এক বাণবিদ্ধ বরাহকে অনুসরণ করে এগিয়ে আসে ; বরাহটি কুটিরের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং ব্যাধ সত্যতপস্‌কে বরাহ কোথায় জানতে চায়। সত্যতপস্ বরাহটিকে রক্ষা করতে চান এবং দেবী'র বরে একটি শ্লোক উচ্চারণ করেন ; এবং এই শ্লোকটি শুনে ব্যাধের বৈরাগ্য আসে। দেবীর আশীর্বাদে সত্যতপস্ কবি হিসাবে পরিচিত হন। (২) এক জন মুনি। এক অপ্সরা এঁর তপস্যায় কিছু বিঘ্ন সৃষ্টি করতে এলে একে শাপ দিয়ে গাছে পরিণত করেন।

সত্যধর্মা—(১) চন্দ্র বংশে এক রাজা। (২) ত্রিগর্ত রাজ সুশর্মার ভাই, কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের হাতে মৃত্যু।

সত্যধৃতি—(১) শতানন্দের ছেলে। সত্যধৃতির ছেলে কৃপ ও কৃপী। (২) কুরুক্ষেত্রে

পাণ্ডব পক্ষে এক জন রক্ষী ; বেদবেদাঙ্গে সুপণ্ডিত ও ধনুর্দ্ধর। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে ছিলেন। কুরুক্ষেত্রে ঘটোৎকচকে সাহায্য করেছিলেন। দ্রোণের হাতে মৃত্যু। (৩) রাজা ক্ষেম'র ছেলে ; পাণ্ডব পক্ষে (মহা ৭।২২।৪৮)।

সত্যনারায়ণ—স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত রেবা খণ্ডে ও ভবিষ্য পুরাণে এর উল্লেখ আছে। রেবা খণ্ডে সত্যনারায়ণের চারটি কাহিনী আছে। সত্যপীরের সঙ্গে সত্যনারায়ণের কোন সম্পর্ক নাই। সমন্বয়ের চেষ্টা অতি অর্বাচীন কালের চেষ্টা।

সত্যবতী—(১) ব্যাসের মা মৎস্যগন্ধা (দ্রঃ)। রঙ কালো ছিল বলে অপর নাম কালী। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে ব্যাসের কথায় বনে গিয়ে তপস্যা করেন ও মারা যান। অন্য মতে পাণ্ডু মারা যাবার পর অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন এবং অম্বিকাও অম্বালিকাকে নিয়ে বনে গিয়ে তপস্যা করে স্বর্গে যান। (২) বিশ্বামিত্রের বোন ; ঋচীকের (দ্রঃ) স্ত্রী জমদগ্নির মা। জহ্নু>বলাকাশ্ব>কুশিক>গাধি>সত্যবতী। ভৃগু আরক্ত চরুটি সত্যবতীর মায়ের জন্য এবং সাদা চরুটি সত্যবতীর জন্য দিয়েছিলেন। (৩) ব্রহ্মার অভিশাপে নারদ মানুষ হয়ে এক সত্যবতীর গর্ভে জন্মান। (৪) কেকয় রাজকন্যা, ত্রিশঙ্কুর স্ত্রী, হরিশ্চন্দ্রের মা।

সত্যবাক—চাক্ষুষ মনু ও নড্বলার এক ছেলে।

সত্যবান—শাল্ব/সাল্ব দেশের রাজা দ্যুমৎসেন ও স্ত্রী শৈব্যার ছেলে। দৈববশে অন্ধ ও হৃতরাজ্য হয়ে রাজা স্ত্রীও ছেলে নিয়ে বনবাসী হন। সত্যবান বাবা ও মার সেবা এবং তপস্যা করতেন। শৈশবে অত্যন্ত অশ্বপ্রিয় ছিলেন ও মাটি দিয়ে ঘোড়া তৈরি করতেন ; ফলে সত্যবানের অন্য নাম চিত্রাশ্ব। দ্রঃ সাবিত্রী।

সত্যব্রত—(১) ত্রিশঙ্কুর অপর নাম। (২) সত্যতপসের আর এক নাম। (৩) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে ; অপর নাম সত্যসন্ধ। (৪) ত্রিগর্ত রাজার এক ভাই ; অর্জুনকে হত্যা করবেন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

সত্যভামা—রাজা সত্রাজিতের (দ্রঃ) মেয়ে ; কৃষ্ণের স্ত্রী। কৃতযুগে শেষ দিকে মায়াপুরীতে অগ্নি বংশে জন্ম দেবশর্মা নামে এক জন পণ্ডিত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের বৃদ্ধ বয়সে গুণবতী নামে এক মেয়ে হয়। শিষ্য চন্দ্র শর্মার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেন। এক দিন গুরু শিষ্য মিলে বনে দর্ভ সমিধ আনতে গিয়ে এক জন দৈত্যের হাতে নিহত হয়ে বিষ্ণু-লোক প্রাপ্ত হন। গুণবতী এর পর কায়িক পরিশ্রম করে জীবন ধারণ করতেন এবং একাদশী ব্রত করতেন ; মারা গিয়ে ইনিও বিষ্ণুলোকে যান। বিষ্ণু যখন দ্বারকাতে জন্মান তখন এই দেবশর্ম সত্রাজিৎ, চন্দ্রশর্মা অক্রূর এবং গুণবতী সত্যভামা হয়ে জন্মান। সত্যভামাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কৃষ্ণ শতধন্বাকে নিহত করেন। নারদ একবার স্বর্গে কল্পবৃক্ষ থেকে কয়েকটি ফুল এনে কৃষ্ণকে দিয়ে যান। কৃষ্ণ এই ফুল স্ত্রীদের ভাগ করে দেন ; কিন্তু সত্যভামাকে দিতে ভুলে যান। ফলে সত্যভামা অভিমানে অশান্তি সুরু করেন এবং কৃষ্ণ বাধ্য হয়ে স্বর্গে এসে ইন্দ্রের কাছে কিছু ফুল চান। কিন্তু ইন্দ্র অসম্মত হলে যুদ্ধ হয়। অন্য মতে গরুড়ের পিঠে চড়ে সত্যভামাকে নিয়ে স্বর্গে আসেন। গরুড় কল্পবৃক্ষ তুলে আনতে চেষ্টা করেন। ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করেন। বজ্রের সম্মানে গরুড় নিজের একটি পালক তুলে ফেলে দিয়ে কল্প বৃক্ষ নিয়ে ফিরে আসেন। আর এক মতে গরুড়ের পিঠে চড়ে সত্যভামকে নিয়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে এসে নরকের

নগরী ধূলিসাৎ করে দিয়ে ইন্দ্রের ছত্র ও অদিতির কুণ্ডল উদ্ধার করে স্বর্গে এসে এগুলি প্রত্যর্পণ করে ফিরে যাবার সময় সত্যভামার কথায় কৃষ্ণ পারিজাতের একটি ডাল কেটে নিয়ে যেতে গেলে ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ হয় এবং ইন্দ্র পরাজিত হন। এই কল্পতরু এনে সত্যভামার প্রাঙ্গণে পোঁতা হয়েছিল। এর পর নারদ এলে সত্যভামা জানতে চান কি করলে প্রতি জন্মে তিনি কৃষ্ণ ও কল্পবৃক্ষ পাবেন। নারদ তখন তুলা-পুরুষ দান করতে বলেন। অদিতিকে স্বর্গে যখন কুণ্ডল ফিরিয়ে দিতে গিয়ে ছিলেন তখন অদিতি আশীর্বাদ করেছিলেন কৃষ্ণ যত দিন থাকবেন তত দিন সত্যভামা জরাগ্রস্ত হবেন না; এবং সব সময় গায়ে দিব্য গন্ধ বার হবে। শচী, পার্বতী ও স্বাহার মতই সত্যভামা পুণ্যক ব্রত করেছিলেন। এই ব্রতে নারদের হাতে কৃষ্ণকে দান করলে নারদ কৃষ্ণকে নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। তখন কৃষ্ণের নাম লেখা একটি তুলসী পাতার বিনিময়ে কৃষ্ণকে ফিরে পান। পাণ্ডবদের কাম্যক বনে যাবার সময় কৃষ্ণ ও সত্যভামা এসে দেখা করে যান এবং সত্যভামা পাঞ্চালীকে প্রশ্ন করেন স্বামীদের কি করে বশে রাখেন। কৃষ্ণের মৃত্যুর পর অর্জুন সত্যভামা ইত্যাদিকে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিয়ে আনেন। পরে ইনি হিমালয় পার হয়ে কলাপগ্রামে বাকি জীবন কৃষ্ণের ধ্যানে কাটিয়ে দেন। সত্যভামার ছেলে ভানু, সুভানু, স্বভানু, প্রভানু, ভানুমান, চন্দ্রভানু, বৃহদ্‌ভানু, হবির্ভানু, শ্রীভানু ও প্রতিভানু।

সত্যযুগ—চারটি যুগের প্রথম যুগ। বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষের তৃতীয়াতে আরম্ভ। সত্যযুগে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ও নৃসিংহ চারটি অবতার। এই যুগে পাপ ছিল না। ধর্ম ছিল চতুষ্পাদ, তীর্থ কুরুক্ষেত্র। গ্রহাংশ ব্রাহ্মণ। প্রাণ মজ্জাগত, ইচ্ছামৃত্যু, ব্যাধি ছিল না। মানুষ লম্বা ছিল কুড়ি হাত; পরমায়ু লক্ষ বছর। বলি, বেণ, পুরূরবা মান্ধাতা, ধুন্দুমার ও কার্তবীর্য এই ছজন রাজা। সত্য যুগ = ১৭,২৮,০০০ বছর = ৪৮০০ দৈববর্ষ। দ্রঃ মন্বন্তর।

সত্যরতা—কেকয় রাজকন্যা; ত্রিশঙ্কুর স্ত্রী।

সত্যলোক—ব্রহ্মলোক।

সত্যশ্রবা—মার্কণ্ডেয়ের ছেলে, ব্যাসের এক শিষ্য। ঋক্‌বেদ অধ্যয়ন করেন।

সত্যসন্ধ—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে; এক জন মহারথ। শল্যের দেহরক্ষী ছিলেন। অভিমন্যুর হাতে আহত হন, সাত্যকির বাণে বিদ্ধ হন এবং ভীমের হাতে মৃত্যু।

সত্যসেন—(১) সত্যসন্ধ (দ্রঃ)। (২) ত্রিগর্ত রাজ সুশর্মার ভাই; অর্জুনের হাতে মৃত্যু। (৩) কর্ণের এক ছেলে।

সত্যা—(১) কৃষ্ণের এক স্ত্রী। ছেলে ভানুচন্দ্র। (২) অগ্নি শংযুর (দ্রঃ) স্ত্রী; সন্তান ভরদ্বাজ ও তিনটি মেয়ে।

সত্রাজিৎ—এক জন যাদব রাজা। প্রসেনজিতের ভাই। কৃষ্ণের স্ত্রী সত্যভামার পিতা। শিনির ভাই নিঘ্ন/নিম্ন'র ছোট ছেলে।

সত্যেয়ু—রৌদ্রাশ্ব ঘৃতাচী অন্য মতে মিশ্রকেশীর ছেলে।

সত্যেষু—(১) ত্রিগর্ত রাজ সুশর্মার ভাই; অর্জুনের হাতে শল্য পর্বে নিহত। (২) এক জন রাক্ষস; সারা পৃথিবীর রাজা হয়েছিলেন। সূর্যের বন্ধু/উপাসক; বন্ধুত্বের স্মারক হিসাবে কিছু উপহার চান; সূর্য এঁকে ভালবেসে স্যমন্তক-মণি দান করেন। এই

মণিকে প্রত্যহ পূজা করলে দেশে বৃষ্টি হবে এবং প্রত্যহ আট ভার সোনা পাওয়া যাবে। রাজকোষে রাশি রাশি অর্থ আসবে। মণির অধিকারীকে পুণ্যবাণ ও সংযমী হতে হবে। সত্যজিৎ এই স্যমন্তক (দ্রঃ) মণিটি নিরাপদ রাখার জন্য প্রসেনজিৎ-কে দিয়ে রাখেন। প্রসেনজিৎ এই মণিধারণের উপযুক্ত ছিলেন না ফলে মৃগয়াতে গিয়ে সিংহের হাতে মারা যান। জাম্ববান এই সিংহকে মেরে মণিটি নিয়ে নিজের মেয়েকে দেন। ভাই মারা যেতে সত্রাজিৎ সন্দেহ করেন মণির লোভে কৃষ্ণই এই হত্যা করেছেন। কৃষ্ণ এ কথা জানতে পেরে মণির খোঁজে যান এবং জাম্ববানকে পরাজিত করে মণি উদ্ধার করে সত্রাজিৎকে ফিরিয়ে দেন। সত্রাজিৎ লজ্জিত হয়ে সত্যভামার সঙ্গে কৃষ্ণের বিয়ে দেন। এর পর সত্যভামার পূর্বতন পাণিপার্থী ইত্যাদির হাতে সত্রাজিৎ নিহত হন। পিতার মৃতদেহ তেলে ডুবিয়ে রেখে সত্যভামা কৃষ্ণকে খবর দেন। কৃষ্ণ শতধন্বাকে (দ্রঃ) নিহত করেন।

সদানীরা/রাপ্তি—পুরাণে একটি নদী। গণ্ডক। অন্য মতে করতোয়া। দ্রঃ মিথিলা।

সনক—ব্রহ্মার একটি মানস পুত্র। একটি মতে বিষ্ণুর অংশে জন্ম। সৃষ্টি করতে গিয়ে ব্রহ্মা প্রথমে অবিদ্যার সৃষ্টি করেন। এই অবিদ্যা থেকে তমিস্র, অন্ধতমিস্র, মোহ, মহামোহ প্রভৃতির জন্ম হয়। এই সব অসৎ সৃষ্টি দেখে ব্রহ্মা আবার ধ্যানস্থ হয়ে অন্য রকম কিছু সৃষ্টি করতে চান। ফলে সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, সন, সনৎ-সুজাত ও কপিল এই সাত ছেলে হয়। মতান্তরে চার ছেলে হয়, সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎকুমার এঁরা সকলেই সত্ত্বের পূর্ণ মূর্তি, নিষ্ক্রিয়, উর্দ্ধরেতা ও শৈশবেই বেদজ্ঞ হন। ব্রহ্মা এঁদের সৃষ্টি করতে বলেন কিন্তু এঁরা মায়ায় বদ্ধ হতে রাজি হন না। আজীবন অকৃতদার। পৃথিবী পর্যটন করে বেড়ান। জয় বিজয়কে (দ্রঃ) অভিশাপ দিয়েছিলেন।

সনৎকুমার—দ্রঃ সনক। জন্মেই যতিধর্ম গ্রহণ করে পরমাত্মার চিন্তায় নিমগ্ন হন। যে প্রকার শরীরে জন্মেছিলেন সেই প্রকার শরীরেই বিদ্যমান আছেন বলে নিত্যকুমার বা সনৎকুমার নাম।

সনৎসুজাত—দ্রঃ সনক। এক জন মহর্ষি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে ধৃতরাষ্ট্রকে মৃত্যুর লক্ষণ ও মোক্ষ লাভের উপায় ইত্যাদি উপদেশ দেন। একটি মতে সনৎসুজাত = সনৎকুমার।

সনন্দ—দ্রঃ সনক।

সনাতন—দ্রঃ সনক।

সন্ত—বীতহব্য বংশে সত্যের পুত্র : সন্তের ছেলে শ্রবস্।

সন্তানক—স্বর্গে নন্দন কাননে পাঁচটি বৃক্ষের একটি।

সন্ধ্যা—(১) সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মা যাদের জন্ম দেন তাঁদের মধ্যে এক জন। এই মানস কন্যার সঙ্গে ব্রহ্মা সহবাস করলে মহাদেব রাগে ব্রহ্মার একটি মাথা কেটে দেন। ব্রহ্মা ধ্যানস্থ থাকার সময় সন্ধ্যার জন্ম হয়। এই কন্যার সম্বন্ধে ভাববার সময় ব্রহ্মার মন থেকে কামদেব জন্মান ; সন্ধ্যাকে ব্রহ্মা কামদেবের হাতে তুলে দেন। (২) কাল পরিমাণ ; নির্দিষ্ট ৩ মুহূর্ত সময়। ব্রহ্মা সন্ধ্যাকে প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন তিনটি ভাগে ভাগ করেন। (৩) সন্ধ্যাকালের দেবতা। (৪) পর জন্মে বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতী

হয়ে ম্লান। (৫) একটি নদী। (৬) শালকটঙ্কটার (দ্রঃ) মা।

সন্ধ্যারাগ—রাগিণী (দ্রঃ)।

সন্নতি—পুলহের ছেলে কর্দম, সহিষ্ণু ইত্যাদি। পুলহের নাতি ক্রতু ; ক্রতুর স্ত্রী সন্নতি ; ছেলে বালখিল্য।

সন্নতেয়ু—রৌদ্রাশ্বের ছেলে :-সন্নতেযু ঋচেযু, বনেযু, স্থলেয়ু, কক্ষেয়ু, কৃপণেয়ু স্থণ্ডিলেযু, তেজেযু, সত্যেয়ু, ধর্মেয়ু। মহাভারতে (১।৮৯।৯) এই নামগুলি 'পু' অর্থাৎ ঋচেপু ইত্যাদি।

সান্নিহিত—একটি অগ্নি। মনুর তৃতীয় পুত্র। দেহের মধ্যে ক্রিয়াশীলতা সৃষ্টি করে।

সন্ন্যাস—জীবনের চতুর্থ বা শেষ অধ্যায। প্রতি দিন হেঁটে বেড়াতে হয়। কোন অর্থ সম্পত্তি থকেবে না। গ্রামে আসবে কেবল অন্নের জন্য। ভিক্ষা পাত্র হবে কপাল। গাছের নীচে ঘুমবে। পরিধান যৎসামান্য। সন্ন্যাসীর কাছে কেউ ছোট বড় নয়। জন্ম মৃত্যু তাঁর কাছে সমান।

সপত্নী—ঋক্‌বেদে ১০ মণ্ডল ১১ অনুবাক ১৭ সূক্তে সপত্নী নিয়ন্ত্রণ মন্ত্র রয়েছে। এই মন্ত্রের দেবী ইন্দ্রাণী।

সপ্তজনা—সপ্তজন' নামে ঋষিরা কিষ্কিন্ধ্যার এক পাহাড়ে বাস করতেন। অধঃশির হয়ে তপস্যা করতেন। বায়ুভুক হয়ে সাত বছর তপস্যা করে এঁরা স্বর্গে যান।

সপ্তজিহ্ব—অগ্নির সাতটি জিব ; নাম কালী, করালী মনোজবা, সুলোহিতা সুধূম্রবর্ণা স্ফুলিঙ্গিনী ও বিশ্বনিরূপিনী। অন্য মতে শেষ দুটির নাম উগ্রা ও প্রদীপ্তা।

সপ্তব্যাধ—কুণ্ডিনপুরে এক গুরুর সাত জন শিষ্য। এক বার ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয। গুরু শিষ্যদের পাঠান নিজের জামাতার কাছ থেকে একটি গরু নিয়ে আসতে। এঁরা নির্দেশ মত গরু নিয়ে ফিরছিলেন কিন্তু ফেরার পথে ক্ষুধায় মরণাপন্ন হয়ে পড়লে গরুটি বৈদিক মতে হত্যা করে মাংস খেয়ে বাকি মাংস গুরুর কাছে নিয়ে এসে অকপটে সমস্ত ঘটনা জানান। শিষ্যদের ধর্মবুদ্ধিতে গুরু গর্বিত হন।

সপ্তদ্বীপ—প্রাচীন ঋষিরা পৃথিবীকে সাতটি দ্বীপে বিভক্ত বলে কল্পনা করেছিলেন :- জম্বু, কুশ, প্লক্ষ, শাল্মলী, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর এগুলি যথাক্রমে লবণ, সর্পি, ইক্ষু, সুরা দধি, দুগ্ধ ও জল সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত। জম্বুদ্বীপে মেরু পর্বত অবস্থিত। প্রিয়ব্রতের রথের চাকার গর্তে এই সাতটি সমুদ্র গড়ে উঠেছিল। প্রিয়ব্রতের সাত ছেলে এই সাতটি দ্বীপে রাজা হন।

সপ্তনাগ—অনন্ত, তক্ষক, কর্কট, পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ ও গুলিক।

সপ্তপাতাল—পাতালের সাতটি ভাগ :-তল, অতল, বিতল ইত্যাদি। দ্রঃ লোক।

সপ্তমাতৃকা—ব্রাহ্মণী, বৈষ্ণবী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বারাহী, ইন্দ্রাণী ও চামুণ্ডা। শিব ও বিষ্ণু দুজনে মিলে অন্ধক অসুরকে হারাতে না পেরে এঁদের সৃষ্টি করেন। অসুরের প্রতি রক্ত বিন্দু মাটিতে পড়ে একটি অসুর তৈরি হচ্ছিল। এঁরা সেই রক্ত চেটে খেয়ে ফেলতে থাকেন। অন্য মতে রক্ত বীজ বধের সময় এঁরা আবির্ভূতা হন ; নাম ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী ও চামুণ্ডা।

সপ্তরথী—দ্রোণ, কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন, কৃপ, অশ্বত্থামা, দুঃশাসন, জয়দ্রথ বা দুর্যোধন এঁরা সাত জনে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তের দিনের দিন অভিমন্যুকে বধ করেছিলেন।

সপ্তর্ষি—ব্রহ্মার সাত জন মানসপুত্র। বিভিন্ন মন্বন্তরে (দ্রঃ) আলাদা আলাদা সপ্তর্ষি আবির্ভূত হয়ে ধর্মের ব্যবস্থা করেন। বিভিন্ন পুরাণে এঁদের নামের কিছু অদল বদল আছে। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এঁরা মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য ক্রতু, অঙ্গিরা ও বশিষ্ঠ। (২) বাঙালাতে চৈত্রমাসে সন্ধ্যাকাশে উত্তর পূর্ব দিকে দেখা যায়। বৈশাখে সন্ধ্যায় আরো ওপরে ওঠে। জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যায় মণ্ডলটি মধ্যরেখা অতিক্রম করে দেখা যায়। অপর নাম মহা-ঋক্ষ। সাতটি তারা মিলে একটি লাঙ্গল বা জিজ্ঞাসা চিহ্ন মত দেখতে। এই তারাগুলির নাম ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ ও মরীচি। বশিষ্ঠের কাছেই ক্ষীণপ্রভ একটি তারা, নাম অরুন্ধতী। পুলহ ও ক্রতুকে একটি রেখায় যুক্ত করে রেখাটিকে নীচের দিকে বাড়িয়ে দিলে যে মাঝারি উজ্জ্বল তারার পাশ দিয়ে যায় সেটি ধ্রুবতারা। দ্রঃ কার্তিকেয়।

সপ্তলোক—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য এই সাতটি লোক (দ্রঃ)।

সপ্তশতী—সাতশত শ্লোকযুক্ত মার্কণ্ডেয় চণ্ডী। চণ্ডিকা মাহাত্ম্য সূচক গ্রন্থ।

সপ্তশাল—রাজা মণিভদ্রের সাত ছেলে অগস্ত্যের অভিশাপে সাতটি শালগাছে পরিণত হন। রামের হাতে মুক্তি পান।

সপ্তসমুদ্র—দ্রঃ সপ্তদ্বীপ।

সপ্তস্বর্গ—সপ্তলোক (দ্রঃ)।

সবন—প্রিয়ব্রত ও সুরূপার সবন মিলে দশ ছেলে। সবনের স্ত্রী সুনাভের মেয়ে সুবেদা। নিঃসন্তান সবন মারা গেলে সুবেদা কাঁদতে থাকলে দৈববাণী হয় সহমরণে গেলে সুবেদার সাত ছেলে হবে। সুবেদা তখন স্বামীর চিতায় প্রবেশ করলে সবন ও সুবেদা দুজনে আকাশে উঠে যান এবং আকাশে থাকেন এবং ষষ্ঠ দিনে সম্ভোগ করেন। সবনের বীর্য মাটিতে এসে পড়ে; দু জনে এরা তারপর ব্রহ্মলোকে চলে যান। মুনি পত্নী সমাদা, নলিনী, পুষ্যতি, চিত্রা, বিশালা, হরিতা ও অলিনীলা জলে এসে পড়া এই বীর্য অমৃত মনে করে নিজেদের স্বামীর অনুমতি নিয়ে পান করে গর্ভবতী হন এবং সাতটি ছেলে হয়। এই ছেলেগুলি জন্মে এমন কাঁদতে থাকে যে ব্রহ্মাণ্ড কান্নাতে ভরে যায়। ব্রহ্মা এসে এদের থামতে বলেন এবং নাম দেন মরুৎ (দ্রঃ)। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এঁরা মরুৎ (দেবীভাগ)। (২) ভৃগুর ছেলে সবন, চ্যবন, বজ্রশীর্ষ, শুচি, ঔর্ব, শুক্র ও বিভু।

সবর্ণা—মুনি প্রাচীন-বর্হিসের স্ত্রী, সমুদ্রকন্যা; প্রচেতস্ নামে দশ ছেলে। সকলেই এঁরা ধনুর্বীর; প্রত্যেকে এঁরা সমুদ্রে জলের নীচে ১০,০০০ বছর তপস্যা করেছিলেন।

সবিতা—ঋক্‌বেদে ১১-টি সূক্তে এঁর স্তব আছে। হিরণ্যদ্যুতি, হিরণ্যপাণি, হিরণ্য-জিহ্ব। হিরণ্ময় রথে সাদা পা ও লোহিত বর্ণ অশ্ব এঁকে বহন করে। হিরণ্য হস্ত তুলে সকল প্রাণীকে জাগ্রত ও আশীর্বাদ করেন। এঁর হিরণ্যদ্যুতি পৃথিবী, আকাশ ও স্বর্গ পরিব্যাপ্ত করে। এঁর কেশ পীত। পূর্ব দিকে উদিত হয়ে দুঃস্বপ্ন, পাপ, রাক্ষস ইত্যাদি দূর করেন। বায়ু ও জল এঁর অধীন। সূর্য ও সবিতা এক নয়। সূর্য রশ্মিতে সবিতার দীপ্তি এবং সূর্যের কাছে মানুষের নিষ্পাপত্ব ঘোষণা করেন। সবিতার উদ্দেশে বিশ্বামিত্র রচিত ঋক্ গায়ত্রী ছন্দে রচিত বলে গায়ত্রী নামে পরিচিত সবিতার স্ত্রী পৃশ্নী; তিনটি ছেলে অগ্নিহোত্র, পশুসোম ও চাতুর্মাস্ত এবং তিনটি মেয়ে

সাবিত্রী, ব্যাহৃতি ও ত্রয়ী। পুরাণে কশ্যপ অদিতির ১২-টি ছেলে :-বিষ্ণু, শক্র, অর্যমা ধাতা, ত্বষ্টা, পূষা, বিবস্বান, সবিতা, মিত্র, বরুণ, অংশু ও ভগ।
সব্য—অঙ্গিরস ইন্দ্রের সমান একটি পুত্রের আশায় তপস্যা করতে থাকেন। ইন্দ্র তখন নিজেই ছেলে হয়ে জন্মান ; নাম হয় সব্য। এই সব্য এক বার মেষ রূপ ধারণ করে মেধাতিথি মুনির সোমলতা খেয়ে ফেলেন ; ফলে ইন্দ্রের নাম হয় মেষ।
সব্যসাচী—অর্জুন। দুহাতে সমান বাণ নিক্ষেপ করতে পারতেন বলে নাম।
সম—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে, ভীমের হাতে মৃত্যু।
সমতট—সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভগাত্রের লিপিতে সমতট, কামরূপ ও নেপাল ইত্যাদি সীমান্ত করদ রাজ্যের নাম রয়েছে। অর্থাৎ খৃ-৪ শতকে একটি স্বতন্ত্র করদ রাজ্য ছিল। সমতট পূর্ববঙ্গে। ৬-শতকে বৃহৎ সংহিতাতে সমতট ও বঙ্গ দুটি পৃথক রাজ্য। ইউ-এন-ৎসাঙ বলেছেন এটি আসামের দক্ষিণে সমুদ্র তীরে অবস্থিত : রাজ্যের পরিধি ৮০০ কি-মি ; রাজধানী ৬ কি-মি। সমতটের এক রাজার রাজধানী ছিল কুমিল্লার কাছে। খৃ ১৩ শতক পর্যন্ত সমতট রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল।
সমন্তপঞ্চক—পাঁচটি হ্রদ যুক্ত তীর্থ। পরশুরাম (দ্রঃ) এই পাঁচটি হ্রদ তৈরি করেছিলেন। বলরাম এইখানে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হক বলেছিলেন।• এখানে দুর্যোধন একটি হ্রদে লুকিয়ে ছিলেন এবং এখানে তাঁর উরু ভঙ্গ হয়।
সময়— দ্রঃ কাল।
সমরথ –বিরাটের এক ভাই ; পাণ্ডব পক্ষে ছিলেন।
সমাধি—চৈতন্যহীন মত অবস্থা।
সমাধি—এক জন ধনী বৈশ্য। এঁর স্ত্রী ও ছেলেরা অর্থগৃধ্নু হয়ে ওঠে এবং অর্থ নষ্ট করতে থাকে। সমাধি বাধা দিতে গেলে এরা সমাধিকে বিষ খাওয়াবে বা ঐ রকম কিছু একটা ষড়যন্ত্র করবে সন্দেহ হয়। সমাধি পালিয়ে আসতে বাধ্য হন। অন্য মতে স্ত্রী পুত্র মিলে এঁকে তাড়িয়ে দেয়। বনে এসে সুরথের (দ্রঃ) সঙ্গে দেখা হয়। স্ত্রী ও সন্তানদের চিন্তায় সমাধি একটুও শান্তি পান না। সুরথ বুঝিয়ে শান্ত করতে চেষ্টা করেন। ইতি মধ্যে সুমেধস মুনি আসেন এবং এঁদের শান্ত করার জন্য নয় অক্ষর দেবীমন্ত্র দান করেন। দু বছর তারপর দেবীর আরাধনা করলে দেবী এক দিন স্বপ্নে দেখা দেন। এঁরা তপস্যা করে চলতে থাকেন, চার বৎসর এই ভাবে তপস্যা করার পরও দেবীর আর দেখা পান না। শেষ পর্যন্ত সমাধি ও সুরথ আগুন জেলে নিজেদের দেহ থেকে মাংস ও রক্ত নিয়ে আহুতি দিতে থাকেন। দেবী তখন দেখা দেন এবং সমাধিকে নিস্পৃহ স্থিতপ্রজ্ঞ জীবনের বর দেন। দ্রঃ সুরথ।
সমিতেযু—পুরু বংশে ভদ্রাশ্বের (দ্রঃ) এক ছেলে।
সমীচী—অপ্সরা। (দ্রঃ) বর্গার সখী।
সমুদ্রমন্থন—সত্য যুগে সমুদ্র মন্থন হয়েছিল। অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে দেবতারা দুর্বল হয়ে পড়তে থাকলে দেবতারা প্রথমে ব্রহ্মা ও পরে বিষ্ণুর কাছে এসে উপস্থিত হন। বিষ্ণু পরামর্শ দেন অসুরদের সঙ্গে সন্ধি করে সমুদ্র মন্থন করতে হবে। মন্থনে অমৃত উঠবে ; সেই অমৃত পান করলে দেবতারা অমর হবেন। মন্থনে অধিকতর শক্তিশালী অসুরদের সাহায্য নিতেই হবে। ইন্দ্র তখন অসুরদের সাহায্য চান। অসুররাজ

বলি সম্মত হন ; কিন্তু অমৃতের ভাগ চান। ইন্দ্র ভাগ দিতেও সম্মত হন। আর এক মতে পৃথুরাজার উপদেশে গাভীরূপা ধরিত্রীকে দেবতারা হিরণ্ময় পাত্রে দোহন করলে (ইন্দ্র বৎস রূপ ধারণ করেছিলেন) অমৃত উৎপন্ন হয়। দুর্বাসার অভিশাপে এই অমৃত সমুদ্রে পতিত হয়েছিল। অন্য মতে দুর্বাসার (দ্রঃ) শাপে ইন্দ্র শ্রীহীন হয়ে পড়েছিলেন (দ্রঃ শ্রীমতী) ; দেবতারা জরাগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিলেন ; সুযোগ বুঝে অসুররা প্রবল হয়ে ওঠেন। ফলে বিষ্ণুর অন্য মতে দুর্বাসার নির্দেশে দেবতারা সমুদ্র মন্থন করেন। অসুরদের সঙ্গে মিলে এই মন্থন হয়। মেরু/মন্দার পর্বত মন্থন দণ্ড হয়. বাসুকি হন মন্থন রজ্জু। গরুড় বাসুকি নাগকে পাতাল থেকে নিয়ে আসতে যান। বাসুকি গরুড়কে পিঠে করে নিয়ে যেতে বলেন। কিন্তু গরুড় বাসুকির দেহের মাঝখান ঠোঁটে করে ধরে আকাশে উঠতে থাকেন। আকাশে উর্দ্ধসীমাতে উঠে যান তবু বাসুকির দেহের অনেকটা অংশ মাটিতে তখনও পড়ে থাকে। গরুড় তখন বাসুকিকে দুপাট করে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতেও বাসুকির দেহের শেষ পাওয়া যায় না। শেষ অবধি ব্যর্থকাম হয়ে গরুড় ফিরে এলে মহাদেব পাতালে হাত বাড়িয়ে দেন। বাসুকি মহাদেবের হাতে অঙ্গদে পরিণত হন ; মহাদেব বাসুকিকে এই ভাবে এনে দেন। মন্থনে লক্ষ্মী, অমৃত হাতে ধন্বন্তরি এবং আরো বহু জিনিস উত্থিত হয়। কিছু মতে ঐরাবত ও অলক্ষ্মী ও সমুদ্র মন্থনে উঠেছিল। হাজার বছর মন্থনের পর বাসুকি বিষ বমন করতে থাকেন। অন্য মতে মন্থনের সময় বিষ্ণুর আদেশে জলের ওপর ওষধি গাছ গাছড়া ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। মন্থন করতে করতে সমুদ্রজল গাছগাছড়া ইত্যাদি মিলে ভীষণ বিষ ছড়িয়ে পড়ে। অন্য মতে কালকূট বিষও মন্থনে উঠেছিল। সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যায়। দেবতারা তখন মহাদেবের শরণ নেন, বিষ্ণু মহাদেবকে এই বিষ পান করতে বলেন। মহাদেব (দ্রঃ) এই বিষ গ্রহণ করেন। আবার মন্থন চলতে থাকে ; কিন্তু মন্দার পাহাড় (–মন্থন দণ্ড) পাতালে বসে যেতে থাকে। দেবতা ও গন্ধর্বদের প্রার্থনায় বিষ্ণু তখন কূর্ম রূপ ধরে মন্দারকে পিঠে করে তুলে ধরেন এবং আরো হাজার বছর ধরে মন্থন চলতে থাকে।

অমৃতকমণ্ডলুধারী ধন্বন্তরীর ওঠার পর অসংখ্য অপ্সরা ওঠেন। এই অপ্সরাদের দেবতা বা দানব কেউই গ্রহণ করতে রাজি হন না। এর পর বরুণের কন্যা বারুণী বা সুরা ওঠে। দিতির সন্তানেরা এই সুরা গ্রহণ না করে অসুর নামে আখ্যাত হন ; অদিতির ছেলেরা সুরা গ্রহণ করে সুর। এর পর উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তভ, ও অমৃত ওঠে। বহু মতে অমৃত আলাদা উঠেছিল : ধন্বন্তরির হাতে নয়। এই অমৃতের অধিকার নিয়ে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে আবার ঝগড়া সুরু হয়। অসুররা অমৃতের ভাগ চান ; দেবতারা অসুরদের সম্পূর্ণ বঞ্চিত করতে চান। শেষ অবধি বায়ু ও মৎস্য পুরাণ মতে বিষ্ণু মোহিনী (দ্রঃ) বেশে অমৃত চুরি করেন। মোটামুটি দেবতারা বলে ও কৌশলে অমৃত গ্রহণ করেন। দ্রঃ রাহু। মহাভারত মতে ব্রহ্মা সমুদ্রমন্থনের মন্ত্রণা দিয়েছিলেন। বাসুকির সাহায্যে মন্দার পর্বত তুলে এনে কূর্মপৃষ্ঠে বসিয়ে বাসুকিকে দড়ি করে মন্থন করা হয়। দেবতারা বাসুকির লেজ ও অসুররা মুখ ধরেছিলেন। দুধ, ঘি, চন্দ্র, লক্ষ্মী, বারুণী/সুরা উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তভ, অমৃত-হাতে-ধন্বন্তরি ও ঐরাবত যথাক্রমে মন্থনে পাওয়া গিয়েছিল। কামধেনু, পারিজাত ও সমুদ্র মন্থনে

প্রাপ্ত মনে করা হয়। এর পর কালকূট বিষ ওঠে এবং ব্রহ্মার অনুরোধে মহাদেব এই বিষ পান করেন। অমৃত ও লক্ষ্মীকে কেন্দ্র করে দেবতা ও অসুরদের বিবাদ হয়েছিল। বিষ্ণু লক্ষ্মীকে গ্রহণ করেছিলেন।

সমুদ্রলঙ্ঘন—সম্পাতির (দ্রঃ) কাছে সীতার খবর পেলে ঠিক হয় হনুমান (দ্রঃ তৃণবিন্দু) সমুদ্র লঙ্ঘন করে সীতার খবর নিয়ে আসবেন। লঙ্ঘন করার সময় হনুমান যখন আকাশে তখন সমুদ্র হনুমানকে সাহায্য করবার জন্য মৈনাককে অনুরোধ করলে মৈনাক জল থেকে মাথা তুলে হনুমানকে মৈনাকশৃঙ্গে বিশ্রাম নিতে বলেন। হনুমান সম্মত হন না ; আকাশ পথে এগিয়ে যেতে থাকেন ; দেবতারা তখন নাগমাতা সুরসাকে পাঠান হনুমানের সাহস/শক্তি ইত্যাদি পরীক্ষা করবার জন্য। সুরসা রাক্ষসীরূপে হনুমানকে গ্রাস করতে যান ; কিন্তু হনুমান সুরসার কান দিয়ে বার হয়ে যান। সুরসাকে দক্ষকন্যা হিসাবে চিনতে পারেন এবং সুরসা হনুমানকেও আশীর্বাদ করেন। এর পর সিংহিকা রাক্ষসী হনুমানকে ধরতে চেষ্টা করলে হনুমান একে হত্যা করে যান। হনুমান তার পর লঙ্কায় এসে নামেন।

সমুদ্রশাসন—সীতা উদ্ধারের জন্য সমুদ্রের তীরে এসে রামচন্দ্র কিছু একটা উপায় করার জন্য সমুদ্র তীরে তিন রাত সমুদ্রের আরাধনা করেন। কিন্তু সমুদ্র দেখা দেন না। রাম তখন তীর বিদ্ধ করে সব জল শোষণ করে নিতে চান। সমুদ্র সভয়ে তৎক্ষণাৎ দেখা দিয়ে মার্জনা চান এবং নলের সাহায্যে সেতুবন্ধের পরামর্শ দিয়ে যান। রাম কিন্তু বাণ ফিরিয়ে নিতে পারেন না ফলে সমুদ্রের অনুরোধে উত্তরে দ্রুমকুল্য নামক স্থানে শর নিক্ষেপ করেন। এইখানে আভীর প্রভৃতি দস্যুরা জলপান করতেন। তারটি যেখানে গিয়ে পড়েছিল সেই স্থানটি মরুকান্তার নামে পরিচিত এবং যে গর্ত হয়েছিল তা থেকে জল উঠতে থাকে ; নাম হয় ব্রণকূপ। রামের আশীর্বাদে মরুকান্তার (রামা ৬।২২।৪০) উর্বর হয়েছিল। নল তারপর সেতু নির্মাণ করেন।

সমুদ্র শোষণ—অগস্ত্য সমুদ্র শোষণ করলে (দ্রঃ কালকেয়) (মহা ৩।১০৩।৩) দেবতারা বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করেন এবং বিষ্ণু বলেন ভগীরথ (দ্রঃ) গঙ্গা আনলে সমুদ্র আবার ভরে উঠবে। আবার আছে সগর সন্তানদের খোঁড়া গর্ত ; ভগীরথ গঙ্গা আনলে ভরে গিয়ে সাগর সৃষ্টি হয়।

সমূহ—এক জন বিশ্বদেব।

সম্পাতি—অরুণ ও শ্যেনীর দুই ছেলে বড় সম্পাতি, ছোট জটায়ু। আর এক মতে সূর্যের ঔরসে মহাশ্বেতার গর্ভে জন্ম। পিতা মাতার আশীর্বাদে সম্পাতি পাখীদের রাজা এবং জটায়ু যুবরাজ হন। বৃত্র বধের পর এঁরা দুভাই ইন্দ্রকে জয় করার জন্য আকাশে উড়ে যান। অন্য মতে মদগর্বিত দুই ভাই এক দিন সূর্যকে দেখতে যান। পথে সূর্যের তেজে জটায়ু অবসন্ন হয়ে পড়লে পাখা ছড়িয়ে সম্পাতি ছোট ভাইকে আড়াল করতে যান। জটায়ু এতে রক্ষা পেলেও সম্পাতির পাখা পুড়ে গিয়ে মহেন্দ্র পর্বতে এসে পড়েন। এইখানেই তারপর বসবাস করতে থাকেন। চিরজীবী বলে প্রাণ হানি হয় নি। পাখা পুড়ে যায় ; ছ দিন জ্ঞান ছিল না। এর পর উগ্রতপা ঋষি নিশাকরের স্তবস্তুতি করলে পালক হয়ে বটে কিন্তু পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকেন। নিশাকর ঋষি বলে দিয়েছিলেন বানররা এলে তাদের সীতার সংবাদ দিলে তখন পক্ষোদগম

হবে। সম্পাতি ও জটায়ু দুই ভাইতে আর কোন দিন দেখা হয় নি। সম্পাতির ছেলে সুপার্শ্ব (দ্রঃ) এই সময়ে এঁকে খাদ্য দিয়ে যেতেন। সম্পাতি এর কাছেই সীতা হরণের ঘটনা শুনেছিলেন। সীতা অন্বেষণে বানররা এখানে এলে অঙ্গদের কাছে সম্পাতি জটায়ুর মৃত্যুর ঘটনা শুনে বানরদের সাহায্যে সমুদ্র জলে জটায়ুর তর্পণ করেন। দশরথের সঙ্গে বন্ধুত্বের কারণে রাবণ ও লঙ্কাপুরীর বৃত্তান্ত বলে দেন এবং দিব্যচক্ষুর কারণে দেখতে পান সীতা অশোকবনে বন্দী আছেন; বানরদের এ কথাও জানিয়ে সমুদ্রলঙ্ঘন (দ্রঃ) করতে বলেন। এই খবর দিতে দিতে সম্পাতির আবার পাখা গজায়। (২) কৈকসীর বোন কুম্ভীনসীর এক ছেলে। (৩) কৌরব পক্ষে এক যোদ্ধা।

সম্ভূতি—(১) ব্রহ্মার ছেলে মরীচির স্ত্রী; ছেলে হয় পৌর্ণমাস। (২) জয়দ্রথের স্ত্রী; ছেলে বিজয়।

সম্মেত শিখর—দ্রঃ পরেশ নাথ।

সম্রাট—স্বায়ম্ভুব মনুর ছেলে প্রিয়ব্রতের দুই মেয়ে :-সমাট ও কুক্ষি।

সরমা—(১) গন্ধর্বরাজ শৈলুষের মেয়ে, বিভীষণের স্ত্রী। মানস সরোবরের তীরে জন্ম। বর্ষায় মানস সরোবরের জল বাড়তে বাড়তে সদ্য জাত শিশুর কাছে এসে পড়লে প্রসূতি বলেন 'সরঃ মা বর্দ্ধত' (রামা ৭।১২।২৭); সরোবরকে বাড়তে এই ভাবে নিষেধ করার জন্য মেয়ের নাম হয় সরমা। সরমা আকাশে প্রচ্ছন্ন হয়ে ঘুরে বেড়াতে পারতেন। বন্দিনী সীতাকে সব সময় রক্ষা করতেন। বিদ্যুৎজিহ্ব সীতাকে রামের মুণ্ডু দেখালে সরমা সীতাকে রামের কুশল সংবাদ দেন। ছেলে তরণীসেন।

(২) কশ্যপের এক স্ত্রী: দক্ষ ও অসিক্লীর মেয়ে। সন্তান হিংস্র প্রাণী। অন্য মতে ভ্রমর, ভৃঙ্গরোল, চরটা প্রভৃতি দংশক পতঙ্গ ও মধুমক্ষিকাদের জননী। (৩) দেবতাদের একটি মাদি কুকুর; এর ছেলে শ্যাম ও শবল যমের দুজন প্রধান দূত। এই কুকুর দুটির চারটি করে চোখ। এদের জন্য নিবেদিত বলিকেও সারমেয় বলা হয়। ঋক্‌বেদে ও মহাভারতে জন্মেজয়কে (দ্রঃ) সরমার অভিশাপ দেবার কাহিনী আছে। এই সরমা একবার দস্যুদের কাছে গিয়ে দুধ খান কিন্তু ইন্দ্রকে মিথ্যা কথা বলেন ফলে ইন্দ্র এঁকে শাপ দেন। ঋক্‌বেদে আছে পণিরা কোথায় গরু লুকিয়ে রেখেছে খুঁজে বার করবার জন্য ইন্দ্র একে পাঠান: সর্ত থাকে এই সময়ে ইন্দ্র সরমার সন্তানদের দেখাশোনা করবেন। গ্রহ হিসাবে সরমা গর্ভবতী নারীর গর্ভে প্রবেশ করে গর্ভস্থ শিশুকে চুরি করেন। দ্রঃ অদৃষ্টভয়।

সরযূ—বিখ্যাত নদী। কৈলাসে মানস সরোবর থেকে উৎপন্ন। অন্য মতে গঙ্গার একটি শাখা। বশিষ্ঠ একবার গঙ্গার স্রোত রুদ্ধ করলে উপচে ওঠা জলে এই নদী তৈরি হয়েছিল। সর (=মানস সর) থেকে উৎপন্ন বলে এই নাম। এই নদীর তীরে বহু যজ্ঞানুষ্ঠান হত। এর তীরে কোসলরাজ্য এবং অযোধ্যাও। লক্ষ্মণ এই নদীতে আত্মবিসর্জন করেছিলেন। রামচন্দ্রেরা ও এই নদীতে দেহত্যাগ করেছিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে গিরিব্রজে যাবার সময় ভীম অর্জুন ও কৃষ্ণ এই নদী পার হন। (২) বীর নামে অগ্নির স্ত্রী সরযূ; ছেলে সিদ্ধি।

সরস্বতী—অপর নাম পৃথূদক। বেদে সরস্বতী জ্যোতির্ময়ী অধিষ্ঠাত্রী দেবী (দ্রঃ)। ব্রহ্মাবর্তের একটি নদী। বৈদিক আর্যদের মতে এই নদী দেবীরূপে দেশকে উর্বরা ও

জলকে পবিত্র করেন। দেশে অর্থ সম্পদ আনেন। বাগ্‌দেবী রূপে বেদে সরস্বতীর উল্লেখ নাই। ব্রাহ্মণে ও মহাভারতে আছে সরস্বতী তীরেই ঋষিরা বসবাস করতেন। সমস্ত সময় এই স্থানে বেদধ্বনি হত বলে এই স্থানে বাগ্‌দেবীর বাস বলে অভিহিত। বেদের সরস্বতী ক্রমে বিস্তার দেবীতে পরিণত হন। ফলে বাগ্‌দেবীও সরস্বতী নদীর দেবী বলে গৃহীত হন। নদী হিসাবে পবিত্রতোয়া, যজ্ঞময় তীর-শালিনী এবং সকলের যজ্ঞ কামনা কারী। মনোহর বেদবাক্যগুলির প্রেরণকর্তী; সুন্দরস্তুতির উদ্বোধন কারিণী। সরস্বতী যজ্ঞকে ধারণ করেছেন। নিজের স্রোতরূপ পতাকা নিয়ে মহার্ণবে প্রবেশ করেন। বাগদেবী হিসাবে ইনি মানুষের হৃদয়কে নির্মল ও পবিত্র করেন। ইনি অন্নদাত্রী; সুন্দর ও সত্যবাক্যের প্রেরণকর্তী, সুবুদ্ধির উদ্বোধন কারিণী, যজ্ঞের ধারণ কর্ত্রী। মহাসমুদ্রের ন্যায় অসীম পরমাত্মাকে চিহ্নের দ্বারা প্রকাশ করেন। সমস্ত নরনারীর হৃদয়ে জ্যোতি সঞ্চারিত করেন।

পরমাত্মার মুখ থেকে একটি দেবীর আবির্ভাব হয়। দ্রঃ চন্দ্র/মদন। ইনি শুক্লা, বীণাধারিণী, চন্দ্রের শোভাযুক্তা। শ্রুতি ও শাস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, কবিদের ইষ্ট দেবতা। সৃষ্টির সময় ঈশ্বরের ইচ্ছায় ইনি পাঁচ ভাগে ভাগ হযে রাধা, পদ্মা, সাবিত্রী, দুর্গা ও সরস্বতীতে পরিণত হন। সরস্বতীকে আবার কৃষ্ণকণ্ঠ উদ্ভূতাও বলা হয়। কৃষ্ণ প্রথমে এঁকে পূজা করেন এবং সেই থেকে এঁর পূজা প্রচলিত। কৃষ্ণ থেকে জন্ম এবং কৃষ্ণকেই ইনি কামনা করেন। কৃষ্ণ তখন এঁকে নারায়ণকে ভজনা করতে বলেন। দেবী ভাগবতে ব্রহ্মার স্ত্রী। ব্রহ্মবৈবর্তে লক্ষ্মী ও সরস্বতী নারায়ণের স্ত্রী।

একটি মতে ব্রহ্মার তিনটি স্ত্রী সরস্বতী, গাযত্রী ও সাবিত্রী। মৎস্য পুরাণ মতে ব্রহ্মার তেজ থেকে একটি নারীর জন্ম হয়; এঁরই নাম শতরূপা, সরস্বতী, গায়ত্রী বা সাবিত্রী। আর এক মতে ব্রহ্মা ধ্যান করছিলেন; ব্রহ্মার দেহে সত্ত্বগুণ বাড়তে থাকে এবং এই সত্ত্বগুণ কন্যা রূপে ব্রহ্মার মুখ থেকে বার হয়ে আসেন। ব্রহ্মা এঁকে নাম দেন সরস্বতী। এবং সকলের জিহ্বাগ্রে বাস করবেন নির্দেশ দেন। আর একটি রূপে ব্রহ্মার মধ্যে এবং পৃথিবীতে নদীরূপে অবস্থান করবেন বলেন। ব্রহ্মা নিজের দেহ জাত মেয়েটির প্রতি আকৃষ্ট হযে পড়েন কিন্তু মেয়েটি লজ্জায় সরে যেতে চেষ্টা করেন; যে দিকে যেতে থাকেন সেই দিকে ব্রহ্মার একটি করে মুখ গড়ে উঠতে থাকে। মেয়েটি তখন উর্দ্ধে উঠে গেলে ব্রহ্মার উর্দ্ধমুখী পঞ্চম মাথা গড়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত মেয়েটি বাধ্য হন ব্রহ্মার হাতে নিজেকে সমর্পণ করতে; ছেলে হয় স্বায়ম্ভুব মনু। সরস্বতী বিষ্ণুর শক্তি বলে স্বীকৃত। সরস্বতী তীরে রাজা মতিনার যজ্ঞ করেন; যজ্ঞের শেষে সরস্বতী দেখা দেন এবং রাজাকে বিয়ে করেন; ছেলে হয় তংসু। সরস্বতী নদীর তীরে কাম্যক বন; দধীচির আশ্রম ও এই নদীর তীরে ছিল। বশিষ্ঠকে একবার ভাসিয়ে নিয়ে যান এবং বিশ্বামিত্রের (দ্রঃ) শাপে অভিশপ্ত হন। একটি মতে কৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁর ১৬০০০ স্ত্রী সরস্বতীর জলে দেহত্যাগ করেন। সরস্বতীর অভিশাপ :- দ্রঃ গঙ্গা। এই সরস্বতী কুম্ভকর্ণকে নির্দেবত্ব বরের পরিবর্তে নিদ্রাবত্ব বর চাওয়ান। ঔর্ব (দ্রঃ) থেকে বড়বাগ্নির (দ্রঃ) জন্ম। এই অগ্নি সৃষ্টি নষ্ট করে ফেলছিল। ইন্দ্র তখন সরস্বতীকে অনুরোধ করেন এই আগুনকে সমুদ্রে রেখে আসতে। সরস্বতী জানান ব্রহ্মা আদেশ না দিলে তিনি কিছু করবেন না। দেবতাদের অনুরোধে ব্রহ্মা

তখন সরস্বতীকে নির্দেশ দেন। সরস্বতী এই বড়বাগ্নিকে নিয়ে এগিয়ে যান ; সঙ্গে গঙ্গা, যমুনা মনোরমা গায়ত্রী ও সাবিত্রী অনুসরণ করছিলেন। সরস্বতী এদের ফিরিয়ে দেন। সরস্বতী তারপর প্লক্ষ বৃক্ষের নীচে উত্তঙ্ক আশ্রমে আসেন। এই খানে মহাদেব একটি পাত্রে করে বড়বাগ্নিকে সরস্বতীর হাতে দেন। সরস্বতী তার পর উত্তর দিকে এগিয়ে গিয়ে পুষ্করে আসেন এবং এখানে কিছু ক্ষণ বিশ্রাম করেন ; ফলে পুষ্কর স্থানটি তীর্থে পরিণত হয়। পুষ্কর থেকে সরস্বতী পশ্চিমে এগিয়ে যান নাম হয় নন্দা (দ্রঃ)। নন্দা তার পর আরো খানিকটা দক্ষিণে এগিয়ে গিয়ে উত্তরমুখী হয়ে সাগরে এসে পৌছে এখানে বড়বাগ্নিকে স্থাপন করেন। সরস্বতী নদীর তীরে ব্যাস তপস্যা করতেন এবং এখানে শুকদেব (দ্রঃ) জন্মান। মুনি যাজ্ঞবল্ক্য এক বার সরস্বতীকে স্মরণ করলে দেবী স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জবর্ণের অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে দেখা দেন দ্রঃ ত্রিত। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে প্রায়ই কলহ চলেছিল। বশিষ্ঠ এক বার সরস্বতী তীরে যখন তপস্যা করছিলেন তখন বিশ্বামিত্র সরস্বতীকে ডেকে বশিষ্ঠকে ভাসিয়ে আনতে বলেন। সরস্বতী দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত পাড ভেঙে ভাসিয়ে নিয়ে আসেন। বিশ্বামিত্র সন্তুষ্ট হন কিন্তু সরস্বতী বিশ্বামিত্রকে কোন সময় না দিয়ে পূব দিকে বশিষ্ঠকে ভাসিয়ে নিয়ে যান। বিশ্বামিত্র ফলে ক্রুদ্ধ হযে নদীকে রক্তে পরিণত হবার শাপ দেন। অন্যান্য মুনিরা পরে সরস্বতীতে স্নান করতে এসে সরস্বতীব অবস্থা দেখে শিবের কাছে প্রার্থনা করেন। শিব শাপমুক্ত করে দেন। এই নদীতে স্নান করেই ইন্দ্র পাপমুক্ত হয়েছিলেন। অপর নাম শোণপুণ্যা। পৃথিবীতে সাতটি নদী : সুপ্রভা, কাঞ্চনাক্ষী, বিশালা, মনোরমা, সরস্বতী, সুরেণু ও ওঘোবতী (দ্রঃ)।

একটি মতে সিন্ধু ; অন্য মতে মধ্য প্রদেশে দৃষদ্বতীর সংযোগা ; পৌরাণিক মতে সরস্বতী অন্তঃসলিলা হয়ে প্রয়াগে (দ্রঃ) এসে মিশেছে। বৈদিক চিন্তা ধারায় নদী প্রত্যক্ষ দেবতা পুষ্টি, আরোগ্য, স্ত্রী ও ধন দাত্রী অর্থাৎ ইলার সমার্থক। ক্রমশ এটি বাকদেবী এবং শ্রীদেবী রূপে দুটি পৃথক সত্ত্বা পায়। বৈদিক ব্রাহ্মণে বাগ্‌দেবতা সুন্দরী নারীর বেশে অসুরদের মুগ্ধ করে দেবতাদের অমৃত ভাগ করে দিয়েছিলেন। ইনিই বর্তমানে পরিচিত সরস্বতীর পূর্বপুরুষ।

পাঞ্জাবে আম্বালা জেলা সীমান্তে শিরমুর পাহাড়ে উৎপন্ন হয়ে সমভূমিতে এসে নেমে এগিয়ে গেছে। কোথাও বালু মধ্যে অদৃশ্য হয়ে পড়েছে এবং শেষ পর্যন্ত পাতিয়ালায় ঘগ্‌গর নদীতে যুক্ত হয়েছে। মোট দৈর্ঘ্য ১৭৬ কি-মি। আরাবল্লীর দ-পশ্চিম সীমান্ত থেকে বার হয়ে দ-পশ্চিমে এগিয়ে যাওয়া আর একটি সরস্বতী নদী আছে ; এটির উৎস স্থলে অম্বা ভবানীর মন্দির বিখ্যাত ও প্রাচীন।

(২) গঙ্গার সপ্তধারার একটি ধারা সরস্বতী। (৩) মনুর স্ত্রী। (৪) দধীচির স্ত্রী ; ছেলে সারস্বত। দ্রঃ ত্রিত।

সর্পপূজা—অতি প্রাচীন। গৃহ্যসূত্রে এর উল্লেখ আছে। মহেঞ্জোদড়োর সভ্যতায় ও ভারহুতের যুগে নাগ নাগিনীর বহু মূর্তি পাওয়া গেছে।

সর্পযজ্ঞ—দ্রঃ জন্মেজয়।

সর্ব—(১) কৃষ্ণ। (২) ত্বষ্টার এক ছেলে ; একাদশ রুদ্রের এক জন। অন্য মতে স্থাণুর ছেলে, অর্থাৎ ব্রহ্মার নাতি।

সর্বকর্মা—রাজা সুদাসের ছেলে। পরশুরাম যখন ক্ষত্রিয় নিধন করছিলেন তখন পরাশর মুনি এঁকে বাচান।

সর্বগ—ভীম ও বলন্ধরার ছেলে।

সর্বদমন—ভরত।

সর্বমঙ্গলা—(১) এক জন যোগিনী। (২) মহেশ্বরীর দেহ জাত একটি মহাশক্তি। (৩) দুর্গা; সকলকে সব দিক থেকে মঙ্গল যুক্ত করেন।

সর্বাস্তিবাদ—দ্রঃ বৌদ্ধদর্শন।

সহ—(১) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে, কুরুক্ষেত্রে ভীমের হাতে নিহত। (২) অগ্নি।

সহা—এক জন অপ্সরা।

সহজন্যা—স্বর্গে ছ-জন প্রধান অপ্সরার এক জন। কুবেরের সভা নর্তকী। অর্জুনের জন্ম হলে এঁরা নাচ গান করেছিলেন।

সহজিয়া—খৃ ৮-১২ শতকে বৌদ্ধধর্মে একটি শাখা গড়ে ওঠে। এই সব সাধকরা তাদের মত ও সাধন প্রণালী কিছু সংস্কৃতে, কিছু অপভ্রংশে ও কিছু বাঙলা চর্যা গীতিতে প্রকাশ করে গেছেন। এগুলি সহজিয়া সাহিত্য। এঁরা অবশ্য কোথাও সহজিয়া বা সহজযান শব্দ ব্যবহার করেন নি। তবে সহজ শব্দটি বার বার উল্লেখ করেছেন। পরে এঁরাই সহজিয়া নামে বঙ্গ, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা, উত্তর নেপাল, ভূটান ও তিব্বতে ছড়িয়ে যান।

সহজ অর্থাৎ 'সঙ্গে জাত' যে শাশ্বত স্বরূপ রয়েছে তাকে উপলব্ধি করার ধর্ম সহজিয়া। মানুষের স্বভাবকে সম্পূর্ণ অতিক্রম না করে স্বভাবের অনুকূল পথে সাধনাই এই সহজিয়া সাধনা। বজ্রযান থেকে এই সহজিয়া বা সহজযান পথের উৎপত্তি। বজ্রযানের মধ্যে মন্ত্র, তন্ত্র, বিধিনিষেধ ইত্যাদি প্রবল ভাবে দেখা দিয়েছিল। সহজিয়ারা এই সব কিছুকে নস্যাৎ করে দিয়ে সহজ পথে এগিয়ে যেতে আরম্ভ করলেন; শ্রদ্ধা এবং একাগ্রতাকে এঁদের এক মাত্র পাথেয় করে নিলেন। সহজাত এই শাশ্বত স্বরূপ স্বয়ংবেদ্য এবং দেহের মধ্যে ইনি অরূপ বুদ্ধরূপে অবস্থিত। কোন যুক্তিতর্ক বা কোন শাস্ত্র মাধ্যমে একে উপলব্ধি করা যায় না।

বঙ্গদেশে বৌদ্ধদের মত একটি সহজিয়া বৈষ্ণব শাখাও গড়ে উঠেছিল।

সহদেব—(১) সবচেয়ে ছোট পাণ্ডব। মাদ্রীর ছেলে। অশ্বিনীদেবের ঔরসে জন্ম। মাদ্রী সহমরণে গেলে নকুল ও সহদেব কুন্তীর কাছে পালিত হন। শৈশবে শতশৃঙ্গ পাহাড়ে কাটাতেন: পাণ্ডু ও মাদ্রী মারা গেলে হস্তিনাপুরে আসেন। সারা জীবন ৫-ভাই সুখে দুঃখে ও মহাপ্রস্থানে একই সঙ্গে ছিলেন। অর্জুন গুরুদক্ষিণা হিসাবে দ্রুপদকে ধরে আনতে গেলে নকুল ও সহদেব অর্জুনের রথের চাকার রক্ষক হয়ে ছিলেন। ইনিও এক জন রথী। কুরুক্ষেত্রে বহু শত্রু নিধন করেছিলেন। গো-তত্ত্বেও এঁর বিশেষ জ্ঞান ছিল। পাশা খেলায় হেরে গিয়ে চলে যাবার সময় শকুনিকে বধ করবেন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আঠার দিনের দিন শকুনি ও উলূককে ভল্লের আঘাতে নিহত করেন। দ্রৌপদী সহদেবের ছেলে শ্রুতসেন। মদ্ররাজ দ্যুতিমানের মেয়ে বিজয়াকে স্বয়ংবরে বিয়ে করেছিলেন; বিজয়ার ছেলে সুহোত্র। একটি মতে জরাসন্ধের মেয়ে এবং যদুবংশে ভানুর মেয়ে ভানুমতীও এঁর স্ত্রী। রাজসূয়

যজ্ঞের সময় দক্ষিণ দিক জয় করতে যান এবং বিরাটও মাহিষ্মতী-রাজ নীলকে পরাজিত করেন। এবং ঘটোৎকচকে পাঠান বিভীষণে কাছে কর আনতে। ভাইদের সঙ্গে ইনিও বনবাসে গিয়েছিলেন এবং বিরাট রাজ্যে তন্ত্রিপাল নামে, গোশালা অধ্যক্ষ হয়ে অজ্ঞাত বাস করেন ; গুপ্ত নাম ছিল জয়দ্বল/অরিষ্টনেমি। সহদেবের শঙ্খ মণি-পুষ্পক। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে যুধিষ্ঠির যখন নিরস্ত্র হয়ে কৌরবপক্ষে দেখা করতে যান সহদেব তখন যুধিষ্ঠিরের এই কাজের প্রতিবাদ করেছিলেন। যুদ্ধে ত্রিগর্তরাজ, নিরমিত্র, শল্যের এক ছেলে ইত্যাদিকে নিহত করেন। যুধিষ্ঠির রাজা হলে এঁকে দুর্মুখের প্রাসাদে থাকতে দেন। মহাপ্রস্থানের সময় পাণ্ডিত্যের অভিমানের জন্য দ্রৌপদীর পরে সুমেরুশিখরে মারা যান। (২) মগধরাজ জরাসন্ধের ছেলে। জরাসন্ধের পর রাজা হন, এঁরই বোন অস্তি ও প্রাপ্তি। জরাসন্ধ মারা গেলে কৃষ্ণের আশ্রয় নেন এবং কৃষ্ণই এঁকে মথুরাতে রাজা করে দিয়েছিলেন। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরেতেও ছিলেন। কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব পক্ষে এক জন মহারথী। (৩) ইন্দ্র সভাতে এক মহর্ষি। (৪) প্রাচীন ভারতে এক রাজা ; যমের সভাতে সভাসদ। (৫) ধূম্রাক্ষের ছেলে, কৃশাশ্বের পিতা। (৬) সূর্য বংশে এক রাজা ছেলে জয়ৎসেন। (৭) সূর্যবংশে আর এক রাজা ; সুদাসের ছেলে এবং সোমকের পিতা।

সহমরণ—দ্রঃ সতীদাহ।

সহস্রপাদ—দ্রঃ খগম। রুরুর সঙ্গে কথোপকথনে শাপমুক্ত হন।

সহস্রবাক্—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে।

সহস্রমুখরাবণ—এক জন দৈত্যরাজ। ভারতবর্ষ থেকে হাজার মাইল দূরে সমুদ্রের মধ্যে ত্রিলোকপুরী রাজ্যের রাজা। হাজার মাথা . দু হাজার হাত। সারা পৃথিবীর ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ব্রহ্মার তপস্যা করতে থাকেন এবং একে একে নিজের মাথা কেটে আহুতি দিতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত শেষ মাথাটি কাটতে গেলে ব্রহ্মা দেখা দিতে বাধ্য হন। ব্রহ্মার কাছে কামগতি বিমান, এবং ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করেন এবং বর পান একটি নারীর হাতে মৃত্যু অর্থাৎ অজেয় হবার বর পান। বর পেয়ে সহস্র মুখ ত্রিভুবন জয় করেন। পাতাল রাবণকে পরাজিত করে তাঁর এক মাত্র মেয়ে ইন্দুমুখীকে বিয়ে করেন এবং কঠোরকুঠার নামে একটি অস্ত্র উপহার পান। এক বার এই পাতাল-রাবণের দেশে যাবার সময় পথে চঞ্চলাক্ষী নামে এক বিদ্যা-ধরীকে সম্ভোগ করেন। চঞ্চলাক্ষী লক্ষ্মীর তপস্যা করছিলেন শাপ দেন এই লক্ষ্মীর হাতে সহস্রমুখ নিহত হবেন। সহস্র মুখের ছেলে বজ্রবাহু ; আরাধনা করে শিবের কাছে পাশুপত অস্ত্র ও দুর্ভেদ্য কবচ পান। ইন্দ্রকে বন্দী করে নিয়ে যান ; কিন্তু কার্তিকের হাতে মারা পড়েন। সহস্রমুখের অপর ছেলে চন্দ্রগুপ্ত। সেনাপতি বাণ ও সহস্রমুখ দু জনে ভীষণ অত্যাচার করে বেড়াতে থাকেন। রাম তখন অযোধ্যাতে রাজা ; দেবতা ঋষিরা এসে রামকে এই সব অত্যাচারের কাহিনী জানান এবং তার পর সুগ্রীব ও বিভীষণ এসে জানান চন্দ্রগুপ্ত সুগ্রীবের মেয়ে ও বিভীষণের পুত্রবধূকে হরণ করেছে। রাম তৎক্ষণাৎ সহস্রমুখের দেশে সসৈন্যে গিয়ে উপস্থিত হন এবং হনুমানকে দিয়ে বলে পাঠান মেয়ে দুটিকে এবং ইন্দ্রকে মুক্তি দিয়ে সহস্রমুখকে এই মুহূর্তে এসে ক্ষমা চাইতে। ফলে তীব্র যুদ্ধ বাঁধে ; যুদ্ধে রাম সহস্র-

মুখকে কিছুতেই হারাতে পারেন না। শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মার দেওয়া বর ও চঞ্চলাক্ষীর দেওয়া অভিশাপের কথা স্মরণ হয় এবং সীতাকে তখন অযোধ্যা থেকে নিয়ে আসেন। সীতার বাণে সহস্রমুখ মারা যান।

সহস্রাক্ষ—(১) ইন্দ্রের এক নাম। (২) পাণ্ডু দেশে এক রাজা ; এক বার দুর্বাসাকে প্রণাম করেন নি। ফলে দুর্বাসার শাপে রাক্ষস হয়ে তৃণাবর্ত নামে দ্বারকাতে জন্মান। দুর্বাসা বলে দিয়েছিলেন কৃষ্ণের হাতে শাপমুক্ত হবেন। কৃষ্ণের হাতে মারা যান।

সহস্রানীক—শতানীকের ছেলে। স্ত্রী মৃগাবতী ; ছেলে উদয়ন। দ্রঃ অলম্বুষা।

সহিষ্ণু—পুলহ (দ্রঃ) ও ক্ষমার ছেলে কর্দম, সহিষ্ণু, উর্বরীবান্।

সহ্য—সপ্ত কুলাচলের একটি। লবণ সমুদ্রে। সীতার অন্বেষণে বানররা এই পাহাড় পার হয়ে যান। নহুষ অপ্সরাদের সঙ্গে এখানে এক বার বনভোজনে এসেছিলেন।

সাংকাশ্যপুর—প্রাচীন ভারতে একটি দেশ। এই দেশের রাজা সুধন্বা এক বার মিথিলা আক্রমণ করেছিলেন।

সাংখ্য—ষড় দর্শনের মধ্যে অন্যতম। রচয়িতা মহর্ষি কপিল। সংখ্যা অর্থে সম্যক জ্ঞান। অর্থাৎ পুরুষ বা আত্মতত্ত্বের সম্যক জ্ঞান এই সাংখ্যদর্শন। ঈশ্বরকে ইনি প্রমাণের অভাবে অসিদ্ধ বলেছেন। এঁর মতে অকস্মাৎ কিছু সৃষ্টি হতে পারে না। মাটি থেকে ঘট হয়, দুধ থেকে দই হয় ইত্যাদি। তেমনি পুরুষ ও প্রকৃতি দুটি নিত্য তত্ত্ব বা পদার্থ ; এবং এই দুটি থেকে সব কিছু সৃষ্ট। প্রকৃতি অচেতন বা জড় অনাত্মা এবং সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ তিনটি গুণের আধার। প্রকৃতির পরিণাম বা বিকারই এই সমস্ত বিশ্বসৃষ্টি। এই প্রকৃতি আদি কারণ এবং এর আর কোন কারণ নাই। কপিলের ব্যাখ্যায় এই প্রকৃতি অমূল-মূল। আদি কারণ থেকে কার্যপরম্পরা উৎপন্ন হয় বলেই কপিল একে প্রকৃতি বলেছেন। কপিলের পুরুষ হচ্ছে আত্মা বা শুদ্ধচেতনা ; পুরুষ নিরুপাধিক ও নিগুণ, অপরিণামী অর্থাৎ বিকারহীন। পুরুষ কর্তা বা ভোক্তা কিছুই নয়। এই পুরুষই জীবের আত্মা অথচ পুরুষ প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত থেকে জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখ ইত্যাদির চক্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আত্মা প্রকৃতি নয় ; প্রকৃতি ও আত্মা নয়। এই প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর সাপেক্ষ। প্রকৃতি নিজে জড় কিন্তু পুরুষ সংযোগে সকল কাজ সম্পাদন করে। এই পুরুষ ও প্রকৃতির অভেদজ্ঞানই বন্ধন এবং ভেদ জ্ঞানই মুক্তি বা মোক্ষ।

সাংখ্যযোগ—নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরকে জুড়ে দিয়ে সাংখ্যযোগের জন্ম। অর্থাৎ সাংখ্যের ব্যাখ্যাতে আস্তিকের রঙ মাখান হয়েছে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় সৃষ্টি ও প্রলয় ঘটে। কর্মফল ভোগের জন্য জগৎ-সৃষ্টির প্রয়োজন এবং কর্মফলানুরূপ সৃষ্টি হতে থাকে। এই দর্শনে ঈশ্বর পুরুষ বিশেষ। সাধারণ মানুষ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও মৃত্যু-ভয় এই ৫-টি ক্লেশ, পাপ ও পুণ্য এই দুটি কর্ম, কর্মফল এবং কর্মফল অনুযায়ী সংস্কারের (দ্রঃ) অধীন। কিন্তু ঈশ্বর এগুলির অতীত, তিনি অদ্বিতীয়, কালাতীত ও গুণাতীত। কল্পমন্বন্তরের প্রারম্ভে মনু প্রভৃতি এঁর কাছেই জ্ঞান লাভ করেন।

সাগর—সগর (দ্রঃ) রাজার ৬০,০০০ ছেলের খোঁড়া গর্ত।

সাতবাহন—একটি প্রাচীন ব্রাহ্মণ রাজ বংশ। পুরাণে এঁদের কিছু বিবরণ পাওয়া

যায়। কয়েক জন রাজার শিলালিপি ও মুদ্রাও আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্তমানের অন্ধ্র এলাকার রাজা। গোদাবরী নদীর উপত্যকায় এঁদের স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। কোন কোন পুরাণ মতে সাতবাহন বংশে ৩০ জন ৪৫১ অন্য মতে ৩০০ বছর রাজত্ব করেছিলেন। মৌর্যদের পতনের পর দক্ষিণ ভারতে এঁদের অভ্যুদয় হয়েছিল বা প্রাধান্য দেখা দিয়েছিল মনে হয়। এই বংশে রাজা গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি শক যবন ইত্যাদি আক্রমণ প্রতিহত করে দাক্ষিণাত্যে বিদেশী বিজেতাদের প্রবেশ করতে দেন নি। এঁদের মনে হয় নৌবাহিনীও ছিল। খৃ ২-৩ শতকে এঁদের রাজ্য নষ্ট হয়। বৌদ্ধধর্মকেও এরা শ্রদ্ধা করতেন। সাতবাহন শব্দটি বহু ক্ষেত্রে মনে হয়ে শালিবাহন শব্দে রূপান্তরিত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে।

রাজা দীপকর্ণির স্ত্রী শক্তিমতী সাপের কামড়ে মারা যান। দীপকর্ণি শোকে ব্রহ্মচারী হয়ে যান। এক দিন তারপর স্বপ্নে দেখেন বনে সুন্দর একটি বালক সিংহের পিঠে বসে ; সিংহ ঘুরে বেড়াচ্ছে ; এবং স্বপ্নে দৈববাণী হয় এই দীপকর্ণির ছেলে এবং একে পালন করে যেন। দীপকর্ণি বনে গিয়ে সত্যাই এই রকম দেখতে পান। বালকটি সিংহের পিঠ থেকে নামলে সিংহ পাশে নদীতে জল পান করতে যায়। রাজা সিংহকে বাণবিদ্ধ করেন। সিংহ তখন শাপ মুক্ত হয়ে রাজাকে জানান তিনি কুবেরের বন্ধু সাত। গঙ্গাতে এক দিন স্নান করতে এসে এক ঋষি কন্যাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে গন্ধর্ব মতে বিয়ে করেন। কিন্তু ঋষি ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিয়ে তাদের দু জনকে সিংহতে পরিণত করে দেন। তাদের এই ছেলে হয়েছে। সন্তান প্রসব করে ঋষি-কন্যা শাপমুক্ত হয়ে গেলেন, সাত এ পর্যন্ত ছেলেকে পালন করছিল, রাজার বাণে আজ মুক্তি পেল। সাতের পিঠে বাহিত হত বলে বালক সাতবাহন নামে পরিচিত এবং পরে বিখ্যাত রাজা হন। দ্রঃ গুণাঢ্য।

সাত্বত—(১) যদুবংশে দেবক্ষত্রের ছেলে। সাত্বতের ছেলে বৃষ্ণি ইত্যাদি। (২ কৃষ্ণের এক নাম।

সাত্বিক—কাবেরী নদীর তীরে সাত্বিক নামে এক ব্রাহ্মণ তপস্যা করতেন। মারা গেলে দিব্য বিমানে চড়ে মেরুপর্বতে যান এবং জম্বু নদীর তীরে মহর্ষিদের সঙ্গে বাস করতে থাকেন। এখানে ক্রমশ সাত্বিক উদ্ধত হয়ে উঠলে মহর্ষিরা রাক্ষসে পরিণত হতে হবে শাপ দেন এবং রামের কাহিনী শুনলে মুক্তি পাবেন। ভরত অশ্বমেধের ঘোড়া হেমকুটে নিয়ে এলে ঘোড়া হঠাৎ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। কেউ নড়াতে পারে না ; এমন কি হনুমানও ঘোড়াকে তুলতে ব্যর্থ হন। ভরত তখন মহর্ষিদের কাছে যান এবং শৌনক আশ্রমে এলে মহর্ষি ধ্যানে সব জানতে পারেন এবং ভরতকে প্রকৃত কারণ জানান। ভরত তখন ঘোড়ার কাছে এসে রামের কাহিনী বর্ণনা করলে সাত্বিক মুক্তি পান ; ঘোড়াও সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

সাত্যকি—অন্য নাম যুযুধান। যদুবংশে শিনির নাতি ও সত্যকের ছেলে। যদু(১)-হেহয়(৩)-কার্তবীর্যার্জুন(১০)-বৃষ্ণি(১২)-শিনি(১৪)-সত্যক(১৫)-সাত্যকি-(১৬)। মরুৎগণ অংশে জন্ম। সাত্যকির ছেলে অঙ্গদ। সাত্যকি কৃষ্ণের সহচর ও বিশেষ স্নেহপাত্র এবং পাণ্ডবদের মিত্র ; এক জন প্রধান যাদব বীর। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে ছিলেন। অর্জুনের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শেখেন। সুভদ্রার বিয়েতে যৌতুক এনেছিলেন। যুধিষ্ঠিরের

রাজ্যাভিষেকের সময় ছত্রধারণ করেছিলেন। অভিমন্যুর বিয়েতেও ছিলেন। একটু উগ্র ও নিষ্ঠুর। অভিমন্যুর বিয়ের পর দিন রাজ্য উদ্ধারের জন্ম পরামর্শ সভা বসলে বলরাম যুধিষ্ঠিরকে বোকা ও শকুনিকে নির্দোষ বললে সাত্যকি তীব্র ভাষায় (মহা ৫।৩।২)বলরামকে প্রতিবাদ করেন। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলে সাত্যকি সর্বান্তঃ-করণে যুদ্ধে মত দেন। শেষ বারের মত সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে কৃষ্ণ কৌরব সভায় এলে সাত্যকি সঙ্গে আসেন। কৃষ্ণকে বন্দী করাব অভিসন্ধি বুঝতে পেরে সভা থেকে বার হয়ে কৃতবর্মাকে ব্যূহবদ্ধ সভাদ্বার রক্ষা করতে বলে সভায় ফিরে ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ও ও কৃষ্ণকে সব জানিয়ে দেন। পাণ্ডবদের এক জন বড সেনাপতি ছিলেন। প্রথম দিন ইনি অর্জুনের পৃষ্ঠ রক্ষক ছিলেন। ভীষ্মের শরবৃষ্টি থেকে অর্জুনকে এক বার রক্ষা করেছিলেন। সাত্যকির ১০-টি ছেলে ভূরিশ্রবার হাতে নিহত হয়। অলম্বুষকে পরাজিত করেন, অশ্বত্থামাকে অচৈতন্ত করে দেন। ভীষ্ম, দুর্যোধন, ভগদত্ত, কর্ণ, দুঃশাসন, কৃতবর্মা, কর্ণের ছেলে বৃষসেন, শকুনি ইত্যাদির সঙ্গে যুদ্ধ করেন। দ্রোণের হাত থেকে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বাঁচান। ছ বার দ্রোণের ধনুক ছিন্ন করে দেন। সুদর্শন, অলম্বুষ, ভূরিশ্রবা, সোমদত্ত, বঙ্গ, কর্ণের ছেলে প্রসেন, ক্ষেমমূর্তি, ম্লেচ্ছরাজ সাম্ব ও ভূরিকে নিহত করেন। ১৪ দিনের দিন অর্জুন জয়দ্রথ বধ করতে গেলে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করার জন্য সাত্যকিকে বলে যান। জয়দ্রথ বধের পর কৃষ্ণ শঙ্খ বাজালে যুধিষ্ঠির অর্জুনের বিপদ হয়েছে মনে করে সাত্যকিকে অর্জুনের জন্য পাঠিয়ে দেন। সাত্যকি দ্রোণের সারথি, রাজা জলসন্ধ ও সুদর্শনকে নিহত করে কৌরবব্যূহ মধ্যে ঢুকে বহু সৈন্ত নষ্ট করে অর্জুনের দিকে এগিয়ে যান। সাত্যকির দেরি দেখে যুধিষ্ঠির ভীমকে পাঠান। ভীম ব্যূহ ভেদ করলেও কর্ণের কাছে হেরে যান। অর্জুন তখন কর্ণকে আক্রমণ করলে ভীম সাত্যকির রথে উঠে অর্জুনের দিকে এগিয়ে যান। ভূরিশ্রবা তখন সাত্যকিকে কাটতে যান কিন্তু অর্জুন দেখতে পেয়ে দূর থেকে ভূরিশ্রবার হাত কেটে দেন। অর্জুনের এই অন্যায় যুদ্ধের প্রতিবাদে ভূরিশ্রবা সেইখানেই প্রায়োপ-বেশনে বসেন। ইতি মধ্যে সাত্যকি সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করে ভূরিশ্রবাকে হত্যা করেন। ১৫ দিনের দিন ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের মাথা কেটে এনে আস্ফালন করতে থাকলে সাত্যকি গুরু হত্যার জন্য তিরস্কার করেন ফলে উভয়ে উভয়কে হত্যা করতে যান; ভীম ও সহদেব দু জনকে থামান। ১৬ দিনের দিন বিন্দ ও অনুবিন্দকে নিহত করেন; অশ্বত্থামার হাতে এক বার অজ্ঞান হয়ে যান। সঞ্জয়কে ধরে ফেলে হত্যা করতে গিয়েছিলেন কিন্তু ব্যাসের কথায় ছেড়ে দেন। অভিমন্যুর শ্রাদ্ধ করেছিলেন। যুদ্ধের পর কৃষ্ণের সঙ্গে দ্বারকাতে ফিরে যান। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধে এসেছিলেন। রৈবতক পাহাড়ে উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। যদুবংশ ধ্বংসের সময় সুরাপানে উন্মত্ত অবস্থাতে সুপ্ত পাণ্ডব পক্ষীয়দের হত্যার জন্য কৃতবর্মাকে নিহত করেন এবং অন্যান্য যাদবদেরও নিহত করতে থাকেন। কৃষ্ণ ও প্রদ্যুম্ন থামাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ভোজ ও অন্ধকরা সাত্যকিকে ঘিরে ধরে ভোজন পাত্র দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেন। সাত্যকির ছেলে যুযুধানকে অর্জুন সরস্বতীর তীরে একটি দেশে বাস করে দিয়েছিলেন।

কৃষ্ণের সঙ্গে প্রায় সমস্ত যুদ্ধে সহচর ছিলেন। বাণাসুরের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধে সাত্যকি কুম্ভাণ্ডকে নিহত করেন। জরাসন্ধ মথুরা আক্রমণ করলে পশ্চিমদ্বারে

জরাসন্ধকে পরাজিত করেন।

সাধ্যগণ—ঋক্‌বেদে প্রথম মণ্ডলে ১৬৪ তম সূক্তের পঞ্চাশতম ঋকে সাধ্যগণকে ছন্দোভিমানী বলা হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণে এঁদের বাস দেবলোকের ওপরে। যাস্কের মতে এঁরা ভুবর্লোকবাসী। মনুতে এঁরা হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার সৃষ্ট সূক্ষ্ম দেবগণ। বিরাট-পুত্র সোমসদ্‌গণ এঁদের পিতৃগণ। হরিবংশ মতে দক্ষ ও অসিক্নীর মেয়ে সাধ্যার গর্ভে এঁদের জন্ম। সাধ্যা ধর্মের স্ত্রী। মনঃ মন্তা, প্রাণ, নর, আপন, বীর্যবান, বিনির্ভয়, নয়, দংশ, নারায়ণ, বৃষ ও প্রমুঞ্চ এই বার জন সাধ্য। অন্য মতে এঁরা তের জন। গরুড় অমৃত আনতে গেলে এঁরা বাধা দিয়েছিলেন।

সাধ্যা—দ্রঃ সাধ্যগণ।

সান্দীপনি—এক জন মুনি। ব্রহ্মের অংশ ও মহাযোগী। অপর নাম কাশ্য, অবন্তি-পুর বাসী। কৃষ্ণ বলরামের গুরু। মুনি এঁদের বেদ, চিত্রকলা, জ্যোতির্বিদ্যা, ধনুর্বেদ ও আয়ুর্বেদ এবং অশ্বহস্তী পালন শিক্ষা দেন। এর পর গুরু দক্ষিণা দিতে চাইলে মুনি তাঁর মৃত পুত্রকে ফিরে চান। প্রভাসতীর্থে স্নানের সময় শঙ্খাসুর পঞ্চজন (দ্রঃ) এই ছেলেকে ধরে নিবে গিয়েছিল। কৃষ্ণ অসুরকে নিহত করেন এবং বলরাম গুরু-পুত্রকে যমালয় থেকে ফিরিয়ে আনেন।

সাবর্ণিমনু—অষ্টম মনু। ছায়ার ছেলে। সংজ্ঞার সবর্ণা ছায়া ফলে নাম সাবর্ণি। ৭ মনু বৈবস্বত মনু; সংজ্ঞার ছেলে। অর্থাৎ ৭ম ও ৮-ম দু জনেই সূর্য পুত্র। সাবর্ণি মনুর শাসন কালে তিন দল দেবতা :-সুতপস্, অমিতাভ ও মুখ্য; প্রতি দলে ১২ জন করে দেবতা। সপ্তর্ষি :-দীপ্তিমান, গালব, রাম, কৃপ, অশ্বত্থামা (দ্রোণের ছেলে) ব্যাস (পরাশরের ছেলে) ও ঋষ্যশৃঙ্গ। ইন্দ্র বিরোচনের ছেলে বলি। সাবর্ণি মনুব ছেলে বিরজস্, উর্বরীবান্, নির্মোক ইত্যাদি।

সাবিত্রী—(১) বেদমাতা গায়ত্রী। গায়ত্রী মন্ত্রের দেবী। যা থেকে সমস্ত লোকের সৃষ্টি তিনি সবিতা; এই সবিতা যাঁর দেবতা তিনি সাবিত্রী। সাবিত্রী নিজে দু ভাগ হয়ে নারী ও পুরুষ হন। এই সাবিত্রীই সরস্বতী, গায়ত্রী ও ব্রহ্মাণী। (২) সূর্যের কন্যা; তপতীর বড়। এই সাবিত্রী ব্রহ্মাব স্ত্রী। বহু মতে সাবিত্রী গায়ত্রী ইত্যাদি বিভিন্ন স্ত্রী; আবার বহু মতে এঁরা এক জন। একটি মতে ব্রহ্মা পুষ্করে যজ্ঞ করছিলেন; সাবিত্রী নানা কাজে ব্যস্ত ছিলেন যজ্ঞস্থলে আসতে দেরি করছিলেন; ফলে ব্রহ্মা সেই সময় গায়ত্রীকে (দ্রঃ) বিয়ে করেন। এই বিয়ের সময় সাবিত্রী সেখানে এসে উপস্থিত হন এবং ক্রোধে ব্রহ্মাকে শাপ দেন কার্তিক মাস ছাড়া অন্য সময়ে কেউ আর ব্রহ্মাকে পূজা করবে না। ইন্দ্রকে শাপ দেন অসুরদের হাতে বন্দী হতে হবে; বিষ্ণুকে বলেন ভৃগুর শাপে মানুষ হয়ে জন্মাতে হবে, শিবকে শাপ দেন পুরুষত্বহীন লিঙ্গে পরিণত হতে হবে। অগ্নিকে সর্বভুক হবার এবং ব্রাহ্মণদের লোভে যজ্ঞ করবেন ও তীর্থে তীর্থে ঘুরবেন শাপ দেন। অভিশাপ দিয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন; সঙ্গে লক্ষ্মী, ইন্দ্রাণী ইত্যাদি দেবীরাও এগিয়ে যান। কিন্তু কিছু দূর গিয়ে এরা ফিরে আসতে চাইলে আবার রেগে গিয়ে লক্ষ্মীকে শাপ দেন দুষ্ট ও দুর্বৃত্তের সঙ্গী হবেন, ইন্দ্রাণীকে বলেন নহুষ স্বর্গে রাজা হলে নহুষের হাতে লাঞ্ছিত হবেন এবং অন্যান্য দেবীদের কারো কোন সন্তান হবে না বলে একাই ফিরে যান। গায়ত্রী এর পর

সেইখানে সকলকে এই সব শাপমুক্তির বর দেন। বলেন কার্তিক মাসে ব্রহ্মাকে যে পূজা করবে সে স্ত্রী পুত্র ও সম্পত্তি লাভ করবে এবং পরে ব্রহ্মার সঙ্গে মিলিত হবে; ইন্দ্রের ছেলে অসুরদের হাত থেকে ইন্দ্রকে মুক্ত করে দেবে; আবার রাজা হবে ইন্দ্র; বিষ্ণু স্ত্রীকে আবার উদ্ধার করতে পারবেন; শিবলিঙ্গ সর্বত্র পূজিত হবে। ব্রাহ্মণরা যে দান পাবেন সেটা তাঁদের প্রাপ্য বলে বিবেচিত হবে। লক্ষ্মীকে বর দেন সকলে তাঁকে পূজা করবেন এবং লক্ষ্মী কৃপা করলে তবেই সুখে থাকবে নতুবা চরম কষ্ট হবে। ইন্দ্রাণীকে বলেন নহুষের ঔদ্ধত্য অগস্ত্য শাসন করবেন এবং নহুষ অজগরে পরিণত হবেন। এবং দেবীদের কোন সন্তান না হলেও কোন দিন তাঁদের কোন কষ্ট হবে না। ত্রিপুর দহনের সময় সাবিত্রী শিবের রথে অশ্বের বল্গা হয়ে ছিলেন। (২) এই সাবিত্রী মদ্রদেশের রাজা অশ্বপতির যজ্ঞাগ্নি থেকে বার হয়ে রাজাকে বর দিয়েছিলেন। ফলে অশ্বপতির একটি মেয়ে হয় এবং এই জন্যই নাম রাখা হয় সাবিত্রী। অশ্বপতির স্ত্রী মালতী সন্তানহীন ছিলেন; ১৮ বছর সাবিত্রীর আরাধনা করে এই সন্তান হয়। সাবিত্রী অত্যন্ত সুন্দরী হয়ে ওঠেন কিন্তু উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যাচ্ছিল না। রাজা তখন মেয়েকে দেশ বিদেশে ঘুরে উপযুক্ত পাত্র নির্বাচন করতে বলেন। কয়েক জন বৃদ্ধ মন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সাবিত্রী মুনিদের আশ্রমে আসেন। সাল্ব দেশের বৃদ্ধ রাজা দ্যুমৎসেন অন্ধ হয়ে যান এবং শত্রুরা রাজ্য কেড়ে নেয়; দ্যুমৎ-সেন সপরিবারে বনে এসে বাস করতে থাকেন। এই দ্যুমৎসেনের ছেলে সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করে প্রাসাদে ফিরে এসে পিতাকে জানান। এই সময় নারদ আসেন; সত্যবানের সমস্ত গুণের কথা বলেন এবং জানান সত্যবানের আয়ু কিন্তু আর এক বছর বাকি আছে। সাবিত্রীও শোনেন, কিন্তু সাবিত্রী পতিব্রতা হিসাবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকেন এবং বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে বনে কুটিরে চলে আসেন।

সত্যবানের মৃত্যুর দিন ক্রমশ এগিয়ে আসছে সাবিত্রী হিসাব রাখেন। সাবিত্রী তার পর তিন দিন উপবাস করেন এবং চতুর্থ দিনে উপবাস ভঙ্গ করলেও কিছু খান না এবং কাউকে কিছু বলেন ও না। প্রতি দিনের মত সত্যবান এই দিনও কাঠ আনতে যান; সাবিত্রী শ্বশুরের অনুমতি নিয়ে সঙ্গে যান। সত্যবান আশ্চর্য হয়ে স্ত্রীকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করলেও বিফল হন। বনে সত্যবান কাঠ কাটতে থাকেন এবং কাঠ কাটতে কাটতে ক্লান্তি লাগে এবং সাবিত্রীর কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এর পর যম দূতরা এলেও পতিব্রতার কোল থেকে সত্য-বানকে নিয়ে যেতে পারেন না; যম নিজে এসে নিয়ে যেতে থাকেন। সাবিত্রী অনুগামী হন। যম বিব্রত হয়ে পড়েন, বুঝিয়ে লোভ দেখিয়ে নিবৃত্ত করতে চান এবং স্বামীর জীবন ছাড়া যে কোন বর চাইতে বলেন। সাবিত্রী তখন শ্বশুরের অন্ধতা দুর হবার বর চান। এর পর আবার যমকে অনুসরণ করতে থাকলে যম সত্যবানের জীবন ছাড়া অন্য বর দিতে চান। সাবিত্রী তখন শ্বশুরের হৃতরাজ্য উদ্ধার ও অশ্ব-পতির শত পুত্র হক বর চান। এর পরও সাবিত্রী যমের পেছু পেছু এগিয়ে যেতে থাকেন এবং যমকে বোঝাতে চান স্বামীর অনুগামিনী হবেন এইটাই ধর্ম। যম শেষ বারের মত চতুর্থ বর দিয়ে সাবিত্রীকে নিরস্ত করতে চান। সাবিত্রী তখন নিজের শত পুত্র হবে বর চান। যম চিন্তা না করেই তথাস্তু বলে বর দিয়ে বসেন এবং নিজের কথা

রাখবার জন্ম সত্যবানকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন এবং সন্তুষ্ট হয়ে বর দেন এরা ১০০।৪০০ বছর বাঁচবে। সাবিত্রী তার পর ফিরে আসেন; সত্যবানের মৃত দেহ জীবিত হয়ে ওঠে। এদিকে গভীর রাত্রি হয়ে গেছে; কোন মতে দু জনে কুটিরে ফিরে আসেন। কি ঘটেছিল সাবিত্রী সকলকে জানান। এরপর সাম্ব দেশ থেকে প্রজারা এসে দ্যুমৎসেনকে রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যান।

(৩) উমার সখী। (৪) দ্রঃ-দেবী। সমস্ত বিদ্যা ও জপ তপের জননী বা বিগ্রহমূর্তি।

সামবেদ—চতুর্বেদের একটি। এর মন্ত্রগুলি গান করা সম্ভব বা গেয়। ইংরাজিতে সাম। তিন জন ঋত্বিক সামগান করেন; এঁরা উদ্গাতা, প্রস্তোতা ও প্রতিহর্তা: উদ্গাতা যেটুকু গান করেন সেটুকু উদ্গীথ, অনুরূপ ভাবে বাকি দুই অংশ প্রস্তাব ও প্রতিহার। তিন জনের এক সঙ্গে গেয় অংশ নিধন। কয়েকটি সাম মন্ত্রের সমষ্টি স্তোত্র। সাম গানের গ্রন্থ সাম-যোনি মন্ত্র অবলম্বনে রচিত। গ্রামে গেয় গান, অরণ্যে গেয় গান, উহ গান এবং উহ্য গান বা রহস্য গান এতে রয়েছে। উহ ও উহ্য গানগুলি পরবর্তী কালের রচনা মনে হয়। গ্রন্থটি মনে হয় গানের সংকলন; সাহিত্যিক মূল্য বেশি নয়। কিন্তু ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে বা যজ্ঞতত্ত্বে এর অবদান অবশ্য স্বীকার করতেই হবে।

ঋক মন্ত্রে সুর দিয়ে গান করলে সাম মন্ত্রে পরিণত হয়। যজ্ঞের সময় বহু ঋক্ মন্ত্র গীত হত। এই গেয় ঋক্গুলি সাম। ঋক্বেদের নবম মণ্ডলের নাম সৌম। এই নবম মণ্ডল থেকেই সামবেদের অধিকাংশ গৃহীত।

সায়ণ—এক মতে মাধবাচার্যের ছোট ভাই। পিতার নাম ও সায়ণ (১৪-শতক) মা শ্রীমতী। দাক্ষিণাত্যে কর্ণাট রাজ্যে বিজয়নগরে রাজা বুক্ক-র কুলগুরু ও মন্ত্রী ছিলেন মাধবাচার্য। রাজা বুক্ক বেদের ব্যাখ্যার দায়িত্ব মাধবাচার্যকে দেন এবং মাধবাচার্য এই ভার সায়ণকে দেন। বহু মতে মাধব ও সায়ণ একই ব্যক্তি। সায়ণ মীমাংসা পন্থী এবং ছয় বেদাঙ্গ, পুরাণ ও মীমাংসা দর্শনের মাধ্যমে এই ব্যাখ্যা করে ছিলেন। ঋক্বেদ, অথর্ববেদ, তৈত্তিরীয় (সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক) অংশ, ঐতরেয় (ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক) অংশ, শতপথ ব্রাহ্মণ, তাণ্ড্যব্রাহ্মণ এবং সামবেদের ভাষ্য লেখেন।

সাম্ব—রুক্মিণী ইত্যাদির সন্তান হলে জাম্ববতীর/সাম্ববতীর মনে দুঃখ হয় এবং এক দিন কৃষ্ণকে অনুরোধ করেন প্রদ্যুম্নের মত যেন তাঁর একটি ছেলে হয়। কৃষ্ণ তখন পাহাড়ে গিয়ে উপমন্যুর উপদেশে শিবের আরাধনা করে ছমাস পরে বর পান। এই ছেলে সাম্ব। বলরামের প্রিয়। লক্ষ্মণার (দ্রঃ) স্বামী। প্রদ্যুম্নের সঙ্গে বজ্রনাভের (দ্রঃ) পুরীতে গিয়েছিলেন। সাম্বের সুমিত্র ইত্যাদি দশ ছেলে। যদুবংশ ধ্বংসের আগে একদিন কশ্যপ/বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদ দ্বারকাতে এলে যাদবরা সাম্বর পেটে একটি লোহার মুষল বেঁধে দিয়ে গর্ভিণী সাজিয়ে মুনিদের সামনে এনে বলেন এ বভ্রুর স্ত্রী এবং জানতে চান এঁর কি সন্তান হবে। মুনিরা সব বুঝতে পারেন এবং রাগে শাপ দেন সাম্ব ঐ মুষলই প্রসব করবেন এবং ঐ মুষল থেকে যদুবংশ ধ্বংস হবে। পর দিন সাম্ব মুষল প্রসব করেন। কৃষ্ণের উপদেশে এই মুষলটিকে পাথরে ঘসে ক্ষয় করে অবশিষ্ট অংশ

সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়। সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত অংশে পরে বাণের ফলা হয় এবং এই বাণে কৃষ্ণ নিহত হন। যেখানে মুষল ঘষা হয়েছিল সেখানে নল-ঘাস হয়েছিল। এই নলের আঘাতে যদুবংশ ধ্বংস হয়।

সাম্ব অত্যন্ত সুন্দর দেখতে ছিলেন এবং এমন কি কয়েকজন বিমাতার সঙ্গে প্রণয়াবদ্ধ হয়ে পড়েন। নারদের কাছে খবর পেয়ে কৃষ্ণ শাপ দেন সাম্বের কুষ্ঠ হবে এবং এই সব স্ত্রীদের শাপ দেন তাঁরা অপহৃত হবেন। নারদের উপদেশে সাম্ব তার পর চন্দ্রভাগা নদীর তীরে সূর্য আরাধনা করতে থাকেন এবং শকদ্বীপ থেকে ব্রাহ্মণ আনান পূজাপদ্ধতি দেখিয়ে দেবার জন্য। অর্জুনের কাছে ধনুর্বিদ্যা শিখেছিলেন; সুভদ্রার বিয়ের যৌতুক এনেছিলেন; যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে, অভিমন্যুর বিয়েতে ও অশ্বমেধ যজ্ঞে ছিলেন। শাম্বের মন্ত্রী ক্ষেমবৃদ্ধির সঙ্গে যুদ্ধে হেরে যান। বেগবান অসুরকে নিহত করেন। যদুবংশ ধ্বংস হবার সময় মারা যান; এবং বিশ্বদেবদের সঙ্গে মিশে যান।

সারণ—(১) দেবকীর ছেলে, কৃষ্ণের ভাই। সুভদ্রার বিয়ের যৌতুক এনেছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় ও অশ্বমেধে অংশ নিয়েছিলেন। সাম্বকে (দ্রঃ) মেয়েছেলে সাজানর কাজে এক পুরোধা। (২) রাবণের এক মন্ত্রী। রাম সসৈন্যে লঙ্কায় এলে শুক ও সারণ দুই মন্ত্রীকে রাবণ বানর সৈন্যের সংখ্যা ইত্যাদি জেনে আসার জন্য চর হিসাবে পাঠিয়েছিলেন। এরা ধরা পড়ে যান।

সারস্বত—(১) দধীচির ছেলে এক জন মুনি। অলম্বুষাকে দেখে দধীচির এক বার বীর্যপাত হয়। এই বীর্য সরস্বতী নদীতে এসে পড়ে এবং সরস্বতী গর্ভবতী হন; ছেলে হয় সারস্বত মুনি। দধীচি মারা যাবার পর এক বার ভীষণ জলাভাব হয়। সমস্ত ব্রাহ্মণরা/মুনিরা নানা দিকে ছড়িয়ে যান। এক মাত্র সারস্বত এখানে মাছ খেয়ে বেদ অধ্যয়ন করে কোন মতে কাটিয়ে দেন। বার বছর পরে জলাভাব কমলে সকলে আবার ফিরে আসেন: সকলেই তখন বেদ ভুলে গিয়েছিলেন ফলে সারস্বতের কাছে ৬৪ হাজার মুনি/ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়ন করেন। এঁর তৈত্তিরীয় সংহিতা অধ্যাপনা পদ্ধতির নাম সারস্বত পাঠ। এটি শল্যপর্ব কাহিনী। অপর কাহিনী:—

(২) দুর্বাসার শাপে সরস্বতী নদী এক বার আত্রেয় বংশে এক ব্রাহ্মণের ঘরে একটি মেয়ে হয়ে জন্মান। পরে এই ব্রাহ্মণের কাছে গর্ভবতী হয়ে সারস্বত নামে একটি ছেলের জন্ম দেন। সরস্বতী নিজেই একে বেদ পাঠ করান। পরে কুরুক্ষেত্রে এসে তপস্যা করতেন। এঁর তৈত্তিরীয় সংহিতা অধ্যাপনা পদ্ধতির নাম সারস্বত পাঠ।

সারসত, সপ্ত—কুরুক্ষেত্রে একটি তীর্থ। পুষ্কর দ্বীপে ব্রহ্মা একবার যজ্ঞ করছিলেন। যজ্ঞে সকলে আসেন, এক মাত্র সরস্বতী আসেন নি। ব্রহ্মা তখন সরস্বতীকে স্মরণ করলে সুপ্রভা রূপে সরস্বতী আসেন এবং এখানে সাত জন মুনিদের কাছে সরস্বতী সাত রকম দেখতে হন। ফলে স্থানটির নাম।

সারনাথ—ঋষিপত্তন। বা মৃগদাব বা শারঙ্গনাথ। বারাণসী থেকে ৬ মাইল দূরে বৌদ্ধতীর্থ। গৌতম এখানে সর্বপ্রথম উপদেশ দেন। হিউ-এন-ৎসাঙের মতে এই উপদেশ দেবার স্থানটিতে অশোক ৭০ ফু একটি স্তূপ নির্মাণ করান। দ্বাদশ শতক

পর্যন্ত এখানে আরো স্তূপ ও মন্দির নির্মিত হয়েছিল। মাটি খুঁড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক বহু কিছু জিনিস, অশোকের বিখ্যাত চতুঃসিংহ স্তম্ভ-শীর্ষ ও ধর্মচক্র পাওয়া গেছে। কিছু শিলা লেখ, বুদ্ধের আবাস স্থল (=মূল গন্ধকুটি বিহার) কিছু মন্দিরাদি, দ্বাদশ শতকে কলচুরি রাণী কুমারদেবী নির্মিত বিহার ইত্যাদির (অর্থাৎ খৃ-পূ ৫ শতক থেকে ১২ শতক পর্যন্ত) ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। গুপ্তযুগেরও বহু জিনিস পাওয়া গেছে। বর্তমান শতাব্দীতে এখানে মূলগন্ধকুটি বিহারটি আবার নির্মিত হয়েছে।

সারমেয়—দ্রঃ সরমা।

সারস—(১) গরুড়ের এক ছেলে। (২) যদুর এক ছেলে, বেণা নদীর তীরে ক্রৌঞ্চ-পুর নগরী নির্মাণ করেন।

সারিপুত্ত—উপতিষ্য বা উপতিস্স। বুদ্ধের প্রধান শিষ্য।• পিতা ব্রাহ্মণ, নাম বঙ্গন্ত, মা রূপসারী। মায়ের নাম অনুসারে সারিপুত্ত নামেই অধিক পরিচিত। পালি টীকাকারদের মতে উপতিস্স গ্রামের মুখ্য পরিবারের বড় ছেলে। সংযুক্ত নিকায় মতে নালগামকের অধিবাসী। অন্য মতে নালকের অধিবাসী। সারিপুত্ত ও মোগ্‌গল্লানের নাম অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। এঁরা দুজনে প্রথমে পরিব্রাজক সঞ্জয়ের শিষ্য ছিলেন। রাজগৃহে বুদ্ধ শিষ্য অসসজির কাছে ধম্ম তত্ত্ব শুনে মুগ্ধ হন এবং মোগ্‌গল্লানকে নিয়ে রাজগৃহে তথাগতের কাছে এসে দীক্ষা নেন। এঁদের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে বুদ্ধদেব এঁদের অগ্‌গ সেবক বলে ঘোষণা করেন। সারিপুত্তের প্রধান কাজ ছিল সংঘের ঐক্য ও নিয়ম শৃঙ্খলার দিকে লক্ষ্য রাখা। দীক্ষার ৭-ম দিনে মোগ্‌গল্লায়ন এবং আরো ৭ দিন পরে সারিপুত্ত অর্হৎ হন। বুদ্ধের পরি-নির্বাণের কয়েক মাস আগে সারিপুত্ত মারা যান।

সার্বভৌম—(১) চন্দ্রবংশে বিদুরথের ছেলে এবং জয়ৎসেনের পিতা (ভাগব)। (২) চন্দ্রবংশে অহংপাতি ও ভানুমতীর ছেলে; স্ত্রী কেকয় রাজ কন্যা সুনন্দা (মহা ১।৯০।১৫)। (৩) দিগ্‌নাগ বংশে একটি হস্তী। (৪) সাবর্ণি মন্বন্তরে সরস্বতীর ছেলে।

সালকটঙ্কটা—দ্রঃ শালকটঙ্কটা।

সাহেথমাহেথ—শ্রাবস্তী (দ্রঃ)।

সিংহল—এখানকার অধিবাসীরা নন্দিনীর দেহ থেকে জন্মেছেন। বড় কালো, চোখের প্রান্ত লাল এবং আভরণ বস্ত্র খচিত। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে এসেছিলেন। কুরুক্ষেত্রে কৌরব পক্ষে ছিলেন।

সিংহিকা—(১) দক্ষের মেয়ে। অন্য মতে কশ্যপ দিতির মেয়ে। বিপ্রচিত্তির স্ত্রী। ছেলে রাহু ও কেতু। সমুদ্র লঙ্ঘনের সময় হনুমানের পথ রোধ করেন এবং হনুমানের হাতে মারা যান। দ্রঃ সমুদ্রলঙ্ঘন।

সিদ্ধগণ—এক শ্রেণীর দেবতা যেন। কশ্যপ প্রধা সন্তান। গন্ধর্ব মত একটি শ্রেণী। পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যবর্তী আকাশে বাস করেন। সংখ্যায় ৮৮,০০০।

সিদ্ধপীঠ—যেখানে লক্ষ বলি, কোটি হোমও, কোটি জপ হয়েছে।

সিদ্ধাচার্য—সিদ্ধ বা সিদ্ধা অর্থাৎ যাঁরা সিদ্ধিলাভ করেছেন। তিব্বতী ও নাথ ঐতিহ্যে ৮৪ জন সিদ্ধাচার্যের কথা সমধিক প্রসিদ্ধ। এঁদের মধ্যে অনঙ্গবজ্র আনু ৭ম শতকের শেষ দিকে। বেশির ভাগই এঁরা বৌদ্ধ ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধক। নাথপন্থী ও

যোগপন্থী সিদ্ধাচার্যও ছিলেন। আদি সিদ্ধাচার্য লুই-পা, আনু ১০-১১ শতক। এই সিদ্ধাচার্যদের কেউ কেউ সহজ রূপকে কেউ বা প্রহেলিকা মাধ্যমে সন্ধ্যা ভাষায় কিছু রচনা রেখে গেছেন।

সিদ্ধান্ত—দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত শৈবসিদ্ধান্ত। এই মতবাদীদের নাম সিদ্ধান্তী। এঁদের মূল রচনাগুলি তামিল ভাষাতে; পরবর্তী কালে কিছু সংস্কৃতেও লেখা হয়। এঁদের মূল তত্ত্ব তিনটি: পশুপতি, পশু ও পাশ। পশুপতি হচ্ছেন ঈশ্বর/পরমতত্ত্ব এবং পাশবদ্ধ জীব হচ্ছে পশু। পাশমুক্ত হয়ে পশু পায় পশুপতিত্ব; অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করে। এই সাধনায় গুরুবরণ ও দীক্ষা খুব বড় জিনিস।

সিদ্ধার্থ—(১) এক জন রাজা: পূর্বজন্মে ছিলেন অসুর ক্রোধবশ। (২) দশরথের এক মন্ত্রী। (৩) বুদ্ধদেবের নাম।

সিদ্ধাশ্রম—সরযূর দক্ষিণ তীরে একটি আশ্রম। এইখানে অদিতি দ্বাদশী ব্রত করেছিলেন। এখানে বামন জন্মেছিলেন এবং বলিরাজের মাথায় এইখানে পা রেখেছিলেন। এবং এই স্থানেই বামন (দ্রঃ) বহু দিন ছিলেন এবং তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেন। এই জন্য নাম। বিশ্বামিত্র ও এখানে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। মারীচ, সুবাহু ইত্যাদি রাক্ষস এখানে এসে যজ্ঞে বাধা দিত। বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রদের এখানে আনলে রামচন্দ্র রাক্ষসদের পরাজিত করেন।

সিদ্ধি—(১) দক্ষের কন্যা; ধর্মের স্ত্রী। (২) এক জন দেবী; পাণ্ডুর স্ত্রী কুন্তী হয়ে জন্মান। (৩) বীর নামে অগ্নি ও স্ত্রী সম্পর্ক ছেলে।

সিনীবালী—অপর নাম দৃশ্যাদৃশ্যা। অঙ্গিরস ও স্মৃতির মেয়ে সিনীবালী, কুহু, রাকা ও অনুমতি। অন্যমতে অঙ্গিরস ও শ্রদ্ধার মেয়ে। শিবের কপালে অবস্থিত চন্দ্রকলা; ত্রিপুরের সঙ্গে যুদ্ধে মহাদেব এঁকে রথে অশ্বের খুর হিসাবে ব্যবহার করেন। অথর্ববেদে ইনি বিষ্ণুর স্ত্রী। বৃহস্পতি ও শুভার মেয়ে; বহু পুরাণে এঁর স্বামী কর্দম প্রজাপতি। কিন্তু স্বামীকে ত্যাগ করে চন্দ্রের সঙ্গে বাস করতে থাকেন।

সিন্ধু—উ-পশ্চিমে ভারতের অন্যতম প্রধান নদী। দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০০০ কি-মি। হিমালয়ের উত্তরে তিব্বতে কৈলাসগিরির কাছে সিন-কা-বাব (সিংহমুখ) জলধারা থেকে বার হয়ে উ পশ্চিমে লাদাকে গিরিমালার সমান্তরাল এগিয়ে গিয়ে পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে আরব সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। সুপ্রাচীন নদী; মৎস্যপুরাণে নাম দিব্যগন্ধা।

ভারতের প্রাকৃতিক পশ্চিম সীমা। পশ্চিম দিক থেকে যারাই এসেছিল তারা সকলেই হয় এর তীরে উপনিবেশ গড়ে ছিল নয় তো এখানে বাধা পেয়েছিল। এর তীরেই মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

আর্যেরা এসে সম্ভবত এই মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতাকে পরাজিত বা উৎখাত করে এখানে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। প্রকৃত কি ঘটেছিল বলা অবশ্য আজ সম্ভব নয়। তবে পরদেশ লোভী আর্যেরা এই সিন্ধুতীরে ও এর শাখাগুলির আশে পাশেই বসবাস স্থাপন করেছিল। ঋক্‌বেদে এই সব নদীর উল্লেখ দেখা যায়। ৫২২-৪৮৬ খৃ-পূর্বে আকিমিনীয় বংশের রাজা দরেইওস, গ্রীক রাজা আলেকজাণ্ডার (৩২৭ খৃ-পূ) বহ্লীক দেশের গ্রীক রাজারা, এবং শক, হুণ, কুষাণ সকলেই এরা এই সিন্ধু এলাকা দখল করেন। পারসিকরা স উচ্চারণ করতে পারতেন না ফলে সিন্ধু নদী হিন্দু নদী, ও

দেশবাসী হিন্দু বলে পরিচিত হয়। সিন্ধু দেশের পূর্ব দিকে সৌবীর দেশ। দুটি দেশের মধ্যে তখন নিকট সম্বন্ধ ছিল। প্রাচীন বহু গ্রন্থে সিন্ধু সৌবীর নামের উল্লেখ দেখা যায়।

পারস্য উপসাগরে বহ্‌রাইন দ্বীপে অনুরূপ সভ্যতার প্রমাণ পাওয়া গেছে। মনে হয় হরপ্পা সভ্যতাই পশ্চিম এসিয়া ও পূর্ব ইউরোপে ছড়িয়ে গিয়েছিল। সৌরাষ্ট্রের বিভিন্ন জেলায়, আহমেদাবাদ জেলার একটি বিস্তীর্ণ অংশে ঐ যুগের নগরীর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। পাঞ্জাবে আম্বালা থেকে ৯৬ কি-মি উত্তরে রূপার নামক স্থানেও হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে।

ঋক্‌বেদে বারবার এই নদীর নাম উল্লিখিত হয়েছে। পুরাণে দিব্যগঙ্গার একটি শাখা। ভগীরথের তপস্যাতে বিন্দু সরোবরে গঙ্গা আকাশ থেকে নেমে আসেন পূর্ব দিকে হ্লাদিনী, পাবনী ও নলিনী এবং পশ্চিমে সুচক্ষু, সীতা ও সিন্ধু মোট ছটি ধারা বার হয়ে যায়। সপ্তম ধারা ভগীরথের সঙ্গে এগিয়ে যায়। সংবরণ যুদ্ধে হেরে গিয়ে এই সিন্ধু তীরে এসে বাস করতেন। মার্কণ্ডেয় শিশু-মুকুন্দের উদরের মধ্যে এই সিন্ধু নদী দেখেছিলেন। এই নদী থেকে অগ্নির উৎপত্তি মনে করা হয়। মেয়েদের কর্তব্য ইত্যাদি পার্বতী যখন আলোচনা করছিলেন তখন সিন্ধু ও সমস্ত নদীরা এই আলোচনা শুনতে আসেন। (২) জয়দ্রথ রাজার দেশ।

(৩) বৈশ্য বংশে অন্ধ মুনি ও শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভে জন্ম। সরযূ তীরে এঁরা বাস করতেন। এই সিন্ধুকে দশরথ (দ্রঃ) শব্দভেদী বাণ মারেন। বালকের আর্তনাদে ছুটে এসে প্রকৃত ঘটনা জানতে পেরে সিন্ধুর অনুরোধে আশ্রমে খবর দিয়ে পিতামাতাকে পুত্রের কাছে নিয়ে আসেন। সিন্ধু মারা যান। ব্যাকুল হয়ে এঁরা শোক করতে থাকেন এবং পুত্রের তর্পণ করলে সিন্ধু দিব্য রূপ ধারণ করে ইন্দ্রের সঙ্গে স্বর্গে যান এবং পিতামাতাকে সঙ্গে আসতে বলেন। মুনি তখন রাজাকে শাপ দিয়ে দু জনে চিতায় দেহত্যাগ করেন। দ্রঃ অন্ধক।

সিন্ধু সভ্যতা—মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা (দ্রঃ) সভ্যতা। খৃ-পূ ৩ সহস্রকের। ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতম নিদর্শন। অনেকের মতে এটি দ্রাবিড় সভ্যতা; আর্যদের আক্রমণে দ্রাবিড়রা ক্রমশ পিছিয়ে গিয়ে দক্ষিণ ভারতে আশ্রয় নেন। আবার কিছু মতে এটি আর্য সভ্যতা। অবশ্য আর্য বৈদিক সভ্যতার সঙ্গে হরপ্পা সভ্যতার কোন মিল এখনও পাওয়া যায় নি। দ্রঃ সিন্ধু।

সিন্ধু সৌবীর—ভারতে উত্তর পশ্চিমে একটি দেশ; এখানে লোকেরা ধর্ম হীন ছিলেন। দ্রঃ সিন্ধু।

সিরকাপ—দ্রঃ তক্ষশিলা। ভারতীয় গ্রীক রাজারা স্থাপন করেন। পরে পার্সীয় রাজারা এই নগরের চারদিকে পাথরের রক্ষাপ্রাচীর তুলে ছিলেন। বিস্তীর্ণ নগর ছিল; চওড়া রাস্তা; রাস্তার দুপাশে বাড়ি। কয়েকটি বাড়ির পর ছোট ছোট একটি গলি থাকত। গলিগুলি সমান্তরাল এবং বড বড় রাস্তাগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিল। নগরে কয়েকটি স্তূপ বা স্তূপযুক্ত শূর্পাকৃতি মন্দির ছিল। এখানে প্রাপ্ত জিনিসগুলিতে গ্রীক প্রভাব স্পষ্ট। উত্তরে পাহাড়ের ওপর একটি বড় স্তূপ ও বিহার ছিল; মনে হয় খৃ ৩-শতকে অশোকের ছেলে কুণালের স্মৃতি রক্ষার জন্য নির্মিত হয়েছিল। নগরের

উত্তর প্রবেশ দ্বারের সামনে নগরের বাইরে গ্রীক পদ্ধতিতে নির্মিত একটি মন্দির ছিল।

সিস্তান—শকস্তান। বর্তমানে ইরান ও আফগানিস্তান সীমান্তে অবস্থিত ৭-হাজার বর্গমাইল মত এলাকা। এলাকাটির ⅓ অংশ ইরানের এবং বাকি ⅔ অংশ আফগানিস্তানের অংশভুক্ত। প্রাচীন শকজাতির বাসস্থান বলে মনে হয়। শকেরা তিনটি বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল : (১) হখামনীষীয় সাম্রাজ্যের পূর্বপ্রান্তে (২) সমুদ্রের পরপারে ; এলাকাটি মনে হয় ইউরোপীয় রাসিয়ার স্তেপভূমি বা কৃষ্ণ সাগরের উত্তর অঞ্চলে ; (৩) ড্রাঙ্গিয়ানা প্রদেশে। ড্রাঙ্গিয়ানা অঞ্চলের ওপর দিয়ে হেলমন্দ নদী এগিয়ে গিয়ে হামুন হ্রদে পড়েছিল। এই হামুন হ্রদের উপকূলেই শকস্তান গড়ে উঠেছিল। মধ্যযুগে এর নাম ছিল সিজিস্তান বর্তমান নাম সিস্তান।

সীতা –মিথিলার রাজা জনক বা সীরধ্বজের পালিতা কন্যা। হল দিয়ে জমি কর্ষণের সময় মাটিতে হল প্রান্তে উঠেছিলেন বলে এই নাম সীতা। অনেকগুলি জন্ম কাহিনী আছে :-লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা বিষ্ণুর স্ত্রী। এক দিন গঙ্গা কামুক দৃষ্টিতে বিষ্ণুর দিকে তাকালে তিন সপত্নীতে কলহ সুরু হয়। সরস্বতী লক্ষ্মীকে শাপ দেন পৃথিবীতে তুলসী নামে জন্মাতে হবে। গঙ্গা ও সরস্বতী পরস্পরকে পৃথিবীতে নদী হয়ে জন্মাবার শাপ দেন। বিষ্ণু তখন লক্ষ্মীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন ধর্মধ্বজের মেয়ে হয়ে জন্মাবেন এবং তাঁর দেহ থেকে তুলসী গাছ জন্মাবে। ধর্মধ্বজ (দ্রঃ) ও কুশধ্বজকে এর পর লক্ষ্মী বর দেন তাঁদের সন্তান হয়ে জন্মাবেন এবং ধর্মধ্বজের স্ত্রী মাধবীর মেয়ে হয়ে জন্মান। কুশধ্বজের স্ত্রী মালাবতী এবং কুশধ্বজের মুখ থেকে একটি শিশুকন্যা জন্মায় নাম বেদবতী/দেববতী। অসুর শম্ভুকে (দ্রঃ) এই বেদবতী (দ্রঃ) ক্রোধ দৃষ্টিতে ভস্মীভূত করেন। তারপর বিষ্ণুকে (দ্রঃ) পাবার জন্য তপস্যা করতে থাকেন। রাবণ এক দিন এঁকে দেখতে পেয়ে বিয়ে করতে চান। কিন্তু বেদবতী রাবণকে অভিশাপ দেন বিষ্ণুর হাতে রাবণের মৃত্যু হবে এবং নিজে আগুনে দেহত্যাগ করেন। রাবণ এই দেহভস্ম সোনার কৌটা করে এনে রেখে দেন এবং প্রত্যহই এই ভস্ম এক বার দেখতেন। কিন্তু এই ভস্ম আনার পর থেকেই লঙ্কাতে নানা দুর্ঘটনা ঘটতে থাকে। এই সময়ে এক দিন নারদ আসেন এবং এই ভস্ম সরিয়ে ফেলতে বলেন, না হলে আরো ক্ষতি, এবং নষ্ট করে ফেললে চরম ক্ষতি হবে। ফলে রাবণ সোনার কৌটাটি সমুদ্রে ভাসিয়ে দেন। এটি ভাসতে ভাসতে ভারতের উপকূলে আসে এবং ডাকাতের হাতে পড়ে। এরা বাক্সটি না খুলে মিথিলাতে পালিয়ে এসে এক জায়গায় মাটিতে পুঁতে রাখে কিন্তু পরে আর খুঁজে পায় না। রাজা জনক এই স্থানে লাঙ্গল দিয়ে যজ্ঞের ব্যবস্থা করছিলেন এই সময় বাক্সটি পান। বাক্সের মধ্যে দেহাবশেষ একটি শিশুকন্যাতে পরিণত হয়েছে। আর এক কাহিনীতে রাজা পদ্মাক্ষ তপস্যা করতে থাকেন যাতে লক্ষ্মীকে মেয়ে রূপে পান। বিষ্ণু তখন রাজাকে একটি মহল্লিঙ্গ উপহার দেন ; এ থেকে একটি কন্যা জন্মায় ; নাম হয় পদ্মা। বড় হলে এর স্বয়ংবরের ব্যবস্থা হয়। ইতি মধ্যে রাক্ষসরা এসে স্বয়ংবর সভা নষ্ট করে পদ্মাক্ষকে নিহত করে। পদ্মা আগুনের মধ্যে আত্মগোপন করেন অসুররা খুঁজে পায় না ফিরে যায়। এর পর এক দিন রাবণ দেখতে পান এবং ধরতে যান। পদ্মা আবার আগুনে প্রবেশ করেন।

রাবণ তখন আগুনের মধ্যে খুঁজে দেখেন এবং পাঁচটি রত্ন পান এবং এগুলি একটি বাক্সে নিয়ে মন্দোদরীকে এনে দেন। মন্দোদরী এক দিন বাক্স খুলে দেখেন একটি শিশুকন্যা বসে রয়েছে। মন্দোদরী সব ঘটনা শুনেছিলেন ফলে মনে করেন এই মেয়ে নিশ্চয়ই কোন অশুভ ঘটাবে ফলে রাবণের ওপর চাপ দিতে থাকেন। রাবণ তখন শিশু সমেত বাক্সটিকে মিথিলাতে মাটিতে পুঁতে দিয়ে আসেন। মাটিতে পুঁতে দেবাঁর সময় এই শিশু ভবিষ্যদ্বাণী করে আবার লঙ্কায় আসবেন এবং রাবণকে সবংশে নিহত করবেন। এক দিন এক ব্রাহ্মণ লাঙ্গল দিতে গিয়ে বাক্সটি পেয়েছিলেন এবং জনককে এনে দেন। আর এক কাহিনীতে আছে রাবণ অত্যাচারী হয়ে মুনি ঋষিদের হত্যা করে বেড়াতে থাকেন। ধ্যানরত ঋষিদের তীর বিদ্ধ করতেন এবং তারপর তীরের ফলাতে ঋষির রক্ত এনে একটি পাত্রে জমা করতেন। গৃৎসমদ লক্ষ্মীর সমান একটি মেয়ে পাবার জন্য তপস্যা করছিলেন এবং দর্ভ ঘাসের প্রান্ত করে দুধ এনে একটি পাত্রে জমা রাখতেন। রাবণ এক দিন এই দুধের পাত্র চুরি করেন এবং এই দুধ ঋষিদের রক্তে মিশিয়ে মন্দোদরীকে দেন। স্বামীর এই জঘন্য স্বভাবে মন্দোদরী ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করবেন ঠিক করে এই রক্ত ও দুধ পান করেন। কিন্তু এটি পান করে গর্ভবতী হন এবং ভ্রূণটিকে কুরুক্ষেত্রে এসে পুঁতে রেখে দিয়ে যান। এই ভ্রূণকে সীতা রূপে জনক লাভ করেন। আর এক কাহিনীতে আছে রাবণ মন্দোদরীকে বিয়ে করতে চাইলে ময় বলেন জন্মপত্রিকা অনুসারে মন্দোদরীর প্রথম সন্তান থেকে বংশ ধ্বংস হবে। এই শিশু সীতা; জন্মালে রাবণ একে বাক্সে করে জনকের দেশে পুঁতে রেখে যান।

বালিকা অবিবাহিতা সীতা এক দিন উদ্যানে শুক ও সারীর প্রেমালাপ শুনছিলেন। এরা সীতাকে শুনিয়ে বলতে থাকে রাম নামে এক রাজা সীতাকে বিয়ে করবে; সীতা সুখী হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই শুনে কৌতূহলে পাখী দুটিকে ধরিয়ে এনে কে রাম কে সীতা ইত্যাদি শুনতে চান। এরা জানায় বাল্মীকি আশ্রমে যা শুনেছে তাই বলেছে। সীতা তখন এদের ধরে রেখে দিতে চান যত দিন না অন্তত রামের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। পাখী দুটি ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। সীতা তখন পুরুষটিকে ছেড়ে দেন। অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী পাখীটিকে আটকে রাখেন। স্ত্রী পাখীটি তখন শাপ দেয় সীতা যেমন তাদের বিচ্ছেদ ঘটালেন তেমনি অন্তঃসত্ত্বা হলে সীতাকেও অনুরূপ বিচ্ছেদ ভোগ করতে হবে। শাপ দিয়ে পাখীটি মারা যায়। পুরুষ পাখীটি তখন সঙ্কল্প করেন সীতার নামে অপবাদ রটিয়ে বিচ্ছেদ ঘটাবে এবং ক্রোধে গঙ্গার জলে প্রাণত্যাগ করে পরজন্মে ক্রোধন নামে রজক হয়ে জন্মায়।

কুশধ্বজের তিন মেয়ে মাণ্ডবী, উর্মিলা ও শ্রুতকীর্তি; এরা এবং সীতা এক সঙ্গে পালিতা হন। এক দিন এঁরা উদ্যানে ফুল তুলতে চেষ্টা করেন কিন্তু নাগাল পান না। সীতা তখন শিবের ধনুকটি এনে তীর বিদ্ধ করে ফুল পাড়তে থাকেন। দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করার সময় মহাদেব এই ধনুক ব্যবহার করে জনৈক বিদেহ রাজকে ধনুকটি দিয়েছিলেন। উত্তরাধিকারে জনক এটি পেয়েছিলেন। জনক এই ফুল পাড়ার ঘটনাটি দেখে মনস্থির করেন এই ধনুকে যে গুণ দিতে পারবে তার সঙ্গে সীতার বিয়ে দেবেন জনকের এই সংকল্প শুনে বহু রাজা এসে বিফল হয়ে ফিরে যান। রামচন্দ্র (দ্রঃ) সফল

হন। শতানন্দের পৌরোহিত্যে সীতার বিয়ে হয়। বশিষ্ঠ বলেন মঘা হি অদ্য; তৃতীয়ে দিবসে ফল্গুন্যাম্ উত্তরে বৈবাহিকং কুরু (১।৭১।২৪)। রাম (দ্রঃ) বনে যাবেন ঠিক করলে সীতা স্বেচ্ছায় অনুগামিনী হন। বনবাসে যাবার সময়ের বর্ণনা দিয়ে সীতা রাবণকে বলেছেন উষিত্বা দ্বাদশ সমা ইক্ষ্বাকুণাং নিবেশনে ততঃ ত্রয়োদশে বর্ষে (৩।৪৭।৪) দশরথ রামের অভিষেকের ব্যবস্থা করেন এবং এই সময়ে রামচন্দ্র বয়সা পঞ্চবিংশকঃ এবং সীতার বয়স অষ্টাদশ হি বর্ষাণি (৩।৪৭।১১)। চিত্রকূট ত্যাগ করার সময় অত্রির স্ত্রী অনসূয়া সীতাকে বহু অলঙ্কারাদি দিয়েছিলেন। দ্রঃ জয়ন্ত। বনে হরপার্বতী এক বার রাম সীতাকে পরীক্ষা করতে এসেছিলেন। দণ্ডক বনে বিরাধ সীতাকে হরণ (রামা ৩।২।১০) করেছিল প্রায়। রাম লক্ষ্মণ বিরাধকে নিহত করেন।

ব্রহ্মবৈবর্তে আছে সীতা হরণের সাত দিন আগে অগ্নি ব্রাহ্মণের বেশে এসে আগামী সব ঘটনা জানিয়ে সীতাকে নিয়ে যান এবং একটি মায়া সীতা রেখে যান। রাবণ এই মায়া সীতাকে চুরি করেন। লঙ্কাতে অগ্নি পরীক্ষার সময় প্রকৃত সীতাকে অগ্নি ফিরিয়ে দেন। একটি মতে মায়া সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করে মিলিয়ে গিয়েছিলেন। আর এক মতে এই মায়া সীতা পুষ্করে গিয়ে তিন লক্ষ বছর তপস্যা করে দ্রুপদের যজ্ঞ থেকে দ্রৌপদী হিসাবে জন্ম নেন। লক্ষ্মণও এই ঘটনার কিছুই জানতেন না।

পঞ্চবটীতে খর দূষণের মৃত্যুর পর রাবণ আসেন, মারীচ (দ্রঃ) সোনার হরিণ সাজে। রাম (দ্রঃ) এই হরিণ ধরতে যান; লক্ষ্মণকে পাহারা রেখে যান। কিন্তু রামের গলার অনুকরণে মারীচ আর্তনাদ করে উঠলে সীতা ভীত হয়ে পড়েন এবং কটু কথায় লক্ষ্মণকে বাধ্য করেন রামের খোঁজে যেতে। ইতিমধ্যে ভিক্ষুক বেশে রাবণ এলে সীতা অতিথি সৎকার করতে যান কিন্তু রাবণ নিজের পরিচয় দিয়ে সীতাকে লঙ্কায় যাবার জন্য বলেন। সীতা ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করলে রাবণ গায়ের জোরে রথে তুলে নিয়ে যান। আকাশ পথে সীতা নিজের গা থেকে ফুল আভরণ ইত্যাদি ফেলতে ফেলতে যান এবং ঋষ্যমূক পাহাড়ে ৫-টি বানরকে দেখে এখানেও উত্তরীয় ও আভরণ ফেলে যান। রাবণ প্রথমে অন্তঃপুরে পরে অশোক বনে রাক্ষসীদের পাহারায় রাখেন। বলে ছিলেন এক বছরের মধ্যে বশ্যতা স্বীকার না করলে সীতাকে খেয়ে ফেলবেন। সীতাকে খুঁজতে হনুমান এসে সীতার কাছ থেকে অভিজ্ঞান নিয়ে ফিরে যান। রাবণের নির্দেশে রাক্ষসীরা সীতাকে নানা ভাবে ভয় দেখালেও ত্রিজটা ইত্যাদি রাক্ষসী সীতাকে বার বার আশ্বাস ও সাহস দিয়েছিলেন। রাবণ সীতাকে রামের মায়া মুণ্ড ও ধনুর্বাণ দেখিয়ে বশে আনতে চেষ্টা করেন কিন্তু রাবণ ফিরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এই সব অন্তর্হিত হয়ে যায় এবং সরমা প্রকৃত রহস্য জানিয়ে সান্ত্বনা দেন। যুদ্ধের পর হনুমান অশোকবনে থেকে সীতাকে আনতে গিয়ে প্রহরী রাক্ষসীদের হত্যা করতে যান কিন্তু সীতা তাঁদের ক্ষমা করেন। এর পর রামের সামনে এলে রাম প্রজাদের সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য অগ্নিপরীক্ষা দিতে বলেন। অগ্নি নিজে তখন সীতাকে নিষ্কলঙ্কা বলে ফিরিয়ে দেন।

রাম অযোধ্যায় ফিরে এসে রাজা হন। এর পর সীতা সহস্রমুখকে (দ্রঃ) হত্যা করেন। এর পর ভদ্র নামে এক হাস্যরসিকের কাছে রাম জানতে পারেন সীতার

চরিত্রে বহু প্রজা সন্দেহ করে। অন্য মতে রাম এক রজকের কথোপকথন শুনতে পান ইত্যাদি। ফলে প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্য গর্ভবতী সীতাকে লক্ষ্মণের সঙ্গে তমসার তীরে বাল্মীকি আশ্রমে পাঠিয়ে দেন। কথা-সরিৎ-সাগরে আছে অন্যান্য মুনিরা সীতার চরিত্র সম্বন্ধে আবার অভিযোগ তোলেন। বাল্মীকি সকলকে জানান তিনি নিশ্চিন্ত জানেন সীতা অপাপবিদ্ধা। শেষ অবধি সীতা টিট্টিভ সরোবরে (দ্রঃ) পরীক্ষা দিয়ে মুনিদের শান্ত করেন। আশ্রমে সীতার যমজ পুত্র লব কুশ (দ্রঃ) জন্মায় পরে এই লব কুশের মুখে রামায়ণ গান শুনে রামচন্দ্র এঁদের চিনতে পারেন। সীতাকে তখন রাম ফিরে পাবার চেষ্টা করেন এবং লোকরঞ্জনের জন্য সভাতে আবার পরীক্ষা দিতে বলেন। সীতা ক্ষোভে অভিমানে রাজসভায় উচ্চকণ্ঠে প্রার্থনা করেন মনেও যদি তিনি অন্য কার কথা কোন্ দিন চিন্তা না করে থাকেন তাহলে মাধবী দেবী যেন তাকে 'আশ্রয়' দেন। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী বিদীর্ণ হয়ে গিয়ে এক সিংহাসনে/রথে বসুমতী উঠে এসে সীতাকে নিয়ে পাতালে অদৃশ্য হয়ে যান। (২) গঙ্গার একটি শাখা নদী।

সীতা অন্বেষণ—অঙ্গদের নেতৃত্বে হনুমান ইত্যাদি একত্রে দক্ষিণ দিকে খুঁজতে যান। স্বয়ংপ্রভার (দ্রঃ) কাছ থেকে দলটি আরো দক্ষিণে মহেন্দ্রগিরির দক্ষিণ পৃষ্ঠে এসে উপস্থিত হন এবং সীতার কোন্ হদিস না পেয়ে এখানে প্রায়োপবেশনে মৃত্যু বরণ করবেন ঠিক করেছিলেন। কারণ অকৃতকার্য হয়ে ফিরে গেলে সুগ্রীবের হাতে নিগৃহীত হতে হবে। এমন সময় এখানে সম্পাতির কাছে সীতা ও রাবণের সন্ধান পান। হনুমান (দ্রঃ) সমুদ্র লঙ্ঘন (দ্রঃ) করে লঙ্কায় এসে সীতার দেখা পান; রামের আংটি দেখান এবং সীতার কাছ থেকে অভিজ্ঞান হিসাবে চূড়ামণি নিয়ে ফিরে আসেন।

সীর—যুদ্ধে ব্যবহৃত লাঙ্গলাস্ত্র। অস্ত্রের দুই স্থান বাঁকা ও শিখশূন্য। এর মুষলাংশ ও মুখ লৌহবদ্ধ; সাড়ে তিন হাত মত লম্বা। কাজ আকর্ষণ ও নিপাতন।

সীরধ্বজ—জনকের (দ্রঃ) বংশে হ্রস্বরোমন্ নামে এক রাজা ছিলেন; এর দুই ছেলে (সীরধ্বজ সীতার পিতা) এবং কুশধ্বজ।

সুকন্যা—(১) বৈবস্বত মনুর ছেলে রাজা শর্যাতির চার হাজার সুন্দরী স্ত্রী ছিল। বহু দিন নিঃসন্তান থাকার পর মেয়ে হয় সুকন্যা; চ্যবনের সঙ্গে বিয়ে হয়। (২) মাতরিশ্বার স্ত্রী।

সুকৃষ—এক জন মুনি। ইন্দ্র একবার এঁকে পরীক্ষা করার জন্য পাখীর বেশে আসেন। মুনি তখন নিজের ছেলেদের ডেকে তাঁদের দেহ থেকে মাংস কেটে পাখীটিকে খেতে দিতে বলেন। এরা কেউ রাজি হয় না। মুনি তখন এদের শাপ দেন এবং এঁরা গরুড়ের বংশে দ্রোণপুত্র, পিঙ্গাক্ষ, বিরোধ, সুপুত্র ও সুমুখ নামে জন্মান এবং এঁদের কাতরতায় করুণা হয়; বলেন পাখী হলেও জ্ঞান তাঁদের অক্ষুন্ন থাকবে। মুনি তারপর নিজের মাংস ইন্দ্রকে দিতে চান এবং ইন্দ্র তখন বর দিয়ে যান।

সুকুমার—(১) জনৈক পুলিন্দ রাজা; রাজধানীরও ঐ নাম। সুমিত্র/সুচিত্রের পুত্র। ভীম ও সহদেব দুজনে দ্বিগ্বিজয়ে বার হয়ে দুবার এঁকে পরাজিত করেন। যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষে ছিলেন। (২) পুরু বংশে এক রাজা; পিতা বিভু। আনর্ত ও সুকুমার দুই

ভাই। সুকুমারের ছেলে সত্যকেতু। (৩) তক্ষক বংশে এক সাপ; সর্পযজ্ঞে নিহত।
সুকুমারী—সঞ্জয়ের মেয়ে; নারদের স্ত্রী।
সুকেতু—(১) সূর্য বংশে নন্দিবর্দ্ধনের ছেলে; দেবরাটের পিতা। (২) ভরতের ছেলে সুহোত্র, সুগোতা, সুকেতু, গয় ও গর্ত। (৩) এক জন রাজা; ছেলের নাম সুনামা; দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে দু জনেই ছিলেন। (৪) শিশুপালের এক ছেলে; দ্রোণের হাতে মৃত্যু। (৫) পাণ্ডব পক্ষে এক যোদ্ধা; চিত্রকেতুর ছেলে; কৃপের হাতে মৃত্যু। (৬) এক যক্ষ/গন্ধর্ব রাজ সুরক্ষকের ছেলে। ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে সহস্র হস্তীর সমান বল একটি মেয়ে হয় তাড়কা। রামের হাতে তাড়কা নিহত হন।
সুকেশ—বিদ্যুৎকেশের স্ত্রী শালকটঙ্কটা; সন্ধ্যার মেয়ে; ছেলে হয় সুকেশ। একজন রাক্ষস। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে সুখে বিহার করার জন্য শিশুকে মন্দার পর্বতে ত্যাগ করে চলে যান। হরপার্বতী আকাশ পথে যেতে যেতে শিশুর কান্না শুনে নিয়ে গিযে পালন করেন। অন্য মতে শিব আশীর্বাদ করেন ফলে সুকেশ সঙ্গে সঙ্গে বয়ঃপ্রাপ্ত হন, অমর হন এবং একটি ভ্রাম্যমান নগরী পান। পার্বতী বর দেন রাক্ষসীরা গর্ভ ধারণ করেই প্রসব করবেন এবং সন্তান জন্মেই মায়ের সমান বয়ঃপ্রাপ্ত হবে। গন্ধর্ব গ্রামণী/মণিময়ের মেয়ে (রামা ৭।৫।১) দেববতী, রাক্ষস সুকেশের স্ত্রী; ছেলে মালী, সুমালী ও মাল্যবান। সুকেশ শিবের আরাধনা করেন এবং ধার্মিক হন। এক বার মগধে এসে মুনিদের কাছে জানতে চান ইহলোকে ও পরলোকে সমৃদ্ধি লাভের উপায় কি। এঁরা উপদেশ দিলে নিজের নগরীতে ফিরে গিয়ে সমস্ত রাক্ষসদের এই উপদেশ দেন; সকলে এই ভাবে ধর্মাচরণ করতে থাকেন। রাক্ষসদের পুণ্যে এই নগরী সূর্যের সমান ভাস্বর হয়ে ওঠে। সূর্যের সম্মান এতে ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে এবং সূর্য তখন ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাকালে এই নগরী হতপুণ্য হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। এই অবস্থায় সুকেশ কাঁদতে থাকেন। মহাদেব শুনতে পান এবং সব বুঝতে পারেন এবং সূর্যের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে এক বার চেয়ে দেখেন। ফলে সূর্য স্থান ভ্রষ্ট হয়ে বারাণসীতে এসে পতিত হন; এখানে জলে ডুব দিয়ে নিজের তেজ কিছুটা স্তিমিত করে আনেন। ব্রহ্মা তার পর শিবের কাছে গিয়ে একটা মিটমাট করেন; শিব সূর্যকে হাতে করে তুলে নেন, নাম দেন লোল, এবং রথে চাপিয়ে স্বস্থানে স্থাপন করেন। ব্রহ্মাও সুকেশের পুরীকে স্বস্থানে স্থাপন করে দেন। দ্রঃ মালী।
সুকেশী—(১) গান্ধার কন্যা, কৃষ্ণের স্ত্রী। (২) মগধরাজ কেতুবীর্যের কন্যা; মরুত্তের স্ত্রী। (৩) এক জন অপ্সরা।
সুগন্ধা—এক জন অপ্সরা।
সুগন্ধী—বসুদেবের স্ত্রী; ছেলে পুণ্ড্র।
সুগোপ্তা—এক জন বিশ্বদেব।
সুগ্রীব—বালীর (দ্রঃ) ভাই। দ্রঃ অরুণ। সূর্যের ঔরসে জন্ম। সূর্য বর দিয়ে ছিলেন হনুমান সব কাজে এঁর সহায় হবেন। অহল্যার (দ্রঃ) কাছে পালিত। কিষ্কিন্ধ্যায় বালী রাজা হলে সুগ্রীব বালীর সঙ্গেই থাকতেন। দুন্দুভির (দ্রঃ) সঙ্গে বালী লড়াই করতে গেলে সুগ্রীবও সঙ্গে যান এবং তারপর বালী সুগ্রীবকে শাস্তি দেবার জন্য ছুটে আসেন। সুগ্রীব সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ান কোথাও আশ্রয় পান না। এই ঘুরে

বেড়াতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেই অভিজ্ঞতা থেকেই সুগ্রীব বানরদের নির্দেশ দিয়েছিলেন কোথায় কোথায় সীতাকে খুঁজতে হবে। শেষ অবধি সুগ্রীব ঋষ্যমূক পাহাড়ে এসে আশ্রয় নেন। সঙ্গে সহচর ছিলেন মৈন্দ, দ্বিবিদ, হনুমান ও জাম্ববান; মতান্তরে নল নীল হনুমান ও তার (রাম ৪।১৩।৪) সীতার অন্বেষণে রামলক্ষ্মণ এই পাহাড়ে এলে বন্ধুত্বা হয়। এখানে কথা হয় বালীকে নিহত করে রাম সুগ্রীবকে রাজা করে দেবেন এবং সুগ্রীব সীতা উদ্ধারের জন্য সর্বতো ভাবে সাহায্য করবেন। এই ব্যবস্থা মত সুগ্রীব রাজ্য এবং নিজের স্ত্রী রুমাকে ফিরে পান এবং তারাকে বিয়ে করেন। সুগ্রীব তার পর বানর দল পাঠিয়ে সীতার খবর সংগ্রহ করে রামলক্ষ্মণকে নিয়ে সঙ্গে লঙ্কায় আসেন। লঙ্কায় যুদ্ধে একটা বড় অংশ নিয়েছিলেন; কুম্ভ, বিরূপাক্ষ, মহোদর ইত্যাদি রাক্ষসেরা এঁর হাতে মারা যান। রাম অযোধ্যাতে ফিরে এলে সঙ্গে সুগ্রীব ও আসেন এবং এখান থেকে কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে যান। রামের অভিষেকে ও অশ্বমেধ যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। অভিষেকের সময় রাম এঁকে মণিখিগ্রহা কাঞ্চনী হার উপহার দিয়েছিলেন (রাম৷ ৬।১৩১।৭৫)। সহস্র মুখ রাবণের (দ্রঃ) ছেলে চন্দ্রগুপ্ত সুগ্রীবের মেয়েকে চুরি করেছিলেন। রামের মৃত্যুর পর সুগ্রীব দেহত্যাগ করে সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করেন।

(২) এক জন অসুর; শুম্ভের মন্ত্রী। (৩) কৃষ্ণের ৫-টি অশ্বঃ-কামগ, বলাহক, মেঘপুষ্প, শৈব্য ও সুগ্রীব।

সুগ্রীবী—তাম্রার মেয়ে; অশ্ব, উষ্ট্র ইত্যাদির জননী।

সুঘোষ—নকুলের শঙ্খ।

সুচন্দ্র—(১) ইক্ষ্বাকু ও স্ত্রী অলম্বুষার ছেলে বিশালনীতি > হেমচন্দ্র > সুচন্দ্র। (২) সিংহিকার এক ছেলে। (৩) প্রধার ছেলে এক গন্ধর্ব।

সুচারু—(১) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে; অভিমন্যুকে আক্রমণ করেছিলেন। (২) রুক্মিণীর এক ছেলে।

সুচিত্র—(১) পুলিন্দ রাজ সুকুমারের পিতা। (২) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে; অভিমন্যুকে আক্রমণ করেছিলেন। (৩) পাণ্ডবপক্ষে এক যোদ্ধা: দ্রোণের হাতে নিহত। (৪) সর্পযজ্ঞে নিহত একটি সাপ।

সুজাত—(১) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে; ভীমের হাতে মৃত্যু। (২) পুলহ ও শ্বেতার এক ছেলে; এক জন বানর রাজা।

সুজাতা—(১) অন্য নাম সুমতি। মহর্ষি উদ্দালকের মেয়ে। শিষ্য কহোড়ের সঙ্গে বিয়ে হয়। ছেলে হয় অষ্টাবক্র। কহোড় বন্দী হলে উদ্দালক মেয়েকে বারণ করে দিয়েছিলেন শিশু এ সংবাদ যেন না পায়।

(২) বুদ্ধ শিষ্য। উরুবেলার নিকটে সেনানি গ্রামে ভূস্বামী সেনানির মেয়ে। অশ্বত্থবৃক্ষ-দেবতার কাছে ইনি মানসিক করেছিলেন। যে তাঁর পুত্রসন্তান হলে দেবতাকে তিনি পায়সান্ন দেবেন। নিরঞ্জনা নদীতে স্নান করে গৌতম বুদ্ধ বোধি বৃক্ষের নীচে এসে বসলে সুজাতা এঁকেই বৃক্ষ দেবতা মনে করে পায়সান্ন দেন। ৪৯ দিনের মধ্যে গৌতমের এই পায়সান্ন ছিল এক মাত্র খাদ্য। সুজাতার ছেলে যশ। যশ অর্হত্ব লাভ করলে যশের পিতা ছেলের সন্ধানে এসে বুদ্ধের শরণাপন্ন হন এবং

নিজের বাড়িতে বুদ্ধদেবকে নিয়ে যান। তথাগত বাড়িতে এলে সুজাতাও দীক্ষা গ্রহণ করেন। গৃহী সাধিকাদের মধ্যে সুজাতা হচ্ছেন প্রথম।

(৩) আর এক জন সুজাতা সাকেতবাসী সেট্‌ঠির মেয়ে; অঞ্জনবনে বুদ্ধের উপদেশ শুনে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন।

সুতনু—আহুক–উগ্রসেনের মেয়ে। কৃষ্ণ এঁর সঙ্গে অক্রূরের বিয়ে দেন।

সুতপস্—(১) ভরত বংশে রাজা হোমের ছেলে; বলের পিতা। (২) এক জন প্রজাপতি, স্ত্রী পৃশ্নি। ছেলে পৃশ্নিগর্ভ; বিষ্ণুর অবতার। (৩) বশিষ্ঠ ঊর্জার ছেলে; তৃতীয় মন্বন্তরে এই ছেলেগুলি সপ্তর্ষি। (৪) উপমন্যুর পিতা। (৫) ভৃগু বংশে এক মুনি। (৬) ভরদ্বাজ বংশে এক মুনি; একটি স্ত্রী পিতৃকন্যকা; ছেলে হয় কল্যাণ-মিত্র। অপর স্ত্রী অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন; সূর্য এসে সম্ভোগ করলে ছেলে হয় অশ্বিনীসুত। মুনি স্ত্রীকে অসতী বলে পরিত্যাগ করেন। কৃষ্ণ আবার মিটমাট করেন। (৭) এক জন মুনি; রাজকন্যা উৎপলবতীর কাছে সম্ভোগ প্রার্থনা করেন। রাজকন্যা অস্বীকৃতা হন এবং মুনি তখন শাপ দেন পশু হতে হবে। এর পর অনুনয় করলে মুনি আশীর্বাদ করে বলেন লোল নামে একটি ছেলে হবে, এবং তামস মন্বন্তরে ছেলেটি মনু হবে।

সুতল—পাতালের (দ্র°) একটি অংশ। এখানে বলি রাজা বাস করেন। ইন্দ্রের অমরাবতী থেকেও ঐশ্বর্যশালী। বলিকে প্রতারণা করার প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে বিষ্ণু এখানে বলির দরজায় দ্বারী হিসাবে অবস্থান করেন। রাবণ এক বার এখানে আক্রমণ করতে আসেন কিন্তু এই দ্বারী রূপ বামনের পদাঘাতে ছিটকে পড়ে ফিরে যান।

সুতসোম—ভীম দ্রৌপদীর ছেলে। বিশ্বদেবের অংশে জন্ম। সোমের বরে জন্ম বলে এই নাম। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছিলেন। দুর্যোধনের হাত থেকে শ্রুতকর্মাকে রক্ষা করেন। শকুনি, অশ্বত্থামা ইত্যাদির সঙ্গেও যুদ্ধ করেছিলেন। রাত্রিতে অশ্বত্থামার হাতে মৃত্যু হয়।

সুতীক্ষ্ন—(১) দণ্ডকারণ্যে মন্দাকিনীর কাছে এক জন ঋষি। পুণ্যবলে সর্বলোক জয় করেছিলেন। বনবাসের সময় রাম এঁর আশ্রমে এসে ছিলেন। ইন্দ্র এঁকে ইন্দ্রলোকে নিয়ে যেতে এসে ছিলেন কিন্তু রামচন্দ্রকে দেখবার আশায় ইন্দ্রকে ফিরিয়ে দিয়ে ছিলেন। রামচন্দ্রকে নিজের সমস্ত অর্জিত পুণ্য দিয়ে দিতে চান। রামচন্দ্র নিতে রাজি হন নি। এঁর আশ্রমে রামচন্দ্র আতিথ্য গ্রহণ করেন। একটি মতে ইনি অগস্ত্যের ভাই। (২) অগস্ত্যের ভাই ও শিষ্য; দুষ্পণ্য নামে এক দুষ্ট ব্যক্তির গায়ে গঙ্গা জল দিয়ে ধর্ম পথে ফিরিয়ে এনে ছিলেন।

সুদক্ষিণ—রাজা পৌণ্ড্রকের ছেলে। কৃষ্ণ পৌণ্ড্রকের মাথা ছিন্ন করে কাশীতে ফেলে দেন। সুদক্ষিণ খবর পেয়ে কাশীতে যান; মাথা দেখতে পান এবং প্রতিজ্ঞা করেন প্রতিশোধ নেবেন। কাশীতে শিবের আরাধনা করতে থাকেন। এবং শিবের উপদেশে মায়াতে একটি সুন্দরী রমণী/কৃত্যা সৃষ্টি করে একে পাঠান কৃষ্ণকে আক্রমণ করতে। কৃষ্ণ বুঝতে পারেন; দ্বারকা থেকে সুদর্শন চক্রে সুদক্ষিণ ও কৃত্যা দুজনকেই নিহত করেন। (২) কাম্বোজের (কাবুল) রাজা; দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে ছিলেন। কৌরব পক্ষে এক জন যোদ্ধা; দ্রোণের হাতে মৃত্যু।

সুদক্ষিণা—ইক্ষ্বাকু বংশে রাজা দিলীপের স্ত্রী। পুত্র কামনায় বশিষ্ঠের আশ্রমে গিয়ে কামধেনু সুরভি ও তার মেয়ে নন্দিনীর পরিচর্যা করে সুরভির কৃপায় ছেলে হয় রঘু।

সুদত্ত—অনাথ পিণ্ডদ। দ্রঃ বুদ্ধদেব।

সুদর্শন—(১) দ্রঃ-বজ্র। মহাদেবের আদেশে সব দেবতার তেজ নিয়ে বিশ্বকর্মা এই চক্র তৈরি করেন। মহাদেব পরে দৈত্য বিনাশের জন্য এই চক্র বিষ্ণুকে দান করেন। গোল চাকা মত। অন্য মতে সূর্যের (দ্রঃ) টুকরো অংশ থেকে বিশ্বকমা তৈরি করে দেন। আর এক মতে চক্রটি সমুদ্রে ডোবান ছিল অগ্নি এই অস্ত্র খাণ্ডবদাহনের সময় বরুণের কাছ থেকে এনে দিয়ে ছিলেন। বিষ্ণু ও কৃষ্ণের হাতে এই সুদর্শন ব্যবহার হয়েছে; অন্য কোন বৈষ্ণব অবতাবকে এই অস্ত্র ব্যবহার করতে দেখা যায়নি। সুদর্শন চক্র সূর্যের মত ভাস্বর ও অগ্নিময়। ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে যায় এবং লক্ষ্য যেখানেই থাকুক বা যেখানেই পালাক পেছু পেছু এগিয়ে আসে। অনেক সময় এর ধারে দেহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় আবার বহু সময় আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। কাজ সেরে চক্র আবার যথাস্থানে ফিরে এসেছে। ইচ্ছা মত ফিরিযে আনাও যেত। বজ্র ব্যর্থ হলেও সুদর্শন চক্র কোন দিন ব্যর্থ হযনি। অশ্বত্থামা সুদর্শন নিতে চেষ্টা কবেছিলেন। দ্রঃ অম্বরীষ।

(২) এক বিদ্যাধর।, কয়েক জন সুন্দরী মেযেকে নিযে কামমোহিত হযে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে অঙ্গিরস ও অন্যান্য কযেক জন মুনিব সঙ্গে দেখা হয়। সুদর্শন অঙ্গিরসকে দুর্ভাগা বলে উপহাস করেন। ফলে অঙ্গিরস সাপ হবার অভিশাপ দেন। কাতর হযে অনুনয় করলে বলেন দ্বাপবে কৃষ্ণ পদ দলিত করলে মুক্তি পাবে। যমুনা কূলে বাস করতেন। এবং এক দিন এখানে নন্দকে ধবে ফেলে গিলতে থাকেন। জ্বলন্ত কাঠ দিযে সকলে মারতে চেষ্টা করেও কিছু হয় না। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ এসে এবং পদ দলিত কবলে সুদর্শন মুক্তি পান।

(৩) অগ্নি ও সুদর্শনাব ছেলে। বাজা নীলের মেয়ে এই সুদর্শনা (দ্রঃ)। সুদর্শনের স্ত্রী ওঘোবানের (নৃগরাজেব পিতামহ) মেয়ে ওঘোবতী (মহা ১৩।২।৩৭)। সুদর্শন থাকতেন কুরুক্ষেত্রে; ওঘোবতীকে বলা ছিল অতিথি এলে যেন অতিথি সেবার কোন ত্রুটি না হয়; এমন কি নিজের দেহ দান কবেও যেন অতিথিকে সন্তুষ্ট কবেন। সুদর্শন মৃত্যুকে জয করতে চেষ্টা করছিলেন এবং মৃত্যুও সুযোগ খুঁজছিলেন। এক বার কাঠ কাটতে গেলে ধর্ম এক ব্রাহ্মণ বেশে অতিথি হন এবং ওঘোবতীকে ভোগ কবতে চান। স্বামীর নির্দেশ মত ওঘোবতী অতিথিকে নিয়ে কুটিরের মধ্যে আসেন। ইতি মধ্যে সুদর্শন ফিরে আসেন; সব জানতে পারেন এবং একটুও বিচলিত হন না। ধর্ম তখন সন্তুষ্ট হযে বর দেন ওঘোবতীব দেহেব অর্দ্ধেক নদী ওঘোবতীতে পরিণত হয় বাকি অর্দ্ধ অংশ সুদর্শনের শরীরে লীন হয়ে যায়। সুদর্শন এই ভাবে মৃত্যুকে জয় করেন।

(৪) ত্রেতা যুগে এক ব্রাহ্মণ। কোন ব্রত নিযম মানতেন না। সব কিছুকে উপহাস করতেন। মৃত্যুর পর নরকে যান। তার পর শূকর হযে জন্মান। এর পর কাক হয়ে জন্মান। কাক হয়ে দৈবাৎ এক দিন বিষ্ণুর পা ধোয়া জল খেযে মুক্তি পান।

(৫) মনু বংশে দীর্ঘবাহুর ছেলে। সব কিছু জয় করে সম্রাট হন ; বশিষ্ঠ এঁর পুরোহিত হন। অযোধ্যার রাজা। আদ্যাশক্তি দেবী এক বার এঁকে সাবধান করে দেন প্লাবন আসছে। স্ত্রী, বশিষ্ঠ ইত্যাদিকে নিয়ে হিমালয়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে বলেন। দশ বছর পরে জল কমলে সুদর্শন আবার অযোধ্যায় ফিরে আসেন। ভৈরব বংশে রাজা বিজয়ের হাতে নিহত হন।

(৬) এক জন রাজা, নগ্নজিতের হাতে বন্দী হন ; কৃষ্ণ নগ্নজিৎকে পরাজিত করে সুদর্শনকে মুক্ত করেন। (৭) কৌরব পক্ষে এক জন রাজা ; সাত্যকির হাতে মৃত্যু। (১০) কোসল রাজ ধ্রুবসন্ধি ও স্ত্রী মনোরমার ছেলে। (১১) ঋষভের ছেলে ভরত। ভরতের স্ত্রী বিশ্বরূপের মেয়ে পঞ্চজনীর ৫-টি ছেলে হয় সুমতি, রাষ্ট্রভৃৎ, সুদর্শন, আবরণ, ধূম্রকেতু। ভারতবর্ষকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করে, এঁদের ভরত রাজা করে দেন। (১২) লঙ্কা যুদ্ধে একটি হাতী ; মহোদর রাক্ষস এর পিঠে চড়ে যুদ্ধ করেন। (১৩) জম্বুদ্বীপে একটি গাছ।

সুদর্শনা—মাহিষ্মতীতে ইক্ষ্বাকু বংশে দুর্জয়ের ছেলে দুর্যোধন/নীল। দুর্যোধনের ঔরসে দেবনদী নর্মদার গর্ভে অত্যন্ত সুন্দরী একটি মেয়ে হয় সুদর্শনা। গৃহে অগ্নি রক্ষা করতেন। রূপে মুগ্ধ হয়ে অগ্নি এঁকে বিয়ে করতে চান। দুর্যোধন সন্তুষ্ট হয়ে বিয়ে দেন। দ্রঃ সুদর্শন।

সুদামা—এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ; অপর নাম কুচেল। সান্দীপনি মুনির পাঠশালাতে কৃষ্ণ-বলরামের সংপাঠী। গুরুপত্নী কৃষ্ণ সুদামকে এক দিন বনে কাঠ আনতে পাঠান। সারা রাত এরা বনে আটকে ছিলেন। বৃষ্টি ও অন্ধকারে পথ খুঁজে পান নি। পাঠ শেষ করে দুজনে এক সঙ্গে আশ্রম ত্যাগ করেন। সুদামা বিয়ের পর দারিদ্র্যের তাড়নায় এক দিন স্ত্রীর অনুরোধে দ্বারকায় কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং উপহার দেবার জন্য ভিক্ষা করে এক মুঠো চিঁড়ে নিয়ে আসেন। কৃষ্ণ সাদরে অভ্যর্থনা করেন ; কৃষ্ণকে এই উপহারও দেন। কৃষ্ণ চিঁড়া খাচ্ছিলেন এমন সময় রুক্মিনী এসে বাধা দেন। সুদামা ইচ্ছা থাকা সত্বেও নিজের দারিদ্র্যের কথা মুখে প্রকাশ করতে পারেন না। এর পর ম্লান মুখে ফিরে এসে দেখেন তাঁর জীর্ণ কুটির প্রাসাদে পরিণত হয়েছে। এই সুদামা দ্বাদশ গোপালের অন্যতম : (২) জনকের এক মন্ত্রী। (৩) জনৈক দশার্ণ রাজা, এঁর দুই জামাতা বিদর্ভ রাজ ভীম এবং চেদি রাজ বীরবাহু। (৪) উত্তর ভারতে কুলুতরাজ বৃহন্তের অনুরক্ত এক জন রাজা ; অর্জুন এঁকে পরাজিত করে রাজসূয় যজ্ঞের কর আদায় করেছিলেন (২।২৪।১০)। (৫) এক জন গোপাল ; রাধিকার শাপে ইনি পরে অসুর হয়ে জন্মান। দ্রঃ তুলসী, শঙ্খচূড়, রাধা। (৬) পাণ্ডব পক্ষে এক জন যোদ্ধা। (৭) কংসের এক জন প্রহরী ; কৃষ্ণ ও বলরামকে ভক্তি করে গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছিলেন। (৮) রামায়ণে একটি নদী।

সুদাস—(১) ঋক্‌বেদে এক আর্য রাজা। বিশ্বামিত্র এঁকে বিপদ থেকে রক্ষা করে ছিলেন। (২) সর্বকামের ছেলে ; অযোধ্যার রাজা, কল্মাষপাদের পিতা।

সুদেব—(১) বিদর্ভরাজের এক প্রিয় পাত্র, দময়ন্তীকে খুঁজতে গিয়েছিলেন। (২) অম্বরীষের এক জন সেনাপতি। বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে মারা যান ; ফলে স্বর্গে যান।

(৩) কাশীরাজ হর্যশ্বের ছেলে। সুদেব রাজা হলে বীতহব্যের ছেলেরা আক্রমন করে একে বন্দী করেন। দিবোদাস এর পর কাশীর রাজা হন। (৪) রাজা সুদেবের বন্ধু নল এক দিন মদ খেয়ে প্রমতি মুনির স্ত্রীকে গ্রহণ করতে যান। সুদেব পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্রমতি বার বার সুদেবকে সাহায্য চান স্ত্রীকে রক্ষা করার জন্ত। সুদেব তখন বলেন অপরকে রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের কাজ; তিনি এক জন বৈশ্য মাত্র। প্রমতি তখন সুদেবকে বৈশ্য হবার শাপ দেন। পরে অনুনয় করলে বলেন কোন ক্ষত্রিয় যদি সুদেবের মেয়েকে চুরি করেন তবেই তিনি আবার ক্ষত্রিয় হবেন। এই শাপের জন্তই সুদেবের মেয়ে সুপ্রভাকে নাভাগ চুরি করে বিয়ে করেন।

সুদেবা—(১) অঙ্গ দেশের রাজা 'অরিহ'-র মেয়ে; সুদেবার ছেলে রাজা ঋক্ষ। (২) দশার্হ বংশে রাজকন্তা; পুরু বংশে বৈকুণ্ঠের সঙ্গে বিয়ে হয়; ছেলে হয় অজমীঢ। (৩) মনুর ছেলে ইক্ষ্বাকুর স্ত্রী, কাশীরাজ দেবরাটের মেয়ে। ইক্ষ্বাকু ও সুদেবা বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর অংশে জন্মান। এক দিন রাজা রাণী গঙ্গা তীরে মৃগয়াতে যান। একটি শূকর তার স্ত্রী ও বাচ্চাদের নিয়ে সেখানে এসে পড়ে এবং রাজাকে আক্রমণ করবে ঠিক করে। শূকরী নিরস্ত করতে চাইলে শূকর বোঝায় সাহসী হয়ে যুদ্ধ করে মারা গেলে সে স্বর্গে যাবে। তখন শূকরের দলে সকলেই রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্ত প্রস্তুত হয়। রাজা এই সব কথা শুনে শূকরটিকে ধরতে যান কিন্তু ধরা সম্ভব হয় না। রাজার হাতে শূকর মারা গিয়ে শাপ মুক্ত রঙ্ক বিদ্যাধরে (দ্রঃ) পরিণত হয়ে স্বর্গে চলে যান। রাণী সুদেবা তখন কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করে রঙ্কের ও শূকরীর (দ্রঃ সুদেবা শূকরী) ইতিহাসও জানতে পারেন এবং তৎক্ষণাৎ নিজের এক বছরের পুণ্য ফল দিয়ে শূকরীকে ও শাপ মুক্ত করে দেন।

সুদেবা, শূকরী—কলিঙ্গে শ্রীপুরে ব্রাহ্মণ বসুদত্ত/বাসুদেবের মেয়ে, নাম সুদেবা বা বাসুদেবা। পিতার অত্যন্ত আদরে ক্রমশ প্রথম দিকে উদ্ধত হয়ে উঠতে থাকে। ইতি মধ্যে শিবশর্মা নামে এক পণ্ডিত ব্যক্তি এদের বাড়িতে এলে বসুদত্ত এর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেন। শিবশর্মা শ্বশুর বাড়িতেই বাস করতে থাকেন। সুদেবা ক্রমশ আরো উদ্ধত ও নষ্ট চরিত্র হয়ে ওঠেন। ফলে শিবশর্মা শেষ পর্যন্ত পালিয়ে যান। বসুদত্ত ও মেয়েকে ঘৃণা করতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত বাড়ি থেকে বার করে দেন। সুদেবা পথে পথে ঘুরতে থাকে এবং ভীষণ রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে এক দিন এক মস্ত বড় বাড়িতে এসে আশ্রয় চান। বাড়িটি সুদেবার পূর্বতন স্বামীর; শিবশর্মা মঙ্গলা নামে একটি মেয়েকে বিয়ে করে সুখে শান্তিতে এখানে দিন কাটাচ্ছেন। শিবশর্মা সুদেবাকে চিনতে পারেন; সাদরে আশ্রয় দেন। কিন্তু সুদেবা বিবেকের দংশনে ক্ষত বিক্ষত হয়ে কয়েক দিনের মধ্যে মারা যান। এর পর কিছু দিন নরকে কাটিয়ে শৃগাল, কুকুর ইত্যাদি জন্মের মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত শূকরী হয়ে জন্মান এবং রঙ্কবিদ্যাধরের (দ্রঃ) সঙ্গে বাস করতে থাকেন। ইক্ষ্বাকুর স্ত্রী সুদেবার (দ্রঃ) কৃপাতে মুক্তি পান।

সুদেষ্ণা—(১) মৎসরাজ বিরাটের স্ত্রী; কেকয় কন্তা; অপর নাম চিত্রা। অজ্ঞাতবাসের সময় দ্রৌপদী সৌরিন্ধ্রী বেশে এঁর কাছে থাকতেন। এঁর ভাই কীচক দ্রৌপদীকে পাবার জন্ত এঁর কাছেও সাহায্য চেয়ে ছিলেন এবং সুদেষ্ণা সম্মত ও

হয়েছিলেন। কীচক মারা গেলে দ্রৌপদী সুদেষ্ণাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। (২) বিরাটের ছেলে বলির স্ত্রী। সুদেষ্ণার গর্ভে দীর্ঘতমার (দ্রঃ) ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম জন্মান।

সুদ্যুম্ন—দ্রঃ-ইল। এই সুদ্যুম্নই লিখিতের দুটি হাত কেটে শাস্তি দিয়েছিলেন।

সুধন্বা—(১) মহর্ষি অঙ্গিরার অষ্টম ছেলে। কেশিনীর স্বয়ংবর সভায় প্রশ্ন ওঠে প্রহ্লাদের ছেলে বিরোচন ও সুধন্বার মধ্যে কে বড়; অসুর বড় না ব্রাহ্মণ বড়। বিচারের ভার দেওয়া হয় প্রহ্লাদের অন্য মতে কশ্যপের ওপর। পণ থাকে যে হারবে তাকে হত্যা করা হবে। সুধন্বা প্রহ্লাদকে সাবধান করে দেন সত্য কথা না বললে ইন্দ্রের বজ্রে মাথা চূর্ণ হয়ে যাবে। নিজের ছেলে বিরোচনের প্রাণ সংশয় জেনেও ব্রাহ্মণ সুধন্বাকে প্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠ বলেন। প্রহ্লাদ বলেন সুধন্বা, সুধন্বার মা ও অঙ্গিরস যথাক্রমে বিরোচন, বিরোচনের মা ও প্রহ্লাদ থেকে অনেক বড় এবং বিরোচনের প্রাণ ভিক্ষা চান। সুধন্বা রিরোচনকে মুক্তি দেন। অন্য মতে সুধন্বা বিরোচনকে আরো ১০০ বছর বেঁচে থাকার বর দেন। বিরোচন কেশিনীর সামনে সুধন্বাকে অর্ঘ্য দেন/বাম পা ধুয়ে দেন। কেশিনী তখন সুধন্বাকে বিয়ে করেন। শরশয্যায় ভীষ্মকে দেখে যান। ছেলে ঋভু, বিভ্ব ও বাজ। (২) সাঙ্কাশ্যার রাজা। জনকের কাছে হরধনু ও জানকীকে চান। জনক দিতে অস্বীকৃত হলে মিথিলা আক্রমণ করেন। অন্য মতে আগে মিথিলা অবরোধ করে চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। ফলে যুদ্ধ হয় এবং জনকের হাতে নিহত হন। কুশধ্বজকে জনক এর রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করে দেন। (৩) মান্ধাতা এক সুধন্বা নামে রাজাকে হারিয়ে দিয়েছিলেন। (৪) সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মা দিকপাল চারটি রক্ষী সৃষ্টি করেন; পূর্বে সুধন্বা, দক্ষিণে শঙ্খ পাদ, পশ্চিমে কেতুমান এবং উত্তরে হিরণ্য-রোমা। (৫) কৌরব পক্ষে এক জন বীর; অর্জুনের হাতে মৃত্যু। (৬) দ্রুপদের এক ছেলে। সুধন্বার ভাই বীরকেতু কুরুক্ষেত্রে মারা গেলে এরা অনেকগুলি ভাই মিলে দ্রোণকে আক্রমণ করেন; দ্রোণের হাতে সুধন্বা মারা যান।

সুধর্মা—(১) মাতলির স্ত্রী; গুণকেশীর মা। (২) বৃষ্ণি বংশে এক রাজকুমার; অর্জুনের কাছে ধনুর্বেদ শেখেন। (৩) দশার্ণরাজ; ভীমের বীরত্বে খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন (সভা)। (৪) কৌরব পক্ষে এক জন যোদ্ধা। (৫) মণিরত্ন শোভিত ইন্দ্রসভা বা স্বর্গের দেবসভা। যাদবদের ব্যবহারের জন্য কৃষ্ণ ইন্দ্রকে বলেন উগ্রসেনকে এই সভা দান করতে। কৃষ্ণের মৃত্যুর পর এই সভা আবার ইন্দ্রালয়ে ফিরে যায়।

সুনন্দা—(১) কেকয় রাজ কন্যা: কুরুবংশে রাজা সার্বভৌমের (দ্রঃ) স্ত্রী; ছেলে জয়ৎসেন। (২) কাশীরাজ সর্বসেনের মেয়ে। দুষ্মন্তের ছেলে ভরতের (দ্রঃ) স্ত্রী; ছেলে ভূমন্যু (মহা ১।৯০।১৪)। (৩) শিবি দেশে এক রাজ কন্যা; চন্দ্রবংশে প্রতীপের স্ত্রী; ছেলে দেবাপি, শন্তনু, ও বাহ্লীক। (মহা ১।৯০।৪৬) (৪) বীরবাহুর মেয়ে, চেদি রাজ সুবাহুর বোন; দময়ন্তী চেদি রাজ্যে এলে দময়ন্তীর সখী হন।

সুনাভ—(১) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে, ভীমের হাতে মৃত্যু। (২) বরুণের এক হাতী। (৩) বজ্রনাভের ভাই; সুনাভের মেয়ে চন্দ্রবতী ও গুণবতী। (৪) একটি দিব্য পর্বত।

সুনীতি—উত্তানপাদ রাজার স্ত্রী; ছেলে ধ্রুব।

সুনীথ—(১) শিশুপালের এক নাম। (২) এক জন রাজা; যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। (৩) বৃষ্ণি বংশে এক রাজা; কৃষ্ণের ছেলে প্রদ্যুম্নের কাছে ধনুর্বিদ্যা শেখেন।

সুনীথা—মৃত্যুর মানস কন্যা। অত্যন্ত সুন্দরী; অঙ্গের স্ত্রী; ছেলে বেণ।

সুনেত্র—(১) গরুড়ের এক ছেলে। (২) কুরুর নাতি ধৃতরাষ্ট্রের ছেলে:-কুণ্ডক, হস্তী, সুনেত্র, বিতর্ক, ক্রাথ, কুণ্ডিন, হবিঃশ্রবস্, ভূমন্যু, প্রতীপ, ধর্মনেত্র, অপরাজিত; অন্যমতে কুণ্ডিক, হস্তী বিতর্ক, ক্রাথ, কুণ্ডল হবিঃশ্রস্ ইন্দ্রাভ, সুমন্যু অপরাজিত (মহা ১।৮৯।৫১)।

সুন্দ—হিরণ্যকশিপু বংশে নিকুম্ভের (=ঝর্ঝ) দুই ছেলে সুন্দ ও উপসুন্দ (দ্রঃ)। তিলোত্তমার (দ্রঃ কুব্জা) কারণে দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয়। (২) জম্ভ দৈত্যের ছেলে। এর সঙ্গে যক্ষ সুকেতুর মেয়ে তাড়কার বিয়ে হয়। অগস্ত্য মুনির শাপে এই সুন্দ মারা যান।

সুপর্ণ—গরুড়ের (দ্রঃ) এক নাম। বজ্রের সম্মান রক্ষার জন্য একটি পালক ছিঁড়ে ফেলে দেন। এই সুন্দর পালক দেখে দেবতারা নাম দেন সুপর্ণ। (২) বিষ্ণুর এক নাম। (৩) কশ্যপ প্রধার ছেলে এক গন্ধর্ব। (৪) কশ্যপ ও মুনির ছেলে। (৫) এক অসুর; ময়ূরের ভাই। (৬) এক জন মুনি; বায়ুকে সাত্বতধর্ম শিক্ষা দেন।

সুপার্শ্ব—(১) অসুর কপট; পর জন্মে সুপার্শ্ব নামে এক ক্ষত্রিয় রাজা হয়ে জন্মান। (২) যযাতি বংশে দৃঢ়নেমির ছেলে, সুমতির পিতা। (৩) রাক্ষস প্রহস্তের ভাই। (৪) রাবণের এক অমাত্য। ইন্দ্রজিৎ মারা গেলে রাবণ সীতাকে হত্যা করতে যান; ইনি রাবণকে নিরস্ত করেন। (৫) সম্পাতির ছেলে; পিতাকে দেখা শোনা করতেন। এক দিন সম্পাতির জন্য খাবার খুঁজছিলেন এমন সময়ে রথে রাবণ ও সীতাকে দেখতে পেয়ে রথ সমেত গিলে ফেলতে যান। কিন্তু রাবণের অনুরোধে ছেড়ে দেন (রাম ৪। ৯।১৭)। পরে গগনচারী সিদ্ধদের কাছে জানতে পারেন এঁরা রাবণ ও সীতা। সীতাকে উদ্ধার না করার জন্য সম্পাতি ছেলেকে তিরস্কার করেছিলেন।

সুপার্শ্বক—বসুদেব রোহিণীর ছেলে।

সুপ্রজা—ভানু নামে অগ্নির স্ত্রী সুপ্রজা ও বৃহদ্ভাসা। দুজনের ৬-টি করে মোট ১২-টি ছেলে হয়।

সুপ্রতীক—(১) জনৈক রাজা। (২) বিভাবসুর ছোট ভাই; দ্রঃ গজকচ্ছপ, গরুড়। (৩) একটি দিক্‌হস্তী। (৪) ভগদত্তের হাতী; অর্জুনের হাতে নিহত। (৫) এক জন যক্ষ।

সুপ্রভা—(১) কৃষ্ণের এক স্ত্রী। (২) পুষ্কর তীর্থে সরস্বতীর নাম। (৩) বদান্য মহর্ষির মেয়ে, অষ্টাবক্রের স্ত্রী। (৪) দক্ষের মেয়ে জয়া ও সুপ্রভা; এদের সন্তান তীর ও অস্ত্রশস্ত্র। (৫) রাজা সুরথের মেয়ে, নাভাগের স্ত্রী; অগস্ত্যের শাপে বৈশ্য হয়ে জন্মান। (৬) কশ্যপ স্বর্ভানুর মেয়ে; এক অসুরের স্ত্রী।

সুপ্রিয়া—এক জন অপ্সরা।

সুবন্ধু—খৃ ৬-৭ শতক মনে হয়। হয়তো বাণের সমসাময়িক। (২) ঋক্‌বেদে অসমাতি নামে রাজার পুরোহিত। রাজা এঁকে তাড়িয়ে দিয়ে কিলাত ও আকুলি নামে দুজন পুরোহিত নিয়োগ করেন। কিছু পরে রাজার নির্দেশে এঁরা সুবন্ধুকে হত্যা করেন।

কিন্তু সুবন্ধুর তিন ভাই বেদ পাঠ করে এঁকে জীবিত করে তোলেন।

সুবর্চলা—(১) মহর্ষি দেবলের মেয়ে। শ্বেতকেতুর স্ত্রী। (২) সূর্যের স্ত্রী।

সুবর্চস্—(১) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে; ভীমের হাতে মৃত্যু। (২) সুকেতুর ছেলে; পিতাপুত্রে দুজনেই দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে এসেছিলেন। (৩) তপ নামে পাঞ্চজন্য অগ্নির এক ছেলে। (৪) এক জন মুনি; দ্যুমৎসেন এঁর আশ্রমে থাকতেন। সাবিত্রী সত্যবান বনে চলে গেলে ইনি দ্যুমৎসেনকে আশ্বাস দিয়েছিলেন। (৫) গরুড়ের এক ছেলে। (৬) কৌরব পক্ষে এক যোদ্ধা; অভিমন্যুর হাতে মৃত্যু। (৭) হিমবান কার্তিককে সুবর্চস ও অতিবর্চস দুজন অনুচর দিয়েছিলেন। (৮) খনীনেত্রের ছেলে: অপর নাম করন্ধম। দ্রঃ সুবর্চা।

সুবর্চা—ইক্ষ্বাকু বংশে খনীনেত্র রাজার ছেলে। খনীনেত্র প্রজাপীড়ক ছিলেন ফলে সুবর্চা রাজা হন। কালক্রমে সুবর্চা গরীব হয়ে পড়লে অন্যান্য রাজারা অত্যাচার করতে থাকেন। সুবর্চা তখন হাতে ফুঁ দিয়ে বা মুখে হাত দিয়ে শব্দ করে সৈন্য সৃষ্টি করে শত্রুদের তাড়িয়ে দেন। ফলে অপর নাম হয় করন্ধম (কর-বাজান)। ছেলে অবিক্ষিৎ।

সুবর্চা—দধীচির স্ত্রী। দেবতাদের বিশেষত ইন্দ্রকে ঘৃণা করতেন। দধীচি (দ্রঃ) দেহত্যাগ করলে ইন্দ্রকে অন্য মতে দেবতাদের শাপ দেন। তাদের কোন সন্তান হবে না। স্বামীর চিতায় সহমরণে যেতে চান কিন্তু দৈববাণী হয় গর্ভে সন্তান রয়েছে। সুবর্চা তখন নিজের পেট চিরে সন্তানকে বার করে দিয়ে স্বামীর চিতায় দেহত্যাগ করেন। এই সন্তান বিখ্যাত পিপ্পলাদ।

সুবর্ণচূড়া—গরুড়ের এক ছেলে।

সুবর্ণদ্বীপ—সুবর্ণভূমি। বর্তমানে ইন্দোচীন ও ইন্দোনেসিয়া। এগিয়ে যাওয়া হিন্দুদের যেন ধারণা ছিল ঐ সব জায়গায় সোনা পাওয়া যায় বা ঐ সব স্থানে জীবন সোনা হয়ে যায়। খৃ প্রথম শতকের আগে থেকে বহু ভাগ্যান্বেষী হিন্দু এই সব স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কম্বোজ, চম্পা, মালয় উপদ্বীপ, যবদ্বীপ, (এখানে সীতার অন্বেষণে বানররা গিয়েছিল) বলিদ্বীপ, ফিলিপাইন দ্বীপ, সুমাত্রা, বোর্ণিও ইত্যাদি অংশে হিন্দু আধিপত্য ও সংস্কৃতি স্থাপিত হয়েছিল।

সুবর্ণবর্মা—বপুষ্টমার পিতা। জন্মেজয়ের শ্বশুর।

সুবর্ণষ্ঠীবী—নারদের বরে সৃঞ্জয়ের ছেলে। বাল্যকালেই মুনিতে পরিণত হন। ইন্দ্র ভয় পেয়ে যান এবং নানা জন্তুর মূর্তি ধরে একে ভয় দেখাতে থাকেন। এমন কি বজ্রাঘাতও করেছিলে। ৪-৫ বছর বয়সে মা'র সঙ্গে গঙ্গাতীরে এক দিন বেড়াচ্ছিলেন এমন সময় ইন্দ্র প্রেরিত একটি মায়া বাঘের কবলে মৃত্যু হয়। সৃঞ্জয় নারদ ইত্যাদি খবর পেয়ে ছুটে আসেন এবং ইন্দ্রের অনুমতি নিয়ে নারদ এঁকে আবার বাঁচিয়ে দেন। রাজপ্রসাদ (দ্রঃ সৃঞ্জয়) সোনায় ভরে উঠছে শুনে ডাকাতরা একে চুরি করে এর পেট চিরে সোনা বার করে নিতে চেষ্টা করে; কিন্তু কিছু পায় না।

সুবর্ণা—ইক্ষ্বাকু বংশে একটি মেয়ে; পুরুবংশে সুহোত্রের স্ত্রী; ছেলে হস্তী।

সুবর্মন্—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে: ভীমের হাতে মৃত্যু।

সুবল—(১) গান্ধার রাজ; গান্ধারীর পিতা। সুবলের আর এক মেয়ে মতি। ছেলে

শকুনি, বৃষক, ইত্যাদি। অম্বভামাতাকে ঠিক পছন্দ হয় নি কিন্তু ভবিষ্যৎ চিন্তা করে গান্ধারীর বিয়েতে মত দিয়েছিলেন। (২) কৃষ্ণের এক জন সখা ; বৃন্দাবনবাসী।

সুবাহু—মারীচের ভাই, গন্ধর্ব সুন্দ ও তাড়কার ছেলে। মায়াবী ও ভীষণ শক্তিশালী। বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে সদলে এসে বিঘ্ন সৃষ্টি করতেন। রামের হাতে মৃত্যু। (২) কাশীর রাজা, মেয়ে শশীকলা ; ধ্রুবসন্ধির ছেলে সুদর্শনের স্ত্রী। (৩) চেদি রাজ বীরবাহুর ছেলে ; বোন সুনন্দা। (৪) হিমালয়ের কাছে কুলিন্দ দেশের রাজা, বনবাসে প্রথম দিকে পাণ্ডবরা এঁর অতিথি হন ; অত্যন্ত যত্ন করেছিলেন। যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষে ছিলেন। (৫) সগরের পিতা ; অপর নাম বাহু ; যুদ্ধে হেরে গিয়ে স্ত্রীদের নিয়ে ঔর্ব আশ্রমে থাকতেন। (৬) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে ভীমের হাতে মৃত্যু। (৭) এক জন ক্ষত্রিয় রাজা ; পূর্ব জন্মে ছিলেন অসুর হর। (৮) এক জন ক্ষত্রিয় রাজা ; আগের জন্মে ছিলেন অসুর ক্রোধবশ। (৯) এক জন বানর সেনাপতি ; লঙ্কার যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। (১০) প্রধার মেয়ে একটি অপ্সরা। (১১) কঙ্কর ছেলে। (১২) কৌরব পক্ষে এক জন যোদ্ধা ; যুযুৎসু এঁর হাত কেটে দেন। (১৩) এক জন চোল রাজা, জৈমিনির শিষ্য ; বিষ্ণু ভক্ত। সস্ত্রীক বনে বহু বছর বিষ্ণুর আরাধনা করেও বিষ্ণুর দেখা পান না। এর পর এঁরা দেহ ত্যাগ করে হাঁটতে হাঁটতে মুনিদের এক আশ্রমে এসে জানতে চান বিষ্ণুর দেখা কেন পান নি। ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় দুজনে কাতর হয়ে পড়েছিলেন। মুনিরা এদের ফিরে গিয়ে নিজেদের মৃতদেহ ভক্ষণ করতে বলেন। এঁরা যখন তার পর খাচ্ছিলেন তখন এঁদের ছেলে বীজবল পাশেই কুণ্ডল নামে একটি পাখীকে জানতে চান এঁরা এ ভাবে নিজেদের দেহ খাচ্ছেন কেন। কুণ্ডল তখন বীজবলকে বিষ্ণুর স্তব শিখিয়ে দেন। বীজবল গাছের ডালে এসে বসে এই স্তব পাঠ করলে সুবাহু ও তাঁর স্ত্রী এই স্তব শুনে আবৃত্তি করে তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুর দেখা পান এবং বিষ্ণু স্বর্গে নিয়ে যান।

সুব্রতা—দক্ষ বীরণীর মেয়ে। দক্ষ, ধর্ম, ব্রহ্মা ও রুদ্রের ঔরসে এর চারটি ছেলে হয় দক্ষ-সাবর্ণি, ধর্ম-সাবর্ণি, ব্রহ্ম-সাবর্ণি ও রুদ্র-সাবর্ণি।

সুব্রহ্মণ্য—কার্তিকেয়।

সুভগ—শকুনির ভাই ; ভীমের হাতে কুরুক্ষেত্রে নিহত।

সুভদ্রা—বাসুদেব দেবকী অন্য মতে রোহিণীর কন্যা। কৃষ্ণ বলরামের বোন। পিতামাতার আদুরে মেয়ে। তীর্থ যাত্রায় বারো বছর বনে ঘুরতে ঘুরতে অর্জুন প্রভাসে আসেন। এখানে গদের সঙ্গে দেখা হয় এবং গদ সুভদ্রার সৌন্দর্যের কথা জানান। অর্জুনের একে বিয়ে করতে ইচ্ছা হয় এবং এই কারণে এক বট গাছের তলায় বসে কৃষ্ণের কথা ভাবতে থাকেন। কৃষ্ণ ঘরে শুয়ে ছিলেন ; অর্জুনের মনের কথা তৎক্ষণাৎ জানতে পারেন এবং এসে দেখা করে নানা কথা আলোচনা করেন। দু জনে তার পর রৈবত পাহাড়ে যান ; অর্জুন নিজের মনের কথা প্রকাশ করেন এবং কৃষ্ণ সম্মত হন। কৃষ্ণ ফিরে আসেন ; অর্জুন পাহাড়ে থেকে যান। এর পর অর্জুনের সম্বর্দ্ধনার জন্য রৈবতে একটি উৎসবের ব্যবস্থা হয়। যাদবরা, কৃষ্ণ, বলরাম, সুভদ্রা সকলেই এখানে আসেন। এখানে সুভদ্রাকে দেখে অর্জুন মুগ্ধ হয়ে যান। কৃষ্ণ ও অর্জুন পরামর্শ করেন এবং সুভদ্রাকে হরণ করা হবে ঠিক হয়। এর পর রৈবতকে

পূজা করে সুভদ্রা যখন দ্বারকাতে ফিরছিলেন অর্জুন তখন সুভদ্রাকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে পালিয়ে যান। অন্য মতে উৎসবের পর সকলে দ্বারকাতে ফিরে যান। সন্ন্যাসী অর্জুন রৈবতকে থেকে যান; সাম্ব, সারণ, গদ, প্রদ্যুম্ন এক দিন সামনে এলে অর্জুন এঁদের নানা কাহিনী শোনান। এঁরা সন্ন্যাসীর ভক্ত হয়ে পড়েন এবং সন্ন্যাসীকে দ্বারকাতে নিয়ে আসেন। কৃষ্ণ সন্ন্যাসীর থাকার ব্যবস্থা করে দেন। সন্ন্যাসী চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করছেন বলেন; সুভদ্রার বাড়িতে খাবার ব্যবস্থা হয়। সন্ন্যাসীর কাছে পাণ্ডবদের ও অর্জুনের গল্প শুনতে শুনতে সুভদ্রা অর্জুনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এর পর অর্জুন নিজের পরিচয় দেন। এবং গোপীর বেশে সুভদ্রা অর্জুনের সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থে পালিয়ে আসেন। বহু যাদবের ইচ্ছা ছিল সুভদ্রার সঙ্গে দুর্যোধনের বিয়ে হক। যাদবরা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন; বলরাম যুদ্ধ করতে চান। কৃষ্ণ সকলকে শান্ত করেন। সত্যভামার উদযোগে দ্বারকাতে মহাসমারোহে বিয়ে হয়। প্রচুর যৌতুক ইন্দ্রপ্রস্থে পাঠান হয়। সুভদ্রার ছেলে অভিমন্যু। পাণ্ডবদের বনবাসের সময় সুভদ্রা ও অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর ছেলেরাও দ্বারকাতে ছিলেন। অভিমন্যুর বিয়েতে উপলভ্য নগরীতে এসেছিলেন। যুদ্ধের সময় সুভদ্রা দ্রৌপদীর সঙ্গে শিবিরে বাস করতেন। অভিমন্যুর মৃত্যুর পর দ্বারকাতে আবার ফিরে যান। অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় এসে সপত্নী উলূপী ও চিত্রাঙ্গদাকে আলিঙ্গন করেন। মহাপ্রস্থানের সময় পরীক্ষিতকে রাজা করে দিয়ে পাণ্ডবরা সুভদ্রাকে ধর্মরক্ষা ও প্রজাপালনের ভার দিয়ে গিয়েছিলেন।

সুভানু—সত্যভামার ছেলে।

সুভার্যা—পৃশ্নিপুত্র শ্বফল্ক কন্যা, ভাই অক্রূর (ভাগবত)।

সুভীম—তপ নামে পাঞ্চজন্য অগ্নির এক ছেলে; যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটান।

সুভ্রূ—কুণিগর্গ নামে এক ঋষির মানস কন্যা। ঋষির মৃত্যুর পর আশ্রম তৈরি করে কঠোর তপস্যা করতেন। বার্দ্ধক্যে চলৎ শক্তি হীন হয়ে স্বর্গবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করলে নারদ জানান অবিবাহিত মেয়ের স্বর্গ লাভ হবে না। সুভ্রূ তখন বলেন যে তাঁকে বিয়ে করবেন সেই স্বামীকে নিজের অর্দ্ধেক পুণ্য দিয়ে দেবেন। গালবের ছেলে প্রাকশৃঙ্গবান এক রাত্রিরের জন্য এঁকে বিয়ে করেন। সুন্দরী তরুণীবেশে স্বামীর সঙ্গে রাত্রিবাস করে সকালে দেহত্যাগ করে স্বর্গে চলে যান। প্রাকশৃঙ্গবান তখন শোকে অধীর হয়ে স্ত্রীর কাছে প্রাপ্ত পুণ্যবলে তাঁকে অনুসরণ করেন। সুভ্রূর বর এখানে এক রাত্রি বাস করলে আটান্ন বছর ব্রহ্মচর্য পালনের ফল পাওয়া যাবে। তীর্থের নাম হয় বৃদ্ধকন্যকাশ্রম।

সুমতি—(১) অপর নাম সুজাতা; অষ্টাবক্রের মা। (২) সগরের কনিষ্ঠা স্ত্রী; কশ্যপের মেয়ে; গরুড়ের বোন। অন্য মতে অরিষ্টনেমির মেয়ে। একটি কাহিনীতে উপমন্যু-মুনি গরুড়ের মেয়ে/বোন সুমতিকে বিয়ে করতে চান। কন্যাপক্ষে সকলে বাধা দিলে মুনি শাপ দেন যে ব্রাহ্মণ একে বিয়ে করবে তার মাথা ফেটে মৃত্যু হবে। বিনতা তখন গরুড়কে পাত্র দেখতে বলেন। অন্য মতে গরুড় ঔর্বের কাছে শাপমুক্তির উপায় জানতে এলে ঔর্ব বলেন তাহলে তাঁর আশ্রমেই অবস্থিত ক্ষত্রিয় যুবক সগরের সাথে বিয়ে হক। (৩) বরুণের সভাতে এক রাক্ষস। (৪) এক জন মহর্ষি; ভীষ্মকে শর-

শয্যায় দেখতে আসেন। (৫) রাজা ককুৎস্থের এক ছেলে। (৬) ঋষভের নাতি, ভরতের ছেলে; ভরতের পর রাজা হন। (৭) দ্যুমৎসেনের ছেলে; সুবলের পিতা।

সুমদ—হেমকূট পর্বতে বার বছর তপস্যা করতে থাকেন। সকলে ভয় পেয়ে যান। ইন্দ্র অপ্সরাদের পাঠান তপস্যা নষ্ট করতে; কিন্তু ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত দেবী দেখা দিলে সুমদ নিজের রাজ্য শত্রু কবল মুক্ত করবেন বর চান। দেবী বর দেন রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ পর্যন্ত সুমদ রাজত্ব ভোগ করবেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় সুমদ এসে রামকে সব কথা জানান এবং নিজের ছেলেকে রাজ্য দিয়ে স্বর্গে চলে যান।

সুমন্তু—ব্যাসের শিষ্য অসিত, দেবল, বৈশম্পায়ন, সুমন্তু ও জৈমিনি। সমস্ত বেদ ও মহাভারত শিক্ষা করেন।

সুমন্ত্র—দশরথের আটজন অমাত্যের মধ্যে এক জন। অর্থসচিব, সারথি ও পরামর্শ দাতা। এঁর পরামর্শেই দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে এনে ছিলেন। বনগমনের সময় সুমন্ত্র রামচন্দ্রদের গঙ্গাতীর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসেন।

সুমন্দ—সন্তরোধের ছেলে দুষ্মন্ত, প্রবীর ও সুমন্দ (অগ্নি-পু)।

সুমাত্রা—ইন্দোনেশিয়ার পশ্চিম প্রান্তে। বোর্ণিয়ো ছাড়া এত বড় দ্বীপ মালয় দ্বীপপুঞ্জে আর নাই। প্রাচীন কালে হিন্দুরা এখানে সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। শ্রীবিজয় রাজ্য ও শৈলেন্দ্র সম্রাটদের রাজ্য খুবই শক্তিশালী ছিল। বহু হিন্দু ও বৌদ্ধমন্দির, বুদ্ধ দেবদেবী ও শিলালিপি এখনও এখানে রয়েছে। ১৩ শতকে এখানে ছোট ছোট অনেকগুলি রাজ্য গড়ে ওঠে এবং পরে মুসলমান ধর্ম ছড়ায়।

সুমালী—(১) রাক্ষস সুকেশ ও দেববতীর দ্বিতীয় সন্তান। অন্য দু ভাই মাল্যবান ও মালী। স্ত্রী কেতুমতী; গন্ধর্ব রমণী নর্মদার মেয়ে। কেতুমতীর ছেলে প্রহস্ত, অকম্পন, বিকট, কালকামুখ/কালিকামুখ, ধূম্রাক্ষ, দণ্ড, (দন্তী/দম্ভ) সুপার্শ্ব, সংহ্রাদ (দ্রঃ), প্রাকৃবাত ও ভাসকর্ণ। মেয়ে হয় কুম্ভীনসী, নিকষা/কৈকসী, পুষ্পোৎকটা ও রাকা। চার মেয়েরই সুমালী বিয়ে দেন বিশ্রবণের সঙ্গে। পাতালে দীর্ঘ দিন থাকার পর মর্তে বেড়াতে এসে দেখেন যক্ষেরা বৈশ্রবণকে (= কুবের) নমস্কার করতে থাচ্ছেন। কুবের ও বিশ্রবণের ছেলে ফলে ঈর্ষায় সুমালী অন্য মতে কেবলমাত্র নিকষাকে কুবের পিতা বিশ্রবার কাছে পাঠিয়ে দেন। রাবণরা তিন ভাই তপস্যা করে বর পেলে সুমালী নির্ভয়ে রসাতল থেকে উঠে আসেন এবং রাবণকে লঙ্কা অধিকারের জন্য প্ররোচিত করেন। রাবণ প্রথমে বড় ও বৈমাত্রেয় ভাইয়ের সঙ্গে শত্রুতা করতে রাজি হননি কিন্তু সুমালীর ছেলে প্রহস্তের প্ররোচনায় শেষ পর্যন্ত লঙ্কা (দ্রঃ) দখল করেন। রাবণ স্বর্গ জয় করতে গেলে সঙ্গে গিয়েছিলেন এবং অষ্টম বসু সাবিত্রের গদাঘাতে মারা যান। তাড়কা অগস্ত্যের কাছে অভিশপ্ত হলে সুমালী এঁকে পাতালে রেখে আসেন (রামা ৭।২৭।৪৪)। (২) পাতাল রাবণের ছেলে। রাম পাতাল রাবণকে নিহত করে এঁকে রাজা করে দেন। (৩) প্রহেতির ছেলে; বৃত্রের অনুচর;

সুমিত্র—(১) ইক্ষ্বাকু বংশে শেষ রাজা; সুরথের ছেলে; পুরু বংশে ক্ষেমক ও মগধ বংশে নন্দের সমসাময়িক। এঁর সময় আলেকজান্দার ভারত আক্রমণ করেন। (২) বৃষ্ণির ছেলে, যুধাজিতের ভাই। (৩) সৌবীর রাজ, অপর নাম দত্তামিত্র। ক্রোধবশের অংশে জন্ম; পাণ্ডব পক্ষে ছিলেন। (৪) এক জন মহর্ষি, যুধিষ্ঠিরের রাজ

সভায়। (৫) কলিঙ্গ নগরের রাজা, ছেলে সুকুমার। (৬) তপঃ (দ্রঃ) নামে পাঞ্চজন্য অগ্নির ছেলে। (৭) অভিমন্যুর সারথি। (৮) এক জন হেহয় রাজা। (৯) কৃষ্ণ জাম্ববতীর এক ছেলে।

সুমিত্রা—(১) কৃষ্ণের এক স্ত্রী। (২) কাশীরাজ কন্যা; দশরথের (দ্রঃ) তৃতীয়া স্ত্রী। যমজ সন্তান হয় লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। বনবাসে যাবার সময় লক্ষ্মণ আশীর্বাদ চাইতে এলে সুমিত্রা উপদেশ দেন রামকে পিতা, সীতাকে মাতা ও বনকে অযোধ্যা মনে করে বনে যাব যেন। রামের বনবাস কালে ইনি কৌশল্যাকে সান্ত্বনা দিতেন। রামের রাজত্বকালে বহুবিধ ধর্মানুষ্ঠানের পর ইনি দেহত্যাগ করেন।

সুমুখ—(১) গরুড়ের ছেলে। (২) ঐরাবত বংশে আর্যকের নাতি, গুণকেশীর (দ্রঃ) স্বামী। (৩) গরুড়ের বংশে পাখী। (৪) জনৈক রাজা; যুধিষ্ঠিরকে বহু উপহার দিয়েছিলেন।

সুমেরু—দ্রঃ মেরু। পুরাণে বিশ্বদেব ও মরুৎগণ সন্ধ্যায় এখানে সূর্যের উপাসনা করতেন তার পর সূর্য অস্ত যেতেন। এখানে বকানদ ইত্যাদি আছে। তিব্বতের উত্তরে ও চীনার পশ্চিমস্থ পর্বতশ্রেণীকে সুমেরু বলা হয়। দেবতাদের বাসভূমি বলে প্রসিদ্ধ।

সুযোধন - দুর্যোধনের অপর নাম। পরীক্ষিৎ এই নামে ডাকতেন।

সুরজা—এক অপ্সরা।

সুরসা—এক অপ্সরা।

সুরথ—চন্দ্র বংশে এক রাজা। চন্দ্র>বুধ>চৈত্র>বিরথ>সুরথ। দ্বিতীয় মন্বন্তর অধিকার কালে জন্মান। সসাগরা পৃথিবীর রাজা হন। সত্যবাদী, দানশীল, বীর, কবি ও দেবীভক্ত ছিলেন। শত্রুরা রাজ্য কেড়ে নিলে ঘোড়ায় চড়ে বনে চলে যান এবং সুমেধস্ মুনির আশ্রমে বাস করতে থাকেন। এখানে সুরথ একটুও শান্তি পান না; সেই সংসার ও রাজ্যের কথা ভাবতে থাকেন। এর পর এখানে এক দিন বৈশ্য সমাধি এসে উপস্থিত হন। অন্য মতে সুরথ ও সমাধির বনে পরস্পরের দেখা হয় এবং শান্তির জন্য দু জনে মেধস্ মুনির আশ্রমে এসে তাঁর উপদেশ চান। দ্র. সমাধি। এর পর দেবী সুরথকে রাজ্য ফিরে পাবার বর দেন এবং দশ হাজার বছর রাজত্ব করে পরজন্মে অষ্টম মনু অন্য মতে সাবর্ণি মনু হবেন বলে যান। এই সুরথ বাঙ্গাই দুর্গা পূজা প্রচলন করেন। (২) কুণ্ডল নগরের রাজা। রামচন্দ্রকে দেখবার উদ্দেশ্যে অশ্বমেধের ঘোড়া ধরে ছিলেন। হনুমান ইত্যাদি সকলকে বন্দী করে ছিলেন। রামচন্দ্র নিজে এসে ঘোড়া ফিরিয়ে নিয়ে যান। (৩) পুরুবংশে জহ্নুর ছেলে সুরথ, শ্রুতসেন উগ্রসেন ও ভীমসেন। (৪) জন্মেঞ্জয়ের ছেলে সুরথ ও মহীয়ান, সুরথের ছেলে বিদূরথ। (৫) বিশ্বকর্মার মেয়ে চিত্রাঙ্গদার স্বামী। (৬) অসুর ক্রোধবশের অংশে জন্ম এক রাজা। (৭) শিবি দেশে এক রাজা; ছেলে কোটিকাস্য। (৮) ত্রিগর্ত রাজ জয়দ্রথের অধীন জনৈক রাজা; দ্রৌপদী হরণের সময় মারা যান। (৯) কৌরব পক্ষে এক যোদ্ধা। (১০) দ্রুপদের ছেলে, অশ্বত্থামার হাতে মৃত্যু। (১১) জয়দ্রথ ও দুঃশলার ছেলে। অশ্বমেধের ঘোড়া নিয়ে অর্জুন এই দেশে এলে ভয়ে মারা যান (মহা ১৪।৭৭।২৭)।

সুরপ্রবীর—তপঃ নামে পাঞ্চজন্য অগ্নির একটি ছেলে; যজ্ঞে বিঘ্নকারী।

সুরভি—দ্রঃ কামধেনু। ক্রোধবশার মেয়ে(রামা ৩।১৪।২১)। সুরভির সন্তনেরা পৃথিবীতে লাঙ্গল টানতে টানতে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে দেখে ইন্দ্রলোকে সুরভি কাঁদতে থাকেন। ইন্দ্র করুণার্দ্র হয়ে বৃষ্টি দিয়ে মাটি নরম করে দেন যাতে লাঙল দিতে কষ্ট না হয়। সমুদ্র মন্থনে এই কামধেনু উঠে ছিল। অন্য মতে ব্রহ্মার মুখ থেকে জন্ম। আর এক মতে দক্ষ প্রজাপতির ৭ম কন্যা; কশ্যপের স্ত্রী; এঁর গর্ভে সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু জন্মায়। অন্য মতে সুরভির দুটি মেয়ে রোহিণী (দ্রঃ) ও গন্ধর্বী। গন্ধর্বীর সন্তান সমস্ত অশ্ব। আর এক মতে প্রজা সৃষ্টির পর প্রজাপতি দক্ষ অমৃত পান করে যে উদ্গার তোলেন তা থেকে সুরভির জন্ম। স্বর্ণবর্ণ, কান্তিমতী। কপিলা ইত্যাদির জননী। এঁর স্তন থেকে সব সময় ক্ষীর ঝরত এই ক্ষীরে ক্ষীর/দুগ্ধ সমুদ্র। এই সমুদ্রে দুধের যে ফেনা হয় সেই ফেনা খেয়ে যে সব মুনি জীবন ধারণ করেন তাঁদের নাম ফেনপ। এই সমুদ্রের চারদিকে চারটি গরু পাহারা দেয়:-পূর্বে সৌরভী (সুরভির মেয়ে), দক্ষিণে হংসিকা, পশ্চিমে সুভদ্রা ও উত্তরে ধেনু।

সুরভূ—উগ্রসেনের কংস সমেত ৮ ছেলে এবং মেয়ে কংসা, মারীষা, কাকা, সুরভূ ও রাষ্ট্রপালিকা।

সুরসা—কশ্যপের স্ত্রী; সন্তান শূরপদ্মা, সিংহিকা, সিংহবক্ত্র, তারকাসুর, গোমুখ, অজামুখী (স্কন্দ-পু): অন্য মতে কশ্যপ ক্রোধবশার (দ্রঃ) দশ মেয়ে: সুরসার সন্তান নাগ। অন্য মতে ক্রোধবশার ক্রোধ থেকে জন্ম; সুরসার মেয়ে অনলা, রুহা, বীরুধা। সুরসা নাগমাতা; সমুদ্রের নীচে থাকতেন। সাগর লঙ্ঘনের সময় হনুমানের শক্তি পরীক্ষার জন্য দেবতারা এঁকে অনুরোধ করেন। রাক্ষসী রূপে বিরাট হাঁ করে সুরসা হনুমানকে দেব-নির্দিষ্ট ভক্ষ্য বলে খেতে চান। হনুমান তাঁর উদ্দেশ্যের কথা জানান; রামকে খবর দিয়ে আবার আসবেন অনুমতি চান। কিন্তু সুরসা দশ যোজন বিস্তৃত হাঁ করেন, হনুমানকে ধরতে যান। হনুমান পাল্লা দিয়ে বড় হতে থাকেন। দুজনেই তারপর ক্রমশ বড় হতে থাকেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ হনুমান অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ ছোট হয়ে সুরসার মুখে ঢুকে কাণ দিয়ে বার হয়ে যান। সুরসা তখন সন্তুষ্ট হয়ে নিজ মূর্তি ধরে হনুমানকে আশীর্বাদ করেন। (২) এক জন অপ্সরা।

সুরহন্তা—তপ: নামে পাঞ্চজন্য অগ্নির ছেলে; যজ্ঞে বিঘ্নকারী।

সুরা—সমুদ্র মন্থনে উৎপন্ন। দেবতা ও দানবদের কাছে যান, কিন্তু দানবরা এঁকে প্রত্যাখ্যান করেন বলে নাম হয় অসুর।

সুরুচ—গরুড়ের ছেলে।

সুরুচি—উত্তানপাদ রাজার স্ত্রী; উত্তমের মা। এঁর বাক্যে আহত হয়ে ধ্রুব বন গমন করেন।

সুরূপা—বিশ্বকর্মার মেয়ে সুরূপা, বর্হিষ্মতী, প্রিয়ব্রতের (দ্রঃ) স্ত্রী। প্রিয়ব্রতের ছোট মেয়ে উর্জস্বতী। আর এক মতে উর্জস্বতী বিশ্বকর্মার মেয়ে; প্রিয়ব্রতের স্ত্রী।

সুরেশ—তপঃ নামে পাঞ্চজন্য অগ্নির এক ছেলে। যজ্ঞে বিঘ্নকারী। (২) বিশ্বদেব।

সুরোচিষ—বশিষ্ঠ অরুন্ধতীর ছেলে।

সুলক্ষণ—এই রাজা অণিমাণ্ডব্যকে শূলে শাস্তি দিয়েছিলেন।

সুলভা—এক জন ব্রহ্মচারিণী; রাজর্ষি প্রধানের বংশে জন্ম। ব্রহ্মচর্যের পর গার্হস্থ্য

আশ্রমে প্রবেশ করবেন স্থির করেন কিন্তু যোগ্য স্বামী না পেয়ে মোক্ষধর্মের সন্ধানে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। জনক বংশে রাজা ধর্মধ্বজ সন্ন্যাসধর্ম, দণ্ডনীতি, মোক্ষশাস্ত্র ইত্যাদিতে সুপণ্ডিত ছিলেন। সুলভা মিথিলাতে এসে যোগবলে মনোহর রূপধারণ করে রাজসভাতে উপস্থিত হন। রাজা এঁর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যান কিন্তু উদ্দেশ্য বঝতে পেরে অবিচলিত থাকেন এবং যুক্তিতে এঁকে পরাস্ত করতে চান। কিন্তু যুক্তিতে রাজা শেষ পর্যন্ত হেরে যান। অন্য মতে সুলভা জনকের মনের মধ্যে যোগবলে প্রবেশ করে শাস্ত্র আলোচনা করে এক দিন পরে চলে যান।

সুলেখা—দ্রঃ বৃহস্পতি।

সুলোচন—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে; ভীমের হাতে মৃত্যু।

সুশর্মা—ত্রিগর্তরাজ বৃদ্ধক্ষেমের ছেলে। দুর্যোধনের বন্ধু। বিরাটরাজ, কীচকের সাহায্যে সুশর্মার রাজ্য অধিকার করতে গেলে দুর্যোধন সুশর্মাকে রক্ষা করেন। ভীমের হাতে কীচক মারা গেলে দুর্যোধনের প্ররোচনায় বিরাট রাজ্যের দক্ষিণ দিক আক্রমণ করে গরু লুট করার চেষ্টা করেছিলেন। বাধা দিতে গিয়ে বিরাট বন্দী হয়ে পড়েন। যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে ভীম সুশর্মাকে হারিয়ে মাথায় লাথি মেরে বন্দী করেন এবং বিরাটকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। যুধিষ্ঠের আজ্ঞায় সুশর্মা পরে মুক্তি পান। কুরুক্ষেত্রে অর্জুনকে হত্যা করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এবং দ্রোণের মৃত্যুতে ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালান। সংশপ্তক গণের সঙ্গে সুশর্মাও অর্জুনের হাতে নিহত হন। (২) পাণ্ডব পক্ষে এক জন যোদ্ধা: কর্ণের হাতে মৃত্যু। (৩) কণ্ব বংশে শেষ রাজা।

সুশীলা—রেণুকাকে জীবিত করে দিয়েও জমদগ্নির মনে অনুশোচনা যায় না। ফলে গোলকে গিয়ে সুরভির কাছ থেকে সুশীলা কামধেনুকে এনে স্ত্রীকে উপহার দেন। এই সুশীলাকে নিয়েই কার্তবীর্যার্জুনের সঙ্গে কলহ হয়।

সুশ্যামা—আর্ষ্টিসেনের ছেলে ঋতধ্বজের স্ত্রী; মেয়ে হয় বৃন্দা।

সুশ্রুত—খৃ ৯-১০ শতকে এঁর খ্যাতি পূর্বে কম্বোজ ও পশ্চিমে আরব পর্যন্ত ছড়ায়। সুশ্রুত সংহিতা ছয় খণ্ডে রচিত। প্রথম খণ্ডে সাধারণ আলোচনা, শব্দের অর্থ ও ভেষজের শ্রেণী বিভাগ ইত্যাদি। ২য় খণ্ডে নিদান অর্থাৎ রোগের কারণ ও লক্ষণ। ৩য় খণ্ডে শরীর সংস্থান বিদ্যা ও ভ্রূণতত্ত্ব। ৪র্থ খণ্ডে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি। ৫ম খণ্ডে কল্প স্থান; বিষ ও বিষের প্রতিকার। ৬ খণ্ডে পরবর্তীকালে নানা স্থান থেকে সংগৃহীত অংশের সংকলন। সুশ্রুত সংহিতা গত শল্য চিকিৎসা বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল। কাহিনী আছে বিশ্বামিত্রের ছেলে ধন্বন্তরির কাছে আয়ুর্বেদ শিখে মানুষের উপকারের জন্য প্রকাশ করতে থাকেন। আর এক মতে মানুষের রোগ-ভোগ দেখে ইন্দ্র আয়ুর্বেদ শাস্ত্র ধন্বন্তরিকে শেখান এবং কাশীতে দিবোদাস নামে এক ক্ষত্রিয় হয়ে জন্মাতে বলেন। দিবোদাস জন্মালে বিশ্বামিত্র ধ্যানে জানতে পারেন এবং নিজের ছেলে সুশ্রুতকে দিবোদাসের কাহিনী জানান এবং তাঁর কাছে গিয়ে আয়ুর্বেদ শিখতে বলেন। এই দিবোদাস কাশীর রাজা। সুশ্রুত পরে যে বই লেখেন তার নাম সুশ্রুত সংহিতা।

সুষেণ—(১) কিষ্কিন্ধ্যার এক জন বানর দলপতি। বরুণের অংশে জন্ম। বালীর স্ত্রী তারার পিতা। একটি মতে বানর ধর্মের ছেলে: বৈদ্য শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। সুগ্রীবের

তাকে বানর দল নিয়ে কিষ্কিন্ধ্যায় আসেন ; সীতা অন্বেষণে গিয়েছিলেন এবং লঙ্কার যুদ্ধেও ছিলেন। বিদ্যুৎমালী ইত্যাদি রাক্ষসকে নিহত করেন। যুদ্ধে কেউ আহত হলে তাঁদের সুস্থ করতেন। শক্তিশেলে লক্ষ্মণ আহত হলে হনুমানকে দিয়ে বিশল্যকরণী মৃতসঞ্জীবনী, অস্থিসঞ্চারিণী ইত্যাদি গাছ আনিয়ে সুস্থ করেন। রামের অভিষেকে এসেছিলেন। (২) বসুদেব ও দেবকীর দ্বিতীয় পুত্র। (৩) মহর্ষি জমদগ্নির একটি ছেলে। (৪) কৃষ্ণ রুক্মিণীর একটি ছেলে। (৫) নাগরাজ ধৃতরাষ্ট্র বংশে একটি সাপ ; সর্প যজ্ঞে নিহত হন। (৬) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে ; ভীমের হাতে মৃত্যু। (৭) পুরু বংশে অভিধস্তের নাতি (মহা ১।৮৯।৪৮)। (৮) কর্ণের ছেলে ; কুরুক্ষেত্রে উত্তোমৌজসের হাতে নিহত হন। (৯) কর্ণের আর এক ছেলে ; নকুলের হাতে মৃত্যু। (১০) ভরত বংশে ধ্রুবর ছেলে ; সুনীথের পিতা। (১১) রম্ভার এক স্বামী।

সুস্বরা—এক জন গন্ধর্বী।

সুহস্ত্য—(১) ঋক্‌বেদে এক মুনি ; ঘোষার ছেলে। (২) ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে।

সুহোত্র—কুরুবংশে এক রাজা। পথে এক দিন উশীনরের ছেলে শিবির (দ্রঃ) সঙ্গে দেখা হয়। নারদ এঁদের মধ্যে এসে মধ্যস্থতা করে দেন। (২) চন্দ্রবংশে ভরতের নাতি : ভূমন্যুর ছেলে ; মা পুষ্করিণী ; সারা পৃথিবীর রাজা হন : অশ্বমেধ ও অন্যান্য যজ্ঞ করেন। সুহোত্রের স্ত্রী ইক্ষ্বাকু বংশের মেয়ে সুবর্ণা ; ছেলে অজমীঢ়, সুমীঢ়, পুরুমীঢ (মহা ১।৮৯।২১)। ইন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে এঁর দেশে এক বছর স্বর্ণবৃষ্টি করেন ; ফলে এই সময়ে নদীতে জলে সোনা থাকত। নদীতে ইন্দ্র সোনার কূর্ম, কর্কটক, মকর ইত্যাদি নিক্ষেপ করতেন। সুহোত্র এগুলি সংগ্রহ করে কুরুজাঙ্গলে যজ্ঞের আয়োজন করেন এবং যজ্ঞে ব্রাহ্মণদের এই সমস্ত সোনা দান করেন। (৩) সহদেবের ছেলে ; মা মদ্র রাজকুমারী, দ্যুতিমানের মেয়ে বিজয়া। (৪) এক জন দৈত্য ; সারা পৃথিবীতে রাজা হয়েছিলেন। (৫) জমদগ্নির এক ছেলে। (৬) দুষ্মন্তের ছেলে ভরত ; ভরতের এক ছেলে।

সুহ্মদেশ—রাঢ় দেশ (দ্রঃ)।

সূক্ষ্ম—বিখ্যাত দানব। পরজন্মে জয়দ্রথ।

সূচিকা—এক জন অপ্সরা।

সূচী—বিভীষণ লঙ্কাতে রাজা হন। লঙ্কাতে সব সোনা : সেই জন্য ভারতবর্ষ থেকে একটি লোহার সূচ সংগ্রহ করেন এবং অতি মূল্যবান বস্তু হিসাবে একটি সোনার কৌটা করে রেখে দেন। প্রতি দিন বিভীষণ রামেশ্বরে মন্দিরে ফুল দিয়ে রামের পূজা করতে আসতেন। এক দিন পূজার পর ফুলের খালি সাজি মাথায় নিয়ে লঙ্কাতে ফিরে গিয়ে দেখেন সাজির মধ্যে এক ব্রাহ্মণ শুয়ে আছেন। বিভীষণ এঁকে যথোচিত সম্মান করেন এবং সূচ সমেত এই কৌটাটি সবচেয়ে মূল্যবান উপহার হিসাবে প্রদান করেন।

সূত—(১) ব্যাসের শিষ্য ; একটি মতে লোমহর্ষণের ছেলে। পুরাণ ইত্যাদি সুন্দর ভাবে আবৃত্তি করতে পারতেন। নৈমিষারণ্যে থাকতেন। এখানে শৌনক ও অপর মুনিদের শিক্ষা দেবার ছলে ১৮টি পুরাণ কীর্তন করেন। দ্রঃ বলরাম। (২) বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মবাদী এক ছেলে। (৩) ব্রাহ্মণের গর্ভে ক্ষত্রিয় সন্তান। অশ্বদমন, অশ্বযোজন ও সারথ্য জীবিকা।

সূর্য—আর্যদের উপাস্য দেবতা। আর্যজাতির বিভিন্ন শাখায় এঁর পূজা হয়। গ্রীকদের কাছে ইনি হেলিয়োস, লাতিনদের কাছে সল, টিউটনদের কাছে টির এবং ইরানিদের কাছে খুরসেদ। ঋক্‌বেদে ১০টি সূক্তে সূর্যের স্তব আছে। ইনি সূর্যমণ্ডল-বর্তী প্রত্যক্ষ দেবতা; আলোক উজ্জ্বল আকাশ এঁর মুখ; সূর্য মণ্ডল এঁর চোখ। ইনি হিরণ্যপাণি, সর্বদর্শী এবং সৎ ও অসৎ কর্মের সাক্ষী। সপ্তাশ্ব বা সপ্তরশ্মির অশ্ব যোজিত একচক্র রথে ইনি বিশ্ব পর্যটন করেন; হাতে দুটি পদ্ম। বরুণ এঁর পথ করে দেন। সূর্য মানুষদের জাগ্রত ও কাজে প্রবর্তিত করেন। স্থাবর জঙ্গম সমস্ত কিছুরই ইনি প্রাণ। সমস্ত প্রাণী এঁর অধীন। ইনি বিশ্বস্রষ্টা। এঁর মা দ্যৌঃ বা অদিতি। সূর্য ও চন্দ্রকে ধাতা কল্পনা করে সৃষ্টি করেছেন। সূর্য, সবিতা, আদিত্য, বিবস্বান ও বিষ্ণু এই পাঁচটি নামে এঁর স্তব পাওয়া যায়। যাস্ক বলেন আকাশ থেকে যখন অন্ধকার যায়, কিরণ বিস্তৃত হয় সেইটিই সবিতার কাল। সাধারণ মতে সূর্য উদয়ের পূর্বে যে মূর্তি সেইটি সবিতা, উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত যে মূর্তি সেটি সূর্য। উদয়গিরিতে সূর্যের আরোহণ, মধ্য আকাশে স্থিতি এবং অস্তাচলে অস্ত যাওয়া এই তিনটি বিষ্ণুর পদবিক্ষেপ। বিবস্বান অর্থেও আকাশ। অহোরাত্র বিভাগের কর্তা অর্যমা; মিত্র ও বরুণের মধ্যবর্তী দেবতা। বিষ্ণু সূর্যের মধ্যে ঋক্, সাম ও যজু হিসাবে সৃষ্টি রক্ষার জন্য অবস্থান করেন। এই তিন বেদ বিষ্ণুর পরাশক্তি। সকালে ঋক্‌বেদ, দুপুরে যজুর্বেদ ও সন্ধ্যাতে সামবেদ সূর্যের স্তব করে।

ঊষা সূর্যের জনয়িত্রী, প্রণয়ীর ন্যায় সূর্য এঁর অনুগমন করেন। ঊষার কালে সূর্য দীপ্তি পান। আবার ঊষা এঁর স্ত্রী। পুরুষের চোখ থেকে সূর্যের উৎপত্তি। আকাশে পাখীর মত, বৃক্ষের মত বা উজ্জ্বল ঘোড়ার মত ইনি বিচরণ করেন। সূর্য আকাশের রত্ন, উজ্জ্বল অস্ত্র, রথের চক্র। মিত্রাবরুণ এঁকে মেঘ ও বৃষ্টি দ্বারা আবৃত করেন। ইন্দ্র সূর্যকে হারিয়ে দিয়ে তাঁর রথচক্র চুরি করেন; অর্থাৎ মেঘ দ্বারা বা সূর্য গ্রহণে সূর্য মণ্ডল আবৃত হয়ে পড়ে। রাক্ষস স্বর্ভানু সূর্যকে অন্ধকারে ঢেকে ফেলেন, অত্রি তাঁকে মুক্ত করে আলোকে প্রতিষ্ঠিত করে। অথর্ববেদে রাহুর প্রথম উল্লেখ। সূর্য সময়ের সৃষ্টিকর্তা। ৩৬০ দিনে সম্বৎসর গঠন করেন। সূর্য চক্রে বারটি অর বা মাস আকাশে এই অরগুলি ৭২০ (অর্থাৎ ৩৬০ দিন ও ৩৬০ রাত) বার আবর্তিত হয়। অথর্ববেদ ও আরণ্যকে সাতটি সূর্যের উল্লেখ রয়েছে। ঋক্ বেদে সূর্য সপ্তাশ্ব ও সপ্তরশ্মি; এই অশ্বগুলি উষ্ণিক, বৃহতী, জগতী ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ, পংক্তি ও গায়ত্রী। এক্ষণে একটি ঘোড়া।

অদিতি কশ্যপের ছেলে। দ্বাদশ আদিত্য বলে যে সব নাম পাওয়া যায় সেগুলি বহু স্থানে সূর্য অর্থেও ব্যবহৃত। আদিত্য (দ্রঃ) বলতে বিবস্বান, অর্যমা, পূষা ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র ও উরুক্রম এই বার জন। কালিকা পুরাণে বিধাতার বদলে সোম উল্লিখিত হয়েছে। ঋক্‌বেদে এক জায়গায় আদিত্য সংখ্যা ছয়:-মিত্র, অর্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও অংশু। আবার সাতজন বা আটজন আদিত্যও বলা হয়েছে। তৈত্তিরীয়ে আটজন:-মিত্র, বরুণ, ধাতা, অর্যমা, অংশু, ভগ, ইন্দ্র ও বিবস্বান। শতপথে বার জন বার মাসের দেবতা। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি ক্রমিক মাসে সূর্যের রথে অর্যমা, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, বিবস্বান, পূষা, পর্জন্য, অংশ

ভগ, ত্বষ্টা, বিষ্ণু ও ধাতা নামে আদিত্যেরা (দ্রঃ) ক্রমিক অবস্থান করেন। মাস অনুসারে এই নামের উল্লেখ সব গ্রন্থে সমান নয়। সূর্যের রথে সূর্য ছাড়াও অপ্সরা, নাগ, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব ও ঋষি ও অবস্থান করেন। ঋষিরা সূর্যের স্তব করেন। গন্ধর্বরা গান শোনান, অপ্সরা নাচে, রাক্ষস প্রহরী, সর্প অশ্বদের প্রস্তুত করে, যক্ষ বল্গা ধরেন এবং বালখিল্যেরা সূর্যকে ঘিরে অবস্থান করেন। বৈশাখ ইত্যাদি ক্রমিক মাসে অপ্সরা থাকেন পুঞ্জিকস্থলা, মেনকা, সহজন্যা, প্রম্লোচা, অনুম্লোচা, ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, উর্বশী, পূর্বচিত্তি, তিলোত্তমা রম্ভা ক্রতুস্থলা। নাগ থাকেন কচবীর, তক্ষক, নাগ, এলাপত্র, শঙ্খপাল, ধনঞ্জয়, ঐরাবত, মহাপদ্ম, কর্কোটক, কম্বল, অশ্বতর, বাসুকি; যক্ষ থাকেন রথৌজস্, রথাশ্ব, চিত্ররথ, স্রোতস্, আপূরণ, সুষেণ, সেনজিৎ, তার্ক্ষ্য অরিষ্টনেমি, ঋতজিৎ, সত্যজিৎ, রথভৃৎ। রাক্ষস থাকেন প্রহেতি, পৌরুষেয়, রথ, সর্পী, ব্যাঘ্র, বাত, আপ, বিদ্যুৎ, স্ফূর্জ, ব্রহ্মোপেত, যজ্ঞোপেত। গন্ধর্ব থাকেন নারদ হাহা, হুহু, বিশ্বাবসু, উগ্রসেন, বসুরুচি, বিশ্বাবসু, চিত্রসেন, উর্ণায়ু, ধৃতরাষ্ট্র, সুবচস ও তুম্বুরু এবং ঋষি থাকেন যথাক্রমে পুলহ, অত্রি, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরস, ভৃগু, গৌতম, ভরদ্বাজ, কশ্যপ, ক্রতু, জমদগ্নি, বিশ্বামিত্র, পুলস্ত্য।

সূর্যের স্ত্রী সংজ্ঞা (দ্রঃ) ও ছায়া (দ্রঃ)। সংজ্ঞার ছেলে বৈবস্বত মনু, যম ও মেয়ে যমুনা। ছায়ার ছেলে সাবর্ণি মনু, শনি ও মেয়ে তপতী। পরে অশ্বীরূপা সংজ্ঞার গর্ভে অশ্বিনী কুমার দ্বয়ের জন্ম। অন্য ছেলে রেবন্ত, শ্রাদ্ধদেব, কর্ণ, সুগ্রীব।

সংজ্ঞা এক বার সূর্যের তেজ সহ্য করতে না পেরে পিতার কাছে ফিরে যান বিশ্বকর্মা বকাবকি করে মেয়েকে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সংজ্ঞা আসেন না। সূর্য তখন সংজ্ঞাকে খুঁজতে থাকেন এবং অশ্বীরূপধারী সংজ্ঞাকে খুঁজে বার করে মিলিত হন। অন্য মতে ছায়ার সঙ্গে যমের কলহ হলে সংজ্ঞা পালিয়ে গেছেন সূর্য জানতে পারেন। সূর্য এই অশ্বী সংজ্ঞাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁর তেজ কিছুটা প্রশমিত করবেন এবং করেও ছিলেন। অন্য মতে সংজ্ঞার অনুরোধে বিশ্বকর্মা সূর্যকে ভ্রমি-যন্ত্রে চাপিয়ে তাঁর অষ্টমাংশ কেটে পৃথিবীতে ফেলে দেন। এই কেটে ফেলা অংশ থেকে বিশ্বকর্মা বিষ্ণুর চক্র, শিবের ত্রিশূল, ব্রহ্মার শক্তি, কুবেরের পুষ্পক, কার্তিকের পাশ ইত্যাদি বহু অস্ত্র নির্মাণ করেছিলেন। বিবস্বানের ছেলে বৈবস্বত মনু থেকে ইক্ষ্বাকু বা সূর্যবংশ উৎপন্ন। ঘোড়ার রূপ ধরে সূর্য যাজ্ঞবল্ক্যকে (দ্রঃ) শুক্ল যজুর্বেদ দান করেন। সত্রাজিৎকে স্যমন্তক (দ্রঃ) মণি দিয়েছিলেন। রাবণ দিগ্বিজয়ে বার হয়ে মেরুপর্বতে রাত কাটান। সকালে উঠে সূর্যকে আক্রমণ করবেন বলে দূত হিসাবে প্রহস্তকে পাঠান। প্রহস্ত সূর্যের দ্বারী পিঙ্গল ও দণ্ডীকে সংবাদ জানান। সূর্য তখন দণ্ডীকে দিয়ে বলে পাঠান যুদ্ধ করবার তাঁর সময় নাই; হার-জিৎ তাঁর কাছে সমান। এর ফলে রাবণ নিজেকে জয়ী ঘোষণা করেন। কীচকের হাত থেকে রক্ষার জন্য (মহা ৪।১৪।২০) দ্রৌপদী সূর্যের আরাধনা করলে দ্রৌপদীকে (দ্রঃ) রক্ষার জন্য সূর্য একজন রক্ষকে নিযুক্ত করেছিলেন। সূর্য এক বার যজ্ঞ করে পুরোহিত বশিষ্ঠকে দক্ষিণ দিক দক্ষিণা হিসাবে দান করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রে কর্ণ ও অর্জুনের যুদ্ধের সময় কর্ণ জিতবে বলে গর্ব করেছিলেন। ব্রাহ্মণ মহাপদ্ম বেদ শিক্ষার জন্য গুরু খুঁজছিলেন। এক জন মুনি নাগ পদ্মনাভের সঙ্গে দেখা

করতে বলেন। পদ্মনাভ তখন সূর্যের রথে অবস্থান করছিলেন; ব্রাহ্মণ উপবাস করে গঙ্গা তীরে অবস্থান করতে থাকেন। ইতিমধ্যে পদ্মনাভ ফিরে আসেন এবং পদ্মনাভের উপদেশে উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করে স্বর্গে যান। দেবাসুরের যুদ্ধে রাহুর হাতে সূর্য আহত হয়ে পড়ে গেলে জগৎ অন্ধকার হয়ে যায়; অত্রি তখন সূর্যকে সুস্থ করেন। সূর্যের সঙ্গে এক বার ইন্দ্রের (দ্রঃ) যুদ্ধ ও হয়েছিল। দ্রঃ বৃহস্তারা, শিলাবতী, অণিমাণ্ডব্য, রাহু, জমদগ্নি।

(২) এক জন অসুর। কদ্রু কশ্যপ সন্তান। এই অসুর পরে রাজা দর্শ হয়ে জন্মান।

সূর্যকেতু—এক জন দৈত্য। স্বর্গ জয় করে ইন্দ্র ইত্যাদিকে তাড়িয়ে দিলে ইন্দ্র অযোধ্যার রাজা পুরঞ্জয়ের সাহায্য চান। রাজা সর্ত করেন ইন্দ্র বৃষ হলে এই বৃষের ককুদের ওপর বসে তিনি যুদ্ধ করবেন। যুদ্ধে দৈত্য নিহত হন; রাজার নাম হয় ককুৎস্থ।

সূর্যদত্ত—শতানীক। বিরাটের ভাই। বিরাটের গোধন উদ্ধার করতে গিয়ে দ্রোণের হাতে মৃত্যু।

সূর্যবংশ—সূর্যের (দ্রঃ) নাতি ইক্ষ্বাকুর বংশ। এক শাখা অযোধ্যাতে রাজত্ব করতেন। ইক্ষ্বাকুর ছেলে নিমি থেকে আর একটি শাখা মিথিলাতে রাজত্ব করতেন।

সূর্যবর্মা—ত্রিগর্ত রাজা। জয়বর্মা ও কেতুবর্মা দুই ভাই। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধের ঘোড়া ধরলে অর্জুনের হাতে নিহত হন।

সূর্যা—সূর্যের মেয়ে। ঋক্‌বেদে এক জন মন্ত্রকার ঋষি।

সৃঞ্জয়—ইক্ষ্বাকু বংশে রাজা শিত্যের ছেলে। দ্রঃ সোমদত্ত। নারদ ও পর্বত মুনি এঁর বন্ধু, দুজনে এর প্রাসাদে অতিথি হয়ে কিছু দিন ছিলেন। সৃঞ্জয়ের সুন্দরী মেয়ে শুচিস্মিতাকে নারদ (দ্রঃ) ও পর্বত দুজনেই দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। নারদ একদিন রাজার কাছে বিয়ের প্রস্তাব তোলেন; পর্বত ঋষিও বিয়ে করতে চাইছিলেন; নারদের প্রস্তাবে পর্বত ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দেন নারদ ইচ্ছামত কোনদিন আর স্বর্গে যেতে পারবেন না। নারদ ও শাপ দেন পর্বত নারদের সঙ্গে ছাড়া কোন দিন স্বর্গে যেতে পারবেন না। সৃঞ্জয় এঁদের শান্ত করেন। দুজনেই এর পর রাজার কাছে বাস করতে থাকেন। সৃঞ্জয়ের কোন ছেলে ছিল না, নারদকে দুঃখের কথা জানালে নারদ বর দেন সুবর্ণষ্ঠীবী (দ্রঃ) নামে একটি ছেলে হবে এবং সমস্ত প্রাসাদ সোনাতে ভরে যাবে। নারদের কথা পূর্ণ হয়। এই ছেলের মল, মূত্র, ক্লেদ, স্বেদ সব কিছুই স্বর্ণময়। এই ছেলে প্রথমে দস্যুদের হাতে মারা যায়, দস্যুরাও নিজেরা মারামারি করে মরে; নারদ বালককে জীবিত করে দেন। আর এক বার সুবর্ণষ্ঠীবীকে (দ্রঃ) ইন্দ্র হত্যা করেন। রাজা আবার কাতর হয়ে পড়লে নারদ ১৬টি রাজার কাহিনী শুনিয়ে শান্ত করেন এবং ছেলেটিকে আবার জীবিত করে দেন।

সৃষ্টি—সত্ত্ব, রজ ও তম তিনটি গুণ। এই তিনটি গুণ যোগে সব কিছু বস্তুর সৃষ্টি। দৃশ্য বস্তু সবই ক্ষণস্থায়ী। ঈশ্বর নির্গুণ। জ্ঞানের দ্বারা এই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যায়। তমগুণ থেকে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের উৎপত্তি।

জলে ভাসমান বটের পাতাতে বিষ্ণু শুয়ে শুয়ে ভাবছিলেন আমি কে,

কোথা থেকে এলাম, আমার কি কাজ ইত্যাদি ; এমন সময় দৈববাণী হয় 'আমি ছাড়া সবই অনিত্য।' এর পর দেবী দেখা দিয়ে জানান সর্বশক্তিমান নির্গুণ ব্রহ্ম যখন সৃষ্টি করতে চান তখন প্রথমে নারায়ণের জন্ম হয়। বিষ্ণুর গুণ সত্ত্ব। বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মা জন্মাবেন ; তাঁর গুণ হবে রজ এবং ব্রহ্মার ভ্রূ-মধ্য থেকে শিব জন্মাবেন তাঁর গুণ হবে তম। তপস্যায় ব্রহ্মা সৃষ্টি করবার ক্ষমতা অর্জন করবেন এবং রজগুণের সংমিশ্রণে সব সৃষ্টি করবেন। বিষ্ণু এই সৃষ্টিকে রক্ষা ও কল্পান্তে শিব সব কিছু ধ্বংস এবং এই সব কাজে দেবী আদ্যাশক্তি সব সময় সাহায্য করবেন।

এই ভাবে ব্রহ্মার সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মা তার পর আরো নতুন কিছু সৃষ্টি করার কথা ভাবছিলেন। এই সময় ব্রহ্মার অজ্ঞাতে অবিদ্যার জন্ম হয়। এর পর ব্রহ্মা উদ্ভিদ এবং তার পর জীব জন্তু সৃষ্টি করেন :-এটি তির্যক স্রোত। এর পর ঊর্ধ্ব-স্রোত সৃষ্টি করেন, এঁরা দেবতা, সত্ত্বগুণান্বিত। এর পর অর্বাক স্রোত সৃষ্টি করেন : এরা সত্ত্ব, রজ, তম গুণান্বিত ; এরা মানুষ। এর পর ব্রহ্মা তম গুণ থেকে অসুরদের সৃষ্টি করেন এবং অসুর সৃষ্টি করে নিজের মধ্য থেকে তম গুণ বার করে দেন : এই পরিত্যক্ত তম গুণ রাত্রিতে পরিণত হয়। এর পর ব্রহ্মার মুখমণ্ডল থেকে সত্ত্বগুণ সম্পন্ন দেবতারা জন্মান ; এবং এই সত্ত্বগুণকে দেহ থেকে বাইরে ত্যাগ করলে এই সত্ত্বগুণ উজ্জ্বল দিবসে পরিণত হয়। এর পর পিতৃগণ জন্মান এবং সন্ধ্যার সৃষ্টি হয়। এর পর ব্রহ্মা রজগুণ গ্রহণ করে মানুষ সৃষ্টি করেন এবং এই রজগুণ পরিত্যাগ করলে এটি ঊষাতে পরিণত হয়। এর পর রজগুণের প্রভাবে ব্রহ্মা ক্ষুধিত হয়ে পড়েন এবং অন্ধকারেই কিছু জীব সৃষ্টি করেন। এরা সকলে ব্রহ্মার দিকে ছুটে যায় ; এদের মধ্যে কয়েক জন বলে রক্ষামঃ ফলে এরা হল রাক্ষস বাকি যারা বলেছিল যক্ষামঃ—অর্থাৎ খাব তারা হয়েছিল যক্ষ। এই সব রাক্ষস ও যক্ষদের দেখে ব্রহ্মা বিরক্ত হয়ে পড়েন ; মাথা থেকে সমস্ত কেশ খসে পড়ে এবং কেশগুলি আবার মাথাতে গিয়ে যুক্ত হয়েছিল এগুলি সর্প। এর পর ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হয়ে কিছু সৃষ্টি করেছিলেন এরা পিশিতাশন নামে পরিচিত। এর পর ব্রহ্মা গান করতে থাকেন এবং গন্ধর্বরা জন্মান। এর পর ব্রহ্মা নিজের বয়স/শক্তি থেকে পাখীদের, তারপর বক্ষ থেকে মেষ এবং মুখ মণ্ডল থেকে ছাগ, পার্শ্বদেশ থেকে গরু, পা থেকে অশ্ব, হস্তী, গাধা, বৃষ, হরিণ উট ইত্যাদি এবং কেশ থেকে ফল ও কন্দ দায়ী উদ্ভিদ সৃষ্টি করেন। এর পর চারটি মুখ থেকে বেদ, ছন্দ ও যজ্ঞ ইত্যাদি সৃষ্টি করেন।

এর পর ব্রহ্মা দেখলেন যাদের তিনি সৃষ্টি করেছেন তারা ঠিক বাড়ছে না। তখন তিনি প্রথমে সনকাদির (দ্রঃ) সৃষ্টি করেন। এর পর ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরস, মরীচি, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠকে সৃষ্টি করলেন ; এঁরা প্রজাপতি। এই সনকরা এবং ভৃগুরা এঁরা সকলেই ব্রহ্মার মানসপুত্র। এর পর খ্যাতি, প্রীতি ক্ষমা, শান্তি, শ্রদ্ধা, সন্নতি, ও প্রসূতি অনসূয়া ঊর্জা, নয়টি নারীকে সৃষ্টি করে প্রজাপতিদের সঙ্গে যথাক্রমে বিয়ে দেন। সনকরা বিয়ে করে সৃষ্টি কার্যে জড়িয়ে পড়তে চান নি ; ফলে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁর ভ্রূমধ্য থেকে শিবের জন্ম হয়েছিল। এর পর ব্রহ্মা স্বায়ম্ভুব মনুকে সৃষ্টি করে ছিলেন এবং এঁর ওপর প্রজাদের রক্ষার ভার দিয়েছিলেন। স্বায়ম্ভুব মনু বিয়ে করেন বোন শতরূপাকে ছেলে উত্তানপাদ ও প্রিয়ব্রত এবং মেয়ে

হয় প্রভৃতি (দ্রঃ) ও আকুতি।
সৃষ্টি তত্ত্ব—সৃষ্টি/বিশ্ব জগৎ নষ্ট হয়ে যায় এবং আবার হয়। ব্রহ্মা (আয়ু ১২০ ব্রহ্ম বর্ষ) নিজেও মারা যান আবার নতুন ব্রহ্মার সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মার জীবন কালকে মহাকল্প বলা হয়। দ্রঃ কাল, কল্প। ব্রহ্মার দিবাভাগ এক কল্প ; এবং অহোরাত্র মিলে দুটি কল্প। প্রতি দিবা-ভাগে বা দিবা কল্পে ১৪-টি মনু শাসন করেন। প্রতি মনুর শাসন কালকে একটি মন্বন্তর বলা হয়। প্রতি মন্বন্তরে ৭১টি দেব যুগ। ব্রহ্মা যখন ঘুমান অর্থাৎ প্রতি রাত্রিরূপ কল্পে প্রলয় হয় এবং ব্রহ্মা মারা গেলে অর্থাৎ ১২০ ব্রহ্মবর্ষ পরে মহাপ্রলয় আসে। প্রলয় এক কল্পব্যাপী এবং মহাপ্রলয় এক মহাকল্প অর্থাৎ ১২০ ব্রহ্মবর্ষ ব্যাপী।

প্রথম সৃষ্টি মহৎ-তত্ত্ব=ব্রহ্মা। দ্বিতীয় সৃষ্টি তন্মাত্র ভূতসর্গ। তৃতীয় সৃষ্টি বৈকারিক সর্গ=ঐন্দ্রিয়িক সর্গ। এই তিন রকম সৃষ্টিকে নিয়ে বলা হয় প্রাকৃত সৃষ্টি সর্গ। প্রাকৃত সর্গ আবার তিন ধরণের :-নিত্য, নৈমিত্তিক ও দৈনন্দিন। ৪র্থ সর্গ =মুখ্য সর্গ। ৫ম সর্গ তির্যক যোনি সৃষ্টি। ৬ষ্ঠ সর্গ=উর্দ্ধগ স্রোত=দেবসর্গ। ৭ম সর্গ=অর্বাক স্রোত=মানুষ সর্গ। ৮ম সর্গ=অনুগ্রহ সর্গ। ৯ম সর্গ=কৌমার সর্গ।
সেতুবন্ধন—দ্রঃ সমুদ্র শাসন। নল প্রথম দিন ১৪; দ্বিতীয় দিন ২০ তৃতীয় দিনে ২১, চতুর্থ দিনে ২২, পঞ্চম দিনে ২৩ যোজন লম্বা সেতু তৈরি করেন (রামা ৬।২২।৬৮)। ১০০ যোজন দীর্ঘ ও দশ যোজন চওড়া ছিল। যেখান থেকে সেতু আরম্ভ হয়েছিল সেই স্থানটি সেতুবন্ধ রামেশ্বর নামে পরিচিত।
সেন—রাজা ঋষভের ছেলে। সেনের ১২টি ছেলে (ভাগব)।
সেনজিৎ—রাজা বিষাদের ছেলে। সেনজিতের ছেলে রুচিরাশ্ব, দৃঢ়হনু, কাশ্য ও বৎস। বায়ু ও বিষ্ণু পুরাণে বিশ্বজিতের ছেলে।
সেনাবিন্দু—(১) তুহুণ্ড অংশে জন্ম এক জন ক্ষত্রিয় রাজা। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে ছিলেন। অর্জুন এঁকে পরাজিত করে রাজসূয় যজ্ঞের কর আদায় করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব দলে ছিলেন। কৃষ্ণ বা ভীমের মত যোদ্ধা। কর্ণ পর্বে মারা যান। (২) পাঞ্চাল আগত এক যোদ্ধা। পাণ্ডব পক্ষে। কর্ণের হাতে মৃত্যু।
সেনানী—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে। ভীমের হাতে মৃত্যু।
সেরু—বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মবাদী এক ছেলে।
সৈন্ধবায়ন—বিশ্বামিত্রের ছেলে। বেদের প্রবক্তা (মহা ১৩।৪।৫০)।
সৈরিন্ধ্রী—এরা রাজ অন্তঃপুরে নারীদের কেশ সংস্কারের কাজে নিযুক্তা থাকতেন। দ্রঃ দ্রৌপদী।
সোদর্য্যবান—ইন্দ্রের একটি রথ ; দুজনে বসে যুদ্ধ করা যেতে পারত। ইন্দ্র উপরিচর বসুকে দিয়েছিলেন, তাঁর থেকে বৃহদ্রথ এবং বৃহদ্রথ থেকে জরাসন্ধ পান। জরাসন্ধের পর ইন্দ্র আবার রথ ফিরে পান।
সোম—ঋক্‌বেদ অনুসারে এক প্রকার গুল্ম বা লতা। সার্কোষ্টেমা বিমিনালিস্ বা এসক্লেপিয়াস্ এসিডা। এর রস আর্যদের অতি প্রিয় পানীয় ছিল। উত্তেজক রস। পূজার সময় দেবতারা সোমরসে পূজিত হতেন। যজ্ঞে প্রধান আহুতি ছিল। ঋক্‌বেদে সমস্ত নবম মণ্ডল সোমের স্তবে পরিপূর্ণ। সোম

বন্দনার সূক্ত সংখ্যা ১২০। অপর ছয়টি সূক্তে সোমকে ইন্দ্র, অগ্নি, পূষা ও রুদ্রের সঙ্গে স্তব করা হয়েছে। এই সোম সর্বশক্তিমান, সর্বরোগ নাশক ও ধর্মরত্ন প্রদায়ক। সোম দেবতা পীত বা অরুণ বা হরিৎ; সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল। সোম কবি, ও সুকর্মা, বিদ্বান, সর্বদর্শী, সহস্রচক্ষু, পবমান ও বলবান। সোম বৃত্রহা এবং অমর। এঁর হাতে ভয়ানক তীক্ষ্ণ অস্ত্র। এঁর অপর অস্ত্র পাশ। ধনু থেকে ইনি সহস্র সূচীমুখ বাণ নিক্ষেপ করে শত্রু বিনাশ করেন। বায়ুর রথের অশ্বের মত তাঁর অশ্ব। ইন্দ্রের সঙ্গে সোম এক রথে থাকেন। মরুৎগণ সোমকে ঘিরে থাকেন। সোমরস শুভ্র, টক মত ও মাদক। এই রস বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত হয় বলে নাম ইন্দু। সোমের জন্মস্থান মুজবান পর্বত। শ্যেনপক্ষী স্বর্গ থেকে সোম অপহরণ করে এনেছিলে। পাহাড় থেকে সোমকে শকটে করে যজ্ঞ স্থানে আনা হত। রস বার করার জন্য সোম প্রতপ্ত করে যজ্ঞ স্থানে পাথর বা লোহা দিয়ে ছেঁচে সোমরস বার করার প্রথা ছিল। দু হাতে দশ আঙুল দিয়ে চেপে এই রস বার করে নিয়ে তনা নামে মেষলোম ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে দুধ মিশিয়ে পান করা হত। যজ্ঞের সময় হোতা ও তাঁর সহকারীরা সোমের প্রশংসার মন্ত্র পাঠ করতেন। উদ্গাতা ও তাঁর সহকারীরা সাম মন্ত্রে এঁর স্তব পাঠ করতেন। ঋষিরা বলেছেন এই সোম অমর্ত্যদেব, চির নবীন, শিশু, জ্যোতির্ময় গন্ধর্ব, আকাশের উর্দ্ধভাগে অবস্থিত। নবীন যুবা বিশ্বজয়ের জন্য জন্মেছেন, দিব্যরূপে রূপবান, মানুষের প্রতি কৃপালু এবং জগতের আয়ু স্বরূপ। এই রস পান করলে অমর হয়; অঙ্গের বিকলতা যায়। ইন্দ্রের পানীয়। সোম বলে বলীয়ান ইন্দ্র বৃত্রকে সংহার করেন। ঋক্‌বেদ মতে এই সোম স্বর্গ, পৃথিবী, দিবা, রাত্রি, ধেনু ও জল সৃষ্টি করেন ও ধারণ করেন। ঋক্‌বেদে কতকগুলি সূক্তে সোম চন্দ্রের নামান্তর : ও চন্দ্রের সঙ্গে অভিন্ন রূপে স্তুত হয়েছেন। পৌরাণিক যুগে সোম চন্দ্র।

(২) ভানু ও তৃতীয় স্ত্রী নিশার ছেলে সোম ও অগ্নি; মেয়ে রোহিণী। (৩) এক জন বসু। (৪) জরাসন্ধের ছেলে সোম, তূর্য, সহদেব, শ্রুতশ্র।

সোমক—(১) পাঞ্চালে পুরুবংশে রাজা সহদেবের ছেলে। স্ত্রী একশ। বৃদ্ধ বয়সে জন্তু নামে এক ছেলে হয়। ছেলের জন্য রাজা সব সময়েই চিন্তিত থাকতেন। শেষ কালে এক দিন পুরোহিত ও মন্ত্রীদের নিজের উদ্বেগের কথা জানান। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী সকলেরই প্রচুর বয়স হয়েছে· সেই জন্য শতপুত্র লাভ করতে হলে কি করা যেতে পারে উপদেশ চান। পুরোহিতরা জানান যজ্ঞ করে যজ্ঞে জন্তুকে আহুতি দিলে শত পুত্র লাভ হতে পারে। জন্তুও আবার তার মায়ের কাছে এসে জন্মাতে পারবে এবং তার গায়ে বাঁদিকে সোনালি একটি চিহ্ন থাকবে। রাজা সম্মত হন এবং স্ত্রীদের কাছ থেকে জন্তুকে জোর করে নিয়ে এসে তাকে হত্যা করে হোমকরা হয়। এই হোমের গন্ধ আঘ্রাণ করে রাজপত্নীরা গর্ভবতী হয়ে শতপুত্র প্রসব করেন। রাজা সোমকের ও পুরোহিতদের মৃত্যু হলে এই যজ্ঞ করার জন্য পুরোহিতরা নরকে যান। রাজা তখন যমের কাছে গিয়ে পুরোহিতদের মুক্তি চান এবং নিজে সে জায়গায় নরক ভোগ করতে রাজি আছেন জানান। কিন্তু যম রাজি না হলে রাজা পুরোহিতদের সঙ্গে নিজেও নরক ভোগ করতে থাকেন। (২) কৃষ্ণের স্ত্রী কালিন্দীর ছেলে। ইনি প্রদ্যুম্নের সঙ্গে দিগ্বিজয়ে গিয়েছিলেন।

সোমকীর্তি—ধৃতরাষ্ট্রের এক ছেলে।

সোমদত্ত—কুরুবংশে রাজা বাহ্লীকের ছেলে। সোমদত্তের ছেলে ভূরি, ভূরিশ্রবা ও শল। দেবকীর স্বয়ংবরে ছিলেন এবং এখানে শিনিকে বাধা দিতে গিয়ে শিনির কাছে পরাজিত হন। শিনি সকলের সামনে লাথি মারেন। অপমানে মহাদেবের আরাধনা করে একটি সন্তান চান: এই ছেলে যেন সকলের সামনে শিনির ছেলেকে পদাঘাত করতে পারে। কুরুক্ষেত্রে সোমদত্তের ছেলে এই প্রতিশোধ নিয়েছিল। কৌরব পক্ষে ছিলেন; সাত্যকির হাতে মৃত্যু। (২) ইক্ষ্বাকু বংশে সঞ্জয়>সহদেব>কৃশাশ্ব> সোমদত্ত। পাঞ্চালের রাজা।

সোমদা—গন্ধর্ব কন্যা, নর্তকী; দ্রঃ চূলি।

সোমপা—এক জন পিতৃদেব।

সোমপুর—পাহাড় পুর (দ্রঃ)।

সোমা—অপ্সরা।

সৌতি—সূত বংশে লোমহর্ষণের বিখ্যাত ছেলে। নাম উগ্রশ্রবা। সূত পুত্র বলে নাম হয় সৌতি। এঁর কাজ ছিল পুরাণ কথন। জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে বৈশম্পায়নের মুখে মহাভারত শুনেছিলেন। নৈমিষারণ্যে মুনিদের ইনি মহাভারত শোনান। জয় নামক মূল গ্রন্থকে সৌতি মহাভারতের (দ্রঃ) আকারে রূপ দেন এবং হরি বংশ রচনা করেন। সূত-রা ছিলেন রথ চালক। জীবন ভর এবং বংশানুক্রমে দেশে দেশে রথ নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হত। ফলে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কাহিনী শোনা ও সংগ্রহ করা এবং এগুলিকে সময়ে সময়ে রোমহর্ষণ কাহিনীতে পরিণত করে অপরকে শোনান এঁদের জীবিকার স্বাভাবিক আর একটি দিক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সূত-রা রথ চালক অর্থাৎ গাড়োয়ান। ফলে এদের বিবৃত কাহিনীতে ইতিহাস, রূপকথা, এবং বহু রোমাঞ্চকর তথা অশ্লীল কাহিনী ছড়িয়ে রয়েছে; সত্যমিথ্যা ছিল এদের কাছে অবান্তর। দ্রঃ শিবলিঙ্গ।

সৌদাস—কল্মাষপাদ (দ্রঃ)।

সৌবল—(১) দুর্যোধনের মামা শকুনির দ্বিতীয় নাম। (২) বৈশ্য সৌবলের মেয়ে সৌবলী; ধৃতরাষ্ট্রের দ্বিতীয়া স্ত্রী।

সৌভ—রাজা শাল্বের বিমান। কৃষ্ণ এই রাজাকে ও বিমানটিকে ধ্বংস করেন।

সৌভর—বচসের অংশে জন্ম একটি অগ্নি।

সৌভরি—(১) এক মুনি। যমুনার জলে দীর্ঘকাল ডুবে থেকে তপস্যা করতেন। একদিন এই ভাবে তপস্যা করতে করতে মীনরাজের মৈথুন ক্রীড়া দেখে আনন্দিত ও কামার্ত হয়ে পড়েন। এই সময়ে ইক্ষ্বাকু বংশে তিনটি ছেলে ও পঞ্চাশটি মেয়ে ছিল। সৌভরি জল থেকে উঠে তৎক্ষণাৎ মান্ধাতার কাছে গিয়ে একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চান। মান্ধাতা সম্মত হন না; মেয়েদের স্বয়ংবর করবেন জানান। সৌভরি বুঝতে পারেন জরাগ্রস্ত হয়েছেন বলে রাজা তাঁকে কৌশলে প্রত্যাখ্যান করছেন। সৌভরি তখন তপস্যার বলে উজ্জ্বল যৌবন ফিরে পান এবং রাজ অন্তঃপুরে গিয়ে হাজির হলে মান্ধাতার মেয়েরা সকলেই এঁকে বিয়ে করেন। সৌভরি তখন ৫০টি স্ত্রী নিয়ে পঞ্চাশটি প্রাসাদে বাস করতে থাকেন। গৃহাশ্রমে এই ভাবে ভোগ লালসা বেড়ে

যেতে থাকে। প্রতিটি স্ত্রীর ১০০ করে ছেলে হয়। এই সময় এক ঋষি এসে তাঁকে সচেতন করে দিয়ে গেলে সৌভরি বুঝতে পারেন তাঁর তপস্যার সমস্ত ফল নষ্ট হয়ে গেছে। অনুতপ্ত হয়ে সৌভরি সংসার ছেড়ে দিয়ে আবার তপস্যায় রত হন এবং তপস্যা করে পরম ব্রহ্মে লীন হয়। স্ত্রীরাও বৈরাগ্য পথের পথিক হন।

(২) বিন্ধ্য পর্বতে এক জন মুনি। অশ্বমেধের ঘোড়া নিয়ে অর্জুন এখানে এলে উদ্দালকের শাপে অভিশপ্ত চণ্ডীর কাহিনী শোনান; অর্জুন চণ্ডীকে শাপ মুক্ত করেন (জৈমিনি)।

সৌভরী—দ্রঃ সুরভি।

সৌমনস্—(১) একটি দিক্‌গজ। (২) একটি পর্বতচূড়া; বামন একটি পা এই শিখরে একটি পা সুমেরু শিখরে ও একটি পা বলির মাথায় স্থাপন করেছিলেন।

সৌরাষ্ট্র—শাক্ত সংগম তন্ত্রে আছে কোঙ্কন থেকে হিঙ্গলাজ পর্যন্ত ১০০ যোজন বিস্তৃত এই দেশ। ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত। অপর নাম গুর্জর। মোটামুটি কাথিয়াবাড় উপদ্বীপের দক্ষিণ ভাগ।

স্কন্দ—কার্তিকেয়।

স্কারদু—৩৫°৭´উ × ৭৫°৬´ পূর্ব: সমুদ্র থেকে ২২৭৫ মি উচে শহর। সিন্ধু নদের সঙ্গে সাইওক নদের সংগমের উপর সিন্ধু নদের ধারে এই শহর প্রাচীন বালটিস্থানের রাজধানী।

স্তম্ভন—তান্ত্রিক ষট্‌কর্মের একটি। কার্যকারিতা শক্তি ইত্যাদির রোধক ক্রিয়া। দেবতা রমা।

স্তম্ভ—ভানু নামে অগ্নির ছেলে।

স্তূপ—বুদ্ধের ভস্ম, অস্থি, কেশ, দন্ত অথবা ব্যবহৃত বস্তুর ওপর নির্মিত স্তূপকে বৌদ্ধ শিল্পে স্তূপ বলা হয়। চৈত্যগৃহ আসলে মন্দির এবং ভেতরে নির্মিত স্তূপ হচ্ছে পূজা বেদী। স্তূপ তিন ধরণের: কোন বুদ্ধের দেহের কোন অংশ নিয়ে তার ওপর নির্মিত স্তূপ শারীরিক স্তূপ; কোন বুদ্ধ যেখানে কিছুদিন ছিলেন বা বিশেষ কিছু করেছিলেন সেই স্থানে নির্মিত স্তূপকে পারিভোগিক স্তূপ; এবং কোন উদ্দেশ্য বশত যে স্তূপ/চৈত্য নির্মিত হয় তাকে ঔদ্দেশিক স্তূপ বলা হয়। বিহার শ্রমণদের বাসস্থান মাত্র।

স্থাণু—(১) প্রাণের উৎপত্তি ও স্থিতির কারণ এবং সমাধি দ্বারা সাক্ষীরূপ হয়েও অধিকৃত হয়ে যিনি অবস্থিত অর্থাৎ শিব। (২) ব্রহ্মার পুত্র স্থাণু/শিব, স্থাণুর ছেলে একাদশ রুদ্র। (৩) নীললোহিত রুদ্রকে ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করতে নিষেধ করলে তিনি 'স্থিতোঽস্মি' বলে সৃষ্টি করতে বিরত হন। ফলে নাম হয় স্থাণু। দ্রঃ রুদ্র। (৪) এক জন মুনি।

স্থাপত্য—মহেঞ্জোদড়োতে ভারতীয় স্থাপত্য বেশ উন্নত ধরণের ছিল। সাধারণত এখানে উঠানের তিনপাশে রান্নাঘর, অতিথিশালা ও ভৃত্যদের ঘর থাকত। প্রবেশ দ্বারের পাশে শৌচাগার ও স্নানাগার থাকত। স্নানাগার খুবই প্রশংসনীয় ছিল। জল বার হয়ে যাবার ভাল নর্দমা ছিল। দ্বিতল বাড়িতে দোতলা সবটাই শোবার ঘর রূপে ব্যবহৃত হত।

বৈদিক যুগে মনে হয় দেওয়ালগুলি শরের ওপর মাটির প্রলেপ দিয়ে তৈরি

৩ত ; ছাদ হত তৃণাচ্ছাদিত। বৃহৎ অট্টালিকা ও পাথরের তৈরি নগর ও দেওয়ালের উল্লেখ আছে কিন্তু বিবরণ কিছু জানা নাই। খৃ-পূ ৬ শতকে শিশুনাগ বংশের রাজা বিম্বিসারের রাজগৃহে একটি সহরের মস্ত বড় প্রাচীর এবং ভেতরে প্রাসাদ নির্মাণের বহু প্রমাণ পাওয়া গেছে। বৌদ্ধ স্থাপত্যের অভ্যুদয় প্রায় এই সময়েই হয় এবং চরম গৌরবের যুগ খৃ ৪-৫ শতক। এর পর গুপ্তযুগের স্থাপত্য ; এই স্থাপত্য কোন বিশেষ ধর্মকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠেনি। এবং এর ধারা খৃ ১৩ শতক পর্যন্ত চলেছিল। গুপ্তযুগের ধারা উড়িষ্যা, খাজুরাহ, রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্রের কোন কোন অংশে। ভুবনেশ্বর, কোণারক এবং পুরীর মন্দির-শিল্প পূর্ব ভারতে সমধিক উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন।

বিন্ধ্যের দক্ষিণ থেকে কুমারিকা পর্যন্ত দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্য (খৃ ৬ শতক—১৭-শ শতক) ছড়িয়ে রয়েছে। এই ধারার ৫টি ভাগ :-পল্লব ৬০০-৯০০ খৃ ; চোল ৯০০-১১৫০ খৃ ; পাণ্ড্য ১১৫০-১৩৫৫ খৃ ; বিজয় নগর ১৩৫৫-১৫৬৫ খৃ ; এবং নায়ক ১৭০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

স্থূল—বিশ্বামিত্রের এক ছেলে ; বেদের প্রবক্তা (মহা ১৩।৪।৫০)।

স্থূণাকর্ণ—দ্রঃ শিখণ্ডী।

স্থূলকেশ—এক জন মহর্ষি . সকলের মঙ্গল করতেন। গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর ঔরসে মেনকার একটি মেয়ে হয়। সদ্যোজাত শিশুকে এঁরা নদীতীরে ফেলে দেন এবং স্থূলকেশ মেয়েটিকে নিয়ে এসে পালন করেন। এই মেয়ে প্রমদ্বরা।

স্থূলশিরা—এক জন ঋষি। এক জন দানব, নাম দনু, সুপুরুষ ছিলেন কিন্তু রাক্ষস সেজে ঋষিদের ভয় দেখাতেন, ফলমূল কেড়ে নিতেন। ফলে স্থূলশিরা শাপ দেন ; দানব কুৎসিত হয়ে যান। এবং কাকুতি মিনতি করলে ঋষি বলেন রামচন্দ্র বনে এসে তার হাত কেটে দিয়ে তাকে অগ্নিসাৎ করলে পূর্বরূপ ফিরে পাবে। রামায়ণে কবন্ধ এই দনু।

স্ফোটবাদ—গো এই রূপ একটি শব্দ উচ্চারিত হলে প্রতিধ্বনি মত অন্য একটি নিঃশব্দ শব্দ জন্মায় ; এই সূক্ষ্ম গো শব্দই স্ফোট এবং এটি নিত্য। এরই সামর্থ্যে পশু বিশেষ প্রতীত হয়। শব্দতত্ত্বজ্ঞদের মতে এই স্ফোটই অক্ষর, পরাসত্তা বা শব্দব্রহ্ম। ইহা নিত্য ও অনাদি এবং ইহাই সমগ্র জগতের উদ্ভবস্থল। অক্ষর ব্রহ্ম থেকে শ্রবণযোগ্য শব্দ পর্যন্ত চারটি স্তর :-পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী। শব্দের সূক্ষ্মতম অবস্থা পরা, এর স্থান মূলাধার। এর পরবর্তী অবস্থা পশ্যন্তী, স্থান নাভি। পরা ও পশ্যন্তী দুটিই সূক্ষ্ম স্ফোট। এর থেকে স্থূলতর অবস্থা মধ্যমা, স্থান হৃদয়। মধ্যমার নাদ অংশই আন্তর স্ফোট ; এই অংশ মনোমাত্র গোচর। শব্দের স্থূলতম অবস্থা বৈখরী ; এটি বাহ্যস্ফোট এবং কর্ণগ্রাহ্য। সব কিছু মিলে ব্যাপক অর্থে স্ফোট আট রকম। শব্দ ব্রহ্মের উপাসনার দ্বারাই পরম ব্রহ্মকে লাভ করা যায়।

স্বন—সত্য নামে অগ্নির ছেলে। স্বন রোগ ঘটায়। (মহা ৩।২০৯।১৫)।

স্বধা—ক্ষীরোদ সমুদ্র থেকে উত্থিতা ; পিতৃপুরুষদের স্ত্রী। ভাগবত মতে দক্ষের মেয়ে। ব্রহ্ম বৈবর্তমতে ব্রহ্মার মানস কন্যা। ব্রহ্মা পিতৃদেবদের আহার্য ঠিক করেন শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে দেয় বস্তু ও তর্পণ। কিন্তু এঁরা এগুলি পাচ্ছিলেন না ; ক্ষুধার্ত হয়ে

পড়েছিলেন। ব্রহ্মা তখন এক সুন্দরী ও বিদুষী নারীকে সৃষ্টি করেন; ইনি স্বধা। ব্রহ্মা এই নারীকে পিতৃগণের হাতে তুলে দেন এবং ব্রাহ্মণদের বলে দেন এই স্বধার নাম করে দেয় বস্তু পিতৃগণকে দান করলে পিতৃগণ এই বস্তু লাভ করে পরিতৃপ্ত হবেন। এই জন্য পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে জলপিণ্ড দিতে হলে স্বধা নামটি উচ্চারণ করতে হয়। স্বধার দুটি মেয়ে মেনা ও ধারিণী; দুজনেই এঁরা বেদজ্ঞা।

স্বয়ম্প্রভা—মেরু সাবর্ণি ঋষির মেয়ে। কঠোর তপস্বিনী। ময় দানব নির্মিত হিরণ্ময় বনে ও স্বর্ণপুরী প্রাসাদের রক্ষাকর্ত্রী হিসাবে থাকতেন। সীতাকে খুঁজতে বানররা ঋক্ষবিল নামে এক প্রকাণ্ড গুহার মধ্যে ঢুকে এক আলোকিত বনে উপস্থিত হন এবং এঁর সামনে এসে পড়েন। হনুমান এঁর পরিচয় জানতে চাইলে স্বয়ম্প্রভা বলেন হেমা অন্য মতে রম্ভা নামে এক অপ্সরার প্রতি আসক্ত হয়ে ময় নামে এক দানব ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে মারা যান। এই ময়ই ব্রহ্মার বরে এই হিরণ্ময় বন ও প্রাসাদ তৈরি করেছিলেন। ব্রহ্মা তখন হেমাকে এই বিশাল হিরণ্ময় বনের অধিকারিণী করে দেন। সেই হেমার সখী স্বয়ম্প্রভা। এবং হেমার অনুরোধে তিনি এই বন রক্ষা করছেন। ক্ষুধার্ত হনুমানদেব ইনি প্রচুর খাদ্য ও পানীয় দেন এবং সেই গুহা থেকে নিমেষে উদ্ধার করে বিন্ধ্যগিরির প্রস্রবণ শৈল ও মহাসমুদ্রের (রামা ৪।৫৩।১২) কাছে পৌঁছে দেন। এই কাহিনীতে অনেক হেরফের আছে। আর এক মতে স্বয়ংপ্রভা ও সোমপ্রভা ময়ের দুই মেয়ে, বালিকা বয়সেই স্বয়ম্প্রভা সন্ন্যাসিনী হন। সোমপ্রভা নলকুবরের স্ত্রী।

স্বয়ম্বরা—অতি প্রাচীনকালে ভারতীয় রাজারা অন্যান্য রাজাদের নিমন্ত্রণ করে এদের মধ্য থেকে রাজকন্যাকে দিয়ে নিজের মনোমত স্বামী নির্বাচন করতে দিতেন। যে সব মেয়ের এই ভাবে বিয়ে হত তাদের স্বয়ম্বরা বলা হত। স্বয়ম্বর মোটামুটি তিন রকম :-(১) ইচ্ছা স্বয়ম্বর দময়ন্তীর বিবাহ; কোন সর্ত ছিল না : (২) সব্যবস্থা স্বয়ম্বর; সীতার বিবাহ, পাত্রের বিশেষ গুণ থাকা চাই, (৩) শৌর্য শুল্ক স্বয়ংবর; সুভদ্রার বিয়ে।

স্বয়ম্ভূ—আদিতে সৃষ্টির কামনায় ভগবান বিষ্ণু জল সৃষ্টি করে তার মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের বীজ নিক্ষেপ করেন। এই বীজ থেকে এক সুবর্ণ অণ্ড তৈরি হয়ে ভাসতে থাকে। এই অণ্ডে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। ফলে ব্রহ্মার এই নাম।

স্বয়ম্ভূনাথমন্দির—কাঠমণ্ডু (দ্রঃ)।

স্বয়ংবেদী—এক জন অপ্সরা।

স্বরোচিষ—রাজা দ্যুতিমান ও বরুথিনীর ছেলে। বিদ্যাধর মন্দার-এর মেয়ে বিভাবরীর কাছে থেকে সমস্ত প্রাণীর ভাষা শেখেন এবং যক্ষ পর-এর মেয়ে কলাবতীর কাছে পদ্মিনী বিদ্যালাভ করেন। স্বরোচিষের তিন স্ত্রী মনোরমা, বিভাবা, ও কলাবতী এদের তিন ছেলে বিজয়, মেরুমন্দ ও প্রভাব। পরে বনদেবীর গর্ভে এক ছেলে হয় স্বারোচিষ; অপর নাম দ্যুতিমান।

স্বর্গ—দেবতাদের বাসস্থান। সৎকর্ম অনুসারে মানুষ স্বর্গে যান। এখানে গেলে মুক্তি হয় না। পুণ্যফলের শেষে আবার জন্মাতে হয়। স্বর্গে নারদ, বিশ্বমিত্র, বশিষ্ঠ ইত্যাদি প্রজাপতিরাও বাস করতেন। ঋষিরা দেবতাদের পুরোহিত এবং প্রজাপতিরা

উপাসক। এ ছাড়াও স্বর্গে অপ্সরা, গন্ধর্ব, কিন্নর ইত্যাদি এবং গরুড় ইত্যাদি বাহনরাও আছে। স্বর্গে যে হেতু সর্বসুখ সেই হেতু অসুররা বার বার স্বর্গ কেড়ে নেবার চেষ্টা করেছেন। স্বর্গের রাজা ইন্দ্র।

স্বর্ণা—এক জন দিব্যাঙ্গনা। ক্রৌঞ্চের আশীর্বাদে এঁর বৃন্দা নামে এক মেয়ে হয়: শুক্র এই বৃন্দার সঙ্গে জলন্ধরের বিয়ে দেন।

স্বর্ভানবী—স্বর্ভানুর মেয়ে। পুরুরবার ছেলে আয়ুসের স্ত্রী; ছেলে নহুষ ইত্যাদি।

স্বর্ভানু—(১) দনুর এক ছেলে; পর জন্মে কংসের পিতা উগ্রসেন। (২) কৃষ্ণ সত্যভামার এক ছেলে।

স্বশ্ব—ঋক্‌বেদে এক রাজা। পুত্র কামনায় সূর্যের আরাধনা করেন; সূর্য নিজেই পুত্র হয়ে জন্মান। এই ছেলে বড় হয়ে রাজা হন এবং এতশ মুনির সঙ্গে একবার মারামারি হয়; ইন্দ্র এতশ মুনিকে রক্ষা করেন।

স্বাতি—উরু ও আগ্নেয়ীর ছেলে অঙ্গ, সুমনস, ক্রতু, অঙ্গিরস, গয় ও একটি মেয়ে স্বাতি।

স্বায়ম্ভুবমনু—চোদ্দ জন মনুর মধ্যে প্রথম। অপর নাম প্রজাপতি মনু। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার মানস পুত্র। ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করে সৃষ্টিবৃদ্ধির জন্য নিজের দক্ষিণাঙ্গ থেকে মনুকে (মনুকে) ও বামাঙ্গ থেকে শতরূপাকে সৃষ্টি করেন। স্বায়ম্ভুব মনুর স্ত্রী এই শতরূপা এবং আর এক স্ত্রী সুবন্তী। একটি মতে দশ ছেলে আগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, মেধা, মেধাতিথি, বসু, জ্যোতিষ্মান, দ্যুতিমান, হব্য, সবন ও পুত্র। আর এক মতে ছেলে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। মেয়ে প্রসূতি, আকূতি ও দেবাহূতি। এই মন্বন্তরে যম প্রভৃতি দেবতা এবং সপ্তর্ষি মরীচি, অঙ্গিরস অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, বশিষ্ঠ। তপস্যা করে স্বায়ম্ভুব মনু প্রজাপালনের ক্ষমতা লাভ করেন। আর এক কাহিনীতে ব্রহ্মা কাশ্মীরে এসে জন্মান এবং নিজের দেহ থেকে শতরূপাকে সৃষ্টি করেন। একে দেখে ব্রহ্মা মুগ্ধ ও কামার্ত হয়ে পড়েন অথচ নিজের দেহজাত কন্যা বলে লজ্জিত হয়ে পড়েন। শতরূপাও ব্রহ্মার এই দৃষ্টি পথ থেকে সরে যেতে চেষ্টা করেন কিন্তু যে দিকে যান সেই দিকেই ব্রহ্মার একটি মুখ গড়ে ওঠে। এর পর ব্রহ্মার কামভাব কমে আসে এবং ব্রহ্মার দেহ থেকে একটি সন্তান হয়; ইনি স্বায়ম্ভুব মনু। পৃথু এই মনুকে বৎস করে পৃথিবীকে দোহন করেছিলেন। চ্যবন এই মনুর কন্যাকে বিয়ে করেন। বৃহস্পতির সঙ্গে ইনি এক বার ধর্ম আলোচনা করেছিলেন। মনু সংহিতার লেখক।

স্বারোচিষ—স্বরোচিষের ছেলে দ্বিতীয় মনু। অন্য মতে প্রিয়ব্রতের ছেলে। সাহসী ও মহান। দ্বিতীয় মন্বন্তরে ইনি সৃষ্টি ও পালন করতেন। অপর নাম দ্যুতিমান; এই মন্বন্তরে পারাবত ও তুষিতগণ দেবতা; বিপশ্চিৎ ইন্দ্র। ঊর্জ, স্তম্ভ, প্রাণ, দত্তোলি, ঋষভ, প্রভৃতি সাতজন সপ্তর্ষি। বিষ্ণু পুরাণে ঊর্জ, স্তম্ভ, প্রাণ, রাম, ঋষভ, নিরয়, পরীবান। আর এক মতে ঔর্ব, স্তম্ভ প্রাণ, কশ্যপ, বৃহস্পতি, দত্ত ও নিশ্চবন। স্বারোচিষের ছেলে কিম্পুরুষ ইত্যাদি। ব্রহ্মা এঁকে সাত্বত ধর্ম শিক্ষা দেন। ইনি নিজের ছেলে শঙ্খবদনকে এই ধর্ম শেখান।

স্বাহা—অগ্নির স্ত্রী। দেবতাদের সৃষ্টির পর দেবতারা ঠিক মত খেতে পাচ্ছিলেন না, ফলে সকলে ব্রহ্মার কাছে আসেন; ব্রহ্মা হরির শরণ নেন। হরি বলেন যজ্ঞের হবি

দেবতারা আহার করবেন। ফলে ব্রাহ্মণরা যজ্ঞে হবি দিতে থাকেন কিন্তু তবু দেবতারা খেতে পান না। দেবতারা আবার ব্রহ্মার কাছে এলে ব্রহ্মা তখন মূল-প্রকৃতির ধ্যান করেন। মূল প্রকৃতি দেখা দিলে ব্রহ্মা বলেন অগ্নিতে হবিঃ দিলে অগ্নি ঠিক মত সেই হবি গ্রহণ করতে পারছেন না। মূল প্রকৃতি অগ্নির মধ্যে দাহিকা শক্তি হিসাবে/অগ্নির স্ত্রী হিসাবে যেন বাস করেন। অগ্নি এই শক্তির সাহায্য ছাড়া কোন হোম দ্রব্য ভস্ম করতে পারবেন না। এবং মন্ত্রের সঙ্গে প্রকৃতির নাম উচ্চারণ করে যে ঘি আহুতি দেওয়া হবে সে ঘি দেবতাদের যেন তৃপ্তিদায়ক হয়। অর্থাৎ বর দেন স্বাহা নাম উচ্চারণ করে আহুতি দিলে অগ্নি এই হবিঃ দেবতাদের গ্রহণীয় করে দেবেন। স্বাহা এর পর থেকে অগ্নির স্ত্রী হয়ে বাস করেন; ছেলে হয় পাবক, পবমান ও শুচি। একটি কাহিনীতে আছে প্রকৃতি সম্মত হন নি; দীর্ঘকাল বিষ্ণুর আরাধনা করলে বিষ্ণু বলেন তিনি দ্বাপরে কৃষ্ণ হয়ে জন্মাবেন প্রকৃতি তখন নগ্নজিৎ রাজার মেয়ে হয়ে জন্মাবেন এবং কৃষ্ণের সঙ্গে বিয়ে হবে; উপস্থিত অগ্নির স্ত্রী রূপে পৃথিবীতে পূজা পাবেন। ব্রহ্মার আদেশে এই মূল প্রকৃতিকে স্বাহা-রূপে অগ্নি বিয়ে করেন। সেই থেকে যজ্ঞে আহুতি দেবার সময় স্বাহা বলা হয়। দ্রঃ কার্তিক।

স্বিষ্টকৃৎ—(১) বৃহস্পতির ৬-ষ্ঠ পুত্র; একটি অগ্নি। (২) মনু নামে অগ্নির দ্বিতীয় পুত্র; এক জন অগ্নি। অপর নাম বিশ্বপতি। মনুর মেয়ে রোহিণীরও অপর নাম স্বিষ্টকৃৎ। যজ্ঞে পশুমেদ আহুতি দিলে এই অগ্নি সেই আহুতি বহন করে নিয়ে যান।

স্মৃতি— যে জ্ঞান স্মৃতিতে সঞ্চিত ছিল এবং গুরু পরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদিকেও স্মৃতি বলা হয়। তবে সাধারণত স্মৃতি বলতে যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি ইত্যাদি বোঝায়। খৃঃ জন্মের ২ শতকের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি রচিত হয়েছিল এবং এতে ২০ জন স্মৃতিকারের নাম রয়েছে। মনু এদের মধ্যে প্রধানতম। মনু সম্ভবত খৃ পূ ২ শতক। স্মৃতির আলোচ্য বর্ণাশ্রম ধর্ম; এবং এটিকে আচার, প্রায়শ্চিত্ত, ব্যবহার ও রাজধর্ম চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। আচার অংশে বিবাহের প্রকার ও বিবাহ বিধি বিশেষভাবে আলোচিত। ব্যবহার অর্থে আইন-কানুন অর্থাৎ বিচার পদ্ধতি, বিভিন্ন অপরাধ ও তাদের শাস্তি। রাজধর্ম অংশে দূত, গুপ্তচর, মন্ত্রী, রাজস্ব, দুর্গ, ব্যূহ, যুদ্ধ সংক্রান্ত বিধি নিষেধ এবং রাজনীতি আলোচিত হয়েছে। মনতে স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত না হলেও নারীকে অত্যন্ত উচ্চস্থান দেওয়া হয়েছে। (২) অঙ্গিরসের স্ত্রী। মেয়ে সিনীবালী, কুহূ, রাকা ও অনুমতি।

স্যমন্তক—একটি মণি। দ্রঃ সত্রাজিৎ। মণিটি গলায় বেঁধে সত্রাজিৎ দ্বারকাতে কৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। অন্য মতে আকাশ পথে যাচ্ছিলেন। মণির জ্যোতিতে দ্বারকায় সকলে মনে করেন সূর্য বুঝি নিজেই এসেছেন। কৃষ্ণ (দ্রঃ) এই মণিটি চান; অন্য মতে যে কোন মূল্যে কিনতে চান। সত্রাজিৎ রাজি হন না এবং পাছে কৃষ্ণ এটি চুরি করে নেন সেই ভয়ে নিজের ভাই প্রসেনজিৎকে (দ্রঃ) মণিটি দিয়ে রাখেন। দ্রঃ জাম্ববান, সত্যভামা, শতধন্বা। শতধন্বা পালাবার সময় মণিটি অক্রূরকে দিয়ে যান। শতধন্বাকে নিহত করেও কৃষ্ণ মণিটি পান না। এ দিকে বলরাম মনে করেন কৃষ্ণ নিশ্চয়ই মণিটি গোপন করছেন। বলরাম কৃষ্ণকে তিরস্কার করে কৃষ্ণের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। অক্রূর ও কৃতবর্মা এই মণি নিয়ে কাশীতে

এসে তপস্যা করতে থাকেন। ইতিমধ্যে দ্বারকাতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। যাদবরা স্থির করেন অক্রূরকে আনলে বৃষ্টি হবে এবং অক্রূর ও কৃতবর্মাকে দ্বারকাতে ফিরিয়ে আনেন এবং অক্রূর সকলের সামনে স্যমন্তক মণিটি বার করে দেন। কৃষ্ণ, বলরাম ও সত্যভামা তখন সকলেই মণির দাবি করেন। ফলে এটি অক্রূরের কাছেই থেকে যায়।

স্যাদ্‌বাদ—জৈন দর্শন মতে প্রতিটি বর্ণনা বা অবধারণার সঙ্গে স্যাৎ শব্দটি ব্যবহার করা উচিত। স্যাৎ অর্থে হয়তো। যেমন 'ঘট আছে' এই উক্তি আপেক্ষিক বিবরণ মাত্র। অর্থাৎ স্যাৎ ঘট আছে বলা উচিত। স্যাদ্-বাদের এটি মূল অংশ। এই স্যাদবাদ থেকে জৈনরা সপ্তভঙ্গি নয়ের 'অবতারণা' করেছেন। তর্ক শাস্ত্রে দু রকমের অবধারণার পরিবর্তে জৈনরা ৭-প্রকার অবধারণা স্বীকার করেন। দ্রঃ অনেকান্তবাদ।

হ

হংস—(১) অপর নাম যজ্ঞ; সত্য যুগে বিষ্ণুর অবতার। ব্রহ্মার সামনে সনক ইত্যাদিকে যোগ শিক্ষা দিয়েছিলেন। হংস একজন প্রজাপতি সাধ্যদেবদের মুক্তির উপায় শিক্ষা দেন। এই উপদেশ হংস গীতা নামে পরিচিত। (২) কশ্যপ অরিষ্টার সন্তান, একজন গন্ধর্ব ধৃতরাষ্ট্র এই গন্ধর্বের অংশে জন্মান। (৩) সাম্বর বারটি ছেলের মধ্যে একটি। (৪) হিরণ্যকশিপুর একটি ছেলে; অন্য নাম [illegible]। (৫) সূর্যের এক নাম। কাশী দর্শন করবার ইচ্ছায় আকাশে দ্রুত গমন করেছিলেন বলে এই নাম। (৬) ব্রহ্মার বাহন, দক্ষকন্যার গর্ভে জন্ম। দক্ষ যজ্ঞ ধ্বংসের সময় এই হংস ব্রহ্মাকে ফেলে পালিয়ে যান ফলে ব্রহ্মা একে শাপ দেন। পরে ব্রহ্মার নির্দেশে রেবা তীরে এই হংস এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করে শাপ মুক্ত হন। (৭) জরাসন্ধের মন্ত্রী হংস। হংস ও ডিম্ভক [illegible] (দ্রঃ ডিম্বক) এই ভাই। হংসের মৃত্যুতে জরাসন্ধ অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলেন।

হংসধ্বজ—যমুনা তীরে [illegible] রাজা; ছেলে সুরথ; সুধন্বা, সুদর্শ, সুবল ও সম। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধের ঘোড়া ধরলে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। ছেলে সুধন্বা ও সুরথ মারা যায়। কৃষ্ণ নিজে তখন যুদ্ধে আসেন। কৃষ্ণ তখন হংসধ্বজকে শান্ত করে অর্জুনের অনুগামী করেন।

হং[illegible]—সুগ্রীবের মেয়ে; দক্ষিণ দিকের রক্ষয়িত্রী।

হংসী—ভগীরথের মেয়ে কৌৎসের স্ত্রী।

হনুমান—কেশরী বানরের স্ত্রী অঞ্জনার (দ্রঃ) গর্ভে জন্ম; দ্রঃ পুঞ্জিকাস্থলা। দেবতার অংশে জন্ম। একটি মতে মোহিনী বেশী বিষ্ণুকে দেখে শিবের বীর্য স্খলিত হয়। এই বীর্য সপ্তর্ষিরা গ্রহণ করে অঞ্জনার গর্ভে স্থাপন করেছিলেন। আর এক কাহিনীতে আছে দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করে যে চরু লাভ করেন তা থেকে একটু অংশ চিলে নিয়ে যায়। এই চরু তার পর চিলের ঠোঁট থেকে তপস্যা নিরত অঞ্জনার আঙুলে এসে

পড়ে। অঞ্জনা এই চরু খেয়ে গর্ভবতী হন। আর এক কাহিনীতে আছে মহাদেবের তেজ এক বার কেশরী বানরের মধ্যে প্রবেশ করে এর পর কেশরী ও বায়ু দুজনে অঞ্জনাকে সম্ভোগ করেন। অঞ্জনা গর্ভবতী হন। এক কুৎসিৎ সন্তান হয়; অঞ্জনা শিশুকে ত্যাগ করতে চান; বায়ু এসে অঞ্জনাকে নিবৃত্ত করেন। আর এক কাহিনীতে আছে হরপার্বতী এক বার বনের মধ্যে বানর ও বানরী বেশে দিন কাটাছিলেন। এই সময় পার্বতীর গর্ভ হয়। পার্বতী এ গর্ভ ত্যাগ করতে মনস্থ করলে মহাদেব যোগবলে বায়ুকে এই গর্ভ দান করেন। বায়ু এই গর্ভকে কিছু দিন পালন করে অঞ্জনার গর্ভে স্থাপন করেন; ফলে অঞ্জনার সন্তান হয় হনুমান। অন্য মতে পার্বতী মহাদেবকে অনুরোধ করেছিলেন বায়ুকে এই গর্ভ দান করতে। নারদের কাছে অঞ্জনার ভাবী সন্তান শিবের অংশে জন্মাবে বালী জানতে পারেন। নিজের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টায় ঈর্ষায় বালী পঞ্চ ধাতু (স্বর্ণ, লৌহ, তাম, জিঙ্ক ও টিন) দ্রাবিত করে অঞ্জনার গর্ভে প্রয়োগ করেন। এতে অবশ্য কারো কোন ক্ষতি হয় না এই পঞ্চধাতু হনুমানের কর্ণাভরণের পরিণত হয়। হনুমান জন্মাতেই অঞ্জনা শাপ মুক্ত হয়ে চলে যাচ্ছিলেন। হনুমান জানতে চান তাঁর কি অবস্থা হবে। অঞ্জনা বলে যান হনুমান অমর হবেন এবং সূর্যের মত পাকা ফল খাবেন। এক গুহা মধ্যে হনুমান জন্মান। অঞ্জনা চলে যাবার পর উদীয়মান সূর্যকে পাকা ফল মনে করে লাফ দিয়ে ধরতে যান। ছেলেকে বাঁচাবার জন্য বায়ু শীতল হয়ে পড়েন এবং সূর্যও শিশু বলে এঁকে দগ্ধ করেন নি। এই সময়ে রাহু সূর্যকে গ্রাস করতে এলে বালকে সামনে পেয়ে হনুমান তাঁকেই ধরতে যান। রাহু তখন ইন্দ্রের শরণ নিলে ইন্দ্র ঐরাবতে চড়ে উপস্থিত হন। হনুমান তখন ঐরাবতকে ফল মনে করে গিলে ফেলতে গেলে ইন্দ্র বজ্রাঘাত করেন। ফলে বাম হনু ভেঙ্গে যায় এবং হনুমান পাহাড়ের চূড়াতে এসে পড়েন। অন্য মতে হনুমান পড়ে যাচ্ছেন দেখে বায়ু হনুমানকে ধরে ফেলেছিলেন। মোটামুটি বায়ু এসে ছেলেকে গুহার মধ্যে অন্য মতে পাতালে নিয়ে চলে যান। ফলে বায়ুর অভাবে সৃষ্টি ধ্বংস হতে যায়। দেবতারা তখন ব্রহ্মার কাছে ছুটে যান এবং সকলে পাতালে আসেন। ব্রহ্মা স্পর্শ করে হনুমানকে বাঁচিয়ে দেন। বায়ুকে সকলে শান্ত করেন এবং হনুমানকে নানা বর দান করেন। ইন্দ্র বলেন হনু ভেঙ্গে যাবার জন্য নাম হবে হনুমান এবং ইচ্ছা মৃত্যু বর দেন। সূর্য তাঁর তেজের শতাংশ দান করেন। ব্রহ্মা বর দেন ব্রহ্মজ্ঞ ও চিরায়ু হবেন। মহাদেব ও বিশ্বকর্মা অবধ্য হবার বর দেন। শিবের অংশে জন্ম বলে হনুমান অবিলম্বে বড় হয়ে ওঠেন এবং সূর্যকে গুরু স্থির করে সূর্যের কাছে বেদ ও ষড়দর্শন অধ্যয়ন করতে যান। সূর্য সর্ত করেছিলেন হনুমান যেন সূর্যরথে বালখিল্যদের সঙ্গে বসতে না চান। এর পর সূর্যের সঙ্গে আকাশ পরিক্রমা করতে করতে ৬০ ঘণ্টায় সব কিছু শিখে ফেলেন। এর পর গুরু দক্ষিণা দিতে চাইলে সূর্য বলেন সূর্যপুত্র সুগ্রীবের সহচর ও মন্ত্রী হয়ে থাকতে। একটি কাহিনীতে আছে দেবতাদের কাছ থেকে নানা বর লাভ করে হনুমান ঋষিদের আশ্রমে এসে উৎপাত করতে থাকলে ঋষিরা অভিশাপ দেন হনুমান দীর্ঘকাল নিজের ক্ষমতা ইত্যাদি সম্বন্ধে আত্মবিস্মৃত হয়ে থাকবেন। অন্য মতে তৃণবিন্দু শাপ দিয়েছিলেন। সাগর লঙ্ঘনের সময় জাম্ববান হনুমানকে আত্ম কাহিনী শোনালে আবার

নিজের সমস্ত ক্ষমতা ফিরে পান ; আত্মবিস্মৃতি কেটে যায়। সীতার খোঁজে রাম লক্ষ্মণ ঋষ্যমূক পাহাড়ে এলে হনুমান এঁদের পরিচয় জানতে আসেন ; সুগ্রীব পাঠিয়েছিলেন। এই সময় থেকে হনুমান রামের পরম ভক্ত হয়ে পড়েন এবং রামের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যান। এঁদের পরিচয় পেয়ে হনুমান এঁদের পিঠে করে সুগ্রীবের কাছে এনে মিত্রতা করিয়ে দেন। সীতার খোঁজে হনুমান দক্ষিণ দিকে যান। রাম (দ্রঃ) হনুমানকেই নিজের নামাঙ্কিত আংটি অভিজ্ঞান হিসাবে দিয়েছিলেন। খুঁজতে খুঁজতে সম্পাতির কাছে সীতার সন্ধান পেলে হনুমানকে জাম্ববান আত্ম সচেতন করে দেন এবং হনুমান সমুদ্র লঙ্ঘন (দ্রঃ) করেন। লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করার সময় লঙ্কার অধিদেবতা লঙ্কা নগরী এসে বাধা দিলে হনুমান তাকে পরাজিত করে নগরীতে প্রবেশ করেন। লঙ্কায় হনুমান বিড়ালের পরিমাণ দেহ ধরে সীতাকে খুঁজে বার করেন ও রামের আংটি দিয়ে আশ্বস্ত করেন। এর পর লঙ্কা থেকে ফেরার সময় হনুমান নিজের ক্ষমতার পরিচয় দেবার জন্য অশোকবন ধ্বংস করতে থাকেন। ফলে যুদ্ধ হয় এবং রাবণের পাঁচজন সেনাপতি ও ছেলে অক্ষ হনুমানের হাতে মারা পড়লে ইন্দ্রজিৎ এসে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে হনুমানকে বেঁধে ফেলেন। রাক্ষসরা তারপর হনুমানকে বেঁধে রাবণের সামনে নিয়ে এলে হনুমান সীতা হরণের জন্য রাবণকে কটু কথা বলতে থাকেন। ফলে রাবণ তাঁকে বধ করতে চান কিন্তু বিভীষণের অনুরোধে প্রাণ রক্ষা করলেও রাবণ আদেশ দেন হনুমানের লেজে আগুন দিয়ে লঙ্কাপুরীতে ঘুরিয়ে বেড়ান হবে। রাক্ষসরা হনুমানের লেজে কাপড় জড়িয়ে আগুন দিলে হনুমান রাক্ষসদের হাত থেকে বার হয়ে গিয়ে লঙ্কাতে ঘুরে ঘুরে আগুন লাগাতে থাকেন। সীতার প্রার্থনায় অগ্নি হনুমানের কোন ক্ষতি করেন না। শেষকালে সমুদ্রের জলে লেজের আগুন নিবিয়ে দিয়ে সীতার সঙ্গে আবার দেখা করে সীতার মাথার মণি অভিজ্ঞান হিসাবে নিয়ে ফিরে আসেন। হনুমানের কাছে খবর পেয়ে রামচন্দ্র বানর সৈন্য নিয়ে লঙ্কা আক্রমণ করেন। লঙ্কায় হনুমান জম্বুমালী, ধূম্রাক্ষ, অকম্পন, দেবান্তক, ত্রিশিরা, নিকুম্ভ ইত্যাদি বহু বড় বড় রাক্ষসকে নিহত করেন। রাবণের শক্তিশেলে লক্ষ্মণ মৃতপ্রায় হলে সুষেণের পরামর্শে হনুমান ঔষধি পাহাড় থেকে ঔষধ আনতে যান এবং ঔষধ চিনতে না পেরে সমস্ত পাহাড়টাই মাথায় করে তুলে নিয়ে আসেন। ইন্দ্রজিৎ বধের সময় লক্ষ্মণের বাহন ছিলেন হনুমান। সীতাকে রাবণ বধের খবর হনুমান দিয়েছিলেন। অযোধ্যায় প্রবেশের আগে রাম হনুমানকে নন্দীগ্রামে ভরতের মনোভাব জানতে পাঠিয়েছিলেন। অভিষেকের সময় রাম সুগ্রীব ইত্যাদিকে নানা উপহার দেন ; সীতাকে রাম যে মুক্তার হার দিয়েছিলেন সেই হার সীতা নিজের গলা থেকে খুলে হনুমানকে পরিয়ে দেন। বানররা অযোধ্যা থেকে ফিরে যাবার সময় রাম নিজের গা থেকে নানা অলঙ্কার খুলে হনুমানকে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন হনুমানের কাছে তিনি চিরঋণী রইলেন। হনুমান তখন বর চান রামের প্রতি তাঁর ভক্তি ও ভালবাসা যেন অবিচলিত থাকে এবং পৃথিবীতে যত দিন রাম নাম থাকবে তত দিন এই হনুমানও জীবিত থাকবে। একটি কাহিনীতে রামচন্দ্রের অশ্বমেধের ঘোড়া রাজা বীরমণি ধরে ফেললে যুদ্ধ হয় এবং শত্রুঘ্ন অজ্ঞান হয়ে যান। হনুমান তখন হিমালয় থেকে ঔষধ এনে শত্রুঘ্নকে সুস্থ করেন। • গৌতম আশ্রমের কাছে

ঘোড়া এলে কুশ ও লব এই ঘোড়া আটকান। খবর পেয়ে হনুমান ছুটে আসেন। কুশ ও লব তখন হনুমানকে বেঁধে ফেলে আশ্রমের মধ্যে টেনে নিয়ে যান।, সীতা হনুমানকে দেখে তৎক্ষণাৎ মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন।

হনুমান একবার নারদকে বাদ্যের প্রতিযোগিতায় পরাজিত করেন। দ্বাপরে গন্ধমাদন পর্বতে হনুমানের সঙ্গে ভীমের (দ্রঃ) শক্তি পরীক্ষা হয়েছিল। হনুমান ভীমকে এই সময় কথা দিয়েছিলেন কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে অর্জুনের রথের ওপর বসে হুঙ্কার দিয়ে কৌরব সৈন্য নিহত করবেন। দ্রঃ অর্জুন। রামেশ্বরম্।

হবন—একজন রুদ্র।

হবির্ধান—পৃথুর ছেলে অন্তর্ধান এবং অন্তর্ধানের ছেলে হবির্ধান। হবির্ধানের স্ত্রী ধীষণা, অগ্নিবংশে জন্ম, অন্য মতে স্ত্রী শিখণ্ডিনী। ছেলে প্রাচীনবর্হিস্, শুক্র, গয়, কৃষ্ণ, ব্রজ ও অজিন।

হবির্ভূ—পুলস্ত্যের স্ত্রী।

হব্যঘ্ন—গৌতমী নদী তীরে ভরদ্বাজ ও তাঁর স্ত্রী পৈঠীনসী যজ্ঞ করেন। যজ্ঞের আগুন থেকে এক রাক্ষস বার হয়ে হবিঃ খেতে থাকে। ইনি হব্যঘ্ন। ভরদ্বাজ এর গায়ে গঙ্গা জল দিয়ে শাপমুক্ত করেন।

হয়গ্রীব—(১) বিষ্ণু। দিতি অন্য মতে দনুর ছেলে। শৈশবে সরস্বতীর তীরে হাজার বছর কঠোর তপস্যা করে মহামায়ার কাছে অমর হবার বর চান। কিন্তু মহামায়া অন্য বর চাইতে বলেন। অসুর তখন বর চান হয় মত গ্রীবা যার থাকবে সে ছাড়া অন্য কোন প্রাণী তাকে যেন বধ করতে না পারে। বর পেয়ে ত্রিভুবনে অত্যাচার করে বেড়াতে থাকেন। সকলে তখন বিষ্ণুর শরণ নিলে হয়গ্রীব মূর্তিতে বিষ্ণু এসে একে বিনাশ করেন। অন্য মতে দীর্ঘদিন দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ হতে থাকে। এমন কি বিষ্ণুও হেরে যান। বিষ্ণু তখন ধনুকের প্রান্তে চিবুক রেখে ভাবতে থাকেন। এই ভাবে বহু বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়। ইতিমধ্যে উইপোকাতে (দ্রঃ চিতল) এই ধনুকের ছিলার নীচে প্রান্ত কেটে ফেললে জ্যা মুক্ত ধনু ছিটকে ওঠে এবং বিষ্ণুর মুণ্ড ও ছিন্ন হয়ে ছিটকে পড়ে। বিশ্বকর্মা সেই সময় একটি ঘোড়ার মাথা কেটে এনে বিষ্ণুর গলায় লাগিয়ে দিয়ে বিষ্ণুকে জীবিত করে তোলেন। এই হয়শির বিষ্ণু তখন হয়গ্রীব অসুরকে নিধন করেন। লক্ষ্মীর (দ্রঃ চিতল) অভিশাপ এই ভাবে পূর্ণ হয়।

(২) বেদে হয়গ্রীব যজ্ঞের অবতার। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে যজ্ঞ বিষ্ণুর অবতার। অগ্নি ইন্দ্র, বায়ু ও যজ্ঞ চারজন মিলে এক বার যজ্ঞ করেন, কথা ছিল হবির ভাগ এরা সমান ভাবে ভাগ করে নেবেন। কিন্তু যজ্ঞ এই কথা রাখেন না, সমস্ত হবিঃ নিয়ে পালিয়ে যান। এঁরা তখন যজ্ঞের অনুসরণ করলে বাণ সন্ধানে যজ্ঞ এদের নিবারিত করেন। শেষ পর্যন্ত দেবতাদের চেষ্টায় এই ধনুকের ছিলা উই-পোকাতে কেটে দিলে জ্যা মুক্ত ধনুর আঘাতে যজ্ঞের মুণ্ড ছিন্ন হয়। যজ্ঞ তখন ক্ষমা চান এবং অশ্বিনীকুমাররা একটি অশ্বের মাথা এনে যজ্ঞের দেহে জুড়ে দেন। (৩) ব্রহ্মা ও দেবতারা এক বার পরীক্ষা করতে চেষ্টা করেন তাঁদের মধ্যে কে বড়। পরীক্ষাতে সব দিক থেকে বিষ্ণুই বড় বলে প্রমাণিত হতে থাকেন। ব্রহ্মা তখন বিষ্ণুকে শাপ দেন মাথা খসে যাবে। হয় শির নিয়ে বিষ্ণু তার পর দেবতাদের যজ্ঞে

যোগ দেন। তারপর ধর্মারণ্যে তপস্যা করে শিবের বরে নিজের মাথা ফিরে পান।

(৪) মধুকৈটভ নামে দুই দৈত্য জন্মে সমস্ত বেদ নিয়ে জলে ডুবে রসাতলে পালিয়ে যান। ব্রহ্মা তখন বিষ্ণুর স্তব করতে থাকেন। ব্রহ্মার স্তবে বিষ্ণু যোগনিদ্রা ত্যাগ করে হয়গ্রীব শিরোধরা মূর্তিতে রসাতলে গিয়ে বেদ উদ্ধার করে ব্রহ্মাকে ফিরিয়ে দেন এবং দৈত্য দুজনকে নিহত করেন।

(৫) বিদেহ দেশে এক রাজা। (৬) ব্যাস এক হয়গ্রীব রাজার কাহিনী যুধিষ্ঠিরকে শোনান; শোনাবার উদ্দেশ্য ছিল যে যত বড় শক্তিমান হক না কেন অপরের সাহায্য তাকে নিতেই হবে। (৭) নরকাসুরের রাজ্যে এক জন প্রহরী। (৮) ব্রহ্মা এক দিন বেদ পাঠ করছিলেন এই সময় হয়গ্রীব অসুর বেদচুরি করেন। সমুদ্রের নীচে পালিয়ে যান। মৎস্য অবতারে বিষ্ণু এই বেদ উদ্ধার করেন।

হরধনু—শিব বা বিষ্ণু কে বড় জানবার জন্য দেবতারা ব্রহ্মার কাছে যান এবং ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকে দিয়ে দুটি ধনুক তৈরি করে শিব ও বিষ্ণুকে দেন এবং দুজনের মধ্যে যুদ্ধ লাগিয়ে দেন। বহু দিন যুদ্ধ হতে থাকে এবং দেবতারা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ থামিয়ে দেন এবং স্থির হয় বিষ্ণু কিছু বড়। শিব এতে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর ধনুকটিকে বিদেহরাজ দেবরাটকে দিয়ে দেন। একটি মতে শিব হেরে গিয়েছিলেন। বিষ্ণু তাঁর শার্ঙ্গ ধনুকটি ভক্ত ঋচীককে দান করেন এবং ঋচীক থেকে জমদগ্নি ও জমদগ্নি থেকে পরশুরাম পান। দুটি ধনুকই রাম ভেঙে ফেলেন। একটি কাহিনীতে আছে দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করার সময় মহাদেব তাঁর ধনুকে টঙ্কার দিয়ে বলেন তিনি যজ্ঞভাগ চান, না হলে দেবতাদের শিরচ্ছেদ করবেন। দেবতারা ভয়ে তাঁর স্তব করতে থাকেন। মহাদেব তখন প্রসন্ন হয়ে এই ধনু দেবতাদের দিয়ে দেন এবং দেবতারা জনকের পূর্বপুরুষের কাছে এটি গচ্ছিত রাখেন।

সীতার (দ্রঃ) বিয়ে দেবার জন্য জনক সীতাকে বীর্যশুল্কা বলে ঘোষণা করেন; যে এই ধনুকটি ভাঙতে পারবেন তার সঙ্গে সীতার বিয়ে হবে ঠিক হয়। বহু রাজা চেষ্টা করে অকৃতকার্য হয়েছিলেন। দ্রঃ রাম।

হরপ্পা—প্রাক্ লৌহ যুগের সভ্যতা। খৃষ্ট জন্মের ৩০০০-১০০০০ বছর আগে। পাকিস্তান ও পাঞ্জাবে মন্টগোমারি জেলাতে। বাণিজ্য কেন্দ্র। আটবার নষ্ট হয়েছিল। পাথর ও কাংস্য (তামা ও রাঙ) এখানে ব্যবহৃত হত। এই জন্য তাম্রাশ্ম সভ্যতার যুগ বলা হয়। সুবিন্যস্ত নগর ছিল। সোজা সমান্তরাল পথ ও পোড়া ইটের বাড়ি ছিল। ভারতের বাইরে কোথাও এ-যুগে এ রকম বাড়ি ছিল না। নগরীর মাঝখানে আয়তক্ষেত্র দুর্গ ছিল; দুর্গের উত্তর দিকে সারি সারি রাজকীয় বিশাল শস্যাগার ও দক্ষিণে শ্মশান ছিল। সমতল থেকে দুর্গের ভিত্তি অনেক উঁচুতে করা হয়েছিল। দুর্গের চার দিকে সুদৃঢ় প্রাচীর ছিল। দুর্গের মধ্যে বড় বড় বেদির ওপর বাড়ি নির্মাণ হত। অন্য জায়গাতেও বেদি করে মাটি উঁচু করে তুলে তার ওপর বাড়ি করা হত। জনস্বাস্থ্যের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। বাড়ির ওপর তলা থেকে প্রাচীরের মধ্য দিয়ে গাঁথা বা ইঁট দিয়ে ঢাকা পোড়া মাটির নল দিয়ে জল নীচে নেমে আসত। প্রায় প্রতিবাড়িতে ইঁটে গাঁথা কূপ ও স্নানাগার ছিল এবং এখান থেকে নোংরা জল পথের পাশে ঢাকা নালীতে এসে পড়ত। জল নিষ্কাশনের এই ব্যবস্থার

কোন সামরিক তুলনা মেলে না। মজুর পল্লীর উত্তরে ইঁটের তৈরি ১৮টি বৃত্ত দেখা যায়। এখানে মনে হয় গম ভাঙা হত। ইরাবতীর তীরে ১২টি শস্য ভাণ্ডার ছিল। ভাণ্ডারগুলির মুখ ছিল নদীর দিকে অর্থাৎ জল পথে শস্যের আদান প্রদান হত। ব্রোঞ্জ গলাবার একটি বড় কারখানাও পাওয়া গেছে। সুনির্দিষ্ট ওজনের বাটখারা ছিল; এগুলির মান ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২, ১৬০, ২০০, ৩২০, ৬৪০ ১৬০০ অনুপাতে তৈরি হত। সোনা, তামা ও মূল্যবান পাথর ভারত ও ভারতের বাইরের নানা স্থান থেকে আসত। চিত্রাক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে। তামা ও ব্রোঞ্জের আয়না ছিল। যাতায়াতের জন্য চাকা যুক্ত গাড়ি ছিল। ইরাকের সঙ্গে জলপথে বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। নরম পাথরের সিলমোহর, পাশা খেলার ঘুঁটি, পোড়ামাটির খেলনা, পুতুল, চকমকির ছুরি ইত্যাদি বহু কিছু প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে। হরপ্পাতে মৃতদেহের সমাধি দেওয়া হত, শবের মাথা থাকত উত্তর দিকে। শবের সঙ্গে বিভিন্ন আকারের মৃৎপাত্র ও ব্যক্তিগত অলঙ্কার ও প্রসাধনী দ্রব্য ও সমাধি দেওয়া হত। হরপ্পার বিশেষ বৈশিষ্ট্য চিত্রিত মৃৎপাত্র। এই সভ্যতা ২৩৫০ খৃ পূর্বের সমসাময়িক। মোটামুটি এর আয়ুষ্কাল ২৫০০-১৫০০ খৃ-পূ ধরা হয়। এখানকার মানুষরা অত্যন্ত রক্ষণশীল ছিলেন মনে হয়। কারণ এই দীর্ঘকালে হরপ্পা সভ্যতার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। সিন্ধু ও বেলুচিস্তানে হরপ্পাযুগের ছোট ছোট বসতি ছিল। বেলুচিস্তানে কুল্লী, মেহি ইত্যাদি জায়গায় তাম্রযুগের প্রাক্‌হরপ্পীয় সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া গেছে। নাল নামক স্থানে হরপ্পা সভ্যতার পূর্ববর্তী ও আংশিক ভাবে সমসাময়িক সমাধিক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। হরপ্পা সভ্যতার আগের এবং পরের ছোট ছোট কয়েকটি সভ্যতার পরিচয় এই সব স্থানে চারপাশে ছড়ান রয়েছে। এগুলির একটিকেও সরাসরি হরপ্পা সভ্যতার জননী বা সন্তান বলা চলে না। হরপ্পা সভ্যতার অবসানের প্রকৃত কারণ অস্পষ্ট। বিদেশী আর্য আক্রমণ বা বন্যা যে কোন একটি কারণ হতে পারে। হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রের বর্ণিত প্রলয়ের সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করলে মনে হয় বন্যাই এই ধ্বংসের কারণ। আম্বালা জেলার রূপড়-এ হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। যমুনার উপনদী হিন্দনের তীরে মিরাট জেলায় আলমগীর পুর নামক স্থানেও হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। অর্থাৎ এই দুটি স্থান থেকে বোঝা যায় পূর্ব দিকে এই সভ্যতা কতটা এগিয়ে এসেছিল। এবং এ দুটি জায়গাতেও হরপ্পা সভ্যতার মতই আকস্মিক অবসান এসেছিল। উত্তর রাজস্থানে কালিবঙ্গা প্রাক্‌হরপ্পা সভ্যতার একটি প্রাচীন উপনিবেশ। গুজরাটে সুরেন্দ্র নগর জেলায় রঙ্গপুরে হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। দক্ষিণ দিকেও এই সভ্যতা এগিয়ে গিয়েছিল। তাপ্তী নদীর মোহনায় ভগত রাও নামক স্থানে প্রকৃত হরপ্পা সভ্যতার কেন্দ্র ছিল। এই সভ্যতা মনে হয় সমুদ্র পথে গুজরাটে এসেছিল। এরা মৃতদের বিস্তৃত ভাবে প্রোথিত করত; একটি শব নিধাতে শবাধারের চিহ্নও পাওয়া গেছে। হরপ্পার সীমিত একাংশে অতি উচ্চ প্রাচীরের চিহ্ন পাওয়া গেছে। নগরের অন্য কোন দিকে প্রাচীর ছিল না। কাঁচা ইটের প্রাচীর, বার দিকে পোড়া ইঁটের অবলম্বন প্রাচীরও ছিল। প্রাচীর ঘেরা জায়গার মধ্যে মাটি ভরাট করে কৃত্রিম আবিত্যকা তৈরি করে তার ওপর সম্ভবত ঘরবাড়ি তৈরি হয়েছিল। নগরের যে অংশে প্রাচীর ছিল সেই অংশে মনে হয় ছোট ছোট দুর্গ ও শাসকদের ঘর-

বাড়ি ছিল।

হয়শিরা—ঋষি ঔর্ব তাঁর ক্রোধাগ্নি সমুদ্রে ফেলে দেন ; এই আগুন হয়শিরা রূপ গ্রহণ করেন।*

হরি—(১) তারকাক্ষের এক ছেলে। ব্রহ্মার কাছে মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ তৈরি করার বর পেয়েছিলেন। (২) রাজা অকম্পনের ছেলে ; ইন্দ্র বা বিষ্ণুর মত বীর। (৩) রাবণের এক দল সৈন্য। (৪) গরুড় বংশে জন্ম শক্তিশালী পাখী। (৫) এক জাতের ঘোড়া, খড়ে লম্বা কেশর, এবং সোনার মত রঙ। (৬) কশ্যপ ও ক্রোধবশার সন্তান ; সিংহ বানর ইত্যাদির প্রসূতি। (৭) মতান্তরে কশ্যপের স্ত্রী ; সন্তান সিংহ বানর ইত্যাদি। (৮) তামস মন্বন্তরে দেবতাদের একটি শ্রেণী বা দল। (৯) ধর্মের ছেলে হরি, কৃষ্ণ, নর, ও নারায়ণ।

হরিণাশ্ব - জনৈক রাজা ; রঘুর কাছে একটি তরবারি পান এবং রাজা শুনককে এটি দান করেন।

হরিণী—(১) হিরণ্যকশিপুর মেয়ে ; অপর নাম রোহিণী। বিশ্বপতির স্ত্রী। (২) এক জন অপ্সরা ; দ্রঃ ইন্দুমতী।

হরিত—(১) হরিশ্চন্দ্রের নাতি ; রোহিতাশ্বের ছেলে। (২) স্বায়ম্ভুব মনুর নাতি ; বপুষ্মানের ছেলে ; শাল্মলী দ্বীপে হরিতবর্ষের রাজা। (৩) যদু ও নাগকন্যা ধূম্রবর্ণার ছেলে।

হরিতাশ্ব—সূর্য বংশে এক রাজা। গানে নারদকে পরাজিত করেন ; সরস্বতী লজ্জিত হয়ে পড়েন ; ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হন এবং গান শুনে বিষ্ণু ঘুমিয়ে পড়েন। রাজার গান করার এই ক্ষমতা মহাদেবকেও ঈর্ষান্বিত করে ফেলে। মহাদেব তখন শঙ্কাভরণ রাগ গান করেন। কিন্তু রাজা সমালোচনা করে বলেন এই রাগে শান্ত রস থাকা দরকার কিন্তু রৌদ্র রস হয়ে গেছে। এটি মহাদেবের ত্রুটি। মহাদেব তখন ক্রোধে তৃতীয় নেত্র উন্মীলন করতে যান কিন্তু হরিতাশ্ব একটুও বিচলিত হন না ; বলেন ত্রুটিকে ত্রুটি বলে স্বীকার করতেই হবে। মহাদেব তখন সন্তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ করে বর দেন। অন্ধক অসুর স্বর্গ জয় করে ইন্দ্রকে বন্দী করলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন জনে এক সঙ্গে অন্ধককে আক্রমণ করেও হারাতে পারেন না। শেষ পর্যন্ত বৃহস্পতির পরামর্শে দেবতারা হরিতাশ্বকে যুদ্ধ করতে বলেন। অগস্ত্য এই সময়ে জানিয়ে যান অন্ধকের পেটে হৈমবতীর বিগ্রহ বাঁধা থাকে। রাজা শরসন্ধানে প্রথমে এই বিগ্রহ সরিয়ে উড়িয়ে দেন ; তার পর অন্ধককে নিহত করেন।

হরিদ্বার—উত্তর প্রদেশে সাহারানপুর (জেলায়) ২৯°৫৭'৩০" উ এবং ৭৮°১২'৫২" পূ। আয়তন ১১.৯১ কি-মি। শৈব মতে এটি হরদ্বার ; মহাভারত মতে গঙ্গাদ্বার। গঙ্গা এখানে শিবালিক পাহাড়ের গহ্বর থেকে সমতলে বার হয়ে এসেছে। এইখানে রাজা প্রাচীন, অগস্ত্য এবং লোমপাদ তপস্যা করেছিলেন। এখানে জয়দ্রথ তপস্যা করলে মহাদেব দেখা দিয়েছিলেন ; ভরদ্বাজ মুনি এখানে কিছু দিন বাস করেন ; তীর্থ যাত্রার সময় অর্জুন এখানে এসেছিলেন। হরিদ্বারের সহরতলী কনখল ; এখানে দক্ষ যজ্ঞ হয়েছিল বলে প্রবাদ। দক্ষের এখানে মন্দির আছে। ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে তৈমুরলঙ্গ হরিদ্বার লুণ্ঠন করেন।

হরিপর্বত—কাশ্মীরে ডাল হ্রদ থেকে ৭৫ মি উচ্চ। স্বামী অভেদানন্দ, আর্থার লিলি, নিকলাস নটভিচ ইত্যাদির মতে এই পাহাড়ের পাদদেশে থানাইয়ারি বস্তিতে যিশুর সমাধি মন্দির রয়েছে।

হরিবংশ—মহাভারতের পরিশিষ্ট বলে কথিত গ্রন্থ। ১০,০০০ শ্লোক। তিনটি ভাগ। প্রথম ভাগ হরিবংশ পর্ব; এই ভাগে জগৎ সৃষ্টি ও সূর্যবংশ, চন্দ্রবংশ ও যদুবংশের বিবরণ। দ্বিতীয় ভাগ বিষ্ণু পর্ব; এই অংশে কৃষ্ণের জীবনী ও লীলা। তৃতীয় ভাগ ভবিষ্য পর্ব, এখানে কলিযুগ, পৃথিবীর কথা, বামন, নরসিংহ অবতার এবং শিব ও বিষ্ণুর প্রসঙ্গ রয়েছে।

হরিভদ্রা—কশ্যপ ক্রোধার মেয়ে; পুলহের স্ত্রী। হরিভদ্রার সন্তান কিন্নর, কিম্পুরুষ।

হরিমিত্র—এক জন ব্রাহ্মণ; যমুনা তীরে আশ্রমে বাস। বিকুণ্ডল নামে এক পাপী এই ব্রাহ্মণের সঙ্গে কিছু দিন বাস করেন এবং যমুনাতে এক বার স্নান করাতে সব পাপ মুক্ত হয়ে যায়; দ্বিতীয়বার স্নান করাতে স্বর্গলাভের অধিকারী হন।

হরিশ্চন্দ্র—(১) সূর্যবংশে রাজা ত্রিশঙ্কুর ছেলে। স্ত্রী শৈব্যা/চন্দ্রামতী; ছেলে রোহিতাশ্ব। অত্যন্ত ধার্মিক রাজা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে অপুত্রক রাজা বরুণদেবের প্রীতির জন্য নরমেধ যজ্ঞ করবেন প্রতিশ্রুত হন। পুত্রলাভের পর বরুণদেব যজ্ঞ করতে বলেন এবং রোহিতাশ্বকে এই যজ্ঞে বলি দিতে বলেন। অন্য মতে বর পেয়ে হরিশ্চন্দ্র নিজেই কথা দিয়েছিলেন ছেলেকে বলি দিয়ে যজ্ঞ করবেন। হরিশ্চন্দ্র কিন্তু পর পর নানা ছুঁতায় দেরি করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় এগার বছর বয়সে হলে তারপর যজ্ঞ করবেন। যথা সময়ে উপনয়নের সমস্ত ব্যবস্থা হয়; বরুণদেবও আসেন। বরুণ দেব এই সময় জানিয়ে দেন যজ্ঞ না করলে অভিশাপ ভোগ করতে হবে। রোহিতাশ্ব ও দিকে এই প্রতিশ্রুতির কথা জানতে পেরে বনে পালিয়ে যান। ফলে বরুণ দেব শাপ দেন রাজার জলউদরী রোগ হবে। লোকের মুখে রোহিতাশ্ব পিতার অসুস্থতার কথা শুনতে পান এবং পিতার কাছে একবার আসতেও চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ইন্দ্র ব্রাহ্মণ বেশে দেখা দিয়ে রোহিতাশ্বকে নিরস্ত করেন। হরিশ্চন্দ্র তখন কুলগুরু বশিষ্ঠের কাছে প্রতিকারের উপায় জানতে চাইলে বশিষ্ঠ উপদেশ দেন উচিত মূল্য দিয়ে একটি ব্রাহ্মণ বালক এনে যজ্ঞ করতে। হরিশ্চন্দ্র তখন চারদিকে লোক পাঠিয়ে শুনঃশেফকে (দ্রঃ) কিনে এনে যজ্ঞ করেন এবং যজ্ঞ শেষে আরোগ্য লাভ করেন। এর পর রোহিতাশ্ব ফিরে আসেন; রাজা সুখী জীবন যাপন করেন এবং বশিষ্ঠের পৌরোহিত্যে রাজসূয় যজ্ঞ করেন।

বশিষ্ঠ একবার হরিশ্চন্দ্রের বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র এই প্রশংসা স্বীকার না করে হরিশ্চন্দ্রকে কঠোর পরীক্ষার মধ্যে ঠেলে দেন। এ জন্য বিশ্বামিত্রকে (দ্রঃ) বশিষ্ঠের কাছে অভিশপ্তও হতে হয়েছিল। অন্য মতে বশিষ্ঠ হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞ করার পর একবার স্বর্গে যান। বিশ্বামিত্রও সঙ্গে যান। সূর্য বংশের কুলপুরোহিত এবং হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞের প্রধান পুরোহিতকে দেবতারা একটু যেন বেশি খাতির করেন। ফলে বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে হরিশ্চন্দ্রকে পরীক্ষা করবার ব্যবস্থা করেছিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে হরিশ্চন্দ্র এক দিন মৃগয়াতে

এসে বনের মধ্যে এক নারীকণ্ঠের চিৎকার শুনতে পান। ইনি দেবী সিদ্ধিস্বরূপিণী বিশ্বামিত্র এঁকে পাবার জন্য কঠোর তপস্যা করছিলেন। হরিশ্চন্দ্র এঁকে মুক্তি দিতে গেলে বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন এবং দেবীও ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। হরিশ্চন্দ্র তখন রাজার কাছে ব্রাহ্মণের প্রাপ্য হিসাবে ক্ষতিপূরণ/দান করেন। অন্য মতে রাজা বিশ্বামিত্রের সঙ্গে দেখা করে কঠোর তপস্যা করতে নিষেধ করেন; সিদ্ধিস্বরূপিণীকে মুক্তি দিতে বলেন। রাজা তারপর নিজের প্রাসাদে ফিরে আসেন। বিশ্বামিত্র এদিকে একটি অসুরকে মন্ত্র বলে শূকরে পরিণত করে রাজার উদ্যানে পাঠিয়ে দেন। শূকরটি রাজ-উদ্যান নষ্ট করতে থাকে; প্রহরীরা কিছু করতে পারে না। রাজা তখন নিজে ঘোড়ায় চড়ে তীরধনুক নিয়ে আসেন। কিন্তু শূকর রাজার অস্ত্রের নাগালের মধ্যে আসতে থাকে এবং পালিয়ে যেতে থাকে। এই ভাবে শূকর রাজাকে গভীর বনে এনে ছেড়ে দেয়। বনের মধ্যে হরিশ্চন্দ্র বিমূঢ় হয়ে ভাবতে থাকেন কোন পথে ফিরবেন। এই সময় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণবেশে রাজাকে দেখা দেন। রাজা নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন রাজসূয় যজ্ঞকালে তিনি শপথ করেছেন কোন ব্রাহ্মণ কোন কিছু চাইলে সে প্রার্থনা তিনি পুরন করবেন। ব্রাহ্মণ তখন মায়াবলে রাজাকে একটি ছেলে দেখান; এবং ছেলেটির বিয়ের জন্য কিছু অর্থ সাহার্য চান এবং হরিশ্চন্দ্রকে রাজধানীতে ফিরে যাবার পথ দেখিয়ে দেন। রাজধানীতে রাজা ফিরে এলে ব্রাহ্মণ-বেশী বিশ্বামিত্র প্রতিশ্রুত সাহায্য হিসাবে রাজার সমস্ত রাজত্ব ভিক্ষা চান। হরিশ্চন্দ্র প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। ব্রাহ্মণ তখন দানের দক্ষিণা হিসাবে আড়াই ভার সোনা চান এবং এক মাস মাত্র সময় দেন। রিক্ত-হস্ত রাজা স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে কাশীতে চলে আসেন। নিরুপায় হরিশ্চন্দ্র কথা দিয়েছিলেন যত দিন না দক্ষিণা দিতে পারবেন ততদিন অনাহারে থাকবেন। সত্যসন্ধ রাজা স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে এক ব্রাহ্মণের কাছে স্ত্রী শৈব্যা ও ছেলে রোহিতাশ্বকে বিক্রয় করে দেন। এই সময় দুঃখে রাজা ও রাণী দুজনেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। বিশ্বামিত্র নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং প্রাপ্য অর্থ অম্লান বদনে গ্রহণ করেন। কিন্তু তা দক্ষিণা কিছু কম হয়ে যায়। বিশ্বামিত্র রাজাকে সময় দেন সেই দিন সূর্যাস্তের আগেই বাকি দক্ষিণা দিয়ে দিতে হবে। বিশ্বামিত্রই অবশ্য ব্রাহ্মণবেশে শৈব্যাকে কিনেছিলেন। অত্যন্ত রূঢ়ভাবে এই ব্রাহ্মণ শৈব্যাকে রাজার সামনে থেকে নিয়ে যান এবং বাড়িতে নিয়ে গিয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার এমন কি কশাঘাতও করতে থাকেন। এ দিকে রাজা হরিশ্চন্দ্র নিজেকে বিক্রয় করার জন্য পথে পথে নিজেকে ফিরি করতে থাকেন। ধর্ম এই সময় বীভৎস এক চণ্ডাল রূপ ধরে (নাম প্রবীর) রাজাকে কিনতে আসেন। হরিশ্চন্দ্র এঁর কাছে যেতে ঠিক ইচ্ছুক ছিলেন না কিন্তু বিশ্বামিত্রের চাপে বাধ্য হয়ে নিজেকে বিক্রি করে সমস্ত দক্ষিণা পরিশোধ করেন। চণ্ডাল হরিশ্চন্দ্রকে বাড়িতে এনে চার দিন শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখেন তারপর শ্মশানে পাহারা দেবার/শবদাহের কাজ দেন। শ্মশানে হরিশ্চন্দ্রকে কর ও আদায় করতে হত।

বার মাস মত/কিছুদিন পরে গঙ্গাতীরে খেলা করতে করতে রোহিতাশ্ব সর্পাঘাতে মারা যায়। খবর পেয়ে শৈব্যা অজ্ঞান হয়ে পড়েন। জ্ঞান হলে ছেলের মৃতদেহ দেখতে যেতে চান কিন্তু গৃহস্বামী (= বিশ্বামিত্র) নিষ্ঠুর হয়ে বাধা দেন, এবং

প্রহারও করেন। প্রাত্যহিক স্বাভাবিক কাজ কর্মে শৈব্যা বাধ্য হন। রাত্রিতে খাবার পর গৃহস্বামীর পা টিপে দিতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত মধ্যরাত্রিতে ব্রাহ্মণ শৈব্যাকে অনুমতি দেন ছেলের শেষকৃত্য করে আসতে এবং নির্দেশ দেন ভোর হবার আগেই যেন ফিরে এসে সংসারে কাজকর্ম আরম্ভ করে। রোহিতাশ্বের মৃতদেহ যেখানে সেখানে এসে শৈব্যা আকুল হয়ে কাঁদতে থাকেন। কান্নায় চার পাশে লোক জমা হয়ে নানা প্রশ্ন করতে থাকেন। শৈব্যা কোন উত্তর দিতে পারেন না। এরা সকলে তখন মনে করেন শৈব্যা নিশ্চয় কোন ভূতযোনি; শৈব্যাকে এরা কিছুটা প্রহার করেন এবং দড়ি দিয়ে বেঁধে টানতে টানতে শ্মশানে এনে হরিশ্চন্দ্রকে বলেন একে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলতে। হরিশ্চন্দ্র নারীহত্যা করতে অস্বীকৃত হন। হরিশ্চন্দ্রের প্রভু তখন আসেন এবং লম্বা একটা তরবারি দিয়ে শৈব্যাকে টুকরো টুকরো করে ফেলতে আদেশ দেন। রাজা প্রথমে অস্বীকৃত হলেও শেষ অবধি সম্মত হন। শৈব্যা তখন একটু সময় চান, নিজের ছেলের মৃতদেহ সৎকার করতে চান, তার পর তারা যা খুসি করতে পারেন। হরিশ্চন্দ্র সম্মত হন; শৈব্যা রোহিতাশ্বকে নিয়ে আসেন। কিন্তু তবুও কেউ কাউকে চিনতে পারেন না। অবশ্য শৈব্যার বিলাপ করা থেকে ক্রমশ সব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হরিশ্চন্দ্রও কাতর হয়ে পড়েন। আর এক সমস্যা দেখা দেয়; ছেলের অগ্নিসংকার করতে হলে চণ্ডালকে তার প্রাপ্য শ্মশান কর দিতে হবে; কিন্তু সে অর্থও তাদের নাই। রাজা রাণী তখন দুজনেই আত্মহত্যা করবেন স্থির করেন। চিতা সাজিয়ে রোহিতাশ্বকে চিতায় স্থাপন করে আগুন জ্বেলে নিজেরাও আগুনে প্রবেশ করতে যান। অন্য মতে এই আত্মহত্যা করতে যাবার মুহূর্তেও বা বাধা পান। তিনি চণ্ডালের ক্রীতদাস অর্থাৎ প্রভুর অনুমতি নেবারও প্রয়োজন আছে মনে করে বিমূঢ় হয়ে বিষ্ণুর স্তব করতে থাকেন। ব্রহ্মা এই সময় দেখা দিয়ে এঁদের নিরস্ত করেন: ইন্দ্র ও দেবতারা অমৃত বর্ষণ করে রোহিতাশ্বকে জীবিত করে দেন। বিশ্বামিত্র এসে রাজাকে রাজত্ব ফিরিয়ে দেন। স্ত্রী-পুত্র সহ হরিশ্চন্দ্র স্বর্গে যাবার বর পান। হরিশ্চন্দ্র জানান তাঁর প্রভু চণ্ডালের অনুমতি না পেলে তিনি স্বর্গে যেতে পারেন না। চণ্ডাল তখন এসে নিজের পরিচয় দেন। হরিশ্চন্দ্র তখন প্রজাদের ছেড়ে স্বর্গে যেতে চান না। ফলে রোহিতাশ্বকে রাজা করে দিয়ে হরিশ্চন্দ্র সস্ত্রীক ও সানুচর স্বর্গে যান। স্বর্গে এসে নারদের প্ররোচনায় রাজা নিজের প্রশংসা করলে স্বর্গ থেকে পতিত হতে থাকেন। পতনের সময় অনুতপ্ত হয়ে পড়লে দেবতারা তাঁকে ক্ষমা করেন এবং পতন বন্ধ হয়। দেবতারা তখন আকাশে হরিশ্চন্দ্র ও তাঁর অনুচরদের স্থান করে দেন। মধ্য আকাশে নক্ষত্ররূপে এঁদের দেখা যায়। আর একটি মতে রাজ্য ফিরে পেয়ে হরিশ্চন্দ্র রাজধানীতে এসে রাজত্ব করতে থাকেন।

(২) জনৈক রাজা, সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর। ব্রহ্মার বরে একটি প্রাসাদ পান; এই প্রাসাদে যা প্রয়োজন সব কিছু পাওয়া যেত। ইন্দ্রের মত নিজের ঐশ্বর্য দেখে চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং বিমানে করে মেরু পর্বতে এসে সনৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করেন। তখন সনৎকুমার জানান রাজা পূর্বজন্মে একজন ধার্মিক বৈশ্য ছিলেন। কিন্তু নিজের ব্যবসা ত্যাগ করায় আত্মীয়েরা তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এক দিন

তারপর স্ত্রীর সঙ্গে পুকুর থেকে কিছু পদ্মফুল নিয়ে কাশীতে বিক্রি করতে যান। এবং কাশীতে এই ফুলে শেষ পর্যন্ত বিষ্ণু ও আদিত্যকে পূজা করে এ জন্মে এই ঐশ্বর্য লাভ হয়েছে। এই হরিশ্চন্দ্র ও ত্রিশঙ্কু পুত্র হরিশ্চন্দ্র একই ব্যক্তি হতে পারেন।

হর্যঙ্গ—অঙ্গ বংশে রাজা চম্প-র ছেলে এবং বৃহদ্রথের পিতা।

হর্যশ্ব—(১) দক্ষ-অসিক্নীর ৫,০০০ ছেলে। এঁরাও সঙ্কল্প করেছিলেন পৃথিবীতে আরো প্রজা সৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু নারদ এঁদের প্রজা সৃষ্টির কাজে বিরত থাকতে বলেন এবং পৃথিবীর সীমা কোথায় আগে খুঁজে দেখতে বলেন। ফলে এরা কৌতূহলে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যান। (২) পুরুবংশে চক্ষুর ছেলে। হর্যশ্বের ৫ ছেলে:-মুদ্গল, সৃঞ্জয়, বৃহদিষু, প্রবীর ও কাম্পিল্য। এই ছেলেরা পাঞ্চাল নামেও পরিচিত। (৩) অযোধ্যাতে সূর্যবংশে এক রাজা ; যযাতির মেয়ে মাধবীকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। (৪) কাশীরাজ ; সুদেবের পিতা। বীতহব্যের ছেলেদের হাতে মৃত্যু।

হর্ষ—(১) ধর্মের পুত্র শম, কাম ও হর্ষ। (২) নৈষধ রচয়িতা সংস্কৃত কবি। (৩) নাগানন্দ, রত্নাবলী রচয়িতা রাজা হর্ষবর্দ্ধন।

হলাহল—ত্রিমূর্তির দ্বারা প্রথম সৃষ্ট অসুর দল। এরা তারপর ব্রহ্মার কাছ বর লাভ করে শক্তিশালী হয়ে ত্রিভুবন জয় করেন। শেষ পর্যন্ত কৈলাস ও বৈকুণ্ঠ অবরোধ করলে বিষ্ণু ও শিবের কাছে হাজার বছরের যুদ্ধে পরাজিত হন। বিষ্ণু ও শিব তারপর নিজেদের স্ত্রীর কাছে জয়লাভের জন্য গর্ব করলে লক্ষ্মী ও পার্বতী দুজনেই উপহাস করতে থাকেন। বিষ্ণু ও শিব এতে ক্রুদ্ধ হন ফলে এঁরা দুজনে স্বামীদের পরিত্যাগ করে চলে যান। এই কারণে বিষ্ণু ও শিব ক্রমশ দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে পড়তে থাকেন। ব্রহ্মা তখন লক্ষ্মী ও পার্বতীকে বুঝিয়ে স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দেন। তবে সর্ত হয় বিষ্ণু বা শিব কোন দিন আর সৃষ্টি করবেন না ; একা ব্রহ্মার হাতে সমস্ত সৃষ্টির ভার থাকবে।

হলেবিদ—বা হালেবিদ। মহীশূর থেকে প্রায় ৮০ কি-মি দূরে। বর্তমানে নগণ্য একটি গ্রাম। খৃ ১১-১৪ শতকে সমৃদ্ধ নগরী ছিল। হোয়াসাল রাজবংশের তদানীন্তন রাজধানীর নাম ছিল দ্বারসমুদ্র। এখানে ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দিরগুলির ভাস্কর্য ও অলংকরণ বিখ্যাত। দ-ভারতীয় স্থাপত্যের একটি অবিস্মরণীয় স্বর্গ এই হলেবিদ এলাকা। দ্রঃ চিদম্বরম।

হস্তিনাপুর—বর্তমান উত্তর প্রদেশে মীরাট থেকে ৩৫ কি-মি উত্তর পূর্বে পুরাতন গঙ্গার খাতে অবস্থিত। ২৯°৯´উ × ৭৮°৩´ পূর্ব। মতান্তরে উত্তর পশ্চিম সীমান্তে হস্তিনগর এই হস্তিনাপুর। প্রাচীন ভারতে কোন এক হস্তী (দ্রঃ) রাজা স্থাপন করেছিলেন। হস্তিনাপুরকে এক অর্থে পাঞ্জাবের বাইরে আর্যদের প্রধান উল্লেখযোগ্য উপনিবেশ বলা যায়। মহাভারতে পাণ্ডবদের রাজধানী। মহারাজ নিচক্ষুর রাজত্বকালে গঙ্গার প্লাবনে হস্তিনাপুর ধ্বংস হলে রাজধানী কৌশাম্বীতে স্থানান্তরিত করা হয়।

হস্তী—(১) চন্দ্র বংশে এক রাজা। (২) ভরত বংশে বৃহৎক্ষত্রের ছেলে। হস্তীর তিন ছেলে অজমীঢ়, দ্বিমীঢ়, ও পুরুমীঢ়। এই হস্তীই হস্তিনাপুর পত্তন করেন। (৩) চন্দ্র বংশে রাজা সুহোত্রের ছেলে ; মা সুবর্ণা, ইক্ষ্বাকুবংশের মেয়ে ; স্ত্রী যশোধরা, ত্রিগর্ত রাজকন্যা ; ছেলে হয় বৈকুণ্ঠ। একটি মতে ইনিই হস্তিনাপুর স্থাপন করেন।

হাইপ্যানিস্—বিয়াস।
হাটক—দ্রঃ বল, বিতল।
হারিত—সবুজ বর্ণ। ঋক্‌বেদে সূর্যের অশ্বদের নাম। সংখ্যায় সাত বা দশ। সূর্যের আলোর প্রতীক।
হারীত—(১) বেদব্যাসের এক শিষ্য। শাস্ত্র প্রযোজক ও সংহিতাকার। (৩) সূর্য বংশে যুবনাশ্বের ছেলে। (৩) এক জন স্মৃতি আচার্য; এঁর গ্রন্থ লঘু হারীত ও বৃদ্ধ হারীত।
হার্দিক—(১) জনৈক ক্ষত্রিয় রাজ; অসুর অশ্বপতির অংশে জন্ম। (২) যদুবংশে হৃদিকের ছেলে; অপর নাম কৃতবর্মা।
হাসিনী—এক জন অপ্সরা।
হাহাহূহূ—কশ্যপ প্রধার দুই ছেলে। স্বর্গের দু জন গন্ধর্ব। কুবের সভাতে বাস করেন। হাহা বড়; আষাঢ় মাসে সূর্যরথে অবস্থান করেন। এঁরা সূর্যের শ্রেষ্ঠ গায়ক। হাহা অর্থাৎ গানের মধ্যে 'হা' শব্দ উচ্চারণ করেন; হূহূ (দ্রঃ) গানের মধ্যে 'হূ' শব্দ করেন।
হিউ-এন-ৎসাঙ—৬০০—৬৬৪ খৃ। পিতা কনফুসীয় ধর্মাবলম্বী। ২০ মত বয়সে বৌদ্ধ ভিক্ষুর জীবন অবলম্বন করেন। ৬২৯ খৃষ্টাব্দে চীনা সম্রাটের বিনা অনুমতিতে হিমালয় অতিক্রম করে উত্তর ভারতে এসে উপস্থিত হন। ভারতে প্রায় ১৪ বছর ছিলেন। ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে ফিরে যান। বুদ্ধের ১৫০টি দেহাবশেষ, স্বর্ণ রৌপ্য ও চন্দন কাষ্ঠ নির্মিত কিছু বৌদ্ধমূর্তি ও বহু বৌদ্ধশাস্ত্রের পাণ্ডুলিপি নিয়ে ফিরে যান। মহাযান পন্থী। নালন্দাতে ৫-বছর ছিলেন। আচার্য শীলভদ্রের কাছে পাঠ গ্রহণ করেন। তদানীন্তন ভারতে তাঁর নাম ছিল মহাযান দেব বা মোক্ষাচার্য। বহু বৌদ্ধশাস্ত্র চীন ভাষাতে অনুবাদ করেন। তাঁর প্রভাবে চীনে অন্তত তিনটি বৌদ্ধ সম্প্রদায় স্থাপিত হয়েছিল। হর্ষবর্ধন ও তদানীন্তন চীন-সম্রাটের মধ্যে তাঁরই চেষ্টায় কূটনৈতিক সম্পর্ক ও দূত বিনিময় সম্ভব হয়েছিল। তাঁর ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্ত গ্রন্থটি থেকে তদানীন্তন ভারতের বহু পরিচয় পাওয়া যায়।
হিংসা—মার্কণ্ডেয় মুনি বলেছেন হিংসা ছাড়া বাঁচা অসম্ভব।
হিড়িম্ব—অঘাসুরের আত্মীয় এক রাক্ষস। জতুগৃহ থেকে পালিয়ে ক্লান্ত পাণ্ডবরা এক বনে ঘুমচ্ছিলেন; ভীম পাহারা দিচ্ছিলেন। এদের দেখে নর মাংসের লোভে হিড়িম্ব নিজের বোন হিড়িম্বাকে এঁদের বধ করার জন্য পাঠান। কিন্তু ভীমকে দেখে কামার্ত হয়ে হিড়িম্বা সুন্দরী বেশে ভীমের কাছে এসে ভাইয়ের ইচ্ছা জানান এবং এদের রক্ষা করতে চান। ইতিমধ্যে দেরি দেখে হিড়িম্ব নিজেই এগিয়ে আসেন। ভীম নিঃশব্দে রাক্ষসকে অদূরে টেনে নিয়ে গিয়ে পিষে নিহত করেন।
হিড়িম্বা—হিড়িম্বের (দ্রঃ) বোন। হিড়িম্ব মারা যান। ইতিমধ্যে হিড়িম্বা কুন্তীর কাছে এসে ভীমকে স্বামিত্বে বরণ করবার বাসনা জানান। ভীম ফিরে এসে এঁকেও বধ করতে চান। যুধিষ্ঠির বাধা দেন। হিড়িম্বা কুন্তীর কাছে প্রার্থনা করে বলেন তাঁকে ফিরিয়ে দিলে তিনি আত্মহত্যা করবেন। হিড়িম্বা কথা দেন ভীমের সঙ্গে কিছু দিন ঘর করে ভীমকে আবার ফিরিয়ে দেবেন। যুধিষ্ঠির সর্ত করেন ভীম স্নান

আহ্নিক করে হিড়িম্বার সঙ্গে চলে যাবেন এবং সূর্যাস্তের পর আবার ফিরে আসবেন। ভীম বলেন যতদিন না হিড়িম্বার সন্তান হবে ততদিন তিনি হিড়িম্বার সঙ্গে থাকবেন। এর পর এঁরা দুজনে আকাশ পথে চলে যান। এঁদের ছেলে হয় ঘটোৎকচ; পাণ্ডব বংশের বড় ছেলে; হিড়িম্বা জ্যেষ্ঠা পাণ্ডব বধূ।

হিতোপদেশ—পঞ্চ তন্ত্রের লুপ্ত কোন একটি সংস্করণ থেকে গৃহীত অংশ। অন্যান্য বহুগ্রন্থ থেকেও বিশেষ বিশেষ গল্প এখানে গৃহীত হয়েছে। রচয়িতা নারায়ণ। মোটামুটি ৯০০ খৃষ্টাব্দের আগে রচিত নয় মনে হয়। গদ্যে ও কবিতায় রচনা। পঞ্চ তন্ত্রে পাঁচটি তন্ত্র কিন্তু হিতোপদেশে ৪-টি তন্ত্র :-মিত্রলাভ, সুহৃৎভেদ, বিগ্রহ ও সন্ধি। পশু-পাখী মাধ্যমে গল্পগুলির রচনা।

হিত্তি—২০০০—১২০০ খৃ-পূ। প-এসিয়াতে আনাতোলিয়াতে (এসিয়া মাইনরে) একটি সুসভ্য জাতি। প্রাচীন মিশর ও আসিরীয়-ব্যাবিলনীয় জাতির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল এই হিত্তি জাতি। বর্তমান তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারার ১৪৫ কি-মি পূর্বে আধুনিক বোঘাজকেউই গ্রামের কাছে হিত্তি সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। হিত্তি ভাষাতে দশ হাজার মত মৃৎফলক পুস্তক পাওয়া গেছে। ভাষাটি ইন্দো-ইউরোপ গোষ্ঠীর প্রাচীন শাখা। একটি মতে হিত্তি থেকেই বৈদিক সংস্কৃতের জন্ম। প্রাপ্ত মৃৎফলক থেকে হিত্তি অভিধান, শব্দকোষ, জ্যোতির্বিদ্যা, সাহিত্য, সংগীত, চিকিৎসা, অশ্ববিদ্যা, রাজকীয় বিভিন্ন ধরণের দলিল ও কাগজপত্র ও ইতিহাস পাওয়া গেছে। হিত্তি পণ্ডিতেরা বহু ক্ষেত্রে ৬টি ভাষা জানতেন। হিত্তি ন্যায় সংহিতা ২০০ অনুচ্ছেদে; এঁদের ন্যায় ও নীতিবোধের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। তাম্র, রৌপ্য সীসা, লৌহ ও ব্রঞ্জের ব্যবহার জানতেন। এঁরা মধুমক্ষিকা পালনও করতেন। অশ্ব ও রথের ব্যবহারও ছিল। মুদ্রা হিসাবে রূপার খণ্ড ব্যবহার হত।

এঁরা বহু দেবদেবীর উপাসনা করতেন। প্রাচীন দেবতাদের মধ্যে আবহ দেবতা বরুণ ও এবং প্রাণ দেবতা সূর্য ছিলেন মুখ্য। দেবদেবীদের আয়ুধ, পক্ষ, মুদ্রা ও বাহন ছিল। বরুণের বাহন ছিল বৃষযুগল। বৃষ দেবতার প্রতীক হিসাবেও পূজিত হত। দুই সহচরী যুক্ত সিংবাহিনী দেবী, হলবাহন কৃষিদেবতা ইত্যাদি নানা দেবদেবীর সন্ধান পাওয়া গেছে। শক্তি বা পৌরুষের দেবতা ইনর, ইনরস্ (সংস্কৃতে নরঃ, ইন্দর, ইন্দঃ) ও মিশরের সঙ্গে হিত্তির সন্ধিপত্রে উল্লিখিত ইন্দর। হিত্তিরা আকাশ পৃথিবী, পর্বত, নদী, কূপ, বায়ু মেঘ প্রভৃতিকে পূজা করতেন। দেবতাদের মন্দির ছিল। দেবতাদের সেবা, তুষ্টি ও স্তুতি, নৈবেদ্য দান ও বলিদান ছিল পুরোহিতদের কাজ। ছাগ, মেষ ও বৃক্ষ বলিদান হত। অশুদ্ধ পশু শূকর ও কুকুরও বলি দেওয়া হত। যুদ্ধে পরাজিত হলে কদাচিৎ নরবলি দেওয়া হত।

হিত্তি দেবতাদের অরুণস্ (সমুদ্র), ও অগ্‌নিস আর্যদের বরুণ ও অগ্নি। এঁদের মি-ইৎ-ত্র, উরুবন, ইন-দ-র, ন-সত-তিয়ন্ন আর্যদের মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র ও নাসত্য যেন।

হিত্তি একটি প্রাণবন্ত ভাষা ছিল। স্থানীয় আদিম ভাষাগুলি থেকে, আক্কাদীয়, সুমেরীয় এবং মিসরের ভাষা থেকে বহু শব্দ হিত্তি গ্রহণ করেছিল। বিশেষ্য পদে শব্দরূপে ৬টি কারক ছিল, অধিকরণ কারক নাই। সম্বোধন পদ আছে। চেতন

ও অচেতন ভেদে দুটি লিঙ্গ ; বচন দুটি, দ্বিবচন নাই। ক্রিয়াপদে দুটি বাচ্য। এঁদের লিপি বাণমুখ লিপি ; ১৫০০ খৃ-পূ থেকে চিত্রলিপিও চালু হয়েছিল। শব অগ্নিসাৎ করা হত ; যব থেকে প্রস্তুত সুরা ঢেলে দিয়ে চিতা নেবান হত। চিতাভস্মপূর্ণ পাত্র রক্ষিত হত। সমাধিরও প্রচলন ছিল। জ্ঞাতি ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ এবং নৈতিক অনুশাসন সমধিক প্রচলিত ছিল। বেশ ভূষায়, অলঙ্কারে, স্থাপত্যে, নগর পরিকল্পনায় এদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তোরণে, প্রাসাদে ও মন্দিরগাত্র ইত্যাদিতে এদের শিল্পকলার নিদর্শন ও অতুলনীয়।

হিন্দু—দ্রঃ সিন্ধু। গ্রীকদের মুখে সিন্ধু শব্দটি ইন্দুতে পরিণত হয় ফলে পাশ্চাত্যে ইন্দু ও ইন্দিয়া শব্দ প্রচলিত হয়। মুসলমানরা এদেশে এসে মুসলমান বাদে সকলকেই হিন্দু বলতে থাকে। জৈন ও বৌদ্ধ ইত্যাদি ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বিচারে হিন্দু বলেই পরিচিত। ধর্ম বিবেচনায় এঁরা অ-হিন্দু বলে দাবি করলেও এবং বেদ স্বীকার না করলেও হিন্দুধর্মের সম্প্রদায় ছাড়া এঁর বিশেষ কিছু নন।

হিন্দু আইন—সিন্ধু নদীর অববাহিকাতে আর্য সভ্যতার বিকাশের পর ব্যক্তি সম্পর্কিত যে আইন প্রণীত হয়। এর তিনটি পর্যায় কাল দেখা যায় :-(১) বৈদিক কাল, (২) ধর্মশাস্ত্রীয় অর্থাৎ স্মৃতি শাসিত কাল এবং (৩) স্মৃতির পরবর্তী কাল। আগে আইন ছিল গরু চুরি গেলে যদি চোর ধরা না পড়ে তাহলে রাজাকেই ক্ষতিপূরণ করতে হবে। অথর্ব বেদে শাস্ত্র সম্মতভাবে কর ধারণের নির্দেশ ছিল। স্মৃতির যুগই ছিল হিন্দু আইনের সুবর্ণময় যুগ। উত্তরাধিকার, সম্পত্তির ভাগ, বিবাহ, স্ত্রীধন, দত্তক, শুদ্র, দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন এবং বিচার কি ভাবে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবে ইত্যাদি বহু বিধ জিনিস স্মৃতিতে রয়েছে। বৈদিক ও ধর্মশাস্ত্রের যুগে স্থায়ী বিচার বিভাগের প্রমাণ পাওয়া যায় না। মৌর্য সাম্রাজ্য স্থাপনের পর ভারত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির শীর্ষে পৌঁছলে স্থায়ী বিচার বিভাগ ও রাজকীয় আইনের সন্ধান পাওয়া যায়। বর্তমানে মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ নামে হিন্দু আইনের দুটি ধারা ভারতে প্রচলিত। বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ও ব্রাহ্ম ইত্যাদি লোকেরাও হিন্দু আইন দ্বারা শাসিত। আবার ধর্মান্তরিত কিছু কিছু মুসলমান ও খৃস্টান ও হিন্দু আইন মেনে চলেন।

হিন্দু গণিত—অর্থাৎ ভারতে গণিতের বিকাশের ইতিহাস। প্রথম যুগে যাগযজ্ঞ ইত্যাদির হিসাব কিছুটা প্রেরণা দিয়েছিল। গণিত তারপর নিজের পথে নিজে এগিয়ে যায় ; ধর্মের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। হিন্দু গণিতের দুটি যুগ :-(১) বৈদিক যুগ ২৬০০ খৃ-পূ থেকে ৬০০ খৃ-পূ পর্যন্ত। (২) এবং বেদোত্তর যুগ ; ৬০০ খৃ-পূ থেকে ১২শ শতক খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। পরবর্তী যুগের আচার্যদের মধ্যে আর্যভট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত মহাবীর, শ্রীধর, মুঞ্জাল, শ্রীপতি ও ভাস্করাচার্য ইত্যাদি অসামান্য গণিতজ্ঞ ছিলেন। আর্য ভট, ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্য তাঁদের কালের পরিপ্রেক্ষিতে জগৎশ্রেষ্ঠ গণিতবিদ্ ছিলেন।

বৈদিক গণিতে ৪-টি শাখা গড়ে ওঠে পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিদ্যা। অযুত নিযুত লক্ষ কোটি ইত্যাদি পরিমাণ বাচক শব্দ বার বার ব্যবহৃত হয়েছে। ০-আবিষ্কৃত হয়েছিল কিনা স্পষ্ট নয় কিন্তু দশগুণ তাঁরা সহজেই হিসাব

করতে পারতেন। ভগ্নাংশের সূক্ষ্ম হিসাবেরও বিশেষ একটি ধারা দেখা দিয়েছিল। যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এবং বর্গমূল নির্ণয়ের অনেক দৃষ্টান্ত বৈদিক সাহিত্যে রয়েছে। বীজগণিতের অঙ্ক হিসাবে সমান্তর সারিজ ও গুণোত্তর সারিজ ও বৈদিক সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে। সমীকরণ ও সহসমীকরণের আলোচনা এবং এক ও দুই মাত্রার অনির্দিষ্ট (ইনডিটারমিনেট) সমীকরণের সমাধান ও আলোচনা দেখা যায়। বৈদিক সাহিত্যে এক স্থানে কমবিনেসান ও পারমিউটেসানেরও সামান্য মত আলোচনা রয়েছে। গ্রীক জ্যামিতি মত সুসংবদ্ধ ভাবে আলোচিত না হলেও পিথাগোরাসের বিখ্যাত উপপাদ্যটির জ্ঞান ছিল। জ্যোতির্বিদদের তিথিও মাস গণনা অতি নিপুণ ছিল। আকাশে সূর্য ও চন্দ্রের গতিপথ স্থির করার জন্য ১২-টি রাশি ও ২৭টি নক্ষত্রের হিসাব করা হয়েছিল। এগুলি সবই বৈদিক যুগের পটভূমিতে।

বেদোত্তর কাল আরও অনেক উন্নত। শূন্যের আবিষ্কার এই যুগে। দশমিক স্থানীয় মানের ব্যবহার সুপ্রচলিত হবার ফলে যোগ বিয়োগ প্রভৃতি কাজ অত্যন্ত সহজ হয়ে পড়ে। বর্তমানের ত্রৈরাশিক, লসাগু, সুদ, বিনিময়, মিশ্রণ ও অংশদারি ভাগ এ যুগে যথেষ্ট আলোচিত হয়েছিল। এক ও দ্বিমাত্রার সমীকরণ, অনির্দিষ্ট সমীকরণ ইত্যাদির আলোচনা প্রচুর হয়েছিল, বিশ্বে এ যুগে এ রকম আলোচনা তখন কোথাও হয়নি। দুই মাত্রার সমীকরণ সমাধান পদ্ধতি আজও শ্রীধর আচার্য পদ্ধতি নামে পরিচিত। দুই মাত্রার সমীকরণের দুইটি মূলের সম্যক ও সুস্পষ্ট ধারণা তাঁদের ছিল। জ্যামিতির ক্ষেত্রে এই যুগে খুব বেশি কাজ হয় নি। তবে ক্ষেত্রফল, ঘনফল এবং কয়েকটি জ্যামিতিক উপপাদ্য এ যুগে জানা ছিল। আর্যভট্ট মহাবীর ও ভাস্করাচার্য π-এর মান নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি দিয়ে গেছেন। জ্যামিতির তুলনায় ত্রিকোণমিতিতে কাজ বেশি হয়েছিল। এই যুগে হিন্দুদের জ্যা ও কোটিজ্যা/কোজ্যা বর্তমানের সাইন ও কোসাইনের কাছাকাছি। জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা বেদোত্তর যুগে প্রচুর হয়েছিল এবং আহ্নিক গতি, ডিউরাল্যাল প্যারালাক্স, করেকসান ফর ইকোয়েসান অব টাইম, প্রিসিসান অব ইকুইনক্স, গ্রহণ ও গ্রহগতি ইত্যাদি বহু কিছু এ যুগে আবিষ্কৃত হয়েছিল। বেদোত্তর কালের হিসাবে চন্দ্রের সর্বাধিক লম্বনের পরিমাণ ছিল ৫৩ মিনিট। বর্তমানের হিসাবে ৫৭ মি এবং বৎসরের হিসাব করেছিলেন ৩৬৫.২৫৮ দিন।

হিমিস গুম্ফা—লদাখের প্রধান সহর লেহ থেকে ৩৩ কি-মি দূরে কাশ্মীরে বিখ্যাত বৌদ্ধ-মন্দির।•

হিরণ্যকশিপু—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে কশ্যপ দিতির (দ্রঃ) ছেলে হয় হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, বজ্রাঙ্গ ও মেয়ে সিংহিকা। দ্রঃ জয়, বিজয়। হিরণ্যাক্ষ মারা গেলে হিরণ্যকশিপু খবর পেয়ে বিষ্ণুকে বধ করে প্রতিশোধ নেবেন ঠিক করেন। ব্রহ্মার তপস্যা করে হিরণ্যকশিপু বর পান যে দিনে বা রাত্রে ব্রহ্মার সৃষ্ট প্রাণী হতে তাঁর মৃত্যু হবে না। নর ও পশুর হাতেও তিনি অবধ্য এবং ভূমি ও আকাশেও তাঁর মৃত্যু হবে না। বর পেয়ে ত্রিলোকের অধীশ্বর হয়ে ওঠেন এবং অত্যাচারী হয়ে পড়েন। বিষ্ণু ভক্তদের বিশেষ উৎপীড়ন করতেন; ঘোষণা করে দেন কেউ যেন বিষ্ণুর পূজা না করে। একটি কাহিনীতে আছে কশ্যপ এক বার অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। যজ্ঞে উপস্থিত ঋষিদের জন্য

স্বর্ণময় আসনের ব্যবস্থা করে রাখেন। এই যজ্ঞ কালে দিতি গর্ভবতী ছিলেন এবং এক দিন এই আসনে এসে বসেন এবং এই আসনেই সন্তান প্রসব করেন; এই জন্য নাম হিরণ্যকশিপু। হিরণ্যকশিপুর স্ত্রী কয়াধু এবং ছেলে প্রহ্লাদ, অনুহ্লাদ, সংহ্লাদ ও হ্লাদ। প্রহ্লাদ (দ্রঃ) সবচেয়ে ছোট ও বিষ্ণু ভক্ত। দ্রঃ ধুন্দু। হিরণ্যকশিপুকে নৃসিংহ (দ্র/ত্রিশিরস্) সন্ধ্যাবেলায় নিজের কোলে তুলে নিয়ে হত্যা করেন। অর্থাৎ রাতও নয় দিন ও নয়, মানুষ ও নয় জন্তু ও নয়, ব্রহ্মার সৃষ্ট কোন জীব নয় এবং মাটিতে বা আকাশে নয় সমস্ত সর্ত পূর্ণ হয়। হিরণ্যকশিপুর পর প্রহ্লাদ রাজা হন।

'হিরণ্যগর্ভ'—সৃষ্টিতে প্রথম পুরুষ। সৃষ্টির প্রারম্ভে আদি পুরুষ প্রথমে জল সৃষ্টি করেন। সেই জলে তারপর সৃষ্টির বীজ নিক্ষেপ করেন। এই বীজ এক সোনার ডিমে পরিণত হয় এবং ডিমের মধ্যে এক বছর থাকার পর ডিমকে দ্বিধা বিভক্ত করে পিতামহ ব্রহ্মা জন্মান। এই জন্য ব্রহ্মার আর এক নাম হিরণ্যগর্ভ। ডিমের এক ভাগ হয় স্বর্গ আর এক ভাগ হয় পৃথিবী।

হিরণ্যধনু—একলব্যের পিতা।

হিরণ্যনাভ—(১) সূর্যবংশে বিধৃতির ছেলে: পুষ্যের পিতা। (২) সুবর্ণষ্ঠীবীকে (দ্রঃ) নারদ আবার জীবিত করে দেন এবং বালকের নাম হয় হিরণ্যনাভ।

হিরণ্যরেতা—(১ ২) মহাদেব ও অগ্নির নাম। মহাদেবের বীর্য অগ্নি একবার ধারণ করেন। ফলে অগ্নির তেজ মন্দ হয়ে যায় এবং অস্থি মাংস মেদ মজ্জা রক্ত রোম ও কেশাদি সব হিরণ্যবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অগ্নি তারপর দেবতাদের সঙ্গে ব্রহ্মলোকে যান; এবং পথে কুটিলা দেবীকে দেখে তাকে এই বীর্য ধারণ করতে দেন। (৩) প্রিয়ব্রতের এক ছেলে; কুশদ্বীপের রাজা। হিরণ্যরেতার ছেলে বসু, বসুদান, দৃঢ়রুচি নাভিগুপ্ত, সত্যব্রত, বিবিক্ত ও বামদেব।

হিরণ্যহস্ত—রাজকুমারী বধ্রিমতীর বিয়ে হয় এক নপুংসকের সঙ্গে। রাজকুমারী তখন অশ্বিনীদেবদের কাছে সন্তান প্রার্থনা করলে এঁরা একটি সন্তান দান করেন (ঋক ১। ১১৭।১১৬)। এই ছেলে হিরণ্যহস্ত তপস্বী হয়ে যান এবং রাজা মদিরাশ্বের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়।

হিরণ্যাক্ষ—(১) হিরণ্যকশিপুর (দ্রঃ) ছোট ভাই। ব্রহ্মার বরে দুর্দ্ধর্ষ হয়ে ত্রিভুবনে অত্যাচার করে বেড়াতে থাকেন। স্বর্গ অবরোধ করে দেবতাদের তাড়িয়ে দেন। এরপর সমুদ্রে জলক্রীড়ায় নেমে গদা দিয়ে সমুদ্রকে প্রহার করতে থাকেন এবং বরুণের প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে সুখে বাস করতে থাকেন। পরে এক দিন বরুণকে দেখতে পেয়ে যুদ্ধে আহ্বান করেন। বরুণ পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে পরামর্শ দেন বিষ্ণুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এবং বরুণ নিজে গিয়ে বিষ্ণুর শরণ নেন। এই সময়ে প্রলয় হয়। স্বায়ম্ভুব মনু সৃষ্টি রক্ষার জন্য ব্রহ্মাকে বলেন পৃথিবীকে তুলে ধরতে। ব্রহ্মা তখন বিষ্ণুর ধ্যান করতে থাকেন এবং ব্রহ্মার নাক থেকে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বরাহরূপে বিষ্ণু আবির্ভূত হন। মুহূর্ত মধ্যে এই বরাহ বিরাট আকার ধারণ করে জলের মধ্যে নেমে গিয়ে পৃথিবীকে তুলে ধরেন। হিরণ্যাক্ষ বুঝতে পারেন এই বরাহই বিষ্ণু এবং রসাতলে এসে আক্রমণ করেন। অন্য মতে সাধারণ বরাহ মনে করে হিরণ্যাক্ষ আক্রমণ করেছিলেন। বহু

দিন যুদ্ধ হয় এবং হিরণ্যাক্ষ নিহত হন। অন্য মতে হিরণ্যাক্ষ ত্রিভুবন জয় করে পৃথিবীকে সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়েছিলেন। আর এক মতে বিষ্ণুরূপে বরাহ সামনে এগিয়ে এলে হিরণ্যাক্ষ পৃথিবীকে হাতে নিয়ে পাতালে পালিয়ে যান; বিষ্ণু দৈত্য-কে বধ করে রসাতল থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। দ্রঃ অন্ধক। (২) বিশ্বামিত্রের এক ব্রহ্মবাদী ছেলে (মহা ১৩।৪।৫৬)।

হীনযান—ভগবান বুদ্ধের মৃত্যুর বহু পরে এই নাম করণ হয়। মহাপরিনির্বাণের বেশ কিছু দিন পরে বৌদ্ধ ধর্মে ১৮টি শাখা দেখা দেয়। এই শাখা গুলিকে দুটি ভাগে ফেলা হয়। একটি ভাগ প্রাচীন থেরবাদী; এবং এরাই হীনযান নামে পরিচিত হন। হীনযানীরা শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান ও তপস্যার মাধ্যমে নির্বাণ চান। মহাযানীরা চান গৌতমবুদ্ধের ন্যায় বুদ্ধত্ব। মহাযানীদের মতে বুদ্ধত্ব লাভ না হলে নির্বাণ সম্ভব নয়। বুদ্ধদেবের প্রথম দেওয়া উপদেশগুলির মধ্যে হীনযানীদের সাধন মার্গের নির্দেশ রয়েছে। এগুলি হচ্ছে শীল, চিত্ত ও প্রজ্ঞা। শীল অর্থে সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, ও সম্যক আজীব; চিত্ত অর্থে সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি; প্রজ্ঞা অর্থে সম্যক সমাধি, সম্যক সংকল্প ও সম্যক দৃষ্টি। হীনযানী দর্শনে দুঃখ, অনাত্মন ও অনিত্য এই তিনটি মূল তত্ত্ব। দুঃখ অর্থে জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি। অনাত্মন অর্থে নশ্বর শরীরে আত্মা ও নশ্বর। আত্মা অর্থে বৌদ্ধ দর্শনে আমিত্ব জ্ঞান। অনিত্য অর্থে জীবন ও জগতে সব কিছু অনিত্য। সিংহল, বর্মা ও শ্যামদেশে আজও হীনযান প্রতিষ্ঠিত। ভারত ও পূর্ববাংলায় চট্টগ্রামে কিছু হীনযানী আছে।

হীনযানীরা বুদ্ধের প্রবর্তিত ধর্মের আদি/মূল শাখা। হীনযান অর্থে ক্ষুদ্র শকট।

হুতহব্যবাহ—ধর নামে বসুর ছেলে দ্রবিণ ও হুতহব্যবাহ।

হুতাশন। অগ্নির এক নাম। যজ্ঞাদিতে দেওয়া আহুতি ভোজন করে দেবতা ও মহর্ষিদের অজীর্ণ হয়। তাঁরা তখন অগ্নির শরণ নেন। অগ্নি বলেন যজ্ঞের আহুতি তাঁরা যদি অগ্নির সঙ্গে ভাগ করে ভোজন করেন তাহলে তাঁরা নিরাময় হবেন। এর পর থেকে যজ্ঞে সবার আগে অগ্নিকে আহুতি দেওয়া হয়। এই জন্য অগ্নির নাম হয় হুতাশন। এঁরা ও সকলে নিরাময় হন।

হুন—মধ্য এশিয়ার বৃক্ষহীন প্রান্তর ভূমি থেকে অন্য দুর্দান্ত দস্যু দল। এদের একটি দল রোমান রাজ্যের দিকে এগিয়ে যায় আর একটি, (খৃ ৫-শতকে) দল পারস্য ও ভারত বর্ষের দিকে আসে। ভারত আক্রান্ত হয় ৪৬০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি এবং স্কন্দগুপ্ত এঁদের পর্যুদস্ত করেন। গন্ধারে তারপর আর একটি হুনরাজ্য স্থাপিত হয়। স্কন্দগুপ্তের পর আবার ভারতে হুন আক্রমণ হয়; নেতা ছিল তোরমান। এরা মনে হয় গন্ধার বা পাঞ্জাবের কোথাও থেকে এগিয়ে আসে এবং মধ্য প্রদেশের এরান পর্যন্ত দখল করে। কিন্তু ৫১০ খৃষ্টাব্দে ভানুগুপ্তের কাছে পরাজিত হন। তোরমান নিজে ব্যক্তিগত ভাবে হয়তো হুন ছিলেন না। তোরমানের ছেলে মিহিরকুল রাজা হন এবং কাশ্মীর ও গোয়ালিয়র ইত্যাদিও তাঁর রাজ্যভুক্ত হয়। শেষ পর্যন্ত মালবরাজ যশোধর্মণের হাতে পরাজিত হন এবং ভারতে হুন রাজ্যও শেষ হয়। তোরমান ও মিহিরকুলের বহু মুদ্রা পাওয়া গেছে। দ্রঃ হূণ।

হুণ্ড—(১) বিপ্রচিত্তির ছেলে। অশোক-সুন্দরীকে হরণ করেন। (২) প্রাচীন ভারতে একটি দেশ ; এরা পাণ্ডব পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন।

হুষ্কপুরো—বর্তমান বরামুলার ৩ কি-মি দ-পূর্বে এবং ঝিলম নদীর অপর পারে কুষাণ রাজ হুবিষ্কের সহর।

হূণ—হুন দ্রঃ। নন্দিনীর মুখ থেকে বশিষ্ঠের আশ্রমে জন্ম। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে এঁরা এসেছিলেন।

হূহূ—দ্রঃ হাহাহুহু। ইন্দ্র সভাতে থাকেন। দেবলের শাপে একবার কুমীরে পরিণত হন।

হেতি—প্রথম রাক্ষস (দ্রঃ)। ব্রহ্মার মুখ মণ্ডল থেকে জন্ম। ভাই প্রহেতি। কালের মেয়ে ভয়াকে বিয়ে করেন। ছেলে বিদ্যুৎকেশ। এই সব রাক্ষসদের ছেলে নাতি ইত্যাদি মিলে ১০ হাজার হয়ে দাঁড়ায় এবং পৃথিবীতে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে।

হেমকূট—কিম্পুরুষ বর্ষের সীমান্ত পর্বত। উচ্চে নব্বই হাজার যোজন এবং প্রস্থে ও বিস্তারে দুটিতেই দু হাজার যোজন। হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত।

হেমমালী—কুবেরকে প্রতিদিন ফুল এনে দিতেন। এক দিন মানস সরোবর থেকে ফুল এনে নিজের বাড়িতে এসে ঢোকেন এবং সুন্দরী স্ত্রী বিশালাক্ষীকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। দুপুর বেলা মন্দিরে শিবপূজা করতে এসে কুবের ফুল পান না, সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। শেষ পর্যন্ত কুবের হেমমালীকে ডেকে পাঠান এবং শাপ দেন আঠার ধরণের কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে হবে। অভিশপ্ত হেমমালী হিমাদ্রি পাহাড়ে এসে মার্কণ্ডেয় মুনির সঙ্গে দেখা করেন। মুনি এঁকে আষাঢ়-কৃষ্ণা একাদশী পালন করতে বলেন। ফলে শাপমুক্ত হয়ে আবার দেবলোকে ফিরে যান। (২) রাজা দ্রুপদের এক ছেলে। অশ্বত্থামার হাতে মৃত্যু।

হেমা—স্বর্গের এক অপ্সরা। ময় (দ্রঃ) ও হেমার মেয়ে মন্দোদরী (দ্রঃ)। দেবলোকে নাচ দেখতে গিয়ে হেমার প্রতি ময় আসক্ত হন। হেমা ময়ের সঙ্গে গোপনে চলে আসেন। হিমালয়ের দক্ষিণ গায়ে হেমপুর নগরী নির্মাণ করে ময় বাস করতে থাকেন। হেমাকে দেখতে না পেয়ে ইন্দ্র ময়কে বজ্রাঘাত করেন। ময়দানবের মৃত্যুর পর তাঁর পুরী হেমার হাতে আসে। দ্রঃ স্বয়ম্প্রভা।

হেরুক—ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্যের কুলে উদ্ভূত। এঁর অন্য রূপ হেবজ্র, বুদ্ধকপাল, সম্বর, বজ্রডাক, মহামায়া, ত্রৈলোক্যাক্ষেপ ও সপ্তাক্ষর। হেরুককে এক জায়গায় জগন্নাথ ও বলা হয়েছে। হেরুক বিঘ্ন নাশী, ভক্তদের বুদ্ধত্ব দেন। চীন তিব্বত ও নেপালে হেরুক জনপ্রিয়। বাঙলাতে নানা স্থানে একমুখ থেকে আটমুখ বহুমূর্তি পাওয়া গেছে। হেরুক তন্ত্র এঁর সম্পর্কিত গ্রন্থ। অত্যন্ত করুণাময় কিন্তু আকৃতিতে ভয়ঙ্কর। নীলরঙ, করালদংষ্ট্রা, মনুষ্যচর্ম পরিধান ও ভস্মাস্থি বিভূষিত। হাতে শোণিত-নরকপাল। কিন্তু মুখে স্নিগ্ধ হাসির রেখা। অনেক সময় শবের ওপর এবং অনেক সময় শক্তির সঙ্গে দৃঢ় আলিঙ্গিত অবস্থায় মূর্তি দেখা যায়।

বজ্রযানের প্রধান উপাস্য দেবতা। মনে হয় ভৈরব—ভেরুক, হেরুক।

হেলিয়োদোরস—মধ্যপ্রদেশে বেস নগরে গরুড়-ধ্বজ স্তম্ভে উৎকীর্ণ লেখে তক্ষশিলার রাজা অন্তিঅলিকিত ও তাঁর দূত হেলিয়োদোরস নাম রয়েছে। তক্ষশিলাবাসী

দিয়নের ছেলে এই হেলিয়োদোরস্ মহারাজ অন্তিঅলিকিত কর্তৃক বিদিশাতে কৌৎসী পুত্র ভাগভদ্রের সভাতে দূত হয়ে আসেন। হেলিযোদোরস এখানে ভাগবত ধর্মে দীক্ষিত হন এবং ভাগভদ্রের রাজ্যের ১৪-শ বর্ষে স্তম্ভটি স্থাপন করেন।

হেহয়—বা হৈহয়। অন্য নাম একবীর। স্ত্রী একাবলী। হেহয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা। যযাতি(১)-যদু(২)-সহস্রজিৎ(৩)-শতজিৎ(৪)-একবীর/হেহয়(৫)। লক্ষ্মী ও বিষ্ণু দুজনে ঘোটক ও ঘোটকী রূপে কিছুদিন পৃথিবীতে থাকেন (দ্রঃ রমা) এবং একটি সন্তান হয়। শিশুকে বনের মধ্যে ফেলে রেখে দুজনে বৈকুণ্ঠে ফিরে যান। এই শিশুই একবীর; হয় থেকে জন্ম বলে নাম হেহয় বা হৈহয়। সন্তানহীন শতজিৎ ও এই বনে পুত্রলাভের আশায় তপস্যা করছিলেন। বিদ্যাধর চম্পক ও বিদ্যাধরী মদালসা শিশু-টিকে দেবলোকে নিয়ে আসেন। ইন্দ্র শিশুর ইতিহাস তৎক্ষণাৎ বলতে পারেন এবং যেখান থেকে এনেছিল সেইখানে রেখে আসতে বলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ এই সময় শতজিৎকে দেখা দিয়ে শিশুটিকে গ্রহণ করতে বলেন। ছেলে বড় হলে ছেলেকে রাজ্য দিয়ে শতজিৎ সস্ত্রীক বনে চলে যান।

একবার মন্ত্রীপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গাতীরে বেড়াতে গিয়ে বসন্তে মনোরম হয়ে ওঠা গঙ্গাতে একটি শতদল পদ্মের পাশে একটি সুন্দরী নারীকে কাঁদতে দেখেন। একবীর মেয়েটিকে কান্নার কারণ বারবার জিজ্ঞাসা করলে মেয়েটি বলে কাছেই একটি রাজ্য রয়েছে, সেখানে ধার্মিক রাজা রৈভ্য এবং রাণী রুক্মরেখা। এঁরা নিঃসন্তান এবং পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করে অগ্নিতে আহুতি দিলে আগুন থেকে সুন্দরী একটি বালিকা বার হয়ে আসে। রাজা নাম রাখেন একাবলী। সমান বয়সী মন্ত্রীকন্যা যশোবতী এর সখী। একাবলী পদ্মফুল ভীষণ ভালবাসে এবং ফুলের জন্য নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। এক দিন এখানে গঙ্গাতে এরা পদ্মফুল তুলতে এলে দৈত্য কালকেতু একে বিয়ে করবে বলে চরি করে নিয়ে যায়। কিন্তু একাবলী চায় রাজা একবীরকে বিয়ে করতে। ফলে উপস্থিত সে কারাবাসে রয়েছে। মেয়েটি যশোবতী; এই জন্য বিমূঢ় হয়ে সখীর জন্য কাঁদছে। এই ঘটনা শুনে পাতালে গিয়ে কালকেতুকে পরাজিত করে একাবলীকে এবং গঙ্গা থেকে যশোবতীকে নিয়ে একবীর রাজা রৈভ্যের কাছে দেখা করেন। এবং একাবলীর সঙ্গে বিয়ে হয়। হেহয় তালজঙ্ঘ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়েরা ইক্ষ্বাকু বংশে রাজা বাহুকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেন। বাহুর ছেলে সগর আবার হৃতরাজ্য উদ্ধার করেন। হেহয় বংশেই এক রাজা কার্তবীর্যার্জুন। এই হেহয় বংশীয় রাজারা ও রাজপরিবারে লোকেরা একবার অর্থ কষ্টে পড়ে নিজেদের পুরোহিত ভার্গবদের কাছে অর্থ চান। ভার্গবরা কিছুই দেন না; ফলে ভার্গবদের এঁরা হত্যা করে ধন- সম্পত্তি লুট করেন। কলচুরি রাজারা নিজেদের হেহয় বংশীয় বলে দাবি করতেন। দ্রঃ হৈহয়।

হৈমবতী—(১) শতদ্রুর অপর নাম। (২) বিশ্বামিত্রের স্ত্রী। (৩) কৃষ্ণের স্ত্রী; কৃষ্ণের সঙ্গে সহমৃতা হন।

হৈহয়—শর্যাতি বংশে বৎসের ছেলে। ভৃগুকে গুরুপদে বরণ করে ব্রাহ্মণ হন। অপর নাম বীতহব্য; হৈহয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা। দ্রঃ হেহয়।

হ্রস্বরোমা—জনকবংশে স্বর্ণরোমার ছেলে। হ্রস্বরোমার ছেলে সীরধ্বজ (সীতার

পালক পিতা) ও কুশধ্বজ।

হ্রাদ—(১) হিরণ্যকশিপুর এক ছেলে। স্ত্রী ধমনী; ছেলে ইল্বল ও বাতাপি। (২) একটি নাগ; বলরামের আত্মাকে নিয়ে যেতে এসেছিল।

হ্রী—স্বায়ম্ভুব মনু ও শতরূপার ১৬-টি মেয়ের মধ্যে একজন।

হ্লাদিনী—গঙ্গার এক শাখা। বিন্দু সরোবর থেকে বার হয়ে তিনটি শাখা হ্লাদিনী পাবনী ও নলিনী পূব দিকে এবং সুচক্ষুস্, সীতা ও সিন্ধু পশ্চিমদিকে এবং সপ্তম ধারা ভগীরথের সঙ্গে এগিয়ে যায়।

পরিশিষ্ট

অক্সাস—চক্ষুবর্দ্ধন। ইক্ষু (বিষ্ণু, পু), চক্ষু (দ্রঃ), সুচক্ষু, অশ্মন্বতী। আমুদরিয়া নদী। ভাগবৎ গঙ্গা, পাতাল গঙ্গা। ভাগবতে বঙ্‌ক্ষু। ওকোস বা ওকাস (গ্রীক), বক্ষু (মৎস্য-পু)। শাকদ্বীপে। ভাগবতের বঙ্‌ক্ষু নদী অবশ্য অক্সাস-এর একটি করদা শাখা; সোগডোনিয়াতে।০ এই বঙ্‌ক্ষু>অক্সাস।

অক্ষ—অশ্ম (রামা), অক্সিয়ন (গ্রীক)। সোগডোনিয়াতে অক্সাস নদীর তীরে পাতালপুর।

অগস্ত্য আশ্রম—বর্তমানে অগস্তিপুরী; নাসিক থেকে ২৪ মাইল দ-পূর্বে। নাসিকের পূর্বে আকলাতে এবং বোম্বে প্রদেশে কোলহাপুরেও আশ্রম ছিল। যুক্ত প্রদেশে সরাই-অঘৎ ইটা থেকে ৪২ মাইল দ-পশ্চিমে; এবং সাংকাশ্য থেকে ১-মাইল উ-পশ্চিমে। তিন্নেভেলিতে অগস্ত্যকূট আশ্রমে অগস্ত্য আজও আছেন প্রবাদ। গাড়োয়ালে রুদ্র প্রয়াগের ১২ মাইল দূরে অগস্ত্য গ্রাম। বৈদর্ভ (সাতপুরা) পর্বতে আর একটি। দ্রঃ কারা; তাম্রপর্ণী, বেদারণ্য, মলয়গিরি।

অগ্‌গলভ চৈত্য—সাংকাশ্য থেকে ৩৫০ মাইল উত্তরে সুঘনতে। থলসির কাছে কোথাও। বুদ্ধদেব এখানে ১৮-শ বর্ষা কাটান। আলবক যক্ষ এখানে বাস করতেন।

অগ্নিপুর—মাহিষ্মতী।

অগ্রবন—আগ্রা। ব্রজমণ্ডলে একটি বন। ব্রজ পরিক্রমার প্রথম পর্যায়ে অবস্থিত বলে এই নাম। কৃষ্ণ লীলার সঙ্গে জড়িত। বহু দিন বনাকীর্ণ ছিল। বর্তমানের আগ্রা।

অখণ্ডা—দিলদার নগর। গাজিপুর থেকে ১২ মাইল দক্ষিণে।

অঙ্গ—প্রভঙ্গ। মুঙ্গের মিলে ভাগলপুরের চার পাশ। ষোড়শ জনপদের একটি। রাজধানী চম্পা। এইখানে মদন (রামা) ভস্ম হয়েছিল। দ্রঃ কামাশ্রম। মতান্তরে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ ও অঙ্গ রাজ্যের অংশ ছিল। আর এক মতে সাঁওতাল পরগণাও। খৃ-পূ ৬-শতকে বিম্বিসার এটিকে মগধের সঙ্গে যুক্ত করেন। এখানে ঋষিকুণ্ড বা ঋষ্যশৃঙ্গ আশ্রম। কর্ণগড় বা কর্ণপুর, জহ্নু আশ্রম, চম্পা, মোদাগিরি, পাথর ঘাটা, মন্দার পর্বত, সুহ্ম (দ্রঃ)। অথর্ব সংহিতাতে প্রথম অঙ্গ নাম পাওয়া যায়।

অঙ্গলৌকিক—অঙ্গলৌকিক লোকদের দেশ। অগলসইয়ান (আলেকজেন্দ্রীয় ঐতিহাসিক) যেন। যেন শিবিদের প্রতিবাসী। হাইদাসপেস ও অসিক্নীর মধ্যবর্তী দেশ।

অচিরাবতী—অজিরাবতী, ঐরাবতী, নাগনদী। অযোধ্যাতে রাপ্তি নদী; সরযূর করদা শাখা। এর তীরে শ্রাবস্তী নগরী।

অচ্ছোদ—অচ্ছাবৎ। একটি হ্রদ। কাশ্মীরে। মার্তণ্ড থেকে ৬-মাইল। সিদ্ধাশ্রম

(দ্রঃ)। অচ্ছাবতের কাছে অচ্ছোদ নদীর আর এক নাম বৃঙ্‌গ।

অজয়—অজমতী। অম্যষ্টিস্ (মেগাস্থি), এরিয়ানে উল্লিখিত। গালব তন্ত্রে অজয়। বাঙলাতে। কাটোয়াতে গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত। জয়দেবের জন্মস্থান বেন।

অজন্তা—অচিন্ত, অজুন্ত। এলোরা থেকে উ-পূর্বে ৫৫ মাইল মত। এখানে বিহারে যোগাচার্য শাখার প্রতিষ্ঠাতা আর্যসঙ্গ (অসঙ্গ ?) থাকতেন। এখানে গুহাগুলি অচল নামে এক ভিক্ষুক দ্বারা উৎখনিত (শিলালেখ)।

অজারবাইজন—ঐরণ্যম বেজ (আবেস্তাতে), ঋক্‌বেদে আয (?), পুরাণে মদ্র বা উত্তর মদ্র। অরিয়ন (পারসিক), মেদিযা। আর্যদেব মূল আবাসস্থল যেন।

অজিরাবতী—হিরণ্যবতী (দ্রঃ)। ছোটগণ্ডক।

অঞ্জনগিরি—পাঞ্জাবে সুলেমান পর্বত শাখা।

অট্টহাস—বাঙলাতে লাভ পুরের ... সতীর ... পড়েছিল। দেবী এখানে ফুল্লরা। আমোদপুর স্টেশন থেকে ৭-মাইল।

অদিনজাই—সর্পৌষধি বিহার। বনারে অদিনজই উপত্যকাতে। সোয়াৎ নদীর উত্তরে চকদার দুর্গের কাছে। হিউ-এন-ৎসাঙ উল্লিখিত।

অনগণ্ডি—দ্রঃ-কোঙ্কনপুর। অনগণ্ডি পর্বত। দ্রঃ শান্তিক শিলা।

অনন্তনাগ—ইসলামাবাদ। ঝিলমের দ তীরে। কাশ্মীরের প্রাচীন রাজধানী।

অনন্তপদ্মনাভ—অনন্তপুর, অনন্তশয়নম্, পদ্মনাভপুর। ত্রিবেন্দ্রামে, ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানী। এখানে পদ্মনাভের বিখ্যাত মন্দিরে বিষ্ণু ... অনন্তের কোলে শায়িত।

অনঙ্গপুর—পঞ্চতীর্থ, ফাল্গুন। পঞ্চাপ্সরতীর্থ (দ্রঃ)। ১ অনঙ্গদমন ...।

অনহিলপত্তন—অনহিলপুর, নিবলপত্তন। গুজরাটের প্রধান নগর। নেহরওয়ালাপত্তন।

অনুমকুণ্ডপুর—তেলেঙ্গানার প্রাচীন রাজধানী ওয়ারাঙ্গল — ... কনকোণ্ডা (টলেমি) = অক্ষলিনগর যেক্ষিলনগর = বেণাকটক।

অনুরাধপুর—অনুরাধাপুর। সিংহলের রাজধানী। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য অশোক মহিন্দ ও তাঁর বোন সংঘমিত্রাকে মূল বোধিদ্রুমের শাখা দিয়ে ... ন। এখানে মহাবিহারে গাছটি এখনও আছে। ৪-র্থ শতকে ... বাম শদন্ত পুরী (দন্তপুর দ্রঃ) থেকে এখানে থুপারাম ধাতুগর্ভ স্তূপে একটি কোণে স্থাপিত করা হয়েছিল। বুদ্ধের দক্ষিণ হনু বা দক্ষিণ অক্ষক অস্থি এখানে আছে। স্তূপটি দেবানাম পিয়তিসস নির্মিত (২৫০ খৃ-পূ)। অনুরাধপুরে লোয়-মহ-পয় বিহার এবং রুবণওয়েলি (খৃ ২-শতকে রাজা দত্ত গামিনী নির্মিত) ধাতুগর্ভ স্তূপ রয়েছে। ইসিভূমঙ্গন নামক স্থানে মহিন্দের শেষকৃত্য করা হয়েছিল। ঘণ্টাকার বিহারে অট্টকথাগ্রন্থ সিংহলী থেকে বুদ্ধঘোষ পালিতে অনুবাদ করেন।

অনুপদেশ—মাহিষক (দ্রঃ)।

অনোতত্ত—অনবতপ্ত হ্রদ রাবণ হ্রদ (?)। কল্পিত (?)।

অনোমা—অনমল। গোরক্ষপুর জেলাতে অউমি নদী। গৃহত্যাগ করে এই নদীর পূর্ব তীরে চন্দোলিতে বুদ্ধদেব নদী পার হন। ছন্দক এখান থেকে ঘোড়া কণ্টককে নিয়ে ফিরে যান। একটি মতে ছন্দকের ফিরে যাওয়া স্তূপ মহা-থান ডিহ; তমেশ্বর

বা মনের থেকে ৪-মাইল উ-পূর্বে। নদীর পূর্বতীরে শির-সরাও হচ্ছে মস্তকমুণ্ডন স্তুপ (২) মতান্তরে অযোধ্যাতে বস্তি জেলাতে কুদাওয়া নদী = অনোমা।

অন্তরীগিরি—রাজমহল পাহাড়। সাঁওতাল পরগণাতে। পতঞ্জলির কালকবন (দ্রঃ)।

অন্তরবেদ—গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে দোয়াব। শশস্থলী।

অন্ধ্র—(১) গোদাবরী ও কৃষ্ণার মধ্যবর্তী দেশ; কৃষ্ণ জেলা সমেত। রাজধানী ছিল ধনকটক বা বেণাকটক বা অমরাবতী; কৃষ্ণার মোহনাতে। আরো প্রাচীন রাজধানী বেঙ্গি (হিউ-এন-ৎসাঙ)। (২) তেলিঙ্গ দেশ; হায়দ্রাবাদের দক্ষিণে। অনর্ঘ রাঘবে সপ্ত গোদাবরী অন্ধ্র দেশে প্রবাহিত। অন্ধ্রে প্রধান দেবতা মহাদেব ভীমেশ্বর। বেঙ্গির পল্লবরাজদেব উচ্ছেদ করেন কল্যাণপুরের চালুক্যরা; তারপর ক্রমশ চোলরাজারা এবং তার পর ধরণীকোটের জৈন রাজারা। অন্ধ্র বংশের অপর নাম শাতবাহন/শাতকর্ণি; প্রাচীন রাজধানী শ্রীকাকুলম্ কৃষ্ণা গভে।

অপরাবিদেহ—রঙপুর, দিনাজপুর। পূর্ব বিদেহ।

অপরানন্দা—অলকানন্দা। নন্দা (দ্রঃ)।

অপরান্তক—অপরান্ত। কোঙ্কন ও মালাবার মিলে। মতান্তরে কেবল কোঙ্কন। অন্য মতে ভারতের পশ্চিম উপকূল। রঘুতে মুরলার দক্ষিণে; পশ্চিমঘাট (সহ্যপবত) ও সমুদ্র মধ্যবর্তী এলাকা. মহী নদী থেকে গোয়া পর্যন্ত। মোটামুটি নর্মদা থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত দেশ। অরিয়েক (টলেমি)। পেরিপ্লাসে অরিয়েক কাম্বে উপসাগরের দক্ষিণ থেকে আভীরের উত্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। অবশ্য পেরিপ্লাসের অরিয়েক - আরণ্যক। আর এক মতে কোঙ্কনের উত্তর অংশ, রাজধানী শূর্পারক. বাসেহনের কাছে। যোন-ধম রক্ষিতকে অশোক এখানে ২৪৫ খৃ-পূ পাঠিয়েছিলেন।

অবন্তি—উজ্জিন। মালব (দ্রঃ)। বিক্রমাদিত্যের রাজধানী। অনঘ রাঘবে অবন্তি দেশের রাজধানী। রাজধানী অবন্তিকে মাহিষ্মতীও বলা হয়েছে। অবন্তি নদী - শিপ্রা।

অবান্তকক্ষেত্র—অবান। মহীশূরে কো..র জেলাতে একটি তীর্থ। ফেরার পথে রাম এখানে এক বার নেমেছিলেন।

অভিসারী—অভিসার (মহাভারতে)। অবিসৎেস্ (গ্রীক), মতান্তরে প্রাচীন উর্রাবাউরস। পেশোয়ার জেলার উ-পশ্চিমে একটি জেলা; অর্জুন জয় করেছিলেন। অন্য মতে বিতস্তা ও চন্দ্রভাগার মধ্যগত পার্বত্য এলাকা এবং রাজপুরী (দ্রঃ; রাজৌরি কাশ্মীরে) এলাকা মিলে। হজর দেশ।

অমরকণ্টক—অমরকূট। বংশগুল্ম (দ্রঃ)। নমদা ও সোনের উৎস। নাগপুরে গণ্ডোয়ানা পবতে (বিন্ধ্য পর্বতের অংশ) মিকুল/মেকল নামক অংশে। ফলে নর্মদা (দ্রঃ) = মেকলকন্যা। অমর কণ্টকে শ্রাদ্ধ করণীয়। অমরকণ্টক পাহাড় = মেকল বা সোম পর্বত, আম্রকূট, সুরথাদ্রি।

অমরনাথ—হিমালয়ে ভৈরবঘাটি শাখাতে একটি প্রাকৃতিক গুহাতে বিখ্যাত এক শিব মন্দির। কাশ্মীরের প্রাচীন রাজধানী; ইসলামাবাদ থেকে ৬০ মাইল মত। কৈলাস (স্থানীয় নাম) শিখরের (১৭৩০৭ফু) পশ্চিমগাত্রে। সিন্ধু নদীর করদা ছোট একটি নদী অমরগঙ্গা; গুহাটির বাম দিকে প্রবাহিত। অমর গঙ্গার পাশ দিয়ে গুহাতে

যাবার পথ। এখানে মাটি সাদা। গুহাটি ৫০ ফু চওড়া; ২৫ ফু খাড়া; প্রাকৃতিক খিলান যুক্ত। গুহার দ্বার থেকে ২০-২৫ ফু ভেতরে গুহার শেষ প্রান্তে অমরেশ্বর লিঙ্গ। গুহার গা থেকে জল চুইয়ে বার হয়ে স্বচ্ছ বরফে (স্টালাগামাইট) পরিণত; এইটি পূজ্য দেবতা। ডোলমাইট পাথর লিঙ্গের বেদী; ৭-৮ ফু ব্যাস; ২ ফু উচ্চ। লিঙ্গ বরফ প্রায় ২ ফু মত উচ্চ হয়ে ওঠে এবং দেখার একটি সাপ যেন জড়িয়ে রয়েছে। চন্দ্রকলার সঙ্গে অদ্ভুত যোগ। অমাবস্যা থেকে বাড়তে বাড়তে পূর্ণিমাতে সব চেয়ে বড় এবং ক্রমশ গলতে গলতে অমাবস্যাতে নিঃশেষ হয়ে যায়। লিঙ্গের দুপাশে দুটি বরফ স্তম্ভ রয়েছে; এ দুটিকে দেবীমূর্তি বলা হয়। প্রতি শ্রাবণ মাসে মার্তণ্ড থেকে তীর্থযাত্রী আসে। দর্শনের শেষে মন্দিরের ওপর ১ বা ২ বা ৩টি পায়রা উড়ছে দেখা যায়; এরা হরপার্বতী যেন। গুহার মধ্যে অদ্ভুত অদ্ভুত আকার বরফ রয়েছে।

অমরাবতী—(১) নগরহার (দ্রঃ)। (২) ধনকটক, পূর্বশৈল সংঘারাম (হিউ-এন-ৎসাঙ), হীরক বালুকা, ডিপলডাইন। অমরাবতী স্তূপ বেজোয়াদা থেকে ১৮ মাইল পশ্চিমে এবং ধরণীকোটের দক্ষিণে; কৃষ্ণ জেলাতে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ তীরে। বৌদ্ধ অন্ধ্রেরা বা অন্ধ্রভৃত্য রাজারা (৩৭০-৩৮০খৃ) এটি তৈরি করেন। অমরাবতী চৈত্য হচ্ছে পূর্ব-শৈলসংঘারাম (হিউ-এন-ৎসাঙ)। ধনকটক (দ্রঃ)।

অমরেশ্বর—নর্মদার দক্ষিণ তীরে ওঙ্কারনাথের বিপরীত দিকে। খাণ্ডব থেকে ৩২ মাইল উ-পশ্চিমে। মর্তক স্টেশন থেকে ১১ মাইল পূব দিকে। বৃহৎ শিবপুরাণে অমরেশ্বর ওঙ্কারক্ষেত্রে (দ্রঃ) অবস্থিত। ১২ লিঙ্গের একটি।

অমলকগ্রাম—আমলক গ্রাম (নৃসিংহ পু) = সহ্য আমলক গ্রাম (পশ্চিমঘাট পর্বতে)। আমলিতলা। তিন্নেভেলিতে তাম্রপর্ণী নদীর উত্তর তীরে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে আছে।

আমি—বিহারে ছাপরা থেকে ১১ মাইল পূর্বে। পীঠস্থান। এখানে ভবানী মন্দির রয়েছে।

আমিন—অভিমন্যুখের। চক্রব্যূহ স্থান। কুরুক্ষেত্রের মধ্যে ছিল। এখানে অভিমন্যু নিহত হন।

অম্বর—জয়পুর দেশ। প্রাচীন রাজধানী অম্বর (বর্তমানে আমের)। অম্বরীষ (মান্ধাতার ছেলে)/ধুন্ধুমার স্থাপিত। আমের প্রাসাদ বা দুর্গে যশোরেশ্বরী কালী রয়েছে; মানসিংহ যশোহর থেকে নিয়ে যান। ধুন্ধু (দ্রঃ)।

অম্বরনাথ—বোম্বেতে থানা জেলাতে একটি তীর্থ।

অম্বলট্ঠিকা—(১) রাজগৃহ ও নালন্দার মাঝামাঝি একটি উদ্যান। (২) মগধে খানুমৎ-এ একটি উদ্যান।

অম্বষ্ঠ—অম্বতাই উপজাতির দেশ (টলেমি)। আলেকজাণ্ডারের সময় সিন্ধুর উত্তর অংশে এবং নিম্ন একেসিনেস্ এলাকাতে এরা বাস করত।

অয়োর্নস্—গ্রীক। রনিগৎ পেশোয়ার জেলাতে ওহিন্দ থেকে ১৬ মাইল উ-পশ্চিমে। নিশ্চিত এটি মহবন্ পর্বত (সাদা-কোটে) এবং পেশোয়ার থেকে ৭০ মাইল উ-পূবে। পাণিনির বরণ>অয়োর্নস (?)। আজও সিন্ধুর পশ্চিম তীরে এটোক এর বিপরীত দিকে বরণ (দ্রঃ) সহর রয়েছে।

অয়োর্নস্—বরুণপুর (রামা); ব্যাকট্রিয়াতে।

অবক নদী—পাঞ্জাবে রাভি নদীর পশ্চিমে আপগা নদী।

অযোধন—পাকপত্তন। রাভি থেকে ৫-মাইল পশ্চিমে। পাঞ্জাবে মণ্টগোমারি জেলাতে মামক'ঘাট থেকে ৮-মাইল। ৪০ ফুট উচ্চ টিলার ওপর অবস্থিত বিখ্যাত সহর (আলেকজেন্দ্রীয়)। প্রাচীর ও দুর্গ ধ্বংসাবশেষে পরিণত।

অযোধ্যা—রামায়ণে কোসলের দক্ষিণ প্রান্তে ছিল স্যন্দিকা (সই) নদী; গোমতী ও গঙ্গার মধ্য অংশে। বৌদ্ধ যুগে সরযূ নদী দ্বারা বিভক্ত দুটি ভাগ; উত্তর কোসল ও কোসল। উ-কোসলের রাজধানী রাপ্তি তীরে শ্রাবস্তী: সরযূতীরে কোসলের রাজধানী অযোধ্যা। বুদ্ধের সময় কোসল রাজ্য হিমালয় থেকে গঙ্গা পর্যন্ত এবং রামগঙ্গা থেকে গণ্ডক পর্যন্ত বিস্তৃত; রাজা ছিলেন প্রসেনজিতের পিতা মহাকোসল। অযোধ্যাতে সহরের মধ্যে জন্মস্থানে রামের জন্ম। চিরোদক বা চিরসাগরে দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেছিলেন। ত্রেতা কি ঠাকুর স্থানে রাম অশ্বমেধ করেছিলেন। রত্নমণ্ডপে রামের সভাগৃহ ছিল। ফয়জাবাদে স্বর্গদ্বারে রামের অগ্নিকৃত্য করা হয়। লক্ষ্মণ কুণ্ডে লক্ষ্মণ সরযূতে দেহত্যাগ করেন। ফয়জাবাদে মঝউরাতে অন্ধঋষি পুত্রকে দশরথ হত্যা করে ছিলেন। তীর্থংকর আদিনাথ অযোধ্যাতে জন্মান। সুগ্রীব পর্বত কালকারাম/পূর্বারাম বিহার। মণি পর্বত অশোকের স্তূপ (হিউ-এন-ৎসাঙ্)। কুবের পর্বত স্তূপে বুদ্ধের নখ ও কেশ রয়েছে; এটিকে গন্ধমাদন পর্বতে টুকরো বলা হয়, হনুমানের পিঠ থেকে ভেঙে পড়ছিল। খৃ-২ শতকে অন্য মতে ৫-শতকে বিক্রমাদিত্য (গুপ্তবংশ) অযোধ্যার পুরাতন স্থানগুলি সংস্কার করেছিলেন। অযোধ্যা = সাকেত (বৌদ্ধ) – সেতিকা = সগদ (টলেমি)। বিশাখা।

অরণ্য – নয়টি পবিত্র অরণ্য :-সৈন্ধব, দণ্ডক, নৈমিষ, কুরুজাঙ্গল, উৎপলারণ্য, জম্বুমার্গ, পুষ্কর, অরণ্য ও হিমালয়। দ্রঃ বন।

অরবালো—কাশ্মীরে উলুর/বোলুর হ্রদ। কাশ্মীর উপত্যকাতে সব চেয়ে বড় হ্রদ; প্রচর পানিফল হয়। ভিক্ষু মঝ্ঝন্তিক-কে অশোক গান্ধার ও কাশ্মীরে পাঠান। ইনি অররালো-রাজ নাগবংশীয় মহাপদ্মকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। ফলে অপর নাম মহাপদ্ম সর।

অরবট্ট—ওরোবটিস্ (আলেকজেন্দ্রীয়)। লণ্ডাই নদীর বামতীরে। নণ্ডসেরার কাছে। পিউকেলাওটিস এর পশ্চিমে।

অরিয়ান—মধ্য এসিয়াতে (স্ট্রাবো); আর্যদের এটি মূল আবাস স্থল। আবেস্তাতে ঐরণ্য বেজ (আর্যবীজ)। অজারবাইজন (দ্রঃ)। ভারতের উত্তরে ভীষণ ঠাণ্ডা দেশ। বেলুরতঘের ও মুস্তঘের পশ্চিমে। আম ও অক্ষুস উৎসের কাছে। আর্যদের কিছু কিছু অংশ বিভিন্ন সময়ে ইউরোপে গিয়ে বসতি গড়ে তোলে। বাকি যারা ছিল পরে ইরান ও পাঞ্জাবে আসে। পাঞ্জাবে যারা আসেন তাদের মধ্যে কৃষি ও ধর্মীয় ক্রিয়া কলাপ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। বরুণকে সামান্য দেবতা এবং ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ এই নিয়ে জটিল বিরোধ দেখা দেয়। মধ্য এসিয়াতে থাকার সময় বরুণ ছিলেন সব-চেয়ে বড় দেবতা। পাঞ্জাবে এই ভাবে দুটি সম্প্রদায় দেখা দেয় এবং প্রাচীন বরুণপন্থীরা ইরানে গিয়ে বসবাস আরম্ভ করেন; এঁরা জরথুস্ত্র দল। পাঞ্জাবের নব্যপন্থীরা ক্রমশ সারা ভারতে ছড়িয়ে যান।

অরিষ্টপুর—অরিট্ঠপুর। শিবিদের রাজধানী। হয়তো পাঞ্জাবের উত্তরে অরিষ্ট-বোথ্ (টলেমি)।

অরুণা—(১) সপ্তকোশির একটি। বর্তমানেও এই নাম। (২) কুরুক্ষেত্রে সরস্বতীর একটি শাখা ; অপর নাম মার্কণ্ড। পৃথূদক থেকে ৩ মাইল উ-পূর্বে অরুণাসঙ্গমে সরস্বতীর সঙ্গে মিশেছে।

'অরুণাচল—অরুণগিরি। মাদ্রাজে দক্ষিণে আরকট জেলাতে তিরুবন্নামালাই। এখানে অরুণাচলেশ্বর ও অর্দ্ধনারীশ্বর মন্দির রয়েছে। মহাদেবের এখানে তেজোমূর্তি। দ্রঃ চিত্তমবলম্। (২) কৈলাস পর্বত শাখার পশ্চিমে একটি পর্বত।

অরুণোদ—গাড়োয়াল।

অর্কক্ষেত্র—সূর্যক্ষেত্রে, পদ্মক্ষেত্র; চন্দ্রভাগা, কোণারক, কোণাদিত্য, কৃষ্ণ প্যাগোডা। পুরী থেকে ১১ মাইল উ-পশ্চিমে। সূর্য কোণাদিত্য বিগ্রহের মন্দির। গঙ্গাবংশে লাঙ্গুলিয় নরসিংহদেব মন্দিরটি নির্মাণ করান (খৃ ১২৩৭—১২৮২)

অর্জিকেয়—বিয়াস।

অর্গসান—দ্রঃ মহন্নু, মেহতন্নু।

অর্ধগঙ্গা—কাবেরী নদী।

অর্বুদ—আরাবল্লী (দ্রঃ) পাহাড়ের বিচ্ছিন্ন শাখা আবু ; রাজপুতানাতে। এখানে বশিষ্ঠের আশ্রম ছিল। বশিষ্ঠ এখানে যজ্ঞকুণ্ড থেকে পরমার নামে এক বীরকে সৃষ্টি করেন ; কামধেনু হরণপ্রয়াসী বিশ্বামিত্রকে বাধা দেবার জন্য। এই থেকে রাজপুত পরমার বংশ। এখানে অম্বাভবানীর বিখ্যাত মন্দির এবং আদিনাথ (১-ম) ও নেমিনাথ (২২-শ) তীর্থংকরের মন্দির রয়েছে।

অলকানন্দা—মহাগঙ্গা। গঙ্গার একটি করদা শাখা, গাড়োয়ালে। বিষ্ণু গঙ্গা (ধবল গঙ্গা, ধৌলি) ও সরস্বতীর মিলিত ধারা। সঙ্গমের ওপর অংশ বিষেন (<বিষ্ণু) গঙ্গা। বদ্রিনাথ থেকে ৪ মাইল উত্তরে বসুধারা জল প্রপাত (মনাল গ্রামের কাছে) থেকে উৎপন্ন। বদরিকাশ্রম (দ্রঃ)। শ্রীনগর এই অলকানন্দা তীরে।

অলসন্দ—আলেকজেন্দ্রিয়া, হুপিয়ান (দ্রঃ)। যোন দেশের রাজধানী যেন।

অলোপী—এলাহাবাদে। প্রজাপতিবেদী। এখানে অলোপী মন্দির একটি পীঠ-স্থান, সতীর পিঠ পড়েছিল। মন্দিরে কোন প্রতিমা নাই ; কেবল একটি বেদী রয়েছে। বিখ্যাত তীর্থ।

অশোক—২৭২(?)-২৩২ খৃ-পূ। পিতা মারা গেলে বড ভাই অভিষিক্ত যুবরাজ সুমনকে (তক্ষশিলার শাসক) নিহত করে রাজা হন। রাজত্বের ৯-ম বর্ষে বৌদ্ধ উপাসক, ১১-শ বর্ষে বুদ্ধের একনিষ্ঠ ভক্ত

অশ্বতীর্থ—(১) গঙ্গা ও কালিন্দী সঙ্গম, কনৌজ জেলাতে। (২) গৌহাটির কাছে কামাখ্যাতে অশ্বক্রান্তা পর্বত।

অশ্মণ্বতী—অক্সাস্ (ঋক্)।

অশ্মক—অশ্বক (মহাভরতে), অলক। দাক্ষিণাত্যে একটি দেশ (ব্রহ্ম)। কূর্মপুরাণে পাঞ্জাবের সঙ্গে উল্লিখিত। উ-পশ্চিম ভারতে (বৃহৎ-সং)। অউজোয়ামিস্ = সুমি (টলেমি) ; সরস্বতী নদী থেকে পূবদিকে একটু দূরে এবং সমুদ্র থেকে ২৫ মাইল মত ;

যেন প্রাচীন অশ্মক। অস্‌সক = অশ্মক বৌদ্ধযুগে ; অবন্তির অব্যবহৃতি উ-পশ্চিমে। বুদ্ধের সময় গোদাবরী তীরে অস্‌সকরা বাস করতেন ; রাজধানী প্রতিষ্ঠান (দ্রঃ)। অন্য মতে নর্মদা তীরে ; গোদাবরী ও মাহিষ্মতীর মাঝখানে ; অপর নাম অলক = মূলক : রাজধানী প্রতিষ্ঠান (দ্রঃ)। অশোকের সময় মহারাষ্ট্রের অংশ। দশকুমার চরিতে (খৃ ৬ শতক) অশ্মক বিদর্ভের আশ্রিত। পুরাণে অশ্মকের ছেলে মূলক। আবার বৌদ্ধ গ্রন্থে অশ্মক ও মূলক পাশাপাশি দেশ বলা হয়েছে ; মাঝখানে গোদাবরী নদী।

অষ্টবিনায়ক—গণপতির আটটি মন্দির। (১) ভীমা ও মুথমুলা সঙ্গমে রঞ্জনগাঁওতে ; (২) মারগাঁও ; (৩) থেউর ; (৪) লেনাদ্রি ; (৫) পুণাতে ওঝর ; (৬) পালিতে পন্থ-সচিব রাজ্যে ; (৮) থান জেলাতে মধে ; (৮) সিদ্ধটেক-এ ; আমেদনগর জেলাতে। দ্রঃ বিনায়ক তীর্থ।

অষ্টাবক্রআশ্রম—রাহুগ্রাম। বর্তমান রৈলা ; হরিদ্বার থেকে ৪-মাইল। কাছেই ছোট একটি নদী = অষ্টাবক্র নদী = সমঙ্গা। গাড়োয়ালে শ্রী নগরের কাছে পউরিতে আর একটি আশ্রম ছিল ; এখানে অষ্টাবক্র পর্বত ও রয়েছে।

অষ্টগ্রাম—মথুরা জেলাতে রাবল। এখানে মাতামহ সুরভানুর প্রাসাদে রাধিকার জন্ম। এখানে জীবনের প্রথম বর্ষ কাটে।

অসি—বারণসীতে একটি নদী।

অসিক্নী—চন্দ্রভাগা নদী।

অসিরপর্বত—এরই একটি শাখা কটক জেলাতে চতুষ্পীঠ (দ্রঃ) পর্বত। উদয়গিরি (দ্রঃ) ও খণ্ডগিরি দুটি শাখা।

অসের—আসের। অসির গড়। মধ্যপ্রদেশে। বুরহানপুর থেকে ১১ মাইল উত্তরে। অশ্বত্থামা গিরি>অসের।

অস্তগিরি—শাকদ্বীপে অস্তগঙ্ক (তগ্গক = পর্বত)।

অস্স্যারিয়—শাল্মলী দ্বীপ। সালদিয়। এসিয়রিয়।

অহার—বুলন্দসর থেকে ২১ মাইল উ-পূর্বে। গঙ্গার দক্ষিণ তীরে। এখানে পরীক্ষিত মারা যান এবং এখানেই সর্পযজ্ঞ হয়েছিল প্রবাদ। সর্পযজ্ঞ হয়েছিল তক্ষশিলাতে (মহাভারত)।

অহিচ্ছত্র—আদিকোট, ছত্রবতী, প্রত্যগ্রহ, অহিচ্ছপুর, অধিছত্র, রামনগর (দ্রঃ)। রোহিলখণ্ডে বেরিলি থেকে ২০-মাইল পশ্চিমে। বর্তমানে অলমপুর কোট ও নসরৎ-গঞ্জ অহিচ্ছত্র নামে পরিচিত। উত্তর পাঞ্চালের রাজধানী অহিছত্র। মহাভারতে অহিক্ষেত্র, ছত্রবতী। জৈনগ্রন্থে উ-পাঞ্চাল = জঙ্গল ; রাজধানী অহিচ্ছত্র।

অহল্যাআশ্রম—অহিয়ারি, অহল্যাস্থান, গৌতম আশ্রম (দ্রঃ)। জরইল পরগণাতে ত্রিহুতে ; জনকপুর থেকে ২৪ মাইল দ-পশ্চিমে। রামায়ণে জনকপুরের কাছে। এখানে ইন্দ্র অহল্যার কাহিনী ঘটেছিল।

অহোবল নৃসিংহ—একটি তীর্থ। মাদ্রাজে কর্ণাল জেলাতে কুদ্দপ থেকে পূব দিকে একটু দূরে। এখানে গরুড়াদ্রি পর্বতে এক গুহাতে নৃসিংহ মূর্তি রয়েছে। এই পাহাড়ের পাদদেশে, মধ্যদেশে ও শিখরে তিনটি পবিত্র মন্দির রয়েছে।

আকরাবন্তী—মালব। আকর = পূ-মালব। অবন্তি = প-মালব। বৃহৎসংহিতাতে

আকরবেণাবন্তিকা।

আক্রেক—হিরণ্য নদী (মহাভা)। পুরাণে নাম হাটক। সর্নিষম (গ্রীক); শকদ্বীপে = সিদিয়া (তুর্কিস্থান)। কাস্পিয়ান সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। দৈত্য ও দানব দেশ। হিরকানিয়া ও সুপর্ণদেশের মধ্যবর্তী সীমা।

আদর্শাবলী—আরাবল্লী পাহাড়।

আনন্দপুর—উত্তর গুজরাটে 'বড নগর'। সিধপুর থেকে ৭০ মাইল দ-পূর্বে। বলভি থেকে ১১৭ মাইল; অবশ্য বল্লভি থেকে ৫০ মাইল উ-পশ্চিমে আর একটি আনন্দপুর রয়েছে। প্রাচীন আনর্তপুর, একদা রাজধানী ছিল। হিউ-এন-ৎসাঙ এসেছিলেন। অপর নাম নগর। গুজরাটের নগর ব্রাহ্মণদের প্রাচীন দেশ। কুমারপাল এখানে চারিদিকে প্রাচীর গেঁথে দিয়েছিলেন। গুজরাট রাজ দ্বিতীয় ধ্রুবসেনের রাজধানী। এখানে ভদ্রবাহুস্বামী কল্পসূত্র (৬১১ খৃ) রচনা করেন। অপর নাম বড়পুর, চম্পক-পুর, আনর্তপুর।

আনর্ত—গুজরাট ও মালবের অংশ। রাজধানী কুশস্থলী। আনন্দপুর দ্রঃ।

আপ্তনেত্রবন—অযোধ্যাতে বারইচ জেলাতে ইকযুনার কাছে ধ্বংসাবশেষ এলাকা। হিউ-এন-ৎসাঙ এসেছিলেন।

আপগা—(১) পাঞ্জাবে রাবি নদীর পশ্চিমে অয়ক নদী। (২) কুরুক্ষেত্রে একটি নদী। দ্রঃ ওঘোবতী। আজও এই নাম। ঋক্‌বেদে এটি আপয়া; সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর সঙ্গে বার বার উল্লিখিত।

আফগানিস্তান—কাম্বজ (দ্রঃ), কাওফু, কম্ব—হিউ-এন-ৎসাঙ। লোহ (মহাভা), রোহ, রোহি, আবগান (বৃহৎ-সং), অপগ, ঔপগ।

আভীর—গুজরাটে দ-পূর্ব অংশ। নর্মদার মোহনার কাছে আবেরিয় (গ্রীক)। মতান্তরে সিন্ধুর পূর্বে; সিন্ধু এখানে দুভাগ হয়ে একটি বদ্বীপ করেছে। মহাভারতে আভীররা সমুদ্রতীরে এবং গুজরাটে সোমনাথের কাছে সরস্বতী তীরে বাস করত। অপর মতে ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে তাপ্তী থেকে দেবগড় পর্যন্ত; গুজরাটের দক্ষিণ অংশ; এখানে সুরাট অবস্থিত। বাইবেলে এটি সেন ওফির। তারাতন্ত্রে কোঙ্কন থেকে দক্ষিণে তাপ্তীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত।

আরদ্ধ—যৌধেয় দ্রঃ। বিতস্তা ও সিন্ধুর মধ্যবর্তী দেশ।

আরট্ট—পাঞ্জাবে। সংস্কৃতে অরাষ্ট্র। এখানে ভাল ঘোড়া পাওয়া যেত।

আরণ্যক—উজ্জয়িনি ও বিদর্ভের দক্ষিণে একটি দেশ। পেরিপ্লাসে অরিযক। অপর মতে অরিয়ক (আর্যক্ষেত্র) হচ্ছে ঔরঙ্গাবাদের অনেকটা + দক্ষিণ কোঙ্কন। রাজধানী ছিল টগর, বর্তমানে দৌলতাবাদ। কান্তারক।

আরমেনিয়া—রমণীয়ক দ্বীপ (মহা)।

আরা—আরাম নগর। বিহারে সাহাবাদ জেলাতে। অন্য মতে আডারকালাম (>আরা) এখানে থাকতেন।

আরাবল্লী—আদর্শাবলী। পারিপাত্র পর্বতের অন্তর্গত। উত্তর দিল্লিতে এই পর্বত শাখা এসে শেষ হয়েছে। দ্রঃ অর্বুদ।

আর্যক—অরিয়ক (টলেমি)। দ্রঃ অপরান্তক, আরণ্যক।

আর্যাবর্ত—হিমালয় ও বিন্ধ্যের মধ্যবর্তী এলাকা। পতঞ্জলি মতে উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে পরিযাত্রক, পশ্চিমে আদর্শাবলী (অন্য মতে বিনশন); পূর্বে কালকবন। রাজশেখর বলেছেন নর্মদা নদী আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের সীমা।

আলওয়ার—মৎস্য দেশ। জয়পুরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এখানে আজও মচ্ছেরি নামে একটি সহর রয়েছে। দ্রঃ জয়পুর। মহাভারতে আলোয়ার = সৌভপুর = শাম্বনগর দ্রঃ/শাম্বপুর।

আলবানিয়া—অলম্ব (মহাভা)। কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিমে। বর্তমানে সিরওয়ান।

আলবি—ঐরবা বা ঐরয়া। প্রাচীন একটি বৌদ্ধ নগরী। অ-লে-(ফা-হিয়েন)। যুক্ত প্রদেশে ইটোয়া থেকে ২৭ মাইল উত্তর পূর্বে। বর্তমানে নওল যেন। নবদেবকুল (হিউ-এন-ৎসাঙ); কনৌজ থেকে ১৯ মাইল দ-পূর্বে। গঙ্গার তীরে। একটি মতে কোসল ও মগধের মধ্যবর্তী। এখানে অগ্‌গলব-চৈত্য ছিল। জৈনদের আলভি; এখান থেকে মহাবীর ধর্মপ্রচারে বার হন। কল্প সূত্রে আলম্ভিক। বুদ্ধ এখানে ১৬-শ বর্ষা কাটান।

আলিমদ্র—মদান জেলা। ছোটি মর্দান। য়ুসুফজাই দেশ। পেশোয়ারের উ-পূর্বে। এখানে বৌদ্ধ ও গ্রীকো-ব্যাকট্রিয়ান বহু স্মৃতি চিহ্ন ছড়ান রয়েছে।

আলেকজান্দ্রিয়া—উচ্ছ। হুপিয়ান্‌। পাঞ্জাবে ৫-টি নদীর সঙ্গমে একটি নগরী। আলেকজান্দার প্রতিষ্ঠিত। অপর নাম অলসান্দ্রা। সিন্ধু নদীর একটি দ্বীপ। এখানে কলসী গ্রামে মিনান্দরের জন্ম। শাকল থেকে ২০০ যোজন। অপর মতে আলেক-জান্দ্রিয়া ও কোকাসুম হচ্ছে বেঘরাম (গ্রীক); কাবুলের ২৫ মাইল উত্তরে; এখানে প্রচুর ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। মতান্তরে বামিয়ান্‌। ওপিয়ান। অলসাদা (মহাবংশ)। হয়তো প্রাচীন ক্ষত্রিয় উপনিবেশ > ওপিয়ান। পরশুস্থলের রাজধানী।

ইউফ্রেটস্‌—বিবৃতি নদী (গরুড়-পু); নিবৃতি (অন্য পুরা)। শাল্মলী দ্বীপে/ সালডিয়তে।

ইউসুফজোই—অলিমদ্র (ব্রহ্মাণ্ড)। প্রাচীন গান্ধার (দ্রঃ) ও উদ্যানের অংশ নিয়ে। উত্তরে চিত্রল ও পসিন; পূর্বে সিন্ধু, পশ্চিমে সোয়াৎ, ও বজওয়ার এবং দক্ষিণে কাবুল নদী। ছোটি মদান = ইউসোফজাই দেশ: সিন্ধু ও পঞ্জকোরার মধ্যবর্তী (গান্ধার)। এখানে রনিগৎ এলাকাতে সঙ্ঘাও এবং দুট্টুতে কনিষ্ক যুগের বহু প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে। (খৃ ১-ম শতক)। দ্রঃ গান্ধার।

ইক্ষু—(১) অক্সাস্‌ নদী। (২) নর্মদার একটি শাখা (কূর্ম)।

ইক্ষুমতী—কালিন্দী নদী; কুমায়ুন, রোহিলখণ্ড ও কনৌজ জেলা হয়ে এগিয়ে গেছে (রামা)।

ইণ্ডিয়া—জম্বুদ্বীপ, সুদর্শনদ্বীপ, ইণ্টু (হিউ-এন-ৎসাঙ)। সপ্তসিন্ধু (হপ্ত হিন্দু) > ইন্দু > ইন্দিয়া।

ইন্দ্রপুর—ইন্দোর। যুক্তপ্রদেশে বুলন্দসর জেলাতে অনুপসহর সাবডিভিসানে ডিভই এর উ-পশ্চিমে। ৪৬৫ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্তের শিলালেখে উল্লেখ আছে। হয়তো শঙ্কর বিজয় গ্রন্থের ইন্দ্রপ্রস্থপুর।

ইন্দ্রপ্রস্থ—পুরাতন দিল্লি (দ্রঃ)। মহাভারতে বৃহস্থল; খাণ্ডবপ্রস্থ; খাণ্ডব বনের

একটি অংশ। যমুনা তীরে একটি নগর। বর্তমানের ফিরোজ সা কোটিলা ও হুমায়ুনের সমাধির মাঝখানে। বর্তমানের দিল্লির ২ মাইল দক্ষিণে। যমুনা বর্তমানে পূব দিকে ১ মাইল মত সরে গেছে। যমুনা তীরে নিগমবোধ ঘাট' বা নিগমতীর্থ 'সাহজাহানের দিল্লির নিগমবোধদ্বারের ও সেলিমগড়ের কাছে এবং কেল্লার অব্যবহিত বহির্দেশে। নিগমবোধ ঘাট ও নীলছত্রীর মন্দির যুধিষ্ঠির একটি যজ্ঞ কন্নার সময় তৈরি করেছিলেন বলা হয়। এই দুটি স্থান পূর্বতন রাজধানীর অংশ ছিল। পুরাতন দুর্গের সাধারণ নাম ইন্দ্রপথ (ইন্দ্রপ্রস্থ); বা পুরাণ কিল্লা এটিকে এখনও যুধিষ্ঠিরের দুর্গ বলা হয়। প্রাচীন হিন্দু দুর্গের ভিত্তির ওপর হুমায়ুন আবার দুর্গটি সারিয়ে তৈরি করে নেন; নাম দেন দিন-পান্না। ইন্দ্রপ্রস্থ যুধিষ্ঠিরের রাজধানী; ৬৫৩ কল্যব্দতে বা যুধিষ্ঠির-অব্দে রাজা হন। আর্যভট্ট ও বরাহমিহির মতে কলির আরম্ভ ৩১০৯ খৃ-পূ। দিল্লি এলাকা বহু শাসকের খেয়ালখুসি অনুসারে কমান বাড়ান ও স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ফিরোজ সা কোটিলাতে অশোকের স্তম্ভ রয়েছে। ইন্দ্রপথ বা যুধিষ্ঠিরের দুর্গের বাইরে লাল দরওয়াজা। দ্রঃ পাণিপ্রস্থ।

ইন্দ্রশিলাগুহ—গিরিয়েক (<গৈরিক) পর্বত। রাজগির থেকে ৬ মাইল। এই পাহাড়ে বেশ কিছু পাথর গেরুয়া রঙ। বিপুলা পর্বতের শাখা; রাজগির এলাকার সব চেয়ে পূর্ব দিকের পাহাড়। পঞ্চান<পঞ্চানন নদী পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে; নদীর ওপারে বৌদ্ধগ্রাম গিরিয়েক; পাহাড়ে দুটি শৃঙ্গ। পূব দিকে ছোট শৃঙ্গে ইঁটের বুরুজ জরাসন্ধ-কা-বৈঠক; অর্থাৎ বৌদ্ধদের হংসস্তূপ। ভারতে এক মাত্র এই বাড়িটি অশোকের আগে তৈরি; এখনও দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িটির সামনে একটি সংঘারামের ধ্বংসস্তূপ, একটি কূপ, দুটি পুষ্করিণী ও একটি বাগান রয়েছে। পশ্চিম দিকের শৃঙ্গটি হংসস্তূপের সঙ্গে পাকা রাস্তা দিয়ে যুক্ত; এটি উচ্চতর শৃঙ্গ ও এইটি গৈরিক শৃঙ্গ; এখানে ও একটি বিহার রয়েছে। ফা-হিয়েনের এটি 'বিচ্ছিন্ন' পর্বত। এই পাহাড়ে ইন্দ্র স্বর্গের গায়ক পঞ্চশিখকে বুদ্ধের সামনে বাঁশি বাজাবার জন্য এনেছিলেন।

ইরান—পারস্য। আর্য উপনিবেশ বলে এই নাম। পাঞ্জাব আগত আর্যদের বসতি।

ইরাবতী—(১) পাঞ্জাবে রাবি; হাইড্রাওটস্ (গ্রীক); অন্য নাম পরুষ্ণী (দ্রঃ)। (২) অযোধ্যাতে রাপ্তি>রেবতী। (৩) বর্মাতে একটি নদী; নাম সুভদ্রা।

ইর্ন—কচ্ছের রান<ইর্ণ=লবণ জমি। পেরিপ্লাসে এইরিয়োন।

ইল্বলপুর—এলোরা, এলপুর, এলাপুর, মণিমতীপুর, বেলুর, ভেলুর, শিবালয় (দ্রঃ), বা দেবপর্বত (শিব-পু)। শৈবল, রেবাপুর, দেবীপর্বত, দুর্জয়া, বেরুলেন। নিজাম রাজ্যে দৌলতাবাদ থেকে ৭ মাইল; নন্দনগাঁও থেকে ৪৪ মাইল। ইল্বল>এলাপুর। ইল্বলের দেশ। একটি মতে বাতাপিপুরে ইল্বল নিহত হয়েছিল। এলোরাতে বিশ্বকর্মা চৈত্য ও সঙ্গে বিহারটি ৬০০-৭০০খৃষ্টাব্দে নির্মিত। এখানে সবচেয়ে সুন্দর কৈলাস গুহা মন্দির; বাদামি-রাজ প্রথম কৃষ্ণ খোদিত করেন; পত্তদকল-এ বিরূপাক্ষ মন্দিরের অনুকরণে; ৮-শতকে; নিজের জয় লাভের স্মৃতি হিসাবে। এখানে ঘৃষ্ণেশ শিবের মন্দির রয়েছে, ১২-শ লিঙ্গের একটি। একটি মতে এলাপুর হচ্ছে গুজরাটে ভেরাভাল।

ইসলামাবাদ—কাশ্মীরের প্রাচীন রাজধানী অনন্তনাগ, ঝিলম নদীর তীরে।
ইসালির—কেশরীয়/কেসরিয়া। চম্পারণ জেলাতে। পূর্ব জন্মে বুদ্ধদেব এখানে রাজচক্রবর্তী হয়ে জন্মান। লিচ্ছবিদের কাছ থেকে চলে যাবার সময় একটি ভিক্ষাপাত্র বুদ্ধদেব এদের উপহার দিয়েছিলেন, এর স্মৃতি হিসাবে একটি স্তূপ রয়েছে। স্তূপটি রাজা বেণ কা ডেরা নামে পরিচিত। রাজা বেণও এক জন রাজচক্রবর্তী ছিলেন।
উগ্র—(১) কেরল। (২) মহাস্থান।
উচ্ছনগর—(১) বুলন্দসর। দ্রঃ বরণ। (২) আলেকজান্দ্রিয়া।
উজানী—কোগ্রাম, মঙ্গলকোট (মঙ্গলকোষ্ঠ) ও আরাল মিলে (বৃহৎ ধর্ম পু) ৮ কাটোয়া সাবডিভিসানে। একটি পীঠস্থান। কোগ্রাম লোচন দাসের জন্মস্থান।
উজ্জয়িনী—(১) উজানী (দ্রঃ)। (২) উরইন; মুঙ্গের জেলাতে; কিউলের কাছে। বহু বৌদ্ধ প্রত্নকীর্তি ছড়ান আছে। উড্ডিয়ান>উরইন : উজ্জেন। (৩) কুশস্থলী, পদ্মাবতী, মহাকালবন। অবন্তি ও মালবের রাজধানী। শিপ্রা নদীর তীরে। ২৬৩ খৃ-পূ অশোক এখানে রাজ্যপাল ছিলেন এবং এখানে তাঁর ছেলে মহিন্দ জন্মায়। এখানে গর্দভিল বংশ রাজত্ব করত; গর্দভিল রাজাকে উৎখাত করে শকেরা এখানে বাজা হন। কিন্তু গর্দভিলের ছেলে বিক্রমাদিত্য শকদের তাড়িয়ে রাজ্য উদ্ধার করে সম্বৎ চালু করেন। এই বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে বহু মতান্তর। বহু মতে ইনি হচ্ছেন সমুদ্রগুপ্ত ও দত্তাদেবীর ছেলে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। ৩৭৫ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অযোধ্যায় রাজা হন; কারণ চন্দ্রগুপ্তের পিতা পাটলিপুত্র থেকে এখানে রাজধানী সরিয়ে এনে-ছিলেন। শক বাজা রুদ্রসিংহকে (সত্য সিংহের ছেলে) ৩৯৫ খৃষ্টাব্দে পরাজিত করে চন্দ্রগুপ্ত উজ্জয়িনীতে রাজধানী নিয়ে আসেন। এই সময় উজ্জয়িনী ছিল শক রাজ্যের (সুরাষ্ট্র, মালব, কচ্ছ, সিন্ধ, কোঙ্কন) রাজধানী। আর এক মতে যশোধর্মা ছিলেন গুপ্তদেব সেনাপতি এবং কাকর-এ হূণ মিহিরপালকে পরাজিত করে ৫৩৩ খৃষ্টাব্দে বিক্রমাদিত্য নাম গ্রহণ করেন। বিক্রমাদিত্যের সভাতে নবরত্ন ছিল। খৃ ৭-ম শতকে শঙ্করাচার্যের সময় উজ্জয়িনীতে সুধন্ব রাজা ছিলেন। সুধন্ব বৌদ্ধদের উৎপীড়ন ও দেশ থেকে বিতাড়ন করেন। উজ্জয়িনী সহরের মধ্যে মহাকাল মন্দির (১২-লিঙ্গের একটি) রয়েছে। জৈনরা দাবি করেন মন্দিরটি অবন্তিসুকুমারের ছেলের দ্বারা নির্মিত। প্রাচীর ঘেরা মস্তবড একটি চত্বরের মধ্যে মন্দির। প্রকৃত দেবমূর্তি মাটির নীচে ঘরে সুড়ঙ্গ পথে যেতে হয়। নীচে এই গর্ভগৃহের ঠিক ওপরে মহাদেবের বিগ্রহ রয়েছে, পরেশ নাথ। ওপরে চত্বরের সামনে একটি বারান্দা রয়েছে এর থামগুলি অতি প্রাচীন। মন্দিরটি অবশ্য প্রাচীন নয়। এই চত্বরে কোটিতীর্থ নামে একটি কুণ্ড রয়েছে। এই মহাকালের জন্য উজ্জয়িনীর অপর নাম মহাকাল বন। এখানে সিদ্ধ-নাথ ও মঙ্গলেশ্বর মন্দির রয়েছে। সহরের উত্তর দিকে কালীয় দহ বা প্রাচীন ব্রহ্মকুণ্ড (স্কন্দ) এবং ভৈরগড়ে কালভৈরব মন্দির রয়েছে। দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে একটু দূরে অঙ্কপাদ নামক স্থানে সান্দীপনি আশ্রম ছিল। এখানে দামোদর কুণ্ডে কৃষ্ণ বলরাম তাঁদের শ্লেট ধুতেন। পুরাতন সহরের দু-মাইল উত্তরে শিপ্রা তীরে ভর্তৃহরি গুহা অবস্থিত। দ্রঃ চরণাদ্রি। এখানে হরসিদ্ধি দেবীর মন্দিরে বিক্রমাদিত্য প্রতি দিন নিজের মাথা কেটে দেবীকে উপহার দিতেন; দেবী রাজাকে আবার বাঁচিয়ে দিতেন,

এখানে গোগসোহিদ একটি বিচ্ছিন্ন পর্বত ; সহরের দ-পূর্ব অংশে। এখান থেকে বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনটি ধরণগড়ের রাজা ভোজ মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করেছিলেন। সহরের দ-পূর্বে জয়পুর-রাজ জয়সিংহের মান মন্দির রয়েছে। দ্রঃ নালন্দা।

উড়ুপ—<উড়ুপ। দ-কানাড়া। কারওয়ার জেলাতে। স্থানটি পাপনাশিনী নদীর তীরে। এখানে মাধবাচার্যের প্রতিষ্ঠিত একটি মঠ আছে। এখানে কৃষ্ণের বিগ্রহ, উড়ুপকৃষ্ণ। তুলুভা তীরে ডুবে যাওয়া একটি নৌকা থেকে তুলে এনে মাধবাচার্য্য এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। উপকূল থেকে ৩ মাইল।

উৎকল—উড়িষ্যা উড্র, শ্রীক্ষেত্র, ওড্র (দ্রঃ)। উৎ কলিঙ্গ অর্থাৎ উত্তর কলিঙ্গ। কটকের বিপরীত দিকে নদীর পরপারে চৌদ্বয়ার ছিল প্রাচীন রাজধানী ; মগধ রাজাদের। কেশরী রাজাদের রাজধানী ছিল ভুবনেশ্বর ও যাজপুর। গঙ্গাবংশীদের রাজধানী ছিল কটক, চৌদ্বয়ার ও বরাবাটি। খৃ ৫-শতকে উড়িষ্যা বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করে কেশরী রাজাদের সময় শৈব হয় এবং গঙ্গাবংশীয়দের সময় খৃ ১২-শতকে বৈষ্ণব হয়। দ্রঃ ওড্র। মহাভারতে উৎকল কলিঙ্গের অংশ ; বৈতরণী তখন এর উত্তর সীমানা। কালিদাসের সময় একটি স্বাধীন রাজ্য। ব্রহ্মপুরাণে উৎকল ও কলিঙ্গ দুটি আলাদা রাজ্য। উড়িষ্যাতে চারটি বিখ্যাত তীর্থ : চক্রক্ষেত্র = ভুবনেশ্বর, শঙ্খক্ষেত্র = পুরী, পদ্মক্ষেত্র = কোণারক, এবং গদাক্ষেত্র = যাজপুর। গয়াসুরকে নিহত করে বিষ্ণু গয়াতে তাঁর পদচিহ্ন এবং চক্র, শঙ্খ, পদ্ম ও গদা উল্লিখিত স্থানগুলিতে রেখে যান। শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত গোবর্দ্ধন মঠ এই উড়িষ্যাতে। দ্রঃ শৃঙ্গগিরি।

উত্তরকুরু—গাড়োয়ালের উপর অংশ ও হুণ দেশ। এখানে মন্দাকিনী ও চৈত্ররথ বন অবস্থিত। অন্য মতে হিমালয়ের অপর পারে। ওত্তরকোরা (টলেমি)। আর এক মতে তিব্বত ও পূব তার্কিস্তান উত্তর কুরুর অংশ ছিল। আর এক মতে বেলুর-তঘ পর্বতগাত্রগুলি উত্তর-কুরু, মধ্য এসিয়াতে পামির পাহাড়ে ; এখান থেকে স্থানীয় বড় বড় নদীগুলির জন্ম। বেলুরতঘকে কিয়ুনলুন ও বলা হয়েছে। এই উত্তরকুরু পশ্চিম তিব্বতের সীমানা ও তুষারাবৃত। উত্তরকুরুকে মুস্তঘ, কাবাকোরাম, হিন্দুকুশ, গুণ্ড-লুণ্ড ও হরিবর্ষও বলা হয়েছে। এক জায়গায় কোরিয়াকে উত্তর-কুরুদ্বীপ বলা হয়েছে।

উত্তরগঙ্গা—সিন্ধু (দ্রঃ)।

উত্তরগা—রামগঙ্গা (দ্রঃ)।

উত্তরবিদেহ—নেপালে দক্ষিণ অংশ। এখানে গন্ধবতী সহর অবস্থিত।

উত্তরমানস—(১) কাশ্মীরে হরমুখ শিখরের পাদদেশে নন্দিক্ষেত্রের কাছে গঙ্গাহ্রদ। (২) গয়াতে একটি তীর্থ।

উত্তররাঢ়—সুহ্মোত্তর। অজয়ের উত্তরে। মুর্শিদাবাদের কিছুটা মিলে।

উত্তরাপথ—কাশ্মীর ও কাবুল মিলে।

উৎপলাবতী—তিন্নেভেলিতে ব্যপর/বৈপার নদী।

উৎপলারণ্য—উৎপলাবৎ কানন। বিঠুর। বাল্মীকি আশ্রম। কানপুর থেকে ১৪ মাইল উ-পশ্চিমে গঙ্গাতীরে। এখানে বাল্মীকি মন্দির রয়েছে। কানপুরে সতীঘাটে লক্ষ্মণ সীতাকে রেখে যান ; সীতা এইখানে বাল্মীকির কাছে এসে ওঠেন।

বিঠুরে ব্রহ্মাবর্ত ঘাটের কাছে একটি মন্দিরে সযত্নেটে মত তীরের মস্ত বড় একটা ফলা দেখান হয়। এই বাণে লব রামচন্দ্রকে আহত করেছিলেন। আশ্রমের সামনে গঙ্গা থেকে এটি পাওয়া গেছে প্রবাদ। এখানে লবকুশের জন্ম। এটি প্রতিষ্ঠান পুর; রাজা উত্তানপাদের রাজধানী। এখানে ব্রহ্মাবর্ত ঘাট নামে একটি তীর্থ রয়েছে। ব্রহ্মাবর্ত অর্থাৎ সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যগত দেশের রাজা এই উত্তানপাদ; ধ্রুবের পিতা। এখানে গঙ্গাতীরে ভাঙ্গা একটি দুর্গকে উত্তানপাদের দুর্গ বলা হয়।

উৎসবসঙ্কেত—পুষ্কর (দ্রঃ)।

উদখণ্ড—উদকখণ্ড। ছিন্দ বা উণ্ড। সিন্ধুর দক্ষিণ তীরে; পাঞ্জাবে পেশোয়ার জেলাতে। এটোক থেকে ১৫ মাইল দ-পূর্বে। গান্ধার রাজধানী।

উদণ্ডপুর—বিহার সহর; পাটনা জেলাতে। দন্তপুর, ওদন্তপুরী বা উদ্দন্তপুর। এক সময়ে বাঙলার পালরাজাদের রাজধানী। এখানে একটি ধ্বংসাবশেষ গড়কে পাল-রাজাদের প্রাসাদ বলা হয়। পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল এখানে মস্তবড় একটি বৌদ্ধবিহার স্থাপন করেন; পাটলিপুত্র এই সময়ে ধ্বংসে পরিণত হয়েছিল। গোপালের ছেলে ধর্মপাল বিক্রমশীলা বিহার স্থাপন করেন, খৃ ৮ শতক। গঙ্গার দ-তীরে একটি পর্বতের ওপর এই বিহার। এই বিহার-সহরের উ-পশ্চিমে একটি বিচ্ছিন্ন পাহাড়ের চূড়াতেও একটি বিখ্যাত বিহার ছিল এবং এখানে অবলোকিতেশ্বরের চন্দন কাঠের বিগ্রহ ছিল; হিউ-এন-ৎসাঙ দেখে গেছেন। দ্রঃ গোপাল, উরবিল্ব। বিহার থেকে ৭-মাইল দ-পূর্বে আর একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল; ধ্বংসাবশেষ আজও পড়ে আছে। ১৫৪১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিহার-সহর সমৃদ্ধ ছিল।

উদয়গিরি—উড়িস্যাতে ভুবনেশ্বর থেকে ৫-মাইল পূর্বে। অসিয় (দ্রঃ) পর্বতের (প্রাচীন চতুষ্পীঠ) শাখা। এখানে বহু বৌদ্ধ প্রত্নকীর্তি ছড়ান রয়েছে। সরু একটি খাদ (গর্জ) পার হলে খণ্ড গিরি পর্বত অবস্থিত। সবচেয় প্রাচীনগুহা উদয়গিরিতে (৫০০ খৃ-পূ-৫০০ খৃষ্টাব্দ)। এখানে হয়তো হিউ-এন-ৎসাঙ দৃষ্ট পুষ্পগিরি সঙ্ঘারাম ছিল।

উদয়পুর—(১) ত্রিপুরা (দ্রঃ)। (২) রামায়ণে পঞ্চাপ্সর হ্রদ; ছোট নাগপুর বিভাগে, উদয়পুর জেলাতে। দ্রঃ অনন্তপুর।

উদীচ্য—সরাবতী নদীর উ-পশ্চিমে দেশ।

উদ্যান—কাফিরিস্তান, উদয়, উজ্জানক। মহাভারতে উল্লেখ আছে। পেশোয়ারের উত্তরে; সোয়াৎ নদীর তীরে। অন্যমতে হিন্দুকুশের দক্ষিণে সমস্ত পার্বত্য এলাকা। অর্থাৎ চিত্রল থেকে সিন্ধু পর্যন্ত; দরদ-ই-স্তান. দ্রঃ দরদ। সোয়াতের কিছু অংশ ও ইউসুফজাই দেশ (=বর্তমানে সোয়াৎ উপত্যকা মিলে); অর্থাৎ গজনির চারপাশের দেশ। কাশ্মীরের উ-পশ্চিম পর্যন্ত। রাজধানী মঙ্গল; মৈঙ-চো-লি (চীন)। উদ্যান প্রাচীন গান্ধার বা গন্ধর্ব দেশ।

উপবঙ্গ—গঙ্গার বদ্বীপের পূর্ব অংশের মধ্যভাগ (বৃহৎ-[illegible])। ভাগীরথীর পূব দিকে যশোহর সমেত।

উরগপুর—উরয়িয়ুর, ত্রিচিনোপলি দ্রঃ। খৃ ৬-শতকে পাণ্ড্য রাজধানী। মল্লিনাথ একে নাগপুর বলেছেন। এই নাগপুর=নাগপত্তন; কান্যকুব্জ (কোলেরুন) নদীর তীরে। অর্গরু (পেরিপ্লাস)। আর এক মতে উরয়িয়ুর=কোরি=ত্রিচিনোপলি —চোল রাজধানী। পবনদূতে উরগপুর=ভুজঙ্গনগর; তাম্রপর্ণী নদীর তীরে।

উরনাজির—বিপাশা। হয়তো এরিয়ানের সরঙ্গেস।

উরীবল্ব—মহাবোধি। গয়া থেকে ৬৷৭ মাইল দক্ষিণে। বৌদ্ধগয়া। এখানে ৩৬ বছর বয়সে ৫২২ খৃ-পূর্বে বুদ্ধদেব বোধিলাভ করেন। বিম্বিসার তখন ১৬ বছর রাজত্ব করছেন। এখানে বড় মন্দিরটির পশ্চিম দিকে বোধিবৃক্ষের নীচে বোধিলাভ করেন। মন্দিরটি খৃ-পূ ১ শতকে মতান্তরে খৃ ৬-শতকে নির্মিত। স্থানটিতে আগে অশোকের একটি বিহার ছিল শঙ্কর ও মুদগরগামী (নালন্দার প্রতিষ্ঠাতা) এই মন্দির নির্মাণ করান। মুচিলিন্দ পুষ্করিণী বর্তমানে নাম বুদ্ধকুণ্ড, মন্দিরটির দক্ষিণে বোধিলাভের পর এই পুষ্করিণীর পশ্চিম তীরে বুদ্ধদেব সাত দিন বসে বসে চিন্তা করেছিলেন। বোধি লাভের পর বুদ্ধ যেখানে পায়চারি করেছিলেন সেই স্থানটির নাম চঙক্রমন/জগমোহন; স্থানটি মন্দিরের উত্তরে এবং রেলিং দিয়ে ঘেরা। মন্দিরের দক্ষিণে যে রেলিং রয়েছে এটি অশোকের সময়ে নির্মিত। বাগীশ্বরী (এটি আসলে বজ্রপাণির মূর্তি) মন্দিরের সামনের ঘরে যে গোল পাথরটি রয়েছে এটি বুদ্ধের বজ্রাসন; বোধিদ্রুমের নীচে এই পাথরটিতে বসে ধ্যান করতেন। এই বজ্রাসনটি ছিল বোধিবৃক্ষ ও মন্দিরটির মাঝখানে। কাছেই তারাদেবীর (পদ্মপাণি-বিগ্রহ—ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভের ছেলে) মন্দির রয়েছে। উদন্তপুর দ্রঃ। সিংহল রাজ মেঘবর্ণ বোধিদ্রুমের উত্তরে একটি বিহার খৃ ৪র্থ শতকের মাঝখানে তৈরি করে দিয়েছিলেন। দ্রঃ গয়া।

উরসা—ঝিলম ও সিন্ধুর মধ্যে কাশ্মীরের পশ্চিমে হজর দেশ। অর্স (টলেমি), উ-ল-সি (হিউ-এন-ৎসাং)। আর এক মতে কাশ্মীর থেকে তিন দিনের হাঁটা পথে গুরেজ বা গুরেইস উপত্যকা; দরদ দেশের রাজধানী। মৎস্য পুরাণে দরদ ও উরসা বিভিন্ন দেশ। আর এক মতে কাশ্মীরের উ-পূর্বে মোজাফরবাদের পশ্চিমে 'রাস' জেলা।

উরুমুণ্ডপর্বত—মথুরাতে একটি কৃত্রিম পর্বত; কঙ্কালি টিলা। এখানে উপগুপ্তের গুরু সানবাসি থাকতেন। পাটলিপুত্রে আসার আগে উপগুপ্তও এখানে থাকতেন। রুরুমুণ্ড পর্বত।

উর্জগণ্ড—দরদ দেশের কাছে এদের দেশ। কাশ্মীরে কিষেণগঙ্গা উপত্যকার ওপর অংশ। রাজধানী ছিল যেন গুরেজ/গরেস। (২) যেন খিব (দ্রঃ)।

উলরহদ—অরবালো দ্রঃ।

উশীনরগিরি—হরিদ্বারে সেওবালিক শাখা। এই পাহাড় পার হয়ে গঙ্গা সমতলে নেমেছে।

ঋক্ষপর্বত—বিন্ধ্যপর্বতের পূর্ব অংশ। বঙ্গোপসাগর থেকে নর্মদা ও শোণের উৎস পর্যন্ত। শোণের দক্ষিণ দিকের পাহাড়গুলিও (রামগড় ইত্যাদি)। শুক্তিমতী নদীও এখানে উৎপন্ন।

ঋজুপালিকা—বরাকর নদী। গিরিডির কাছে। হাজারিবাগ জেলাতে। পরেশ নাথ পাহাড়ের কাছে। ছোট নাগপুর বিভাগে। গিরিডি থেকে ৮-মাইল দূরে মহাবীরের পদ-চিহ্ন যুক্ত একটি মন্দিরের লিপিলেখে রয়েছে আগে পরেশনাথ পাহাড়ের কাছে জৃম্ভিকা গ্রামে এই মন্দিরটি ছিল। পুরাতন মন্দিরের জিনিসপত্রে বর্তমান মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে।

ঋষভপর্বত—মাদুরাতে পলনি পর্বত। মলয় পর্বতের উত্তরাংশ। মহাভারতে এটি পাণ্ড্য

রাজ্যে। স্থানীয় নাম বরাহ পর্বত।

ঋষিকুল্যা—(১) ঋষিকুল নদী। হিমবতী। মহেন্দ্র পর্বতে উৎস। এর তীরে গঞ্জাম। (২) বিহারে শুক্তিমৎ পাহাড়ে উৎপন্ন কিয়ুল নদী।

ঋষ্যমূক—তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে অনগণ্ডি পর্বত থেকে ৮ মাইল। পম্পা নদীও এই পাহাড়ে উৎপন্ন এবং তুঙ্গভদ্রাতে এসে মিশেছে। এই পাহাড়ে রামচন্দ্রের সঙ্গে হনুমানদের প্রথম দেখা হয়। পম্পার পশ্চিম তীরে এই পাহাড়ের কাছে মতঙ্গ বনে শবরী বাস করতেন।

ঋষ্যশৃঙ্গআশ্রম—বিভণ্ডক আশ্রম। ভাগলপুর থেকে ২৮ মাইল পশ্চিমে ঋষিকুণ্ডে এবং বারিয়ারপুর (পূ-রেল) থেকে ৪ মাইল দ-পশ্চিমে। মৈর বা মরুক পর্বত গঠি একটি গোল মত উপত্যকাতে অবস্থিত, উপত্যকার উত্তর দিকে একটি মাত্র পথ এখানে ৫-টি উষ্ণ প্রস্রবণ এবং দুটি ঠাণ্ডা জলের প্রস্রবণ রয়েছে। এই সাতটি প্রস্রবণে জল মিলে ঋষিকুণ্ড; বাড়তি জল এই কুণ্ড থেকে অভিনদী নামে উত্তর দিকে বার হয়ে গিয়ে ৫ মাইল দূরে গঙ্গাতে গিয়ে পড়েছে। আগে গঙ্গা এই উপত্যকার পাশ দিয়েই প্রবাহিত ছিল। কুণ্ডটির উত্তর তীরে ভাঙা পাথরের ছোট একটি ঢিপি মত রয়েছে; প্রবাদ এখানে বিভণ্ডক ও ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি তপস্যা করতেন। প্রতি তিন বৎসরে এখানে ঋষির নামে একটি মেলা হয়। আর একটি ঋষ্যশৃঙ্গ পর্বত রয়েছে কাজরা স্টেসন থেকে ৮ মাইল দক্ষিণে। দ্রঃ বোহিনালা। নৌকা করে ঋষ্যশৃঙ্গকে ভুলিয়ে আনা হয়েছিল: অর্থাৎ ঋষিকুণ্ডই যেন প্রকৃত ঋষ্যশৃঙ্গ আশ্রম। মহাভারতে আছে এই আশ্রম কুসি বা কৌশিক নদীর কাছে এবং চম্পা থেকে তিন যোজন অর্থাৎ ২৪ মাইল। কিয়ুলের কাছে আর একটি আশ্রম ছিল প্রবাদ। দ্রঃ সিংহোল পর্বত। ঋষ্যশৃঙ্গগিরি :- শৃঙ্গগিরি (দ্রঃ)।

একাম্রবন—ভুবনেশ্বর = গুপ্তকাশী। গন্ধবতী নদীর তীরে। কটক থেকে ২০ মাইল। ৪৭৩ খৃষ্টাব্দে যবন বা বৌদ্ধদের বিতাড়িত করে রাজা যযাতিকেশরী ভুবনেশ্বর মন্দির নির্মাণ সুরু করেন। ১০০ বছর পরে রাজা ললাটেন্দুকেশরী কাজ শেষ করেন। প্রাচীন নাম কলিঙ্গ নগরী। খৃ-পূ ৬ শতক থেকে যযাতিকেশরীর সময় পর্যন্ত উড়িষ্যার রাজধানী। দ্রঃ হরক্ষেত্র। ভুবনেশ্বর (হরিহর বিগ্রহ), মুক্তেশ্বর, গৌরী ও পরশুরাম মন্দির এখানে স্থাপত্যের জন্য মূল্যবান। আজও এগুলি অক্ষুন্ন আছে। দেবী-পাদহরা কুণ্ডের চারদিকে যোগিনীদের ১০৮টি ছোটছোট মন্দির রয়েছে। কীর্তি ও বাস নামে দুজন অসুরকে দেবী এখানে পদ দলিত করে নিহত করেন। ভুবনেশ্বরে পবিত্রতম পুষ্করিণী হচ্ছে বিন্দু সরোবর। ললাটেন্দুকেশরীর স্ত্রী খনন করান। স্টেসন থেকে রামেশ্বর মন্দিরে যাবার পথের ধারে যযাতি কেশরীর প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আজও পড়ে আছে। দ্রঃ কলিঙ্গনগর।

এডামাপিক—রোহণ, সুমনকূট, সামন্তকূট, দেবকূট, শুভকূট; সিংহলে। এই শিখরে যে পায়ের চিহ্ন রয়েছে সেটিকে হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান সকলেই নিজেদের মতানুসারে পূজা/শ্রদ্ধা করেন। দ্বীপে একটি সুউচ্চ শিখর।

এম্বোলিমা—(গ্রীক); অম্বদুর্গ। এটোক থেকে ৬০ মাইল ওপরে সিন্ধুর তীরে। বিপরীত দিকে দরবুন্দ। আলেকজান্দার জয় করেছিলেন।

এরণ্ডী—উরি বা ওর নদী। বরদা রাজ্যে নর্মদার একটি করদা শাখা ; নর্মদা এরণ্ডী সঙ্গমে কর্ণালি ; সঙ্গমটি একটি পবিত্র তীর্থ স্থান।

এলাবাহাদ—প্রয়াগ। ভরদ্বাজ আশ্রম। ভাস্কর ক্ষেত্র। এখানে ৭-ম শতকে অক্ষয় বটটি হিউ-এন-ৎসাঙ দেখেছিলেন।

এসেসিনস্—চেনাব, চন্দ্রভাগা, অসিক্নী (ঋক্) ; পাঞ্জাবে।

ঐরাবতী—রাবি নদী। রাপ্তি ও ইরাবতীও এই নামে পরিচিত। অচিরাবতী> ঐরাবতী।

ওঘোবতী—চিতঙ নদীর শাখা আপগা। থানেশ্বর থেকে ৩ মাইল। এর তীরে কুরু যজ্ঞ করেছিলেন। বামন পুরাণে পৃথূদক এই ওঘোবতীর তীরে। মার্কণ্ড ও সরস্বতী নদীর সঙ্গমে পেহোয়া (- পৃথূদক দ্রঃ) তীর্থ। অর্থাৎ মার্কণ্ডই যেন ওঘোবতী ; নিশ্চয়ই আপগা নয়।

ওঙ্কারনাথ—ওঙ্কার, ওঙ্কারক্ষেত্র, অমররেশ্বর, মান্ধাতা, মহালয়। নর্মাদাতে একটি দ্বীপে, মণ্ডলেশ্বরের কাছে। প্রাচীন মাহিষ্মতী, বর্তমানের মহেশ থেকে ৫ মাইল পূর্বে। খাণ্ডোয়া থেকে ৩২ মাইল উ-পশ্চিমে এবং মোর্তক স্টেসন থেকে ৭ মাইল উ-পূর্বে ; বারওয়াই থেকে ৬ মাইল পূবে। দ্বীপের পূর্বপ্রান্তে বিরখাল শিখরে কালভৈরব মূর্তি রয়েছে ; এখানে যেন নর বলি হত। এটি যেন সব চেয়ে প্রাচীন শিব মন্দির। ওঙ্কার নাথ ১২ লিঙ্গের একটি। ওঙ্কারনাথের অপর নাম রুদ্রপদ ; এখানে রুদ্রের পদচিহ্ন রয়েছে।

ওড্র—উৎকল দ্রঃ। এখানকার বৌদ্ধ এলাকাগুলি খৃ ৫-৬ শতকে বৌদ্ধদের হাতি থেকে চলে যায়। ভুবনেশ্বরে শৈবরা, পুরীতে বৈষ্ণবরা, যাজপুরে শাক্তরা, কোণারকে সৌররা এবং দর্পণে (প্রাচীন বিনায়ক ক্ষেত্র) গাণপত্যরা প্রতিষ্ঠা পায়। একটি মতে পুষ্পমিত্র শাকলে প্রতিটি বৌদ্ধমুণ্ডের জন্য ১০০ দিনার পুরস্কার দিতেন। ব্রহ্মপুরাণে ওড্র ছিল উত্তরে ব্রজমণ্ডল বা যাজপুর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তিনটি অংশ/ক্ষেত্রে বিভক্ত ছিল :-শ্রী/পুরুষোত্তম ক্ষেত্র ; অর্ক/সবিতৃক্ষেত্র ; এবং বিরজা ক্ষেত্র।

ওয়ারঙ্গল –অনুমকুণ্ডপুর, অনুমকুণ্ডপত্তন, করুনকোল (টলেমি), বেণাকটক, অক্ষলি নগর। তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রের প্রাচীন রাজধানী।

ওয়ার্ধা—বরদা ; গোদাবরীর একটি শাখা।

ওরোবাটিস্—(গ্রীক)। নওসেরার কাছে লণ্ডাই নদীর বাম তীরে অর্বুট ; পুষ্কলাবতীর পশ্চিমে। এই পথে হেফাইসটিয়োন ভারতের দিকে এগিয়েছিল।

ঔদুম্বর—(১) উদুম্বর, অউদুম্বর, উদুম্বরবর্তী (মহাভাষ্য), মরুকচ্ছ, অশ্বকচ্ছ, কচ্ছ, ওডোম্বর। ওর্ডুবরি (টলেমি)। এখানকার প্রাচীন রাজধানী কোটেশ্বর বা কচ্ছেশ্বর। (২) নুরপুর জেলা (গুরুদাসপুর বলাই ভাল) ; প্রাচীন নাম ধর্মেরি/ধেম্‌বিওরি—রাজধানী পাঠান কোট (প্রতিষ্ঠানপুর)। পাঞ্জাবে রাভি নদীর তীরে। (৩) কনৌজের পূবে আর একটি উদুম্বর ছিল।

কঙ্কালী—বীরভূমে কোপাই নদী যেখানে উত্তরমুখী হয়েছে সেখানে একটি শ্মশান। একটি পীঠস্থান। দেবী কঙ্কালী। দ্রঃ মথুরা।

কঙ্কালিটিলা—মথুরাতে উরুমুণ্ড পর্বত ; এটি একটি স্তূপ। এখানে উপগুপ্ত ও তাঁর গুরু বাস করতেন।

কঙ্গ্রা—(১) নগরকোট, (২) ভীমনগর, (৩) ত্রিগর্ত, (৪) সুশর্মাপুর। রাভি ও বাণগঙ্গা নদীর তীরে। কুলুত দেশের প্রাচীন রাজধানী।

কচ্ছ—(১) অশ্বকচ্ছ (রুদ্রদামন), (২) কছ = মরুকচ্ছ (বৃহৎ-সং), ঔড়ুম্বর। দ্রঃ কৌশিকী কচ্ছ। (৩) কইরা (খেড়), গুজরাটে ; বড় সহর ; আমেদাবাদ ও ক্যাম্বের মধ্যে ; বেত্রবতী (বর্তমানে বতরক) নদীর তীরে। (৪) হয়তো উছ. দ্রঃ শূদ্রক। (৫) কাছাড় ; আসামে।

কটক—(১) বারাণসী কটক। (২) যযাতি নগর। (৩) বিনতাপুর। উড়িষ্যাতে : মহানদী ও কাটজুরি সঙ্গমে ; নৃপ কেশরী স্থাপিত (৯৪১-৯৫২ খৃ)।

কটদ্বীপ—কণ্টক নগর- কণ্টকদ্বীপ>কটদ্বীপ>কাটাদিয়া>কাটোয়া। বর্দ্ধমানে ; বাঙলাতে। বৈষ্ণবতীর্থ ; ২৪ বছর বয়সে চৈতন্যদেব এখানে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। একটি মন্দিরে চৈতন্য দেবের কেশ রক্ষিত আছে। কাটোয়া থেকে ১৪ মাইল দক্ষিণে দাত্তর-এ চৈতন্যদেবের হস্তাক্ষর রক্ষিত আছে। কাটোয়া থেকে ৪ মাইল উত্তরে ঝামৎ-পুরে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বাস করতেন। কাটোয়া থেকে ১৬ মাইল পশ্চিমে নানুরে (বর্দ্ধমান জেলা) চণ্ডীদাস জন্মান।

কটাক্ষ—কটাস, কোটস। সিংহপুর। পিণ্ডিদাদন খাঁ থেকে ১৬ মাইল। পাঞ্জাবে সল্ট রেঞ্জ-এর উত্তরে। ঝিলম জেলাতে। হিউ-এন-ৎসাঙ মতে এর পশ্চিম প্রান্তে সিন্ধু। অর্জুন এটি জয় করেন। সতীর মৃত্যুতে শিবের চোখের জলে এখানে একটি পবিত্র প্রস্রবণ গড়ে ওঠে। কটাসের কাছে পোটোয়ার-এ প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। প্রবাদ এখানে নৃসিংহ অবতার হয়েছিলেন। দ্রঃ মূলস্থানপুর।

কণ্বআশ্রম—মালিনী (চুকা) তীরে। শতপথ ব্রাহ্মণে হরিদ্বার থেকে ৩০ মাইল পশ্চিমে নাদপীঠে বা রাজপুতানাতে কোটা থেকে ৮ মাইল দ-পূর্বে। পদ্ম পুরাণে নর্মদা তীরে ; দ্রঃ ধর্মারণ্য।

কর্তৃপুর—কর্তৃপুর, ত্রিপুরা, তিপেরা। আর এক মতে কুমায়ুন, আলমোড়া, গাড়োয়াল ও কাঙ্গড়া মিলে ; সমুদ্রগুপ্ত জয় করেছিলেন।

কনঙ্কাবতী—কঙ্কাবতী, কঙ্কোট, কনককোট। যমুনা ও পৈশুনি (পয়স্বিনী) সঙ্গমে ; দক্ষিণ তীরে। কোসাম থেকে ১৬ মাইল পশ্চিমে ; যমুনার দক্ষিণ কূলে।

কনখল—কুব্জাম্রক, মায়াপুরী। ছোট গ্রাম। হরিদ্বারের (দ্রঃ) ২ মাইল পূর্বে। গঙ্গা ও নীলধারা সঙ্গমে ; এখানে দক্ষযজ্ঞ হয়েছিল। মহাভারতে তীর্থস্থান। লিঙ্গপুরাণে কনখল গঙ্গাদ্বারে অবস্থিত।

কনিষ্কপুর—কনিথপুর, কামপুর। শ্রীনগর থেকে ১০ মাইল দক্ষিণে। কাশ্মীর রাজ কনিষ্ক স্থাপিত। ৭৮ খৃষ্টাব্দে কনিষ্ক এখানে শেষ বৌদ্ধসংগীতি ডাকেন এবং এই সময় থেকে শকাব্দ গণনা আরম্ভ হয়।

কন্যাতীর্থ—(১) কুরুক্ষেত্র। (২) কাবেরী নদীর তীরে। (৩) কুমারী।

কপালমোচনতীর্থ—(১) বারাণসী। (২) মায়াপুরে। (৩) তাম্রলিপ্তে। (৪) গুজরাটে সবরমতী তীরে। (৫) সরস্বতী তীরে, অপর নাম অনুশাসন তীর্থ। (৬) একটি মতে

সরস্বতীর পূর্ব তীরে সধোরা থেকে ১০ মাইল দ-পূর্বে।

কপিলা—অমরকন্টক পর্বতে নর্মদা নদীর উৎসের কাছে কিছুটা অংশের নাম। এখান থেকে ২ মাইল মত এগিয়ে গিয়ে ৭০ ফু নীচে পড়ছে; এই জলপ্রপাতটি কপিল ধারা। নাসিক থেকে ২৪ মাইল দ-পশ্চিমে এই জলপ্রপাত। এখানে কপিলাশ্রম ছিল। কপিল সঙ্গম হচ্ছে নর্মদার দক্ষিণ তীরে অমরেশ্বর মন্দিরের কাছে। (২) মহীশূরে একটি নদী।

কপিলাবস্তু—বুদ্ধের জন্মস্থান। বস্তি জেলাতে উ-পশ্চিম অংশে এবং ফয়জাবাদ থেকে ২৫ মাইল উ-পূর্বে 'ভুইল'। ঘঘরা ও গণ্ডক সংগম থেকে ফয়জাবাদের মধ্যগত এলাকা। অন্য মতে এটি নগরখাস, চণ্ডতালের পূর্বতীরে। অযোধ্যার উত্তর অংশে; ঘঘরা থেকে অনেকটা। একটি মতে লুম্বিনি হচ্ছে মোক্ষ; এখানে বুদ্ধদেব জন্মান। মতান্তরে কপিলাবস্তু হচ্ছে নেপালী তরাইতে উত্তর গোরখপুরে নিগলিভা নামে নেপালী গ্রামের পাশে, উসকা স্টেশন থেকে ৩৮ মাইল উ-পশ্চিমে। আর এক মতে লুম্বিনি হচ্ছে পাদেরিয়া গ্রাম; ভগবানপুরের ২-মাইল উত্তরে। কপিলাবস্তু থেকে কোলি যাবার পথে লুম্বিনি গ্রামে শাল গাছের নীচে বুদ্ধ জন্মান। খৃ-পূ ৫৫৭ জন্ম খৃ-পূ ৪৭৭ মৃত্যু: আর এক হিসাবে খৃ-পূ ৬২৩-৫৪৩। একটি মতে পাদেরিয়ার উ-পশ্চিমে কপিলাবস্তুর ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। আর এক মতে কপিলাবস্তু = তিলৌরা; তৌলিভার ২ মাইল উত্তরে এবং নিগলিভার ৩·৫ মাইল দ-পশ্চিমে। কপিলাবস্তু সহর অর্থে বর্তমানের চিত্রদেই, রামঘাট, সন্দয়া ও তিলৌরা মিলে। তিলৌরাতে দুর্গ ও রাজবাড়ি ছিল। বাণগঙ্গার পূর্ব উপকূলে অবস্থিত ছিল। একটি মতে বাণগঙ্গা-ভাগীরথী। লুম্বিনিবন>রুম্মিনদেই; কপিলাবস্তু থেকে ১০ মাইল পূর্বে; ভগবানপুর থেকে ২ মাইল উত্তরে এবং পাদেরিয়া থেকে ১ মাইল উত্তরে। এখানে একটি স্তম্ভে অশোক অনুশাসন ও রয়েছে; এই লেখে লুম্বিনি নাম ও মায়াদেবীর মন্দিরের উল্লেখ আছে। দ্রঃ তিলৌরা, পিপরাওয়া।

কপিলাশ্রম—(১) কপিলা (দ্রঃ)। (২) গঙ্গার মুখে (বৃহৎধর্ম) সাগরসঙ্গমে (দ্রঃ)। এখানে একটি ছোট দ্বীপের দ-পূর্ব কোণে কপিলমুনির আশ্রম রয়েছে। (৩) সিদ্ধপুর। দ্রঃ কাম্বিসন।

কপিসা—(১) কুষাণ; ওপিয়ানের ১০ মাইল পশ্চিমে। হিন্দুকুশের ঢালু গায়ে। অর্থাৎ কাবুল নদীর উত্তরে। চীনেরা বলেছেন কিপিন। মতান্তরে কোহিস্তানের উ-সীমানাতে পঞ্জশির ও টাগো/তাগাও উপত্যকা মিলে প্রাচীন কপিসা জেলা। কপিসী (পাণিনী); টলেমি বলেছেন কাবুল (কাবুর) থেকে ২·৫ ডিগ্রি উত্তরে। আর এক মতে উত্তর আফগানে অর্থাৎ কাবুল নদীর উত্তরে। এক সময়ে গান্ধারের রাজধানী ছিল। (২) উড়িষ্যাতে সুবর্ণ রেখা (দ্রঃ) নদী। (৩) মেদিনীপুরে কাসাই নদী। একটি মতে এই কাসাই ও কংসাবতী দুটি আলাদা নদী; মহাভারতে এটি কোসা যেন। কোশ।

কবন্ধ—সরিককুল দেশ; রাজধানী তসকুরঘান; তগদুম্বুস্ পামিরে। কিয়ে/কেই-পান-টো (হিউ-এন-ৎসাং)। ভারতের উ-পশ্চিমে পাহাড়ি দেশ বলে বর্ণিত। অপর নাম কুপথ।

কমলাঙ্ক—কুমিল্লা, কমালঙ্ক, কোমলা। খৃ ৬-শতকে ত্রিপুরার রাজধানী। বায়ু পুরাণে কোমলা যেন। কিয়-মো-লো-কিয়া (হিউ-এন-ৎসাঙ)।

করকল্লা—সিন্ধে করাচি। ক্রোকল (মেগাস্থি)।

করতোয়া—কুরতী, সদানীরা। রঙপুর, দিনাজপুর ও বগুড়া হয়ে প্রবাহিত। মহাভারতে বাংলা ও কামরূপ সীমানা। প্রাচীন পুণ্ড্র দেশে অবস্থিত। গৌরীর সঙ্গে বিয়ের সময় শিবের হাত ঘামতে থাকে। সেই ঘামে এই নদী। (২) গন্ধমাদন পর্বতের কাছে একটি নদী।

করবীরপুর—পদ্মাবতী (দ্রঃ), কোলহাপুর ; বোম্বে প্রদেশে। স্থানীয় নাম কারবীর বা কোলাপুর। কৃষ্ণ এখানে পরশুরামের সঙ্গে দেখা করেন এবং এখানকার রাজা শৃগালবাসুদেবকে হত্যা করেন। কৃষ্ণার শাখা বেণ্ণা নদীর তীরে মহালক্ষ্মীর মন্দির রয়েছে। ১১ খৃ-শতকে শিলহার রাজারা এখানে রাজত্ব করতেন। (২) অগস্ত্য আশ্রম যেন ; অবশ্য নাসিকের তীরে আকোলা-হচ্ছে অগস্ত্য আশ্রম। (৩) দৃষদ্বতী তীরে ব্রহ্মাবর্তের রাজধানী।

করমণ্ডল—>কোরমণ্ডল>চোরমণ্ডল। চোল ; দ্রাবিড়। কাবেরী ও কৃষ্ণার মধ্যে মলকূট। রাজধানী কাঞ্চিপুর।

করূষ—কারুষ। দন্তবক্রের রাজ্য—অধিরাজ ; রেওয়া, বহেল, বঘেলখণ্ড ; সহদেব জয় করেছিলেন। মহাভারতে নাম মৎস্য ও ভোজ। পুরাণে বিন্ধ্য পর্বতমালার পিছনে। অন্য মতে কাশী ও বৎস দেশের দক্ষিণে ; পশ্চিমে চেদি পূর্বে মগধ। কৈমুর পর্বত মোটামুটি করূষ দেশের অন্তর্গত। মোটামুটি রেওয়া রাজ্য। (২) বিহারে সাহাবাদ জেলার দক্ষিণ অংশ; শোণ ও কর্মনাশা নদীর মাঝখানে। বেদগর্ভপুরী=বক্সার এই করূষ দেশে। (৩) পুণ্ড্র দেশের অপর নাম।

কর্কোটক নগর— কর, করুর। এলাহাবদে থেকে ৪১ মাইল উ-পশ্চিমে। একটি পীঠস্থান ; সতীর হাত পড়েছিল। (২) হয়তো আরাকান ; তাম্রলিপ্তের বিপরীত দিকে ; সমুদ্রপারে।

কর্ণীক—নর্মদা তীরে একটি নগর। কর্ণিকা (বৃহৎশিব-পু) ; হয়তো বর্তমানের কর্ণালি ; নর্মদা ও উরি নদীর সঙ্গমে। দ্রঃ এরণ্ডী : ভদ্রকণ।

কর্ণকুব্জ—জুনাগড়, কাথিওয়াড়ে ; অন্তক্ষেত্রে অবস্থিত।

কর্ণগঙ্গা—গাড়োয়ালে পেন্দার নদী। অলকানন্দার করদা।

কর্ণপুর—বর্তমানে কর্ণগড়। ভাগলপুরের থেকে ৪ মাইল। করতিনগর (টলেমি) দ্রঃ চম্পাপুরী। ভদ্রকর্ণ।

কর্ণসুবর্ণ—কাণসোনা, রাঙামাটি। মুর্শিদাবাদ জেলাতে ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরে ; বহরমপুরের ৬ মাইল দক্ষিণে বাঙলাতে। আদিশূরের রাজধানী ; এঁর অনুরোধে কনৌজ রাজ বীরসিংহ পাঁচজন ব্রাহ্মণ ভট্ট নারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, ছান্দড় ও বেদগর্ভকে বৈদিক যজ্ঞ করতে বাঙলাতে পাঠান। পালরাজ ধর্মপালের সভাতে ভট্ট নারায়ণ (বেণীসংহার) ছিলেন। প্রাচীন, প্রাসাদ, সিংহদ্বার, টাওয়ার এখনও চেনা যায়। বৌদ্ধ বিদ্বেষী শেষ গুপ্তরাজ শশাঙ্কের রাজধানী। (২) ভাগীরথীর পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান ও হুগলি মিলে দেশ। একটি কাহিনী :-এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ রাবণের ভাই

বিভীষণকে ভোজে নিমন্ত্রণ করেন; বিভীষণ কৃতজ্ঞতায় এখানে সোনা বর্ষণ করেন ফলে মাটি লাল হয়ে যায়। এটি যেন রূপক; সিংহলের সঙ্গে মণিমুক্তার ব্যবসাতে মাটি লাল হয়ে উঠেছিল। অন্যমতে বর্দ্ধমানের কাছে কাঞ্চনগর।

কর্ণাট—রামনাদ ও শ্রীরঙ্গপত্তমের মধ্যে দেশ। কুন্তল (দ্রঃ)। বিজয় নগর রাজ্যকে কর্ণাট এবং মহীশূরকে কর্ণাটক ও বলা হয়েছে।

কর্ণাবতী—বুন্দেলখণ্ডে কানে বা কেন বা কিয়ানা বা শ্যেনী নদী। চন্দেল রাজ্যের মাঝখান দিয়ে দক্ষিণ থেকে উত্তরে বয়ে গেছে। পশ্চিম অংশে মহোবা ও খজুরাহো এবং পূর্ব অংশে কলিঞ্জর ও অজয় গড়। তমসা, পৈশুনি ইত্যাদির উৎস এলাকা থেকে উৎপন্ন। দ্রঃ শুক্তিমতী। (২) গুজরাটে আহ্মেদাবাদ; অনহিলপত্তনের সোলাঙ্কি রাজা কর্ণদেব নির্মিত। অপর নাম শ্রীনগর। জৈনদের রাজনগর।

কর্দমআশ্রম—সিতপুর, সিধপুর, সিদ্ধপুর। গুজরাটে। কপিলেরও এখানে জন্ম। বিন্দু সরোবরের নীচে এই আশ্রম। বিষ্ণুর চোখের জলে সৃষ্ট এই সরোবর। বরোদা রাজ্যে কদি জেলাতে সরস্বতীর উত্তর তীরে নগরটি; আহমেদাবাদ থেকে ৬৪ মাইল উত্তরে।

কর্মনাশা—একটি নদী; সাহাবাদ জেলার পশ্চিম সীমা। বিহার ও যুক্তপ্রদেশের মধ্যে সীমানা। সরোদক গ্রামে একটি ঝর্ণা থেকে জন্ম। ত্রিশঙ্কুর পাপের স্পর্শে জল অপবিত্র। (২) বৈদ্যনাথধামে ছোট একটি নদী।

কর্মান্ত—কমট। কমন্ত। কুমিল্লার কাছে ত্রিপুরা জেলাতে। সমতটের রাজধানী। খড়্গ রাজাদের সময় একটি সামন্ত রাজধানী।

কলহুয়া—কলুহা। মুকুল পর্বত (দ্রঃ)। ভুলক্রমে গয়ার ব্রহ্মযোনি পর্বতকে বলা হয়।

কলাপগ্রাম—এখানে মরু (সূর্যবংশ) ও দেবাপি (চন্দ্রবংশ) তপস্যা করেছিলেন যাতে মরু অযোধ্যাতে ও দেবাপি হস্তিনাপুরে কলির হাতে ম্লেচ্ছ নিধনের পর আবার জন্মাতে পারেন। মহাভারত, ভাগবৎ ও বৃহৎ সংহিতা মতে বদরিকাশ্রমের কাছে। বায়ু পুরাণেও এটি হিমালয়ে। এখানে উর্বশী কিছুদিন পুরূরবার সঙ্গে কাটান। আর এক মতে গাড়োয়ালে বদ্রিনাথে অলকানন্দার শাখা সরস্বতীর উৎপত্তিস্থানে কলাপ-গ্রাম।

কলিঙ্গ—উত্তর সিরকরস। উড়িষ্যার দক্ষিণে ও দ্রাবিড়ের উত্তরে সমুদ্র তীরে; দ-পশ্চিমে গোদাবরী এবং উ-পশ্চিমে ইন্দ্রাবতী নদীর শাখা গয়লিয়। আর এক মতে মহানদী ও গোদাবরীর মধ্যবর্তী। প্রধান নগর মণিপুর, রাজপুর, রাজমাহেন্দ্রি ইত্যাদি। মহাভারতের সময় উড়িষ্যার একটা বড় অংশ কলিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল; উত্তর সীমা ছিল বৈতরণী নদী (বন)। রঘুবংশে উৎকল ও কলিঙ্গ দুটি দেশ। অশোকের মৃত্যুর পর খৃ-পূ ৩-শতকে মগধের হাত থেকে স্বাধীনতা পায়; এবং কণিষ্কের সময় পর্যন্ত স্বাধীন ছিল। দ্রঃ কলিঙ্গনগর।

কলিঙ্গনগর—ভুবনেশ্বর যেন। একাম্রবন (দ্রঃ)। খৃ-পূ ৬ শতক থেকে খৃ ১৫ শতক পর্যন্ত উড়িষ্যার রাজধানী। খৃ ৭-ম শতকে ললাটেন্দু কেশরী ভুবনেশ্বর নাম রাখেন। গঞ্জাম জেলাতে মুখলিঙ্গম্ তীর্থে এই নগর; পারলাকিমেদি থেকে ২০ মাইল। কলিঙ্গ রাজ ইন্দ্রবর্মার পারলাকিমেদি লেখ থেকে জানা যায় এই কলিঙ্গনগর গঞ্জাম জেলাতে

বংশধারা নদীর মুখে কলিঙ্গপত্তম্ ; মতান্তরে কংসনদীর (কাসাই নয়) তীরে। কলিঙ্গের রাজধানী বিভিন্ন সময়ে মণিপুর, গঞ্জাম, রাজমাহেন্দ্রি, রাজপুর, ভুবনেশ্বর, পৃষ্টপুর, জয়ন্তপুর, সিংহপুর, মুখলিঙ্গ ইত্যাদি। কিন্তু সাধারণ নাম কলিঙ্গনগর। ভুবনেশ্বরে বহু বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য প্রত্নবস্তু রয়েছে। এখানে মধুকেশ্বর শিব মন্দির অতি প্রাচীন এবং সোমেশ্বর শিবমন্দির সব চেয়ে সুন্দর। এই দুটি মন্দিরেই বহু লেখ ও ভাস্কর্য রয়েছে। পাশে নগরকটকমে কিছু কৌতূহলদীপক ধ্বংসাবশেষ ও বুদ্ধের একটি মূর্তি রয়েছে।

কল্কি—তিন্নেভেলিতে তাম্রপর্ণী নদীর মুখে টিউটিকোরিন। কোলকই বা সোসিকউ-রই (টলেমি)। পাণ্ড্য রাজাদের পূর্বতন রাজধানী। কয়েল (মার্কোপোলো)।

কল্যাণ—কল্যাণপুর, কলিয়ানি। নিজাম রাজ্যে বিদর থেকে ৩৬ মাইল পশ্চিমে। কুন্তলদেশের রাজধানী। কল্যাণ রাজদের কর্ণাটরাজও বলা হয়।

কহলগাঁও—<কলহ গ্রাম ; দুর্বাসা মুনির চরিত্র অনুসারে। ভাগলপুর জেলাতে। কহল-গাঁও থেকে ২ মাইল দূরে উত্তরে খল্লি পাহাড়ের মাথায় মুনির আশ্রম। পাথরঘাট থেকে ২ মাইল দক্ষিণে।

কাওয়াদোল—গয়ার কাছে বিচ্ছিন্ন একটি পাহাড়। বরাবর পর্বত (খলতিক) শাখা এখানে নাগার্জুন গুহা রয়েছে। শীলভদ্র বিহার ও (দ্রঃ) এখানে ছিল ; হিউ-এন-ৎসাঙ এসেছিলেন।

কাকোথ—ককুত্থ, কুকুত্থ। ছোট নদী বর্হি (দ্রঃ) ; কাসিয়া/কসিয়া থেকে ৮ মাইল নীচে ছোট গণ্ডকে এসে পড়েছে। একটি মতে ঘাগি নদী ; গোরখপুর জেলাতে। মতান্তরে নেপালে বাগমতী নদী।

কাঞ্চিপুরম—কঞ্জিভরম, কোঞ্জিভরম, কাঞ্চি। মাদ্রাজ প্রদেশে। দ্রাবিড় বা চোল রাজধানী (মহা, পদ্ম)। পলর নদীর তীরে মাদ্রাজের ৪৭ মাইল দ-পশ্চিমে। এই অংশ চোল, দ্রাবিড় বা তোণ্ডমণ্ডল নামে পরিচিত ছিল। নগরের পূর্ব দিকে বিষ্ণু কাঞ্চি (দেবতা বরদ-রাজ), পশ্চিমে শিবকাঞ্চি (দেবতা একাম্র-নাথ ও দেবী কামাক্ষী) দ্রঃ চিত্তমবলম্। শঙ্করাচার্য এই বিষ্ণু মন্দির নির্মাণ করান এবং শিব কাঞ্চিতে কামাক্ষা দেবীর মন্দিরের সীমানায় শঙ্করাচার্যের সমাধি রয়েছে। দ্রঃ কেদারনাথ। এই নগরের মধ্যে বিখ্যাত তীর্থ শিবগঙ্গা। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। দ্রঃ নালন্দা।

কাণানদী—রত্নাকর নদী। হুগলি জেলাতে ; এর তীরে খানাকুল কৃষ্ণনগর। এখানে মহাদেব ঘণ্টেশ্বরের মন্দির রয়েছে।

কাণাড়—দ-কানাড=তুলুঙ্গ (দ্রঃ) ; উ-কানাড় ক্রৌঞ্চপুর।

কান্তিপুরী—(১) কোটোয়াল। গোয়ালিয়র থেকে ২০ মাইল উত্তরে। (২) কাষ্ঠ-মণ্ডপ। (৩) বিষ্ণুপুরাণে এলাহাবাদের কাছে গঙ্গাতীরে।

কান্দাহার—নব গান্ধার। পেশোয়ারে কনিষ্কের স্তূপ থেকে বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র এনে এখানে স্থাপন করা হয়েছিল এবং এখনও রক্ষিত আছে বলা হয়। হরকুইতি (জেন্দাভেস্তা) ; হরউবত্তিস্ (বেহিস্তুন শিলালেখ) ; অরকোসিয়া, সৌকুট।

কান্যকুব্জ—কনৌজ, গাধিপুর, কুসুমপুর, কুশস্থল, মহোদয়। যুক্তপ্রদেশে ফরাক্কাবাদে কালিন্দির পশ্চিম তীরে ; কালিন্দী গঙ্গা সঙ্গমের ৬-মাইল উপরে। বৌদ্ধযুগে দ-

পাঞ্চালের রাজধানী ; এবং কর্পূরমঞ্জরীতেও। গাধিরাজের রাজধানী ; বিশ্বামিত্রের জন্মস্থান। বুদ্ধদেব এখানে জীবনের ক্ষণিকতা প্রচার করেন। ফা হিয়েন এখানে এসেছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন বা দ্বিতীয় শিলাদিত্যের সময় হিউ-এন-ৎসাঙ ও এসেছিলেন। এই হর্ষ নবী মহম্মদের সমসাময়িক। বাণ, ধাবক ও চন্দ্রাদিত্য হর্ষের সভাসদ ছিলেন। কনৌজের যশোবর্মার সভাতে ভবভূতি ছিলেন। ললিতাদিত্য কনৌজ জয় করলে ভবভূতি ললিতাদিত্যের রাজধানী কাশ্মীরে চলে যান। হর্ষবর্দ্ধনের আগে এখানে মৌখরি রাজারা রাজত্ব করতেন। থাণেশ্বর থেকে হর্ষবর্দ্ধন এখানে রাজধানী আনেন। নগরের দ-পশ্চিমে তিনটি বড বৌদ্ধ বিহার ; একটিতে বুদ্ধের একটি দাঁত ছিল। কান্য-কুব্জে বামনের বিখ্যাত মন্দির ছিল। প্রাচীন হিন্দু প্রাসাদের রঙমহল ছিল তিনকোণা-দুর্গের দ-পশ্চিমে কোণে ; আজও এটি অবশিষ্ট আছে। (২) কাবেরী নদীর যে অংশে পাণ্ড্যরাজধানী উরগপুর রয়েছে সেই অংশটিকে কান্যকুব্জ নদী বলা হত।

কাপিস্থল—কপিস্থল। কবিতাল (আলবেরুনি)। কাপিস্থল (বৃহৎ-সংহি)=কাম্বি-স্থোলি/কাম্বিস্থোলোই (এবিয়ান) ; বর্তমানে কৈথাল। পাঞ্জাবে কর্ণাল জেলাতে। যুধিষ্ঠির প্রতিষ্ঠিত। নগবের মাঝখানে মস্তবড হ্রদ আছে।

কাবুল—কুভা (বেদে), উর্দ্ধস্থান, ওর্টাস্পান (গ্রীক)। কাবুল উপত্যকার নীচেব অংশ। কূনব (—খোয়াসপেস) ও সিন্ধু নদীব মধ্যগত বা কাবুল নদী এলাকা গন্ধর্ব দেশ বলে পরিচিত। দ্রঃ গান্ধাব, কুভা।

কাবুলনদী—কুভা (বেদে), কুহু (পুরাণে)। দ্রঃ কুভা।

কাবেরী—অর্দ্ধগঙ্গা, চেলগঙ্গা, সহ্যাদ্রিজা, চন্দ্রতীর্থ। (১) দ ভাবতে একটি নদী। কুর্গে ব্রহ্মগিরি পর্বতে চন্দ্রতীর্থ প্রস্রবণ থেকে উৎপন্ন। শিবসমুদ্র নামক স্থানে কাবেরীব একটি জলপ্রপাত বয়েছে। (২) নর্মদাব শাখা, উত্তর দিকে : ওঙ্কারনাথের কাছে (পদ্ম ও মৎস্য)। নর্মদা ও কাবেবী সঙ্গম তীর্থ।

কামআশ্রম—কাবণ, কাবোন। বালিষা জেলাতে কোবণতেডির ৮ মাইল উত্তবে। প্রবাদ এইখানে মদন ভস্ম হয়েছিল। সবযূ গঙ্গা সঙ্গমে অবস্থিত ছিল। বর্তমানে এই সঙ্গম পূব দিকে সরে গেছে, ছাপরার ৮ মাইল পূর্বে। এখানে কামেশ্বব নাথ বা কৌলেশ্বরনাথ শিবমন্দিব বযেছে। রঘুবংশে এটি মদন তপোবন। স্কন্দপুরাণে মদন ভস্ম হয়েছিল হিমালয়ে দেবদারু বনে (দ্রঃ)।

কামগিরি—(১) কামাক্ষা। (২) মায়াপুরী। (৩) পাঞ্জাবে দেবিকা নদীর তীরে একটি তীর্থ।

কামরূপ—আসামে। উত্তবে ভুটান মিলে। দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র, লাখ্যা ও বঙ্গ। মণিপুব, জযন্তিবা, কাছাড, সিলেট ও ময়মন-সিংহের কিছুটা মিলে। রঙপুরও এব অন্তর্গত ছিল। কামরূপ-রাজ ভগদত্তের বাডি ছিল রঙপুরে। বর্তমানে কামরূপ গোযালপাডা থেকে গৌহাটি পর্যন্ত। পুরাণে রাজধানী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর=কামাখ্যা (দ্রঃ) বা গৌহাটি। বাজা নীলধ্বজ কোমটাপুর (বর্তমানে কামতাপুর) নামে কুচবিহাবে আব একটি রাজধানী কবেন। ব্রহ্মপুত্র নদীব উত্তরে অশ্বক্রান্তা পর্বত ; এখানে কৃষ্ণ ও নরকাসুরেব যুদ্ধ হয়েছিল (বৃহদ্ধর্ম)। নরকের ছেলে ভগদত্ত ; দুর্যোধনের বন্ধু ছিলেন। অহম বাজারা পূর্বদিক থেকে খৃ ১৩ শতকে আসামে আসেন। অথচ নরকাসুরেব

বংশধরদের ভৌম (কালিকা পু) বলা হয়েছে এবং ভৌম>অহম যেন। দলপানি নদীর তীরে তাম্রেশ্বরী দেবীর মন্দির; প্রাচীন কামরূপের উ-পূর্ব সীমানাতে। পিচ্ছিলা কামরূপে একটি নদী (যোগিনী)।

কামাখ্যা—কামগিরি। দ্রঃ কামরূপ। একটি পীঠস্থান। এখানে নীল বা নীলকূট পর্বতে কামাখ্যা মন্দির; গৌহাটি থেকে ২-মাইল।

কামতানাথগিরি—চিত্রকূট (দ্রঃ) গিরি। দণ্ডকারণ্যের পথে রামচন্দ্র এখানে কিছু সময় ছিলেন।

কাম্পিল্য—কম্পিল। উত্তর প্রদেশে ফরাক্কাবাদ জেলাতে ফতেগড় থেকে ২৮ মাইল উ-পূর্বে। পুরাতন গঙ্গার তীরে। বাদাউঁ ও ফরাক্কাবাদের মধ্যে। দ-পাঞ্চালের (দ্র.) রাজধানী। বুড় গঙ্গার তীরে একেবারে পূর্ব প্রান্তে একটি বিচ্ছিন্ন ঢিপিকে দ্রুপদের প্রাসাদ বলে দেখান হয়। বরাহমিহিরের জন্মস্থান।

কাম্বিসন—(টলেমি); গঙ্গার সবচেয়ে পশ্চিম মুখ।" কপিলাশ্রম>কাম্বিসন।

কাম্বেরিখোন—টলেমির কুম্ভীর খাতম্। গঙ্গার তৃতীয় মোহনা। খুলনা জেলাতে। বর্তমানে এটি বাঙ্গর খাড়ি। দ্রঃ কাম্বিসন।

কাম্বোজ—আফগানিস্তান (দ্রঃ)। অন্তত আফগানের উ-অংশ (মার্কো); মতান্তরে পূর্ব অংশ। অশ্বকান>আফগান, অস্‌সকেনোই (মেগা ও এরিয়ান)। অশ্বের জন্য বিখ্যাত। রাজধানী আর এক দ্বারকা। বর্তমানে হিন্দুকুশে অবস্থিত সিয়াফোস জাতি এই কাম্বোজদের বংশধর। আর এক মতে গজনির পর্বতের নাম। অশোকের গিরনার ও বোলি লেখে কাম্বোজ - কাম্বোছ। ১২-শ খৃ শতকে এখানকার শেষ হিন্দু রাজা মুসলমানদের হাতে পরাজিত হন।

কাম্যকবন—(১) মহাভারতে সরস্বতী তীরে কুরুক্ষেত্র এলাকাতে একটি রমণীয় বন। থানেশ্বরের ৬ মাইল উ-পূর্বে কামোদ। এখানে একটি স্থানকে দ্রৌপদীর ভাণ্ডার বলে দেখান হয়। বনবাসের সময় দ্রৌপদী এখানে রাঁধতেন। (২) মথুরাতে আর একটি।

কারস্কর—দ-ভারতে কারস্করদের দেশ। হয়তো দ-কানাড়াতে কারাকল; মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে; জৈন ও বৌদ্ধ তীর্থস্থান।

কারা—অগস্ত্য আশ্রম; দক্ষিণ সমুদ্রে। হয়তো বর্তমানের কোলাহ; কায়েল (মার্কো)। তাম্রপর্ণী নদীর মুখে তিন্নেভেলিতে।

কারাকোরাম—কারাপথ, কারাবাথ – কালাবাঘ = বাঘাম - করবৎ (টাভের্নি), কারু পথ (রামায়ণে)। মুস্তঘ, কৃষ্ণগিরি। সিন্ধুর দক্ষিণ/পশ্চিম তীরে। বান্নু জেলাতে নিলি পর্বতের পাদদেশে। এখানে লক্ষ্মণের ছেলে অঙ্গদকে রাম রাজা করে দেন। কান্দাহার থেকে গজনির পথে, গজনি থেকে ৩৫ মাইল দ-পশ্চিমে একটি কারাবাগ রয়েছে; চারপাশের এলাকা মিলে দেশটিও কারাবাগ। পদ্মপুরাণে অঙ্গদ মদ্রদেশে রাজ্য পান। এই মদ্র যেন রামায়ণের মল্ল। এটি হয়তো কৈলাবৎ (বৃহৎ সং)।

কারাবন—কায়াবরোহন, কর্বান, নকুলেশ্বর, লকুলীশ, পশুপত। গায়কোয়াড় রাজ্যে। বরোদার ১৫ মাইল দক্ষিণে এবং মিয়াগাম স্টেসন থেকে ৮ মাইল উ-পূর্বে। পাশুপত সম্প্রদায়েরর প্রতিষ্ঠাতা নকুলীশ এখানে ২-৫ খৃ শতকে, বর্তমান ছিলেন। এখানে

সম্প্রদায়ের প্রধান মন্দির নকুলেশ্বর বা নকুলীশ মন্দির। এই মন্দিরের সান্নিধ্য হেতু নর্মদ ও নর্মদাগত নুড়ির (শিব লিঙ্গ) বিশেষ মাহাত্ম্য।

কারাষ্ট্র—দক্ষিণে বেদবতী এবং উত্তরে কোইনা বা কোয়না নদী। সাতারাও এই দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজধানী কারাহাটক (দ্রঃ)।

কারাহাটক—করহাটক। কারাষ্ট্র (দ্রঃ) দেশের রাজধানী। কাড়ার। বোম্বে প্রদেশে সাতরা জেলাতে কৃষ্ণা ও কোইনা নদী সঙ্গমে এবং করবীরপুর (কোলহাপুর) থেকে ৪০ মাইল উত্তরে। সহদেব এই দেশ জয় করেছিলেন। শিলহার রাজদের রাজধানী; বাসুকি বংশ; সিন্ধ পরিবারের দেশ।

কার্তিকপুর—কার্তিকেয়পুর। কুমায়ুন জেলাতে বৈজনাথ বা বৈদ্যনাথ। আলমোড়া থেকে ৮০ মাইল।

কালকবন—বিহারে রাজমহল পাহাড। দ্রঃ আর্যাবর্ত।

কালঞ্জর—কালিঞ্জর, কলিঞ্জর, পূর্ণদর্শ মেধাবী তীর্থ। বুন্দেলখণ্ডে বান্দা জেলাতে বাদাউসা সাবডিভিসানে। যশোবর্মার জয় লাভের পর চন্দেলদের অধীনে জেজাভুক্তির রাজধানী। চন্দেলরাজ কিবাটব্রহ্ম একটি দুর্গ তৈরি করেন। এই দুর্গে নীলকণ্ঠ মহাদেবের মন্দির এবং বিখ্যাত সরোবর কোটি তীর্থ অবস্থিত ছিল। দুর্গের মধ্যে কালভৈরবের বিরাট মূর্তি রয়েছে: ১৮ হাত, গলায় মুণ্ডমালা, সর্পভূষণ। ছিবণাবিন্দু তীর্থও এখানে। কালঞ্জর পাণ্ডবের আর এক নাম ববিচিত্র। দ্রঃ মহোৎসব নগর, চেদি।

কালগণ্ডী—উত্তর আরকট জেলাতে বেণুগুণ্টা স্টেসন থেকে ১ মাইল। সুবর্ণমুখরী নদী তীরে পুণ্যস্থান। এখানে মন্দিরে মহাদেবের বায়ুমূর্তি: নাম উর্ণনাভ। নীচে থেকে বাতাস উঠছে ফলে এই লিঙ্গমূর্তির ওপরে আলোটি সব সময় দুলছে. অন্য আলোগুলি কিন্তু দোলে না। দ্রঃ চিত্তমবলম্।

কালিকাসঙ্গম—কৌশিকী ও অরুণানদী সঙ্গম।

কার্পাসিন্ধু—(১) দক্ষিণ সিন্ধু (মহা)। (২) সিন্ধু (মেঘ)। (৩) সিন্ধুপর্ণ, চম্বলের কবন্ধ; ঠিক নির্বিন্ধ্যা নদী নয়।

কালী কালী নদী (দ্রঃ)। হিন্দনের শাখা। যুক্তপ্রদেশে সাহারানপুর ও মুজাফর-পুর জেলাতে।

কালীঘাট--কলিকাতাতে। পীঠস্থান বলে কথিত। সতীর ডান পায়ের চারটি আঙুল পড়েছিল। গ্রামটির আর কালীর পূজায় ব্যবহৃত হত বলে গ্রামটির নাম কর্তা কালী বা কালীকর্তা (>কলিকাতা ?) ছিল। একটি মতে কিলকিলা>কলিকাতা।

কালীনদী—ইক্ষুমতী, চক্ষুমতী, কালীগঙ্গা, কালিন্দী, মন্দাকিনী, কালিনী। কুমায়ুনে উৎপন্ন; গাড়োয়াল ও রোহিলখণ্ডে। গঙ্গায় এসে পড়েছে। এর পূর্ব তীরে সাংকাশ্য ও পশ্চিমে কনৌজ। উৎপত্তি স্থান থেকে ধবলগঙ্গা, গৌরী ও চন্দ্রভাগা সঙ্গম পর্যন্ত অংশটির নাম কালীগঙ্গা: পরবর্তী অংশ কালী নদী। অপর নাম কালিন্দী। দ্রঃ কুলিঙ্গ দেশ।

কাশ্মীর—দ্রঃ কাশ্যপপুর। কশ্যপ বা কাশ্যপ উপনিবেশ। কশ্যপ>কাসগড, বা কাশ্মীর। এখানকার অধিবাসীরা মূলত কাসস্ বা কাসিয়াস ছিল। মৎস্য অবতার

হয়েছিল কাশ্মীরে। এখানে পশ্চিম দিকে তুষার মণ্ডিত তিনটি শিখরের মধ্যে বড়টি নৌবন্ধন শৃঙ্গ। শিখর তিনটি বনহাল গিরিপথের পশ্চিমে, পিরপন্তসল পর্বত শাখাতে। অথর্ববেদে শৃঙ্গটির নাম নাবপ্রভংশন, শতপথে মনোরবসর্পণ। শিখরটির নীচে ক্রম-সর (বর্তমানে কোন সরনাগ); এখানে বিষ্ণুর ক্রম (পাদ) চিহ্ন রয়েছে। দ্রঃ বরাহক্ষেত্র। অশোক এখানে ভিক্ষু মঝ্‌ঝন্তিকাকে পাঠিয়েছিলেন। জাতকে আছে কাশ্মীর এক সময়ে গান্ধারের অংশ ছিল। শ্রীনগর (দ্রঃ)।

কাশ্যপপুর—ঋষি কশ্যপনগর। কাশ্যপ>কাশ্মীর। হেরোডোটাস বলেছেন কস্পপ্যারোস। অন্য মতে চিরদিনই মূল নাম কাশ্মীর। টলেমির কসপাইরিয়া = মুলতান। হরিপর্বতে কশ্যপের আশ্রম রয়েছে; শ্রী নগর থেকে ১ মাইল মত (ভবিষ্য)। মুলতানকেও কশ্যপ (স্থাপিত) পুর বলা হয়েছে। দ্রঃ মূলস্থান।

কাষ্ঠমণ্ডপ—প্রাচীন কাটমণ্ডু, কান্তিপুর/পুরী, কান্তেপুর, মঞ্জুপত্তন। বাগমতী ও বিষ্ণুমতী নদীর তীরে নেপালের রাজধানী। রাজা গণকামদেব স্থাপিত। মঞ্জুশ্রী ঐতিহাসিক ব্যক্তি; নেপালে ইনি বৌদ্ধধর্ম আনেন। উত্তর ভারতে বৌদ্ধরা এঁকে তাঁদের বিশ্বকর্মা মনে করতেন।

কাস্পিয়ান সমুদ্র—বরুণ হ্রদ (মহা)। আবেস্তাতে বেরুকাশ>বরুণ। রামায়ণে ক্ষীরসমুদ্র। সিরওয়ান (অপভ্রংশ>) ক্ষীর সাগর, শিরিষান>সুরাসাগর।

কিষ্মৃত্য—বিন্ধ্যপর্বতের অংশ। সোন ও তোন নদীর মধ্যে কৈমুর শাখা। জব্বলপুর জেলাতে কটাঙ্গীর কাছে আরম্ভ এবং রেওয়া রাজ্য ও বিহারের সাহাবাদের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে। চেদির কাছে কুমার রাজা নামে একটি দেশ ছিল, হয়তো কুমার রাজ্য কিষ্মৃত্য>কৈমুর (দ্রঃ)।

কিম্পুরুষদেশ—নেপাল।

কিয়ুল—(১) রোহিনালা (দ্রঃ)। (২) বিহারে ঋষিকুল্যা নদী (দ্রঃ)।

কিরগ্রাম—পাঞ্জাবে বৈজনাথ। কাংড়া জেলাতে। এখানেও একটি বিখ্যাত বৈজনাথ মন্দির রয়েছে। কোট কাঙড়া থেকে ৩০ মাইল পূর্বে, বিনুবন নদীর তীরে। বৈজনাথ থেকে ১২ মাইল দ-পশ্চিমে সুউচ্চ পাহাড়ে আশাপুরী দেবীর মন্দির।

কিরাতদেশ—ত্রিপুরা (দ্রঃ)। টলেমির কিরহাদিয়া—সিলেট ও আসাম এর অন্তর্গত ছিল। সিকিমের পশ্চিমে কিরাতরা বাস করত। মতান্তরে নেপাল থেকে পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত এদের বাস ছিল।

কিরীটকোণা—একটি পীঠস্থান। মুর্শিদাবাদে ডাহাপাড়া থেকে ৪ মাইল। সতীর মুকুট পড়েছিল। মুর্শিদাবাদ সহর থেকে ৩ মাইল।

কিলাকিলা—কিলগিলা; কোঙ্কনের রাজধানী। দ্রঃ কালীঘাট, বাকাটক।

কিষ্কিন্ধ্যা—বিজয়নগর উপকণ্ঠে ছোট একটি গ্রাম। নিম্বপুর থেকে ১ মাইল পূবদিকে। ডিমের আকার চুনাপাথরের একটা ঢিপি; কিছু ঘাস ইত্যাদি হয়। প্রবাদ বালীর অস্থি গাদা হয়ে এই ঢিপি। মতান্তরে কিষ্কিন্ধ্যা—অনগণ্ডি। বা তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ তীরে অনগণ্ডির কাছে (ধারওয়াতে অবস্থিত) ছোট একটি গ্রাম; বিজয় নগর থেকে ৩ মাইল এবং বেলারির কাছে। কিষ্কিন্ধ্যার দ-পশ্চিমে ২ মাইল দূরে পম্পা সরোবর এবং পম্পার উ-পশ্চিমে অঞ্জনপর্বতে হনুমানের জন্ম। কিষ্কিন্ধ্যার ১০ মাইল পশ্চিমে,

শবরী। হাম্পি-র পর উপত্যকা ; তারপর পর্বতগুলি মিলে কিষ্কিন্ধ্যা। এই কিষ্কিন্ধ্যা প্রায় সম্পূর্ণ তৃণহীন ; গ্রেনিট পাথর গঠিত ; এখানে চুনাপাথরের একটি এলাকাতে বালীর শেষকৃত্য করা হয়েছিল প্রবাদ।

কীকট—মগধ। তারাতন্ত্রে দ-মগধ, বরণ পবত থেকে গৃধ্রকূট পর্যন্ত।

কুকুর—দশার্হ। রাজপুতানার একটি অংশ। রাজধানী বালমার - পি-লো-মি-লো (ংউ-এন-ৎসাঙ)। অন্য চীনাপরিব্রাজক মতে কিউ-চি-লো। পূব রাজপুতানাতে(পদ্ম)। কুকুররা যাদব।

কুক্কুটপাদগিরি—কুর্কিহর = গুরুপাদগিরি (ফা হিয়েন) দ্রঃ। দেখতে মুরগির পা মত ওয়াজির গঞ্জের উ-পূবে ৩ মাইল। কুর্কিহরের এক মাইল উত্তরে তিনটি শিখর বুদ্ধ শিষ্য মহাকশ্যপের তিনটি অলৌকিক কাজ ও মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত।

কুটিকা—কুটিলা, কোসিল। অযোধ্যাতে রোহিলখণ্ডে রামগঙ্গার কবদা পূব শাখা।

কুটিকোষ্টিকা কোহ। অযোধ্যাতে রামগঙ্গাব একটি ছোট শাখা। (রাম ২।৭১।২০)

কুণ্ডগ্রাম—কুণ্ডপুর, বৈশালী (দ্রঃ)। ত্রিহুতে মজফরপুর জেলাতে বর্তমানে বসুকুণ্ড, প্রাচীন বৈশালীর একটি উপকণ্ঠ। বৈশালী অর্থে তখন ছিল মূল বৈশালী (ব্রাহ্মণদেব বাস)+কুণ্ডপুর (ক্ষত্রিদের)+বনিয়াগ্রাম (বৈশ্যদের)। কুণ্ডগ্রামে মহাবীবেব জন্ম। বৌদ্ধদের এটি কোটিগ্রাম। অন্য মতে বৈশালী উপকণ্ঠে কোল্লগ-তে নাষ বা নাট ক্ষত্রিয়েরা বাস করতেন ; এই বংশে মহাবীব জন্মান। প্রথমে ব্রাহ্মণী দেবানন্দাব গর্ভে মহাবীব আসেন কিন্তু ইন্দ্র এই শিশুকে ক্ষত্রিযা ত্রিশলাব গর্ভে স্থাপন করেন। কুণ্ডপুব-বাজ/প্রধান সিদ্ধার্থের ছেলে, মা বৈশালী-বাজ চেতকেব বোন। চেতকেব মেয়ে চেল্লানা বা বিদেহদেবী বিম্বিসারের স্ত্রী ; ছেলে অজাতশত্রু। অন্য মতে অজাত-শত্রু কোসলদেবীব ছেলে ; স্ত্রী বজিরা, শ্রাবস্তীর প্রসেনজিতেব মেয়ে। মহাবীবেব জন্ম (৫৯৯ খৃ-পূ)। পাপাতে (পাভাপুরী) ৭২ বছর বয়সে (৫২৭ খৃ-পূ) মতান্তরে ৭০ বয়সে (৪৬৯ খৃ-পূ) মৃত্যু। বুদ্ধেব মৃত্যুব ২৬ বছর আগে। মহাবীরেব স্ত্রী যশোদা, মেয়ে অনোজ্জা বা প্রিয়দর্শনা। নিগ্রন্থজ্ঞাতি পুত্র জ্ঞাতপুত্র - নাতপুত্ত -বাজগৃহবাসী একজন বিখ্যাত তপস্বী, বুদ্ধেব সমসাময়িক . ইনিই যেন মহাবীর। মহাবীব বাব বছর ধবে লাড (রাঢ), শুভ ভূমি ইত্যাদি অঞ্চলে ঘুবে বেড়ান। তারপব এই পবিক্রমাব ১৩শ বর্ষে সিদ্ধিলাভ কবে নিগ্রন্থ মতবাদ প্রচার কবেন। এই মতবাদ পার্শ্বনাথেব মতবাদের একটি সংস্করণ। অশোকস্তম্ভে (২৯ বৎসর রাজত্বে) নিগ্রন্থদেব উল্লেখ আছে। মগধে ইন্দ্রগুপ্তেব সময় ১২ বৎসর ব্যাপী দুর্ভিক্ষ হয়। এই সময় জৈন নেতা ভদ্রবাহু বহু সঙ্গী নিয়ে কর্ণাটে চলে যান (দ্রঃ শ্রাবণ বেলগোলা)। মগধে যারা পড়ে থাকেন তাদের নেতা হন স্থূলভদ্র। দুর্ভিক্ষের শেষে পাটলিপুত্রে জৈন ধর্ম গ্রন্থ লেখা হয়। জৈনরা আগে কেউই কাপড পরতেন না ; দুর্ভিক্ষের সময় পাটলিপুত্রের জৈনবা কাপড় পরতে থাকেন। ভদ্রবাহুর অনুগামীরা ফিরে এসে পাটলিপুত্রের আচাব ব্যবহার ও গ্রন্থ কিছুই মানতে চান না। ফলে দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর দুটি শাখা (৭৯ বা ৮২ খৃ) সৃষ্টি হয়। পরে গুজরাটে দেবর্দ্ধির নেতৃত্বে এক সভাতে (১৫৪ খৃ) ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে একটা মীমাংসা হয়।

কুণ্ডিনপুর—বিদর্ভ (দ্রঃ)-পুর, দেবলাবাবা, কুণ্ডিল্যপুর, ভীমপুর। বিদর্ভের প্রাচীন রাজধানী। একটি মতে মধ্যভারতে অমরাবতীর ৪০ মাইল পূর্বে কুণ্ডপুর। মধ্য প্রদেশে চন্দ জেলাতে ওয়ার্দ্দা (বিদর্ভ) নদীর তীরে ওয়ারোবা থেকে ১১ মাইল দক্ষিণে দেবলাবাবা কুণ্ডিনপুর বলে প্রবাদ। রুক্মিণী মন্দিরের কাছে এখানে প্রতি বছর মেলা হয়। প্রাচীন কুণ্ডিনপুর ছিল ওয়ার্দ্ধা থেকে অমরাবতী (আমরাওটি) পর্যন্ত। এখানে একটি অনুরূপ (ভবানী) মন্দির রয়েছে: এই মন্দির থেকে রুক্মিণীকে কৃষ্ণ নিয়ে গিয়েছিলেন। ভীষ্মকের রাজধানী, রুক্মিণীর জন্মস্থান। মতান্তরে বেরারে কোণ্ডাগিরি ছিল কুণ্ডিনপুর। বর্তমানে বিদর যেখানে সেইখানে যেন বিদর্ভ (দ্রঃ)পুর বা কুণ্ডিনপুর ছিল। সোমনাথ (অচ্যবতার) অর্থাৎ প্রভাস থেকে ৪০ মাইল উ-পূর্বে (বিদর্ভের) মাধবপুর এবং এই মাধবপুর থেকে রুক্মিণী হরণ হয়েছিল। অনর্ঘ রাঘবে কুণ্ডিন নগরী মহারাষ্ট্রে এবং বিদর্ভ ও মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত।

কুনর—কামহ, কম বা কাম্বু নদী। চোয়াসপেস (গ্রীক); চোয়েস (এরিয়ানে), কাবুল (প্রাচীন কোফেন) নদীতে এসে মিশেছে জালালাবাদ থেকে একটু নীচে। অন্যমতে চোয়াসপেস হাইডাসপেস শব নদী; কাবুলে এসে মিশেছে।

কুন্তলপুর—কুন্তলপুর, কুবাতুর, করতুর, কৌন্তলকপুর, সুরভিপত্তন, সোমপথ (পেরিপ্লাসে)। মহীশূরে সিমোগা জেলাতে (সুরভি দ্রঃ)। কুন্তল (দ্রঃ) দেশের রাজধানী; কবলে। প্রবাদ হংসধ্বজ চন্দ্রহাসের রাজধানী। কুন্তলপুর থেকে ৪২ মাইল দূরে চন্দাবতী। কছর জেলাতে সনাক্ত হয়েছে কুন্তলপুর। একটি মতে কুন্তলপুর গায়ালি বে। (১৮৮ দ্রঃ)।

কুন্তল—চালুক্যদের সময় এই দেশের উত্তরে নর্মদা, দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা, পশ্চিমে আরব সাগর এবং পূর্বে গোদাবরী ও পূর্বঘাট পর্বতমালা। রাজধানী কখনো নাসিক, কখনো কল্যাণ। কুন্তলকপুর দ্রঃ। পরবর্তীকালে এটি দক্ষিণ মারাঠা দেশ, বর্তমানের মহীশূর সমেত। দশকুমারচরিতে কুন্তল বিদর্ভের আশ্রিত আবার কর্পূরমঞ্জরীতে (১০ শতকে) বিদর্ভ কুন্তলের অন্তর্গত। কুন্তলকে কর্ণাট ও বলা হয়েছে। তারাতন্ত্রে মহারাষ্ট্র হচ্ছে কর্ণাট; রামনাদ থেকে শ্রীরঙ্গপত্তম পর্যন্ত বিস্তৃত এবং রাজধানী দ্বারসমুদ্র। মার্কণ্ডেয় পুরাণে মধ্যদেশে এবং দাক্ষিণাত্যে দুটি কুন্তল।

কুন্তিভোজ—কুন্তি বা ভোজ, মালবে একটি প্রাচীন দেশ/নগর। অশ্বনদী বা অশ্বরথ নদীর তীরে, নদীটি চম্বলে এসে মিশেছে (বৃহৎ-স)। কুন্তী এখানে পালিতা রাজকন্যা। বৈবস্ত্য (দ্রঃ)।

কুব্জগৃহ—কজুগৃহ, কজুঘির, কাজুঘির, কাজিঙ্ঘর, কজিনঘর, কাজেরি। ভাগলপুর জেলাতে চম্পা থেকে ৯২ মাইল। চম্পা বা ভাগলপুরের ৬৭ মাইল পূর্বে কাঁকজোল; মুঙ্গের জেলার কাজরা (প্-রেল পথ)। এখান থেকে তিন মাইল দক্ষিণে বহু বৌদ্ধ প্রত্নবস্তু ও অনেকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ রয়েছে।

কুব্জা—নর্মদার একটি কবদা শাখা।

কুব্জাম্রক—কুব্জাম্র। হৃষিকেশ। মতান্তরে হৃষিকেশ থেকে উত্তরে। বরাহ পুরাণে দুটি আলাদা তীর্থ। কূর্ম পুরাণে কুব্জামর = কুব্জাশ্রম = কনখল। এখানে রৈভ্য আশ্রম ছিল।

কুব্জাম্র—কুব্জাম্রক। রৈভ্যাশ্রম, হরিদ্বার থেকে একটু উত্তরে। দ্রঃ কুব্জাম্রক।

কুভা—(১) কাবুল নদী। কোফেন বা কোফেস (গ্রীক)। কোহিবাবা পর্বতের পাদদেশে। শির-ই-চুস্মা প্রস্রবণ থেকে উৎপন্ন; কাবুল থেকে ৩৭ মাইল দূরে। কাবুল পার হয়ে এটোকের ওপরে সিন্ধুতে এসে পড়েছে। (২) কাবুল নদী বিধৌত দেশ। বৈদিক কুভা>কাবুল; কোয (টলেমি)। একটি মতে টলেমির কোয় এই কোফেন বা কাবুল নদী নয়। টলেমি বলেছেন ভারতের সবচেয়ে পশ্চিমী নদী কোয। কোফেন (এরিয়ান)। কাবুল নদীর উপত্যকার সাধারণ নাম নিনগ্রহর বা, হুন্গ্রিহর নবটি নদী :-সুবর্থ্রুদ, গণ্ডমক, কুবকস, চিপরিয়াল, হিসকক্, কোটে, যোমুগুব, কোষকোটে ও কাবুল। কুভা (বেদে)>কুহু (পুরাণে)। দ্রঃ কুহু।

কুমারস্বামী—(১) সুবর্হ্মণ্য (দঃ), কার্ত্তিকস্বামী, স্বামীতার্থ, ভদ্রতান। তিরুত্তানি স্টেসন থেকে ১ মাইল দূরে, কুমারধারা নদীর তীরে। এখানে ক্রৌঞ্চপর্বতে কুমার/কার্তিক স্বামীর মন্দির রয়েছে। শঙ্করাচার্য এখানে এসেছিলেন। (২) তুঙ্গভাতে বিখ্যাত তীর্থ; হসপেট স্টেসন থেকে ২৬ মাইল; কুমারধ বা নদীর তীরে। পশ্চিমঘাট পর্বত মালার সুবহ্মণ্যশাখা পুষ্পগিরির নীচে বিশলি ঘাটে উৎপন্ন এই কুমারধারা।

কুমারী—(১) কেপ কমোরিন কুমারিকা, কন্যাতীর্থ। এখানে কুমারী দেবীর বিখ্যাত মন্দির রয়েছে। (২) বিহারে শুক্তিমৎ পাহাড়ে উৎপন্ন কাষবংবি নদী। (৩) টাভের্নিয়ারের কুমারী নদী; যমনার শাখা সিন্ধুতে এসে মিশেছে। ধোলপুর থেকে ১২ মাইল দূরে এই সঙ্গম। (৪) টাভের্নিযারের কুমারী স্কুমরী গোয়ালিয়রে সিন্ধু যমুনা সঙ্গমের কাছে সিন্ধুতে যুক্ত হয়েছে। (৬) বহু ব ভলগা নদী যেন, শাকদ্বীপে।

কুম্ভকোণাম—কুম্ভঘোন, কুম্ভকোণ, কুম্ভকণ কমকোব। কাবেরী। মাদ্রাজে তাঞ্জোর জেলাতে। প্রাচীন চোল রাজধানী। এখানে শিবমন্দির বিখ্যাত। কুম্ভকর্ণ কপাল নামে একটি পবিত্র কুণ্ড রয়েছে ১২ বৎসর অন্তর পুণ্যার্থীরা এখানে স্নান করতে আসেন।

কুয়েনলুনপর্বত—(১) নীল পর্বত। ২) তিব্বতে ব্রহ্মপর্বত।

কুরুক্ষেত্র থানেশ্বর। সমন্তপঞ্চক। এই দেশের আগে অমিন, শোণপথ, পাণিপথ ও কর্ণাল যুক্ত ছিল। উত্তরে সরস্বতী, দক্ষিণে দৃষদ্বতী। থানেশ্বরে ও চারপাশে মহাভারতে যুদ্ধ হয়েছিল। দ্বৈপায়ন হ্রদ বামহৃদ (দ্রঃ)। ব্যাসস্থলী বর্তমানে বস্থালি), থানেশ্বর থেকে ১৭ মাইল দ-পশ্চিমে। থানেশ্বর থেকে মহলা দক্ষিণে অভিমন্যু নিহত হন এবং এখানে অশ্ব মাসংবাদিত হন। অমিন (অর্জুন-অমিন)। আমিনে অদিতি সূর্যের জন্ম দেন। থানেশ্বর থেকে ৮ মাইল পশ্চিমে কেব, এখানে ভূরিশ্রবা নিহত হন। চক্রতীর্থে সুদর্শন চক্রে কৃষ্ণ ভীষ্মকে হত্যা করতে যান এবং থানেশ্বর থেকে ১১ মাইল দ-পশ্চিমে নগরে ভীষ্ম মারা যান। থানেশ্বরের পশ্চিমে অস্তিপুরে ঔজসঘাটে মৃত যোদ্ধাদের অগ্নিকার্য করা হয়েছিল। শোণপ্রস্থ>শোণপথ, পাণিপ্রস্থ>পাণিপথ এই দুটি গ্রাম সন্ধির সর্ত হিসাবে যুধিষ্ঠির চেয়েছিলেন। থানেশ্বর থেকে আধমাইল উত্তরে স্থাণু মহাদেবের মন্দির হর্ষবর্ধনের সময় মন্দিরটি তীর্থ স্থান ছিল।

কুরুজাঙ্গল—হস্তিনাপুরের উত্তর পশ্চিমে শিরহিন্দে। বৌদ্ধযুগে এটি শ্রীকণ্ঠ (দ্রঃ)। সমস্ত কুরুদেশও এই নামে পরিচিত ছিল। হস্তিনাপুর ছিল কুরুজাঙ্গল এলাকাতে।

কুলিন্দ—কলিন্দ, কুনিন্দ, কৌনিন্দ। গাড়োয়াল, সাহারানপুর জেলা ও উ-দিল্লি মিলে একটি দেশ। গঙ্গা ও শতদ্রুর সমস্ত উত্তর অংশ। কুলিন্দ্রিনি (টলেমি)। অন্য মতে বিয়াস ও তোন নদীর মধ্যবর্তী অংশ ; কুলু (দ্রঃ) সমেত। আর এক মতে উচ্চ পর্বত এলাকা ; এখানে বিপাশা, শতদ্রু, গঙ্গা ও যমুনার উৎপত্তি। হিমালয়ে বন্দর পুচ্ছ শাখাতে একটি পাহাড়ি দেশ। কুলিন্দে উৎপন্ন বলে যমুনা=কালিন্দী। হিমালয়ের দক্ষিণগাত্রে কুলু (দ্রঃ) থেকে নেপাল পর্যন্ত কম্বলিণ্ড্রিন-রা (টলেমি) বাস করত। কোলিন্দ (বৃহৎসং)।

কুলু—কুলিন্দ (দ্রঃ), কুনিন্দ, কলিন্দ, কুলূত কোলুক। বিয়াসের ওপর দিকের উপত্যকা/দেশ ; রাজধানী নগরকোট (দ্রঃ)। দ্রঃ কুলূত।

কুলূত—কাঙড়া জেলাতে কুলু (দ্রঃ) সাবডিভিসান। কাঙড়াতে উ-পশ্চিমে অংশ। কুলিন্দ দেশের অংশ ; রাজধানী নগরকোট (দ্রঃ)। বর্তমান সদর সহর রঘুনাথপুর ; সেরবরি—সেরবুলি (একটি ছোট নদী) ও বিয়াস সঙ্গমে অবস্থিত। রঘুনাথপুরে রঘুনাথের মন্দির। কুলুতে বিখ্যাত তীর্থ ত্রিলোকনাথ=ত্রৈলোক্যনাথ ; একটি পাহাড়ের ওপর চন্দ্রভাগার বামতীরে তুণ্ড গ্রামে ; চন্দ্র ও ভাগা নদীর সঙ্গম থেকে ৩২ মাইল নীচে। এখানে ৬-হাত যুক্ত অবলোকিতেশ্বর বিগ্রহ মহাদেব বলে পূজিত হন।

কুশভবনপুর—কুশপুর, কুশস্থলী (বায়ু-পু)। অযোধ্যাতে গোমতী তীরে সুলতানপুর। হিউ-এন-ৎসাঙ উল্লিখিত। কুশ অযোধ্যা থেকে রাজধানী এখানে নিয়ে আসেন।

কুশস্থল—কান্যকুব্জ। হয়তো অরিস্থল। দ্রঃ পাণিপ্রস্থ।

কুশস্থলী—(১) দ্বারাবতী (দ্রঃ)। (২) উজ্জয়িনী। (৩) কুশভবনপুর।

কুশাবতী—কুশিয়া। (১) দ্বারাবতী (দ্রঃ)। (২) বিন্ধ্য পর্বতের প্রান্তে যেন প্রাচীন নর্ভবতী (দ্রঃ)। (৩) কুশভবন পুর (দ্রঃ)। (৪) পাঞ্জাবে কশূর/কসুর ; লাহোর থেকে ৩১ মাইল দ-পূর্বে ; কুশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। (৫) কুশী নগর (দ্রঃ)। (৬) বেণা বা ওয়েন গঙ্গা তীরে একটি স্থান। উজ্জয়িনীর অত্যাচারী রাজা পালক-কে নিহত করে আভীর বংশ প্রতিষ্ঠাতা আর্যক স্থানটি চারুদত্তকে দিয়েছিলেন (মৃচ্ছকটিক)।

কুশাবর্ত—(১) ত্র্যম্বক (দ্রঃ)। (২) হরিদ্বারে একটি পবিত্র সরোবর।

কুশীনগর—কুশীনার, কুশাবতী, কুশিয়া। বেত্তিয়া থেকে উ-পশ্চিমে এবং গোরক্ষপুর থেকে ৩৫-৩৭ মাইল পূর্বে কসিয়া গ্রাম যেন ; হিরণ্যবতী ও ছোটগণ্ডকীর পুরাতন খাতে। এখানে ৮০ বছর বয়সে কুশীনার উপবত্তনে মল্লদের শালকুঞ্জে বুদ্ধদেব (৪৭৭/ ৫৪৩ খৃ-পূ) দেহ রক্ষা করেন। দুটি শালগাছের মাঝখানে, রাত্রির তৃতীয় প্রহরে ডান দিকে ফিরে শুয়েছিলেন ; মাথা উত্তর দিকে। অজাতশত্রু তখন ৮ বছর রাজত্ব করেছেন। অশোক এখানে তিনটি স্তূপ নির্মাণ করান। বুদ্ধের চিতাভস্ম বর্হিতে একটি স্তূপে রাখা হয়েছিল। বাহি উপস্থিত মোরিয় নগর, ন্যগ্রোধবনে অবস্থিত ; হিউ-এন-ৎসাঙ এসেছিলেন। গোরখপুর জেলাতে কসিয়ার কাছে ধ্বংসাবশেষ অনিরুদ্ধতে

মল্ল অভিজাতদের প্রাসাদ ছিল। দ্রোণ নামে এক ব্রাহ্মণ বুদ্ধের অস্থি আটভাগ করে লিচ্ছবি (বৈশালী), শাক্য (কপিলাবস্তু), বুলয় (অল্লকপ্পক), কোলিয় (রামগ্রাম), ব্রাহ্মণ (বেঠদ্বীপ – বেথিয়া ?), মল্ল (পাবা), মল্ল (কুশীনার) ও অজাতশত্রু (পাটলিপুত্র) এদের দান করেন। এঁরা সকলেই এই অস্থি নিয়ে স্তুপ রচনা করেন। দ্রোণ যে কলসী করে এই অস্থি ভাগ করেছিলেন সেই কলসীর ওপর একটি স্তুপ নির্মাণ করেন। পিপ্‌ফল-বতীর মৌর্যরা বুদ্ধের কিছু চিতা কাষ্ঠ নিয়ে স্তুপ রচনা করেন। একটি মতে কসিযতে বুদ্ধদেব কাসায় বস্ত্র গ্রহণ করেছিলেন ; ফলে এই নাম। এখানে প্রধান মন্দিরে মুমূর্ষ বুদ্ধের মূর্তি রয়েছে ; পাশে স্তুপের (নির্বাণস্তুপ) মধ্যে তাম্রফলক পাওয়া গেছে।

কুসুমপুর—(১) কুসমপুর – পাটলিপুত্র। কুসুমপুর > কুম্রার ; আসলে পাটনার দক্ষিণ অংশে। মুদ্রা রাক্ষসে এটি ধনী ও অভিজাত এলাকা ; স্থানীয় নাম থেকে পরে পাটনা কুসুমপুর নাম পায়। এখানে রাজবাটি ছিল। (২) কান্যকুব্জ।

কুস্তন—কুস্তান। স্তন। পূর্ব বা চীন তুর্কিস্থানে খোটানের রাজধানী। এখানে জেড পাথর প্রসিদ্ধ। ফা হিয়েন ও হিউ-এন-ৎসাঙ পরিদৃষ্ট। প্রাচীন রাজধানী য়োটকান ; বর্তমানের খোটান নগর থেকে কিছু পশ্চিমে। পুরাতন পাণ্ডুলিপিতে নাম খোটান কুস্তনক। তক্ষশিলা থেকে ভারতীয়েরা খৃ-পূ ২ শতকে স্থানটি জয় করে উপনিবেশ বসান। এখানে বহু মন্দির, স্তুপ ও বৌদ্ধ মূর্তি পাওয়া গেছে। টাকলামাকান মরু ভূমির বালি চাপা পড়েছিল। ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপিতে বহু দারুলেখ পাওয়া গেছে ৩-৮ খৃ শতকের বহু পাণ্ডুলিপি মিলেছে। ফা-হিয়েন ৪র্থ শতকে বুদ্ধ ধর্ম ও সঙ্ঘের পবিত্র রথ এখানে টানা হতে দেখেছেন। ইৎ-সিঙ বলেছেন কুস্তন।

কুহু– কুভা (দ্রঃ)। সিন্ধু নদী এই কুহুদের দেশ দিয়ে প্রবাহিত। গান্ধার, ঊর্ণসা ও কুহু অঞ্চলের অধিবাসীদের উল্লেখ রয়েছে মৎস্য পুরাণে।

কূর্মক্ষেত্র- গঞ্জাম জেলাতে সমুদ্র তীরে চিকাকোল থেকে ৮ মাইল পূবে। বর্তমানে শ্রীকূর্ম।

কূর্মাচল—কুমায়ুন - কর্মবন কুমারবন। প্রাচীন রাজধানী কর্মাচল, চম্পাবতী (দ্রঃ), বর্তমানে আলমোড়া। পশ্চিম সীমা ত্রিশূল পাহাড় ; ত্রিশূলের মত দেখতে। কুমায়নে পূর্ণগিরিতে অন্নপূর্ণার/পূর্ণাদেবীর বিখ্যাত মন্দির। এখানে লোহাঘাটে কূর্মঅবতার হন ; মন্দার (দ্রঃ) ধারণের জন্য। অন্য নাম দ্রুনগিরি পর্বত, দ্রোণাচল। লোধ্রবন বনে (লোধ্রকাননে) গর্গ ঋষির আশ্রম ছিল ; এই বনে গগাস নদীর উৎপত্তি এবং ধৌলিতে গিয়ে পড়েছে। দ্রঃ কত্যপুর, কার্তিকপুর, শোণিতপুর, পঞ্চগঙ্গা। কুমায়ুন প্রদেশ পাহাড়ি এলাকা ; গগরার পশ্চিম শাখা (এটিও কালী নদী) ও রামগঙ্গার (দ্রঃ) মধ্যবর্তী অঞ্চল।

কৃতমালা—ভৈগা নদী ; তীরে দ-মথুরা (–মাদুরা) ; মলয় পর্বতে উৎপন্ন (মার্ক, বিষ্ণু)।

কৃষ্ণা—কৃষ্ণাবেণী, কৃষ্ণবেণা, বেণী, বেম্বা, বিনা, তিম্না (গ্রীক)। কৃষ্ণা নদী পশ্চিমঘাট পর্বতে মহাবালেশ্বরে উৎপন্ন ; উৎপত্তিস্থানে (একটি তীর্থ) মহাদেবের মন্দির রয়েছে। মুসলিপত্তনের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে এসে পড়েছে। কৃষ্ণাবেণী নদীটি কৃষ্ণা ও বেণী নদীর মিলিত শাখা ; এই নদীর তীরে বিল্বমঙ্গলের বাস ছিল।

কেকয়—বিয়াস ও শতদ্রু নদীর মধ্যবর্তী দেশ। কৈকেয়ীর পিতৃরাজ্য। দ্রঃ গিরিব্রজপুর।

কেতুমালবর্ষ—তুর্কিস্তান এবং অক্সাস বিধৌত দেশ (মার্ক, বিষ্ণু)।

কেদার—কেদার নাথ। মন্দাকিন্দী ও দুধগঙ্গার সঙ্গমের দক্ষিণে কেদারনাথ মন্দির; ১২-শ শিব মন্দিরের একটি। রুদ্র হিমাহলের বরফ ঢাকা পর্বতমালা থেকে সমকোণে নির্গত একটি পর্বতবাহুর ওপর নির্মিত। মহাপন্থা শিখরের নীচে, রুক্রপ্রদেশে গাড়োয়ালে। বদ্রিনাথের পশ্চিমে। ঘুর পথে যেতে হয় বলে কেদারনাথ থেকে বদ্রি নাথ ৮ দিনের পথ। হরিদ্বার থেকে কেদারনাথ ১৬ দিনের পথ। কোদার নাথ শিখর (শিব পু) বদরিকাশ্রমে অবস্থিত। প্রবাদ অর্জুন/পাণ্ডবরা কেদারনাথের পূজা চালু করেন। মন্দিরের কাছে ভৈরবঝম্প বলে একটি খাড়াই রয়েছে; এখান থেকে বহুভক্ত স্বর্গে লাফ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন করতেন। শঙ্করাচার্য এখানে মারা যান (দ্রঃ কাঞ্চিপুরম)। মন্দিরের কাছে রেতঃকুণ্ড নামে একটি কুণ্ড রয়েছে, এই কুণ্ডে কার্তিকের জন্ম বলা হয়। এখান থেকে ৩২ মাইল নীচে উখী মঠ; এখানে মান্ধাতা ও পঞ্চ পাণ্ডবের বিগ্রহ রয়েছে। দক্ষিণ কেদার (দ্রঃ)।

কেরল—কেরলপুত্র, কেতলপুত্র, চের (দ্রঃ) দেশ, দমিল (দ্রঃ), নাম্বাবদের দেশ। প্রাচীন চের ভাষা থেকে এই নাম। চন্দ্রগিরি নদীর দক্ষিণ অংশে। শঙ্করাচার্য এখানে পূর্ণা নদীর তীরে কালদি/কলতি গ্রামে জন্মান। বৃষপর্বতের পাদদেশে এই গ্রাম। পিতা: শিবগুরু, পিতামহ বিদ্যাধিরাজ; দীক্ষাগুরু বেদান্তী গোবিন্দ গও পদ্মাচার্য সন্ন্যাস নেওয়ান। গোবিন্দ ছিলেন গৌড়পাদের শিষ্য। কেরলের রাজধানী ছিল অনন্ত শয়নম। পরশুরাম এখানে ব্রাহ্মণ বসতি স্থাপন করেন। দ্রঃ চিত্তমবলম্।

কেশবতী—নেপালে বিষ্ণুমালি বা বিষ্ণুমতী নদী, বাগমতীর করদা শাখা। কেশবতীতে চারটি নদী মিলিত হয়ে চারটি সঙ্গম তৈরি করেছে:-কাম, নির্মল, অকর, ও জ্ঞান; চারটি তীর্থস্থান; নেপালের প্রধান ১৪টি তীর্থের অন্তর্গত। স্বয়ম্ভু পুরাণে কেশবতীতে যুক্ত হয়েছে বিমলাবতী, ভদ্রানদী, স্বর্ণবতী, পাপনাশিনী ও কনকাবতী; এই পাঁচটি পবিত্র সঙ্গমের নাম যথাক্রমে মনোরথ, নির্মল (ত্রিবেণী), নিধন, জ্ঞান ও চিন্তামণি।

কৈমুরপর্বত—কিম্মৃত্য (দ্রঃ); কুমার, কৈর, কৈরমালি (>কৈমুর), কিরমালি। শোণ ও তোন নদীর মধ্যে। প্রাচীন কইর দেশ; রেওয়ার কাছে। দ্রঃ করুষ।

কৈলাস—হেমকট। অষ্টপাদ। তিব্বতে কাঙ্গরিন পোচ। মানস সরোবর থেকে ২৫ মাইল উত্তরে; গঙ্গোত্রী থেকে আরো উপরে এবং নিতি গিরিপথের পূর্বে। গাঙ্গরি পর্বত মালার শাখা; প্রশান্ত গম্ভীর দৃশ্য। মনকে ভরিয়ে দেয়। যে কোন হিমালয় শিখর থেকে সুন্দর। পাহাড়ের দুপাশে খাদ; এই পথে যাত্রীরা যায়। মহাভারতে ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে কুমায়ুন ও গাড়োয়াল কৈলাস শাখাতে অবস্থিত। বদরিকা আশ্রম কৈলাসে বলা হয়। এখানে হ্রদগুলি থেকে উত্তরে সিন্ধু সিংহমুখ থেকে, পশ্চিমে শতদ্রু বৃষভমুখ থেকে, দক্ষিণে কর্ণালি ময়ূরমুখ থেকে এবং পূর্বে ব্রহ্মপুত্র অশ্বমুখ থেকে বার হয়েছে। কৈলাস জৈনদের অষ্টপাদ পর্বত। শিখরটি পরিক্রমা করতে গড়ে তিন দিন মত লাগে; ২৫ মাইল মত পথ। এখানে গৌরীকুণ্ডের জল সারা বছরই জমে থাকে। কৈলাস হরপার্বতীর আবাস; গন্ধর্বদের দেশও।

কোইল—(১) যুক্তপ্রদেশে আলিগড। বলরাম এখানে কোল দৈত্যকে হত্যা করেন। (২) কোকিলা নদী ; বিহারে সাহাবাদ জেলাতে।

কোকাক্ষেত্র—কৌশিকী/কুশী নদীর পশ্চিমে দেশ। পূর্ণিয়া জেলার পশ্চিম অংশ মিলে ত্রিবেণীর নীচে নাথপুরে অবস্থিত বরাহ ক্ষেত্র(—কোকামুখ) ও কোকক্ষেত্রের অন্তর্গত এটি পূর্ণিয়া ত্রিবেণী (দ্রঃ)। দ্রঃ মহাকৌশিক।

কোঙ্কন—(১) পরশুরাম ক্ষেত্র (দ্রঃ) (২) অপরান্তক দেশ (দ্রঃ), (৩) গোমন্ত দেশ (দ্রঃ), (৪) মূষিক দেশ (দ্রঃ), (৫) কোঙ্কম :-পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ও আরব সাগরের মধ্যবর্তী অংশ ; অর্থাৎ উত্তরে [illegible], পূর্বে দাক্ষিণাত্য, দক্ষিণে উত্তর কানাড়া এবং পশ্চিমে আরব সাগর। রাজধানী তানা (আলবেরুনি)। দ-কোঙ্কন—গোপরাষ্ট্র, কুন্ত। দ্রঃ কোঙ্কনপুর

কোঙ্কনপুর—অনগণ্ডি ; তুঙ্গভদ্রার উত্তর তীরে কোঙ্কনের প্রাচীন রাজধানী। একটি মতে এটি বাসেইন।

কোঙ্গুদেশ [illegible]। বর্তমানের কোইম্বাটুর, সালেম, তিন্নিভেলি ও ত্রিবাঙ্কুরের কিছুটা মিলে।

কোচবিহার—প্রাচীন পৌণ্ড্র দেশের অংশ। বিশেষত নিবৃত্তির পূর্ব অংশ।

কোটিতীর্থ—(১) কোট বা করোঁড তীর্থ ; কালঞ্জর দ্রঃ। (২) মথুরা। (৩) গোকর্ণে এক পবিত্র পুষ্করিণী। (৪) কুরুক্ষেত্রে। (৫) উজ্জয়িনীতে মহাকাল মন্দিরের প্রাঙ্গণে একটি পবিত্রকুণ্ড। (৬) ধনুষ্কোটিতীর্থ (স্কন্দ)। (৭) নর্মদা তীরে একটি তীর্থ।

কোটেশ্বর - কাটেশ্বর, কচ্ছেশ্বর। কচ্ছের রাজধানী। কিয়ে-ৎসি ষি-ফা লো (হিউএন-ৎসাঙ)। কচ্ছের পশ্চিম উপকূলে একটি তীর্থ। সিন্ধুর শাখা কোরি নদী তীরে।

কোট্টয়ম নেলকাণ্ড (পেরিপ্লাস), নিলক্যণ্ডা (টলেমি), নলকানন নলকালিকা. ত্রিবাঙ্কুরে একটি প্রাচীন বন্দর।

কোণারক—অর্কক্ষেত্র (দ্রঃ)। কৃষ্ণ প্যাগোডা।

কোণ্ডাপল্লী কুণ্ডপুর, দ্রঃ কুণ্ডিনপুর, অপর নাম কুন্দিনপুর, কুন্দপুর, কুন্তিনগর, বিদর্ভনগর, ভীষ্মপুর। বিদর্ভের প্রাচীন রাজধানী। রুক্মিণীর পিতৃরাজ্য। দ্রঃ কুণ্ডলপুর, বিদর্ভ। টাভেনিয়ার বর্ণিত কোণ্ডবির ; বর্তমানে কোনডভীডু, মাদ্রাজ জেলাতে গুণ্টুরের কাছে।

কোদয় [illegible] উত্তর [illegible]।

কোরূর— [illegible] মুলতান জেলাতে ; মুলতান ও লোনির মধ্যে। উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্য শকদের পরাজিত করেন (৫৩৩ খৃঃ), এই সময় থেকে শকাব্দ গণনা হয়। এক মতে এই বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত. অন্যমতে যশোধর্মা নামে এক জন গুপ্তরাজ বিক্রমাদিত্য নাম নিয়েছিলেন এবং শকদের পরাজিত করেন ইত্যাদি। (২) চের রাজধানী করুর। চের দ্রঃ।

কোরকয়ই - কে কগহ। পাণ্ড্য রাজ্যের রাজধানী। তিন্নেভেলিতে তাম্রপর্ণী নদীর মুখে। বর্তমানে দেশের ভেতর দিকে ৫-মাইল সরে গেছে। কয়েল (মার্কোপোলো) ; অন্য মতে টিউটিকোরিন যেন। অগস্ত্য তন্ত্রকে এটি কর টলেমির কোলখোই। দ্রঃ কয়ি।

কোলপর্বতপুর—>কোলপুর। বর্তমানে কুলিয়া-পাহাড়পুর বা পাহাড়পুর। নদীয়া জেলাতে, বাঙলায়। পোলউর (টেলেমি)। গঙ্গার ক্যাম্বিসন মোহনার কাছে। সমুদ্রগরি/সমুদ্রগতির (অর্থাৎ গঙ্গার প্রাচীন মোহনা) কাছেই।

কোলাচল—গয়াতে ব্রহ্মযোনি পর্বত (বায়ু পু)। কোলাহল পবত (দ্রঃ) যেন। আবার মনে হয় কোলাহল যেন।অন্য। কোলাচল কলুহাপাহাড ও হতে পারে। দ্রঃ মুকুল পর্বত।

কোলাহল পর্বত—(১) গয়াতে ব্রহ্মযোনি পবত (বায়ু পু), মুণ্ডপৃষ্ঠ পর্বত মিলে। মুণ্ডপৃষ্ঠে গদাধরের পদচিহ্ন রয়েছে। (২) চেদি রাজ্যে একটি পর্বত মালা অর্থাৎ বুন্দেলখণ্ডের দ-পশ্চিমে বন্দিয়ার পর্বত মালা। এই পাহাড়ে (দ্রঃ কর্ণাবর্ত) শুক্তিমতী নদীর উৎপত্তি।

কোলাহলপুর—কোলালপুর, কোলব, কোলার। মহীশূরের পূর্বে। এখানে কার্ত-বীর্যার্জুন নিহত হন। রুদ্রগয়া।

কোলি—কপিলাবস্তুর বিপরীত দিকে রোহিণী নদীর ওপারে দেবদহের রাজধানী। সুপ্রবুদ্ধ বা অঞ্জন রাজের রাজধানী। সুপ্রবুদ্ধের দুই মেয়ে মায়াদেবী ও প্রজাপতি গৌতমী, এঁরা শুদ্ধোদনের দুই স্ত্রী। মায়াদেবীর ভাই দণ্ডপাণির এই রাজ্য। দণ্ডপাণির মেয়ে গোপা যশোধরা বুদ্ধের স্ত্রী। অযোধ্যাতে বস্তি জেলার একটি অংশ এই কোলি রবাচছত্র (দ্রঃ) এই কোলির অন্তর্গত। নেপালি তরাইতে রুম্মিনিদেই ও কোলির মধ্য অংশে রোহিণ বা রোহিণী নদিকা।

কোশল— অযোধ্যা দ। দুটি ভাগ উত্তর কোশল। বরাইচ জেলা) এবং কোশল, রাজধানী যথাক্রমে শ্রাবস্তী ও কুশাবতী (কুশস্থাপিত)। বুদ্ধের সময় কোশল শক্তিশালী দেশ ; বারণসী ও কপিলাবস্তু এর অন্তর্গত ছিল। ৩০০ খৃ-পূ মগধের (রাজধানী পাটলিপুত্র) অধীনে আসে।

কোশল(দক্ষিণ) গণ্ডোয়ানা, মহাকোশল। মধ্য প্রদেশের পূর্বাংশ সমেত। সময়ে সময়ে পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমানা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। ১১ ১২ খৃ শতকে রাজধানী রত্নপুর। প্রাচীন রাজধানী চিরায়ু। বৌদ্ধযুগে বিদভ বা বেরার ছিল দ-কোশল। বৎস রাজ উদয়ন (কৌশাম্বী দ্রঃ) দ-কোশল জয় করেন। অশোকের লেখে দ-কোশল টোসাল। দ্রঃ মহাকোশল, গড মণ্ডল।

কৌশাম্বী -কোসাম্বি, কৌসাম্বিনগর, কোসম, কোসাম, বৎসপত্তন। যমুনার বাম তীরে প্রাচীন নগর। এলাহাবাদ থেকে ৩০ মাইল পশ্চিমে, বংশ বা বৎস দেশের রাজধানী। রত্নাবলীতে এর কোশাম্বীর বর্ণনা আছে। উদয়ন এখানে রাজা হন ; বুদ্ধের সমকালীন। এখানে ঘোষিত আরামে বুদ্ধদেব বাস করতেন। বৌদ্ধরা উদয়নকে রাজা পরন্তপের ছেলে বলেছেন। স্ত্রী বাসবদত্তা বা বাসুলদত্তা ছিলেন চণ্ড প্রদ্যোত (মহাসেনের) মেয়ে। উদয়নকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দেন পিণ্ডোলা। উদয়নই প্রথমে বৌদ্ধপ্রতিম তৈরি করান, চন্দন কাঠে ৫-ফু খাড়া মূর্তি। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ও বুদ্ধের সমসাময়িক ; ইনি বুদ্ধের দ্বিতীয় প্রতিমা নির্মাণ করান, এটি সোনার, ফা-হিয়েন বলেছেন এটিও চন্দন কাঠের। বররুচি (কাত্যায়ন) এখানে জন্মেছিলেন এবং পাটলিপুত্রের রাজা নন্দের মন্ত্রী হন।

কৌশিকী—কুশী নদী। বর্তমানে যেখানে তাজপুর সেইখানে প্রবাহিত ছিল; পরে পূব দিকে সরে গিয়ে ব্রহ্মপুত্রে যুক্ত হয়; গঙ্গার সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। পরে গঙ্গাতে যোগ দেয়; এই মিলিত ধারা পদ্মা। ফলে ভাগীরথীর পুরাতন খাত সোতগুলি (সুতি) থেকে নদীয়া পর্যন্ত প্রায় শুষ্ক মত হয়ে পড়ে। খৃ ৩-শতকে সেন এই যোগ ঘটেছিল এবং এই সময় সুলতানগঞ্জ নামক স্তূপ (দ্রঃ) গড়ে ওঠে। জোট-নরহরিতে কৌশিকী গঙ্গা সঙ্গম; এটি একটি তীর্থস্থান। (২) দৃষদ্বতীর একটি শাখা; কুরুক্ষেত্রে (বামন)। (দ্রঃ) কৌশিকী সঙ্গম, মহাকৌশিক।

কৌশিকীকচ্ছ—পূর্ণিয়া জেলা।

কৌশিকীসঙ্গম—১) ভাগলপুরে পাথরঘাটার উত্তরে কহলগাঁও-এর বিপরীত দিকে গঙ্গা ও কৌশিকী (দ্রঃ) যুক্ত হয়েছে। (২) দৃষদ্বতী ও কৌশিকী (দ্রঃ) যেখানে যুক্ত হয়েছে; রক্ষী নদীর তীরে বলুগ্রামের কাছে; থানেশ্বর থেকে ১৭ মাইল দক্ষিণে।

ক্রথকৈশিক—(১) পয়োষ্ণী; বেরারে পূর্ণা নদী। (২) রাজা বিদর্ভের দুই ছেলে ক্রথ ও কৈশিক ফলে বিদর্ভের অপর নাম।

ক্রমু(ঋক্)—চোসপেস/চোয়াসপেস (গ্রীক); দ্রঃ কুনর; অপর নাম কমহ নদী। এটিই কোরম নদী। কুবামু, কুরমু, কুরুমু নদী (বেদ); এটি ইসখেল-এর কাছে সিন্ধুতে পড়েছে।

ক্রৌঞ্চপর্বত—কৈলাস পর্বতে মানস সরোবর অংশ; এখানে ক্রৌঞ্চরন্ধ্র। আর একটি দ-ভারতে। দ্রঃ কুমারস্বামী।

ক্রৌঞ্চরন্ধ্র—কুমায়ুনে নিতি গিরিপথ; ভারত থেকে তিব্বতে যাবার রাস্তা। পরশুরাম বাণবিদ্ধ করে এই পথ তৈরি করেন। হংসদ্বার।

ক্রোড়দেশ—কূর্গ, কোড়গু, কোলগিরি, কোলাগিরি, কোম্বগিরি, [illegible]। মালাবার উপকূলে একটি দেশ।

ক্লিসোবোরস—গ্রীক নাম। মহাবন; মথুরা থেকে ৬-মাইল দক্ষিণে; যমুনার বিপরীত দিকে। মতান্তরে বৃন্দাবন। এটি সেন কলিসপুর; বর্তমানে মুগু নগর। মেগাস্থেনিসের করেসোবরা।

ক্ষাত্র—কথইডি-দের দেশ। হাইড্রায়টেস (রাবি) ও হাইপাসিস (বিয়াস)-এর মধ্যে; রাজধানী মঙ্গল (টলেমি)।

ক্ষীরগ্রাম—বর্দ্ধমানের ২০ মাইল উত্তরে। পীঠস্থান; সতীর ডান পায়ের পাতা পড়েছিল। দেবী যোগাদ্যা।

ক্ষীরভবানী—শ্রীনগর থেকে ১২ মাইল। কুণ্ডের মধ্যে অবস্থিত দেবী। এই জলের রঙ দিনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন।

ক্ষেমবতী—ক্ষেম, ক্রকুচন্দ্র। তিলৌরা থেকে ৪ মাইল দক্ষিণে; বর্তমান গুটীভ। পূর্বতন বুদ্ধ ক্রকুচন্দ্রের জন্মস্থান।

খট্টাঙ্গপ্রপাত—মাঙ্গালোরের কাছে কানাড়াতে সরস্বতী প্রপাত। এখানে ভীষণ গর্জন হয়।

খরোসথ—খাস গড়। এই খান থেকে খরোষ্ঠী লিপি ভারতে চালু হয়। তার্কিস্থানে লেসার বুখারিয়া অংশ।

খলতিক পর্বত—<খলতিক। গয়াতে জাহানাবাদ সাব ডিভিসানে বরাবর পর্বত। এখানে সাত-ঘরা ও নাগার্জুন গুহা অশোক ও তাঁর নাতি দশরথের সময়ের। স্টেসন থেকে ৭-মাইল পূর্বে। গুহাতে শিলালেখে আছে আজীবকদের দশরথ কিছু গুহাবাস করে দিয়েছিলেন। পর্বতের পাদদেশে ও দক্ষিণ দিকে পাথর কেটে সাতটি গুহা তৈরি হয়েছিল; নাম সাতঘরা; এই সাতটির মধ্যে তিনটি নাগার্জুন পর্বতে দশরথ দান করেন; এবং চারটি বরাবর পাহাড়ে; অশোক দান করেন। এখানে একটি পবিত্র ঝর্ণা রয়েছে পাতাল গঙ্গা। কাছেই খলতিক পর্বতের শাখা কাওয়া-দোল পর্বত।

খশ—কাশ্মীরের দক্ষিণে খশদের দেশ। দ-পূবে খশত্বার থেকে পশ্চিমে বিতস্তা পর্যন্ত। এখানে রাজপুরী ও লোহারাদের পার্বত্য রাজ্য ছিল। খশ—বর্তমানে খক।

খাণ্ডববন—খাণ্ডব প্রস্ত, প্রাচীন দিল্লি। মিরাটের উত্তরে মুজাফর নগর। একটি স্টেসন। প্রাচীন কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত। বুলন্দসর থেকে সাহারানপুরও খাণ্ডব নামে পরিচিত ছিল। পদ্মপুরাণে যমুনার তীরে এবং ইন্দ্রপ্রস্থ ও খাণ্ডবপ্রস্থ ছিল খাণ্ডব বনের অংশ। অর্জুন এই বন পোড়ান।

খান্দেস—(১) গেহয়দের দেশ; দক্ষিণ মালব ও ঔরঙ্গাবাদের অংশ মিলে। (২) অনূপদেশ; কার্তবীর্যার্জুনের রাজ্য; রাজধানী মাহিষ্মতী। প্রাচীন বিদর্ভের অংশও।

খিব—(১) উর্জগুণ্ডাতে খানং হচ্ছে খিব (মৎস্য); অপর নাম উর্জেগুজ। (২) সুরভিদের দেশ।

খেতক—খেত, খেদ, খেতক (পদ্ম-পু), কহর (বর্তমানে)। আমেদাবাদ থেকে ২০ মাইল দক্ষিণে, গুজরাটে বেত্রবতী (বত্রক) নদিকার তীরে (পদ্ম-পু)। বেত্রবতী সাবরমতী সঙ্গমের কাছে। কিচেচ—(হিউ-এন-সাঙ)।

খোরসান—খুরসান। অশ্বের জন্য বিখ্যাত।

গঙ্গা—(১) ভাগীরথী, জাহ্নবী, ত্রিস্রোতা। ঋক্‌বেদে ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে। বৃহৎ-ধর্মপুরাণে গঙ্গার পথের কিছু বিশদ বিবরণ রয়েছে। সুলতান-গঞ্জে জহ্নু আশ্রমের (দ্রঃ) পর নদী দক্ষিণ মুখী এবং ভাগীরথী নাম নিয়ে জলাঙ্গীর সঙ্গে মিশেছে; সাহেব গঞ্জ থেকে নাম হুগলি নদী। এই নদীপথে ছয়টি জহ্নু/বাঁক রয়েছে। (১) ভৈরবঘাটি; গঙ্গোত্রার নীচে; এখানে ভাগীরথী ও জাহ্নবী মিলিত হয়েছে; গাড়োয়ালে। (২) কান্যকুব্জ। (৩) ভাগলপুরের পশ্চিমে সুলতান গঞ্জে। (৪) সাহেব গঞ্জে রামপুর-বোয়ালিয়া-র ওপরে। (৫) মালদাতে গৌড়ে। (৬) জাননগর/ব্রাহ্মণীতলা; নদীয়ার ৪-মাইল পশ্চিমে। এর পর ত্রিবেণী, চাগদা, বারুই-পুর, রাজগঞ্জ, আদিগঙ্গা এবং ডায়মণ্ডহারবার হয়ে সাগর দ্বীপের কাছে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। দ্রঃ কৌশিকী।

(২) রাঢ় দেশ। রাজধানী সপ্তগ্রাম—গাঙ্গে (টলেমি) বন্দর। বাংলাদেশ। টলেমি বলেছেন গাঙ্গে-রাইডস্-দের দেশ; গঙ্গার পশ্চিম তীরে এদের বাস। রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের করহদ শিলালেখে এবং হরিহর ও বেলুড় শিলালেখে এটি একটি দেশ; কলিঙ্গ ও মগধের মধ্যবর্তী। পেরিপ্লাসে মোটামুটি বাংলাদেশ। ১-২ খৃ শতকে সপ্তগ্রাম রাঢ়ের প্রধান সহর: বঙ্গের নয়। বৈদিক যুগের শেষ দিকে গাঙ্গকে

গাঙ্গায়নী বলা হয়েছে ; কৌশিতকী উপনিষদে এখানকার রাজাকেও গাঙ্গায়ণী অর্থাৎ গঙ্গার ছেলে বলা হয়েছে। এ ছাড়া গাঙ্গ নামে একটি রাজবংশ দ-মহীশূর, কুর্গ, সালেম, কোইম্বাটুর, নীলগিরি এবং মালাবারের কিছু অংশে ২-৯ শতকে রাজত্ব করত। এদেরই একটি শাখা উড়িষ্যাতে রাজ্য করেছে; এঁরা যেন রাঢ় (বর্তমানের হুগলি), মেদিনীপুর ইত্যাদি জয় করেন। চোরগঙ্গা উৎকল জয় করে গঙ্গাতীরে মন্দার (=সুহ্ম বা রাঢ় যেন) রাজকে নিহত করেন। অর্থাৎ ১২ শতকে উড়িষ্যার গঙ্গাবংশ রাঢ়ে রাজত্ব করত।

গঙ্গাবল—কাশ্মীরীদের উত্তর গঙ্গা হ্রদ। কাশ্মীরে হরমুখ পর্বতের পাদদেশে। এখানে সিন্ধুর উৎপত্তি মনে করা হয়।

গঙ্গোত্রী—গঙ্গোদ্ভেদ। গাড়োয়ালে রুদ্র হিমালয়ে একটি স্থান ; গঙ্গার উৎস বলে কথিত। প্রকৃত উৎস আরো অনেকটা উত্তরে। এখানে গঙ্গাদেবীর মন্দির রয়েছে। গঙ্গোত্রী থেকে ১ ক্রোশ এবং মিয়ানি-কি-গড় থেকে ২ ক্রোশ দূরে পতন গিরি ; বলা হয় পঞ্চ পাণ্ডব এখানে ১২ বৎসর মহাদেবের তপস্যা করেছিলেন ও এখানেই দ্রৌপদী ও চারজন পাণ্ডব দেহ রাখেন। এখান থেকে যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহিণী শিখরে ওঠেন, এই শিখর থেকে গঙ্গা বার হয়েছে। রুদ্র হিমালয়ে ৫টি শৃঙ্গ :-রুদ্র হিমালয় (পূর্বদিকে), বুরামপুরি/ব্রহ্মপুরী, বিসেনপুরী/বিষ্ণুপুরী, উদগুরিকণ্টা উদ্গারিক-নাথ ; ও স্বর্গারোহিণী (পশ্চিমে)। শৃঙ্গগুলি মিলে অর্দ্ধচন্দ্র আকার একটি হ্রদ মত সৃষ্টি করেছে; চির তুষারাবৃত হ্রদ; এই বরফ গলেই গঙ্গার উৎপত্তি। দ্রঃ সুমেরু, গৌরীকুণ্ড।

গজেন্দ্র মোক্ষ—(১) শোণপুর, দ্রঃ বিশালছত্র ; অপর নাম হরিহরক্ষেত্র। (২) তাম্রপর্ণী তীরে একটি তীর্থ, তিন্নেভেলি থেকে ২০ মাইল পশ্চিমে ; (৩) বামন পুরাণে ত্রিকূট পাহাড়ে একটি স্থান।

গণ্ডকী—গণ্ডক, শালগ্রামী, নারায়ণী, শালা, ত্রিশূলগঙ্গা, গল্লিকা। হিমালয়ে সপ্তগণ্ডকী বা ধবল গিরি পর্বত থেকে উৎপন্ন। মধ্য তিব্বতের দ-সীমা। দ্রঃ মুক্তিনাথ। সমতলে ত্রিবেণী ঘাটে এসে পৌঁচেছে। দ্রঃ সপ্তগণ্ডকী। এই উৎসে বিষ্ণু তপস্যা করেছিলেন ; গণ্ড থেকে ঘাম ঝরে পড়ে এই নদী (বরাহ)। বিহারে মজফরপুর জেলাতে শোণপুরে গঙ্গাতে এসে মিশেছে, এখানে গজেন্দ্রমোক্ষ মেলা হয়। ছোট গণ্ডক = হিরণ্যবতী (দ্রঃ)।

গড়মণ্ডল—এখানকার হৈহয় রাজাদের রাজধানী ছিল লন্‌ঝি (প্রাচীন নাম চম্পনত্তু), রতনপুর (মণিপুর) ও মণ্ডল (মহিকমতি)। দক্ষিণ কোসলের অন্তর্গত এলাকা।

গড়মুক্তেশ্বর—গণমুক্তেশ্বর। মিরাট জেলাতে গঙ্গাতীরে। প্রাচীন হস্তিনাপুরের অংশ। এখানে গণেশ মহাদেবকে পূজা করেছিলেন।

গন্ধবতী—শিপ্রা নদীর একটি ছোট শাখা ; এর তীরে উজ্জয়িনীতে মহাকাল মন্দির ছিল।

গন্ধমাদন—(১)রুদ্র হিমালয়ের উত্তরে, পুরাণে কৈলাসের। এখানে কদলী বনে হনুমান থাকতেন। গন্ধমাদনে বদরিকাশ্রম। গাড়োয়াল পাহাড়ের যে অংশে অলকানন্দা প্রবাহিত সেই অংশটিও গন্ধমাদন। বিক্রোমোর্বশীতে মন্দাকিনী গন্ধমাদনে প্রবাহিত। (২) দ-ভারতে রামেশ্বরের কাছে একটি পাহাড় ; মূল গন্ধমাদনের অংশ;

হনুমান এনেছিলেন প্রবাদ।

গন্ধহস্তিস্তূপ—বুদ্ধগয়ার বিপরীত দিকে ফল্গুতীরে বকরউর। এখানে হিউ-এন-ৎসাঙ এসেছিলেন ; মতঙ্গি (<মতঙ্গ লিঙ্গ) আগে এই গন্ধহস্তিস্তূপের অংশ ছিল। বৌদ্ধ তীর্থ; বর্তমানে মতঙ্গ আশ্রমে রূপান্তরিত ; শিবলিঙ্গ এখানে মতঙ্গেশ। এখানে একটি পুষ্করিণী মতঙ্গবাপী।

গবিধমৎ—কুন্দরকোট। এটোয়ার উ-পূর্বে ২৯ মাইল দূরে, সাংকাশ্য থেকে ৩৬ মাইল।

গম্ভীরা—মালবে শিপ্রার একটি শাখা।

গয়া—গয়শীর্ষ। ফল্গু নদীর তীরে ; উত্তরে রামশিলা পর্বত এবং দক্ষিণে ব্রহ্মযোনি পর্বত। বর্তমান সহর অর্থে উত্তরে সাহেবগঞ্জ এবং দক্ষিণে প্রাচীন গয়া নগর। সহরের দক্ষিণ ভাগে চক্রবেড় নামক স্থানে (চৈতন্য ভাগবৎ) বিষ্ণুপাদ মন্দির, ইন্দোরের মুলহব রাও হোলকারের পুত্রবধূ অহল্যা বাঈ নির্মিত (১৭৬৬-১৭৯৫ খৃ)। ফা-হিয়েনের আগেও এখানে পূর্বতন মন্দির ছিল, পুরাতন একটি মন্দিরের স্থানে নির্মিত। পূজিত বিষ্ণুপাদ চিহ্ন আসলে বুদ্ধের পদচিহ্ন। ব্রহ্মযোনি পর্বত (দ্র., সহরের দক্ষিণে। গয়াতে বিষ্ণুপাদ যুক্ত সমস্ত মন্দিরগুলিই একদিন বৌদ্ধ মন্দির ছিল। বিষ্ণুপাদ মন্দিরের কাছে সূর্যকুণ্ড ও প্রাচীন বৌদ্ধকুণ্ড। দ্রঃ খল্লাতক পর্বত। বুদ্ধের জীবিত দশাতে গয়াতে সব প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয় ; বৌদ্ধ ধর্মের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। ২-৪ শতকে গয়া সনাতন পন্থীদের হাতে আসে। ফা-হিয়েন (৪০৪খৃ) স্থানটিকে নির্জন ও পরিত্যক্ত দেখেছিলেন। হিউ-এন-ৎসাঙ (৬৩৭ খৃ) সমৃদ্ধ, সুরক্ষিত, এবং দুষ্প্রবেশ্য ব্রাহ্মণ্য নগর দেখেছিলেন ; হাজার ব্রাহ্মণ পরিবার অধ্যুষিত ; এরা সকলেই ঋষি গয়ালির বংশধর। একটি মতে গয়াসুর কাহিনী হচ্ছে গয়া থেকে বৌদ্ধ বিতাড়ন কাহিনী ; দ্র. গয়া, গয়ানাভি। বুদ্ধ গয়া (দ্রঃ উরবিল্ব) গয়া থেকে ৬ মাইল দক্ষিণে। এখানে মঙ্গলগৌরী ৫২ পীঠের একটি, সতীর স্তন পড়েছিল, ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের একটি শাখাতে অবস্থিত ; শাখাটির নাম ভাসনাথ (দেবীভাগ)। বিষ্ণুপাদ থেকে ব্রহ্মসর ১ মাইল দ-পশ্চিমে, মতঙ্গবাপী (বর্তমানে মলতঙ্গি) ৬ মাইল দূরে। দ্রঃ ধর্মারণ্য। গোদাবোল বিষ্ণু-পাদ থেকে ১ মাইল দক্ষিণে, মারণপুরের কাছে, এবং উত্তর মানস মাইল উত্তরে। উমঙ্গ নগরে (উমগা) জগন্নাথ মন্দির, দেয়তে সূর্যমন্দির এবং গয়া জেলাতে টিকারির কাছে কচ, এগুলি প্রাচীন ; এই স্থানগুলিতে শিলালেখ পাওয়া গেছে। মতান্তরে বিষ্ণুপাদ মন্দির থেকে ১ মাইল দ-পশ্চিমে ব্রহ্মসর ; গয়া থেকে ৬ মাইল দক্ষিণে বোধগয়া। কোতোয়ালপুরের রুদ্র গয়া। বেরারে লেনার বা লোনার হচ্ছে বিষ্ণু গয়া। গয়াতে অক্ষয় বটের কাছে একটি শিলালেখ বলা হয়েছে খৃ ১০-ম শতকেও এটি তীর্থ ছিল। গয়াতে তপোবন থেকে ৬ মাইল উত্তরে বন্ধবন।

গয়ানাভি—বিষ্ণুর কাছে গয়াসুর পরাজিত হলে মাটিতে অসুরের দেহ পড়ে থাকে। গয়াতে মাথা ছিল ফলে গয়া-গয়শীর্ষ (দ্রঃ) ; যাজপুরে নাভি ; ফলে যাজপুর গয় নাভি এবং পিঠাপুরে (পিষ্টপুর রাজমাহেন্দ্রি থেকে ৪০ মাইল দূরে) পা এসে পৌঁছে ছিল ; ফলে স্থানটি গয়াপাদ নামে পরিচিত। যাজপুরে একটি কূপ/ঝর্ণাকে এই নাভির

কেন্দ্র স্থান বলা হয়েছে। দ্রঃ যজ্ঞপুর।

গয়াশীর্ষ—(১) অপর নাম গয়াশিস। দ্রঃ গয়ানাভি। দ্রঃ ব্রহ্মযোনি পাহাড়।

গর্গআশ্রম—(১) গগাসন; রায়বেরিলি জেলাতে গঙ্গার তীরে অম্বি-র বিপরীত দিকে। (২) দ্রঃ কূর্মাচল, এই লোধমুনাতে গুগাস নদীর উৎপত্তি এবং ধৌলিতে গিযে মিশেছে।

গর্জপুর—গাজিপুব। এখানে ৫-শতকে ফা-হিয়েন এসেছিলেন। গর্জপুর বলে কোথাও কোন স্থান ছিল কিনা জানা নাই। এলাকাটি ধর্মারণ্যের (দ্রঃ) একটি অংশ।

গান্ধার—গন্ধর্বদেশ। কাবুল নদীব তীরবর্তী দেশ; খোযাস্পেস ও সিন্ধুর মধ্যবর্তী অংশ। পেশোয়ার ও উত্তর পাঞ্জাবের রাওলপিণ্ডি জেলা মিলে। রাজধানী পুরুষ-পুব ও তক্ষশিলা (আলেকজেন্দ্রীয়)। টলেমি বলেছেন গান্ধারের পশ্চিম সীমা সিন্ধু। পাবস্য বাজ দারিযুস তাঁর রাজত্বের ৫-ম বর্ষে বেহিস্তন শিলালিপিতে (৫১৬ খৃ-পূ) গান্ধার ও অন্যান্য বাজ্য জয় করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। যারেক্সস্-এব এক সেনাপতির অধীনে গান্ধার সৈন্য ও ডাডিক সৈন্য এক সঙ্গে ছিল। হিউ-এন-ৎসাঙ গান্ধারকে বলেছেন কিয়ানতোলো, ষ্ট্রাবো বলেছেন কুন্দর গান্ধ্রিডো. আইন-ই আকববিতে এটি পুকেল্মি জেলা, কাশ্মীব ও এটোকেব মধ্যবর্তী অংশে। গান্ধাব বলতে পেশোয়ার, বাওলপিণ্ডি, সোযাৎ, ও হোটিমুর্দান (=ইউসোফজোই) দেশ। পেশোযাব জেলাতে ইউসুফজোই পবগণাতে জামাল গিরি পেশোয়াব থেকে ৩০ মাইল দবে; জামালগিবিতেও বহু ভাস্কর্য পাওযা গেছে। পুষ্কবাবতী পুষ্কলাবতী পুকেলি; গান্ধাবেব প্রাচীন বাজধানী. বর্তমানে নাম হস্তনগব. দ্বিতীয় বাজধানী ছিল পুরুষপুব। বামাযণে এটি গন্ধর্বদেশ, মহাভাবত ও বৌদ্ধযুগে গান্ধাব, কথাসরিৎসাগবে এটি পুষ্কবাবৎ; বিদ্যাধবদেব বাজধানী। কোরিন্থিয়ান স্থাপত্য ছিল সাবা ইউসুফজোই দেশে; ডোবিক স্থাপত্য ছিল কাশ্মীর এবং আয়োনিক স্থাপত্য ছিল তক্ষশিলা বা সহাদ্রিতে (এটোক ও রাওলপিণ্ডিব মধ্যে)। ভিক্ষু মধ্যন্তিকাকে (২৪৫ খৃ-পূ) অশোক গান্ধাবে পাঠান। চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক এটি জয় করেছিলেন এবং এগাথোক্লেস মৌর্যদের তাড়িযে আবার এটি দখল করেন। সিন্ধু নদীব এই গান্ধাবরা মনে হয় খৃ ৫ ম শতকে কান্দাহারে গিযে বসতি স্থাপন করেন।

গালবআশ্রম—(১) বাজপুতানাতে জযপুব থেকে ৩-মাইল। (২) চিত্রকূট পাহাড।

গিরনর—রৈবত, বৈবতক, উজ্জয়ন্ত, উদযন্ত, গিরিনগর। গুজরাটে জুনাগড পাহাড। এখানে ঋষি দত্তাত্রেয় আশ্রম ছিল। সূতকে এখানে বলরাম হত্যা করেন। জৈনদেব পবিত্র পর্বত, নেমিনাথ ও পার্শ্বনাথের মন্দির এখানে রয়েছে। জুনাগড সহব থেকে কিছু দবে। বৃহৎ-সংহিতা ও রুদ্রদামন শিলালেখে গিরনরের উল্লেখ আছে। জুনাগড পাহাডে অশোকেব এক শিলালিপিতে গ্রীক (যবন) রাজ এন্টিয়োকাস্ (থিযোস অব সিবিযা), (২) টুবমায় - টলেমি (মিসরেব ফিলাডেলফাস), (৩) এন্টিকিনি = এন্টি-গোনাস (ম্যাসডোন-এর গোনাটাস), (৪) মক বা মগ, এবং (৫) অলীকশুদ্র = দ্বিতীয় আলেকজান্দার (এপিরাস-এব) উল্লেখ রযেছে। বস্ত্রা-পথ ক্ষেত্রে অবস্থিত এই গিরনব। স্কন্দপুরাণে প্রভাসখণ্ডে এর উল্লেখ আছে। এই পাহাডের পাদদেশ ধরে পলাসিনী

(দ্রঃ)=স্বর্ণরেখা নদী প্রবাহিত। নেমিনাথ/অরিষ্টনেমি (২২-শ তীর্থংকর); জন্ম মথুরাতে। উগ্রসেনের মেয়ে রাজিমতীর ছেলে অর্থাৎ কৃষ্ণের পিসির ছেলে এই নেমিনাথ। অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে নেমিনাথ গিরনারে দেহ রাখেন। জুনাগড়ের নাম ছিল গিরিনগর; পরে পর্বতটির ও এই নাম হয়। এখানে শক ক্ষত্রপের (রাজ্য পালের) রাজধানী ছিল; ইনি খৃ-পূ ২-শতকের প্রথম দিকে সিস্তান বা শকস্তানের রাজার থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। গিরনার পাহাড়ে গুরুদত্ত-চরণ বলে একটি পদচিহ্ন রয়েছে; বলা হয় এটি কৃষ্ণের পদচিহ্ন।

গিরিব্রজপুর—রাজগিরি, রাজগির, কুশাগার পুর। বিহারে। মহাভারতে মগধের রাজধানী; জরাসন্ধ বংশের রাজত্ব। বৌদ্ধগ্রন্থে রাজগৃহ (দ্রঃ)। পাটনা থেকে ৬২ মাইল ও বিহার-সহর থেকে ১৪ মাইল দক্ষিণে পাটনা জেলাতে। রাজা বসু স্থাপিত ফলে আর এক নাম বসুমতী। পাঁচটি পর্বত বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি ও চৈত্যক নগরীটিকে ঘিরে রেখেছে। এগুলির পরবর্তী নাম বৈভার, বিপুল, রত্নকূট, গিরিব্রজ ও রত্নাচল; বৌদ্ধ নাম গিজ্ঝকূট, ইসিগিলি, বেভার, বেপুলা, পাণ্ডব। অর্থাৎ বৈহার= বৈভার=বেহার; ঋষিগিরি=ইসিগিরি=রত্নগিরি=রত্নকূট=পাণ্ডব; চৈত্যক =বিপুল= বেপুলা; বরাহ=গিরিব্রজ; এর একটি অংশ গিজ্ঝকূট; এবং বৃষভ=রত্নাচল। গিরিব্রজ গিরি অর্থে দুটি ছোট পাহাড় উদয়গিরি ও সোনগিরি। উদয়গিরি রত্নগিরির সঙ্গে দ-পূর্ব অংশে যুক্ত রয়েছে। সোনগিরি অবস্থিত উদয়গিরি ও গিরিব্রজ-গিরির মধ্যে। গিরিব্রজপুর বৌদ্ধসাহিত্যে কুসুমপুর বা রাজগৃহ। রাজগৃহের উত্তরে বৈভার ওবিপুল গিরি (পশ্চিম অংশে বৈভার; পূর্ব অংশে বিপুল); পূব দিকে বিপুল গিরি ও রত্নগিরি (=রত্নকূট); পশ্চিমে বৈভারগিরি (=চক্র) ও রত্নাচল এবং দক্ষিণে উদয়গিরি, সোনগিরি ও গিরিব্রজগিরি। গিরিব্রজপুর=রাজগৃহে চারটি প্রবেশ দ্বার:-উত্তরে বৈভার ও বিপুলগিরির মধ্যে সূর্যদ্বার; দ্বাররক্ষক জরা রাক্ষসী, দ্বিতীয় গিরিব্রজগিরি ও রত্নাচলের মধ্যে নাম গজদ্বার; তৃতীয় রত্নগিরি ও উদয়গিরির মধ্যে এবং চতুর্থ দ্বার রত্নাচল ও চক্রের মধ্যবর্তী অংশে। এই পর্বত ঘেরা সহরের মধ্য দিয়ে সরস্বতী নদী বয়ে গেছে এবং উত্তর দ্বারের কাছ দিয়ে বার হয়ে গেছে। রাজগিরের দক্ষিণে বনগঙ্গা নদী। রামায়ণের সময় শোণ নদী এই সহরের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে। এই উপত্যকাতে পশ্চিম দিকে বৈভার ও রত্নাচলের মধ্যবর্তী অংশে জরাসন্ধের প্রাসাদ ছিল। হংসস্তূপ (দ্রঃ)। বৈভার গিরির পাদদেশে জরাসন্ধের মল্লযুদ্ধভূমি ছিল; সোনভাণ্ডার গুহা থেকে এটি ১ মাইল পশ্চিমে। সোনগিরির পাদ দেশে একটি স্থানে জরাসন্ধ মারা যান, প্রবাদ আছে। এখানে প্রাকৃতিক যে সব গোঁদল গর্ত রয়েছে সেগুলিকে ভীম ও জরাসন্ধের মল্লযুদ্ধের চিহ্ন বলা হয়। দক্ষিণ দিকে উদয়গিরির কাছে নগ্ন পর্বতগাত্রে অনেকগুলি ছোট ছোট শিলালিপি রয়েছে। সোনগিরির পাদদেশে জরাসন্ধ রাজাদের বন্দী করে রাখতেন। রাজগির থেকে ৬-মাইল দূরে গিরিয়েক পর্বত। পঞ্চান নদী পার হয়ে এই গিরিয়েক পাহাড়ে উঠে কৃষ্ণ, ভীম, অর্জুন জরাসন্ধ পুরীতে প্রবেশ করেছিলেন। বৈভার গিরির উত্তর দিকের একটি ঢালে একটি ছোট মন্দিরে দুটি পায়ের ছাপ রয়েছে; রাজগিরে প্রবেশের সময় কৃষ্ণের পায়ের ছাপ। গোরথ পর্বত দ্রঃ। উত্তরে বৈভার গিরির পাদদেশে এবং উত্তর দ্বারের

থেকে কিছু দূরে সাতটি কুণ্ড বা উষ্ণ প্রস্রবণ রয়েছে ; এগুলি ব্যাস, মার্কণ্ড, সপ্তর্ষি (=সপ্তধারা), ব্রহ্ম, কশ্যপ, গঙ্গা-যমুনা ও অনন্তকুণ্ড। এই কুণ্ডগুলি থেকে পূব দিকে কিছু দূরে সূর্য, চন্দ্রমা, গণেশ, রাম ও সীতা ৫-টি উষ্ণ প্রস্রবণ রয়েছে। এই ৫-টি কুণ্ড থেকে পূব দিকে আর একটি উষ্ণ প্রস্রবন রয়েছে ; নাম শৃঙ্গি-ঋষি কুণ্ড ; বর্তমান নাম মুখদুম কুণ্ড ; এই কুণ্ডটি বিপুলগিরির পাদদেশে উত্তর দিক ঘেঁসে। এই মুখদুম কুণ্ডের কাছে একটিগুহা রয়েছে এটি মুখদুম ফকিরের গুহা ; এবং গুহাটিরপাশে বিরাট একটি পাথরের চাঙড় তির্যক ভাবে অবস্থিত। বলা হয় রায়োল ও লাট্টা এই পাথরটি গড়িয়ে ফকিরকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিল ; কিন্তু মুখদুম ফকির চেয়ে দেখেন ফলে পাথরটি এই ভাবে আটকে যায়।৮ কতকটা দেবদত্ত বুদ্ধ কাহিনীর মত। উত্তর দ্বারের কাছে জরারাক্ষসীর মন্দির রয়েছে। বৈভার, বিপুল, উদয় ও সোনগিরি পর্বতে মহাবীর, পার্শ্বনাথ ও বহু জৈন তীর্থংকরের মন্দির রয়েছে। বুদ্ধদেব প্রথমে রাজগৃহে এসে পাণ্ডব গিরিতে (সহরের পূব দিকে রত্ন গিরি) একটি গুহাতে অবস্থান করেন। এখানে প্রথমে আড়ার ও পরে রুদ্রকের শিষ্য হয়েছিলেন। পরে পাণ্ডব গিরির পূব দিকে কৃষ্ণশিলা গুহাতে যখন বাস করছিলেন তখন বিম্বিসার দেখা করতে আসেন। বৈভার গিরির দক্ষিণ গাত্রে সোন ভাণ্ডার গুহা হচ্ছে একটি মতে সপ্তপর্ণী গুহা ;এখানে প্রথম বৌদ্ধ মহাসংগীতি বসেছিল ; এই গুহাটি ফা-হিয়েন উল্লিখিত প্রস্তরগুহা ; এখানে বুদ্ধদেব ধ্যান করতেন। একটু দূরে পূব দিকে আর একটি গুহাতে আনন্দ ধ্যান করতেন। মারের ভয়ে আনন্দ ভীত হয়ে পড়লে ভগবান বুদ্ধ গুহার দেওয়ালের একটি ফাটলের মধ্য দিয়ে হাত বাড়িয়ে আনন্দের কাধে চাপড় মেরে শান্ত করেন। সোন-ভাণ্ডার গুহার সামনে যেন একটি লম্বা ঘর ছিল ; এখানে বুদ্ধদেব উপদেশ দিতেন (ফা-হিয়েন)। বিপুল ও রত্নগিরি পর্বতে একটি বাঁকে এবং উত্তর দ্বারের কাছে আম্রপালির আম্রকানন। উদ্যানটি আম্রপালি জীবককে দান করেন ; জীবক এখানে একটি বিহার তৈরি করে বুদ্ধদেবকে দান করেন। একটি মতে দেবদত্তের বাড়ি ও এই পাহাড়ের বাঁকে অবস্থিত ছিল। দেবদত্তের গুহাটি পুরাতন সহরের বার দিকে অবস্থিত ছিল ; মনে হয় শৃঙ্গিঋষি কুণ্ডের কাছে। বুদ্ধের মৃত্যুর ৯-১০ বছর আগে দেবদত্ত একটা মত বিরোধ সৃষ্টি করেন। দেবদত্তের শিষ্যদের গোতমক বলা হয়। দেবদত্তের প্ররোচনায় অজাতশত্রু পিতাকে হত্যা করেন। বেণুবন বিহার (দ্রঃ)—করণ্ডবেণুবন বিহার ; বিম্বিসার এটি তৈরি করে বুদ্ধকে দিয়েছিলেন ; রাজগৃহে এলেই বুদ্ধদেব এখানে থাকতেন। বৈভার পর্বতে একেবারে শেষ পূর্বপ্রান্ত থেকে ৩০০ পদ দূরে এই বেণুবন বিহার অর্থাৎ উপত্যকার বাইরে এবং বৈভার পর্বতের উত্তরে। এই বেণুবনে সারিপুত্ত (উপতিষ্য) এবং মৌদ্গল্যায়ন (কোটিল) বুদ্ধশিষ্য হন। এই বেণুবনের একটি পিপ্পল গাছের নীচে বুদ্ধ প্রতিদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ধ্যানে বসতেন। সপ্ত-পর্ণ বা সপ্তপর্ণী গুহা অর্থে কয়েকটি গুহা ; পিপ্পল গুহা থেকে প্রায় এক মাইল পশ্চিমে অর্থাৎ বৈভার পর্বতের উত্তর দিকে ; এখানে বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর সপ্তপর্ণী গুহার সামনে অজাতশত্রু নির্মিত হলঘরে প্রথম বৌদ্ধ সম্মেলন বসেছিল ; মহাকশ্যপ প্রধান আহ্বায়ক ছিলেন। বেণুবন বিহারের উত্তরে সিতবন পর্বত ; এটির অপর নাম বসু রাজ কি গড় ; জরাসন্ধের পিতামহ এই বসুরাজ। এই সিত-বনে একটি শ্মশান

রয়েছে। বিম্বিসার একবার ঘোষণা করেন অবহেলার জন্য যার বাড়িতে আগুন লাগবে তাকে ঐ শ্মশানে গিয়ে বাস করতে হবে। পরে রাজ প্রাসাদেই আগুন লাগে এবং বিম্বিসার শ্মশানে এসে বাস করতে থাকেন। কিন্তু বৈশালীরাজ অনুমতে উজ্জয়িনী রাজ চণ্ডপ্রদ্যোতের আক্রমণের ভয় ছিল; ফলে বিম্বিসার এখানে একটি নতুন সহর তৈরি করতে থাকেন। পুরাতন রাজগৃহ থেকে ১ মাইল দূরে এই নতুন রাজগৃহ; এবং ছেলে অজাতশত্রু এর নির্মাণ কাজ শেষ করেন। এই নতুন রাজগিরের পশ্চিমদ্বারের কাছে অজাতশত্রু তাঁর ভাগে প্রাপ্ত বুদ্ধের চিতাভস্ম নিয়ে স্তূপ রচনা করিয়েছিলেন। এই ভাবে পুরাতন রাজগির পরিত্যক্ত হয়। অজাতশত্রুর রাজত্বের ৮ম বর্ষে বুদ্ধদেব দেহ রক্ষা করেন। অজাতশত্রুর ছেলে উদয়াশ্ব (৫১৯-৫০৩ খৃ-পূ) রাজধানী পাটলিপুত্রে নিয়ে যান। বিক্রমশিলা বিহার (দ্রঃ)। শিশুনাগ বংশীয় এবং ন-জন নন্দবংশীয় রাজা এখানে ৬৮৫-৩২১ খৃ-পূ রাজত্ব করেছিলেন। শিশুনাগ একবার বৈশালীতে রাজধানী নিয়ে যান। কালাশোকের সময় দ্বিতীয় বৌদ্ধসম্মিলন ৪৪৩ খৃ-পূর্বে বালুকারাম বিহারে রেবতের নেতৃত্বে ডাকা হয়েছিল।

বুদ্ধের সময় নিগ্রন্থজ্ঞাতি পুত্র (=মহাবীর) রাজগৃহে গুণশিলা চৈত্যে বাস করতেন; সঙ্গে পূর্ণকশ্যপ, মঙ্খলিপুত্র গোসাল, অজিতকেশ কম্বল, সঞ্জয়-বেলট্ঠপুত্র ও পকুধকচ্চায়ন পাঁচজন তীর্থংকর থাকতেন। এঁরই প্ররোচনায় রাজগৃহে সারিপুত্ত নামে গৃহস্থ ভগবান বুদ্ধকে বিষ-অন্ন ভোজন করিয়ে আগুনের গর্তে ফেলে হত্যা করতে (অবদান কল্পলতা) চেষ্টা করেছিলেন। গোসালমঙ্খলিপুত্ত আজীবক সম্প্রদায় স্থাপিত করেন। রাজগিরের দ-পশ্চিমে ১০ মাইল দূরে পাবাপুরীতে (দ্রঃ পাপা) মহাবীর দেহ রাখেন। রাজগৃহে এলে বুদ্ধদেব গৃধ্রকূট, গৌতম ন্যগ্রোধআরাম, চৌরপ্রপাত, সপ্তপর্ণিগুহা, ঋষিগিরির কাছে কৃষ্ণশিলা, সপ্তশৌণ্ডিক গুহা, সিতবনকুঞ্জ, জীবকের আম্রবন, তপোদ আরাম বা মদ্রকুক্ষির মৃগবনে বাস করতেন।

(২) কেকয় রাজধানী; পাঞ্জাবে বিষাস নদীর উত্তরে। একটি মতে বর্তমানের জালালপুর; প্রাচীন নাম ছিল গির্জাক।

গিরিয়েক—দ্রঃ গিরিব্রজপুর। পঞ্চান (=পঞ্চানন-দ্রঃ) নদীর তীরে একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বসতি। পাটনা জেলার দক্ষিণ সীমানায়; বিহার সহরের দশ মাইল দক্ষিণে। দুটি বৌদ্ধগ্রাম গিরিয়েক ও অম্বষণ্ড মিলে এই বসতি। নদীর অপর পারে গিরিয়েক (<গৈরিক) পর্বত=গৃধ্রকূট পর্বত=গৃধ্রপর্বত (ফা-হিয়েন)=ইন্দ্রশিলা গুহা (হিউ-এন-ৎসাঙ)। গিরিয়েক পাহাড় হচ্ছে বিপুল বা চৈত্যক শাখার একটি বাহু। এর একটি শিখরে বিখ্যাত বুরুজ জরাসন্ধ কা বৈঠক অবস্থিত; হিউ-এন-ৎসাঙ মতে এটি হংসস্তূপ (দ্রঃ)। গিরিয়েক হচ্ছে ফা-হিয়েনের বিচ্ছিন্ন খণ্ডগিরি।

গিরী—(১) হিমালয়ে চুড় পর্বতে উৎপন্ন একটি নদী (পুরা, বিক্র); রাজঘাটে যমুনাতে এসে মিশেছে। (২) লণ্ডাই নদী; এর তীরে পুষ্কলাবতী।

গিলগিট—এখানকার অধিবাসীরা ব্যাকট্রিয়ান, গ্রীক, কুষাণ, পার্থিয়ান ও সিদিয়ানদের বংশধর। গৌরবর্ণ; সুসমানুপাত চেহারা। এরা দরদ এবং এটি প্রাচীন দেশ দরদিস্তান।

গুজরাট—(১) পাঞ্জাবে একটি জেলা; প্রাচীন পৌরব রাজ্যের অংশ। (২) গুর্জর,

সুরাষ্ট্র (দ্রঃ), সৌরাষ্ট্র, আনর্ত, লাট, লাড়, লাল, নাটক, লরিকে (টলেমি)। পেরিপ্লাস অনুসারে গুজরাটের দ-পূর্ব অংশে নর্মদার মোহনার একটি গ্রাম; নাম আভীরা; গ্রীক নাম আবেরিয়া। হিউ-এন-ৎসাঙ-এর সময় গুজরাট উপদ্বীপের নাম গুর্জর ছিল না; গুজরাটের নাম ছিল তখন সৌরাষ্ট্র। হিউ-এন-ৎসাঙের সময় রাজপুতনার দ-অংশ ও মালবের নাম ছিল গুর্জর। বর্তমানের মারওয়ার জেলা ও তখন গুর্জর নামে অভিহিত। খান্দেস ও মালবের বেশির ভাগ অংশ। সৌরাষ্ট্রে সাহ রাজ নহপানের অভিষেক থেকে শক শতাব্দী প্রচলিত যেন। মতান্তরে শাতকর্ণি রাজকে নহপান পরাজিত করেন এবং এই জয়লাভের স্মৃতি হিসাবে নহপান (আসলে রাজ্যপাল) তাঁর প্রভু শকরাজার সম্মানে ৭৮ খৃষ্টাব্দ থেকে শকাব্দ গণনা সুরু করেন।

গুণমতীবিহার—গয়া জেলাতে জাহানাবাদ সাবডিভিসানে ধারওয়াত-এ কুণ্ব পর্বত। এখানে ১২ হাত যুক্ত ভৈরব মূর্তি আসলে অবলোকিতেশ্বর মূর্তি। হিউ-এন-ৎসাঙ এখানে এসেছিলেন।

গুরুপদগিরি—গুরুপ পর্বত, কুক্কুটপাদ গিরি, কুর্কিহর, গুরুপদক (দিব্য অবদানে)। বৌদ্ধগয়া থেকে প্রায় ১০০ মাইল; গয়া জেলাতেই। মাহের পর্বতের একটি অংশ গুরুপদগিরি; এখানে সর্বোচ্চ শিখর শোভনাথ। গুরুপদ গিরিতে কশ্যপবুদ্ধ/মহাকশ্যপ নির্বাণ লাভ করেন; ইনি শাক্যসিংহের ও আগে। এই পর্বতে ভবিষ্যৎ বুদ্ধ মৈত্রেয় আবার ধর্মপ্রচার করবেন।

গুরেজ—গরেস, দরৎপুরী; দরদ রাজধানী। কাশ্মীরের উত্তরে। যেন উর্জগুপ্তা।

গুহ্যেশ্বরী—ব্রাহ্মণ্য ও উত্তরভারতীয় বৌদ্ধদের দেবী। বাগমতীর বামতীরে। পশুপতি নাথ মন্দির থেকে সিকি মাইল ওপরে এবং কাঠমণ্ডুর উ-পূর্বে ৩ মাইল দূরে।

গৃধ্রকূট—গিরিয়েক (দ্রঃ)। একটি মতে শৈলগগিরির একটি অংশ। রাজগিরের (গিরিব্রজপুর দ্রঃ) দ-পূর্বে ২.৫ মাইল দূরে। রত্নকূট বা রত্নগিরির একটি শাখা। পাণ্ডব গিরি গুহা ত্যাগ করে বুদ্ধদেব এখানে কিছুদিন তপস্যা করেছিলেন; পরে এখানে বহু উপদেশ দিয়েছিলেন। এই পাহাড়ের চূড়া থেকে একটি পাথর গাড়িয়ে দিয়ে দেবদত্ত নীচে চলমান বুদ্ধদেবকে হত্যা করতে চেষ্টিত হন। এই পাহাড়ের পাদদেশে জীবকের উদ্যানে বুদ্ধদেব বহুদিন বাস করেছিলেন। এইখানে অজাতশত্রু ও তাঁর মন্ত্রী বর্ষাকার বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং এর ফলে পাটলিপুত্র প্রতিষ্ঠা হয়। দ্রঃ পঞ্চানন।

গেহমুর—গমর (পু-রে)। গাজিপুর জেলাতে। মুর দৈত্যের দেশ। কৃষ্ণের হাতে নিহত। বামন পুরাণ অনুসারে শ্বেতদ্বীপে যুদ্ধ হয়েছিল।

গোকর্ণ—বর্তমানে গেণ্ডিয়া। উত্তর কানাড়াতে কারওয়ার জেলাতে। গোয়া থেকে ৩০ মাইল: বিখ্যাত তীর্থ। এখানে রাবণ প্রতিষ্ঠিত মহাবালেশ্বর শিব মন্দির রয়েছে এখান থেকে ৩০ মাইল দক্ষিণে এবং গোয়া থেকে ৩ মাইল দক্ষিণে সদাশিবগড়; শৈব নীলকণ্ঠকে এখানে শঙ্কর পরাজিত করেন। (২) শ্লেষ্মাত্মক বা উত্তর গোকর্ণ; নেপালে পশুপতিনাথ থেকে উ-পূর্বে ২ মাইল। (৩) গোমুখী (দ্রঃ)। (৪) বরাহ পুরাণে সরস্বতী সঙ্গমে একটি তীর্থ।

গোকুল—ব্রজ, মহাবন। মথুরা থেকে ৬ মাইল দ-পশ্চিমে, যমুনার ওপারে। কৃষ্ণের

বাল্য জীবনের বহু ঘটনা এখানে ঘটেছিল। কংসের অত্যাচারে নন্দ পরে কৃষ্ণকে নিয়ে বৃন্দাবনে চলে যান। অগ্বালীগ্রাম নিবাসী বল্লভভট্ট (চৈতন্যের সমকালীন) বল্লভচারী সম্প্রদায় স্থাপন করেন এবং মহাবনের অনুকরণে নতুন একটি গোকুল, নাম নবগোকুল, প্রতিষ্ঠা করেন। এটি যমুনার পূর্ব তীরে এবং পুরাতন গোকুলের দক্ষিণে ১ মাইল মত। দ্রঃ ব্রজ, ব্রজ মণ্ডল।

গোন্ডা—(১) গৌতম আশ্রম (দ্রঃ)। (২) গোনর্দ (দ্রঃ)।

গোণ্ডয়ানা—দক্ষিণ কোসল = মহাকোসল। চণ্ড জেলার ওয়াইরা গড় ও এই মহা, কোসলের অন্তর্গত।

গোদাবরী—গোদা, গৌতমী (দ্রঃ), গোমতী গঙ্গা, দক্ষিণ গঙ্গা, নন্দা। ব্রহ্মগিরি পর্বতে উৎপত্তি; পাশেই ত্র্যম্বক গ্রাম; নাসিক থেকে ২০ মাইল। মতান্তরে নিকটে জটা-ফাটকা পর্বতে উৎপন্ন। ত্র্যম্বকে কুশাবর্ত নামে একটি হ্রদ আছে; প্রবাদ এর নীচে দিয়ে গোদাবরী এগিয়ে গেছে। ত্র্যম্বক গ্রামকে গৌতমীও বলা হয়। প্রতি বৎসর সারা ভারতবর্ষ থেকে পুণ্যার্থীরা গৌতমীতে স্নান ও ত্র্যম্বকেশ্বর শিবের (১২ লিঙ্গের একটি) পূজা দিতে আসেন। গোদাবরী জেলাতে ভদ্রাচলমে একটি মন্দির রয়েছে; এখানে রামচন্দ্র লঙ্কা যাবার পথে গোদাবরী পার হন। প্রাণহিতা ও গোদাবরী সঙ্গম থেকে গোদাবরী মোহনা পর্যন্ত গোদাবরীর নাম মহাশালা (পদ্ম পু) = মেইসোলোস্ (গ্রীক)। বৈনতেয় গোদাবরী = সুপর্ণা; বশিষ্ঠ গোদাবরীর একটি শাখা। গোদাবরীর সব চেয়ে দক্ষিণ প্রান্তীয় শাখা।

গোনর্দ—(১) পাঞ্জাব; কাশ্মীররাজ গোনর্দ জয় করেছিলেন; ফলে এই নাম। (২) গোনন্দ, গোণ্ডা, গৌড়। উত্তর কোসলের সাবডিভিসান, রাজধানী শ্রাবস্তী। সমস্ত উত্তরকোসল ও গোণ্ডা (<গোনর্দ) নামে অভিহিত। পতঞ্জলির (খৃ-পূ ২ শতক) জন্ম স্থান; ফলে পতঞ্জলির অপর নাম গোনর্দীয়। পতঞ্জলি পুষ্পমিত্রের সম সাময়িক; মহাভাষ্য (খৃ পূ ১৪০-১২০); এই সময় মিনান্দর অযোধ্যা আক্রমণ করেছিলেন। (৩) বিদিসা ও উজ্জয়িনীর মধ্যবর্তী একটি নগর।

গোপকবন—গোপক পত্তন, গোপকপুর, গোয়া। বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে। কদম্ব বংশের রাজ্য।

গোপরাষ্ট্র—গোবরাষ্ট্র। নাসিক জেলাতে ইগাৎপুর সাবডিভিসনে। একটি মতে কুঞ্জ, দক্ষিণ কোঙ্কন। টলেমির কৌব (গোভ)। দীপবতী (দ্রঃ)।

গোপাচল—(২) রোটাস পাত। (২) শঙ্করাচার্য পর্বত। (৩) গোয়ালিয়র।

গোপ্রতার—গুপ্তার, গুপ্তহরি। অযোধ্যাতে। ফয়জাবাদে সরযূ তীরে একটি তীর্থ। রামচন্দ্র এখানে দেহত্যাগ করেন। কাছেই গুপ্তার মহাদেবের মন্দির।

গোবর্দ্ধন—একটি পাহাড়। মথুরা জেলাতে; বৃন্দাবন থেকে ১৮ মাইল। পৈথো গ্রামে কৃষ্ণ পবতটিকে আঙুলে করে ছাতার মত তুলে ধরে ইন্দ্রের বৃষ্টি থেকে সকলকে রক্ষা করেন। দ্রঃ ব্রজমণ্ডল। গোবর্দ্ধন মঠ = ভোগবর্দ্ধন মঠ, দ্রঃ।

গোবর্দ্ধনপুর—বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে নাসিকের কাছে একটি গ্রাম (মার্কণ্ড)।

গোবাসন—কিউ-পি-সোং-না (হিউ-এন-ৎসাঙ) বা গোবিসন। পশ্চিম রোহিলখণ্ডে মতিপুরের (বর্তমানে মুণ্ডোর) দ-পূর্বে। রাজধানী বৈরাটপত্তন; কুমায়ুন জেলাতে,

বর্ত্তমানে খিকুলি।

গোমতী—গুমটি, বাশিষ্ঠী। অযোধ্যাতে একটি নদী; তীরে লক্ষ্ণৌ। (২) ত্র্যম্বক মন্দিরের কাছে গোদাবরীর নাম গোমতী, গৌতমী (দ্রঃ); গৌতমের আশ্রম ছিল। (৩) স্কন্দ পুরাণে গুজরাটে একটি নদী; তীরে দ্বারকা। (৪) মালবে চম্বলের একটি শাখা; তীরে রন্তিপুর। (৫) ঋকবেদে গোমল নদী; আফগানে আরাকোসিয়াতে উৎপন্ন; ডেরাইসমাইল খাঁ ও পাহাড়পুরের মাঝ দিয়ে সিন্ধুতে এসে মিশেছে। (৬) পাঞ্জাবে কাঙড়া জেলাতে একটি নদী।

গোমন্তগিরি—পশ্চিমঘাট পর্বত মালার একটি বিচ্ছিন্ন অংশ। হরিবংশে জরাসন্ধ এইখানে নিহত হন। পাহাড় শিখরে গোরক্ষ তীর্থ। কোঙ্কনে গোয়ার কাছে এলাকাটি গোমন্ত দেশ (পদ্ম পু)। হরিবংশে উত্তর কানাড়াতে একটি পর্বত।

গোমুখী—গঙ্গোত্রী থেকে ২ মাইল উত্তরে। বড় একটা প্রস্তরখণ্ড কতকটা গরুর মুখ ও দেহ মত দেখায়। রামায়ণে নাম গোকর্ণ; ভগীরথ এখানে তপস্যা করেছিলেন গঙ্গা আনার জন্য।

গোয়ালিয়র—গোপাচল।

গোরক্ষ পর্বত—বাথানি কা পাহাড। ছোট বিচ্ছিন্ন একটি পাহাড়। পুরাতন রাজ গৃহ উপত্যকা থেকে ৫-৬ মাইল পশ্চিমে; দূর থেকে তিনটি শিখর যুক্ত। এখান থেকে কৃষ্ণ ভীম ও অর্জুন মগধ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। সন্দোল পাহাড়ের উত্তরে এবং তুলনায় একটু বড়। গোধন গিরি।

গোশৃঙ্গ পর্বত—(১) কোহমারি; পূব তুর্কিস্থানে উজৎ এর কাছে খোমারি পর্বত শাখা; হিউ-এন-ৎসাঙ এখানে এসেছিলেন।খোটান থেকে১৩ মাইল;বিখ্যাত তীর্থ। এখানে একটি বিহার, ছিল; একটি গুহাতে একজন অর্হৎ থাকতেন। (২) মধ্যভারতে নিষাদভূমির (নরওয়ার) কাছে একটি পাহাড়; অপর নাম গোপাদ্রি। (৩) নেপালে গোপুচ্ছ; কাঠমণ্ডুর কাছে, এখানে স্বয়ম্ভূনাথের মন্দির।

গৌড়—লক্ষ্মণাবতী, নিবৃতি, লক্ষৌটি, বিজয়পুর, বরেন্দ্র, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। বাঙলার প্রাচীন নাম পূর্বগৌড়, রাজধানী গৌড়। মালদা থেকে ১০ মাইল দূরে ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে। গঙ্গার বাম তীরে; উপস্থিত গঙ্গা ৪-৫ মাইল কোথাও ১২ মাইল মত সরে গেছে। গৌড়ের কাছে রামকেলি গ্রামে রামকেলি মেলা হত; চৈতন্যদেবের সময় থেকে মেলাটি গৌড়ে হয়। দ্রঃ লক্ষ্মণাবতী। দেবপাল, মহেন্দ্রপাল, আদিশূর, বল্লাসেন ও মুসলমান রাজারাও এখানে বাস করতেন। ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে মগধের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভ করে স্থাপিত রাজধানী; আগে রাজধানী ছিল পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। হর্ষ চরিতে গৌড় আছে। অঙ্গ দেশের দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত সমস্ত এলাকাটি গৌড়। (২) শ্রাবস্তীর অপর নাম গৌড় বা উত্তর গৌড় (কূর্ম, লিঙ্গ)। শ্রাবস্তী থেকে ৪২ মাইল দক্ষিণে উত্তর কোসলের সাবডিভিসান গোণ্ডা<গৌড়। গোনর্দ (দ্রঃ)>গৌড় হতে পারে। (৩) পশ্চিম গৌড় ছিল গণ্ডোয়ানা। কাবেরী নদীর তীরে দ-গৌড়। (৪) গঙ্গা ও মহানদী সঙ্গমে আর একটি গৌড়। দ্রঃ বিন্দুসর।

গৌতম আশ্রম—(১) অহল্যা আশ্রম (দ্রঃ)। (২) গোদনা (গোদান), গোণ্ডা। ছাপরা থেকে ৬/৭ মাইল পশ্চিমে। রেভেলগঞ্জের কাছে সরযূ তীরে। আগে কাছেই গঙ্গা

প্রবাহিত ছিল। ন্যায়দর্শনের ঋষি গৌতমের আশ্রম। মতান্তরে গৌতমবুদ্ধ পাটলি-পুত্র ত্যাগ করে এইখানে নদী পার হয়েছিলেন বলে গৌতম আশ্রম নাম। অবশ্য পাটনা থেকে গোদনাতে এসে নদীপার হওয়া কল্পনা। (৪) বক্সারের কাছে অহিরৌলি। (৫) গোদাবরীর (দ্রঃ) উৎসের কাছে। (৬) রামায়ণে ত্রিহুতে জনকপুরে।

গৌতমী—(১) গোদাবরী নদী ; দ্রঃ গোমতী। (২) গোদাবরীর উত্তর শাখা ; অপর নাম গৌতমী গঙ্গা বা নন্দা (ব্রহ্ম)।

গৌরী—পঞ্জকোরা ; গ্রীক গৌরাইয়োস্ বা গুরায়েয়াস্। নদীটি সোয়াৎ নদীর সঙ্গে মিলে লণ্ডাই নদীতে পরিণত। লণ্ডাই নদী কাবুল নদীর একটি শাখা। গিলগিটে পঞ্জকোরাতে উৎপত্তি। খোনর (=খমে) ও সোয়াতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। পঞ্চগৌড়>পঞ্জকোরা ; এই নদীর তীরে এই নামে একটি নগর ও রয়েছে। দ্রঃ পঞ্চকর্পট।

গৌরীকুণ্ড—(১) গঙ্গোত্রী থেকে একটু নীচে তীর্থস্থান। এখানে কেদার গঙ্গা ভাগীরথীতে এসে মিশেছে। গৌরীকুণ্ড থেকে কিছু নীচে গঙ্গাদেবীর ছোট একটি মন্দির আছে। যে পাথরে বসে ভগীরথ তপস্যা করেছিলেন সেই পাথরের ওপর এই মন্দির। (২) কৈলাসে একটি পবিত্র হ্রদ ; এখান থেকে সিন্ধু ও সরস্বতীর উৎপত্তি। (৩) কেদারনাথ থেকে ১ দিনের পথ ; ৮ মাইল দক্ষিণে, এখানে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। এটি একটি পুণ্য সরোবর। (৪) একটি উষ্ণ প্রস্রবণ ; কালিগঙ্গার তীরে। নেপাল ও আলমোড়া সীমান্তে।

গৌরীশিখর—গৌরীশঙ্কর (বরাহ)।

ঘগ্গর—গগ্‌গর, কগ্‌গর। পাবনী (দ্রঃ)

ঘরা—বিয়াস ও সাটলেজের মিলিত ধারা। স্থানীয় নাম 'নই'।

ঘর্ঘর—ঘগরা বা গোগরা। কুমায়ুনে উৎপত্তি। সরযূতে এসে মিশেছে।

ঘাঘরা—(১) সরযূ। (২) ঘর্ঘরা। (৩) দেওয়া নদী ; অযোধ্যাতে ; এর তীরে সরযূ।

ঘারাপুরী—পুরী ; এলিফ্যান্টা দ্বীপ। বোম্বে থেকে ৬-মাইল। ৩-১০ খৃ শতকে বিখ্যাত তীর্থ।

চক্রতীর্থ—(১) কুরুক্ষেত্রে (দ্রঃ) রামহ্রদ। (২) প্রভাসে গোমতী তীরে। (৩) গোদা-বরীর উৎসে ত্র্যম্বক গ্রাম থেকে ৬-মাইল। (৪) বারাণসীতে একটি কুণ্ড ; মণি-কর্ণিকা ঘাটে ; লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা স্থানটি। (৫) রামেশ্বরে।

চক্রনগর—(১) মহাভারতে এক চক্রা। ইটোয়া থেকে ১৭ মাইল দ-পশ্চিমে। ঠিক আরা নয়। (২) কেলঝর। মধ্যপ্রদেশ ওয়ার্দ্ধা থেকে ১৭ মাইল উ-পূর্বে। পদ্ম পুরাণের চক্রানগর যেন।

চক্ষু—অক্সাস্ (দ্রঃ)। কেতুমাল দেশের দিকে এগিয়ে গেছে। মহাভারতে শক দ্বীপে। পামির হ্রদ, সারিকুল বা পীত হ্রদে উৎপন্ন ; জাক্সারটেস (দ্রঃ) থেকে ৩০০ মাইল দক্ষিণে।

চট্টল—চট্টগ্রাম। কুল্লগ্রাম। এখানে চন্দ্রশেখর পর্বতে সীতাকুণ্ডের কাছে ভবানী মন্দির একটি পীঠস্থান। চন্দ্রশেখর পর্বতও একটি তীর্থ। সতীর ডান হাত পড়েছিল।

চণ্ডপুর—সাহাবাদ জেলাতে ভাবুয়া থেকে ৫ মাইল পশ্চিমে। এখানে শুম্ভ নিশুম্ভ মারা যান; মার্কণ্ডেয় পুরাণে হিমাচলে এবং বামন পুরাণে বিন্ধ্যাচলে। এখানে চণ্ডমুণ্ডের আবাস ছিল ফলে নাম। মুণ্ডেশ্বরীতে চৌমুখী মহাদেব ও দুর্গার মন্দির মুণ্ড স্থাপন করেছিলেন। ভাবুয়া থেকে ৭ মাইল দ-পশ্চিমে মুণ্ডেশ্বরী অতি প্রাচীন মন্দির; গুপ্তশৈলীর অলঙ্করণ যুক্ত। মন্দিরে এক স্থানে ৬৩৫ খৃ মত তারিখ রয়েছে। বামন পুরাণে বিন্ধ্যপর্বতে বিন্দুবাসিনীর হাতে চণ্ডমুণ্ড মারা যান। চয়েনপুর বা চন্দপুর।

চতুষ্পীঠ পর্বত—অসিয় পর্বত শাখা। কটক জেলাতে জয়পুরের দক্ষিণে। অপর নাম খণ্ডগিরি ও অলাটিগিরি। ভুবনেশ্বর থেকে ৪ মাইল উ-পশ্চিমে।

চন্দনা—(১) গুজরাটে সাবরমতী নদী। (২) সাঁওতাল পরগণাতে একটি নদী; গঙ্গাতে মিলিত হয়েছে (রামা)।

চন্দ্রাগিরি—বেলগোলার কাছে: শ্রীরঙ্গপত্তমেরও কাছে। জৈন তীর্থ। প্রাচীন নাম দেয়দুর্গ। পয়স্বিনী (দ্রঃ) নদী।

চন্দ্রপুর—মধ্যপ্রদেশে চান্দা। হংসধ্বজের রাজধানী; জৈমিনি ভারতে এটি চম্পক নগরী। চন্দ্রপুর, চন্দ্রাবতী বা চন্দনাবতী ছিল কুন্তলক পুর থেকে ২ দিনের পথ।

চন্দ্রভাগা—(১) অর্কক্ষেত্র (দ্রঃ)। (২) অসিক্নী, চেনাব, অসেসিনস্ (গ্রীক), মরুদ্বৃধা (দ্রঃ), সীতা। ঝিলম ও চেনাবের মিলিত ধারা (ঋক্ বেদে)। লোহিত্য সরোবরে (বর্তমান নাম চন্দ্রভাগা হ্রদ) উৎস (কালিকা): মধ্য তিব্বতে (=লহুলে); লাডাকের দক্ষিণে। (৩) ভীমা নদী (দ্রঃ)।

চন্দ্রাদিত্যপুর—নাসিক জেলাতে চন্দোর, চমদোর। দঢ-প্রহার নামে এক যাদব রাজার রাজধানী।

চন্দ্রাবতী—(১) মধ্য ভারতে ললিতপুর জেলাতে চন্দেরি। অন্দ্রবতীস (গ্রীক); চন্দ্র-বরি (পৃথ্বিরাজ রাসো); চেদিরাজ শিশুপালের রাজধানী। (২) চন্দনা, অন্ধ বা অন্ধেলা নদী; ভাগলপুরের কাছে চম্পানগরে গঙ্গাতে মিলিত হয়েছে। এরিয়ানে এর নাম অন্দ্রমতিস্। (৩) রাজপুতানাতে ঝলরপত্তন সহর; চন্দ্রভাগা নদীর তীরে।

চমৎকার পুর—গুজরাটে আমেদাবাদ জেলাতে. আনর্তপুর, আনন্দপুর (হিউ-এন-ৎসাঙ), বড় নগর, বড়পুর, বরনগর, চম্পকপুর, নগর, নাগব। গুজরাটে বরনগর বলভি থেকে ১১৭ মাইল। এই নাগরবাসী ব্রাহ্মণরা যেন নাগর লিপির প্রবর্তক। এখানে প্রথমে শিব পূজার প্রচলন হয়; দেবতা এখানে অচলেশ্বর লিঙ্গ। অন্য পুরাণে গাড়োয়ালে দারু, দারুক বা দেবদারু বনে প্রথম প্রচলন। দ্রঃ দারুবন।

চম্পকারণ্য—(১) পাটনা বিভাগে চম্পারণ। (২) মধ্যভারতে রজিম থেকে ৫ মাইল উত্তরে। রাজা হংসধ্বজের রাজধানী ছিল। বৌদ্ধ ও জৈন তীর্থ। জৈমিনি ভারতে এটি চম্পক।

চম্পা—(১) চম্পাপুরী। (২) শ্যাম (*হিউ-এন-ৎসাঙ গিয়েছিলেন*)। যবন দেশ। (৩) টঙ্কিন ও কাম্বোডিয়া (মার্কোপোলো)। (৪) চম্পানদী, অঙ্গ ও মগধের মধ্যে; পদ্মপুরাণে একটি তীর্থ। (৫) বর্তমানের ছম্বা উপত্যকা; এখানে রাভি নদীর উৎস। কাঙড়া (ত্রিগর্ত) ও কাষ্ঠবাটের মধ্যে।

চম্পানগর—চান্দনিয়া বা চান্দময়, চন্দষায়া। চাঁদ সদাগরের নামে। বোগুরা থেকে ১২ মাইল উত্তরে এবং মহাস্থান নগর থেকে ৫ মাইল উত্তরে। বাংলাতে। এখানে গৌরি ও সৌরি দুটি বড় বড় জলা রয়েছে; নদীর অবশেষিত অংশ এ দুটি। বর্তমানে করতোয়া তীরে। মহাস্থান গড় দুর্গের প্রাচীরের বার দিকে কালিদহ সাগর। ভাগলপুরের চম্পা নগরকেও চাঁদ সদাগরের দেশ বলা হয়। এখানে প্রতি বছর বেহুলার মেলা হয়। দ্রঃ উজ্জয়িনী, চম্পাপুরী।

চম্পানালা—চম্পা নদী। এর তীরে চম্পা অবস্থিত ছিল।

চম্পাপুরী—চম্পা, চম্পানগর, মালিনী, চম্পামালিনী (মৎস্য), কালচম্পা। বিহারে ভাগলপুর থেকে পশ্চিমে চার মাইল। প্রাচীন অঙ্গের রাজধানী। রামায়ণে লোমপাদের রাজধানী; লোমপাদের প্রপৌত্র মালিনা নগরকে নতুন করে গড়েন, নাম হয় চম্পানগর। মহাভারতে লোমপাদ ও পরে কর্ণের রাজধানী। এখানে কর্ণগড়, প্রবাদ কর্ণের দুর্গ, নামে একটি ধ্বংসাবশেষ দুর্গ রয়েছে। অন্য মতে এটি কর্ণসুবর্ণের রাজা কর্ণসেনের দুর্গ; মুঙ্গেরে কর্ণচণ্ডা ও এই রাজারই দুর্গ বলা হয়। বেহুলা কাহিনীর সঙ্গে এই চম্পা জড়িত। এখানে মনস্কামনা নাথ মহাদেবের মন্দির রয়েছে; এটিকেও রাজা কর্ণের মন্দির বলা হয়।° এটি একটি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির। মন্দিরের বাইরে দক্ষিণ দিকে বহু বুদ্ধমূর্তি রয়েছে। হিউ-এন-ৎসাঙ এটিকে বৌদ্ধতীর্থ হিসাবে দেখেন। লঙ্কাবতার সূত্রের লেখক বিরজ্ঞ-জিন ও হস্তী আয়ুর্বেদের লেখক পালকাপ্য মুনির জন্মস্থান। থেরগাথার লেখকও এখানে বাস করতেন। সহরে বহুস্থানে বুদ্ধমূর্তি ও ভাঙা প্রাচীন স্তম্ভ ছড়ান রয়েছে। সহর ঘিরে প্রাচীর (হিউ-এন-ৎসাঙ) ছিল; এই প্রাচীর উঁচু মাদার ওপর গড়া হয়েছিল। নাথ-নগর স্টেসনের কাছে এই মাদা আজও চেনা যায়। একটি মতে অঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজধানী ছিল চম্পা; বুদ্ধের জন্মের আগে ইনি মগধ জয় করেছিলেন। এই মগধ জয়ের সময় বিম্বিসার বালক ছিলেন; পরে বড় হয়ে অঙ্গ আক্রমণ করে ব্রহ্মদত্তকে নিহত করেন এবং চম্পাতেই বাস করতে থাকেন; পিতা ক্ষত্রপ্রয়ের মৃত্যুর পর রাজ গৃহে ফিরে আসেন। এই সময় থেকে অঙ্গ মগধের অধীন হয়। জৈনদের এটি পবিত্র তীর্থ। মহাবীর এখানে তিনটি বর্ষা কাটান। বাসুপূজ্য এখানে জন্মান ও মারা যান। এখানে বাসুপূজ্য মন্দির ২৫৫৯ (৫৪১ খৃ-পূ) যুধিষ্ঠির অব্দে জয়পুরের রাজা নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। নাথ নগর চম্পাপুরীরই একটি মহল্লা। এই নাথ-নগরে দিগম্বর সম্প্রদায়ের বাসুপূজ্যের সুন্দর একটি মন্দির রয়েছে। প্রবাদ যেখানে বাসু পূজ্য মারা গিয়েছিলেন সেইখানেই এই মন্দিরটি। °মহাবীরের ১১ জন শিষ্যের মধ্যে সুধর্ম একজন; এই সুধর্মের জীবিতকালে চৈত্য পুরভদ্র নামে একটি মন্দির চম্পাতে ছিল। অজাতশত্রুর রাজত্বকালে সুধর্ম এখানে এলে অজাতশত্রু খালি পায়ে এঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। সুধর্মের শিষ্য জম্বু এবং জম্বুর শিষ্য প্রভবও চম্পাতে এসেছিলেন। প্রভবের শিষ্য স্বয়ম্ভব এখানে বাস করতেন এবং দশবৈকালিক সূত্র এখানেই রচনা করেন। বিম্বিসারের পর অজাতশত্রু চম্পাতেই রাজধানী করেন। উদায়ী পাটলীপুত্রে রাজধানী নিয়ে যান। এখানে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়েরও একটি মন্দির আছে; এই মন্দিরে বহু তীর্থংকরের মূর্তি রয়েছে। দশকুমার চরিতে চম্পা

মস্তান ও গুণ্ডার আস্তানা। এক সময়ে অত্যন্ত সমৃদ্ধ নগর ছিল। বুদ্ধের সময়ে ভারতে ছটি বড় নগরীর মধ্যে একটি। আনন্দ বুদ্ধকে অনুরোধ করেছিলেন চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী বা বারাণসীতে দেহ রাখতে; আখ্যাত কুশীনারাতে নয়। অশোকের মা সুভদ্রাঙ্গী চম্পাতে জন্মান। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পিতা সুভদ্রাঙ্গীকে পাটলিপুত্রে এনে বিম্বিসার অমৃতঘাতকে দান করেন এবং ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হিসাবে বলে যান এই মেয়ে একদিন মহিমময়ী রাজমাতা হবে। অন্য রাণীরা ঈর্ষায় এঁকে দাসী করে রেখেছিলেন। সুভদ্রাঙ্গীর ছেলে অশোক ও বীতশোক। এখানে সরোবর নামে বুজে আসা একটি পুষ্করিণী রয়েছে। রাণী গগ্‌গরা এই হ্রদ খনন করিয়ে এর তীরে চাঁপা গাছ সাজিয়ে দেন। বুদ্ধের জীবিত কালে ভিক্ষুরা এখানে পায়চারী করে বেড়াতেন। এই মজে যাওয়া পুষ্করিণী থেকে বৌদ্ধযুগীয় বহু মূর্তি পাওয়া গেছে। মহাভারতে অনুশাসন পর্বে আছে চম্পা চাঁপা গাছে ভর্তি ছিল। দুটি সুন্দর রাজ প্রাসাদ ছিল। একটি গণ্ডলতা; কুরুছত্তর (বর্তমানে কর্ণট) নামক স্থানে; ভাগলপুর থেকে ৭ মাইল পূর্বে গঙ্গাযমুনা সঙ্গমে। আর একটি প্রাসাদ ক্রীড়াস্থলী; পাথরঘাটার কাছে; গঙ্গা ও কোশির সঙ্গমে। যেখানে লক্ষীন্দরকে সাপে কামড়ায় এবং যে ঘাটে (পূর্ব রেল স্টেসনের কাছে) এঁর দেহ ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল আজও দেখান হয়। এটি বেহুলা ঘাট; গঙ্গা ও চন্দনা নদীর সঙ্গমে; ভাদ্রমাসে এখানে বেহুলার মেলা হয়। সহরের পাশেই গঙ্গা ছিল; বর্তমানে ১ মাইল উত্তরে সরে গেছে। বর্দ্ধমানের চম্পাই ও বোগুড়ার চম্পানগরের তুলনায় এই চম্পাপুরীই চাঁদ সওদাগরের সম্ভাব্য আবাসস্থল যেন।

চম্পাবতী—চম্পাউটি। কুয়ায়ুনে প্রাচীন রাজধানী। এটি চম্পাতীর্থ (মহা, বন)। (২) পেরিপ্লাসে উল্লিখিত সেমিল্ল এবং আরবদের উল্লিখিত সৈমুর বর্তমানে চউল; বোম্বে থেকে ২৫ মাইল দক্ষিণে। বর্তমানে রেবদণ্ড (প্রাচীন রেবাবন্তী) বা রেবতীক্ষেত্র। উত্তর কোঙ্কনে কোলাবা জেলাতে। প্রবাদ পরশুরাম ক্ষেত্রে একটি স্বাধীন রাজ্যের এটি রাজধানী ছিল। হয়তো এটি স্কন্দপুরাণের চম্পাবতী। চউল বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল।

চরণাদ্রি—মির্জাপুর জেলাতে চুনার; চণ্ডেলগড়। বাঙলার পাল রাজাদের (খৃ ৮-১২ শতক) নির্মিত ভারতের দুর্জয়তম গিরিদুর্গ। কয়েক জন পাল রাজা এখানে বাস করেছিলেন। দুর্গের একটি অংশ ভর্তৃহরি প্রাসাদ বলে কথিত; এখানে ভর্তৃহরি (৬৫১/৬৫২ খৃ মৃত্যু) বাস করতেন সকালে প্রথম প্রহর বাদ দিয়ে বাকি সব সময় দুর্গটিকে দেবীগঙ্গা রক্ষা করতেন।

চর্মণ্বতী—চম্বল, রাজপুতানাতে। বিন্ধ্য পর্বতের সুউচ্চ জনপব শিখরে উৎপন্ন। রন্তি দেবের পাকশালে নিহত পশুচর্মের রসে গঠিত নদী।

চিত্তম্বলম্—চিতাম্বরম্ চিদম্বরম্, চিদাম্বরম্, শ্বেতাম্বরম্ সিতাম্বরম্। দক্ষিণ আরকট জেলাতে; মাদ্রাজ থেকে প্রায় ১০৫ মাইল দক্ষিণে এবং উপকূল থেকে ৭ মাইল। মহাদেব কনক সভাপতির মন্দির রয়েছে। প্রবাদ শঙ্করাচার্য কানাড়াতে (কেরল দ্রঃ) জন্মান এবং ৩২ বছর বয়সে কাঞ্চিপুরে মতান্তরে কেদার নাথে দেহ রাখেন। দ-ভারতে মহাদেবের ক্ষিতিমূর্তি কাঞ্চিপুরে, তেজমূর্তি অরুণাচলে, মরুৎমূর্তি কালহস্তীতে এবং

ব্যোমমূর্তি চিত্তম্বলমে।
চিত্তর—তিন্নেভেলিতে তাম্রপর্ণী নদী। তামবরবরী ও চিত্তর নদীর মিলিত ধারা।
চিত্রকূট—কাম্প্তানাথ গিরি। বুন্দেলখণ্ডে। পয়স্বিনী (মন্দাকিনী) নদীর পারে একটি বিচ্ছিন্ন পর্বত।
চিত্ররথা—চিত্ররথী নদী। পিনাকিনীর (উত্তর পেন্নর) একটি করদা শাখা।
চিত্রল—বোলোর।
চিত্রোৎপলা—চিত্রোপলা, চিত্তুতোলা। উড়িষ্যাতে মহানদী ও পিরি সঙ্গমের নীচে মহানদীর অংশ। অন্য মতে মহানদীর একটি শাখা।
চিন্তাপূর্ণী—পাঞ্জাবে হোসিয়ার পুর জেলাতে চিন্তাপূর্ণী পাহাড়ে একটি তীর্থ। একটি শঙ্কু মত প্রতিমার পেছনে ছিন্নমস্তার ছবি বসান রয়েছে।
চিরাণ্ড—ছাপরা থেকে ৬/৭ মাইল পূর্বে। সারন জেলাতে সরযুর তীরে। একটি মতে প্রাচীন বৈশালী। সরযূতীরে একটি ভগ্নাবশেষ দুর্গ রয়েছে। রাজা ময়ূরধ্বজের দুর্গ। এই রাজা নিজের ছেলেকে করাতে কেটে ব্রাহ্মণবেশী কৃষ্ণকে মাংস খেতে দিয়েছিলেন। এখানে চ্যবন আশ্রম ও জিয়াচকুণ্ড নামেএকটি পুষ্করিণী আছে। জিয়াচ কুণ্ড যেন ব্রহ্মকুণ্ড। ছিদ+আনন্দ=চিরান্দ=চিরাণ্ড যেন। অর্থাৎ বুদ্ধের জ্ঞাতিভাই ও শিষ্য আনন্দের দেহের ওপর বৈশালীর লিচ্ছবিরা কূটাগার টাওয়ার তৈরি করান। বৌদ্ধ যুগের বহু নিদর্শন এখানে পাওয়া গেছে। ছাপরা আজও চিরান(ড) ছাপরা বলে পরিচিত। আনন্দের দেহের বাকি অর্দ্ধেকটা অজাতশত্রু একটি স্তূপের মধ্যে রক্ষা করেন। এই স্তূপটি যেন বাঁকিপুরে ভিক্ষনা-পাহাড়ি-র কাছে।
চীন—মহাভারতে ও মনুতে আছে। মহাচীনও বলা হত। কশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্মরক্ষ এঁরা দু জন প্রথম বৌদ্ধ ভিক্ষু; খৃ ৬৭ সালে চীনাতে যান। খৃ ৪-র্থ শততে বৌদ্ধধর্ম চীনাতে ছড়ায়। ৩৮১ খৃষ্টাব্দে নানকিং এ প্রথম বৌদ্ধ প্যাগোডা তৈরি হয়। অনম ও একটি নাম।
চুদ্রি—শতদ্রউর (ঋকবেদে) নদী। ছুণ্ড্রি। সাটলেজ নয়। বিয়াসে যুক্ত হয়েছে। এরপর সমতলে নেমে এসেছে।
চেতিয়গিরি—চৈত্যগিরি, চেত, চেতিয়, চেতিয় নগর, দক্ষিণ গিরি, বেস নগর। ভূপাল রাজ্যে ভিলসা থেকে ৩-মাইল উত্তরে। এখানে অশোক দেবীকে বিয়ে করেন। দক্ষিণ-গিরি (দ্রঃ) (<দশার্ণ) দেশের রাজধানী। একটি মতে চেতিয় গিরি সাঁচি; ভিলসা থেকে ৫/৬ মাইল দ-পশ্চিমে। বেত্রবতী, বিদিসা (বেস) নদী ও গঙ্গার সঙ্গমে অবস্থিত। গঙ্গা এখানে কল্পিত।
চেদি—চেতি (বৌদ্ধ); সোত্থিবতী (জাতক)=শুক্তিমতী; চন্দেরি (টড), সন্দ্রাবতিস্ (গ্রীক), চন্দ্রাবতী। বুন্দেলখণ্ডে একটি সহর; শিশুপালের রাজধানী; ললিতপুর থেকে ১৮ মাইল পশ্চিমে। চেদি দেশ বুন্দেলখণ্ড ও মধ্য প্রদেশের কিছু অংশ মিলে। পশ্চিমে কালিসিন্ধু ও উত্তরে তমসা। বর্তমান সহরের ৮-মাইল উ-পশ্চিমে প্রাচীন চন্দেরির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। অপর মতে দাহল মণ্ডল হচ্ছে প্রাচীন চেদি; নর্মদার তীরে অবস্থিত। স্কন্দপুরাণে মণ্ডল=চেদি। মণ্ডলকে টলেমি বলেছেন মণ্ডলাই; শোণ ও নর্মদার উৎসের কাছে। গুপ্তরাজাদের সময় চেদির রাজধানী ছিল কালঞ্জর,

মহাভারতে রাজধানী শুক্তিমতী। চেদির অপর নাম ত্রিপুরী, বর্তমানে তেওয়ার ; জব্বলপুর থেকে ৬-মাইল। দহলের রাজধানী তেওয়ার (অলবেরুনি)। কলচুরিদের সময় মাহিষ্মতী ছিল চেদি মণ্ডলের রাজধানী (অনর্ঘ রাঘব)।

চের—<কেরল (দ্রঃ)। অশোকের অনুশাসনে কেরলপুত্র। মালাবার উপকূলে। বর্তমানে মহীশূর, কোইম্বাটুর, সালেম, দ-মালাবার, ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন মিলে। দক্ষিণে কন্যাকুমারিক ও উত্তরে গোয়া। খৃ-৭ শতকে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। মিশর থেকে মালাবার ও সিংহলে অতি প্রাচীন কালেই বাণিজ্য চলেছে। প্রাচীন রাজধানী স্কন্দপুর ; কোইম্বাটুর জেলাতে ; গুজেলগাটি গিরিপথের পশ্চিমে। টলেমি বলেছেন কেরোবোথ্রসের (কেরলপুত্রের) রাজধানী করউর। করউর-এর অপর নাম করুর, বঞ্জি, তাম্রচূড-ক্রোড় ; অমরাবতীর (কাবেরীর করদা শাখা) বাম তীরে ক্রনগানোরেব কাছে অবস্থিত ছিল। বড় রাজধানী ছিল তালকাড়, (দ্রঃ)=দলবনপুর, কাবেরীব উত্তর তীরে ; মহীশূর থেকে ২৮ মাইল দ-পশ্চিমে এবং শ্রীরঙ্গপত্তম থেকে ৩০/৪০ পূর্বে। বর্তমানে এর ধ্বংসাবশেষ তাকাড় নামে পবিচিত। গঙ্গাবংশীয়দের এটি রাজধানী ছিল। পরে দ্বারাবতী=দ্বারসমুদ্র=হলেবিড-এ (বর্তমান নাম) খৃ ১০ শতকে রাজধানী আনা হয। হলেবিড মহীশূরে হাসান জেলাতে।

চোল—চোর। গিবনরে অশোকের অনুশাসনে চোড। করমণ্ডল উপকূলে। উত্তরে পেন্নর নদী ; পশ্চিমে কুর্গ। নেল্লোর থেকে পুড়ুকোট্টাই ; তাঞ্জোর সমেত। রাজধানী ছিল উরইযপুব (টলেমি অর্থোউরা), কাবেবীতীরে ত্রিচিনোপল্লীব কাছে খৃ ২-শতকে ; ১১-শতকে বাজধানী কাঞ্চিপুর, কুম্ভকোনাম, ও তাঞ্জোর। চোল=দ্রাবিড়। চোল পরে পাণ্ড্য রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়।

চ্যবনআশ্রম—(১) চৌসা ; সাহাবাদ জেলাতে। (২) পগোষ্ণী (বর্তমানে পূর্ণা) নদীব কাছে সাতপুবা পাহাড়েও একটি আশ্রম ছিল। (৩) জয়পুব রাজ্যে নার্নোল/নবলোল এর ৬-৮ মাইল দক্ষিণে ধোসিতে অনূপদেশের রাজকন্যা এঁর চোখ অন্ধ করে দিয়েছিলেন। (৪) চিলনালা ; গঙ্গাতীরে রায-বেরিলি জেলাতে ; অশ্বিনীকুমারেরা এখানে চ্যবনকে যৌবন দান করেন। চিরাণ্ড দ্রঃ।

ছত্তিশগড় —দশার্ণ, দেসরেন রেজিযো (পেরিপ্লাসে) ; মহাকোসল, দ-কোসল।

ছায়া—বা ছয়। গুজরাটে পোর বন্দব। খৃ-শতকের প্রভাতে বিখ্যাত বন্দর। সুদামাপুবী।

ছোটতিব্বত—বোলর। বালটিস্তান ও চিত্রল। রাজধানী শকর্ত।

ছোটনাগপুর—মুণ্ড (বায়ু পু) ; ঝাড় খণ্ড ; মুণ্ডাদের দেশ।

জটাপর্বত—জটাফাটকা ; দণ্ডকারণ্যে। এখানে গোদাবরীব উৎপত্তি।

জটোদ্ভব—জটোদা। ব্রহ্মপুত্র শাখা। জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার বিধৌত।

জনস্থান—ঔরঙ্গাবাদ এবং গোদাবরী ও কৃষ্ণার মধ্যগত অংশ। রামায়ণে দণ্ডকারণ্যের একটি অংশ। পঞ্চবটী বা নাসিক এই জনস্থানে। মতান্তরে গোদাবরীর দুই তীর মিলে জনস্থান। বা গোদাবরী ও প্রণহিতা বা ওয়েন গঙ্গার সঙ্গম স্থলের চার পাশে দেশ।

জপেশ্বর—শিব ও লিঙ্গপুরাণে উল্লিখিত। জলপীস (কালিকা)। তিস্তা নদীর পশ্চিমে জলপাইগুড়িতে। এখানে নন্দী তপস্যা করতেন : (দ্রঃ নন্দিগিরি)। কালিকা পুরাণে

কামরূপের উ-পশ্চিমে। লিঙ্গ পুরাণে মহীশূরে (দ্রঃ নন্দিগিরি)। কূর্মপুরাণে সাগরের কাছে। বরাহ পুরাণে এটি শ্লেষ্মাত্মকে বা গোকর্ণের (দ্রঃ) কাছে।

জমদগ্নিআশ্রম—(জামদগ্নীয়>)জামানিয়া। (১) ভাগলপুরের বিপরীত দিকে গাজিপুরে; এলাহাবাদ ও অযোধ্যার মধ্যে। (২) খয়রাডিহতে; বালিয়া থেকে ৩৬ মাইল উ-পশ্চিমে; যুক্তপ্রদেশে। (৩) বাঙলাতে মহাস্থান গড়ে। (৪) নর্মদা তীরে মাহিষ্মতীতে।

জম্বুকেশ্বর—ত্রিচিনোপল্লী ও শ্রীরঙ্গমের (দ্রঃ) মাঝে। তিরুবনিকাবল।

জম্বুদ্বীপ—ভারতবর্ষ। সুদর্শন দ্বীপ।

জম্বুমার্গ—কলিঞ্জর যেন। অগ্নিপুরাণে পুষ্কর ও অর্বুদ পাহাড়ের মাঝে; কালঞ্জর আর একটি তীর্থ। মতান্তরে অর্বুদ পাহাড়ে।

জরফসান—হাটক নদী (ভাগবতে), হিরণ্যবতী (মহাভারতে); ইয়রকন্দ=ভদ্রা; গ্রাপসআক্সয়ান। বোখারা ও সমরখন্দের উত্তরে।

জলন্ধর—জালন্ধর, ত্রিগর্ত (দ্রঃ)। জলন্ধর অসুর স্থাপিত। কুলিন্দ্রিন (টলেমি)।

জলন্ধর দোয়াব—প্রাচীন কেকয় ও বাহ্লীক মিলে। বিয়াস ও সাটলেজের মধ্যবর্তী।

জল্লালপুর—পাঞ্জাবে বুকেফল (গ্রীক)।

জহ্নুআশ্রম—সুলতানগঞ্জে (পূ-রে) এই আশ্রম। গঙ্গা (দ্রঃ)। ভাগলপুরের পশ্চিমে আশ্রমের স্থানটিতে গৈবিনাথ মহাদেবের মন্দির রয়েছে। সুলতান গঞ্জের সামনে গঙ্গা থেকে উদ্গত একটি পাহাড়ের ওপর এই মন্দির। পাণ্ডারা কাছেই জাঙ্গরা (জহ্নু গিরি/গৃহ) আশ্রমে থাকেন। সুলতান গঞ্জে একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল এবং খৃ ৫-শতকে এই বিহারে তামার এক বিরাট বৌদ্ধ মূর্তি ছিল।

জাবালপুর—জব্বলপুর।

জালালপুর—(১) রাজগৃহ। (২) কেকয় রাজধানী গিজক (রামা); ঝিলমের তীরে।

জীর্ণনগর—জুনার। পুণা জেলাতে। ক্ষত্রপরাজ নহপানের রাজধানী। এখানে চৈত্যগুহা ১-২ শতকের।

জুনাগড়—যবন নগর। অসিল দুর্গ। গুজরাটে কর্ণকুব্জ।

জুস্কপুর—কাশ্মীরে জুকুর।

জেজাভুক্তি—জজাহুতি, জঝোতি। বুন্দেলখণ্ডের প্রাচীন নাম। চণ্ডেলদের রাজ্য; রাজধানী ছিল মহোৎসব নগর (দ্রঃ) ও খজুরাহো। চন্দেলদের সময় জেজাভুক্তির রাজধানী হয় কালঞ্জর।

জেতবনবিহার—যোগিনী ভরীয় ঢিপি। শ্রাবস্তীর ১ মাইল দক্ষিণে। অযোধ্যাতে রাপ্তি তীরে; সাহেট মাহেট থেকে ১-মাইল দক্ষিণে। বুদ্ধদেব এখানে কিছুদিন ছিলেন ও ধর্মপ্রচার করেছিলেন। শ্রাবস্তীর শ্রেষ্ঠী সুদত্ত=অনাথপিণ্ডদ; প্রসেনজিতের ছেলে জেত-র কাছে থেকে উদ্যানটি কিনে এর মধ্যে একটি বিহার তৈরি করে বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের দান করেন। বুদ্ধের প্রিয় বিহার। এখানে গন্ধকুটি ও কোশম্বকুটি দুটি মন্দির ছিল। বুদ্ধের অনুরোধে আনন্দ এখানে একটি আমগাছ বসান।

জেতুত্তর—নাগরি, নাগরী, মেদপাত, মেওয়ার। চিতোরের ১১-মাইল উত্তরে। শিবি (দ্রঃ) বা মেবারের রাজধানী। জত্তরউর (আলবেরুনি)।

জৈনপর্বত—৫-টি তীর্থ :- শত্রুঞ্জয়, অর্বুদ, গিরনর, চন্দ্রগিরি ও সমেত শিখর।

জৌগড়—গঞ্জামের উ-পশ্চিমে ৮-মাইল দূরে একটি দুর্গ। এখানে অশোকের শিলালেখ (২৫০ খৃ-পূ) রয়েছে। পুরুষোত্তমপুরের ৪-মাইল পশ্চিমে একটি পাহাড়ে, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ঋষিকুল্যার উত্তর তীরে এই শিলালেখ।

জ্বালামুখী—কাঙড়া জেলাতে; কাঙড়া সহর থেকে ২২।২৫ মাইল দক্ষিণে এবং নাঁদাউন থেকে ১০ মাইল উ-পশ্চিমে। একটি পীঠস্থান; সতীর জিব পড়েছিল। জ্বালামুখী পাহাড়ের পশ্চিম ঢালু গায়ে। আগ্নেয়গিরি প্রস্তর থেকে কুঁদে এই বিখ্যাত মন্দিরটি গঠিত। কোন স্থাপত্য বা অলঙ্করণ নাই; দশটি প্রাকৃতিক গ্যাস-জেট রয়েছে; ৫-টি মন্দিরের মধ্যে এবং ৫-টি মন্দিরের দেওয়ালে। একটি মতে অম্বিকা বা মঠেশ্বরী প্রতিমা। কোন বিগ্রহ নাই; দেওযালের গায়ে জ্বলন্ত শিখাময় ফাটল দেবীর অগ্নিকল্প মুখ বলে কল্পিত। দেবীর শিরহীন দেহ রয়েছে ভবন মন্দিরে। মতান্তরে অসুর জলন্ধরের মুখ থেকে এই আগুন বার হচ্ছে। মহাভারতের বডবা। জ্বালামুখী পাহাড় ৩২৮৪ ফু; মন্দিরটি ১৮৮২ ফু ওপরে।

জ্যাকসারটেস্—সীতা, শীলা ব৷ রসা নদী। আবেস্তাতে রংহা, রণহ। হেরোডোটাসে এরাক্সেস। জ্যাক্সারটেস্ 'জ' নামেও উল্লিখিত। বর্তমানে সির (<সীতা)-দরিয়া। ইসিককুল হ্রদের দক্ষিণ দিকের উপত্যকা থেকে উৎপন্ন। ইয়রকন্দ নদী = জরফসান (দ্রঃ) নদী; এর তীরে য়রকন্দ সহর অবস্থিত। মহাভারতে শকদ্বীপ গত নদী। আর্মেনিয়ার এরাক্সেস্ ও পারস্যের এরাক্সেস থেকে এটি আলাদা। মতান্তরে জ্যাক্সারটেস্ হচ্ছে শৈলোদা, সোগডোনিয়ার উ-পশ্চিমে। মহাভারতে শৈলোদা। মেরু ও মন্দার পর্বতের মধ্যস্থলে প্রবাহিত।

জ্যোতিরথা—জোহিলা, শোণের শাখা জ্যোতিষা।

জ্যোতির্মঠ—জোসিমঠ বর্তমানে। বদ্রিনাথে শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত। কুমায়ুনে অলকানন্দা তীরে।

জ্যোতির্লিঙ্গ—ওঙ্কারনাথ/অমরেশ্বর, ভীমশঙ্কর, দারুবন, সোমনাথ সৌরাষ্ট্রে, মল্লিকার্জুন শ্রীশৈলে, মহাকাল উজ্জয়িনীতে, কেদারনাথ হিমালয়ে, বিশ্বেশ্বর বারাণসীতে, ত্র্যম্বক গোমতীতে, বৈদ্যনাথ বৈদ্যনাথে, রামেশ্বর সেতুবন্ধে, ঘুশ্রীণেশ শিবালয়ে।

ঝাড়খন্ড—ছোটনাগপুর। এক সময় বাঙলাতে বীরভূম (বীরদেশ, রাজধানী ও নগর) থেকে বারাণসী পর্যন্ত সমস্ত পার্বত্য এলাকা বোঝাত। মহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্রে সাঁওতাল পরগণাও এর অন্তর্গত। রাঁচির ২ মাইল পূবে বর্তমানে অখ্যাত একটি গ্রাম চুটিয়া প্রবাদ অনুসারে নাগ (ছোটনাগ) বংশের রাজার রাজধানী ছিল; পুণ্ডরীক নাগের ইনি বংশধর।

ঝিলম—বিতস্তা। বিতংসা (বৌদ্ধ), বেহত। হাইড্রাস্পেস্। বিদাসপেস্ (গ্রীক)। পাঞ্জাবে কাশ্মীর উপত্যকাতে বরাহমূল নামক স্থান থেকে নেমে এসে ঝুং-এর কাছে চেনাবে এসে পড়েছে। রামায়ণে হ্লাদিনী।

টক্কদেশ—পাঞ্জাবে বিপাশা ও সিন্ধু নদীর মাঝখানে। এখানে বাহিকদের বাস ছিল। মদ্র দ্রঃ।

টগর—গ্রীক নাম। ধরগড়; নিজাম রাজ্যে দৌলতাবাদে। মতান্তরে ধরগড়= জুনির বা কুলবর্গা। একটি মতে টের; পৈথান থেকে ৯৫ মাইল দ-পূর্বে; হায়দ্রাবাদে থান ও সাত্তারা শিলালেখে উল্লেখ আছে। অপর মতে পুণা জেলাতে জুন্নরি। আর এক মতে নিজাম রাজ্যে দরুর্। মতান্তরে দেবগিরি বা দেবগিরির কাছে রোজা বা কুলবর্গা বা ত্রিকূট।

টাইগ্রস—বিতৃষ্ণা নদী; তৃষ্ণা নদী। শাল্মলী দ্বীপে।

টেনাসেরিম—তন্ুশ্রী। তনসুরি, তেনাসেরি। বর্মার নীচের অংশ।

ডাকিনী—ভীমশঙ্কর, ভীমপুর। পুণা থেকে উ-পশ্চিমে। ভীমার উৎস। এখানে ভীমশঙ্কর মহাদেবের (১২-শ লিঙ্গের একটি) মন্দির রয়েছে। শিবপুরাণে ডাকিনী সহ্যাদ্রি (প-ঘাট) পর্বতে অবস্থিত।

তক্ষশিলা—পাঞ্জাবে রাওলপিণ্ডি জেলাতে। টক্সিলা (গ্রীক); গান্ধার রাজধানী। একটি মতে বর্তমানে সাহডেরি সহরের কাছে এবং কালকা সরাই থেকে ১-মাইল উ-পূর্বে এটোক ও রাওলপিণ্ডির মধ্যে। রাওল পিণ্ডি থেকে, ২৬ মাইল উ-পশ্চিমে এবং কালকা সরাই থেকে ২ মাইল দূরে একটি সুরক্ষিত ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে। অপর মতে সাহডেরি থেকে ৮ মাইল উ-পশ্চিমে হাসান আব্দুলে তক্ষশিলা (গ্রীক) অবস্থিত ছিল। ভরতের ছেলে তক্ষের নাম অনুসারে। তক্ষ এখানে রাজা হন। এটি প্রাচীন দুর্গ নগর বলে প্রমাণিত হয়েছে। বৌদ্ধ কাহিনীতে আছে আগের জন্মে বুদ্ধদেব ভদ্রশীলাতে রাজা ছিলেন। নাম ছিল চন্দ্রপ্রভ। এক ব্রাহ্মণ ভিখারীকে অনুমতি দেন; ভিখারীটি রাজার শিরচ্ছেদ করে; সেই থেকে নাম তক্ষশিলা। কথা-সরিৎ সাগরে এটি বিতস্তা/ঝিলম তীরে। ওম্ফি/অম্ভি তক্ষশিলার রাজা; আলেক-জান্দারের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছিলেন। পিতার রাজত্বকালে অশোক এখানে রাজ্যপাল ছিলেন। অশোকের বড় ভাই সুমন এখানে রাজ্যপাল নিযুক্ত হন; কিন্তু বিন্দুসার মারা গেলে অশোকের হাতে নিহত হন। এক সময় তক্ষশিলা গান্ধার দেশের রাজধানী ছিল। একটি বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র এখানে গড়ে উঠেছিল। পাণিনি ও জীবক এখানে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। শালাবতী একজন বারবণিতা ও অভয়ের ছেলে এই জীবক; বিম্বিসারের নাতি। বাল্যকালেই রাজগৃহ থেকে তক্ষশিলাতে এসে আত্রেয়'র কাছে জীবক চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। চাণক্যও যেন এইখানে ছাত্র ছিলেন। এখানে গুরুদক্ষিণা শিক্ষান্তে এক হাজার মুদ্রা ছিল। বেদ থেকে আরম্ভ করে ধনুর্বিদ্যা সব কিছু এখানে শিক্ষা দেওয়া হত। এটি ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাকেন্দ্র। দ্রঃ নালন্দা।

সহর যেখানে ছিল সেখানে বর্তমানে সাহডেরি, সিরকপ, সিরমুখ ও কচ্ছকোট গ্রাম অবস্থিত। সিরকপে পূর্বজন্মে বুদ্ধের মাথা কাটা যায়। এখান থেকে ১ মাইল পূর্বদিকে কর্মাল (<কুণাল) গ্রামে একটি ধ্বংসাবশেষ স্তূপ আছে; বিমাতা তিষ্যর-ক্ষিতার ষড়যন্ত্রে এখানে কুণালের চোখ (অশোক ও পদ্মাবতীর ছেলে) নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। কালকা সরাই থেকে ৮-মাইল পশ্চিমে আবদুল হাসানে পাহাড়ের পাদদেশে এলাপত্র নাগের পুষ্করিণী রয়েছে; বর্তমানে নাম বাবা ওয়ালি বা পঞ্জ সাহেবের পুষ্করিণী। এই পুষ্করিণীর চারপাশে বহু মন্দির রয়েছে। সিরকপ থেকে

৪ মাইল দূরে চতুষ্কোণ একটি ধ্বংসাবশেষ রয়েছে; এটি তক্ষশিলা বিস্তাভবন যেন। রাওলপিণ্ডি থেকে ১৪ মাইল দক্ষিণে মাণিক্যালয় স্তূপ। কুষাণরা ব্যাকট্রিয়া (দ্রঃ শাকদ্বীপ) থেকে বিতাড়িত হয়ে এখানে খৃ-পূ ১-ম শতকে রাজধানী স্থাপন করেন। এখানে পাওয়া একটি এরামিক শিলালিপি থেকে মনে হয় পারস্য রাজ দারিয়ুস যেন ভারত সীমান্তেও কিছু দেশ হস্তগত করেছিলেন। দারিয়ুসের সেনাপতি স্কাইলাক্স ৫১০-৫১৫ খৃ-পূর্বে অর্থাৎ বুদ্ধের মৃত্যুর ৩০ বছর পরে এখানে কিছু কিছু এলাকা অধিকার করেন। ৩২৬ খৃ পূর্বে আলেকজান্দার তক্ষশিলা জয় করেন; এর চার বছর পরে তক্ষশিলা মগধের চন্দ্রগুপ্তের হাতে আসে। অশোকের মৃত্যুর পরে ডেমেট্রিয়াস তক্ষশিলা জয় করে (১৯০ খৃ-পূ) আবার ব্যাকট্রিয়ান্ (গ্রীক) রাজার অধীনে আনেন। এর পর শকেরা প্রায় ৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। শকদের পর কুষাণরা রাজা হন। এখানে বির-ঢিপি এলাকা সবচেয়ে প্রাচীন বসতি এলাকা। সিরকপে গ্রীক, শক, ও পহ্লবদের রাজধানী ছিল। কুষাণরা সিরসুখে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যান।

তঙ্গন—রামগঙ্গা নদী থেকে সরযূর ওপর অংশ পর্যন্ত। এটি যেন হাটক বা লাডাক।

তমসা—(১) অযোধ্যাতে সরযূ ও গোমতীর মাঝখানে; সরযূর একটি শাখা। আজম-গড় হয়ে ভুলিয়ার কাছে গঙ্গাতে এসে মিশেছে; সরযূ থেকে ১২ মাইল পশ্চিমে। প্রকৃত পক্ষে ধোতিতে বিস্বি ও মধু নদী মিলিত হয়েছে এবং এর পরবর্তী অংশ সরযূ। (২) বুন্দেলখণ্ডে পর্ণাশা বা তমসা। (৩) মধ্যপ্রদেশে রেওয়াতে একটি নদী। (৪) গাড়োয়ালে ও দেরাদুনে একটি নদী। তমসা ও যমুনা সিরমুর সীমান্তে যুক্ত হয়েছে; স্থানটি পবিত্র মনে করা হয়। এখানে প্রবাদ একবীর = হৈহয় জন্মেছিলেন।

তাজিক—পার্সিয়া

তাণ্ডয়া—শ্রাবস্তী থেকে ৯ মাইল পশ্চিমে। কাশ্যপ বুদ্ধের জন্মস্থান।

তাতার—রসাতল, পাতাল, হূণদেশ, শাকদ্বীপ, তৈত্তির, তৈত্তিরী।

তাপসাশ্রম—বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে পন্ধরপুর, পাণ্ডুপুর। তবসোই (টলেমি)।

তাপ্তি—তাপনী, তাপী। বিন্ধ্যপাদ (সাতপুরা শাখা) পবতে গোনন গিরি নামক অংশে উৎপত্তি। আরব সাগরে গিয়ে পড়েছে। এর তীরে সুরাট। দ্রঃ মূলতাপী।

তামসবন—পাঞ্জাবে সুলতান পুর। কুলুর রাজধানী। বিয়াস ও সেরবরি বা সাটলেজ সঙ্গমে অবস্থিত। অপর নাম রঘুনাথপুর। এখানে রঘুনাথ মন্দির রয়েছে। একটি মতে দোয়াব-ই-জলন্ধর-পীঠের সমস্ত পশ্চিম অংশ এক সময় খুব জঙ্গলে ঢাকা ছিল ফলে তামসবন নাম। এখানে বিহারে কণিষ্ক ৪-র্থ বৌদ্ধ মহাসম্মেলন ডেকে ছিলেন ৭৮ খৃষ্টাব্দে; ভিক্ষু বসুমিত্রের নেতৃত্বে। হিউ-এন-ৎসাঙ ইত্যাদির মতে কাশ্মীরে কুন্তলবন বিহারে (কাশ্মীরের রাজধানীর কাছে) ৭৮ খৃষ্টাব্দে এই সম্মেলন বসেছিল। এই সময় থেকে শকাব্দ সুরু। অপর মতে শকাব্দ সুরু করেন ভনোন।

তাম্রপর্ণী—(১) সিংহল (বৌদ্ধ); অশোকের গিরনর শিলালেখে রয়েছে। (২) তাম-বরবরী নদী; তিন্নেভেলিতে। এর সঙ্গে চিত্তর (দ্রঃ) নদী ও যুক্ত রয়েছে। অগস্ত্যকূটে এর উৎপত্তি। আমালিতলা ও গজেন্দ্রমোক্ষ তীর্থ এই নদীর তীরে। এই নদীর

মোহনাতে এক সময় মুক্তা চাষ হত, এজন্য বিখ্যাত ছিল। মোহনার নাম কোলকাই (টলেমি) ; বর্তমানে মোহনাটি দেশের মধ্যে ৫ মাইল সরে গেছে। ফলে কোলখিক বা মানার উপসাগর নাম। দ্রঃ পাণ্ড্য, কারা।

তাম্রলিপ্ত—তাম্রলিপ্তি, দামলিপ্ত, তমালিকা, তমালিনী, তমলুক, বিষ্ণুগৃহ। বর্তমানে রূপনারায়ণের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এখানে গঙ্গার মোহনা ছিল। সিলাই (শিলাবতী) ও দলকিসোর (দ্বারিকেশ্বরী) নদী মেদিনীপুরে মিলিত হয়ে এই রূপ্-নারায়ণ। খৃ ৬ শতকে সুহ্মের রাজধানী ছিল। এক সময় মগধের অংশও। প্রাচীন নগরীর বড় একটা অংশ নদী গ্রাস করেছে। মহাভারতে ইত্যাদি, ও নানা বৌদ্ধগ্রন্থে আছে। কথাসরিৎ-সাগরে এটি খ্যাতনামা সমুদ্র বন্দর। খৃ ৪-১২ পর্যন্ত এই খ্যাতি ছিল। এই বন্দর থেকেই প্রবাদ বিজয় সিংহলে যান। এখানে সহরে প্রাচীন মন্দির হিসাবে বর্গভীমার মন্দির ; এটি একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল মনে হয়। হিউ-এন -ৎসাঙ যেন এটিকে উল্লেখ করে গেছেন। যেন খৃ ১৪ শতকে এটিকে উড়িষ্যা মন্দিরের অনুকরণে ব্রাহ্মণ্য মন্দিরে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। দেবীর মূর্তি এখানে প্রাচীন ; একটি পাথর কেটে তৈরি ; দেবীর হাত পা ও খোদিত। দণ্ডী (খৃ ৬ শতকে) তাম্র লিপ্তে বিন্দুবাসিনীর মন্দিরের কথা বলেছেন। খৃ ৭-শতকে ই-ৎসিঙ এখানে বিখ্যাত বরাহ বিহারে বাস করতেন। বর্তমানের জিষ্ণুনারায়ণ মন্দিরটি, বলা হয় নদীতে প্রাচীন মন্দিরটি নষ্ট হলে তার ৫০০ বছর পরে, তৈরি করা হয়েছিল। প্রাচীন মন্দিরটি বর্গাভীমার পুব দিকে ছিল। নতুন মন্দিরে অর্জুন ও কৃষ্ণের বিগ্রহ রয়েছে। প্রবাদ এটি ময়ূরধ্বজ ও ছেলে তাম্রধ্বজের রাজ্যে ; এরা কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন অর্থাৎ জৈমিনি ভারতের রত্নপুর যেন এই তাম্রলিপ্ত। মতান্তরে রত্নপুর ছিল নর্মদা তীরে।

তাম্রা— তমর। সপ্তকোশির একটি। দ্রঃ মহাকৌশিক, ত্রিবেণী।

তালকাড়—তলবনপুর, শিরোবন। চের (দ্রঃ) রাজধানী। বর্তমানে কাবেরীর বালিতে চাপা পড়ে গেছে।

তাহয়পুর— জলন্দসর জেলাতে। অনুপসহর থেকে ১২ মাইল উত্তরে। গঙ্গা তীরে এখানে জনমেনজয়ের সর্পযজ্ঞ হয়েছিল।

তিব্বত—ভোট, ভোটাঙ্গ, ভোটান, হিমবন্ত, উত্তরকুরু, হরিবংশ। দ্রঃ বোলোর।

তির্মঙ্গিল—ডিণ্ডিগল উপত্যকা যেন। টঙ্গল = টগ (টলেমি)। মাদুরা জেলাতে ; মাদ্রাজ প্রেসেডেন্সি।

তিলপ্রস্থ—তিলপথ। তোঘলক বাদ থেকে ৬ মাইল দ-পূর্বে এবং কুতুব থেকে ১০ মাইল দ-পূর্বে। প্রাচীন তিলপথ পরগণার বেশির ভাগ অংশ বর্তমানে ফরিদাবাদ নামে পরিচিত। যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থের অংশ ছিল ; এবং সন্ধির সর্ত হিসাবে এই গ্রামটিও চেয়েছিলেন।

তিলোগ্রাম্মোন—(টলেমি) তীরগ্রাম। যশোহর।

তিলোদক—তিলারা। ফল্গুর পূর্ব তীরে ; পাটনা থেকে ৩৩ মাইল দক্ষিণে। হিউ-এন-ৎসাঙ এসেছিলেন। এখানে একটি বিখ্যাত বিহার ছিল।

তিলৌরা—কপিলাবস্তু (দ্রঃ)। বুদ্ধের জন্মস্থান। নেপাল তরাইতে তৌলিভা থেকে

২ মাইল উত্তরে। একটি মতে কণক মুনি — কণগমনবুদ্ধের জন্মস্থান শোভাবতী নগর হচ্ছে অরৌরা ; তিলৌরা থেকে ১ যোজন পূর্বে। ন্যাগ্রোধবিহার (এখানে একটি বিরাট স্তূপ রয়েছে) একটি মতে লোরিকুদানের দক্ষিণে এবং তৌলিভার ১·৫ মাইল পশ্চিমে। তিলৌরাকোটের ২ মাইল উত্তরে সগবওযাতে বিরূঢক শাক্যদেব হত্যা করেছিলেন। শুদ্ধোধন উদায়ীকে (কলুদা) পাঠিযে বুদ্ধদেবকে নিমন্ত্রণ করে আনলে এই ন্যগ্রোধ কাননে এসে অবস্থান করেন এবং এখানে নন্দ ও রাহুলকে দীক্ষা দেন। এই ন্যাগ্রোধ আরামে বিমাতা প্রজাপতি ও অন্যান্য শাক্য নারীদের বুদ্ধদেব দীক্ষা দিতে অস্বীকার করেছিলেন কিন্তু পরে আনন্দের অনুরোধে বৈশালীতে এদের দীক্ষা দেন। শাক্যদের গণতন্ত্র রাষ্ট্র, নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে এরা রাজা বলতেন। সাধারণ সভাগৃহে (সন্থাগারে) এঁরা মন্ত্রণা করতেন। শুদ্ধোধন এই রকম এক জন নির্বাচিত রাজা।

তীর্থ—মহাভারতে বন পর্বে তীর্থগুলির নাম : অগ্নিতীর্থ, অগ্নিধারা, অধিবংশ্য, অনরক, অরুন্ধতীবট, অহল্যা হ্রদ, আদিত্যাশ্রম, আপগা, ঈশানতীর্থ, উর্বশীতীর্থ, ঋষভ, ঋষিকুল্যা, ঔজস, ঔদ্দালক, ঔশনস, কনখল, কন্যাতীর্থ, কন্যাশ্রম, কন্যাসংবেদ্য, কপালমোচন, কপিলাবট, কপিলাহ্রদ, কম্পনা, করতোয়া, কাবেরী, কারাপতন, কালঞ্জর, কালতীর্থ, কালিকাশ্রম, কালিকাসংগম, কুব্জাম্রক, কুমার, কুমারধারা, কুম্ভকর্ণাশ্রম, কুরুক্ষেত্র, কুরুতীর্থ, কুশস্তবন, কৃমিকা, কেদার, কোকামুখ, কোটিতীর্থ, কৌশিকী, কৌশিকীহ্রদ, গোকর্ণ, গঙ্গা, সরস্বতী, গঙ্গাসাগর, গঙ্গাহ্রদ, গঙ্গোদ্ভেদ, গণ্ডকী, গয়া, গোকর্ণ, গোদাবরী, গোমতী, গোপ্রতার, চমসোদ্ভেদ, চম্পা, চম্পারণ্য চীরবতী, জনকূপ, জাতিমাত্র-হ্রদ, জাতিস্মর, জ্যেষ্ঠিল, তাম্রারুণ, তুঙ্গবেণা, ত্রিসন্ধ্যা, ত্রিশূলাখাত, দণ্ডকারণ্য, দশার্ণ, দধীচতীর্থ, দশাশ্বমেধ, দেবকূট, দেবপথ, দেবহ্রদ, ধর্মতীর্থ, ধর্মপৃষ্ঠ, ধারা, ধূমাবতী, ধেনুকা, নন্দা, নন্দিনী, নর্মদা, নাগ তীর্থ, নিশ্চীরা, নৈমিষ, পঞ্চবট, পঞ্চযজ্ঞা, পয়োষ্ণী, পিতামহসর, পুষ্কর, পুষ্পবতী, পৃথূদক, প্রয়াগ, ফল্গু, বটেশ্বরপুর, বদরিকা, বদরীপাচন, বধদাসংগম, বামন, বাসিষ্ঠী, বাহুদা বিন্ধ্যতীর্থ, বিনশন, বিমলাশোক, বিশালা, বিপাশা, বেণা, বেতসিকা, বৈতরণী, ব্রাহ্মণ তীর্থ, ব্রহ্মস্থান, ব্রহ্মাবর্ত, ব্রাহ্মণী, ভদ্রকর্ণেশ্বর, ভদ্রবন, ভাগীরথী, ভৃগুতুঙ্গ, ভোগবতী, মণা, মণিনাগ, মন্দাকিনী, মধুস্রব, মহানদী, মহালয় মহেশ্বরপদ, মার্কণ্ডেয়তীর্থ, (গঙ্গা গোমতী সঙ্গম) মাহেশ্বরী, মেধাবিকা, যমুনাপ্রভব, যোনিদ্বার, রাজগৃহ, রামতীর্থ, রুদ্রাবর্ত, রেণুকাতীর্থ, লবেডিকা, ললিতিকা, লৌহিত্য।

তীর্থপুরী—পশ্চিম তিব্বতে কৈলাস পর্বতের পশ্চিমে। দচিন বা গঙ্গেরি থেকে ১ মাইল। সাটলেজ নদীর তীরে। ভূলজু থেকে উ-পশ্চিমে হাটাপথে আধবেলা। এখানে একটি উষ্ণ গন্ধকপ্রস্রবন রয়েছে। এখানে এক গাদা ছাই দেখান হয়, ভস্মাসুর বা বৃকাসুরের ভস্মাবশেষ বলে। গুপ্তেশ্বর মহাদেবের মন্দির-গুহাতে নিহত হয়। মহাদেবের বর ছিল যার মাথা স্পর্শ করবে সেই ভস্ম হযে যাবে এবং মহাদেবেরই মাথা স্পর্শ করতে যায়। শিব পালিয়ে বিষ্ণুর কাছে আশ্রয় নেন। বিষ্ণু বুঝিযে অসুরকে নিজের মাথা স্পর্শ করতে বলেন ইত্যাদি। অন্য কাহিনীও আছে।

তুখার—তুষার। বাল্খ, ব্যাকট্রিয় (গ্রীক), তোখরিস্তান (আরব) মিলে ইউচি

দেশ। ইন্দো-সিদিয়ান্ দেশ। কনিষ্ক ছিলেন ইউচি। একটি মতে অক্সাস উপত্যকার ওপর অংশ এবং বাল্খ্ ও বদক্সান্ মিলে তুখার। তোখরি-দের দেশ। নকুল দেশটি জয় করেন। অশ্বের জন্য বিখ্যাত।

তুঙ্গভদ্রা—তুঙ্গবেণী। কৃষ্ণার একটি করদা শাখা। তুঙ্গ ও ভদ্রা নদী মিলে গঠিত। দুটি নদীই মহীশূরের দ-পশ্চিম প্রান্তে গঙ্গা-মূল থেকে উৎপন্ন। তুঙ্গভদ্রা তীরে কিষ্কিন্ধ্যা।

তুম্বুর—বিন্ধ্য পাহাড়ে একটি দেশ।

তুরুষ্ক—পূর্ব তুর্কিস্তান (গরুড়-পু)।

তুর্কিস্তান—শাকদ্বীপ, রসাতল, পাতাল। কেতুমালবর্ষ দেশে।

তুলজাভবানী—ভবানীনগর, তুলজাভবানী নগর, তুলজাপুর। থাওয়া স্টেসন থেকে ৪ মাইল : নিযর জেলাতে ; বর্তমানে নলড্রুগ জেলাতে। সোলাপুর স্টেসন থেকে ২৮ মাইল। একটি পীঠস্থান। এখানে মহিষাসুর নিহত হন। দেবী এখানে মহাসরস্বতী/তুকাই।

তুলুভ—তুলুঙ্গ। দক্ষিণ কানাড়া। পশ্চিমঘাট ও সমুদ্রের মধ্যে। কল্যাণপুর ও চন্দ্রগিরি নদীর মাঝখানে। এখানে মাধবাচার্যের জন্ম। মতান্তরে এটি বর্তমানের মালয়ালম। দ্রঃ মালাবার।

তৃতীয়া—গয়াতে তিলিয়া নদী (অগ্নি)।

তৃষ্ণাপল্লী—ত্রিশিরপল্লী। ত্রিচিনোপল্লি। মাদ্রাজ প্রদেশে। রাবণের সেনাপতি ত্রিশিরার দেশ।

তোণ্ডমণ্ডল—দ্রাবিড়ের অংশ। রাজধানী ছিল কাঞ্চিপুর। প্রবাদ কুলোতুঙ্গ চোল কুরুম্বর ভূমি নামক বনে এই কাঞ্চিপুর নির্মাণ করান। পরে অংশটি তোণ্ডমণ্ডল নামে পরিচিত হয়।

তোমর—আসামের দ-পশ্চিম প্রান্তে গারো পর্বতের অধিবাসী ; এলাকাটিরও নাম তোমর (= গারোপর্বত)।

তোসলি—তোসলে (টলেমি)। অশোকের ধৌলি লেখে উল্লিখিত। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে এটি কোসলক, বৃহৎসংহিতাতে কোসলা। অশোকের সময় দ-কোসল বা গাণ্ডোয়ানার অংশ।

ত্রি-ঋষি—যুক্ত প্রদেশে নৈনিতাল হ্রদ। হ্রদের তীরে নয়নাদেবীর মন্দির রয়েছে।

ত্রিকলিঙ্গ—তেলিঙ্গন (<ত্রিকলিঙ্গ), তিলিঙ্গ। প্লিনি অনুসারে স্থানটিতে কলিঙ্গ, মকো (মধ্য) কলিঙ্গ ও গাঙ্গেরিড-কলিঙ্গরা বাস করতেন। এখানে কলিঙ্গ অর্থে প্রকৃত কলিঙ্গ, মধ্যকলিঙ্গ = উড়িষ্যা এবং গাঙ্গেরিড কলিঙ্গ = রাঢ়। রাঢ়ের রাজধানী ছিল সপ্তগ্রাম। দ-কোসলের বা মধ্যপ্রদেশের রাজাদের ত্রিকলিঙ্গ-রাজ বলা হত। মতান্তরে ত্রিকলিঙ্গ = ধনকটক বা অমরাবতী, কৃষ্ণা তীরে + অন্ধ্র বা ওয়ারঙ্গল + কলিঙ্গ বা রাজমহেন্দ্রি (টলেমি)। গোদাবরী ও কৃষ্ণার মধ্যবর্তী এলাকাকে তেলিঙ্গন বলা হয়েছে। অশোকের শিলালেখে তেলিঙ্গন = সতিয়পুত্র ; তিলিঙ্গ দেশের রাজধানীকে বলা হয়েছে কোলো/গোলো কণ্ডাই। দ্রঃ অন্ধ্র।

ত্রিকূট—(১) সিংহলে, দ-পূর্ব কোণে একটি পাহাড়। (২) কাশ্মীরের দক্ষিণে এবং

পাঞ্জাবের উত্তরে একটি সুউচ্চ পাহাড় ; অথর্ববেদে এর উল্লেখ আছে। (৩) যমুনোত্রী পর্বত ; হিমালয়ে। (৪) রঘু একটি ত্রিকূট/ত্রিগিরি জয় করেন ; এই ত্রিকূট=জুন্নর বা টগর (টলেমি)।

ত্রি-গর্ত—লাহোর জেলার একটি অংশ ; জলন্ধর/জালন্ধর রাজ্য। মতান্তরে তাহোর/তিহোর, সাটলেজের পশ্চিম তীরে ; লুধিয়ানা থেকে কয়েক মাইল দূরে। কাঙড়া ও জলন্ধরে অবস্থিত ; চম্পা পাহাড় ও বিয়াস নদীর ওপর অংশের মাঝখানে ; অর্থাৎ এই কাঙড়া যেন প্রাচীন ত্রিগর্ত ; মতান্তরে জলন্ধর। তিনটি নদী রাভি, বিয়াস ও সাটলেজ এখানে গর্ত করেছে। শিলালেখেও ত্রিগর্ত বর্তমান জালন্ধর। (২) উ-কানাড়া ; দ্রঃ গোকর্ণ। দ্রঃ নগরকোট।

ত্রিচিনোপল্লি—উরগপুর (দ্রঃ), অর্গরোড (গ্রীক), নিচুলপুর, তৃষ্ণাপল্লী (দ্রঃ) ত্রিশিরপল্লী।

ত্রিনেত্রেশ্বর—কাথিওয়াড়ে ঝালোয়ার সার্বডিভিসানে থান। একটি তীর্থ। উবেন নদীর তীরে মহাদেব ত্রিনেত্রেশ্বরের মন্দির (স্কন্দ) ; কাছেই ভদ্রকর্ণ নামে একটি কুণ্ড বা হ্রদ।

ত্রিপদী—ত্রিমল, ভেঙ্কটগিরি, তিরুপতি, মাদ্রাজে উত্তর আরকটে। মাদ্রাজ সহর থেকে ৭২ মাইল উ-পশ্চিমে। রেনিগুণ্টা থেকে কাছেই। এই ভেঙ্কটগিরি/শেষাচলের মাথায় ভেঙ্কটেশ্বর নারায়ণ/বালাজি বিশ্বনাথের বিগ্রহ রয়েছে। রামানুজ প্রতিষ্ঠিত। পাহাড়ের পাদদেশে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার মূর্তি রয়েছে। লঙ্কা থেকে ফেরার পথে এক রাত্রি এঁরা এখানে বিশ্রাম করেছিলেন প্রবাদ। শেষাচলে পাপনাশিনী গঙ্গার উৎপত্তি।

ত্রিপুরা—ত্রিপুরী, কত্তপুর, কিরাতদেশ, সুহ্মদেশ। কামরূপের অন্তর্গত ছিল। পার্বত্য ত্রিপুরাতে উদয়পুর পাহাড়ে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির একটি পীঠস্থান। ত্রিপুরা ও আরাকান মিলে সুহ্মদেশ।

ত্রিপুর—(মহা), ত্রিপুরী, টিয়োর। নর্মদা তীরে। জব্বলপুর থেকে ৬ মাইল পশ্চিমে। তারকাসুরের ছেলেদের এই পুর ; এখানে ধ্বংস হয়। কাহিনীটি শৈবদের হাতে বৌদ্ধ বিতাড়ন কাহিনী। কলচুরি রাজ কোকল্লদেবের রাজধানী (খৃ ৯ শতক)। চেদি রাজধানী ; অপর নাম চেদি নগর। চেদি সম্বৎ (২৪৮ খৃ) কলচুরিরা চালু করেন। উষার পিতৃ রাজধানী বাণপুর, শোণিতপুর।

ত্রিবেণী—(১) দক্ষিণ প্রয়াগ ; বাঙলাতে হুগলির উত্তরে ; মুক্তবেণী, গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী তিনটি নদী এখানে ভাগ হয়ে গেছে। (২) যুক্তবেণী ; এই তিনটি নদী এলাহাবাদে যুক্ত হয়েছে, এটি প্রয়াগ (দ্রঃ)। (৩) এটোয়া ও কল্পির মধ্যে যমুনা, চম্বল ও সিন্ধু সঙ্গম। (৪) পূর্ণিয়াতে নাথপুরের কাছে তিনটি কোশি নদী তোমর, তোম্বর, অরুণা ও সুন/সূর্য কোশি সঙ্গম ; অপর নাম কোকামুখ সঙ্গম। কোকাক্ষেত্র (দ্রঃ)। বরাহক্ষেত্রের অব্যবহিত ওপরে। এর পর নদী সমতলে নেমে এসেছে। (৫) গণ্ডক, দেবিকা (দ্রঃ) ও ব্রহ্মপুরী সঙ্গম=গজেন্দ্রমোক্ষ (দ্রঃ)। (৬) গুজরাটে সোমনাথ পত্তনের কাছে সরস্বতী হিরণ্য ও কপিলা সঙ্গম।

ত্রিলোকনাথ—কুলুতে লাহুল নামক স্থানে একটি তীর্থ। এখানে মহাদেবের বিগ্রহ

পাণ্ডবদের স্থাপিত ; প্রবাদ। দ্রঃ কুলুত।

ত্রিশূল গঙ্গা—ত্রিশূলগণ্ডকী। গণ্ডকী ও ত্রিশূল নদী সঙ্গমের পরবর্তী গণ্ডকী অংশ। নেপালে নোয়াকোট উপত্যকাতে।

ত্রিস্রোতা—(১) তিস্তা, তৃষ্ণা। রঙপুরে ; কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতে উৎপত্তি। (২) গঙ্গা।

ত্রিহুত—তীরভুক্তি, বিদেহ (দ্রঃ), মিথিলা, লিচ্ছবি। জনক ও পরে লিচ্ছবিদের রাজ্য।

ত্রোপিন (গ্রীক)—ত্রিপুরষ ; কোচিনের প্রাচীন রাজধানী। ত্রোপিন (প্লিনি) তিকপস্তর ; কোচিনের বিপরীত দিকে।

থাটন—পেগুতে সুধর্ম নগর। সিতঙ ; নদীর তীরে ; মর্তবানের উপরে। একটি মতে এটি মহাবংশের সুবর্ণ ভূমি ; গোল্ডেন চেরসোনেজ। অন্য মতে বর্মা= সুবর্ণভূমি।

দক্ষিণ কেদার—মহীশূরে বলিগামী/বল্লীপুর। এখানেও কেদারনাথের মন্দির রয়েছে। বিখ্যাত তীর্থ।

দক্ষিণ গঙ্গা—গোদাবরী। কাবেরী (নৃসি পু)। নর্মদা (স্কন্দ পু)। তুঙ্গভদ্রা (বিলহন)।

দক্ষিণ গিরি—(১) চেতিয় (দ্রঃ) ; ভূপালের রাজধানী : (২) মগধে একনালাতে একটি গ্রাম যেন। বুদ্ধদেব এখানে কাশিভরদ্বাজসূত্ত উপদেশ দেন।

দক্ষিণ মথুরা—মাদ্রাজ প্রদেশে কৃতমালা নদীর তীরে মদুরা, মথুরা বা মীনাক্ষী (দ্রঃ)। পাণ্ড্যদের প্রাচীন রাজধানী। যুক্তপ্রদেশের অনুরূপ যেন।

দক্ষিণসিন্ধু—কালিসিন্ধ ; চম্বলের একটি করদা। মেঘদূতের এটি সিন্ধু।

দাক্ষিণাপথ—দাক্ষিণাত্য। নর্মদার দক্ষিণ অংশ। বিন্ধ্যের দ-অংশ। দক্ষিণাবদেশ (গ্রীক)। প্রথম দিকে গোদাবরীর ওপর অংশেরও আর্য বসতি বোঝাত। মহারাষ্ট্র (দ্রঃ)।

দণ্ডকারণ্য—মহারাষ্ট্র ; নাগপুর সমেত। রামায়ণে বিন্ধ্য ও শৈবাল পর্বতের মধ্যগত এলাকা। রামচন্দ্র এখানে কিছু দিন ছিলেন। দণ্ডকের একটি অংশ জনস্থানগড। মতান্তরে বুন্দেলখণ্ড থেকে কৃষ্ণা পর্যন্ত বন এলাকা। ভবভূতির মতে জনস্থানের পশ্চিমে দণ্ডক। মধুমন্ত।

দন্তপুর—(১) কলিঙ্গের প্রাচীন রাজধানী। (২) উড়িষ্যাতে পুরী, দন্তর। পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র (দ্রঃ)। বুদ্ধদেবের বাম শ্বদন্ত এখানে প্রথমে ছিল। কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্ত বুদ্ধের মৃত্যুর কিছু পরে এনে স্থাপন করেছিলেন। চিতা থেকে নিয়ে ক্ষেম এটি ব্রহ্মদত্তকে দিয়েছিলেন। খৃ-৪ শতকে কলিঙ্গরাজ গুহশিব দাঁতটিকে পাটলিপুত্রে নিয়ে গিয়ে জৈনদের নানাভাবে বারবার বেকুব করেছিলেন ; এবং তারপর ফিরিয়ে আনেন। এরপর দাঁতটি কেড়ে নেবার জন্য দন্তপুর আক্রান্ত হয় ; গুহশিব মারা পড়েন। কিন্তু গুহশিবের মেয়ে হেমমালা ও জামতা দন্ত কুমার (গুহশিবের ভাগনে এবং উজ্জয়িনীর রাজপুত্র) দাঁতটি নিয়ে সিংহলে পালিয়ে যান। কীর্তিশ্রী মেঘবাহন (২৯৮-৩২৬ খৃ) অনুরাধপুরে এটি রক্ষা করেন। বর্তমানে কাণ্ডিতে শ্রীবর্দ্ধন পুরে মালিগয় মন্দিরে রক্ষিত। মেদিনীপুরে দাঁতন বা গোদাবরী তীরে রাজমাহেন্দ্রিকেও দন্তপুর মনে করা হত। বর্তমানে নিশ্চিত মনে হয় পুরীই দন্তপুর।

দন্তুর—বৈতরণী নদী ; বাসেইনের উত্তরে ; পরশুরাম এটিকে পৃথিবীতে আনেন। (২) পুরী।

দমিল—কেরল (দ্রঃ)। দ-মালাবার। মালাবার উপকূলে। লিমুরিক (টলেমি)। অন্য মতে সিংহলে/নাগদ্বীপে—এখানে দমিল বংশ রাজত্ব করত।

দরদ—দরদ-ই স্তান। কাশ্মীরের উত্তর অংশে। রাজধানী ছিল দরৎপুরী, গুরেজ। উদ্যান (দ্রঃ) দেশের অংশ। হেরোডোটাসের সময় থেকে আজও একই জায়গায় এরা বাস করছে। চিত্রল ও য়াসিন থেকে সিন্ধুনদীর অপর পারে ইত্যাদি স্থানে বিষেণ গঙ্গা উপত্যকাতে। কাশ্মীরের অব্যবহিত উ-পর্যন্ত। গিলগিট (দ্রঃ)।

দর্ব—দর্ভ ; উপজাতি। অভিসারদের সঙ্গে বাস করত। বিতস্তা ও চন্দ্রভাগার মধ্য অংশে।

দর্ভাবতী—দর্ববতী। গুজরাটে দাভোই। বরোচ থেকে ৩৮ মাইল উ-পূর্বে এবং বরদা থেকে ২০ মাইল দ-পূর্বে। অন্য মতে এটি দিভাই - বাডোফ (গ্রীক) ; বুলন্দসব থেকে ২৬ মাইল দ-পশ্চিমে।

দর্শনপুর—গুজরাটে বনস নদীর তীরে দিসা।

দলাকিশোর—দ্বারিকেশ্বরী নদী। দ্বারকেশী। রূপনারায়ণের শাখা। বাঙলাতে বিষ্ণুপুরে।

দশপুর—মালবে দশর। মান্দাসোর।

দশার্ণ—দশ+ঋণ (দুর্গ)। মহাভারতে পশ্চিম দিকে একটি দশার্ণ (নকুল জয় করেন), এবং পূর্বে আর একটি দশার্ণ। পূর্ব মালব+ভূপাল রাজ্য মিলে প-দশার্ণ; রাজধানী বিদিসা। অশোকের সময় এই রাজধানী। পূর্ব দশার্ণ পেরিপ্লাসে দোসরেন; মধ্যপ্রদেশের ছত্রিশগডের অংশ। (২) দশন/দশান নদী ; মতান্তরে এটি বুন্দেল খণ্ডের ধোস-অউন=টলেমির দোসরন। দ্রঃ ছত্রিশগড।

দশার্হ—গুজরাটে দ্বারকা। দ্রঃ কুকুর।

দামোদর—ধর্মোদয়, দামুদা নদী।

দারিয়ুস—বুদ্ধের মৃত্যুর ৩০ বছর পরে ভারত আক্রমণ করেন দ্রঃ তক্ষশিলা।

দারুবন—দেবদারু বন (দ্রঃ), দারুকা বন, চমৎকার পুর (দ্রঃ)। এটি নিজাম রাজ্যে অউন্ধা, পর্ভনি থেকে ২৫ মাইল দ-পূর্বে। এখানে মহাদেব নাগেশের মন্দির রয়েছে। ১২ টি জ্যোতির্লিঙ্গের একটি। শিব পুরাণে প-সমুদ্রতীরে।

দার্বাভিসার—বিতস্তা থেকে চন্দ্রভাগা পর্যন্ত সমতল এলাকা। পার্বত্য রাজ্য রাজপুরী এর অন্তর্গত। কাশ্মীরের অধীনে ছিল। দ্রঃ দর্ব।

দালভ্যআশ্রম—দালমৌ। বায়বেরিলিতে গঙ্গার তীরে।

দিল্লি—ইন্দ্রপ্রস্থ (দ্রঃ), দেহলি, বর্তমানে ইন্দ্রপৎ। দ্রঃ তিলপ্রস্থ। বর্তমান দিল্লি অর্থে সাহাজাহানবাদ (সাহাজাহান নির্মিত)+তোঘলক বাদ (গিয়াসুদ্দিন তোঘলক নির্মিত)+প্রাচীন হিন্দু দিল্লি (তোমর, চোহানদের এলাকা)। এই হিন্দু এলাকার নাম ছিল যোগিনীপুর। ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে পুরাতন হিন্দু নগর ৫ মাইল মত। এখানে রাজা ধব একটি লৌহ স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন (খৃ ৪-শতক) ; পাঞ্জাবের বাহ্লিকদের পরাজিত করার স্মৃতি হিসাবে। অবশ্য প্রকৃত ঘটনা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের ছেলে প্রথম

কুমারগুপ্ত স্থাপিত। পৃথ্বিরাজের যজ্ঞশালা নামক এলাকাটিতে স্তম্ভটি বর্তমান। পুরাতন দিল্লিতে দ্বিতীয় অনঙ্গপালের দুর্গ (১০৬০ খৃ) এবং যোগমায়ার মন্দির রয়েছে। দিল্লিতে অশোকের অনুশাসন যুক্ত দুটি স্তম্ভ :-একটি ফিরোজশাহ কোটিলাতে (শ্রুঘ্নের (দ্রঃ) কাছে খিজিরাবাদ থেকে সরিয়ে আনা হয়েছিল)। আর একটি রয়েছে মেমোরিয়াল টাওয়ারের কাছে (মিরাট থেকে আনা)।

দীপবতী—দিবর দ্বীপ। গোয়া দ্বীপের উত্তরে। এখানে পঞ্চগঙ্গা তীরে প্রাচীন নার্ভেম-এ মহাদেব সপ্ত কোটীশ্বরের মন্দির রয়েছে ; সপ্তঋষি স্থাপিত।

দীর্ঘপুর—দীগ। ভরতপুর রাজ্যে।

দুধগঙ্গা—গাড়োয়ালে। মন্দাকিনীর একটি করদা। অলকানন্দার একটি শাখা।

দুর্গশৈল—এল বুর্জ পর্বত। শাকদ্বীপে। দুর্গ = বুর্জ।

দুর্গা- গুজরাটে সবরমতীর একটি করদা শাখা।

দুর্জয়লিঙ্গ—>দার্জিলিঙ>দোরেজ। এখানে দুর্জয় লিঙ্গ মহাদেবের মন্দির রয়েছে। মতান্তরে অবজারভেটরি পাহাড়ে দোরেজ গুহা থেকে এই নাম।

দুর্বাসাআশ্রম—(১) কহল গাও (দ্রঃ)। (২) রাজাউলি থেকে ৭-মাইল উ-পূর্বে পাহাড়ের মাথায় ; চলতি নাম দুবাউর (<দুর্বাসাপুর) ; গয়া জেলার নওদা সাবডিভিসানে।

দৃষদ্বতী—কগ্‌গর বা ঘগ্‌গর। আম্বালা ও সিরহিন্দের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ছিল। বর্তমানে রাজপুতানার বালিতে মিশে গেছে। কুরুক্ষেত্রের দ-সীমানা ছিল। দ্রঃ রক্ষী। মতান্তরে এটি চিতঙ/চৌতঙ/চিতঙ্গ/চিত্রঙ্গ ; সরস্বতীব দক্ষিণে সমান্তরাল নদী ; ফলকীবন মধ্য গত।

দেবগিরি—দেবগড়, ধরগড়, টগর (দ্রঃ), দৌলতাবাদ। শিবপুরাণে উল্লেখ আছে। বোপদেব ও হিমাদ্রি এখানে রাজসভাতে ছিলেন। দ্রঃ শিবালয়। (২) আরাবল্লী শাখার একটি অংশ। (৩) চম্বলের কাছে একটি পাহাড় ; উজ্জয়িনী ও মন্দাসোরের মধ্য অংশে। (৪) একটি মতে মালবের মধ্যস্থানে চম্বলের দক্ষিণে দেবগড়/দেবগিরি।

দেবদারুবন—গাড়োয়ালে কেদারের কাছে গঙ্গাতীরে। এখানে লিঙ্গ পূজার প্রথম প্রবর্তন হয়। এই বনে বদরিকাশ্রম অবস্থিত। দঃ দারুবন, কামাশ্রম।

দেবপুর—মধ্যভারতে রায়পুর জেলাতে মহানদী ও পইরি/প্রেতোদ্ধারিণী সঙ্গমে রাজিম<রাজীবলোচন। রায়পুর সহর থেকে ২৪ মাইল দ-পূর্বে। শত্রুঘ্নকে রক্ষা করতে রাম এখানে এসেছিলেন। এখানে রামচন্দ্রের মন্দিরে অষ্টম শতকের একটি লিপিলেখ রয়েছে।

দেববন্দর—দিউ ; গুজরাটে। খৃ ৭-ম শতকে পার্সীরা প্রথমে এখানে আসেন। তারপর ভারতের পশ্চিম উপকূলে সঞ্জন দ্বীপে বসবাস আরম্ভ করেন।

দেবরাষ্ট্র—মারাঠা দেশ। সমুদ্রগুপ্ত ৩৪০ খৃষ্টাব্দে জয় করেছিলেন।

দেবল—তত্ত ; সিন্ধুতে। এই সহরের ধ্বংসাবশেষ দিয়ে সিন্ধেলাহরি/লারি বন্দর নির্মিত।

দেবিকা—অযোধ্যাতে দেবা নদী। সরযূ = গোগরা। সরযূর দক্ষিণ অংশ দেবিকা/ দেবা ; উত্তর অংশ কুমায়ুনে কালিনদী সঙ্গমের পর থেকে কালিনদী নামে পরিচিত।

দ্রঃ কালী নদী। কালিকা পুরাণে গোমতী ও সরযূর মধ্যবর্তী স্থানে একটি আলাদা নদী। গণ্ডক, সরযূ (দেবিকা) ও গঙ্গা সঙ্গমও ত্রিবেণী (দ্রঃ); ছাপরার কাছে সিঙ্গিতে। (২) পাঞ্জাবে রাভি নদীর একটি করদা শাখা; সৌবীর (দ্রঃ) দেশ বিধৌত করেছে। নদীটি মৈনাক (শিবালিক) শাখাতে উৎপন্ন। মদ্র দেশের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে। মূলতান ছিল এই দেবিকা নদীর তীরে। রাভির দক্ষিণে একটি করদা শাখা দীঘ বদী মনে হয় এই দেবিকা; বামন পুরাণেও এই কথাই যেন বলা হয়েছে।

দেবীপত্তন—দেবীপাটন। অযোধ্যাতে গোণ্ডা থেকে ৪৬ মাইল উ-পূর্বে। পীঠস্থান: দেবীর ডান হাত পড়েছিল।

দ্বারাবতী—দ্বারকা, দ্বারিকা, কুশস্থলী, দশার্ণ, গুজরাটে। ইক্ষ্বাকুর ভ্রাতুষ্পুত্র আনর্ত স্থাপিত। মথুরা থেকে রণ ছেড়ে চলে এসে কৃষ্ণ এখানে রাজধানী করেন। ফলে রণ-ছোড়নাথ নামে কৃষ্ণ এখানে পুজিত হন। (২) সায়ামের প্রাচীন রাজধানী; দ্বারাবতী - অযুথ্য = অযুধ্য। (৩) দ্বারসমুদ্র — হলেবিড; হাসান জেলাতে; মহীশূরে। দ্রঃ চের।

দ্বৈতবন—দেওবাঁদ, দেওবন্দ। যুক্তপ্রদেশে সাহারানপুব জেলাতে। মিরাট থেকে ৫৩ মাইল উত্তরে। পর্ব কালিন্দী থেকে ২·৫ মাইল। পাণ্ডবরা এখানে বনবাসেব সময় ছিলেন। এখানে সহব থেকে আধ মাইল দূরে দেবীকুণ্ড নামে একটি ছোট হ্রদ আছে। এই হ্রদের তীবে বহু মন্দিব ও ঘাট রয়েছে। এই দ্বৈত বনে মীমাংসা দার্শনিক জৈমিনির জন্ম।

দ্রমিল—সম্ভবত দমিল(দ্রঃ)। অন্য মতে দ্রাবিড (দ্রঃ); পল্লবদের বাসস্থান। পর্ব উপকূলে।

দ্রাবিড়—দ্রবিড়। দাক্ষিণাত্যের অংশ। দ্রমিল (দ্রঃ)। মাদ্রাজ থেকে শ্রীরঙ্গপত্তম ও কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত। পেন্নর (দ্রঃ) বা তৃপ্তি নদীর দক্ষিণে দেশ। রাজধানী কাঞ্চিপুর। মহাভারতে এব উত্তর সীমা গোদাবরী। চোল দ্রঃ।

ধনকটক— সুধন্যকটক, ধবণীকোট, ধান্যকটক, ধান্যবতীপুর, ধর্মকোট, ধমনকটক। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে কৃষ্ণা বা গুণ্টুর জেলাতে। অমরাবতী (আমরাওটি) থেকে ১-মাইল পশ্চিমে এবং বেজোয়াদা থেকে ১৮ মাইল পশ্চিমে। কৃষ্ণার দ-তীরে; অন্ধ্রের রাজধানী। একটি মতে এটি যেন বেজোয়াদা। ২০০ খৃ-পূ থেকে প্রসিদ্ধ। পুরাণে অন্ধ্রভৃত্যকদের এবং লিপিলেখে সাতকর্ণিদের (=শালিবাহন) রাজধানী। ধনকটক = ধনকটকছেক রাজধানী হলেও যুবরাজেরা অনেক সময় গোদাবরী তীবে পৈঠানে বাস করতেন। এখানে নাগার্জুন স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। ভিক্ষু ভাব-বিবেক এখানে মৈত্রেয় বুদ্ধের জন্মের অপেক্ষায় ছিলেন।

ধনুষ্কোটি—ধনু তীর্থ। পকপ্রণালীতে রামেশ্বরম দ্বীপের পূর্বপ্রান্তে। রামেশ্বর থেকে ১০-১২ মাইল মত। লক্ষ্মণ বাণ বিদ্ধ কৃত প্রণালী। কেপ কোরি (টলেমি)।

ধবলাগিরি—ধবলি পর্বত, ধৌলি। উড়িষ্যাতে খুর্দা সাবডিভিসানে। খণ্ডগিরি থেকে ৫ মাইল। ভুবনেশ্বরের থেকে ৪-৫ মাইল খণ্ডগিরি। এখানে অশোকের শিলালেখ ও বহু বৌদ্ধগুহা রয়েছে। ধৌলি শিলালেখে আছে 'দুবলহি তুফ' = দুর্বলদের স্তূপ। অর্থাৎ ধৌলি হচ্ছে দুর্বল > দুবল বিহার। শিলালেখে আছে পাহাড়টি তোসল-এ অবস্থিত।

এই তোসল = 'তোসলাঃ কোসলাঃ' (ব্রহ্মাণ্ড)। গিরনর ও ধৌলি শিলালেখ অক্ষর ও ভাষার দিক্ থেকে পুনরাবৃত্তি।

ধরাবৎ—গয়া জেলাতে জাহানাবাদ জাবডিভিসানে। এখানে কুণ্ব পর্বতে গুণমতী বিহারে হিউ-এন-ৎসাঙ এসেছিলেন।

ধর্মপত্তন—(১) শ্রাবস্তী। (২) কালিকাট।

ধর্মারণ্য—(১) ধর্মপৃষ্ঠ, ধর্মপ্রতিষ্ঠান। বুদ্ধগয়া থেকে ৪ মাইল। যুক্তপ্রদেশে গাজিপুর, বালিয়া (ভৃগু আশ্রম দ্রঃ) ও জৌনপুরের কিছু কিছু অংশ মিলে প্রাচীন ধর্মারণ্য। এখানে ধর্মেশ্বরের একটি মন্দির রয়েছে। ব্রহ্মসর নামে ও একটি তীর্থ ছিল। (২) কিছু মতে বালিয়া ও গাজিপুরের অংশ (দ্রঃ ভৃগু আশ্রম)। (৩) মির্জাপুর জেলাতে বিন্ধ্যাচল সহর থেকে ১৪ মাইল উত্তরে মোহরপুর বা প্রাচীন মোহেরক পুর। ঐ মোহরপুর থেকে ৩ মাইল উত্তরে গৌতমের কাছে অভিশপ্ত হয়ে ইন্দ্র তপস্যা করেছিলেন। (৪) হিমালয়ে মন্দাকিনী নদীর দ-তীরে। (৫) রাজপুতানাতে কোটার কাছে কণ্ব আশ্রম।

ধারানগর—মালবে ধার/ধর। রাজা ভোজের (খৃ ৯ শতক) রাজধানী। প্রবাদ কালিদাস ও প্রসন্ন রাঘব রচয়িতা এঁর সভাতে ছিলেন।

ধুন্ধুঢ়—অম্বর (দ্রঃ)। ধুন্ধুমার>ধুন্ধু -সারা জয়পুর; বিশেষত অম্বর। মরুধন্বনের অন্তর্গত ছিল।

ধূতপাপ—(১) ধোপাপ। গোমতী তীরে। অযোধ্যাতে সুলতান পুর থেকে ১৮ মাইল দ-পূর্বে। এখানে রাবণ বধের পাপ থেকে স্নান করে রাম মুক্তি পান। দ্রঃ হত্যাহরণ। মুঙ্গেরে কষ্টহারিণী ঘাটেও ঐ জন্য স্নান করেছিলেন বলা হয়। ২) বারাণসীতে গঙ্গার একটি করদা।

ধোতী—শরণ। অযোধ্যাতে ফয়জাবাদ জেলাতে মহ ও বিশ্বা নদীর সঙ্গমে। এখানে দশরথ সিন্ধুকে বধ করেছিলেন। কাছেই অন্ধমুনির আশ্রম ছিল।

নগরকোট—কাঙড়া বা কোট কাঙড়া। কোহিস্তানে মান্ঝি ও বনগঙ্গা নদীর সঙ্গমে। এখানে মাতাদেবী বা বজ্রেশ্বরীর মন্দির রয়েছে। মামুদ গজনি এটি নষ্ট করেছিল। পীঠস্থান। সতীর স্তন পড়েছিল। ত্রিগর্ত বা কুলুতদের প্রাচীন রাজধানী। এখানে ধ্বংসাবশেষ দুর্গটিকে একদিন অপরাজেয় মনে করা হত। দুর্গের মধ্যে হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। কাঙড়া থেকে ১ মাইল দূরে জন বহুল ভবন সহর 'মূলকের' পাহাড়ের দ-ঢালু গায়ে। এই সহরেও একটি হিন্দু মন্দির রয়েছে; মন্দিরের চূড়া গিলটি করা। প্রাচীন নাম সুশর্মা পুর/নগর। কাঙড়া উপত্যকাতে একটি বিচ্ছিন্ন পাহাড় আশাপুরী: এটি তীর্থস্থান।

নগরহার—নিগরহার, নিগ্রহার, নিরাহার। সুরখর বা সুরখ্-রুদ এবং কাবুল নদীর সঙ্গমে। জালালাবাদের কাছে। কাছেই একটি গ্রামের নাম আজও নগরক, নে-কিয়ে (ফা হিয়েন) বা নাংকিয়া-লো-হো (হিউ-এন-ৎসাঙ)। একটি মতে জালালাবাদ থেকে ৪-৫ মাইল পশ্চিমে ননৃঘেনহর বা ননগ্নিহর। টলেমি একে নগর বা ডিয়োনিসপোলিস বলেছেন; স্তূপ (দ্রঃ) (আলেকজেন্দ্রীয়) ও নেকেয়হর নামও পাওয়া যায়। কাবুল উপত্যকার নাম মুনগ্নিহর এবং এই উপত্যকাতে ৯-টি পাহাড়ি নদী

রয়েছে। ১৫৭০ সালে আকবর জালালাবাদ সহর স্থাপন করেনও এখানে যেন গ্রীক রাজধানী কাবুল নদীর দক্ষিণ তীরে জালালাবাদের কাছেই অবস্থিত ছিল। গ্রীক রাজা এগাথোক্লেস ও প্যান্টালিয়োনের রাজধানী। মামুদগজনির সময়েও ডিয়োনিসো-পোলিস নাম চালু ছিল। আলবেরুনি বলেছেন ডিরুস সহর কাবুল ও পেশোয়ারের মধ্যে অবস্থিত। অপর নাম উদ্যানপুর। নগরহার ধ্বংসাবশেষের কিছু দূরে এবং নদীর অপর পারে মর-খো অর্থাৎ মেরু পর্বত (আলেকজেন্দ্রীয়)অবস্থিত। জালালাবাদে ৪০-টি মত বৌদ্ধ স্তূপ (খৃ ১-৭ শতক) রয়েছে। কাবুল নদীর দ-তীরে এই নগরহার ছিল ভারতের শেষ সীমানা। গুসেরোয়া (বিহার থেকে ১০ মাইল দ-পূ) শিলালেখে নগরহারকে উত্তরাপথে অবস্থিত বলা হয়েছে। অমরাবতী (দ্রঃ)।

নন্দনসর—কাশ্মীরে পির্‌পঞ্জাল পর্বতের উত্তর দিকে একটি পবিত্র হ্রদ।

নন্দা—(১) সরস্বতীর একটি অংশ (পদ্ম)। (২) কসি নদীর পূব দিকে মহানন্দা নদী (মহা) বাঙলাতে। (৩) গাড়োয়ালে মন্দাকিনী নদিকা ; অলকানন্দাতে এসে মিশেছে ; এই সঙ্গম নন্দপ্রয়াগ (ব্রহ্মাণ্ড, দ্রঃ পঞ্চ প্রয়াগ)। ভাগবতে আছে কৈলাসে অলকার এক পাশে নন্দা অপরপাশে অলকানন্দা ; দুটি নদী। (৪) গোদাবরী নদী। (৫) নন্দা বা নন্দাদেবী ; কুমায়ুনে বরফ ঢাকা শঙ্কু মত একটি শিখর ; এখানে নন্দা দেবীর বিখ্যাত মন্দির রয়েছে।

নন্দাকিনী—পুরাণে নন্দা (দ্রঃ)। গাড়োয়ালে অলকানন্দাতে এসে মিশেছে। পঞ্চ প্রয়াগ দ্রঃ।

নন্দিক্ষেত্র—কাশ্মীরে শ্রীনগর থেকে ২৩ মাইল ; হরমুখ পাহাড়ের কাছে। এই এলাকাতেই গঙ্গাবল হ্রদ ও নন্দিসর হ্রদ (নন্দকোল/কালোদক) রয়েছে। নন্দিসর শিবপার্বতীর আবাস স্থল। হরমুখ পর্বতের পূব দিকের তুষার নদীর পাদদেশের উপত্যকা। এখানে জ্যেষ্ঠরুদ্র/জ্যেষ্ঠেশ্বর মন্দির রয়েছে।

নন্দিগিরি—মহীশূরে নন্দিদ্রুগ। এখানে শিব মন্দির রয়েছে। ৫টি নদীর উৎপত্তি এখানে। উ-পিনাকিনী (পেন্নর), দ-পিনাকিনী (পাপঘ্নী), চিত্রবতী, ক্ষীরনদী (পালড়) ও অর্কবতী। পাহাড় কেটে নন্দির মুখ তৈরি করা হয়েছে ; এই মুখ থেকে ক্ষীরনদী যেন বার হয়েছে। লিঙ্গপুরাণে নদীগুলির নাম অন্য। দ্রঃ পঞ্চ নদ।

নন্দিগ্রাম—নন্দ গাঁও। অযোধ্যাতে। ফয়জাবাদ থেকে ৮—৯ মাইল দক্ষিণে। ভরত কুণ্ডের কাছে। নন্দন গাঁও ; ভদ্রাশা।

নন্দিপুর—দেবী নন্দিনী থেকে নাম। পীঠস্থান। বীরভূমে।

নবগান্ধার—কান্দাহার (দ্রঃ)। চার জন রক্ষণদেবতা বোধিলাভের পর বুদ্ধদেবকে চারটি ভিক্ষা পাত্র দিলে বুদ্ধদেব এই চারটি পাত্রকে একটিতে পরিণত করে লিচ্ছবিদের দান করেন ; বৈশালীতেই এটি ছিল। খৃ ২-শতকে কণিষ্ক এটি নিয়ে যান। কি-তোলো গান্ধার জয় করলে গান্ধার বাসীরা এটিকে নবগান্ধারে কান্দাহারে (খৃ ৫ শতকে) নিয়ে চলে যান।

নবদেবকুল—নবল। অযোধ্যাতে বান-গরমউ-এর কাছে। উনাও থেকে ৩৩ মাইল দ-পশ্চিমে এবং কনৌজ থেকে ১৯ মাইল দ-পূর্বে। হিউ-এন-ৎসাঙ এখানে এসেছিলেন। আলবি দ্রঃ।

নবদ্বীপ—নদীয়া। প্রাচীন নবদ্বীপ=মায়াপুর ; গঙ্গার অপর পারে। বর্তমান নবদ্বীপ প্রাচীন কুলিয়া গ্রাম। নবদ্বীপ হিন্দু রাজাদের রাজধানী। বল্লালসেনের প্রপৌত্র অশোকসেনের (লক্ষ্মসেনের পৌত্র—লক্ষ্মণীয়া) এখানে সভাগৃহ ছিল। দ্রঃ মিথিলা।

নবরাষ্ট্র—নৌসরি। নোয়াগ্রাম (টলেমি)। বোম্বেতে ব্রোচ জেলা।

নর্মদা—মুরলা, মুরণ্ডলা, পূর্বগঙ্গা, রেবা। নদীটি অমরকণ্টক পর্বতে উৎপন্ন। এরপর প্রথম প্রপাত কপিলধারা (দ্রঃ কপিলা) এবং কাম্বে উপসাগরে এসে পড়েছে। মোহনার নাম নর্মদা-উদধি সঙ্গম। এটি জমদগ্নি তীর্থ।

নলিনী—পদ্মানদী (রামা)। পদ্মপুরাণে নলিনী ও পদ্মা দুটি নদী। বর্ণনা থেকে নলিনী যেন ব্রহ্মপুত্র। অপর নাম বটোদক।

নাগরী –মধ্যমিকা (জেতৃত্তর দ্রঃ)।

নাটিকা—নাডিকা, কুণ্ডগ্রাম (দ্রঃ), কোল্লাগ। বৈশালীর (দ্রঃ) উপকণ্ঠে। এখানে নাট ক্ষত্রিয়েরা বাস করত। এখানে জ্ঞাত্রিক ক্ষত্রিয়দেরও বাস ছিল ; এই বংশে মহাবীর জন্মান।

নাথদ্বার—সিয়র। বনস নদীর তীরে। উদয় পুর থেকে ২২ মাইল উ-পূর্বে। বিখ্যাত প্রাচীন কেশবদেব মূর্তিটিকে রাণা রাজসিংহ মথুরা থেকে এখানে সরিয়ে আনেন ; ঔরঙজেবের ভয়ে।

নারায়ণপর্বত—বদরিকাশ্রমে একটি পাহাড়। অলকানন্দার বাম তীরে।

নারায়ণসর—সিন্ধু নদীর মোহনাতে একটি হ্রদ। কচ্ছের রানের প-প্রান্তে। লখপত থেকে ১৮ মাইল দ-পশ্চিম। দ্বারকার সমান পবিত্র। এখানে ৫-টি পবিত্র সরোবর : উত্তরে মানস, পূর্বে বিন্দু (ভুবনেশ্বর), দক্ষিণে পম্পা, পশ্চিমে নারায়ণ সর ও মধ্য অংশে পুষ্কর রয়েছে।

নালন্দা—বরগাঁও। রাজগির থেকে ৭ মাইল উ-পশ্চিমে ; পাটনা জেলাতে। খৃ ১৩ শতকে বিখ্যাত বৌদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্র ছিল। বিহারগ্রাম>বরগাঁও। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাটিতে বর্তমান চাষ হচ্ছে। হিউ-এন-ৎসাঙ বলেছেন ইঁটের প্রাচীর ঘেরা সীমানার মধ্যে আটটি এলাকা ছিল ; ভেতরে আসার একটি মাত্র দরজা ছিল। নালন্দা থেকে ৪ মাইল দ-পূ কালপিনাক গ্রামে (হিউ-এন-ৎসাঙ মতে) মতান্তরে রাজগৃহের কাছে নারদগ্রামে ; আর এক মতে রাজগৃহ থেকে ৪ মাইল দূরে অলন্দতে সারিপুত্ত জন্মান। অর্থাৎ নারদগ্রাম=অলন্দ>নালন্দ যেন। পিতা ধর্মপতি, মা সারী, সাতটি ছেলের মধ্যে কনিষ্ঠ সারিপুত্ত ; নালন্দাতেই দেহ রাখেন। শঙ্কর ও মুদগরগামী দুই ভাই মিলে সারীপুত্রের জন্মস্থানে বিখ্যাত বিহারটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। হিউ-এন-ৎসাঙ বলেছেন রাজা শক্রাদিত্য নির্মাণ করেছিলেন। নালন্দা বিহারে নাগার্জুন (১-২ খৃ শতকে) বাস করতেন। বহু চীনা পরিব্রাজক ও হিউ-এন-ৎসাঙ ও ই-ৎসিঙ এখানে অধ্যয়ন করেছিলেন। নালন্দার বিখ্যাত মন্দিরটি বৌদ্ধগয়ার মন্দিরটির অনুরূপ ; খৃ ১-ম শতকে বালাদিত্য নির্মিত। এখানে রাস্তার ধারে উত্তর দিক থেকে তৃতীয় স্তূপটি মনে হয় এই মন্দির। অপর মতে সারিপুত্তের যেখানে শেষকৃত্য করা হয়েছিল সেইখানে নালন্দা বিহারের উ-পশ্চিমে এই মন্দির নির্মিত হয়েছিল ;

ভেতরে বুদ্ধের মস্তবড় একটি প্রতিমা ছিল। ইউ-এন-ৎসাঙ মতে ১০ হাজার, ই-ৎসিঙ মতে ৩ হাজারের কিছু বেশি ভিক্ষু এই বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি এলাকাতে ৬টি অট্টালিকাতে বাস করতেন। এই অট্টালিকাগুলিও ভারতে তুলনাহীন ছিল। বরগাঁও বলতে বড় গাঁও গ্রাম, বেগমপুব, মুস্তাফাপুর, কপতিহ ও আনন্দপুর। এগুলির মধ্য দিয়ে একটি বড় রাস্তা উত্তর থেকে দক্ষিণে গেছে। এই রাস্তার দু পাশে বহু টিপি ও বহু ইষ্টক ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে। বড় বড় টিপিগুলি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। উত্তর দিকের সবচেয়ে বড় টিপিটির কাছে একটি ঘেরা জায়গার মধ্যে একটি মস্তবড় এবং অত্যন্ত সুন্দর বুদ্ধমূর্তি রযেছে, বুদ্ধগয়ার মূর্তিটির মত মূর্তি। এটি বালাদিত্য বিহারের দক্ষিণে তৃতীয় টিপিটির/মন্দিরের মধ্যে ছিল। নালন্দাতে বহু অমূল্য ভাস্কর শিল্পের নিদর্শন ছড়ান রয়েছে। বিহারের দক্ষিণ-দিকে একটি পুষ্করিণীতে নালন্দা নাগ/ড্রগন) বাস করত। বর্তমানে এটি কর্গিস্ক পুষ্করিণী। কুশীনগরে যাবার পথে নালন্দাতে পাবারিক আম্রবনে বুদ্ধদেব বাস করেছিলেন; এবং এই আম্রবনেই নালন্দা বিহার গড়ে ওঠে। বরগাঁওতে একটি সূর্য মন্দির এবং মহাবীরের একটি শ্রাবক মন্দির রযেছে। মহাবীর এখানে ১৪-টি বর্ষা কাটান।, একটি মতে বড়গাঁও হচ্ছে কুন্দনপুব: মহাবীরের জন্ম স্থান। মহাবীরের জন্ম স্থান কুন্দনপুব/কুন্দন গ্রাম বটে কিন্তু এটি বৈশালীর উপকণ্ঠে; অর্থাৎ নালন্দা/বড়গাঁওতে শ্রাবক মন্দির এলাকাতে বহুদিন কাটিয়ে ছিলেন মাত্র। মহাবীর-শিষ্য উপালি এক জন গৃহপতি; বুদ্ধদেব এঁকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। বিনয় পাঠকের লেখক অন্য ব্যক্তি। এই ঘটনার পর প্রবাদ মহাবীর এখান থেকে পাপাতে চলে যান এবং পাপাতে ভগ্নমনোরথে দেহ রক্ষা করেছিলেন। ই-ৎসিঙ (৭-ম শতকের শেষ দিকে) দেখেছেন এখানে দশটির ও বেশি পুষ্করিণী ছিল এবং একটি ঘণ্টা বাজালে হাজার হাজার ভিক্ষু এই সব পুষ্করিণীতে স্নান করতে আসতেন। নালন্দাতে ইতস্তত বহু বড় বড় পুষ্করিণী রয়েছে; এদের কিছু শুকিয়ে গেছে; বর্তমানে চাষ হচ্ছে। বৌদ্ধ যুগে ভারতে মোট ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল:-নালন্দা, বিক্রমশিলা (দুটিই পূ-ভারতে), তক্ষশিলা, বল্লভি, ধনকটক ও কাঞ্চি/কঞ্জি ভরম। ৭-ম শতকে বিদর্ভে পদ্মপুরেও যেন একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। উজ্জয়িনী, তক্ষশিলা ও বারণসী ব্রাহ্মণ্য বিশ্ববিদ্যালয়। তক্ষশিলার উত্তর-সাধক হিসাবে নালন্দা গড়ে উঠেছিল এবং ১২ শতক পর্যন্ত বর্তমান ছিল। বুদ্ধ শিষ্য মৌদ্গল্যের জন্মস্থান কুলিক; বরগাঁও থেকে দ-পশ্চিমে ১-মাইল মত। নালন্দা ও রাজগিরের মধ্যে অম্বলথিকা নামে একটি পান্থ-শালা ছিল।

নাসিক—নাসিক্য, সুগন্ধা, পঞ্চবটী দ্র:। টলেমি নাসিক উল্লেখ করেছেন। নাসিক জেলা প্রাচীন গোবর্দ্ধন।

নিকই—গ্রীক নাম। বা নিকোইয়া। বর্তমানে মঙ্গ বা মুঙ্গ। পাঞ্জাবে ঝিলম নদীর তীরে একটি সহর। এইখানে পুরু আলেকজান্দারের যুদ্ধ হয়েছিল এবং যুদ্ধের স্থানে আলেকজান্দার এই নগরী নির্মাণ করে ছিলেন। অন্য মতে যুদ্ধ হযেছিল ডিতি সহরে এবং এখানে বিজয় স্তম্ভ হিসাবে একটি পেতলের থামও ছিল।

নিগালিভ—কপিলাবস্তু (দ্র:)। পাদেরিয়া (=লুম্বিনি উদ্যান) থেকে ৮-মাইল উ-পশ্চিমে। একটি মতে নিগলিভ-তে কপিলাবস্তুর ধ্বংসাবশেষ পড়ে রয়েছে।

নিচাক্ষ—নিচৈরাখ্য (কালিদাস), নিছয় গিরি। দেবী পুরাণে একটি পর্বত। দ্রঃ ভোজপুর পর্বত। ভূপাল রাজ্যে।

নির্বৃত্তি—পুণ্ড্র (দ্রঃ) দেশের পূর্ব অর্দ্ধেক। দিনাজপুর, রঙপুর ও কুচবিহার মিলে। প্রধান সহর বর্দ্ধনকুটি = পুণ্ড্রবর্দ্ধন। গৌড়কেও নিবৃত্তি বলা হয়েছে।

নির্বিন্ধ্যা—নিউজ (জম-নিরি)। চম্বলের একটি করদা নদী ; মালবে বেত্রবতী ও সিন্ধুর মধ্য অংশে। মালবে কালিসিন্ধু নদী।

নিশ্চীরা—নীলাজন, নিরঞ্জনা, নিরঞ্জর, লীলাছন, নীলাজন, নৈরঞ্জন। ফল্গু নদীর ওপর অংশ। সুন্দর গভীর অপ্রশস্ত গিরিখাতের (= খই বানেরু) মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে। দু পাশে তৃণপাদপ হীন নগ্ন পাথর জড়িয়ে পাকিয়ে খেয়ালখুসি মত খাড়া হয়ে উঠেছে। নদী এগিয়ে এসে অনেক ওপর থেকে নীচে মালুদা নামে সুন্দর একটি শ্যামল উন্মুক্ত প্রান্তরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। শব্দ বহু দূর থেকে শোনা যায় প্রাচীন বুদ্ধগয়ার বিপরীত দিকে এই জলধারা দু ভাগ হয়ে গেছে। বড় এবং পূব দিকের শাখাটি নিশ্চীরা/নীলাজিন ; গয়ার কাছে মোহনাতে যুক্ত হয়েছে। দ্রঃ ফল্গু নৈরঞ্জনাকে অশ্বঘোষ ফল্গু বলেছেন। হাজারিবাগ জেলাতে সিমেরিয়ার কাছে নৈরঞ্জনার উৎপত্তি।

নিষধ—নরওয়ার<নলপুর, নলরাজার রাজধানী। পুরাণে এটি নাগের দেশ। সিন্ধু (কালিসিন্ধুর) নদীর দ-তীরে ; গোয়ালিয়র থেকে ৪০ মাইল দ-পশ্চিমে। মতান্তরে বেরার থেকে উ-পশ্চিমে সাতপুরা পর্বতে অবস্থিত। অপর আর এক মতে মালবের দক্ষিণে। দ্রঃ নিষাধভূমি, পদ্মাবতী। (২) গন্ধমাদনের পশ্চিম দিকে এবং কাবুল নদীর উত্তরে। বর্তমান নাম হিন্দুকুশ। গ্রীক নাম পরোপামিসোস্<পর্বত-উপ-নিষধ। ব নিষধ পর্বত মালার সব চেয়ে পশ্চিম শাখা পারিপাত্র (দ্রঃ)>পরোপামিসোস্। হিমালয়েরই পশ্চিম অংশের বিভিন্ন স্থানের নাম পরোপমিসোস্, হিন্দুকুশ, কোল-ই-বব

নিষাদভূমি—নিষাদ বা ভিলদের দেশ। মূলত মারওয়ার বা যোধপুর। পরে মালব ও খান্দেশের প-সীমান্তে সুউচ্চ বিন্ধ্য ও সাতপুরা পাহাড়ে এসে এরা আশ্রয় নেয় ; মাহী, নর্মদা ও তাপ্তী নদীর অরণ্যসঙ্কুল তীরভূমিতে এসে বাস করতে থাকে।

নীরা—নিরা। ভীমার একটি করদা শাখা। ...-ঘাট পর্বতে উৎপত্তি।

নীলকণ্ঠ—নেপালে কাঠমণ্ডু থেকে ৫-মাইল উত্তরে। শিয়োপুরী শিখরের (প্রাচীন শতরুদ্র পর্বত) পাদদেশে নীলকণ্ঠ মহাদেবের মন্দির। নেপালের একটি বিখ্যাত তীর্থ।

নীলপর্বত—(১) নীলাচল (দ্রঃ)। (২) বা নীলগিরি ; মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে দর্দর, দদুর বা দুর্দুর পর্বত। (৩) হরিদ্বার/চণ্ডী পর্বত ; গঙ্গার উত্তর দিকে। হরিদ্বার ও কনখলের মধ্যে গঙ্গার অংশকে বলা হয় নীল ধারা। (৪) মেরুর উত্তরে ; তিব্বতে কুয়েন-লুন শাখা। দ্রঃ উত্তরকুরু, হরিবর্ষ।

নীলাচল—নীলগিরি, নীলপর্বত। উড়িষ্যাতে পুরী জেলাতে একটি অনুচ্চ বালি পাহাড়। এই পাহাড়ে জগন্নাথ মন্দির অবস্থিত (পদ্ম পু) ; চার পাশের এলাকা থেকে স্থানটি অন্তত ২০ ফুট উচ্চ। (২) আসামে ছোট একটি পাহাড় ; এখানে কামাখ্যা দেবীর মন্দির অবস্থিত। হরিদ্বারে নীলপর্বত (দ্রঃ)।

নেপাল—কিম্পুরুষবর্ষ। স্বয়ম্ভূপুরাণে এটি একটি হ্রদ/নাগবাস/কালীহ্রদ ; কর্কোটক

নাগের আবাস স্থল। ১৪ মাইল×৪ মাইল। মহাচীনের পঞ্চশীর্ষ পর্বত থেকে মঞ্জুশ্রী এসে এই হ্রদের দ-দিকে পাহাড় কেটে জল বার করে দেন। উদ্ধার পাওয়া জমিতে স্বয়ম্ভূনাথ বা স্বয়ম্ভূজ্যোতিরূপ বা আদিবুদ্ধের মন্দির তৈরি করেন। উত্তর দেশীয় বৌদ্ধদের ইনি ঈশ্বর। কাঠমণ্ডু থেকে ১.৫ মাইল মত পশ্চিমে। গুহ্যেশ্বরী মন্দিরও মঞ্জুশ্রী নির্মাণ করান। গুহ্যেশ্বরী হচ্ছেন ব্রাহ্মণ্য দর্শনের প্রকৃতি যেন। শুষ্ক হ্রদ এলাকার নাম দেন নেপাল। প্রথমে এখানে মহাচীন থেকে লোক এসে বসবাস করে। পরে রাজা প্রচণ্ড দেবের সময় গৌড় থেকে এখানে লোক আসে।

নেলক্যণ্ড—ত্রিবাঙ্কুরে কোট্টায়াম। টলেমির নেলক্যণ্ড। মালাবার উপকূলে নীলেশ্বরম্ যেন। অন্য মতে নলকালিকা (ব্র-পু) বা নলকানন (মহাভার)।

নৈনিতাল—যুক্তপ্রদেশে। তিন ঋষির হ্রদ।

নৈমিষারণ্য—নিমখারবন বা নিমসর। নিমসর স্টেসনের কাছেই; সীতাপুর থেকে ২০ মাইল, লক্ষ্ণৌ থেকে ৫ মাইল উ-পশ্চিমে। গোমতীর বাম তীরে। এই বনে গোমতীর তীরে নাগপুর বলে একটি সহর ছিল। ৬০,০০০ মুনি এখানে থাকতেন। বহু পুরাণ এখানেই লিখিত।

নৈরঞ্জন—নির্শারা (দঃ)। নদীর পশ্চিমে এবং কাছেই [illegible]। হাজারিবাগ জেলাতে সিমেরিয়ার কাছে নৈরঞ্জনার উৎপত্তি।

ন্যাস—হ্যসও। নর ডিয়োনিসোপোলিস নগরহার (দ্রঃ), কাবুল নদীর উত্তর তীরে এবং হদ্দ নগর থেকে ২-মাইল নীচে।

পক্ষী তীর্থ—তিরুক্কলুক্কুনরম পবিত্র চিলের দেশ। মাদ্রাজ প্রদেশে চিঙ্গলেপুট জেলাতে একটি বড় গ্রাম। চিঙ্গলেপুট থেকে দ-পূবে ৭-মাইল; চিঙ্গলেপুট ও মাদ্রাজের মধ্যে। প্রাচীন তীর্থ। বেদাগার পাহাড়ের ওপর হরপার্বতীর মন্দির রয়েছে। এই মহাদেবের নাম বৈদ্যরাজ বেদাগারেশ্বর। একটি কূপের ধারে লোক যাত্রীরা জমা হয়। দুটি চিল (ফ্যালকন)/সাদা পাখী, ডানার প্রান্ত কালো প্রতি দিন দুপুর বেলা খেতে আসে। প্রধান পুরোহিত এদের জন্য অপেক্ষা করেন এবং নিজের হাতে খাওয়ান। এদের হরপার্বতী মনে করা হয়; খাবার পর উড়ে চলে যায়।

পঞ্চকর্পট>পঞ্জকোরা, পঞ্জগৌড়। হিন্দুকুশের দক্ষিণ ঢালু গায়ে পঞ্জকোর জেলা। এখানে সোয়াৎ নদীর কবদা শাখা পঞ্জকোরা নদীর তীরে পঞ্জগৌড় সহর অবস্থিত। দ্রঃ গৌরী। সহদেব এটি জয় করেন। এখানে প্রধান সহর ডির।

পঞ্চকেদার—কেদারনাথ, তুঙ্গনাথ, রুদ্রনাথ, মধ্যমেশ্বর ও কল্পেশ্বর। ৫-টিই গাড়োয়ালে। তীর্থস্থান। অর্জুনের কাছ থেকে পালিয়ে মহাদেব মহিষ বেশে কেদারে আশ্রয় নেন। কিন্তু আবার তাড়া খেয়ে মাটিতে ঢুকে পড়েন; পেছন অংশ কেবল বার হয়ে থাকে; এই বার হয়ে থাকা অংশটিকেই পূজা করা হয়। বাহু তুঙ্গভদ্রাতে, মুখ অংশ রুদ্রনাথে, নাভি অংশ মধ্যমেশ্বর এবং জটা অংশ কল্পেশ্বরে পূজিত হয়। দ্রঃ ভৃগুতুঙ্গ।

পঞ্চগঙ্গা—ভাগীরথী, গোমতী, কৃষ্ণবেণী, পিনাকিনী (পেন্নর) ও কাবেরী।

পঞ্চগৌড়—শ্রাবস্ত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা ও উৎকল। রাজতরঙ্গিণীতে পুণ্ড্রবর্দ্ধন, রাঢ়, মগধ, তীরভুক্তি ও বরেন্দ্র যেন।

পঞ্চতীর্থ—হরিদ্বারে পশ্চিমদিকে ৫-টি হ্রদ। অমৃতকুণ্ড তপ্তকুণ্ড, সীতাকুণ্ড রামকুণ্ড ও সূর্যকুণ্ড। (২) মাদ্রাজে ৫-টি তীর্থ ; অর্জুন এখানে এসেছিলেন ; দ্রঃ পঞ্চাপ্সর তীর্থ।

পঞ্চনদ—পঞ্জাব। শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা বিধৌত দেশ। বিশেষত ঘারা নদী (শতদ্রু ও বিপাশার মিলিত ধারা) এবং ত্রিণাব (রাবি, চেনাব ও ঝিলম এর যুক্ত ধারা) নদীর দ্বারা বিধৌত অংশ এবং এই মিলিত ধারা সিন্ধুতে যেখানে যুক্ত হয়েছে অর্থাৎ মেথুন কোট পর্যন্ত। দারিয়ুস হিস্টাসপেস পাঞ্জাব জয় করেছিলেন। পাঞ্জাবে গ্রীক রাজা হিসাবে মিনান্দর, এপোলোডোটাস্, জোইলাস, দিযোনিসিসাস্, স্ট্রাটিয়োন্, হিপোস্ট্রাটাস্, ডিয়োমিডেস্, টেলেফোস ও হারমিগাস-এর নাম পাওয়া যায় ; এরা অনেকেই সমসাময়িক অর্থাৎ পাঞ্জাবে ইতস্তত রাজত্ব করতেন। খৃ-পূ ২ শতকের গোড়া থেকে খৃ ৭৮ পর্যন্ত গ্রীক রাজ্য ছিল। এর পর শকরা এদের তাড়ায়। পাঞ্জাবে শক রাজা হিসাবে ভনোনোস্, স্পালিরিসেস্, এজস, এজিলিসেস্, দ্বিতীয় এজস, মউয়েস্ বা মোগ ৬ জন রাজার নাম আছে। একটি মতে ভনোনোস্ শকাব্দ চালু করেন। এই শকরা (সিদিয়ান্) ৭৮-১৫৬ খৃ পর্যন্ত ছিলেন। মউয়েস্-এর রাজত্বকালে গোণ্ডোফারেস পাঞ্জাব জয় করেন ; ইনি ইন্দোপার্থিয়ান বংশের প্রথম রাজা। শক রাজারা সিস্তান বা শকদ্বীপে থাকতেন ; রাজ্যপাল দিয়ে রাজ্য শাসন করতেন। গোণ্ডোফারেস এর বংশধরদের রাজধানী ছিল কিন্তু বাল্থ এ। ইন্দোপার্থিয়ান অর্থে পহ্লব বংশ। এদের রাজা ছিলেন গোণ্ডোফারেস, এবদাগাসেস্ অর্থাগনেস, অরসাকেস, পাকোরেস, সনবারেস। পহ্লব বংশকে ১৯৮ খৃ কুষাণ রাজ কুজুল কদফিস উচ্ছেদ করেন। কিরমানের পর দিকের সমস্ত এলাকা সাসানিয়ানদের সময় কুষাণ দেশ বলে পরিচিত ছিল। ১৯৮-২৭৬ খৃ পর্যন্ত কুষাণ রাজত্ব ; এর পর গুপ্ত-রাজারা এবং তার পর হূণরা রাজত্ব করেন। (২) কুরুক্ষেত্রে একটি তীর্থস্থান। (৩) জপেশ্বরে ৫টি নদীকে এক সঙ্গে পঞ্চনদ বলা হয় ; এরা শতোদক, ত্রিস্রোতা, বৃষধ্বনী, স্বর্ণোদক ও জম্বু নদ। (৪) দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণা, বেণী, তুঙ্গা, ভদ্রা ও কোণা।

পঞ্চদ্রাবিড়—দ্রাবিড়, কর্ণাট, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, তৈলিঙ্গ (অন্ধ্র) ; এগুলি ৫-টি ব্রাহ্মণ শ্রেণী, দক্ষিণ ভারতে।

পঞ্চনদী—পঞ্চ নদী। হিন্দুকুশে উৎপত্তি। অক্ষু নদীর করদা শাখা।

পঞ্চপ্রয়াগ—(১) দেবপ্রয়াগ, ভাগীরথী ও অলকানন্দা সঙ্গম ; (২) কর্ণপ্রয়াগ ; অলকানন্দা ও কর্ণগঙ্গা (পিণ্ডর) সঙ্গম ; এখানে কর্ণ তপস্যা করেছিলেন। (৩) নন্দ প্রয়াগ ; অলকানন্দা ও নন্দা বা নন্দাকিনী সঙ্গম। (৪) বিষ্ণুপ্রয়াগ ; অলকানন্দা ও বিষ্ণুগঙ্গা (ভুধগঙ্গা/ধৌলি) সঙ্গমে, এখানে যোসিমঠ বা যোসিনাথ অবস্থিত। (৫) রুদ্র প্রয়াগ, অলকানন্দা ও মন্দাকিনী (কালিগঙ্গা) সঙ্গম। এই সমস্ত নদীগুলি মিলে গঙ্গা ; গঙ্গার ওপর অংশ অলকানন্দা। ভাগীরথীর একটি করদা শাখা জাহ্নবী।

পঞ্চবটী—গোদাবরী তীরে নাসিক। বনবাসে এসে এখানে থাকার সময় সীতা হরণ হয়। জনস্থান দ্রঃ। নাসিক থেকে অল্প দূরে সৈখেরা গ্রামে মারীচ নিহত হয়। নাসিক একটি পীঠস্থান ; সতীর নাক পড়েছিল। শূর্পণখার নাকও এখানে কাটা গিয়েছিল। ফলে প্রাচীন পঞ্চবটী হয়েছিল নাসিক ; নাসিক চৈত্যগুহা খৃ ২-৩ শতকে।

পঞ্চবদ্রী—বদ্রিনাথ, বৃদ্ধবদরী, ভবিষ্যবদরী, পাণ্ডুকেশ্বর ও আদিবদরী।

পঞ্চানন—প্রাচীন পঞ্চান যেন। রাজগিরের পাশ দিয়ে এবং গয়া ও পাটনা জেলা হয়ে। এটি মনে হয় শোণ নদীর পুরাতন খাত। সর্পিণী (সপ্পিনি বুদ্ধঘোষ)। গৃধ্রকূটে উৎপন্ন।

পঞ্চাপ্সরতীর্থ—উত্তপুর জেলাতে ছোটনাগপুর সাবডিভিসানে কপু, বন্ধনপুর, বনজিম্ব ও পোন্‌রি যেখানে সেইখানে যেন রামায়ণের পঞ্চাপ্সর তীর্থ ছিল। ভাগবতে তীর্থটি দ-ভারতে। মতান্তরে গোকর্ণে। শ্রীধর স্বামীর মতে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে অনন্ত-পুরের (-ফাল্গুন) কাছে বেলারি থেকে ৫৬ মাইল দ-পূর্বে। এখানে অর্জুন ও বলরাম এসেছিলেন। এটি যেন মহাভারতের পঞ্চাপ্সর তীর্থ = ফাল্গুন।

পটচ্চর—এলাহাবাদ জেলার কিছুটা ও বান্দা জেলার কিছুটা। রাজধানী ছিল গঙ্গার কাছেই। সহদেব জয় করেছিলেন।

পত্তন—(১) পট্টন, অনহিলপত্তন, অনহিলবরপত্তন; গুজরাটে। (২) মঙ্গিলপত্তন, মুঙ্গি-পত্তন, শালিবাহনপুর, ব্রহ্মপুরী-প্রতিষ্ঠান, পৈথান (গ্রীক); জাতকে পোতন, পোতলি পোদন্য। পুরাণে পোদন্য অশ্মক দ্বারা স্থাপিত; বৌদ্ধ অস্সক। দ্রঃ প্রতিষ্ঠানপুর।

পথ্যমপুরী—বিবানা। রাজপুতানাতে ভরতপুর রাজ্যে জয়পুরের ৯০ মাইল পূব দিকে অপর নাম শ্রীপথ। মুসলমান আক্রমণের আগে যাদবদের রাজধানী।

পদ্মক্ষেত্র—অর্কক্ষেত্র (দ্রঃ)। এখানের সূর্যমন্দিরটি প্রবাদ কুষ্ঠরোগী সাম্ব প্রতিষ্ঠিত। দ্রঃ মলস্থানপুর। অন্য মতে ১২৭৭ খৃ নির্মিত।

পদ্মপুর—পদ্মাবতী, পদ্মাবৎ। নবওয়ার বা নলপুর। গোয়ালিয়রে সিন্ধুতীরে; গোয়ালিয়র সহর থেকে ৪০ মাইল দ-পশ্চিমে; অন্য মতে সিন্ধু ও পারা (পার্বতী) নদী সঙ্গমে; বিদর্ভে অবস্থিত; অর্থাৎ যেন বর্তমানের বিজয় নগর; নবওয়ার থেকে ২৫ মাইল নীচের দিকে। ৮-ম খৃ শতকে শিক্ষার একটি বিশেষ কেন্দ্র, বিশেষত ন্যায়ের। দ্রঃ নালন্দা। ভবভূতি এইখানে এই সময়েই জন্মান। চন্দ্রপুরের কাছে; অমরাবতী থেকে বেশি দূর নয়। প্রাচীন বিদর্ভ অর্থে নর্মদার উত্তরে সমস্ত ভূপাল রাজ্য। করবীরপুর হচ্ছে নিশ্চিত কোলাহাপুর; পদ্মবর্ণের দ্বারা স্থাপিত।

পদ্মাবতী—উজ্জয়িনীর অপর নাম; পদ্মপুর ও। মালতী মাধবের ঘটনা এইখানে ঘটেছিল। (২) গঙ্গার একটি শাখা; পদ্মা নদী।

পবমান—পবমান পর্বতশাখা। পামঘান। যেন পারিপাত্রের (দ্রঃ) অর্থাৎ হিন্দুকুশের নিষধ (দ্রঃ) শাখার অংশ

পম্পা—তুঙ্গভদ্রার একটি করদা শাখা। পূর্বতীরে ঋষ্যমূক পর্বতে উৎপত্তি। ঋষ্যমূক অনগুণ্ডি পাহাড় থেকে ৮ মাইল, বেলারি জেলাতে হাম্পি/বিদ্যানগর সহরের উত্তরে। এখানে হনুমানের সঙ্গে রামচন্দ্রের প্রথম দেখা হয়। এখানে কিষ্কিন্ধ্যার (দ্রঃ) কাছে পম্পা সরোবরে রয়েছে।

পম্পাক্ষেত্র—তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণে; বেলারি জেলাতে ঋষ্যমূক ও পম্পা সরোবর মিলে।

পম্পাপুর—বিন্ধ্যাচল সহর। যুক্তপ্রদেশে মির্জাপুরের ৫ মাইল পশ্চিমে। এখানে বিখ্যাত বিন্ধ্যবাসিনী মন্দির। বিন্ধ্যাচলের পূর্বে প্রাচীন দুর্গ ও প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ ছড়ান রয়েছে। স্থানটি ভরদেব (মহাভারতে ভর্গ) রাজধানী। ভীম এদের জয়

করেন। (২) দেওঘরে সাঁওতাল পরগণাতে বৈদ্যনাথ। প্রাচীন নাম পালুগাঁও। দ্রঃ চিতাভূমি।

পয়স্বিনী—(১) ত্রিবাঙ্কুরে পাপনাশিনী নদী। (২) যমুনার একটি করদা শাখা; অপর নাম চিত্রকূটা। বুন্দেলখণ্ডে চিত্রকূটের কাছে। (৩) দ-কানাড়াতে চন্দ্রগিরি নদী; প-ঘাট পর্বতে উৎপন্ন।

পয়োষ্ণী মধ্যপ্রদেশে ওযার্দ্ধার একটি শাখা; পেন বা পেন গঙ্গা। (২) ত্রিবাঙ্কুরে পূর্তি নদী। পূর্ণা (=ক্রথকৈশিক) নদী; বা বিদর্ভ নদী; তাপ্তির শাখা। পূর্ণা, তাপ্তি ও পয়োষ্ণী তিনটি নামের যুগপৎ উল্লেখও দেখা যায়।

পরশুরামক্ষেত্র—কোঙ্কন। শূর্পারক তীর্থ (দ্রঃ)। সুরাট থেকে গোয়ার মধ্যে; বিশেষত বিজাপুরে সমস্ত উপকূল অংশ। রাজধানী থান। বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে রত্নগিরি জেলাতে শাস্ত্রী নদীর তীরে সঙ্গমেশ্বর সহর; এখানে পরশুরামের তৈরি মন্দির রয়েছে। অপর নাম রামক্ষেত্র। কৃষ্ণা ও বেণা নদীর সঙ্গমে সঙ্গমেশ্বর মহাদেবের মন্দির। পরশুরাম ক্ষেত্র অর্থে কেরল, তুলুঙ্গ: গোবাষ্ট্র/গোপবাষ্ট্র, করহাটক/করহট, বরালাটা বর্বর ও মূল কোঙ্কন মিলে। অপর নাম সপ্তকোঙ্কন। দ্রঃ চম্পাবতী, বঙ্খা, শ্রীস্থানক ও কোঙ্কন।

পরশুরামপুর—পর্টি থেকে ১২ মাইল দ-পূর্বে। অযোধ্যাতে প্রতাপগড় জেলাতে। একটি পীঠস্থান।

পরশুস্থান -বায়ুপুরাণে পরশুদেব দেশ। রাজধানী হুঁপযান (দ্রঃ)। পবমান (দ্রঃ) পর্বতশাখার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত চরিকর থেকে একটু উত্তরে।

পরালিপুর—(১) দেওঘর। (২) নিজামরাজ্যে একটি পরালিগাঁও আছে। পরালিপুর >পালুগাঁও।

পরুষ্ণী—ইরাবতী; পাঞ্জাবে। পুরুষ্ণী। আর্যদের এগিয়ে আসার প্রথম দিকে এই নদীর তীরে দশটি সজ্ঘবদ্ধ রাজার যুদ্ধ হয়েছিল। ত্রিৎসুর রাজা সুদাস (সজ্ঘের একজন) পুরুদের রাজা কুৎস ও তাঁর সঙ্গীদের পরাজিত করেছিলেন। এই পুরুরাই পরে কুরু নামে পরিচিত। (২) গোদাবরীর একটি করদা শাখা।

পরেশনাথ পাহাড়—সমেত শিখর (দ্রঃ), সম্মিদগিরি, সমাধিগিরি, মল্লপর্বত, মলেউস্ পর্বত (গ্রীক)। হাজারিবাগ জেলাতে। জৈনদের একটি পার্বতীয় তীর্থস্থান।

পর্ণাশা—(১) রাজপুতানাতে বনস নদী। বিনাশিনী, সুলোচনা, শুভহা, সুবহা; চম্বলের করদা শাখা। (২) উত্তর গুজরাটে আবুর কাছে উৎপন্ন আর একটি নদী; কচ্ছ উপসাগরে এসে পড়েছে, অপর নাম বর্ণাশা; মহাভারতে পর্ণাশা। (৩) তমসা/ তোনসে। যমুনার শাখা। প্রিনস্ (এরিয়ানে)। মৎসপুরাণে পর্ণাশা ও তমসা দুটিরই উল্লেখ আছে। (৪) দর্দুর (দ্রঃ নীলপর্বত) পর্বতের কাছে একটি নদী।

পর্থালিস—মেগাস্থিনিস ও প্লিনি অনুসারে রাঢ় (হুগলি ও বর্দ্ধমান জেলা) দেশে গঙ্গারিডাইদের রাজধানী। বর্তমান পূর্বস্থলী>পর্থালিস; বর্দ্ধমান জেলাতে।

পর্বত—পাঞ্জাবে একটি দেশ। মুলতানের উ-পশ্চিমে। রাভি ও শতদ্রুর মাঝখানে। মুদ্রারাক্ষসে ও অষ্টাধ্যায়ীতে উল্লেখ আছে।

পলাসিনী—(১) সুবর্ণরেখা। কাথিয়াড়ে গিরনর পর্বতের কাছে একটি নদী। অত্যন্ত

খরস্রোতা। রুদ্রদামন লেখেও এর উল্লেখ আছে। (২) পান্দাইর নদী; গঞ্জাম জেলাতে; কলিঙ্গপত্তনের কাছে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে।

পালিথান—গুজরাটে শত্রুঞ্জয় পর্বতের পাদদেশে। ভাবনগরের দ-পশ্চিমে। জৈন তীর্থ। আদিনাথ মন্দির রয়েছে।

পল্লব—করমণ্ডল উপকূলে একটি দেশ। খ্ ৭-শতকের আগে কুরম্বদের দেশ।

পশুপতিনাথ—নেপালে মৃগস্থল/মৃগস্থলী। দেবীপাটন সহরে বাগমতীর পশ্চিম তীরে। এখানে মহাদেবের বিখ্যাত মন্দির রয়েছে। অশোকের মেয়ে চারুমতী নির্মিত। কাঠমণ্ডু থেকে ৩ মাইল উ-পশ্চিম। শিবচতুর্দশী কাহিনী এই পশুপতিনাথকে জড়িয়ে। নদীর বাম তীরে মন্দিরের বিপরীত দিকে পাহাড়টি বনজঙ্গলে ভর্তি, নাম মৃগস্থল/স্থলী। শিবপুরাণে শিবচতুর্দশীর কাহিনী অর্বুদ পাহাড়ে ঘটেছিল।

পহ্লব—পহ্লব। মেদিয় ও মদ। প্রাচীন পার্থিয়া (বর্তমান পারস্য) রাজ্যের একটি অংশ। পহ্লব অর্থে পার্থিয়া। অ্যাবেস্তা পহ্লবী লিপিতে লেখা। অশ্বের জন্য বিখ্যাত ছিল।

পাঞ্চাল—রোহিলখণ্ড দ্র। গঙ্গা নদীর উত্তর ও পশ্চিম। প্রাচীন নাম ক্রিভি। হিমালয়ের পাদদেশ থেকে চম্বল পর্যন্ত। পরে গঙ্গার দ্বারা উ-পাঞ্চাল (রাজধানী অহিচ্ছত্র দ্র.) বাকিটা দ-পাঞ্চাল (রাজধানী কাম্পিল্য) নামে ভাগ হয়। দ পাঞ্চালে আর একটি রাজধানী মাকন্দী। দ-পাঞ্চাল ছিল গঙ্গার দ-তীর থেকে চম্বল/চর্মণ্বতী পর্যন্ত। বুদ্ধের সময় পাঞ্চালের রাজধানী ছিল কনৌজ। দ-পাঞ্চাল দ্রুপদের দেশ।

পাঞ্জাব—দ্র. গান্ধার। অপর নাম সপ্তসিন্ধু, মারাষ্ট্র, টক্কদেশ (হিউ এন-সাং), পঞ্চনদ দেশ। শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা মিলে।

পাটলিপুত্র—কুসুমপুর (দ্র.), পুষ্পপুর, পাটনা। ৪৮০ খৃ-পূ মগধরাজ অজাতশত্রু (বুদ্ধের সম সাময়িক) র মন্ত্রী সুনিধ ও বর্ষকার দুর্গ নির্মাণ করান। বৈশালীর বৃজিদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য। পাটলিগ্রাম নামে একটি নগণ্য গ্রাম ছিল। উদয়াশ্ব (দর্শকের ছেলে, অজাতশত্রুর নাতি) গিরিব্রজ থেকে এখানে রাজধানী নিয়ে আসেন। একটি মতে উদয়াশ্ব অজাতশত্রুর ছেলে। বর্তমান পাটনা প্রাচীন পাটলিপুত্রের সামান্য একটু অংশ; বাকি সবটা ৭৫০ খৃষ্টাব্দে গঙ্গা ও শোণ গ্রাস করেছে। আল-বেরুনি পাটলিপুত্র নাম জানতেন। এখানে ৪৭৬ খৃ) আর্যভট্ট জন্মেছিলেন। কাত্যায়ন ও চাণক্য এখানে থাকতেন। এখানে পাটনা বা পাটলেশ্বরী দেবীর মন্দির রয়েছে; বৃহৎ-নীল তন্ত্রে এটি পীঠস্থান। মেগাস্থিনিস বলেছেন গঙ্গা ও এরনোবোয়া (হিরণ্য-বাহু শোণ) সঙ্গমে ১০ মাইল × ২ মাইল সহর, ত্রিশ হাত গভীর ও ৬ শত হাত চওড়া পরিখা বেষ্টিত এই খাদে সহরের জল বার হয়ে আসত। সহর ঘিরে ৫৭০ টি টাওয়ার ও ৬৪-টি দ্বার ছিল। হিউ-এন-ৎসাঙের সময় (৬৩৭ খৃ) মগধ কনৌজের অধীন ছিল। পুরাতন সহর তখন ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং কাছেই নতুন একটি সহর গড়ে উঠেছিল। সুগঙ্গা প্রাসাদ (মুদ্রা রাক্ষস ১১ খৃ শতক) গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল। বিখ্যাত কুক্কুটারাম বিহার ছিল এই পাটলিপুত্রে, এখানে অশোকের গুরু উপগুপ্ত থাকতেন। গঙ্গার দক্ষিণ তীরে উপকণ্ঠিকারাম উদ্যানে এই বিহার অবস্থিত ছিল।

নন্দ, চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ যেন পাওয়া গেছে। গুণসর বা গঙ্গাসাগর হ্রদের পূব দিকে ইটের ঢিপিটি অশোক নির্মিত প্রথম ও সবচেয়ে বড় স্তূপ এবং এর মধ্যে বুদ্ধের স্মৃতিবস্তু ছিল। অশোক ৮৪,০০০ স্তূপ তৈরি করেছিলেন। বর্তমানে এই ঢিপির ওপর মহাদেবের মন্দির রয়েছে। পাটলিপুত্রে পাঁচ পাহাড়ি নামক (এখানে স্মৃতি বস্তু যুক্ত পাঁচটি স্তূপ রয়েছে) পর্বতে উঠে আকবর পাটনার চারপাশ ও দুর্গ পরিদর্শন করেছিলেন। কমল ডিহ থেকে পূব দিকে আধ মাইল দূরে একটি চৈত্যে ও পাটলিগ্রামে বুদ্ধদেব কিছু দিন ছিলেন এবং এখানে ধর্ম প্রচার করতেন। এখানে একটি পাথরে তাঁর পদচিহ্ন ছিল। রাজা শশাঙ্ক এই পাথরটি সরিয়ে নিয়ে যান। বর্তমানে এটি বুলিন্দ বাগে রয়েছে। একটি মতে বড় পাহাড়ি ও ছোট পাহাড়ি মিলে পাটলি গ্রাম। বড় পাহাড়িতে অশোকের বিরাট স্তূপ রয়েছে; ছোট পাহাড়িতে চার জন পূর্বতন বুদ্ধের স্তূপ রয়েছে। কুমার যেন নিপি; এখানে পশ্চিমে ও দক্ষিণে নন্দ ও চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদ ছিল; অশোক এখানে জন্মেছিলেন। নন্দের প্রাসাদের উত্তরে একটি স্থানে কালু তালাও এবং চমন তালাও-এর মধ্যগত এলাকাতে কালাশোকের কারাগার ছিল। সাহ অর্জানি'র দর্গা যেন মহেন্দ্র আশ্রমের স্থান। বাহাদুরপুরের ঢিপি ছিল উপগুপ্তের আশ্রম এবং একটি মতে উপগুপ্ত ছিলেন কালাশোকের গুরু; অশোকের গুরু নন। উপগুপ্ত ছিলেন চতুর্থ বৌদ্ধ মহাস্থবির। পাটনা সহরে সদরগলিতে সুগঙ্গা প্রাসাদ ছিল। মেগাস্থিনিস উল্লিখিত কাঠের বেড়া যেখানে ছিল সে স্থানটিও পাওয়া গেছে; এটি যেন লোহানিপুর থেকে বাহাদুরপুর, সদলপুর এবং সেবই পুষ্করিণী হয়ে মঙ্গল তালাও-তে এসেছিল। নয়ো-রত্নপুরে মৌর্যযুগের একটি মন্দির ও রয়েছে। অশোকরাম বিহার পাটলিপুত্রের কাছেই ছিল; সহরের মধ্যে নয়। সহরের পশ্চিম দিকে মহা-আরাম পুরে এটি অবস্থিত ছিল। ফা-হিয়েনের সময় পাটলিপুত্র গঙ্গা থেকে ৭ মাইল দূরে ছিল। কুমার'-এ প্রাচীন প্রাসাদ চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেছে, এটির প্রাচীন নাম ছিল কুসুমপুর (মুদ্রারাক্ষস)। মৌর্যদের ৬০০ বছর পরে খৃ ৪-র্থ শতকের প্রথম দিকে গুপ্তরা পাটলিপুত্রে রাজা হন। সমুদ্র গুপ্ত (৩২৬-৩৭৫ খৃ) অযোধ্যাতে রাজধানী নিয়ে গেলেও পাটলিপুত্রই রাজধানী বলে গণ্য হত। শেষ গুপ্তরাজ দ্বিতীয় কুমারগুপ্তকে সেনাপতি যশোধর্মা পদচ্যুত করেন এবং ৫৩০ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জে রাজধানী নিয়ে যান। একটি মতে এই যশোধর্মা বিষ্ণুবর্দ্ধন নাম নিয়েছিলেন এবং কারুর-এ (৫৩৩ খৃ) শকদের পরাজিত করে সম্বৎ চালু করেন। এই সময় থেকে কান্যকুব্জ ভারতের রাজধানী হিসাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে এবং পাটলিপুত্রের পতন হতে থাকে। হিউ-এন-ৎসাঙ পাটলিপুত্রকে একটি সাধারণ গ্রাম হিসাবে দেখেছিলেন। মৌর্যেরা চন্দ্রগুপ্ত থেকে বৃহদ্রথ (৩২১-১৮৫ খৃ পূ) পাটলিপুত্রে রাজত্ব করেছিলেন। অশোকের রাজত্বের ১৭-শ বর্ষে পাটলিপুত্রে অশোকারাম বিহারে মুদ্গলিপুত্র তিসার (উপগুপ্ত) নেতৃত্বে ৩-য় বৌদ্ধ মহাসংগীতি বসে। দ্রঃ মথুরা। এরপর শুঙ্গরা পুষ্পমিত্র থেকে দেবভূতি (১৮৮-৭৬ খৃ-পূ) এবং তারপর কান্ববংশ (৭৬-৩১ খৃ-পূ) এখানে রাজা ছিলেন। এর পর অন্ধ্রভৃত্যরা (শাতকর্ণি শিলালেখ) শিপ্রা থেকে গৌতমীপুত্র ৩১ খৃ-পূ থেকে ৩১২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত (অন্যমতে ৫০ খৃ পূ—১৫৪ খৃ পর্যন্ত) এখানে শাসন করেছিলেন। পাটনাতে ১০-ম শিখ-গুরু গুরু-গোবিন্দ সিংএর জন্ম।

যে বাড়িতে জন্মেছিলেন সে বাড়িটি এখনও আছে। কুম্রার উৎখননের ফলে মৌর্যসভা গৃহ পাওয়া গেছে; এখানে আটটি স্তম্ভের সারি; প্রতি সারিতে অন্তত ১০টি করে স্তম্ভ পাওয়া গেছে। এক একটি পাথর কেটে এক একটি স্তম্ভ, ... তে প্রচুর অলঙ্করণ ছিল। একটি মতে দারিউস্ হিস্টাসপেস-এর ১০০ স্তম্ভ সভাগৃহের (পার্সেপোলিস-এর) অনুকরণে এই সভাগৃহ নির্মিত হয়েছিল। অবশ্য পার্সেপোলিস-এর সেই সভাগৃহ প্রাচীন কোন হিন্দু সভাগৃহের অনুকরণেও হতে পারে। যুধিষ্ঠিরের সভা আরো প্রাচীন।

পাণিপ্রস্থ—পাণিপথ। যুধিষ্ঠির পাণিপ্রস্থ, সোনপ্রস্থ, ইন্দ্রপ্রস্থ, তিলপ্রস্থ ও বাগপ্রস্থ (দ্রঃ) এই ৫-টি গ্রাম ফিরে চেয়েছিলেন। মহাভারতে নাম কুশস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দি, বারণাবত ও আর একটি গ্রাম। কুশস্থলের বদলে অবিস্থল বা অরিস্থল নামও দেখা যায়।

পাণ্ডুপুর--পাণ্ডেরপুর, পান্ধারপুর, পাণ্ডুক্ষেত্র, পুণ্ডরীকক্ষেত্র, তাপসাশ্রম, ... পৌণ্ডরীক। ভীমা বা ভীমরথী নদীর দ-তীরে। বোম্বে প্রদেশে সোলাপুর বা সাতারা জেলাতে। এখানে কৃষ্ণের বিখ্যাত মন্দির রয়েছে; বিগ্রহ বিঠোবা দেব বা বিঠল নাথ। পুণ্ডরীকপুর>পাণ্ডুপুর। কৃষ্ণ ও রুক্মিণী এখানে পুণ্ডরীককে দেখা দিয়েছিলেন। তবসোই (টলেমি)। জৈমিনি এখানে একটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করেছিলেন।

পাণ্ড্য—পাণ্ডু। বর্তমানের তিন্নেভেলি ও মাদুরা মিলে। বিভিন্ন সময়ে রাজধানী উরগপুর বা উরিয়ুর (বর্তমানের ত্রিচিনোপোল্লি), মথুরা (বর্তমানে মদুরা) ও কোরকই বা কোরকই। টলেমি কোলকই এর উল্লেখ করেছেন। মার্কোপোলো একে কয়েল বলেছেন। পোবাস (ষ্ট্রাবো একে প্যাণ্ডিয়ন বলেছেন) রোমে আগাস্টাস সিজারের কাছে ২৬-২৭ খৃ পূ দূত পাঠান। উত্তর ভারত থেকে পাণ্ডু উপজাতির লোকেরা এসে পাণ্ড্যরাজ্যে বসতি স্থাপন করেছিলেন।

পাতাল—সিন্ধুতে তত্ত। পৌরাণিকে ও এদিকে আছে ... হবেন। এখানে নাগ রাজারা রাজত্ব করতেন, এঁরা সম্ভবত দ্রাবিড়। এর মতে সিন্ধুর ব-দ্বীপ হচ্ছে পাতাল। আর এক মতে পাতাল হচ্ছে মিন নগর। মিন অর্থে শক (সংস্কৃতে)। উসবেগরা তুর্কিদের অন্তর্গত মিন উপজাতি। ... পোত পাতালে আসত বলে কথিত। ... অবস্থিত। দ্রঃ রসাতল।

পাতালপুর—রামায়ণে অশ্মদেশ। অক্সিয়াস (গ্রীক)। বর্তমানে সোগডিয়ানাতে অক্সাস নদীর তীরে। বাল্থ এর কিছুটা উত্তরে। পরে ... পাতালপুর নামে পরিচিত হয় এবং অশ্ম থেকে এখানে রাজধানী আসে।

পাথরঘাটা—শিলা সঙ্গম (দ্রঃ), বিক্রমশিলা (দ্রঃ), বটেশ্বর নাথ (দ্রঃ)। একটি পাহাড়। কহলগাঁও থেকে ৪ মাইল উত্তরে। এখানে পাথর কাটা সাতটি প্রাচীন গুহা রয়েছে, হিউ-এন-ৎসাঙ উল্লিখিত। এই একটি গুহার পাশে বটেশ্বর নাথের মন্দির। মন্দির প্রাঙ্গনে বৌদ্ধযুগের বহু মূর্তি ছড়ান রয়েছে। গঙ্গা থেকে পাথরের সিঁড়ি দিয়ে মন্দিরে উঠে আসা যায়।

পাণ্ড্যের—বুদ্ধের সময় পশ্চিম ভারতে কুরু পাঞ্চাল, অবন্তি, গান্ধার কাম্বোজ ও শূরসেন মিলে।

পাদেরিয়া—নৈপালী একটি গ্রাম; ভগবানপুরের ২ মাইল উত্তরে: এটি লুম্বিনি (দ্রঃ) উদ্যান; দ্রঃ নিগলিভ।

পানা নরসিংহ পর্বত—মাদ্রাজে কৃষ্ণা জেলাতে মঙ্গলগিরি, মঙ্গলপ্রস্থ। বেজোয়াদা থেকে ৭ মাইল দক্ষিণে। পাহাড়ের মাথাতে নৃসিংহ দেবের মন্দির রয়েছে; নাম পানা নৃসিংহ। মূর্তির বিরাট মুখে গুড়ের পানা ঢেলে দেওয়া হয়। প্রবাদ দেবতা এর সবটাই বার করে দেন; সামান্য একটু গ্রহণ করেন। এর অব্যবহিত পরে আর এক জন পূজারী আধ মন পানা দিলে দেবতা এবার সবটাই গ্রহণ করেন।

পাপঘ্নী—দক্ষিণ পিনাকিনী (দ্রঃ)=দক্ষিণ পেন্নর। নন্দী দুর্গ পর্বতে উৎপত্তি।

পাপনাশম—তিন্নেভেলিতে একটি জলপ্রপাত; এটি তীর্থ।

পাপনাশিনী—ত্রিবাঙ্কুরে পয়স্বিনী।

পাপা—>অপাপপুরী - পাবাপুরী। এই পাপা পদরায়োন নয়। বিহার সহর থেকে দ-পূর্বে ৭ মাইল এবং গিরিয়েক থেকে ২ মাইল উত্তরে। মহাবীর এখানে ৫২৭/৪৬৯ খ-পূর্বে ৭২ বছর বয়সে হস্তিপালের বাড়িতে, অন্য মতে পাপার রাজা বস্তি পালের প্রাসাদে পর্যুসন কালে মারা যান। স্থানটিতে দেবস্থ জায়গার মধ্যে চারটি সুন্দর জৈন মন্দির রয়েছে। ঋজুবালিকা নদীর তীরে জৃম্ভিকাগ্রামে শালগাছের নীচে মহাবীর কৈবল্য জ্ঞান পেয়েছিলেন। দ্রঃ পাবা।

পাবনী—কুরুক্ষেত্রে (আম্বালা জেলা) ঘগ্‌গর নদী। প্রকৃত পক্ষে সরস্বতী ও ঘগ্‌গর নদীর মিলিত ধারা। রামায়ণে গঙ্গার পূব দিকে। সরস্বতী ও গঙ্গা সঙ্গমের কাছে ভরত সরস্বতী পার হন। ঘঘর খাতেই সরস্বতী প্রবাহিত ছিল; এটি দৃষদ্বতী নয়। সরস্বতী কোনদিন গঙ্গায় যুক্ত হয়েছিল কি না এখানে আলোচ্য নয়। থানেশ্বরে সরস্বতী তীরে বিখ্যাত তীর্থ গঙ্গাতীর্থ; কাহিনী গঙ্গা এখানে সরস্বতীতে স্নান করে পাপ মুক্ত হন। মতান্তরে ঘগ্‌গর বা সরস্বতী হ্লাদিনী নদীর পূব দিকে। হ্লাদিনী গঙ্গার একটি পূর্ব শাখা। ঘগ্‌গরই প্রধান নদী; সরস্বতী এর একটি শাখা মাত্র। দ্রঃ দৃষদ্বতী। বৈদ্যনাথ।

পাবা—পদরায়োন, নামান্তরে, পাদ্রোনা। গণ্ডকী তীরে প্রাচীন সহর। কুশীনগর থেকে ১২ মাইল উ-পূর্বে। একটি মতে এটি পাপাউর, ছাপরা/চপ্রা জেলাতে সেওবানের প্রায় ৩ মাইল পূর্বে। মল্লদের রাজধানী পদরবন>পদরায়োন। পাবাতে স্বর্ণকার চুন্দের বাড়িতে শূকর কন্দ (মাংস নয়) খেয়ে রোগ বেড়ে যায়; পাবা থেকে বুদ্ধ কুশীনগরে এসে দেহ রক্ষা করেন। শূকর মাংস সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে; একটি মতে শূকর মদ্দব হচ্ছে বাঁশের কোঁড়া (দ্রঃ পাপা)।

পারদ—পার্থিয়া বা প্রাচীন পারস্য (দ্রঃ)। ঋক্‌বেদে পৃথু। দারিয়ুসের বেহিস্তুন শিলালেখে এরা পার্থব। দ্রঃ পহ্লব। মতান্তরে উত্তরে বালুচিস্তানের রাজধানী।

পারসমুদ্র—সিংহল। পেরিপ্লাসে যেন পালেসিমুন্দ (দ্রঃ), টলেমির সিমৌউনদৌ। পারসমুদ্র=অগুরু; এই গাছের জন্য বিখ্যাত দেশ।

পারস্কর—সিন্ধু জেলাতে থল-পারকর।

পারস্য—পারসিয়া, পারসিক, পহ্লব, পারদ, পার্থিয়া, ইরান, তাজিক। পারসিয়া (রঘু) = পরসুস্ (ঋক্), পর্সন (বেহিস্তুন শিলালেখ)। প্রাচীন সহর সুরস্থান/সৌরস্থান। সাসানিয়া রাজাদের সময় হিউ-এন-ৎসাঙ গিয়েছিলেন; তখন রাজধানী ছিল স্টেসিফন। হিউ-এন-ৎসাঙ-এর সু-ল-স-টঙ-না ঠিক সৌরস্থান, নয় এটি যেন রাজধানী সত্রোছান; বর্তমান সাহ্রুদ।

পারা—পার্বতী (দ্রঃ), পরা নদী। মালবে। নবওয়ারের দক্ষিণে। বিজয় নগরের কাছে সিন্ধুতে এসে মিশেছে। এটি পূর্ব পার্বতী। পশ্চিম পার্বতী হচ্ছে চম্বলের করদা শাখা।

পারিষাত্র—পারিপাত্র। বিন্ধ্য পর্বতের পশ্চিম শাখা। চম্বলের/চর্মণ্বতীর উৎস থেকে ক্যাম্বে উপসাগর পর্যন্ত। এই পর্বতে চর্মণ্বতী ও বেত্রবতীর জন্ম। আরাবল্লী, রাজপুতানার পাহাড় ও 'পাথর' পর্বত (<পারিপাত্র ?) মিলে। এই পারিপাত্র এলাকা গত দেশ অপরান্ত, সৌরাষ্ট্র, শূদ্র, মালপ (মালব), মালক ও আরো কয়েকটি। অর্থাৎ ভারতে প-উপকূলে বেশ অনেকটা অংশ। রামায়ণে প-সমুদ্রে অবস্থিত। নিষধ (দ্রঃ) পর্বতের পরিপাত্র অংশ পামির। দ্রঃ হিন্দুকুশ।

পার্বতী—পারা (দ্রঃ), বা পরা নদী। জলন্ধর দোয়াবে কোহিস্তানে পর্ব নদী। রাজৌরা থেকে কয়েক মাইল উপরে বিয়াসে এসে পড়েছে। এই সঙ্গম থেকে ২০ মাইল মত ওপর দিকে পার্বতী নদীর দ-তীরে মণিকরণ একটি তীর্থ; এখানে অনেক গুলি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে।

পালোসিমন্দ—যেন সিংহলের (দ্রঃ) রাজধানী। সমুদ বন্দর বলে বর্ণিত। এই নামে একটি নদীর মোহনাতে। মতান্তরে এটি 'গলে' অন্য মতে অনরজপুর।

পাষাণ--দ-আফগানে পিষিন/পেষিন উপত্যকা। এই উপত্যকার পশ্চিম প্রান্তে অত্রান পবত/পাষাণ পর্বত। দ্রঃ বালোক্ষ।

পিঙ্গকোটই—মহাবন বিহার বা সংঘারাম। হিউ-এন-ৎসাঙ এসেছিলেন। মঙ্গলোর থেকে ২৬ মাইল দক্ষিণে। সুনিগ্রামের কাছে। উদ্যানের পুরাতন রাজধানী।

পিণ্ডারকতীর্থ--গুজরাটে গোলাবরের কাছে, দ্বারকা থেকে ১৬ মাইল পূবে। এখানে সাম্ব মুষল প্রসব করেন।

পিড়া –অশোকের গিরনর শিলালেখে একটি দেশ। পিডিকা (ব্রহ্মাণ্ড পু)। আরকট জেলাতে যেন।

পিনাকিনী—পিনাক, পেন্ন। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে। তান (টলেমি)। মহীশূরে নন্দি দুর্গ/ক্রগ পর্বতে উৎপন্ন। এখানে উত্তর মুখী বলে নাম উ-পিনাকিনী। দ-পিনাকিনী = পাপঘ্নী।

পিপরাওয়া—শরকূপ। এখানে একটি কূপে বুদ্ধের চিতাভস্মের অষ্টমাংশ রক্ষিত।

পিষ্টপুর—পিঠপুর, পিঠাপুর, গয়াপাদ। গোদাবরী জেলাতে। রাজমহেন্দ্রি থেকে ২৪ মাইল। কলিঙ্গ (দ্রঃ)। সমুদ্রগুপ্ত এটি জয় করেছিলেন। গয়ানাভি (দ্রঃ)।

পুণ্ড্র—পৌণ্ড্র (দ্রঃ), পুণ্ড্রবর্দ্ধন, পাণ্ডুয়া, গৌড়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রথম পুণ্ড্র নাম পাওয়া যায়। একটি মতে পুণ্ড্র ও পৌণ্ড্র আলাদা দেশ। রাজধানীও পুণ্ড্রবর্দ্ধন; মালদা থেকে ৬ মাইল উত্তরে এবং গৌড় থেকে ২৬ মাইল উ-পূর্বে। আগে পাশেই

মহানন্দা নদী ; বর্তমানে পশ্চিমে ৪-মাইল সরে গেছে। এখানে পাটলী দেবির মন্দির রয়েছে। একটি মতে পুণ্ড্র/পৌণ্ড্রবর্দ্ধন দেশ = রাজসাহি + দিনাজপুর + রঙপুর + মালদা + বোগুরা + ত্রিহুৎ ; অপর মতে মহানন্দা ও করতোয়ার মধ্যে। পুণ্ড্রবর্দ্ধন রাজধানী একটি মতে পঞ্জর বা বর্দ্ধনকুটি, উত্তর দিনাজপুরে ; আর এক মতে রাজধানী করতোয়া তীরে মহাস্থান-গড়, বগুড়া জেলাতে, বর্দ্ধন-কুটি থেকে ১২ মাইল দক্ষিণে এবং বগুড়া থেকে ৭ মাইল উত্তরে। শ্রাবস্তী থেকে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের দূরত্ব ৬৪০ মাইল মত এবং পূব দিকে বলা হয়েছে। কেশব-সেন লেখ থেকে এবং পেরিপ্লাস থেকে অনুমিত হয় বিক্রমপুর এই পুণ্ড্র দেশের অন্তর্গত ছিল।

পুনপুন—পুনঃপুনা। গঙ্গার একটা শাখা। পাটনা জেলাতে।

পুনা—পুনক, পুনিক পৌনিক। তেলিগাও তাম্রলিপিতে (৮-ম শতকে) পুনক বা পুন। বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে।

পুরালী—ত্রিবাঙ্কুর। পবলিয়া (টলেমি ও পেরিপ্লাসে)। পূলোক>পুরালী। মুক্তা চাষের জন্য বিখ্যাত।

পুরুষপুর—পেশোয়ার। দ্রঃ নব গান্ধার। গান্ধারের দ্রঃ, কনিষ্কের রাজধানী। কনিষ্ক এখানে একটি স্মৃতি মন্দির নির্মাণ করেন ; এর ওপর অংশ ১৩ তলা ; কাঠের তৈরি। এই ধ্বংসাবশেষ সাহ-জি-কি ডেরি ; পেশোয়ারের লাহোর দরওয়াজার বার দিকে অবস্থিত। পাশেই কনিষ্ক নির্মিত একটি চমৎকার বিহার ছিল ; মুসলমান আক্রমণে ধ্বংস হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষু অসঙ্গ খৃ ৬-শতকে এখানে থাকতেন। বসুবন্ধু এখানে জন্মান।

পুরুষোত্তমক্ষেত্র—পুরী, শ্রীক্ষেত্র (দ্রঃ), দন্তপুর (দ্রঃ), দন্তর, চরিত্রপুর। উড়িষ্যাতে। বলা হয় মালবরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন মূর্তি ও মন্দির নির্মাণ করান। রাজা শিবদেবের (সুমন দেও) সময় রক্তবাহু যবন আক্রমণের কালে উড়িষ্যার পশ্চিম প্রান্তে শোণপুর গোপালিতে বিগ্রহ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এই আক্রমণের সময় বন্যাতে মন্দির নষ্ট হয়। কয়েক শতক পরে রাজা যযাতি কেশরী খৃ ৬-শতকে মূর্তিটির সন্ধান পান। বর্তমান মন্দিরটি অনঙ্গভীম দেবের (গঙ্গাবংশ) নির্দেশে মন্ত্রী পরমহংস বাজপায়ী নির্মাণ করান ; ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে। এর পর কালাপাহাড় বিগ্রহ পুড়িয়ে ফেলেন। একটি মতে বৌদ্ধ ত্রিরত্ন অনুকরণে জগন্নাথের এই মূর্তি। বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ যথাক্রমে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা। ফা-হিয়েন ও হিউ-এন-ৎসাঙ্ বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের রথ টানা দেখেছেন। এই সুভদ্রা যেন একনামেশ বা সাবিত্রী। একটি মতে মূর্তি তিনটি ওঁ-এর প্রতীক। বর্তমানে প্রমাণিত হয়েছে পুরী প্রাচীন দন্তপুর (দ্রঃ)। পুরী থেকে সাক্ষীগোপাল রেল পথে ১০ মাইল ; এখানে কৃষ্ণের একটি সুন্দর মূর্তি রয়েছে। বালাসোর থেকে ৫ মাইল পশ্চিমে রেমুণাতে ক্ষীরচোর গোপীনাথের মূর্তি রয়েছে।

পুলিন্দদেশ—বুন্দেলখণ্ডের পশ্চিম অংশ এবং সাগর জেলা মিলে। সাগর = শবর। টলেমি বলেছেন ফুলিতোদের (পুলিন্দ)সহর = অগর(সাগর)। পুলিন্দদের শাখা পোদ।

পুষ্কর—পুষ্কর হ্রদ। ব্রহ্মতীর্থ; ব্রহ্মসর, সরস্বতী হ্রদ। বর্তমানে পোখরা। আজমীঢ় থেকে ৬ মাইল। এই হ্রদের কাছে মহাভারতের সময় উৎসব সঙ্কেত নামে ৭-টি ম্লেচ্ছ উপজাতি বাস করত। (৩) হিমালয়েও একটি পুষ্কর রয়েছে।

পুষ্করদ্বীপ—মধ্য এসিয়ার একটি অংশ। অক্সাস-এর উত্তর থেকে আরম্ভ। পশ্চিম তাতার মিলে। ভুষ্কর>পুষ্কর (?)। সিদিয়া'র অন্তর্গত (গ্রীক)।

পুষ্করাবতী নগর—রেঙ্গুন। রমণ্য মণ্ডলে। ত্রপুস ও ভল্লুক দুই ভাই ; বোধিলাভের অব্যবহিত পরে এঁরা বুদ্ধকে মধু ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য দেন। এঁরা এই পুষ্করাবতী (অন্য মতে ওকল্ল থেকে এসেছিলেন। বুদ্ধদেব এঁদের নিজের মাথার কেশ দান করেন। এঁরা ফিরে গিয়ে এই কেশগর্ভ সইডাগন প্যাগোডা তৈরি করেন।

পুষ্কলাবতী—পুষ্করাবতী। গান্ধারে প্রাচীন রাজধানী। প্রবাদ ভরত স্থাপিত। ছেলে পুষ্কলের নামে। আলেকজান্দার অবরোধ করেন এবং রাজা অসটেস-এর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে সঙগোঈয়াস্-কে (সঞ্জয়) দেন। সম্ভবত এটি অষ্ট নগর বা হস্ত নগর, পেশোয়ার সহর থেকে ১৮ মাইল উত্তরে এবং লণ্ডাই নদীর তীর এবং লণ্ডাই কাবুল সঙ্গমের কাছে। গ্রীকরা বলেছে পিউকেলায়োটেস্, সিন্ধু নদী তীরে, কাবুল নদী থেকে ১৫ মাইল উ-পূর্বে। প্রাচীন নাম উৎপলাবতী (উত্তরপথে)। এখানে আগের জন্মে বুদ্ধদেব ব্রহ্মপ্রভ নামে এক মুনি হয়ে জন্মান এবং ক্ষুধিত একটি ব্যাঘ্রী নিজের দুটি বাচ্চাকে খেতে যাচ্ছিল ; তাকে নিজের দেহ দিয়ে বাচ্চা দুটিকে রক্ষা করেন।

পুষ্পগিরি—মাল্য পর্বতের একটি অংশ। এখানে কৃতমালা (বৈগা) নদীর উৎস।

পূর্ণা--(১) পয়োষ্ণী (দ্রঃ)। (২) পইরা নদী, গোদাবরীর একটি শাখা।

পৃথূদক—পেহোয়া, পিহোয়া। পাঞ্জাবে কর্ণাল জেলাতে। সরস্বতী তীরে একটি তীর্থ। এখানে বিখ্যাত ব্রহ্মযোনি তীর্থ রয়েছে। থানেশ্বর থেকে ১৪ মাইল পশ্চিমে। বামন পুরাণে এটি ওঘোবতী নদীর তীরে।

পেটেনিক—গোদাবরী তীরে পৈথানের চারদিকে দেশ। বা মহারাষ্ট্র।

পেন্নর—পিনাকিনী, তিলপর্ণী, তৈলপর্ণী। এর তীরে নেলোর সহর। উত্তর পিনাকিনী—উ-পেন্নর। দ্রঃ পাপঘ্নী।

পোরিমন্দা—বোম্বের কাছে সালসেট দ্বীপ। পেরিমুলা (গ্রীক)। সিমিলা (টলেমি)। সালসেট=প্রাচীন ষষ্টি। বোম্বে থেকে ১০ মাইল উত্তরে। এখানে বুদ্ধের একটি দাঁত একটি মন্দিরে রয়েছে ; খৃ ৪র্থ শতকের প্রথম দিকে। পবিত্র বৌদ্ধতীর্থ। এই দ্বীপে কানহেরি চৈত্য বা কৃষ্ণগিরি চৈত্য মনে হয় খৃ ১৫ শতকের গোড়ার দিকে তৈরি। একটি পাথুরে পাহাড়ের দুটি দিকে গুহা মন্দিরগুলি অবস্থিত। সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে সুন্দর মন্দিরটি একটি বৌদ্ধ মন্দির।

পৌণ্ড্র—পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, পুণ্ড্র (দ্রঃ), পুণ্ড্রবর্দ্ধন। দেশ ও রাজধানী। কর্কষ, দিনাজপুর। বলীর ছেলে পুণ্ড্র'র নাম অনুসারে। দ্রঃ সুহ্ম। পূর্বে করতোয়া, অপর মতে ব্রহ্মপুত্র, পশ্চিমে কৌশিকী, উত্তরে হেমকূট (হিমালয় অংশ) এবং দক্ষিণে গঙ্গা। কৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ বাসুদেবের রাজ্য। এখানে সতসগড যেন প্রাচীন প্রাসাদ মনে করা হয়। অন্য মতে গঙ্গার দক্ষিণে পৌণ্ড্র, এবং উত্তরে অঙ্গ ও বঙ্গের মধ্যবর্তী এলাকা পুণ্ড্র, অর্থাৎ দুটি দেশ। পৌণ্ড্র যেন বর্তমানের সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম ও হাজারিবাগ জেলার উত্তর অংশ মিলে। রাজতরঙ্গিণীতে আছে কাশ্মীর রাজ জয়াপীড় বিজয়াদিত্য (৭৫০ খৃ) রাজা হন ; পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে এসেছিলেন এবং পঞ্চ গৌড়ের ৫-টি রাজাকে

পরাজিত করে নিজের শ্বশুব জম্বুককে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে রাজা করে দিয়ে যান।
পৌরব—হাইডাসপেস (ঝিলম) নদীব পূর্ব তীবে একটি দেশ। গুজরাট জেলা সমেত পুরুব মূল রাজধানী। এই পুরু আলেকজান্দারেব সঙ্গে যুদ্ধ কবেছিলেন।
প্রজাপতিবেদী—পঞ্চবেদী। ব্রহ্মাব ৫-টি বেদী। পূর্বে গয়াতে, দক্ষিণে বিরজা (জাজপুরে), পশ্চিমে পুষ্কব, উত্তবে সমন্তপঞ্চক এবং মধ্যে প্রয়াগ (বামন)। এলাহাবাদে প্রজাপতিবেদী একটি পবিত্র স্থান। এখানে ব্রহ্মা যজ্ঞ কবেছিলেন।
প্রণহিতা—প্রণী, প্রণীতা। মধ্য ভাবতে ওযার্দ্ধা ও ওয়েইন গঙ্গা মিশে গঠিত; গোদাববীতে মিশেছে। সঙ্গম একটি পবিত্র তীর্থ।
প্রতিষ্ঠান—(১) উৎপলাবণ্য (দ্রঃ)। ২) ব্রহ্মপবী, শালিবাহনপুর, পৈঠান, প্রতিষ্ঠা নগর; প্রাকৃতে পৈথান, পোত্তন, পোত্তলি, পোদন, পত্তন, মঙ্গি-পত্তন (দ্রঃ), মঙ্গিলপত্তন। গোদাববীব উ-তীবে। মহাবাষ্ট্র রাজধানী, শকেব বাজধানী। ঔবঙ্গাবাদ জেলাতে; ঔবঙ্গাবাদ থেকে ২৮ মাইল দক্ষিণে। এখানে শালিবাহন রাজ জন্মান, অর্থাৎ শালিবাহন রাজধানী; এবং ইনিই শেন শকাব্দ (৭৮ খৃ) চালু কবেন। পেবিপ্লাসে এটি পৈথান, জাতকে পোত্তলি, পোত্তন, পোদনা। অস্মকেব রাজধানী ও ও বাণিজ্য কেন্দ্র। অশ্মক অলক মূলক-এর রাজধানী। (৩) এলাহাবাদেব ত-মাইল পূবে বিপবীত দিকে গঙ্গাব উত্তর তীবে অদূরে ঝুসি। বর্তমান নাম ও প্রতিষ্ঠান পুব, পুরুববা ইত্যাদিব বাজধানী। দ্রঃ-প্রযাগ। বাজা ইল স্থাপিত। এখানে উত্তব দিকে হংস প্রপতন তীর্থ এবং গঙ্গা তীবে উর্বশী তীর্থ ইত্যাদি। (৪) ঔদুম্বব (দ্রঃ); রাজধানী পাঠানকে ট প্রতিষ্ঠানপুব।
প্রদ্যুম্ননগর—হুগলি জেলাতে পাণ্ডুয়া। প্রদ্যুম্ন এখানে শম্বব অসুবকে নিহত কবেন। আবো প্রাচীন নাম শঙ্খবতী মাবপুব।
প্রভাস—পভোসা, পাভোসা। কাথিওযাডে জুনাগড রাজ্যে সোমতীর্থ/সোমনাথ (দ্রঃ)। অপব নাম দেবপত্তন, বর্তমানে বেরাভাল আসলে মন্দিবের নাম সোমনাথ, সহব দেবপত্তন। নগবের দ-পশ্চিম কোণে এই মন্দিব। এখান থেকে একটু দূবে কৃষ্ণ বাণ বিদ্ধ হযে দেহ বাখেন। একটি ছোট নদী বাণাক্ষী (সবস্বতী) সহবেব পূব দিকে এক মাইল দূবে সমুদ্রে এসে মিশেছে। এই নদীব একটি ঘাট ও পবিত্র তীর্থ। সোমনাথ মন্দিবেব পেছনে ছোট একটি জলাশয় ভাটকুণ্ড ভালকাকুণ্ড, এইখানে কৃষ্ণ দেহ বাখেন। যাদববা যেখানে মারা যান সেই স্থানটি অমবাপুবী গোপীতলা। জৈনদেব কাছে সোমনাথ চন্দ্রপ্রভাস, চন্দ্রপ্রভ প্রভাস। এখানে চন্দ্র সরস্বতীতে স্নান করে এবং সোমনাথের পূজা করে যক্ষা বোগ থেকে মুক্তি পান। বেরাভাল সোমনাথ থেকে ২ মাইল উ-পশ্চিমে। সোমনাথ মন্দির ১২ লিঙ্গেব একটি। দ্রঃ অমরেশ্বব। সহরেব মন্দিব এলাকাটি বেশ উঁচু এবং সামনে সমুদ্র। গুজবাটে চালুক্যদের গৃহদেবতা ছিলেন সোমনাথ। আগে কাঠের মন্দির ছিল। অনহিল পত্তনের রাজা কুমাবপাল (লেখক হেমচন্দ্রের অনুরোধে) পাথবেব মন্দিব তৈবি করে দেন।

(২) এলাহাবাদ থেকে ৩২ মাইল দ-পশ্চিমে ছোট একটি পাহাড়ের ওপর ছোট একটি গ্রাম। কৌশাম্বী (কোসম খেরাজ) থেকে ৩ মাইল উ-পশ্চিমে। এখানে

হিউ-এন-ৎসাঙ এসেছিলেন। হিউ-এন-ৎসাঙ অনুসারে দ-পশ্চিমে পাহাড়ের মাথাতে পাথর কাটা একটি গুহা এবং এই গুহাতে একটি বিষধর সাপ ছিল। (৩) সোমতীর্থ, কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী তীরে চমসোদ্ভেদ-এর কাছে একটি তীর্থ। এখানে কার্তিক তারকাসুর বধ করেন, কৃষ্ণের পিতা এখানে একটি যজ্ঞ করেছিলেন এবং কৃষ্ণের সঙ্গে রাধিকা ও গোপিকাদের এখানে মিলন হয়েছিল। এটি প্রভাস মিলন নামে পরিচিত। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে এই মিলন হয়েছিল সিদ্ধাশ্রমে।

প্রয়াগ—ভাস্কর ক্ষেত্র। রামায়ণ ও ফা-হিয়েনের সময় কোসল রাজ্যের অন্তর্গত। এখানে দুর্গের মধ্যে অক্ষয় বট রয়েছে। গাছটি যেখানে সেই স্থানটিকে পাতালপুর বলা হয়। হিউ-এন-ৎসাঙ দেখেছিলেন গাছটির সামনে একটি সুন্দর দেব মন্দির ছিল। পুরূরবা এই প্রয়াগে রাজা ছিলেন। রাজধানী ছিল প্রতিষ্ঠান পুর; বর্তমান ঝুসি। এখানে নহুষ, যযাতি, পুরু, দুষ্মন্ত, ও ভরত রাজত্ব করেছেন। আকবর নির্মিত দুর্গের মধ্যে অশোক স্তম্ভ রয়েছে। এখানে এলোপী মন্দির একটি পীঠস্থান; দেবীর পিঠ পড়েছিল। গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে বেণী মাধব মন্দির মহাভারতে উল্লিখিত। দক্ষিণ প্রযাগ = ত্রিবেণী (দ্রঃ); পঞ্চপ্রযাগ (দ্রঃ)।

প্রলম্ব—মারওয়ার বা মুন্দোর। বিজনোর থেকে ৮ মাইল উত্তরে. পশ্চিম রোহিল-খণ্ডে। মদওযার, মতিপুর।

প্রস্থল—ফিরোজপুর, পাতিয়ালা ও সির্ষের মধ্যবর্তী এলাকা। অন্য মতে পাতিয়ালা।

প্রস্রবণগিরি—গোদাবরী তীরে ঔরঙ্গাবাদের পাহাড়। ভবভূতি বলেছেন গোদাবরী তীরে জনস্থান। এই পাহাড়ে জটায়ু বাস করত। রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাতে আর একটি প্রস্রবণ গিরি রয়েছে, অনগণ্ডির কাছে এটি তুঙ্গভদ্রা তীরে, অপর নাম মাল্য-বান গিরি।

প্রাক্‌বিজয়—প্রবিজয, জয়ন্তিয়া, জেন্তিয়া; আসামে।

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর—(১) কামরূপ (দ্রঃ)। বেত্রবতী নদীর তীরে আর একটি প্রাক্‌-জ্যোতিষপুর ছিল।

প্রাগ বোধিপর্বত—মোর পর্বত। ফল্গুর অপর পারে। বুদ্ধগয়ার ৩-মাইল উ-পশ্চিমে। এখান থেকে বুদ্ধদেব তপস্যাতে যান। এই পাহাড়ের দ-পশ্চিম পাদদেশে মোর হ্রদ। পর্বতের আর এক নাম মোর-তাল-কা পাহাড়।

প্রাচ্য—ভারতের পূর্ব অংশ। সরস্বতীর দ-পূর্ব। প্রসী (গ্রীক); মগধ মিলে। অন্য মতে কাশী, কোশল, বিদেহ ও হয়তো মগধ মিলে এই প্রাচ্য।

প্রেতোদ্ধারিনী—পিরি বা পইরি নদী। রাজুতে মহানদীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

ফলকীবন—কুরুক্ষেত্রে। ওঘোবতী নদীর তীরে ফরল। থানেশ্বর থেকে ১৭ মাইল দ-পশ্চিমে। এই ফরলে শুক্রতীর্থ অবস্থিত।

ফল্গু—গয়ার কাছে নীলাঞ্জন (নিরঞ্জনা দ্রঃ) ও মোহনার মিলিত ধারা। বুদ্ধগয়া থেকে ১ মাইল নীচের দিকে মোর পর্বতের কাছে দুটি নদী যুক্ত হয়ে গয়ার মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে; এরই তীরে বৌদ্ধগয়া সহর। ব্রহ্ম সরোবর থেকে উত্তর মানস সমস্ত নদীখাত-টিকেই পবিত্র ধরা হয়। মহাভারতে মহানদী।

ফেনা—হয়তো পেন গঙ্গা। অপর নাম সিন্ধু ফেনা। গোদাবরীর করদা শাখা।

ফেনাগিরি—সিন্ধুর মোহনাতে অবস্থিত।

বংশগুল্ম—অমরকণ্টকে (দ্রঃ) একটি পবিত্র কুণ্ড। নর্মদার (দ্রঃ) উৎস। প্রথম প্রপাত থেকে ৪'৫ মাইল মত পূব দিকে।

বংশধারা—গঞ্জামে একটি নদী ; এর তীরে কলিঙ্গপত্তন।

বক্রেশ্বর—বক্রনাথ। বীরভূম জেলাতে। শাক্তপীঠ।• দেবী মহিষমর্দিনী ; ভৈরব বক্রনাথ। এখানে উষ্ণ ও শীতল জলের সাতটি প্রস্রবণ রয়েছে।

বঙ্গ—গঙ্গার ব-দ্বীপের পূর্ব অংশ ; উপবঙ্গ এই এলাকার মধ্যস্থলে। মতান্তরে ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মার মধ্যগত এলাকা। মহাভারতে পুণ্ড্র, সুহ্ম ও তাম্রলিপ্ত বাদে। হরকেলা= বঙ্গ বা পূর্ববঙ্গ। বঙ্গে ৫-টি বিভাগ দেখা যায় :-পুণ্ড্র উ-বাঙলা ; সমতট পূ-বাঙলা, কর্ণসুবর্ণ প-বাঙলা, তাম্রলিপ্ত দ-বাঙলা এবং কামরূপ (আসাম)—হিউ-এন-ৎসাঙ। বল্লালসেন ৪ ভাগ করেন :-গঙ্গার উত্তরে বরেন্দ্র ও বঙ্গ (মধ্য সীমানা ব্রহ্মপুত্র) এবং গঙ্গার দক্ষিণে রাঢ় ও বাগদি ; মধ্য সীমানা জলাঙ্গী—গঙ্গার একটি শাখা। বরেন্দ্র ছিল মহানন্দা ও করতোয়ার মধ্যে এবং এটি পুণ্ড্র। বঙ্গ অর্থে পূ-বঙ্গ। রাঢ় (ভাগীরথীর পশ্চিমে) হচ্ছে কর্ণ-সুবর্ণ এবং বাগদি হচ্ছে (হিউ-এন-ৎসাঙের সমতট) দ-বাঙলা। আদিশূরের সময় বঙ্গ অর্থে রাঢ়, বঙ্গ, বরেন্দ্র ও গৌড়। কেশব সেনের সময় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের মধ্যে বঙ্গ অবস্থিত ছিল। ঋক্বেদে ঐতরেয় আরণ্যকে প্রথম বঙ্গ নাম পাওয়া যায়। একটি মতে বঙ্গ এক সময় মাত্র বর্দ্ধমান ও নদীয়া মিলে। লক্ষ্মণ-সেনের তাম্রলিপি (সিরাজগঞ্জে প্রাপ্ত) থেকে মনে হয় সেন রাজারা ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং কর্ণাট থেকে এসেছিলেন। (দ্রঃ) বল্লালপুরী, বাঙলা, সপ্তগ্রাম, কর্ণসুবর্ণ।

বঞ্জি—করুর। চেব (দ্রঃ) বা কেরল রাজধানী। দ-কোঙ্কন বা মালাবার উপকূলে।

বঞ্জুলা—মঞ্জুলা (মহাভারতে), মনজেরা। গোদাবরীর করদা শাখা। দুটি নদীই পশ্চিমঘাট (সহ্যপাদ) পর্বতে উৎপন্ন।

বটেশ্বরনাথ—বটেশ, শিলাসঙ্গম। কহলগাঁও থেকে ৮ মাইল উত্তরে বটেশ্বরনাথের মন্দির ; পাথরঘাটা পাহাড়ে কান্দি পর্বতে। বিক্রমশিলা (দ্রঃ) সংঘারামের ধ্বংসাবশেষ এখানে ছড়ান রয়েছে।

বৎস্য—বংশ। বাৎস্যপত্তন। এলাহাবাদের পশ্চিমে একটি দেশ। উদয়নের রাজ্য ; রাজধানী কৌশাম্বী। রামায়ণে এর উত্তর সীমা গঙ্গা।

বদরিকাশ্রম—বদরী, বিশালা বদরী, বদ্রিনাথ। যুক্তপ্রদেশে গাড়োয়ালে বিষেণগঙ্গার তীরে। ব্যাসের আশ্রম। মূল হিমালয়ের একটি শিখর। হরিদ্বারের উত্তরে এবং শ্রীনগর থেকে ৫৫ মাইল উ-পূর্বে। অলকানন্দার (বিষেণগঙ্গা) উৎসের কাছে পশ্চিম তীরে নর নারায়ণের মন্দির রয়েছে। নর, নারায়ণ নামে দুটি শিখর থেকে সমান দূরে। এখানে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ (তপন কুণ্ড) অবস্থিত। গন্ধমাদন পর্বতে এই মন্দির। প্রবাদ শঙ্করাচার্য ৮-ম শতকে মন্দিরটি নির্মাণ করান। দ্রঃ কৈলাস, মালিকোট।

বদরী—ও-ছ-লি (হিউ-এন-ৎসাঙ)। গুজরাটে এডর যেন ; পুরাণে এটি সৌবীর। ইদরদুর্গ>এডর ; হিরণ্য নদীর তীরে। আবু পাহাড়ের কাছে বসন্তগড়ে ধবল শিলা লেখে বদরীর উল্লেখ আছে।

বন—ব্রজমণ্ডলে (দ্রঃ) ১২ টি বন :—মধু, তাল, কুমুদ, বৃন্দা, খদির, কাম্যক, বহুলা (যমুনার পশ্চিমে), মহা, বিল্ব, লোহ, ভাণ্ডীর ও ভদ্রবন (যমুনার পূর্বতীরে)। বরাহ পুরাণে তালবন = বিষ্ণুস্থান, কুমুদবন কুণ্ডবন, বহুলা = বকুলবন। পুষ্করক্ষেত্রে ৮-টি বন :-ক্যাম্যক, অদিতি, ব্যাস, ফলকী, সূর্য, মধু ও সীতা। হিমালয়ে নন্দন, চৈত্ররথ ইত্যাদি। দ্রঃ অরণ্য।

বনবাসী—জয়ন্তী, বৈজয়ন্তী। (১) বৌদ্ধযুগে উ-কানাড়া। একটি মতে ঘাট পর্বত শ্রেণী ও তুঙ্গভদ্রার মধ্যে এবং বরদা আর একটি সীমা। (২) মতান্তরে উ-কানাড়াতে ক্রৌঞ্চপুর (দ্রঃ)। (৩) রামায়ণে বৈজয়ন্ত। (৪) উ-কানাড়াতে তুঙ্গভদ্রার বরদা শাখা বরদা নদীর তীরে বনওউসেই (টলেমি উল্লিখিত)- বনবাসী আজও আছে। রাজা সাবস প্রতিষ্ঠিত। খৃ ৬-শতক পর্যন্ত কদম্ব রাজবংশের রাজধানী ছিল বনবাসী। ২৪৫ খৃ পূর্বে অশোক এখানে রক্ষিত নামে এক জন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে পাঠিয়েছিলেন। দ্র জয়ন্ত। স্কন্দপুরাণে বনবাসে মধু ও কৈটভ বাস করত, এখানে মধুকেশ্বর মহাদেবের মন্দির মধু প্রতিষ্ঠা করেছিল।

বনায়ু—আরব। বেহিস্তুন শিলালেখে আরব অন্য। বনায়ু= আরব অনেকটা কল্পনাশ্রয়ী। খৃ ৬-শতকে বরাহমিহির আরবের উল্লেখ করেছেন। পদ্মপুরাণে বনায়ুবাস ভারতের উ-পশ্চিমের উপজাতি।

বন্দরপুচ্ছ—হিমালয়ে হেমকূট শাখা, এখানে গঙ্গা যমুনার উৎস। দ্রঃ-যমুনোত্রী।

বন্নু -বর্ণু (পাণিনী), বরুণ। ফলনু (হিউ-এন-ৎসাঙ) পাঞ্জাবে। বনায়ু>বন্নু (?) ফোন (ফা হিয়েন)।

বরণ—পাঞ্জাবে বুলন্দসর। প্রবাদ পরীক্ষিতের ছেলে জনমেজয় প্রতিষ্ঠিত। শিলালেখে উচ্চনগর। দ্রঃ অয়োর্নস।

বরাহক্ষেত্র- বরাহমূল, বরামূলা। কাশ্মীরে ঝিলমের দ-তীরে। শ্রীনগর থেকে ৩২ মাইল দ-পশ্চিমে। এখানে বিষ্ণু বরাহ মূর্তি ধারণ করেন। আদি বরাহের একটি মন্দির এখানে রয়েছে। এই বরাহমূলার কাছে বরাহপর্বত অবস্থিত। (২) পূর্ণিয়া জেলাতে নাথপুরে ত্রিবেণী থেকে একটু নীচে। দ্রঃ মহাকৌশিক।

বরাহছত্র—বর্তমানে কোলি (দ্রঃ)। বিষ্ণু এখানে বরাহ অবতার রূপে আবির্ভূত হন। অপর নাম ব্যাঘ্রপুর।

বরুষ— পা লু-স (হিউ-এন-ৎসাঙ)। ইউসুফজাই দেশে সাহাবাজগড়ি, পেশোয়ার থেকে ৪০ মাইল উ-পূর্বে। এখানে অশোকের একটি শিলালিপি রয়েছে।

বরেন্দ্র—বরিন্দ্র। বাঙলাতে মালদার একটি অংশ। এখানে পুণ্ড্রবর্দ্ধন (দ্রঃ) ছিল। গোমস্তাপুর, নবাবগঞ্জ, গাজোল ও মালদা থানা মিলে। প্রাচীন পুণ্ড্র রাজ্যের অংশ। গঙ্গা, মহানন্দা, কামরূপ ও করতোয়ার মধ্যবর্তী এলাকা। মহাস্থান-গড় দ্রঃ।

বর্দ্ধমান—(১) এলাহাবাদ ও বারাণসীর মধ্যে অবস্থিত (কথা সরিৎ) এবং বিন্ধ্যের উত্তরে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও কথাসরিৎসাগরে আছে। (২) অস্থিক গ্রাম। শূলপাণি যক্ষ এখানে বাস করত ; যাদের হত্যা করেছিল তাদের অস্থি এখানে গাদা হয়ে উঠে এই নাম। কৈবল্যলাভের পর মহাবীর প্রথম বর্ষা এখানে কাটান, অপর নাম বর্দ্ধমান কোটি। হর্ষবর্দ্ধন এখানে ৬৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁবু ফেলেন, এই বর্দ্ধমান দিনাজ-

পুবে। (৩) দন্তের কাছে আর একটি বর্দ্ধমান ছিল। (৪) মালবে একটি ছিল (ললিতপুর লেখ)। (৫) কাথিওয়াড়ে বর্দ্ধমান/বর্দ্ধমানপুর—বর্তমানে নাম বড়বান; এখানে জৈন পণ্ডিত মেরুতুঙ্গ বাস করতেন।

বর্ষপর্বত—নীল, নিষধ, শ্বেত, হেমকূট, হিমবান শৃঙ্গবান।

বহি—(১) কাকোথ দ্রঃ; একটি নদী। পাবা থেকে কুশীনগর যাবার পথে বুদ্ধদেব এটি পার হন। (২) একটি নগর। দ্রঃ কুশীনগর।

বলভি—ওয়াল বা ওয়ালি সমুদ্র বন্দর, স্থানীয় নাম বমিলপুর। ক্যাম্বে উপসাগরের পশ্চিম তীরে; কাথিওয়াড়ে, ভবনগর থেকে ১৮ মাইল উ-পশ্চিমে। সৌরাষ্ট্রের (গুজরাট) রাজধানী ছিল। এখানে ৮৪-টি জৈন মন্দির রয়েছে। পরে ৭-ম শতকে পশ্চিম ভারতের বৌদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। বলভিরাজ প্রথম শ্রীধরসেনের সভাতে ভট্ট কবি এবং দ্বিতীয় ধ্রুবসেনের সভাতে ভদ্রবাহু সভাপণ্ডিত ছিলেন।

বলখ—পুরাণে ভোগবতী; আবেস্তাতে বখদি; বক্র (গ্রীক)। পাতালপুরী। বলি আলয় (বর্মা); বলিসদ্ম (অমরকোষ); বাহ্লিক (ভবিষ্য)। তুর্কি শব্দ বলিখ (রাজার আবাস) থেকে এই শব্দগুলির উৎপত্তি। দ্রঃ তুখার, বালোক্ষ, বাহ্লিক, ব্যাকট্রিয়ান।

বল্লালপুরী—আদিশূর ও বল্লালসেনের রাজধানী। বাঙলাতে। বর্তমানে রামপাল/বল্লালবাড়ি। মুন্সিগঞ্জ থেকে ৪ মাইল পশ্চিমে; বিক্রমপুরে। মুসলমানরা গৌড় অধিকার করলে সেন রাজারা এখানে চলে আসেন। এখানে বল্লালসেনের দুর্গের অবশেষিত অংশ এখনও আছে। পালবংশের রাজা রামপাল নির্মিত। দুর্গের সামনে একটি বড় পুষ্করিণী রয়েছে। আদিশূর সম্ভবত ৭৩২ খৃষ্টাব্দে গৌড়ে রাজা হন এবং কনৌজ থেকে ৫ জন ব্রাহ্মণকে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করার জন্য আনিয়েছিলেন, এঁরা রাজার জন্য আনা আশীর্বাদী ফল একটি কাঠের খুঁটির ওপর রাখেন। দুর্গের পথে অবস্থিত খুঁটিটি সজীব গজারির গাছে পরিণত হয়েছিল; গাছটি এখনও আছে। আদিশূর এদের একটি করে গ্রাম দেন:-পঞ্চকোটি হরিকোটি, কামকোটি, কনকগ্রাম ও বটগ্রাম; এক সঙ্গে এই ৫-টি গ্রামকে পঞ্চসার বলা হয়েছিল; রামপাল থেকে এটি ১ মাইল মত। বল্লালের পিতা বিজয়সেন বাংলা জয় করে ১০৭২ খৃষ্টাব্দে গৌড়ে রাজা হন। গৌড়ে এই বংশের শেষ রাজা বল্লালসেন। মণিপুরের যবন সেনাপতিকে বল্লালসেন পরাজিত করেন কিন্তু প্রাসাদে ভুল সঙ্কেত আসে। ফলে রাণীরা চিতায় দেহত্যাগ করেন। দুর্গের মধ্যে এই দেহত্যাগের স্থানটি আজও দেখান হয়। মহাস্থানের (দ্রঃ) উগ্রমাধবের মহান্ত ধর্মগিরিকে বল্লালসেন অপমানিত করে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেন। এই ধর্মগিরির প্ররোচনায় মণিপুরের যবন সেনাপতি আক্রমণ করেছিল। বল্লালবাটি থেকে ১/২ মাইল উত্তরে বারাদুয়ারতে এই যবন প্রধানের সমাধি রয়েছে। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বিক্রমপুরে জন্মান।

বশ্যা—বাসেইন, বাসিক্ক, বৈসিক্য, কানহেরি লেখে বস্তা। বোম্বে প্রদেশে। পরশুরাম ক্ষেত্রের একটি অংশ। এখানে প্রধান তীর্থ বিমলা/নির্মলা (স্কন্দপু)। পর্তুগিজরা বিমলেশ্বর মহাদেবের বিগ্রহকে নষ্ট করে ফেলে।

বসাতি—বসতি। বেসতে'দের দেশ। তিব্বতবর্মা উপজাতি; তিব্বতের পূর্ব প্রান্তে বর্তমানের গ্যাংটকের চার পাশে (মহাভার)। অন্য মতে সিন্ধু ও ঝিলমের মধ্যবর্তী অংশে।

বসিষ্ঠ আশ্রম—(১) অর্বুদ পাহাড়ে। (২) অযোধ্যা স্টেসন থেকে ১ মাইল উত্তরে। (৩) আসামে কামরূপের কাছে সন্ধ্যাচল পাহাড়ে।

বহুলা—শক্তিপীঠস্থান। বাঙলাতে কাটোয়াতে।

বহেল—বহেলা। মধ্যভারতে বঘেলখণ্ড। বিন্ধ্যমূলে করুষ (রেওয়া) দেশের সঙ্গে ধরা হয়। রেওয়াও বঘেলখণ্ড বলে পরিচিত।

বাকাটক—বঙ্গোপসাগর ও শ্রীশৈল-পর্বতের মধ্যে একটি প্রদেশ। দাক্ষিণাত্যে হায়দ্রাবাদের দক্ষিণে। কিলকিলা=কৈলকিলা যবনরা এখানে রাজত্ব করতেন। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা বিন্ধ্যশক্তি।

বাকু—কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম উপকূলে। অপর নাম বড়কু, সংস্কৃতে বড়বা, মহাজ্বালামুখী।

বাগমতী—বাচমতী; ভাগমতী, ভাগবতী (বৌদ্ধ), বাগমুদা, বক্তমুদা; নেপালে বৌদ্ধদের পবিত্র তীর্থ। বুদ্ধ ক্রকুছন্দ গৌড় দেশ থেকে নেপালে এসে মুখের কথায় নদীটি নির্মাণ করেছিলেন; ফলে নাম বাচমতী। এই নদীর তীরে তীর্থ রয়েছে:- মরদারিকা সঙ্গমে শান্ত, মণিসরোহিণী/মণিরোহিণী/মণিমতী সঙ্গমে শঙ্কর, রাজমঞ্জরী সঙ্গমে রাজমঞ্জরী, রত্নাবলী সঙ্গমে প্রমদা, চারুমতী সঙ্গমে সুলক্ষণা, প্রভাবতী সঙ্গমে জয়া, ত্রিবেণী সঙ্গমে গোকর্ণ। পণ্য ও চিন্তামণি আরো দুটি তীর্থ এবং বাগমতীর উৎস ও মোহনা ও আরো দুটি তীর্থ। নেপালে মোট বড় তীর্থ ১৪-টি।

বাঙলা—বঙ্গ। গৌড়; রাজধানীও গৌড়। পালরাজারা ভূপাল/গোপাল--স্থিরপাল খৃ ৮ শতকের মধ্যভাগ থেকে ১২ শতক পর্যন্ত; সেন রাজারা বীরসেন—সুরসেন ৯৯৪-১২০৩ রাজত্ব করেন। একটি মতে আদিশূর ৭৩২ খৃ গৌড়ে রাজা হন। লক্ষ্মণসেনের সভাতে জয়দেব ও হলায়ুধ ছিলেন।

বাটধান—উত্তর ভারতে, নকুল জয় করেছিলেন। বৌদ্ধযুগে বেঠদ্বীপ যেন। কিছু পুরাণে এটি বাহ্লীক ও আভীর দেশের মধ্যগত এবং ইন্দ্রপ্রস্থের পশ্চিমে অর্থাৎ পাঞ্জাবে। ভটনইর হতে পারে। মতান্তরে সাটলেজের পূব দিকে এবং ফিরোজপুর থেকে দক্ষিণে যেন।

বাণপুর—বাণরাজারগড়, শোণিতপুর, মহাবলিপুর, মহাবালেশ্বর, বা সপ্তপ্যাগোডার দেশ; করমণ্ডল উপকূলে চিঙ্গলিপেট জেলাতে। মাদ্রাজের দক্ষিণে ৩০ মাইল। প্রাচীন পণ্ডিয়োন বংশের রাজধানী। পাথর কেটে সুন্দর সুন্দর মন্দির ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়েছে। বালি ও বামনের কাহিনীর সঙ্গে এই সব ধ্বংসাবশেষ যুক্ত করা হয়েছে। একটি পাথর কেটে একটি করে রথ এই ভাবে অনেকগুলি রথ পল্লব রাজারা খৃ ৭-শতকে তৈরি করেছিলেন। দ্রঃ শোণিতপুর।

বাতাপিপুর—বাতাপি, বাদামি। কৃষ্ণার একটি শাখা মলপ্রভা নদীর কাছে। কলদ্‌গি/কৃষ্ণা জেলাতে। বর্তমানে বিজাপুর জেলাতে। বোম্বেতে বাদামি স্টেসন থেকে ৩ মাইল। মহারাষ্ট্রের প্রাচীন রাজধানী। এখানে তিনটি ব্রাহ্মণ্য গুহা রয়েছে;

একটিতে ৫৭৯ খৃ তারিখ আছে, একটি জৈনগুহা মন্দিরে তারিখ ৬৫০ খৃ। ইল্বলের ভাই বাতাপ্পির নামে নাম। পল্লব রাজ প্রথম নরসিংহ বর্মন বাতাপি ধ্বংস করেন। মণিমতীপুর দ্রঃ।

বরণাবত—বরণাওয়া। মিরাট থেকে ১৯ মাইল উ-পশ্চিম। এখানে জতুগৃহ তৈরি হয়েছিল। সন্ধির প্রস্তাবে যুধিষ্ঠির প্রার্থিত গ্রাম।

বারাইচ—অযোধ্যাতে এই জেলাটি প্রাচীন উত্তর কোসল।

বারাণসী—কাশী, অবিমুক্ত। দেশের নাম কাশী; রাজধানী বারাণসী। বরুণা/বর্ণা বরণা/বারা ও অসি নদীর সঙ্গমে একটি সহর। আগে ছিল গঙ্গা গোমতী সঙ্গম। বুদ্ধের সময় কাশীরাজ্য কোসলের অন্তর্গত। পুরুরবার বংশধর কাশ প্রতিষ্ঠিত। কাশিরাজের নাতি ধন্বন্তরি এবং ধন্বন্তরির নাতি দিবোদাস। এই দিবোদাসের সময় বুদ্ধধর্ম এখানে কিছু দিনের জন্য শৈবধর্মকে গ্রাস করেছিল। ১০২৬ খৃ বারাণসীতে গৌড় রাজ মহীপালের সময় বৌদ্ধধর্ম আবার এখানে প্রবল হয়ে ওঠে। চন্দ্রদেব (১০৭২-১০৯৬ খৃ) পাল রাজাদের হাত থেকে বারাণসী কেড়ে নিয়ে কনৌজের সঙ্গে যুক্ত করেন এবং শৈব ধর্ম আবার প্রবল হয়ে ওঠে। হিউ-এন-ৎসাঙ এখানে এসেছিলেন এবং এখানের বিশ্বেশ্বর মহাদেবের বর্ণনা দিয়ে গেছেন; বারাণসীতে ২০-টি ব্রাহ্মণ্য মন্দির দেখেছিলেন, সবগুলিই কাঠ ও পাথরের কাজে অলঙ্কৃত ছিল: মহাদেবের মূর্তি ছিল পিতলের, ১০০ ফুট মত মাথায় এবং জীবন্ত ও ভাবগম্ভীর। পদ্মপুরাণে বিশ্বেশ্বর, বিন্দুমাধব, মণিকর্ণিকা ও জ্ঞানবাপীর উল্লেখ আছে। ঔরঙ্গজেব এই মূর্তি নষ্ট করে জ্ঞানবাপীতে ফেলে দেয়। দঃ চক্রতীর্থ। আদি বিশ্বেশ্বর মন্দির, বেণীমাধব মন্দির এবং বকর্গকুণ্ড বৌদ্ধ মন্দিরের উপকরণে ও বৌদ্ধ মন্দিরের স্থানে নির্মিত হয়েছিল। আদি কেশব বিগ্রহটি সবচেয়ে প্রাচীন। শিব পুরাণে তিলভাণ্ডেশ্বর, ও দশাশ্বমেধেশ্বর নাম রয়েছে। মণিকর্ণিকা ঘাট ভারতে সব চেয়ে পবিত্র স্থান মনে করা হয়। রাজা হরিশ্চন্দ্রের জীবনের সঙ্গে জড়িত। বারাণসীতে দুর্গটি বাংলার পাল রাজারা এবং কনৌজের রাঠোর রাজারা ব্যবহার করতেন. দুর্গটি বরণা ও গঙ্গার সঙ্গমে অবস্থিত। বারাণসী একটি পীঠস্থান; সতীর বাম হাত পড়েছিল। দেবী এখানে অন্নপূর্ণা, তন্ত্রচূড়ামণিতে বিশালাক্ষী। প্রাচীন ভারতের দুটি ব্রাহ্মণ্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একটি বারাণসীতে আর একটি তক্ষশিলাতে। বারাণসীতে কাশ্যপবুদ্ধ জন্মান। ফা-হিয়েন মতে টু-ওয়েই তডওয়া-তণ্ডয়াতে জন্মান; সরস্বতী থেকে ৯-মাইল পশ্চিমে। গুরুপাদ গিরিতে কাশ্যপ দেহ রাখেন। বুদ্ধঘোষ বলেছেন বারাণসীতে জন্ম এবং মৃগদাবে মৃত্যু। বৌদ্ধগ্রন্থে বারাণসী--সুরন্ধন, সুদর্শন, পুষ্পবতী, ব্রহ্মবর্দ্ধন, রম্য। বারাণসীর দক্ষিণ অংশ শঙ্কুকণ।

বারাণসীকটক—মহানদী ও কাটজুরি সঙ্গমে; কটক; উড়িষ্যাতে। ৯৪৯ খৃষ্টাব্দে নৃপ কেশরী স্থাপিত।

বালুকেশ্বর—বোম্বের কাছে মালাবার পর্বত। এখানে পরশুরাম বালুকেশ্বর মহাদেবের লিঙ্গ স্থাপন করেন।

বালুবাহিনী—বাগিন নদী, বুন্দেলখণ্ডে। বাহিনী। যমুনার একটি করদা শাখা।

বালোক্ষ—বেলুচিস্তান। অবদান কল্পলতাতে নামটি আছে। প্রাচীন হিন্দুরাজ্য;

জায়গাও এখানে নাই। পাথরঘাটা বিহারটিই যেন এই বিক্রমশিলা; কহলগাঁও থেকে ৪ মাইল উত্তরে এবং চম্পা থেকে ২৪ মাইল পূব দিকে; ভাগলপুরের কাছে। 'চৌরপঞ্চশিকা'তে এটি শিলাসঙ্গম বলে উল্লিখিত। স্থানটিতে বৌদ্ধযুগের প্রচুর প্রত্নবস্তু ও গুহামন্দির রয়েছে। এখান থেকে বুদ্ধ, মৈত্রেয় ও অবলোকিতেশ্বর ইত্যাদির অতুলনীয় সুন্দর মূর্তি পাওয়া গেছে; নালন্দা বিহারের মূর্তিগুলির সমান সুন্দর মূর্তি। ৮ শতকে অর্থাৎ হিউ-এন-ৎসাঙের পরে স্থাপিত ফলে হিউ-এন-ৎসাঙ এই বিহারের কথা কিছু বলেন নি। এই বিহারের ছয়টি দ্বার ও ছয়জন দ্বারপাল পণ্ডিত ছিলেন। এদের পরাজিত করতে না পারলে ভেতরে প্রবেশ সম্ভব ছিল না। বখতিয়ার খিলজি এটি ধ্বংস করে; তার 'পর ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাকেন্দ্র মিথিলা ও নবদ্বীপ গড়ে উঠেছিল। পাহাড়ের মাথায় বটেশ্বর মহাদেবের মন্দির রয়েছে; বিহার নষ্ট হবার পর এটি স্থাপিত হয়েছিল যেন।

বিজয় নগর—(১) পদ্মাবতী, পদ্মপুর, বিদ্যানগর। প্রাচীন বিদর্ভ রাজ্যের অন্তর্গত। মালবে সিন্ধু ও পার্বতী/পাঁরা নদী সঙ্গমে। ভবভূতির জন্মস্থান। পদ্মাবতীতেই মালতীমাধবের কাহিনী ঘটেছিল; অবশ্য এই পদ্মাবতী উজ্জয়িনী। (২) তুঙ্গভদ্রা তীরে বিদ্যানগর। স্থানীয় নাম হাম্পি (দ্রঃ) বা কর্ণাট। বেলারি থেকে ৩৬ মাইল উ-পশ্চিমে। বিজয় নগরের রাজধানী ছিল কর্ণাট। ১৩২০ খৃ যাদব বংশীয় সঙ্গম দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এখানে বিঠোবার বিখ্যাত মন্দির ও বিরূপাক্ষ মহাদেবের রয়েছে।

বিজয়পুর - বিজয়নগর। বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেনের নামে। দ্রঃ বল্লালপুরী। মালদা জেলাতে গোদাগিরির কাছে গঙ্গা তীরে বিজয়নগর যেন এই বিজয়পুর (পবনদূতে উল্লিখিত)। পরে এখান থেকে সেনরাজারা লক্ষ্মণাবতীতে রাজধানী নিয়ে যান। লক্ষ্মণাবতীই-ই পরে গৌড় নামে পরিচিত।

বিতস্তা—হাইদাসপেস (গ্রীক), বিদাসপেস্, বিতংসা (বৌদ্ধ), ঝিলম।

বিদর্ভ—বিদর, বেদর। বেরার, খান্দেস্, নিজাম রাজ্যের কিছুটা ও যুক্তপ্রদেশের কিছুটা মিলে। রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মকের দেশ। প্রধান সহর কুন্দিন নগর/পুর ও ভোজকটপুর (দ্রঃ)। রাজধানী কুন্দিনপুর (দ্রঃ)= প্রাচীন বিদর=বিদর্ভপুর/নগর। ভোজকটপুর=ভোজপুর; বিদিসা থেকে ৬-মাইল দ-পূর্বে; ভূপালের রাজধানী। ভোজরা বিদর্ভে বাস করতেন। ভূপাল ও বিদিসা প্রাচীন বিদর্ভের অন্তর্গত ছিল।

বিদর্ভ নদী - পেনগঙ্গা। দ্রঃ নালন্দা।

বিদিসা—ভিলসা। মালবে ভূপাল রাজ্যে। বেত্রবতী নদীর তীরে। ভূপাল থেকে ২৬ মাইল উ-পূর্বে। শত্রুঘ্নের ছেলে শত্রুঘাতীকে রামচন্দ্র বিদিসাতে রাজা করে দেন। প্রাচীন দশার্ণের রাজধানী। শুঙ্গবংশে অগ্নিমিত্র পিতা পুষ্পমিত্রের প্রতিনিধি হিসাবে এখানে রাজাপাল ছিলেন। বেস নগর (বসালি বেদিসাগিরি, চেতিয়, চেতিয় গিরি/নগর, চৈত্য গিরি) বেসলি ও বেতওয়া নদীর সঙ্গমে অবস্থিত; বিদিসা থেকে ৩ মাইল উত্তরে ভূপাল রাজ্যে। এখানকার এক প্রধানের মেয়ে দেবীকে উজ্জয়িনীতে যাবার পথে অশোক বিয়ে করেন; এই দেবীর যমজ সন্তান উজ্জেনিয় ও মহিন্দ এবং পরে একটি মেয়ে হয় সংঘমিত্রা। বিদিসা স্তূপ অর্থে ৫-টি স্তূপ; একটি বালুময় অনুচ্চপাহাড়ের ওপর স্থাপিত :-(১) সাঁচি (দ্রঃ) স্তূপ; বিদিসা থেকে ৫.৫

মাইল দ-পশ্চিমে। (২) সোনারি স্তূপ; সাঁচি থেকে ৬ মাইল দ-পশ্চিমে। (৩) শতধারা স্তূপ; সোনারি থেকে ৩-মাইল। (৪) ভোজপুর স্তূপ; বিদিসা থেকে ৬ মাইল দ-দক্ষিণপূর্ব। (৫) আন্ধের স্তূপ বিদিশা থেকে ৯ মাইল পূ-দ-পূর্বে। এগুলি ২৫০ খৃ পূ-৭৮ খৃষ্টাব্দে রচিত। তক্ষশিলার হেলিযোদোরাস্ (১৫০খৃ-পূ মত) বেস নগরে একটি গরুড়ধ্বজ স্থাপন করেছিলেন। (২) বিদিসা বেস/বেসলি নদী; বেস নগরে বা নগরের কাছে বেত্রবতী নদীতে এসে পড়েছে।

বিদেহ—বিদেঘ, ত্রিহুৎ। জনকের রাজ্য। মিথিলা = বিদেহ বা বিদেহ রাজধানী। দ্বারভাঙ্গা জেলাতে জনকপুর ছিল জনকের রাজধানী; পরে বারাণসী। সীতামারি থেকে ১ মাইল উত্তরে একটি পুষ্করিণী রয়েছে. এখানে সীতাকে পাওয়া গিয়েছিল। অন্য মতে সীতামারি থেকে ৩ মাইল দূরে পণউরা'তে সীতাকে পাওয়া গিয়েছিল। জনকপুর থেকে ৬ মাইল দূরে ধেনুকা (বর্তমানে জঙ্গল); এখানে রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করেন। সীতামারিতে সীতার বিয়ে হয়েছিল। বিদেহের পূর্বদিকে কৌশিকী, পশ্চিমে গণ্ডক, উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে গঙ্গা। বুদ্ধের সময় বৃজ্জিদের রাজ্য।

বিদ্যানগর—(১) গোদাবরী তীরে রাজমাহেন্দ্রি। (২) বিজয নগর (দ্রঃ)।

বিনশনতীর্থ—শিরহিন্দ জেলাতে (পাতিয়ালা) মরুভূমি এলাকা। থানেশ্বর থেকে সরস্বতী নদী এগিয়ে এসে এখানে বালির মধ্যে মিশে গেছে।

বিনায়কক্ষেত্র—ধনমণ্ডল থেকে ৩ বা ৪ মাইল। ভুবনেশ্বর স্টেসন থেকে আরো ওপরে; পাহাড়ের মাথাতে।

বিনায়ক তীর্থ—আটটি: (১) মোরেশ্বর, জাজুরি স্টেসন থেকে ৬ মাইল। (২) বল্লাল: বোম্বে থেকে নৌকাতে ৪৬ মাইল। এখানে মরুদ নামে গণেশের মন্দির রয়েছে। (৩) লেনাদ্রি, তেলিগাও স্টেসন থেকে ৫০ মাইল। (৪) সিধটেক, ভীমা নদীর তীরে; দিকসাল স্টেসন থেকে ১০ মাইল। (৫) ওঝর এখানে বিঘ্নেশ্বর মন্দির। (৬) স্থেবর বা থেউর। (৭) রঞ্জন গ্রাম। (৮) মহাদ। শেষ তিনটি রেল স্টেসনও বটে; দ্রঃ অষ্টবিনায়ক।

বিনাশিনী – গুজরাটে বনস নদী · এর তীরে দিসা অবস্থিত।

বিন্দুবাসিনী—যুক্তপ্রদেশে। বসন্তক ক্ষেত্র। পম্পাপুর, দ্রঃ বিন্ধ্যাচল।

বিন্দুসর—(১) রুদ্র হিমালয়ে একটি কুণ্ড; গঙ্গোত্রী থেকে ২ মাইল দক্ষিণে; গঙ্গা আনার জন্য ভগীরথ এখানে তপস্যা করেছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে এটি কৈলাসের উত্তরে গৌড় বা গঙ্গোত্রীপর্বতের পাদদেশে। মহাভারতে এটি মৈনাক। (২) দ্রঃ সিদ্ধপুর। (৩) বিন্দুসাগর ও গোসাগর উড়িষ্যাতে ভুবনেশ্বরে। মহাদেব ত্রিশূলের আঘাতে পাতাল থেকে এই জল তোলেন। কীর্তি ও বাস নামে দুটি দানবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ভগবতী ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ে এই জল পান করেন।

বিন্ধ্যপাদপর্বত—সাতপুরা পর্বত মালা। এখানে তাপ্তি ও অন্যান্য নদীর উৎপত্তি নর্মদা ও তাপ্তি মধ্যগত পাহাড়। টলেমি একে সার্দোনীস বলেছেন অর্থাৎ এখানে সার্দিয়ান শ্রেণীর কর্নেলিয়ান পাথর মিলত। সাতপুরা পাহাড়ের একটি শাখাতে পাথর কেটে জৈনদের ৭৩-ফু একটি মূর্তি রয়েছে; এটি নর্মদার তীরে এবং ইন্দোর থেকে ১০০ মাইল মত।

বিন্ধ্যাচল—বিন্ধ্যপর্বত। এখানে পাহাড়ের ওপর মির্জাপুর ষ্টেসনের কাছে বিন্দুবাসিনীর মন্দির রয়েছে। এই মন্দির থেকে সামান্য একটু দূরে অষ্টভুজা যোগমায়া মন্দির; এটি পীঠস্থান; সতীর বাম পায়ের আঙুল পড়েছিল। কংসের হাত থেকে যোগমায়া আকাশে উঠে গিয়ে এখানে এসে অবস্থান করছেন; বিখ্যাত তীর্থ। কথাসরিৎসাগরে এর উল্লেখ আছে। প্রাচীন পম্পাপুর নগর এলাকার মধ্যে বিন্ধ্যাচল সহর আগে অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিন্ধ্যাচলে শুম্ভনিশুম্ভের সঙ্গে দুর্গার যুদ্ধ হয়। দ্রঃ চণ্ডপুর। ৭-ম শতকে বিন্দুবাসিনী ব্যাপক পূজিত হতেন। (২) মহীশূরের দক্ষিণে কিছু পাহাড় ও উপত্যকা বিন্ধ্যাচল নামে পরিচিত।

বিন্ধ্য পর্বতের পশ্চিম অংশ; নর্মদার উৎস থেকে কাম্বে উপসাগর পর্যন্ত এবং আরাবল্লীর শাখা মিলে পুরাণে পারিপাত্র বা পারিযাত্র। বঙ্গোপসাগর থেকে নর্মদার উৎস পর্যন্ত অংশ (গণ্ডোয়ানা পর্বত মিলে) ঋক্ষ পর্বত নামে অভিহিত হত। পারিপাত্র ও ঋক্ষ পর্বতের সঙ্গে যে পর্বতটি যুক্ত হয়েছে এবং মির্জাপুর জেলাতে বিন্ধ্যাচলের কিছুটা অংশ মিলে শুক্তিমান পর্বত। 'মির্জাপুরের পশ্চিমে ৫-৭ মাইল দূরে বিন্দুবাসিনীর মন্দির; স্থানীয় প্রাচীন নাম পম্পাপুর।

বিন্ধ্যাটবী—খান্দেস ও ঔরঙ্গাবাদের অংশ মিলে। বিন্ধ্য পর্বতমালার পশ্চিম প্রান্তের দক্ষিণে।

বিপাশা—বিয়াস্, বেষস্, হাইপাসিস, হাইপানিস, অর্জিকেয়, উরঞ্জিরা। পাঞ্জাবে। বশিষ্ঠ কাহিনীর সঙ্গে জড়িত। মোনালিব বিপরীত দিকে কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবণ ও বশিষ্ঠ মুনির গ্রাম রয়েছে।

বিপুলাগিরি—বেপুলা; চৈত্যকগিরি। রাজগিরের ৫-টি পাহাড়ের একটি।

বিরজাক্ষেত্র—পার্বতীক্ষেত্র। উড়িষ্যাতে বৈতরণী তীরে। যাজপুরকে কেন্দ্র করে ১০ মাইল এলাকা। অপর নাম গঙ্গাক্ষেত্র। শাক্ত তীর্থ।

বিরাট—জয়পুর দেশ। মৎস্যদেশ (দ্রঃ)। বিরাট নগরে পাণ্ডু পর্বতে ভীমগুম্ফা গুহাতে অশোকের শিলালিপি রয়েছে।

বিশল্যা—নর্মদার একটি শাখা (কূর্ম)।

বিশাখ—বৌদ্ধগ্রন্থে অযোধ্যা। সাচি/সাকেত হচ্ছে ফা-হিয়েনের অযোধ্যা। মতান্তরে অযোধ্যাতে গোণ্ডা জেলাতে পাস=পি-সো-কিয়া (হিউ-এন-ৎসাঙ); অর্থাৎ সরযূ ও গোগরা সঙ্গমে এই বিশাখ। আর এক মতে লক্ষ্ণৌ=বিশাখ।

বিশালাছত্র—বিশালা। শোণপুর ও হাজিপুর এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। মিথিলাতে যাবার পথে রামচন্দ্রেরা যেখানে এক রাত্রি কাটিয়েছিলেন সেখানে মন্দিরে রামের মূর্তি ও পায়ের ছাপ রয়েছে। রাজা টোডরমল বাঙলা বিহার জরিপ করতে এসে হাজিপুর দুর্গে ওঠেন। এই দুর্গের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে; এবং এখানে একটি নেপালী মন্দির রয়েছে। গঙ্গাগণ্ডক সঙ্গমে শোণপুরও=হরিহরছত্র এই বিশালছত্রের অন্তর্গত ছিল। এই শোণপুরে বিষ্ণু একটি গজেন্দ্রকে কুমীরের হাত থেকে রক্ষা করেন। গঙ্গাগণ্ডক সঙ্গমের কাছে শোণপুর থেকে ৫ মাইল উ-পশ্চিমে কাঁকড়া তালাও হ্রদে। প্রকৃতপক্ষে হাতীটি রক্ষা করে বিষ্ণু এখানে মহাদেব হরিহর নাথের প্রতিষ্ঠা করেন। শোণপুর মন্দিরের কাছে রামচন্দ্রেরা মিথিলা যাবার পথে একটি মতে তিনরাত

বিশ্রাম করেছিলেন ; সেই স্মৃতি হিসাবে হরিহরনাথ মহাদেবের নামে প্রতি বছর এখানে মেলা হয়।

বিশ্বা—অযোধ্যাতে বিশ্বা নদী। দ্রঃ ধোতী।

বিশ্বামিত্রআশ্রম—দ্রঃ বেদগর্ভপুরী। বক্সারে একটি সিদ্ধাশ্রম (দ্রঃ) ছিল। গয়া থেকে উ-পশ্চিমে ২৫ মাইল দূরে দেবকুটি ও বিশ্বামিত্র আশ্রম। কুরুক্ষেত্রে স্থাণু-তীর্থের বিপরীত দিকে সরস্বতীর পশ্চিম তীরে একটি এবং কৌশিকী নদীর (বর্তমানে কুশী) তীরেও আর একটি আশ্রম ছিল।

বিশ্বামিত্রা—গুজরাটে একটি নদী ; তীরে বরোদা।

বিষ্ণুগঙ্গা—দ্রঃ অলকানন্দা, বদরিকাশ্রম।

বিহার—মগধ (দ্রঃ), কীকট। পাটনা জেলাতে বিহার নামক সহর=উদন্তপুর, উদণ্ডপুর, ওদন্তপুর, দণ্ডপুর, পৃষ্ঠচম্পা : কিছু দিনের জন্য বাঙলার পালরাজাদের রাজধানী।

বীতভয়পত্তন—বিঠা, বিচ্ছি, বিচ্ছিগ্রাম, ভিটা। এলাহাবাদ থেকে ১০/১১ মাইল দ-পশ্চিমে। যমুনার দক্ষিণ তীরে। ভিটাতে যে সিলমোহর পাওয়া গেছে তাতে প্রাচীন নাম বিচ্ছি বা বিচ্ছিগ্রাম ; বীতভয়পত্তন নয়। প্রাচীন বৌদ্ধ জনপদ। মতভেদ রয়েছে।

বুকেফাল—পাঞ্জাবে জালালপুর। এখানে আলেকজান্দারের ঘোড়া বুকেফেলাসকে মাটি দেওয়া হয়েছিল।

বুদ্ধঘোষ—(৪১০-৪৩২) একজন ব্রাহ্মণ। বুদ্ধ গয়ার কাছে ঘোষ গ্রাম থেকে সিংহলে যান এবং সিংহলী অট্টকথা পালিতে অনুবাদ করেন। রেবত এঁকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন।

বুন্দেলখণ্ড—চেদি, জেজাভুক্তি, মহোৎসব নগর, দাহল, মণ্ডল।

বৃকস্থল—হস্তিনাপুরের দক্ষিণে ও কাছেই। দ্রঃ পাণিপ্রস্থ।

বৃদ্ধকাশী—পুড়ু-বেলি-গোপুরম। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে।

বৃন্দাবন—মথুরা জেলাতে। এখানে কৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে লীলা করেছিলেন। ঔরঙ্গজেবের ভয়ে এখান থেকে গোবিন্দজি মূর্তিকে জয়পুরে এবং মদনমোহন বিগ্রহকে করউলিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। নিধুবন, নিকুঞ্জবন, পুলিন (রাসমণ্ডল), বস্ত্রহরণ ঘাট, কালীয় দমন ঘাট সবগুলিই বৃন্দাবনে। কালিদাসের সময়ই বৃন্দাবন বিখ্যাত। বিহ্লন (১০৮৫ খৃ) এখানে এসেছিলেন। হরিদাসের সমাধি এই বৃন্দাবনে রয়েছে এবং আকবর বৃন্দাবনে এসে হরিদাসের শিষ্য তানসেনকে নিজের সভাতে নিয়ে যান। বৌদ্ধযুগে এখানে সব কিছু নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল। পরে রূপ ও সনাতন এগুলি পুনরুদ্ধার করেন। বর্তমানের বৃন্দাবন ও পুরাতন বৃন্দাবন যেন এক নয়। বর্তমানের বৃন্দাবন মথুরা থেকে ৬ মাইল ; অথচ পুরাণে অক্রুর দ্রুতগামী রথে চড়ে বৃন্দাবন থেকে মথুরাতে আসতে সকাল থেকে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। নন্দ গোকুল থেকে কৃষ্ণকে নিয়ে বৃন্দাবনে পালিয়ে যান ; অর্থাৎ ৬ মাইল দূরে এবং যমুনার একই দিকে বর্তমান বৃন্দাবনে নিশ্চয়ই নয়। পুরাণে বৃন্দাবনে পাহাড় ছিল ; বর্তমানের বৃন্দাবনে নাই। প্রাচীন মথুরা ও বৃন্দাবন যেন যমুনার দু পারে ছিল।

বৃষভানুপুর—বর্ষণ, বর্ষাণ, বরষাণ। ভরতপুরের কাছে। মথুরা জেলাতে। অস্থি

গ্রাম (দ্রঃ)/অষ্টিগ্রাম (রাবল) থেকে বৃষভানু রাধিকাকে এখানে সরিয়ে আনেন। যে পর্বতের গায়ে বৃষভানুপুর ছিল সেই পাহাড়টিও বর্ষণ/বর্ষণু পর্বত নামে পরিচিত।

বেগবতী—বেগা, ব্যাগি, বৈগ, বৈহারংসী, কৃতমালা। মাদুরা জেলাতে। এই নদীর তীরে দ-মথুরা/মাদুরা। (২) বেগবতী নদীর উত্তর তীরে কাঞ্চিপুরম=কঞ্জিভরম। মলয় পর্বতে নদীটির জন্ম।

বেঙ্কটগিরি—শেষাদ্রি, ত্রিপদী (দ্রঃ)। উ-এরকটে তিরুপতির কাছে তিরুমালাই পর্বত। শ্রী-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাতা রামানুজ এখানে খৃ-১২ শতকে বিষ্ণুর পূজা প্রচলিত করেন। দ্রঃ শ্রীরঙ্গম।

বেধদ্বীপ—অনিশ্চিত। যেন বর্তমানের বেথিয়া>বেধদিয়>বেধদিপ>দাগবা>ধাতু-গর্ভ। গোরক্ষপুরের পূর্বে এবং নেপালের দক্ষিণে। মোতিহারি থেকে উ-পশ্চিমে। এখানকার ব্রাহ্মণরা বুদ্ধের চিতাভস্মের অষ্টমাংশ পান ও একটি স্তূপ রচনা করেন। দঃ কুশীনগর। লৌরিয়-নন্দন গড়-থেকে ১ মাইল উ-পূর্বে এবং বেথিয়া থেকে ১৫ মাইল উ-পশ্চিমে চম্পারণে যেন এই স্তূপ নির্মিত হয়েছিল। মাটির বিরাট ঢিপি এখনও পড়ে আছে কাছেই অশোকের সিংহস্তম্ভ রয়েছে।

বেণুগ্রাম—সৌগন্ধাবর্তী, সৌউনদত্তি, বেলগাঁও। বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে।

বেণুবনবিহার—গিরিব্রজপুর (দ্রঃ)। রাজগিরের উত্তর পশ্চিমে। বৈভার পর্বতের পাদদেশে যে উত্তর দ্বার ছিল তার কাছেই অর্থাৎ নগরের বাইরে। শ্রেণিক বিম্বিসারের প্রমোদকুঞ্জ ছিল।

বেণ্বা—(১) বেণী ; কৃষ্ণা নদীর একটি শাখা। (২) কৃষ্ণা নদী। (৩) বেণা, বেণ্যা, বেণগঙ্গা, বেণিগঙ্গা, ওয়েন গঙ্গা ; বিন্ধ্য পর্বতে উৎপত্তি ; মধ্যপ্রদেশে গোদাবরীতে এসে মিশেছে।

বেত্রবতী—(১) ভূপালে বেতোয়া নদী ; যমুনার শাখা ; এর তীরে প্রাচীন বিদিসা। (২) বাত্রক, বত্রক, বৃত্রঘ্নী, বর্তঘ্নী ; গুজরাটে সাবরমতীর একটি শাখা ; এর তীরে প্রাচীন খেটক অবস্থিত।

বেদবতী—(১) হগরি নদী ; তুঙ্গভদ্রার করদা শাখা ; মহীশূরে বেলারি জেলাতে। (২) মধ্যপ্রদেশে ওয়ার্দ্ধা নদী : তুঙ্গভদ্রার শাখা ; এর তীরে বনবাসী (দ্রঃ) নগর। বরদা, বর্দা ; কৃষ্ণার একটি দ-করদা শাখা।

বেদগর্ভপুরী—বক্সার। সাহাবাদ জেলাতে। সহরের মাঝখানে গৌরীশঙ্কর মন্দির সংযুক্ত ব্যাঘ্রসর (পুষ্করিণী)>বক্সার (?) ; অপর নাম ব্যাঘ্রপুর। এখানে চরিত্রবন হচ্ছে বিশ্বামিত্রাশ্রম ; তাড়কা এইখানে নিহত হন। সিদ্ধাশ্রম (দ্রঃ)।

বেদশ্রুতি—বেদস্মৃতি। (১) অযোধ্যাতে বৈঠা নদী ; তমসা ও গোমতীর মধ্যে। (২) মালবে বেস্থলা/বেস্থলি নদী ; সিন্ধুর করদা শাখা।

বেদারণ্য—তাঞ্জোরে একটি বন। কলিমার পয়েন্ট থেকে ৫ মাইল উত্তরে। এখানে অগস্ত্য আশ্রম (দ্রঃ) ছিল।

বেবিজন—বাভের (জাতক), বাব্রি (ঋকবেদ), বিভাবরী (ভাগবৎ)। পাতালে অবস্থিত।

বৈতরণী—(১) উড়িষ্যাতে। মহাভারতে কলিঙ্গে। এর তীরে যাজপুর। (২)

দক্ষর নদী ; নাসিকের কাছে উৎপত্তি এবং বম্বার উত্তরে। পরশুরাম নদীটিকে পৃথিবীতে আনেন। (৩) কুরুক্ষেত্রে একটি নদী। (৪) গাড়োয়ালে একটি নদী ; কেদার থেকে বদ্রিনাথের পথে ; এর তীরে গোপেশ্বর মহাদেবের মন্দির।

বৈদ্যনাথ—(১) চিতাভূমি, পারলিপুর, বৃক্ষখণ্ড, হার্দবন, হার্দপীঠ, পাবনী, কেতকীবন, গঙ্গাদ্বার, হরিতকীবন। সাঁওতাল পরগণাতে। এখানে বৈদ্যনাথ মন্দির ১২ লিঙ্গের একটি। এখানে পার্বতীর মন্দিরও রয়েছে, ৫২ পীঠের একটি ; সতীর হৃদয় পড়েছিল। উত্তর পুরাণে বৈদ্যনাথ = চম্পাপুরী বা পালুগাঁও ; শিবপুরাণের পারলিপুর বা পারলি গ্রামের অপভ্রংশ যেন। রাবণ মহাদেবকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। হরিতকী বনে (বৈদ্যনাথে) এলে রাবণের ভীষণ প্রস্রাব পায়। ব্রাহ্মণ রূপী বিষ্ণুর হাতে মহাদেবকে দিয়ে দেওঘরের উ-পূর্ব কোণে হারলা জুড়ি (হরিতকী) বনে প্রস্রাব করতে বসলে এই প্রস্রাবে কর্মনাশ নদী গড়ে ওঠে। এ দিকে বিষ্ণু মহাদেবকে দেওঘরে নামিয়ে দিয়ে অন্তর্হিত হন। বৈদ্যনাথ থেকে ৬ মাইল পূর্বে ত্রিকূট পর্বতে একটি ঝর্ণা রয়েছে। তপোবন পর্বতে রাবণ তপস্যা করেছিলেন ; এই পর্বতে একটি প্রাকৃতিক গুহা রয়েছে। (২) পাঞ্জাবে কাঙড়া জেলাতে পূব দিকে ; কিরগ্রামে (দ্রঃ)। (৩) কুমায়ুনে কার্তিকেয় পুর। (৪) গুজরাটে দাভোই-তে।

বৈদ্যুৎপর্বত—কৈলাস শাখার একটি অংশ ; এর পাদদেশে মানস সরোবর। অর্থাৎ মানস সরোবরের দক্ষিণে গুরলা শাখা। প্রবাদ এই পাহাড়ে সরযূর উৎপত্তি।

বৈদূর্যপর্বত—(১) নর্মদা নদীতে মান্ধাতা নামে একটি দ্বীপ ; এই দ্বীপে ওঙ্কারনাথের মন্দির। (২) মার্কোপোলো অনুসারে প-ঘাট পর্বতমালার উত্তর অংশ। গুজরাটে বিশ্বামিত্র নদীর উৎসের কাছে। বরদার পাশ দিয়ে এই বিশ্বামিত্র নদী বয়ে গেছে। (৩) সাতপুরা পর্বতমালার একটি অংশ।

বৈরন্ত্যনগর—কুন্তিভোজের রাজধানী। হর্ষচরিতে রন্তিদেবের রাজধানী। ভাসের অভিমারক গ্রন্থের দেশ।

বৈশালী—বিশালা, বিসালো, বেসাড়; পুরাণে বিশালাছত্র (দ্রঃ), কুন্দগ্রাম, কুণ্ডগ্রাম, বাণিজগ্রাম, বানিয়াগ্রাম, ক্ষত্রিয়কুণ্ড (জৈন)। মজফরপুর (ত্রিহুৎ) জেলাতে দক্ষিণ অংশে প্রাচীন বৈশালী। হাজিপুর থেকে ১৮ মাইল উত্তরে ; গণ্ডকের বামতীরে। রামায়ণে গঙ্গার উত্তর তীরে : গণ্ডক তীরে নয়। ক্ষেমেন্দ্রের সময় খৃ ১১-শতকে অবদান কল্পলতাতে বস্তুমতী নদীর তীরে। বেসারা (<বিশালা) পরগণা হাজিপুর সাবডিভিসানে। বৃজি বা লিচ্ছবিদের রাজ্য ও রাজধানী এই বৈশালী ; ছোট এলাকা। ছোট রাজ্য ; উত্তরে বিদেহ এবং দক্ষিণে মগধ। ললিত বিস্তারে এটি গণরাজ্য। মর্কট হ্রদ তীরে অবস্থিত মহাবন বিহারে (= কূটাগার শাখা = কূটাগার) বুদ্ধদেব কিছু দিন ছিলেন। বর্তমানে ব্যাখ্ গ্রামের কাছে এই গ্রাম ; বেসাড় থেকে ২-মাইল উত্তরে। বৈশালী থেকে ১ মাইল দক্ষিণে অম্বাপালী বুদ্ধ দেবকে আম্রবন দান করেছিলেন। বেসাড় থেকে ১ মাইল উ-পশ্চিমে চপল ; এইখানে বুদ্ধদেব আনন্দকে আভাসে বলেছিলেন আনন্দ যত দিন চাইবেন বুদ্ধদেব ততদিন বেঁচে থাকবেন। বুদ্ধ বা মহাবীরের সময় বৈশালী নগরী বিদেহ রাজধানী। বৈশালী এই সময়ে তিনটি এলাকা নিয়ে গঠিত :—মূল বৈশালী (দ-পূর্ব অংশ) + কুন্দ পুর বা

কুন্দগ্রাম (দ্রঃ) উ-পূর্ব অংশ: মহাবীরের জন্মস্থান; নাটিকা (দ্রঃ)+বাণিজ্য/বণিজ/বানিয়া গ্রাম (পশ্চিম অংশ)। দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসংগীতি বসেছিল বালুকারাম বিহারে ৪৪৩/৩৭৭ খৃ.পূর্বে; কালাশোকের রাজত্বকালে; আনন্দের শিষ্য রেবতের নেতৃত্বে। আর এক মতে ছাপরা থেকে ৭ মাইল দূরে গঙ্গাতীরে চিরাণ্ড হচ্ছে বৈশালী। চিরাণ্ড'র উ-পূর্বে বেলুভাতে (বর্তমানে বেলওয়া) বুদ্ধদেবের ভীষণ অসুখ করেছিল। ছাপরা সহরের পূব দিকে টেপ্পা হচ্ছে চপল। সিওয়ানের পশ্চিমে তিতরিয়া বনে একটি তিতিরপাখী বনের আগুন নিবিয়ে দিয়েছিল। সৎ-নর নালা নামে স্থানটিতে সাতজন রাজা বুদ্ধের দেহাবশেষ পাবার জন্য মল্লদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়েছিল। ভাট-পোকর (ভক্ত-পুষ্কর) নামক স্থানটিতে দ্রোণ বুদ্ধের দেহাবশেষ সাতজন রাজাকে ভাগ করে দেন। সি-লাই-ন-ফ-তি (সুবর্ণবতী) হিউ-এন-ৎসাঙ উল্লিখিত; এটি যেন সোন্দি নদী। বৈশালীতে এলে বুদ্ধ দেব থাকতেন উদেন মন্দিরে,গৌতম মন্দিরে, বহুপুত্রক মন্দিরে, স্বর্ণদ মন্দিরে বা চপল মন্দিরে। বৃজি যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী• বৈশালী: ষোড়শ জনপদের মধ্যে একটি।

বোধগয়া—ভুস্করা। সোগদিয়ানা। কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য জয় করেন। (২) মৎস্যপুরাণে পুষ্কর। ইরানিয়ানদের জমকেট: হিন্দু, জ্যোতিষে যমকোটি।

বোধ—ইন্দ্রপ্রস্থের চারপাশে দেশ। এখানে নিগমবোধ বা বোধতীর্থ অবস্থিত। (২) বোধগয়া=উরবিল্ব।

বোলানগিরিপথ—ভলানসঃ, ভলানাস (ঋক্)।

বোলোর—বালটিস্তান। চিত্রল। ছোট তিব্বত; কাশ্মীরের উত্তরে একটি দেশ। মধ্য তিব্বত হচ্ছে লাডাক। এবং মহা তিব্বত হচ্ছে দক্ষিণ তাতার।

বৌদ্ধতীর্থ—আটটি:-লুম্বিনি, বৌদ্ধগয়া-বোধিবৃক্ষ, মৃগদাব, জেতবন, সাংকাশ্য, রাজগৃহ, বৈশালী ও কুশীনগর।

ব্যাকট্রিয়া—বালখ। তুর্কিস্তানে। ব্যাকৃট্রিয়া অর্থে বর্তমানের কাবুল, খোরসান ও বোখারা। ৬-১০ খৃ-পূ জোরাস্ট্রার ব্যাকৃট্রিয়াতে থাকতেন। জোরাস্ট্রার=জরৎ ত্বষ্ট্রা। বর্তমানে কয়েকটি মাটির ঢিপিকে প্রাচীন ব্যাকৃট্রিয়া এলাকা বলে দেখান হয়। এখানে বিখ্যাত অগ্নিমন্দির ছিল।

ব্যাসকাশী—রামনগর। গঙ্গার অপর পারে; বারাণসীর বিপরীত দিকে। বারাণসীর মহারাজার প্রাসাদের সীমানার মধ্যে ব্যাসের মন্দির রয়েছে।

ব্রজ—দ্রঃ গোকুল। পরে বৃন্দাবন ও পাশাপাশি অন্যান্য গ্রাম ও ব্রজ নামে পরিচিত হয়। দ্রঃ ব্রজ মণ্ডল। মহাবনে একটি প্রসূতি গৃহ দেখান হয়; এখানে যোগমায়া জন্মান। এই ঘর ও নন্দের বাড়ি দুটি উঁচু মাটির টিলার ওপর অবস্থিত। নন্দের বাড়িতে স্তম্ভযুক্ত একটি হলঘর রয়েছে; প্রবাদ শিশু কৃষ্ণের এখানে দোলনা ছিল; এখানে পুতনা বধ হয় এবং মহাদেব এখানে কৃষ্ণকে দেখা দেন। নন্দের বাড়ি থেকে কাছেই একটি স্থানে কৃষ্ণ উদুখল উল্টে দিয়েছিলেন এবং এখানে যমলার্জুন গাছ ছিল বলা হয়। নবগোকুলে(দ্রঃ) পুরাতন গোকুলের বিখ্যাত স্থানগুলি রয়েছে। নবগোকুলে শ্যামলালের মন্দির যেখানে সেখানে যোগমায়ার জন্ম বলা হয়। নগরের বাইরে পুৎনাযথর নামক স্থানে পূতনা নিহত হয়। একটি মতে মহাবন হচ্ছে ক্লিসোবোরাস্

(গ্রীক) এবং বর্তমানের ব্রজ হচ্ছে প্রাচীন অনূপ দেশ। অস্টিগ্রামে রাধিকা জন্মান। দ্রঃ ব্রজমণ্ডল।

ব্রজ মণ্ডল—৮৪ ক্রোশ মত এলাকা; মধ্যে গ্রাম সহর ইত্যাদি নানা কিছু রয়েছে। এদের মধ্যে অনেকগুলি তীর্থস্থান। এখানে ১২টি বন ও ২৪টি উপবন-তীর্থ রয়েছে। পুণ্যার্থীরা এগুলি পরিক্রমা করেন। মধুবনে মহোলি হচ্ছে মধুদৈত্যের দুর্গ। তর্সি হচ্ছে তালবন এখানে বলরাম ধেনুককে নিহত করেন। রাধাকুণ্ড এলাকাতে রাধা ও শ্যাম দুটি কুণ্ড রয়েছে; অরিষ্টকে হত্যা করে কৃষ্ণ এখানে পাপস্খালন করেন। গোবর্দ্ধন নগরে গোবর্দ্ধন (দ্রঃ) পাহাড় রয়েছে। মানসগঙ্গা নামে একটি পুষ্করিণী তীরে হরিমন্দির অবস্থিত ছিল। পৈথোতে গোবর্দ্ধন ধারণ করা হয়েছিল। গহ্বোলিতে রাধাকৃষ্ণের বিবাহের গ্রন্থিবন্ধন হয়েছিল। কামবনে কৃষ্ণ অঘাসুরকে নিহত করেন। বর্ষাণ—বৃষভানুপুর। রিথোরতে রাধিকার সখী চন্দ্রাবলীর বাড়ি ছিল। নন্দগাঁওতে নন্দ ও যশোদার বাড়ি ছিল (দ্রঃ ব্রজ)। পান সরোবরে সকালে ও সন্ধ্যায় কৃষ্ণ গরুদের জলপান করাতেন। যমুনাতে চিরঘাটে বস্ত্রহরণ হয়েছিল। বকবনে কৃষ্ণ বকাসুরকে নিহত করেন। ভাতরোন্ধ-এ কয়েকজন ব্রাহ্মণী (এঁদের স্বামীদের বারণ সত্ত্বেও) কৃষ্ণ ও তাঁর সঙ্গীদের অন্নদান করেছিলেন। ভাণ্ডির বনে বলরাম প্রলম্বকে পরাজিত করেন। রাবলে রাধিকা জন্মান, এক বৎসর পরে বৃষভানুপুরে চলে যান। হথোরা গ্রাম থেকে আরো ছাড়িয়ে ব্রহ্মাণ্ড ঘাট; এখানে কৃষ্ণ নিজের মুখের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড দেখান। মথুরাতে কংসকে নিহত করে বিশ্রান্তি ঘাটে এসে কৃষ্ণ বিশ্রাম করেছিলেন।

ব্রহ্ম—পূর্ব ভারতে। যেন বর্মা।

ব্রহ্মগিরি—নাসিক জেলাতে; পশ্চিমঘাট পর্বতের অংশ; গোদাবরীর (দ্রঃ) উৎস। (২) কাবেরীর (দ্রঃ) উৎস।

ব্রহ্মপুত্র—নলিনী, অম্বনদ, ব্রহ্মনদ, লৌহিত্য (দ্রঃ)।

ব্রহ্মপুর—গাড়োয়াল ও কুমায়ুন।

ব্রহ্মযোনি—পাহাড়। কোলাহল, কোলাচল, গয়শীর্ষ, গয়শীষ, উদ্যন্তপর্বত, মুণ্ডপৃষ্ঠ। গয়াতে। কলহয়া দ্রঃ। ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের একটি নীচু শাখার নাম গয়-শীর্ষ, বুদ্ধদেব এখানে আদিত্য পর্যায় সূত্র পাঠ করান। এক মাইল মত ক্ষেত্রফল; প্রাচীন গয়া সহর এখানে ছিল। অগ্নিপুরাণেও এটি তীর্থ। পর্বতের মাথায় যেখানে অশোকের স্তূপ ছিল সেখানে বর্তমানে সাবিত্রী/চণ্ডী মন্দির রয়েছে। ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের একটি শাখা ভাস/ভাসনাথ পর্বত।

ব্রহ্মর্ষি—ব্রহ্মাবর্ত ও যমুনার মধ্যগত দেশ। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল ও শূরসেন মিলে।

ব্রহ্মাবর্ত—সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যগত দেশ। এখানে আর্যেরা প্রথমে বসবাস করতে থাকেন এবং এখান থেকে ক্রমশ ব্রহ্মর্ষি দেশ দখল করেন। পরে কুরুক্ষেত্র ইত্যাদি নাম হয়। ব্রহ্মাবর্ত যেন শিব-হিন্দ; (সিরিন্ধ দ্রঃ), রাজধানী করবীরপুর; দৃষদ্বতী তীরে। ভাগবতে রাজধানী বর্হিষ্মতী। গঙ্গাতে (বাল্মীকি আশ্রম দ্রঃ) একটি ঘাট; বিখ্যাত তীর্থ।

ভক্তপুর—ভাটগাঁও। প্রাচীন নাম ভগতপত্তন। নেপালের প্রাচীন রাজধানী। ১২ বৎসর অনাবৃষ্টি বন্ধ করার জন্য এখানকার রাজা নরেন্দ্রদেব অবলোকিতেশ্বরকে/সিংহ-নাথ অবলোকিতেশ্বরকে (পদ্মপাণি) আসামের পুতলকা পর্বত থেকে নেপালে ললিত-পত্তন নগরে এনেছিলেন।

ভদ্দিয়—ভদিয়, ভদ্দিয়া, ভদ্দিকা, ভদ্রিষা। ভাগলপুর থেকে ৮ মাইল দক্ষিণে ভদরিয় যেন। মহাবীর এখানে দুটি বর্ষা কাটান। এখানে বুদ্ধের বিখ্যাত শিষ্যা বিশাখা জন্মেছিলেন। বিশাখার ৭ বছর বয়সের সময় বুদ্ধ এখানে এসেছিলেন। বুদ্ধের সময় মনে হয় মগধের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

ভদ্রকর্ণ—কর্ণপুর, কর্ণালি। নর্মদার দ-তীরে একটি স্থান। এখানে মহাদেবের মন্দির রয়েছে। দ্রঃ এরণ্ডী। (২) পবিত্র একটি হ্রদ; ত্রিনেত্রেশ্বর (দ্রঃ)।

ভদ্রা—গঙ্গা নিজেকে চারটি ধারাতে ভাগ করে দেন; এই একটি ধারা ভদ্রা। যেন যারকন্দ নদী; জরফসান দেখ্বে।

ভদ্রাবতী—ভটল, ভন্দক, ভিলসা। মধ্যপ্রদেশে চন্দ জেলাতে, ওয়ারোরা থেকে ১০ মাইল উত্তরে। চন্দ সহর থেকে ১৮ মাইল উ-পশ্চিমে ভন্দক - প্রাচীন ভদ্রাবতী. যুবনাশ্বের রাজধানী। অন্য মতে ভদ্রাবতী = ভিলসা, পাঞ্জাবে ঝিলম জেলাতে পিণ্ড দাদন খাঁর কাছে একটি প্রাচীন স্থান বুযোরি : ভদ্রাবতী। এখানে বহু ভগ্নাবশেষ রয়েছে। পদ্মপুরাণে ভদ্রাবতী সরস্বতীর তীরে। জৈমিনি ভারতে ভদ্রাবতী হচ্ছে হস্তিনাপুর থেকে ২০ যোজন দূরে। টলেমির বদোটিস - ভদ্রাবতী, বিন্ধ্যের পশ্চিম শাখাতে; এটি যেন ভারহুত।

ভরদ্বাজ আশ্রম—প্রয়াগে। কর্নেলগঞ্জে একটি মন্দিরে এই ঋষির বিগ্রহ পূজা করা হয়। দণ্ডকারণ্যের পথে রাম এখানে এসেছিলেন।

ভরুকচ্ছ—বরোচ, ভৃগুপুর/ক্ষেত্র/আশ্রম/কচ্ছ। বারিগাজা (গ্রীক)। ভরু দেশে একটি সমুদ্র বন্দর। এখানে বামন বলিকে ছলনা করেছিলেন। কাতন্ত্রের লেখক সর্ববর্মন এই ভরুকচ্ছের লোক। এখানে ২০-শ তীর্থংকর সুব্রতের মন্দির রয়েছে।

ভল্লাট<ভরবাষ্ট্র। শুক্তিমান পর্বতের পাশে একটি দেশ। ভীম জয় করেন। কল্কি পুরাণে আছে কল্কি জয় করবেন।

ভাগপ্রস্থ—বাগপৎ। মিরাট সহর থেকে ৩০ মাইল পশ্চিমে; যমুনার তীরে পাণিপ্রস্থ (দ্রঃ)।

ভারতবর্ষ—ইন্টু (হিউ-এন-ৎসাঙ), সিন্ধু। সপ্তসিন্ধু > হফট হেন্দু। আর এক নাম ছিল হিমবৎবর্ষ। পুরাণে পূর্ব সীমা কিরাত দেশ; পশ্চিম সীমা যবন দেশ।

ভারহুত—এলাহাবাদ থেকে ১২০ মাইল দ-পশ্চিমে এবং সাটনা স্টেসন থেকে ৯ মাইল দ-পূর্বে। এখানকার স্তূপের (২৫৯ খৃ পূ) জন্য বিখ্যাত।

ভার্গব—পশ্চিম আসাম। ভর বা ভোরদের দেশ।

ভিলসা—দ্রঃ বিদিসা, ভদ্রাবতী।

ভীমনগর—কাঙড়া। দ্রঃ কুলু, কুলুত।

ভীমা—ভীমরথা/রথী, চন্দ্রভাগা; একটি নদী; কৃষ্ণাতে এসে মিশেছে। (২) বিদর্ভ।

ভীমাস্থান—তখৎ-ই-ভয়ই। পাঞ্জাবে ওহিন্দ থেকে ৩০ মাইল উ-পশ্চিমে।

পেশোয়াব থেকে ২৮ মাইল উ-পূর্বে ; এখানে যোনিতীর্থ ও হিউ-এন-ৎসাঙ উল্লিখিত বিখ্যাত ভীমা দেবীর মন্দির ছিল। মন্দিরটি একটি বিচ্ছিন্ন পর্বতের ওপরে। এই পবতটি ইউসুফজোই দেশ থেকে লুনকোয়ান উপত্যকাকে বিচ্ছিন্নকারী পর্বত শাখাব প্রান্ত। যুধিষ্ঠির এখানে তীর্থে এসেছিলেন (পদ্ম পু)।

ভুবনেশ্বর—একাম্রনগব (দ্রঃ)। হবক্ষেত্র। কলিঙ্গনগর। গুপ্তকাশী।

ভূপাল—রাজধানী ও ভূপাল। দশার্ণ। ভোজপাল>ভূপাল। বাজধানী চৈত্য-গিরি ও বিদিসা (দ্রঃ)।

ভৃগুআশ্রম—বাগবাসোন, বাগবাসন<ভৃগুআশ্রম, বরোচ। বালিয়া। যুক্তপ্রদেশে। ধর্মারণ্যেব একটি অংশ ছিল। বলিয়ার উ-পূর্বে ধর্মাবণ্য নামে একটি পুষ্করিণী রয়েছে। এই পুষ্করিণীর উ-পূর্বে প্রাচীন একটি জঙ্গলের চিহ্ন রয়েছে। বালিয়াতে মন্দিরে ভৃগুর পদচিহ্ন আছে। প্রবাদ রাজা বলির রাজধানী। অযোধ্যাতে হাদোই থেকে ৬ মাইল পশ্চিমে বায়োন ও বলির রাজধানী বলে কথিত। আগে বালিয়া গঙ্গা সরযূ সঙ্গমে অবস্থিত ছিল। প্রতি বছর এখানে দাদ্রি-মেলা হয়। দ্রঃ ধর্মাবণ্য, ভৃগুতুঙ্গ।

ভৃগুতীর্থ—ভেরাঘাট। জব্বলপুরের ১২ মাইল পশ্চিমে নর্মদা তীরে। এখানে ৬৪ যোগিনীর মন্দির রয়েছে। বিখ্যাত তীর্থ।

ভৃগুতুঙ্গ—(১) নেপালে গণ্ডকের পূর্বতীরে একটি পাহাড। এখানে ভৃগুর আশ্রম ছিল। নীলকণ্ঠের মতে এটি তুঙ্গনাথ, পঞ্চকেদারের একটি।

ভৃগুপতন—কেদারনাথের কাছে গাড়োয়ালে একটি তীর্থ।

ভৈগু—কপিবতী নদী। অযোধ্যাতে রামগঙ্গার করদা শাখা।

ভোগবর্ধন মঠ—গোবর্ধন মঠ। ঔরঙ্গাবাদে।

ভোজকটপুর—ভাটকুলি। বেরারে আমরায়োটি জেলাতে। রুক্মী প্রতিষ্ঠিত। এখানে রুক্মিণী মন্দির রয়েছে। বিদর্ভের দ্বিতীয় রাজধানী। নর্মদার কাছে। বিদিসা থেকে ৬ মাইল দ-পূর্বে, ভূপাল রাজ্যে। প্রাচীন বিদর্ভের অন্তর্গত। ভোজরা বিদর্ভ শাসন করেছিলেন। বাকাটক বংশে প্রবর সেনের তাম্রলেখে ভোজ-কট রাজ্য=বেবার বা প্রাচীন বিদর্ভ। চম্মক (চর্মাঙ্কগ্রাম) আমরাওটি জেলাতে, এটিও ভোজকট রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এখানে বহু বৌদ্ধস্তুপ রয়েছে।

ভোজপুর—বিদর্ভ রাজধানী। ভোজকটপুর (দ্রঃ)>ভোজপুর- ভূপাল। বিদিসা থেকে ৬ মাইল দ-পূর্বে। পিপ্পলিব বিজলিস্তুপ বিখ্যাত। এখানে ভোজেশ্বর মহাদেবের মন্দির (খৃ ১১ শতক) ও একটি জৈন মন্দির রয়েছে। ব্রহ্মানন্দ পুরাণে বিন্ধ্য পর্বতের একটি শাখা। টলেমি বলেছেন স্টাগাবাজা। (২) ভোজদের রাজধানী মথুরা। (৩) সাহাবাদ জেলাতে ডুমরাঁও-এর কাছে। (৪) কান্যকুব্জ থেকে ৩০-মাইল ; গঙ্গার দক্ষিণ তীরে।

ভোজপুরে পর্বত—নিচাক্ষ (দ্রঃ)। ভিলসার দক্ষিণে অনুচ্চ পাহাড ; ভূপাল রাজ্যে।

ভোটাঙ্গ—ভোট, ভোটান। বর্তমানের তিব্বত। তারাতন্ত্রে কাশ্মীর থেকে কাম-রূপের পশ্চিম পর্যন্ত এবং মানস সরোবরের দক্ষিণে। ভোটন্ত।

মউরওয়ান—অযোধ্যাতে উনাও থেকে ৬ মাইল পূব দিকে ; ময়ূরধ্বজের রাজধানী।

মগধ—বিহার (দ্রঃ) ও দ-বিহার। পশ্চিম সীমা শোণ নদী। অথর্ব সংহিতাতে স্থানটি আছে। কীকট দ্রঃ। প্রাচীন রাজধানী গিরিব্রজপুর; পরে পাটলিপুত্র। রাজ্যটি গঙ্গার দক্ষিণে বারাণসী ও মুঙ্গের পর্যন্ত এবং দক্ষিণে সিংভূম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ললিত বিস্তারে গয়শীর্ষ মগধে। এখানকার আদিবাসী ছিল চের ও কোল। মগধে গুপ্তবংশ শাসন সুরু হয় ৩১৯/৩২০ খৃ। হুণরা মগধ নষ্ট করে। হুণ নেতা যখন উদয়াদিত্য কুষাণদের হাত থেকে গান্ধারও কেড়ে নিয়ে শাকলে (সঙ্গল দ্রঃ) রাজধানী স্থাপন করেন।

মঙ্গল—মঙ্গলপুব, মঙ্গলি। উদ্যানের রাজধানী মঙ্গোর, বা মনগ্নোর ধেন। সোয়াতের বাম তীরে। অন্য মতে এটি মিন্‌গালুর।

মজগ—পাণিনির মাসকাকতী। মসসগ (আলেকজেন্দ্রীয়): ইউসুফজোই দেশে; সোয়াৎ নদীর তীরে; বাজোর থেকে ২৪ মাইল দূরে মসসনগর। এরিয়ান্‌ অনুসারে মসসক ছিল অসসকেনোই দেশেব বাজধানী। আলেকজান্দারকে চার দিন নগরটি ঠেকিয়ে রেখেছিল।

মঞ্জ্‌পাতন—মঞ্জুপত্তন, খেত। কাঠমণ্ডু থেকে ২'৫ মাইল। মঞ্জুশ্রী দ্বারা নির্মিত; নেপালের প্রাচীন রাজধানী। বর্তমান নগর পাটন্‌ বা ললিত পাটন অশোক নির্মিত। অশোকের এখানে আসার স্মৃতি হিসাবে মঞ্জপাটনের স্থানটিতে নির্মিত। স্বয়ম্ভূনাথের বিখ্যাত মন্দিরটি কাঠমণ্ডু থেকে ১ মাইল পশ্চিমে। একটি বিচ্ছিন্ন নীচু মত এবং প্রচুর গাছপালা যুক্ত পাহাড়ে এই মন্দির। পাহাড়টি যেন একটি অর্দ্ধগোলক; এবং তার ওপর ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া শঙ্কুকল্প শিখর।

মণিকর্ণ—মণিকরণ। কুলু উপত্যকাতে বিয়াসের করদা পার্বতী নদীর তীরে একটি বিখ্যাত তীর্থ। দ্রঃ পার্বতী। একটি কুণ্ড ৮-১০ হাত ব্যাস; এর মধ্যে কয়েকটি ফুটন্ত জলের ঝর্ণা রয়েছে। এই জলে তীর্থ যাত্রীরা ভাত সিদ্ধ করেন।

মণিকর্ণিকা—ব্রহ্মনালা; বারাণসীতে বিখ্যাত তীর্থ।

মণিচূড়া—নীচু মত একটি পর্বত শাখা; এর পশ্চিম প্রান্তে জেজুরি: পুণা থেকে ৩০ মাইল পূর্বে। এখানে অসুর মল্ল ও মল্লি ব্রাহ্মণদের ওপর অত্যাচার করত। শিবের অবতার খাণ্ডু রাও এদের নিহত করেন। দ্রঃ মল্লারিলিঙ্গ।

মণিপুর—কলিঙ্গ রাজধানী, চিত্রাঙ্গদার দেশ। একটি মতে মনফুর-বন্দর ও চার পাশের অংশ। শ্রীকঙ্কালীর দক্ষিণে। অন্য মতে মতুরার কাছে মনালুর। বহু মতে চিল্কা হ্রদের মুখে সমুদ্রবন্দর মাণিকপত্তন এই মণিপুর (মহা, রঘু)। অন্য মতে মধ্য প্রদেশে রত্নপুর দ্রঃ। দ্রঃ কলিঙ্গনগরী।

মণিমহেশ—(১) মনমহেশ। সাদা পাথরের পঞ্চানন মূর্তি। মন্দিরটি বর্মওয়ারে। পাঞ্জাবে রাভি নদীর উৎসের কাছে। (২) বা মুনি মুহিস একটি হ্রদ; এই হ্রদ থেকে রাভির জন্ম।

মণ্ডল—মহেশমতী, মহেশমতী-মণ্ডল, মহিষ, মহিষক, মহিষমণ্ডল, হৈহয়, অনূপদেশ, মধ্যভারতে: রাজধানী মাহিষ্মতী (দ্রঃ)।

মৎস্যতীর্থ—তিরুপাননকুন্দরম থেকে পশ্চিমে ৮-১০ মাইল দূরে পাহাড়ের ওপর ছোট একটি হ্রদ, মহীশূরে; তুঙ্গভদ্রা থেকে কাছেই। হ্রদ মাছে ভর্তি। সকালে ও

সন্ধ্যার এই হ্রদে সুমিষ্ট একটি শব্দ হয়। হয়তো মাছের ডাক ; বুটোরমান ইত্যাদি কিছু মাছ শব্দ করে হয়তো। বা পাথরের অবস্থান থেকে দিনের তাপমাত্রার ওপর নির্ভরশীল এই শব্দ।

মৎস্যদেশ—জয়পুর, জেপর রাজ্য। বর্তমানের সমস্ত আলোয়ার এবং ভরতপুরের একটা অংশ মিলে। রাজা বিরাটের রাজধানী। এই রাজধানী বিরাট (দ্র:) বা বৈরাট বর্তমানে আলোয়ারের পশ্চিমে ছোট এক গ্রাম ; জয়পুর থেকে ৪১ মাইল উত্তরে এবং দিল্লি থেকে ১০৫ মাইল দ-পশ্চিমে। এই বৈরাটই যেন উপপব্য। পাণ্ডবরা এখানে অজ্ঞাতবাস করেছিলেন। মৎস্য হচ্ছে বৌদ্ধ মচ্ছ ; ১৬ মহাজনপাদের একটি। মচ্ছেরি (<মৎস্য) আলোয়ারের ২২ মাইল দক্ষিণে। (২) কুর্গ। (৩) পূব মৎস্য ছিল ত্রিহুতের দক্ষিণ অংশ ; বৈশালী সমেত। হিউ-এন-ৎসাঙ বলেছেন অতিকায় মৎস্যের দেশ।

মথুরা—শৌরিপুর, শৌর্যপুর, শূরসেনপুর, মধুপুরী। শূরসেনের রাজধানী। কৃষ্ণের জন্ম স্থান। পোতরকুণ্ডের কাছে কারাগার বা জন্মভূমি নামক এলাকাতে জন্ম। মল্লপুর নামক উপকণ্ঠে চানূর ও মুষ্টিক নিহত হন। পাশেই কেশব দেবের মন্দির। কুব্জার কূপের কাছে কুব্জাকে সুস্থ করেন এবং বর্তমানে সহরের দক্ষিণ দ্বারের বাইরে কংস-কা-টিলা নামক স্থানে কংসকে নিহত করে বিশ্রান্তি ঘাটে এসে বিশ্রাম করেন। কংসকা-টিলা ও কুব্জার মন্দির দুটি উচু স্তূপের ওপর অবস্থিত। এগুলি অশোকের তিনটি স্তূপের অবশিষ্ট অংশ ; হিউ-এন-ৎসাঙ উল্লিখিত। যোগঘাট নামক স্থানে যোগমায়াকে কংস আছড়ে মারতে গিয়েছিলেন। কারাগারের সামনে বটগাছের নীচে দুটি পায়ের চিহ্ন আছে ; একটি মতে এইখানে যোগমায়াকে হত্যা করতে গিয়েছিলেন।

মথুরাতে ধ্রুবঘাটের কাছে ধ্রুবের আশ্রম ছিল, এখানে ধ্রুবের মন্দির ও রয়েছে। কঙ্কালিটিলা (উরুমুণ্ড পর্বত) রয়েছে কাটরার কাছে ; এখানে উপগুপ্তের বিহার ছিল। এই উপগুপ্ত অশোকের অন্য মতে কালাশোকের গুরু। হিউ-এন-ৎসাঙ এই বিহারে এসেছিলেন। এখানে বৌদ্ধ বিহার ধ্বংস হবার পর সেই স্থানে কঙ্কালি দেবীর (দুর্গার একটি রূপ) ছোট একটি মন্দির তৈরি হয়েছে। ভূতেশ্বর মন্দিরটি সারিপুত্র স্তূপ ; হিউ-এন-ৎসাঙ বর্ণিত ৭-টি স্তূপের একটি ; এই মন্দিরে মাটির নীচে একটি ঘরে পাতালেশ্বরী দেবীর মন্দির রয়েছে ; দেবী মহিষমর্দিনীর একটি রূপ। সরাই জামালপুরের কাছে দমদমা টিপি হচ্ছে বানর স্তূপ এবং যশ বিহার হচ্ছে কেশব দেবের মন্দির। টাভের্নিয়ার এই মন্দিরকে রাম-রাম মন্দির বলে বিশেষ বর্ণনা দিয়ে গেছেন, এটি নষ্ট করে ঔরঙ্গজেব এখানে মসজিদ নির্মাণ করান। মথুরার অপর নাম মধুপুরী (বর্তমানে মহোলি) ; বর্তমান মথুরার ৫ মাইল দ-পশ্চিমে মধু দৈত্যের প্রকৃত আবাস ; এর ছেলে লবণকে শত্রুঘ্ন নিহত করে এই মধুবন স্থাপিত করেন। মথুরাতে একটি বসুদেব শিলালেখ পাওয়া গেছে ; এই বসুদেব পুরাণে কণ্ব বংশের প্রথম ব্যক্তি খৃ শতকের আগে উ-পশ্চিমে ভারত ও পাঞ্জাবে রাজত্ব করতেন এবং হুষ্ক, হুষ্ক ও কনিষ্কের ও পূর্ববর্তী যেন। মথুরার অপর নাম মধুরা। মথুরার চারপাশে ৮০ মাইল মত এলাকা ব্রজমণ্ডল (দ্র:)। ভোজদের রাজধানী ; দ্র: শৌরিপুর।

(২) পাণ্ড্যদের দ্বিতীয় রাজধানী। মদুরা ও তিন্নেভেলি মিলে পাণ্ড্য বা পাণ্ডু রাজ্য। বেগবতী নদীর তীরে; কুলশেখর প্রতিষ্ঠিত। অপর নাম দ-মথুরা; একটি পীঠস্থান। এখানে মীনাক্ষী দেবী (দ্রঃ) ও সুন্দরেশ্বর মহাদেবের মন্দির রয়েছে; সতীর চোখ পড়েছিল।

মদুরা—দ্রঃ মথুরা, মীনাক্ষী। দ-মথুরা।

মদ্র—টক্কদেশ। পাঞ্জাবে রাভি ও চেনাবের মধ্যগত। রাজধানী শাকল/সঙ্গল (দ্রঃ) মদ্র = বাহ্লিক/বাহ্লীক। মতান্তরে মদ্রের একটি অংশ বাহ্লিক। মহাভারতে শল্য ও অশ্বপতির দেশ। রেচন দোয়াব।

মধুমতী—মোহয়র, মধওয়র নদী। রানোদের কাছে উৎপত্তি এবং মালবে সোনারি থেকে প্রায় ৮ মাইল ওপর দিকে সিন্ধুতে এসে মিশেছে।

মধ্যএসিয়া—শকদের দেশ; শাকদ্বীপ দ্রঃ। তৈত্তিরি। তাতার দেশ। রসাতল (দ্রঃ); পাতাল।

মধ্যদেশ—কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী, এলাহাবাদ এবং হিমালয় ও বিন্ধ্যের মধ্যগত দেশ। অন্তর্বেদ ও এই অংশের মধ্যে ছিল। বৌদ্ধগ্রন্থে এর সীমানা পূবে কাজঙ্গল ও মহাসাল, দ-পূর্বে শলাবতী নদী, দক্ষিণে শ্বেতকর্ণিকা নগরী, পশ্চিমে থুন জেলা এবং উত্তরে উসিরধ্বজ পর্বত। প্রাচীন কালে কাম্পিল্য ছিল পূর্বদেশের মধ্যসীমা; অন্তর্গত রাষ্ট্র ছিল পাঞ্জাব, কুরু, মৎস্য, যৌধেয়, পটচ্চর, কুন্তি ও শূরসেন। মধ্যদেশের অন্তর্গত ব্রহ্মর্ষি দেশ এবং ব্রহ্মর্ষিদেশের অন্তর্গত ব্রহ্মাবর্ত।

মধ্যমার্জুন—তিরুবিদইমরুদুর। তাঞ্জোর জেলাতে; কুম্ভকোনাম থেকে ৬ মাইল পূবে। মন্দিরের জন্য বিখ্যাত।

মধ্যমিকা—মাধ্যমিকা. নাগরী। রাজপুতানাতে চিতোরের কাছে একটি নগর। মিনান্দর আক্রমণ করেছিলেন। শুঙ্গ বংশে পুষ্যমিত্রের নাতি বসুমিত্রের হাতে পরাজিত হন। বহুস্থানে মাধ্যমিকা = শিবি (দ্রঃ)। মহাভারতে শিবি ও মাধ্যমিকা দুটি দেশ।

মধ্যমেশ্বর—মন্দাকিনী তীরে একটি পবিত্রস্থান। শিবক্ষেত্র।

মনাল—গাড়োয়ালে বদ্রীনাথের কাছে একটি গ্রাম। এখানে ব্যাসের আশ্রম ছিল।

মন্দর—ভাগলপুরে বাঁকা সাবডিভিসানে। ভাগলপুর থেকে ৩০।৩২ মাইল দক্ষিণে বিচ্ছিন্ন একটি পাহাড়, ৭০০ ফুট মত খাড়া। পাহাড়টির মাঝ গায়ে এবং পাহাড়টি বেষ্টন করে খাঁজ মত একটা দাগ; সমুদ্র মন্থনের সময় বাসুকির চাপের দাগ বলে কথিত। অবশ্য এটি বাটালি দিয়ে কাটা, দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায়। পর্বত শিখরে দুটি বৌদ্ধ মন্দির ছিল বর্তমানে জৈনরা ব্যবহার করেন। শিখরের পশ্চিম দিকে এবং কিছুটা নীচের অংশে মধুসূদনের প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। মন্দিরের পশ্চিম দিকে নীচু মত ছোট একটি গুহাতে পাথরে খোদাই করা একটি নৃসিংহ মূর্তি রয়েছে এবং কাছেই একটি প্রাকৃতিক পাথরে গর্তে প্রচুর নির্মল জল রয়েছে; এটি ঝর্ণার জল, আকাশ গঙ্গা। এখানে বামন ও মধুকৈটভের ৬টি বিরাট মূর্তি আছে। পাহাড়ের পাদদেশে পুব দিকে মন্দির ও প্রাসাদের বহু ভগ্নাবশেষ ছড়ান; এর মধ্যে প্রস্তর নির্মিত একটি অতি প্রাচীন সৌধ নাম নাথ-স্থান। এটি একটি বৌদ্ধবিহার ছিল; বর্তমানে ব্রাহ্মণ্যধর্মীদের হাতে। পাহাড়ের গায়ে কাটা ধাপ আছে যাতে

অনায়াসে শিখর পর্যন্ত ওঠা যায়। এই সব ভগ্নাবশেষ চোল রাজাদের সময়কার বলা হয়। পাহাড়ের পাদদেশে একটি অত্যন্ত সুন্দর কুণ্ড; নাম পাপহারিণী; পৌষ সংক্রান্তিতে এখানে স্নানার্থীদের ভিড় হয়। বংশী থেকে মধুসূদনের একটি মূর্তিকে এই সময় এখানে আনা হয়। ৭-ম শতকে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর কনৌজের হাত থেকে স্বাধীনতা পেয়ে মগধরাজ আদিত্যসেনের স্ত্রী কোনদেবী এই কুণ্ডটি কাটান। এটি মধুসূদনের প্রিয় পর্বত। বংশীর মন্দিরটি ১৭২০ খৃ নির্মিত, মধুসূদনের মূর্তিটি এইখানে থাকে। বিভিন্ন পুরাণে এই পাহাড়ের মাহাত্ম্য রয়েছে। বরাহ পুরাণে বলেছে মন্দর গঙ্গার দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বতে অবস্থিত।

(২) হিমালয়ের একটি অংশ; গাড়োয়ালে সুমেরুর পূর্বে। মহাভারতে ভাগলপুরের পর্বতটি অস্বীকৃত। কূর্মাচল (দ্রঃ)। কয়েকটি পুরাণে বলা হয়েছে বদরিকাশ্রম এই মন্দর পর্বতে এবং এই বদরিকাতে নর নারায়ণের আশ্রম ছিল। মহাভারতে গন্ধমাদনের একটা অংশ, বদরিকাশ্রমের উত্তরে। বিবাহের পর হর-পার্বতী যেন এখানে বাস করতেন।

মন্দাকিনী—কালীনদী, কালীগঙ্গা। গাড়োয়ালে কেদার পর্বতে উৎপন্ন: কেদার নাথ থেকে এই উৎস চ দিনের পথ। এখানে নীলোৎপল ফোটে। বুন্দেলখণ্ডে চিত্রকূটের পাশে পয়োষ্ণীতে এসে মিশেছে। অনসূয়া দশ বছর অনাবৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবার জন্য সৃষ্টি করেন। অন্যমতে কালিগঙ্গা বা পশ্চিমে কালী বা মন্দাগ্নি নদী, গাড়োয়ালে কেদার পর্বতে উৎপন্ন, রুদ্রপ্রয়াগে অলকানন্দাতে এসে মিশেছে।

মন্দাসোর—(১) দশপুর, দশনগর, মালবে চম্বলের তীরে। উদয়পুর থেকে ৮৫ মাইল দ-পূর্বে।

ময়মেন—বামাহণে মণিমর্থী। তুর্কিস্থানে; বাল্খ-এর দ-পশ্চিমে।

ময়রাষ্ট্র—ময়রাট, মিরাট। এখানে অন্ধকোটে ময় দানবের ভগ্নাবশেষ দুর্গ রয়েছে, প্রবাদ। কালী নদী থেকে ২০ মাইল। এখানে বিশ্বেশ্বর মহাদেবকে মন্দোদরী পূজা করতেন। ময় বিখ্যাত স্থপতিবিদ ও ভাস্কর। ময় মতের লেখক।

মরুদ্বৃধা—(১) চন্দ্রভাগা (দ্রঃ)। (২) মরুবর্দ্ধন; চেনাবের একটি করদা; কিস্তওয়ারে চেনাবে যুক্ত হয়েছে।

মরুধন্বন—(১) মারওয়ার। (২) প্রাচীন রাজপুতানা। হাস্তিনপুর ও দ্বারকার মধ্যে। দ্রঃ বৃন্দ।

মরুস্থলী—মার, মরু, মরুস্থল—মারওয়ার। সিন্ধের মরুভূমি। প্রায় সব রাজ-পুতানা। দ্রঃ মরুধন্বন। বৃহৎসংহিতাতে নাম। পুরাণে মরু (দ্রঃ), ৭-ম শতকে গুর্জর।

মলদ—শাহাবাদ জেলার একটি অংশ। প্রাচীন মলদ ও করূষ এলাকাতে বিশ্বা-মিত্রের আশ্রম ছিল। আশ্রমটি যেন বক্সারে। ভীম এই মলদ রাজ্য জয় করেন।

মলয়গিরি—চন্দনাগিরি। পশ্চিমঘাট পাহাড়ের দ-অংশ; কাবেরীর দক্ষিণে। বর্তমান নাম (কাডামন পর্বত মিলে) ত্রিবাঙ্কুর পর্বত। কোইম্বাটুর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত। এর একটি শিখর পোথিগেহ—বেটি গো (টলেমি); অগস্ত্যকূট; পোতিয়ম্; এখানে অগস্ত্যের আশ্রম ছিল; আন্নামালাই পর্বতের সবচেয়ে দক্ষিণ প্রান্তীয় শিখর, এখানে

তাম্রপর্ণীর উৎস। দ্রঃ সহ্যাদ্রি।

মন্দন—মেলিজিগেরিস (টলেমি); মেধ দ্বীপে একটি সহর; বোম্বেতে রত্নগিরি জেলাতে।

মল্লদেশ—দ্রঃ মূলস্থানপুর, মালব। এখানকার অধিবাসীরা মল্লি (আলেকজেন্দ্রীয়); মহাভারতে এটি মালব; রাজধানী মুলতান। লক্ষ্মণের ছেলে চন্দ্রকেতু এখানে রাজা হয়। (২) হাজারিবাগ ও মানভূমের পশ্চিম অংশ; এখানে পরেশনাথ পাহাড়। পুরাণে ও মহাভারতে পশ্চিমে ও পূবে মোট দুটি মল্লদেশ। বদ্ধের সময় মল্লরা পাবা ও কুশীনগরে থাকতেন। কাসিয়াতে (প্রাচীন কুশীনগর) গোরখপুর জেলাতে অনিরুদ্ধ নামক স্থানে মল্ল অভিজাতদের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।

মল্লপর্বত—মলেউস (গ্রীক); ছোট নাগপুরে পরেশ নাথ পাহাড়। দ্রঃ সমেত শিখর। এটি মন্দর পর্বত নয়।

মল্লার—<মলবর, মলয়খণ্ড। ।এবা।কুস।

মল্লারিলিঙ্গ—নিজামে রায়চুর্ড জেলাতে বেলাপুরে। এখানে শিব মল্ল অসুরকে নিহত করেন। দ্রঃ মণিচূড়া।

মসার—মহাসার। প্রাচীন গ্রাম। বিহারে আরা থেকে ৬ মাইল পশ্চিমে। করিষত (পূ-রে) স্টেসনের কাছেই। হিউ-এন-ৎসাঙ বর্ণিত। বর্তমানে এখানে দুটি মন্দির রয়েছে।

মসারবিহার—বুনারে গুমবাটোই। মঙ্গলোর থেকে ১০ মাইল দ-পশ্চিমে; উদ্যানের প্রাচীন রাজধানী।

মস্কি—সুবর্ণ গিরি। মহীশূরে সিদ্ধগিরির পশ্চিমে। এখানে অশোক এক জন শাসক নিযুক্ত করেছিলেন।

মহত্নু—মেহত্নু। আফগানে আর্জিসান নদী (ঋক্); গোমল বা গোমতী নদীতে যুক্ত হয়েছে। (২) ক্রুমু (বর্তমানে কুরুম) নদীর করদা শাখা।

মহাকোসল—উত্তরে অমরকণ্টকে নর্মদার উৎস থেকে দক্ষিণে মহানদী পর্যন্ত এবং পশ্চিমে ওয়েইন গঙ্গা থেকে পূবে হর্দ ও জোঙ্ক নদী। মধ্য প্রদেশের পূব অংশও এর অন্তর্গত। অপর নাম দক্ষিণ কোশল, মধ্যম রাষ্ট্র, কলচুরি রাজ্য।

মহাকৌশিক—নেপালে সাতটি কোসি নদী:-(১) মিলমছি, (২) স্বর্ণকোসি বা ভুটিয়া কোসি, বা সোনাকোসি বা সুবর্ণমানস (কালিকা), (৩) তম্বকোসি, (৪) লিখুকোসি, (৫) দুধ কোসি; (৬) অরুণা এবং (৭) তমর (মহাভারতে তামা)। তমর, অরুণা ও স্বর্ণ কোসি সঙ্গম ত্রিবেণী; একটি তীর্থ; পূর্ণিয়াতে বরাহক্ষেত্রের ওপর দিকে।

মহানদী—(১) গয়াতে ফল্গু। (২) একটি নদী: এই নদীতে উড়িষ্যাতে পইরি নদী এসে মিলিত হয়েছে। এই সঙ্গমের ওপর অংশ মধ্যপ্রদেশে উৎপলেশ্বর নদী; সঙ্গমের পরবর্তী অংশ উড়িষ্যাতে চিত্রোৎপলা বা চিত্রোপলা।

মহাবনবিহার—(১) পিঙ্গকোটই; উদ্যানের প্রাচীন রাজধানী মঙ্গলউর বা মঙ্গলোর-এর ২৬ মাইল দক্ষিণে। হিউ-এন-ৎসাঙ দৃষ্ট। (২) বৈশালীর উপকণ্ঠে মহাবন-কূটাগার নামে একটি বিহার।

মহারাষ্ট্র—গোদাবরীর ওপর দিকের অংশ এবং কৃষ্ণার মধ্যবর্তী এলাকা। দাক্ষিণাত্য

-কেও অনেক সময় মহারাষ্ট্র বলা হয়। অশোকের সময় মহারাষ্ট্র নাম যেন চালু হয়; বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যমরক্ষিত (২৪৫ খৃ পূ)। বুদ্ধের সময় অস্‌সক, অস্মক, অশ্মক, অলক মূলক, মৌলিক (=মূলক+অশ্মক), দেবরাষ্ট্র, মল্লরাষ্ট্র, বিদর্ভ। রাজধানী গোদাবরী তীরে প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানপুর পৈঠান, আবার কল্যাণী ও দেবগিরি ও রাজধানী হয়েছিল। ৭-ম শতকে এঁর উত্তরে মালব, পূর্বে কোসল ও অন্ধ্র, দক্ষিণে কোঙ্কন এবং পশ্চিমে সমুদ্র। অন্ধ্রভৃত্যক বংশ (পুরাণ)=শাতকর্ণি=শালিবাহন বংশের একটি শাখার রাজধানী রাজ্য। ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে এখানে রাষ্ট্রকূটরা (বর্তমানে রাঠোর) রাজত্ব করতেন। রাষ্ট্রকূট=রাঠ্‌ঠিস্=রাষ্ট্রিক=মহারাষ্ট্র (?)। ৬ শতকে গোড়ার দিকে চালুক্যরা এখানে রাজা হন। প্রথম পুলকেশী অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন এবং পৈঠান থেকে বাতাপিপুরে (বর্তমানে বাদামি) রাজধানী করেন। প্রথম পুলকেশীর নাতির রাজত্বকালে মা-হো-লো-ছ অর্থাৎ মহারাষ্ট্রে হিউ-এন-ৎসাঙ এসেছিলেন। আহবমল্ল (১০৪০-১০৬৯ খৃ) মান্যখেত থেকে কুন্তলদেশে কল্যাণে রাজধানী নিয়ে যান। দ্রঃ কর্ণাট, কুন্তল, দেবরাষ্ট্র।

মহাশাল—মৎস্য ও পদ্ম পুরাণে গোদাবরী তীরে একটি তীর্থ। শাল যেন গোদাবরীর একটি করদা শাখা। মইসোলাস্ (গ্রীক)। টলেমি বলেছেন মইসোলাস নদীর মোহনা মইসোলিয়া জেলাতে অবস্থিত। ফলে মনে হয় গোদাবরীর অংশ; প্রণহিতা (বা ওয়েইন গঙ্গা থেকে) সমুদ্র পর্যন্ত অংশ।

মহাস্থানগড়—মহাস্থান, জমদগ্নি আশ্রম, পরশুরাম আশ্রম, উগ্র। বাঙলাতে বগুড়া জেলাতে; সহর থেকে ৭ মাইল উত্তরে। এখানে বল্লালসেনের সময়ের বিখ্যাত উগ্রমাধব মহাদেবের মন্দির রয়েছে। দ্রঃ বল্লালপুরী। প্রাচীন নাম শিলধাপ, শিং ধাতু গর্ভ, এখানে চারটি বৌদ্ধস্তূপ ছিল। পরে ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রতিষ্ঠা পায়; নাম হয় শিলাদ্বীপ।

মাহিষমণ্ডল—মাহিষ, মহিষক বা মাহিষ্মতী (দ্রঃ)। অশোক এখানে ভিক্ষু মহাদেবকে পাঠান। (২) যেন দ-মহীশূর; প্রধান নগর মহীশূর। অন্য মতে মহামণ্ডল বা মহেশর-মহেশমণ্ডল, মহেশমতী, মহেশমতীমণ্ডল।

মহী—(১) মহতী, মালবে চম্বলের শাখা। (২) মালবে মহিতা; দ্রঃ মাহী, মোহনা। (৩) মালবের উপকূলে ময়ূরী নামে একটি সহর।

মহেন্দ্রপর্বত—উড়িষ্যা থেকে মদুরা পর্যন্ত বিস্তৃত পর্বতমালা। পূর্বঘাট এবং উ-সিরকার থেকে গণ্ডোয়ানা পর্যন্ত অংশ ও এই মহেন্দ্র পর্বত। গঞ্জামের কাছে বর্তমান নাম মহেন্দ্র, মহেন্দ্রমালি পর্বত। রামের কাছে পরাজিত হয়ে পরশুরাম এই পাহাড়ে চলে যান; এই পর্বতমালার দ-প্রান্তে অর্থাৎ মাদুরাতে পরশুরাম আশ্রম। রঘুবংশে এই আশ্রম কলিঙ্গে। রামায়ণে পূর্বঘাট পর্বতমালাকেই বিশেষত মহেন্দ্র পর্বত বলা হয়েছে মহানদী উপত্যকা থেকে যে পাহাড় অংশ গঞ্জামকে বিচ্ছিন্ন করেছে সেই অংশটিকে সাধারণত মহেন্দ্র পর্বত বলা হয়।

মহোৎসবনগর—মহোবা, বুন্দেলখণ্ডে। পুরা বুন্দেলখণ্ড মহোবা। চন্দেল রাজধানী রাজা চন্দ্রবর্মা (জন্ম ২২৫ সম্বৎ) মহোৎব নগর স্থাপন করেন। ইনি ৮৫-টি মন্দির ও কালঞ্জর দুর্গ নির্মাণ করান। চন্দেল রাজ্যের পশ্চিমে ধসন নদী, পূর্বে বিন্ধ্য, উত্তরে

যমুনা এবং দক্ষিণে কানে নদীর উৎস। সহরটি মদন সাগর নামে একটি হ্রদের (১২ খৃ শতকে খোঁড়া হয়) তীরে অবস্থিত।

মাণিকপুর—মাণিকিয়ালয়, মাণিকালয়, মাণিকল্য। পাঞ্জাবে রাওলপিণ্ডি থেকে ১৪ মাইল দক্ষিণে। বিখ্যাত বৌদ্ধস্তূপ রয়েছে। বুদ্ধদেব এখানে সাতটি ক্ষুধিত ব্যাঘ্র শাবককে নিজের দেহ দান করেছিলেন। শিলালেখ থেকে প্রমাণিত হয় হুত-মূর্ত বা দেহ-দান স্তূপ এখানে ছিল। একটি মতে এখানকার ক্ষত্রপ জিহোনিকার পিতার নাম মণিগল থেকে এই নাম এসেছে। প্রধান স্তূপটি কণিষ্ক নির্মিত; খৃ-পূ ২ বা খৃ ১-শতকে। তথৎপুরী থেকে ৬ মাইল এই মাণিকপুর; এখানে ইন্দোসাসানিয়া মুদ্রা পাওয়া গেছে।

মাতৃকাবৎ—মৃত্তিকাবতী। একটি দেশ ও সহর। অপর নাম শাৰ্ব দেশ। ভারতের উ-পশ্চিমে (বৃহৎসং)। রাজধানী শাল্বপুর, বা সৌভ নগর; বর্তমানে আলোয়ার (দ্রঃ); মতান্তরে মালবে পর্ণাশ (বনস্) নদীর তীরে ভোজ দেশ। কুরুক্ষেত্রের কাছে। মেবারে মর্ত, মের্ত, বা মৈর্ত হচ্ছে আজমীঢ় থেকে ৩৬ মাইল উ-পশ্চিমে এবং আরাবল্লী পর্বতেরও উত্তর পশ্চিমে। এইটাই যেন প্রাচীন মাতৃকাবৎ। অর্থাৎ মাতৃকাবৎ= যোধপুর+জয়পুর+আলোয়ার=মার্ত (বর্তমানে)।

মাধবাচার্য—বিজয়নগরে (গোলকোণ্ডা) জন্ম। যাদব বংশীয় কর্ণাটরাজ বুক্কদেবের মন্ত্রী। ছোট ভাই সায়ণাচার্য।

মানস—বৈভ্রাজ সরোবর। হূণ দেশে কৈলাসে; পশ্চিম তিব্বতে একটি হ্রদ। হূণ নাম চো মপন। কৈলাস শাখার (অপর নাম বৈদ্যুৎ পর্বত) পাদদেশে। হ্রদের দক্ষিণে গুরলা পর্বতশ্রেণী। উত্তরে কৈলাস শিখর ও দক্ষিণে গুরলা মান্ধাতা শিখরের মাঝখানে। এখানে পর্বত অঞ্চলের সৌন্দর্য অবর্ণনীয়। যুক্তপ্রদেশে লিপুলেখ গিরিপথ, উন্তধুর গিরিপথ বা নিতি গিরিপথ এই তিনটি পথেই এখানে আসা যায়। তবে লিপুগিরি পথ সুগম। পূ-পশ্চিমে ১৫ মাইল; উ-দক্ষিণে ১১ মাইল। হ্রদ ঘিরে আটটি পান্থশালা আছে; পরিক্রমা করতে ৪-৬ দিন লাগে। (২) গয়াতে উত্তর ও দ-মানস দুটি তীর্থ।

মান্ধাতা—(১) মাহিষ্মতী, (২) ওঙ্কারনাথ, (৩) অমরেশ্বর, (৪) বৈদূর্য পর্বত।

মায়াপুরী—হরিদ্বার, কনখল, মায়াপুর, ময়ূর। হরিদ্বার থেকে ২ মাইল দূরে কনখল; এখানে দক্ষযজ্ঞ হয়েছিল। বর্তমানে মায়াপুর হরিদ্বার ও কনখলের মধ্যে; তিনটি বিভিন্ন এলাকা। মায়াপুরে মায়াদেবীর মূর্তি রয়েছে। ভারতে সপ্ত পুণ্য পুরীর একটি। হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ড (হর কি পিয়ারি) ঘাটে পুণ্যার্থীরা স্নান করে। কনখলে দক্ষেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের পেছনে যজ্ঞ হয়েছিল; এইখানে সতী দেহত্যাগ করেন। মহাভারতে হরিদ্বার=গঙ্গাদ্বার।

মারপুর—প্রদ্যুম্ন নগর। বর্তমানে পাণ্ডুয়া; হুগলি জেলাতে।

মার্কণ্ড—সমরকন্দ; শাকদ্বীপে। সোগদ রাজধানী সোগদিয়ানা।

মার্কণ্ডেয়আশ্রম—সরযূ ও গঙ্গা সঙ্গমে। মহাভারতে এটি গোমতী গঙ্গা সঙ্গমে। আবার প্রবাদ আছে দ-সমুদ্র তীরে তাঞ্জোরে তিরুক্কা-ডাভুর-এ তপস্যা করে শিবের কাছে অমর হবার বর পান।

মার্তণ্ড—কাশ্মীরে ইসলামাবাদ থেকে ৫ মাইল উ-পূর্বে। মর্তন, মতন, ভবন, বা বভন। সূর্যের জন্মস্থান। মন্দিরে উ-পশ্চিমে ১ মাইল দূরে মার্তণ্ড তীর্থ ; প্রবাদ পাণ্ডবরা তৈরি করেছিলেন। অন্য মতে ৩৭০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত। রাজতরঙ্গিণীতে নাম সিংহরোৎসিকা। এখানে বিখ্যাত ঝর্ণা বিমলা ও কমলা অবস্থিত। দ্রঃ অচ্ছোদ।

মালব—অবন্তি, দশেরক। ভোজরাজের সময় রাজধানী ধারা নগর ; তার আগে অবন্তি বা উজ্জয়িনী (ব্রহ্ম পু) ; কথা-সরিৎ-সাগরে প্রাচীন মালব=অবন্তি। ভূপাল পূর্ব মালবের অন্তর্গত ছিল। পূর্বমালাব=দশার্ণ, দক্ষিণগিরি ; রাজধানী বিদিসা। মহাভারতে উ-মালব সেক বা অপরসেক। (২) মল্লদের (আলেকজেন্দ্রীয় মল্লি) রাজধানী ; মুলতান (সভা পর্বে)। হর্ষচরিতে মালবরাজ মনে হয় মুলতানের রাজা।

মাল্লা—একটি দেশ। বিদেহের পূর্বে ; মগধের উ-পশ্চিমে এবং গঙ্গার উত্তরে। অর্থাৎ ছাপরা যেন।

মালাবার—কেরল, উগ্র, মুরলা, কেরলপুত্র, মল্লার দেশ, কেতলপুত্র(অশোক শিলালেখ) দ্রমিল (জাতক), লিমিরিক (টলেমি), অপরান্তক (দ্রঃ), চের। মলাবার, ত্রিবাঙ্কুর ও কানাড়া মিলে প্রাচীন কেরল, উগ্র বা চের। একটি মতে ত্রিবাঙ্কুরের প্রাচীন নাম। পুরা মালয়ালাম দেশ অর্থে তুলুভ, মূষিক কেরল ও কুভ।

মালাবার পর্বত—বোম্বেতে বালুকেশ্বর পর্বত। এখানে মহাদেব বালুকেশ্বরের মন্দির।

মালিকোট—মেলুকোট/মইলকোট। (১) দ-বদরিকাশ্রম। (২) যাদব গিরি ; মহীশূরে শ্রীরঙ্গপত্তম থেকে ২৫ মা উত্তরে ; রামানুজদের ৪টি মঠের একটি মঠ এবং কৃষ্ণ চণ্ডল রায়ের মন্দির এখানে রয়েছে। (৩) তিরুনারায়ণপুর।

মালিনী—(১) চম্পা নগরে, ভাগলপুরের কাছে। (২) মন্দাকিনী নদী। (৩) প্রলম্ব দেশ পশ্চিমে এবং পূর্বে অপরতাল দেশ এবং অযোধ্যা থেকে ৫০ মাইল ওপরে ঘর্ঘারাতে (সরযুতে) এসে মিশেছে। সাহারানপুর ও অযোধ্যার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ; তীরে কণ্ব আশ্রম। হরিদ্বার থেকে ৩০ মাইল দক্ষিণে কণ্ব আশ্রম। এরিনেসেস্ (মেগাস্থিনিস)। বর্তমানে চুকা নদী ; সরযূর পশ্চিম করদা শাখা।

মাল্যগিরি—মালাবার ঘাট, চন্দনগিরি ; পশ্চিম ঘাট পর্বতের দ-অংশ। কাবেরী নদীর দক্ষিণ তীরে।

মাল্যবানগিরি—তুঙ্গাভদ্রা তীরে অনগণ্ডি পর্বত। অন্য মতে প্রস্রবণ গিরি। ভবভূতি বলেছেন মাল্যবান ও প্রস্রবণ দুটি বিভিন্ন পর্বত ; বর্তমান নাম স্ফটিক (স্ফটিক) শিলা। সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুতার পর রাম এখানে চার মাস কাটিয়েছিলেন। মতান্তরে প্রস্রবণ পর্বতের একটি শিখর মাল্যবান। (২) নীল ও নিষধ পর্বতের মধ্যে কারাকোরাম পর্বত অংশ।

মাহিষক—নর্মদা তীরে নিম্ন এলাকা ; রাজধানী মাহিষ্মতী। একটি মতে মহীশূর। পদ্মপুরাণে মহিষমণ্ডল বা দক্ষিণ মহীশূর যেন।

মাহিষ্মতী—মাহিস্সতি, মহিষ, মাহিষ, মহেশ, মহেশ্বর, চুলিমহেশ্বর, অগ্নিপুর। নর্মদার দ-তীরে। ইন্দোর থেকে ৪০ মাইল দক্ষিণে ; হৈহয়, অনূপদেশ বা মণ্ডলের (দ্রঃ) রাজধানী। কার্তবীর্যার্জুনের রাজধানী। প্রতিষ্ঠাতা মহিষ্মান (হরিবংশ) বা মহিষ

(পদ্ম পু)। প্রাচীন মান্ধাতা নগর; দ্রঃ ওঙ্কারনাথ। বৌদ্ধ গ্রন্থে অবন্তি-দক্ষিণা-পথের রাজধানী মাহিস্সতি। মণ্ডনমিশ্র এখানে পরাজিত হন। অনর্ঘ রাঘবে চেদি রাজধানী মণ্ডিস্সতী; দীঘ্‌ঘনিকায়ে অবন্তি (মালব) রাজধানী। জামদগ্নির আশ্রম (দ্রঃ)।

মাহী—মিলিন্দপঞ্চের মহী (দ্রঃ) নদী; গণ্ডকের একটি করদা শাখা; হিমালয়ে উৎপত্তি এবং বড় গণ্ডকে এসে পড়েছে। গণ্ডক ও গঙ্গা সঙ্গমের আধ মাইল ওপরে; অবস্থা যেন মাহী গঙ্গাতেই এসে মিশেছে। মালবে একটি নদী (মার্কণ্ডে); এর মুখের কাছে মহাদেব অন্ধক অসুরকে নিহত করেন (শিব পু)।

মিত্রবন—(১) মুলতান = মূলস্থান = সাম্বপুর। (২) উড়িষ্যাতে কোণারক = মিত্র বা মৈত্রেয় বন (কপিল-সংহি); (৩) মেসোপটেমিয়াতে টেল-এল-অমর শিলা-লেখে মিতন্নি < মিত্রবন। সূর্যপূজার এই তিনটি মূল কেন্দ্র।

মিথিলা—দ্রঃ ত্রিহুৎ। বিদেহ (দ্রঃ) রাজধানী; বৌদ্ধদের মিথুল। বিক্রমশিলা মুসলমান আক্রমণে নষ্ট হলে এখানে একটি ব্রাহ্মণ্য বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। পরে নবদ্বীপ প্রতিষ্ঠা পায়, এর খ্যাতি ক্ষুণ্ণ হয়।

মিননগর—সিন্ধে পিস্-এন-পো-পুলো (হিউ-এন-ৎসাঙ), বিছবপুর, (জুলিয়েন), বম্মপুর (বিল), সমি নগর (টড); হয়তো তত্ত।

মিশ্রক—মিশ্রিক, মিশ্রিখ। অযোধ্যাতে সীতাপুর জেলাতে দধীচি আশ্রম; বিখ্যাত তীর্থ। মতান্তরে কুরুক্ষেত্রে।

মীনাক্ষী—মাদুরা, দ-মথুরা (দ্রঃ)। পীঠস্থান; সতীর চোখ পড়েছিল। সহরের মধ্যে হাজার স্তম্ভযুক্ত মন্দির; ১৫২০ খৃষ্টাব্দে র্নিমিত। মন্দিরে নরবলি হত। দ-ভারতে প্রতি মন্দিরের সামনে অরুণস্তম্ভ/সোনার তালগাছ/পতাকাদণ্ড রয়েছে; এটি মন্দিরের সূর্য ঘড়িও।

মুকুল পর্বত—মকুল, কলহুয়া। বুদ্ধগয়া থেকে ২৬ মাইল দক্ষিণে কলুহা পর্বত। বুদ্ধত্ব লাভের পর এখানে ৬ষ্ঠ বর্ষা কাটান (বর্মী গ্রন্থে)। এটি নীলাঞ্জন নদীর পূর্বতীরের উপত্যকার পশ্চিম সীমানাতে। এখানে দুর্গা কুলেশ্বরীর মন্দির রয়েছে। চার দিকে বৌদ্ধস্থাপত্য ও বুদ্ধমূর্তি ছড়ান। বুদ্ধদেব আগের জন্মে কুলাচলে (কোলাচল?) তপস্যা করতেন এবং ক্ষুধিত এক ব্যাঘ্রীকে নিজের দেহ দান করে সদ্যজাত শাবককে রক্ষা করেছিলেন। কুলেশ্বরী মন্দিরের সমতল মত এলাকাটিকে একটি পাহাড়ী নদী পাহাড়ের বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। নদীটির পুব দিকে একটি মন্দিরে বুদ্ধের একটি ভাঙা ধ্যানীমূর্তি রয়েছে। উপত্যকার (= আকাশলোচন) উত্তর দিকে সব চেয়ে উচ্চ শিখরের মাথায় বুদ্ধের দুটি পদচিহ্ন রয়েছে। পাহাড়টির মধ্য অংশে বুদ্ধের নানা মূর্তি এবং অস্পষ্ট হয়ে পড়া শিলালেখ খোদিত রয়েছে। এখানকার বড় বড় ইঁট এখানকার প্রাচীনতার স্বাক্ষর। বৌদ্ধধর্ম ক্ষীণ হয়ে এলে এখানে আবার ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রতিষ্ঠা পায়। মুকুল > কুল > কলু। অন্য মতে কলুহা পুরাণের কোলাহল বা কোলাচল পর্বত।

মুক্তবেণী—ত্রিবেণী (দ্রঃ); তিনটি নদী এখানে ভাগ হয়ে গেছে। প্লিনি ও টলেমি এর উল্লেখ করেছেন। সপ্তগ্রামের একটি অংশ ছিল; এখানে ঘাটের কাছে সপ্তঋষির

আশ্রম ছিল ; বর্তমানে একটি মুসলমান সমাধিতে পরিণত।

মুক্তিনাথ—তিব্বত বা উত্তর নেপালে হিমালয়ে সপ্তগণ্ডকী শাখাতে একটি বিখ্যাত মন্দির। নেপাল সীমান্তে ছোট নদী কালীগণ্ডকীর তীরে ; গণ্ডকের উৎসের কাছে। নেপালে পাল্পা থেকে ১৫-১৬ দিনের পথ। 'বিনি-সহর'-এর কাছে গণ্ডকের নাম শালগ্রামী বা কালী, কারণ নদীতে শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায় ; বিশেষত মুক্তিনাথ থেকে আধ মাইলের মধ্যে। অর্থাৎ মুক্তিনাথ শালগ্রামের দক্ষিণে। মুক্তিনাথ থেকে তিন দিনের পথ দামোদর কুণ্ড ; এটি একটি হ্রদ ; গণ্ডকের উৎস এখানে। উত্তর দিকে তিব্বতের একটি বরফ ঢাকা নদী থেকে শালগ্রাম শিলা এই দামোদর কুণ্ডে এসে হাজির হয়। তুলসী ও নারায়ণের কাহিনীর সঙ্গে স্থানটি জড়িত। এখানে নারায়ণের মন্দির রয়েছে ; ফলে গণ্ডকের অপর নাম নারায়ণী। দ্রঃ শালগ্রাম।

মুচুকুন্ড—একটি হ্রদ ; ধোলপুর থেকে ৩ মাইল পশ্চিমে। এখানে কালযবন=প্রথম গোনর্দ (রাজতরঙ্গিণীতে গোনধ) নামে কাশ্মীর-রাজ ভস্মীভূত হন মুচুকুন্দের (>মুচু-কুণ্ড) দৃষ্টিপাতে। হ্রদের স্থানটিতে আগে একটি পাহাড় ছিল।

মুঞ্জবন্ত—দ-কাশ্মীরে একটি পাহাড় ; প্রচুর সোমলতা পাওয়া যেত।

মুণ্ডগ্রাম—বাগমতী নদীতীরে ; এখানে দক্ষের মুণ্ড পড়ে ছিল।

মুদ্গলগিরি—বিহারে মুঙ্গের ; মুদ্গগিরি, মুদগিরি, মদগুরুক, মোদাগিরি, মোহাগিরি। বুদ্ধশিষ্য মুদ্গল পুত্র এখানে শ্রেষ্ঠী শ্রুতবিংশতি-কোটিকে দীক্ষা দেন। ফলে মৌদ্গল্য-গিরি। কাছেই মুদ্গল ঋষির আশ্রম ছিল। মুঙ্গেরে কষ্ট হারিণী/হরণ ঘাটে ব্রাহ্মণ রাবণকে বধ করার জন্য রাম স্নান করেন। দ্রঃ হাতিয়া/হত্যা হরণ, ধূতপাপ। হিউ-এন-ৎসাঙের এটি হিরণ্য পর্বত বা হরণ পর্বত। কষ্টহরণ থেকে হরণ পর্বত যেন।

মুরলা—(১) মুরণ্ডলা, নর্মদা। (২) হয়তো মূলামুথা নদী ; পুনার কাছে উৎপত্তি ; ভীমার করদা। (৩) কেরল বা মালাবার।

মুর্ঘব—বিষ্ণুপুরাণে গভস্তি নদী ; শক দ্বীপে।

মুলতান—মূলস্থানপুর (দ্রঃ), মৌলিস্থান, প্রহ্লাদপুরী, সাম্বপুর, মিত্রবন, কাশ্যপুর, হিরণ্যপুর, মল্ল দেশ, মহাভারতে ও হর্ষচরিতে মালব, রামায়ণে মল্লভূমি ; মল্লিদেশ (আলেকজেন্দ্রীয়)।

মুলতাপী—তাপ্তি নদী। মূলতাপী>মুলতাইতে উৎপন্ন।

মূলস্থানপুর—পদ্মপুরাণে মুলতান (দ্রঃ) ; মৌলিস্থানপুর=মেউ-লো-সান-পু-লো (হিউ-এন-ৎসাঙ), মালবস্থান। পাঞ্জাবে। মুলতান ও কারওয়ার মিলে প্রাচীন সৌবীর দেশ। হস্তিনাপুরের পশ্চিমে। লক্ষ্মণের ছেলে চন্দ্রকেতু এটি পান। বিষ্ণু এখানে নৃসিংহ মূর্তি ধারণ করেন। দ্রঃ হিন্দউন। মুলতান থেকে ৫০ মাইল দূরে সুলিমান পর্বতের একটি অংশকে প্রহ্লাদ পর্বত বলা হয়। এই পাহাড় থেকে কাছেই একটি পুষ্করিণীতে প্রহ্লাদকে যেন ফেলে দেওয়া হয়েছিল। মুলতানের ৪ মাইল দক্ষিণে সূর্যকুণ্ড ; এখানে সূর্য মন্দির রয়েছে ; সাম্ব এখানে কুষ্ঠ রোগ থেকে মুক্তি পান ; বিখ্যাত তীর্থ। সূর্যকুণ্ডের ব্যাস ১৩২ ফু মত ; গভীর ১০ ফু। হিউ-এন-ৎসাঙ এখানে সোনার সূর্য প্রতিমা দেখেছিলেন ; মল্লদেশের তখন এটি রাজধানী। দ্রঃ হিরণ্যপুর। একটি মতে সাসানিয়া কৃষ্টির অবদান এই সূর্যপূজা। খৃ ৫ শতকের মুদ্রাতে

দেখা যায় সূর্য পারস্ত রাজের পোষাকে অবস্থিত। মুলতানের সূর্য উপাসকদের মগ বলা হত। ভবিষ্যপুরাণে এই মগ পুরোহিতদের শকদ্বীপ থেকে আনা হয়ে ছিল। পদ্মপুরাণে মূলস্থান সাম্বের দেশ। প্রাচীন সহর ছিল রাভির উভয় তীরে।
মূষিক—কনক। সিন্ধের ওপর অংশ যেন। রাজধানী এলোর; টলেমি বলেছেন মুষিকান্নস। অন্য মতে টলেমিব বিনগর হচ্ছে এলোর। আর এক মতে এটি যেন কোঙ্কন (দ-ভারতে)। এখানে ভীষণ দস্যুদের বাস ছিল; অধিবাসীদের বলা হত কনক (পদ্ম পু)। অন্য মতে মালয়ালমের চারটি জেলা ছিল তুলুভা, কেরল, কুভ, মুষিক। মতান্তরে মালাবার উপকূলে কুইলোন ও কন্যাকুমারিকার মধ্যে। স্ট্রাবো বলেছেন সিন্ধে। অর্থাৎ একটি মুষিক সিন্ধের ওপর অংশে আর একটি ত্রিবাঙ্কুরে।
মৃগ—দ্রঃ মুর্ঘব। মরগিয়ন শকদ্বীপে (দ্রঃ); তুর্কিস্থানে মের্ব এলাকার চারপাশে দেশ; রাজধানী মার্ব। মের্ব-এর প্রাচীন নাম মুর্গ; এখানে নদীটির বর্তমান নামও মুর্গব। আবেস্তাতে এটি মৌর্ব এবং আকেমেনিয়ান শিলালেখে মর্গু।
মৃগদাব—সারনাথ। সারঙ্গনাথ, ঋষিপত্তন, ইসিপত্তন। বারাণসী থেকে ৬ মাইল। বোধিলাভের পর এখানে প্রথমে ধর্ম প্রচার করেন বা ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। এখানে কৌণ্ডিণ্য, অশ্বজিৎ, বাষ্প, মহানামন্ ও ভদ্রিক প্রথম শিষ্য হয়েছিলেন; স্থানটিতে ধমেক স্তূপ ছিল; একটি মতে স্তূপটি অশোক নির্মিত। হিউ-এন-ৎসাঙ মতে অধুনা আবিষ্কৃত অশোক স্তম্ভের স্থানটিতে প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন করা হয়েছিল। চৌখণ্ডি নুকজ বা নরি-কা-ঝাঁপ নামক স্থানে বুদ্ধদেবের সঙ্গে কৌণ্ডিণ্যদের দেখা হয়; প্রথম এঁরা অবজ্ঞা করেছিলেন; কিন্তু বুদ্ধদেব এগিয়ে এলে এঁরা মাথা নীচু করেন। অশোক স্তম্ভটি পালিস করা উজ্জ্বল জেড পাথর মত। ধমেক স্তূপের উত্তরে একটি ভগ্নাবশেষ স্তূপ রয়েছে. এখানে বুদ্ধদেব ভবিষ্যৎ মৈত্রেয় বুদ্ধের সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন; হিউ-এন-ৎসাঙ মতে ধমেক স্তূপে এই ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন। অসি নদীর মোহনাতে বুদ্ধদেব যশ, পূর্ণ, বিমল, গবাম্-পতি ও সুবাহুকে দীক্ষিত করেন। কণিষ্কের সময়কার লাল বালি পাথরের একটি বুদ্ধমূর্তি এবং মাথাতেও ঐ পাথরের ছাতা রয়েছে পাওয়া গেছে। ইৎ-সিঙ অনুসারে স্থানটি চঙ্ক্রমণ স্থান; অর্থাৎ বুদ্ধদেব এখানে পায়চারি করতেন। অশোক স্তম্ভের দক্ষিণে একটি গর্ত মত বেদী রয়েছে; দেখায় যেন একটি কূপ ছিল; প্রবাদ বুদ্ধদেব এখানে স্নান করতেন। আসলে এটিও একটি স্তূপ ছিল (হিউ-এন-ৎসাঙ); স্তূপের ইঁট চুরি করতে করতে এই অবস্থা হয়েছে। এই বেদীর ভিত্তি দেশ মাটি থেকে কয়েক ফুট উঁচুতে এবং চার দিকে এখনও সিঁড়ি আছে। প্রতিটি সিঁড়ি একটি করে পাথর কেটে তৈরি এবং ৪-৫ টি ধাপ যুক্ত। আর একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির (হিউ-এন-ৎসাঙ উল্লিখিত) পাওয়া গেছে; এই মন্দিরের চার দিকে চারটি বারন্দা ছিল। হিউ-এন-ৎসাঙ উল্লিখিত তিনটি পুষ্করিণীও পাওয়া গেছে; এদের বর্তমান নাম ইন্দ্রতাল, সারঙ্গ তাল ও নয়া-তাল। খৃ ১১ শতকে শৈবরা এখানে মন্দির, বিহার, স্তূপ ইত্যাদি সব কিছু নষ্ট করে বারাণসীকে কনৌজের সঙ্গে যুক্ত করেন; আবার ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য স্থাপিত হয়। সারঙ্গ তালের তীরে সারনাথ মহাদেবের ছোট একটি মন্দির রয়েছে। ছয়টি দন্ত বিশিষ্ট একটি কাল্পনিক হাতী গৈরিক বসনধারী এক শিকারীকে তার গৈরিকের সম্মানে নিজের দাঁতগুলি দান করছে

ছিল ; স্থানটিতে একটি স্তূপ তৈরি করা হয়েছিল ; এই স্তূপের স্থানটিতে ঐ সারনাথ মহাদেবের মন্দির। নয়াতাল পুষ্করিণীর তীরে বুদ্ধদেব যেখানে তাঁর পরিচ্ছদ কাচতেন সেইখানে একটি চৌকা পাথর ছিল ; এবং এই পাথরে পরিচ্ছদের ছাঁপও ছিল। পাথরটি হিউ-এন-ৎসাঙ দেখেছিলেন ; এটিকে বর্তমানে বরাহপুর গ্রামের কাছে পাওয়া গেছে।

মেকল—মিকুল। অমরকণ্টক (দ্রঃ)। সোমপর্বত। এই পাহাড়ে নর্মদা ও শোণ নদীর জন্ম।

মেগ—গঙ্গার দ্বিতীয় মুখ (টলেমি)। হয়তো মগা খাড়ি>মেগ। বর্তমানে নাম জিরমিয়া খাড়ি।

মেঘনাদ—মেঘবাহন, মেঘনা। ব্রহ্মপুত্র নদীর দক্ষিণ অংশ। পূর্ব বঙ্গে।

মেগাস্থিনিস—সেলেউকাস নিকাটোরের দূত। মগধরাজ চন্দ্রগুপ্তের সভাতে।

মেদিনীপুর—প্রাচীন সুহ্ম বা রাঢ। বর্তমানের মেদিনীপুর ও হুগলি মিলে। দ্রঃ তাম্রলিপ্ত।

মেদিয়া—অরিয়ান, পহ্লব, পহ্লব, পল্লব, মদ, মদ্র বা উত্তর মদ্র (পুরাণে)। বর্তমানে পার্সিয়ার মধ্যগত। মদ/মদ্র>মেদিয়া। মেদিয়া হচ্ছে আজরবাইজন (<ঐরনবেজ—আবেস্তা) প্রদেশ। দ্রঃ অরিয়ান।

মেরোসপর্বত—পাঞ্জাবে জালালাবাদের কাছে মার-কোহ। ভারত আক্রমণের সময় আলেকজান্দার এই পাহাড়ে উঠেছিলেন।

মেসোপটেমিয়া—টেল-এল-অমরা শিলালেখে মিতন্নি ; ভবিষ্য পুরাণে মিত্রবন, অন্য পুরাণে শাল্মলী দ্বীপ।

মৈনাক—(১) শিবালিক পর্বত। গঙ্গা থেকে বিয়াস পর্যন্ত বিস্তৃত। (২) উত্তর আলমোড়া জেলাতে গঙ্গার উৎসের কাছে কতকগুলি পাহাড। (৩) গুজরাটের কাছে একটি পর্বত। (৪) কল্পিত পাহাড ; ভারত ও সিংহলের মাঝখানে, সমুদ্রেতে।

মোগরাপাড়া—সুবর্ণগ্রাম। পূর্ববঙ্গের প্রাচীন রাজধানী। ঢাকা জেলাতে নারায়ণ গঞ্জ সাবডিভিসানে।

মোহনা—মহী নদী। গয়াতে ফল্গুর একটি শাখা।

মৌজিরিস—গ্রীক্ নাম। মুয়িরিকোট্ট, মুয়িরিক্কোড়ু, মুরচিপত্তন, মজ্রগ্রাম। ক্রাঙ্গানোরের বিপরীত দিকে কিবেণকোট্টা ; মালাবার উপকূলে। কিছু মতে এটি বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে রত্নগিরি জেলাতে মসুর ; ভীষণ মতভেদ রয়েছে। হয়তো রামায়ণের বা বৃহৎসংহিতার মুরচিপত্তন ; বা মহাভারতে মজ্রগ্রাম : সহদেব জয় করেছিলেন।

যজ্ঞপুর—উড়িষ্যাতে যাজপুর, যযাতিপুর। বৈতরণী নদীর তীরে। রাজা যযাতি কেশরী স্থাপিত (খৃ ৬-শতক)। যযাতি পুরকে (>যাজপুর) কেন্দ্র করে ১০ মাইল মত এলাকার নাম বিরজা ক্ষেত্র, পার্বতীক্ষেত্র, গয়ানাভি (দ্রঃ)। যযাতিপুরকে যযাতির দুর্গও বলা হয়েছে। দশম শতকে এখান থেকে রাজধানী কটকে নিয়ে যাওয়া হয়। যাজপুরে বিরজা দেবীর মন্দির একটি পীঠস্থান। বৈতরণী তীরে দশাশ্বমেধ ঘাটে ব্রহ্মা দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন ফলে নাম যজ্ঞপুর। এখানে বহু বিরাট বিরাট বিগ্রহ

রয়েছে ; বিশেষত কালী, বারাহী, ইন্দ্রাণী ইত্যাদির। দ্রঃ গয়ানাভি।

যজ্ঞবরাহ—উড়িষ্যাতে যজ্ঞপুরে/যাজপুরে বরাহদেবের বিখ্যাত মন্দির।

যবদ্বীপ—সুবর্ণদ্বীপ। ৬০৩ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের এক রাজপুত্র এখানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। যবদ্বীপের স্থানীয় কাহিনীতে প্রথমে অজি-শক (গুজরাট রাজ) ৭৫ খৃষ্টাব্দে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু রোগ ইত্যাদি বিপদে পড়ে ফিরে আসেন। কিছু চীনা গ্রন্থে এটিও কলিঙ্গ। এখানে বোর বুদুর (বর্জ বুদ্ধ) মন্দির ৭৫০—৮০০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত।

যবনপুর—(১) জৌনপুর ; বেনারস থেকে ৪০ মাইল। (২) মহাভারতে ইন্দ্রপ্রস্থের দক্ষিণে একটি দেশ, সহদেব জয় করেন। (৩) গুজরাটে জুনাগড়ও যবনপুর/নগর বলে পরিচিত।

যমুনা—নদী। ঋক্‌বেদে আছে। কলিন্দ দেশে উৎপন্ন ফলে নাম কালিন্দী। দ্রঃ কালী নদী।

যমুনোত্রী—যমুনাপ্রভব ; যমুনা-অবতার। হিমালয়ে বন্দরপুচ্ছ শাখাতে উৎপত্তি ; অপর নাম যমুনা বা কলিঙ্গগিরি ; স্থানটিকে কলিন্দ দেশ বলা হয়। তিনটি স্রোত এসে মিশে যমুনার উৎপত্তি মনে করা হয়। অবশ্য যমুনোত্রী স্থানটি আর একটু নীচে এবং এখানে অনেকগুলি বরফ গলা ছোট নদী এসে মিশেছে। কুরসলি থেকে যমুনোত্রী ৮ মাইল। কুরসলি থেকে একটু দূরে একটি উষ্ণপ্রস্রবণ রয়েছে ; এই জল যেখানে যমুনাতে এসে পড়েছে সেই স্থানটির নাম বন ; অত্যন্ত পবিত্র স্থান। যমুনোত্রী ও একটি তীর্থ। এখানে একটি স্থানে যমুনাকে পূজা করা হয়। কয়েকটি উষ্ণ-প্রস্রবণ ধারা মিলে যমুনা। উষ্ণধারাগুলি শীতলধারার সঙ্গে মিলে এক জায়গায় একটি কুণ্ড সৃষ্টি হয়েছে ; এখানে স্নান করা হয়। দ্রঃ কুলিন্দ দেশ। উষ্ণপ্রস্রবণগুলির জলে ভাতও সিদ্ধ হতে পারে। লঙ্কাদাহনের পর হনুমান এখানে লেজের আগুন নেবান প্রবাদ। এই জন্য নাম বন্দর-পুচ্ছ।

যযাতিপুর—যাজামৌ। কানপুর থেকে ৩ মাইল। এখানে রাজা যযাতির ভাঙা দুর্গ রয়েছে। দুর্গটি অবশ্য চন্দেল রাজ জিজৎ চন্দ্রবংশী নির্মিত। দুর্গের কাছেই সিদ্ধিনাথ মহাদেবের মন্দির। দ্রঃ যজ্ঞপুর।

যষ্টিবন—জেঠিয়ান, জষ্ঠিবন, লাঠ্‌ঠিবন। গয়া জেলাতে তপোবন থেকে ২ মাইল উত্তরে ; সুপতীর্থের কাছে ; রাজগৃহ থেকে ১২ মাইল। বুদ্ধদেব এখানে বহু অলৌকিক কাজ করেছিলেন এবং মগধরাজ বিম্বিসারকে এখানে দীক্ষিত করেন। বিম্বিসার ১৬ বছর বয়সে রাজা হন ; ১৯-এ বৌদ্ধ হন এবং ৬৫-তে মারা যান।

যুগন্ধর—কুরুক্ষেত্রের কাছে একটি দেশ। কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণে যমুনার তীরে ছিল যেন।

যোনিদ্বার—গয়াতে রুদ্রযোনি পর্বতে একটি তীর্থ।

যৌধেয়—আয়ুধ (দ্রঃ), বাইবেলে হুড। অন্য মতে সাটলেজের দু পারেই ; ভাওয়াল-পুর সীমান্ত বরাবর এদের বাস ছিল।

রক্ষী—দৃষদ্বতী (দ্রঃ)। কুরুক্ষেত্রে থানেশ্বরের দ-পূর্বে। অন্য মতে চিতঙ্গ।

রঙ্গু—রঙ্গিত। দার্জিলিং জেলাতে তিস্তার একটি করদা শাখা।

রত্নপুর—রতনপুর, মণিপুর। মধ্যপ্রদেশে বিলাসপুর থেকে ১৫ মাইল উত্তরে।

দ-কোসল বা গণ্ডোয়ানার রাজধানী ছিল। যেন ময়ূরধ্বজ ও তাঁর ছেলে তাম্রধ্বজের রাজধানী। এঁরা যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধের ঘোড়া ধরে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। ছত্রিশগড়ে চৈহয় রাজাদের রাজধানী হয়েছিল এবং এরা ৫০ পুরুষ এখানে রাজত্ব করেছিল।

রত্নাকর নদী—কাণা নদী। এর তীরে খানাকুল কৃষ্ণনগর; এখানে মহাদেব ঘণ্টেশ্বরের মন্দির রয়েছে।

রন্তিপুর—রিন্তপুর। রান্তিদেবের রাজধানী। চম্বলের একটি শাখা গোমতীর তীরে।

রমণীয়ক—রমণীয়। আর্মেনিয়া (মহা-আদি)।

রমণ্য—পেগু। ইরাবতীর একটি ব-দ্বীপ। অপর নাম অঞ্জমণ; হংসবতী। বর্মাতে।

রসাতল—পশ্চিম তাতার। তুর্কিস্তান ও কাস্পিয়ান সাগরের উত্তর অংশ মিলে। হুণদের দেশ; এখানে সারা এলাকাটি পাতাল বা রসাতল। একটি নির্দিষ্ট প্রদেশ ও এই নামে অভিহিত ছিল। পাতালে সাতটি তল অর্থে সাতটি প্রদেশ। হুণ ও শকেরা (সিদিয়ান) বাস করতেন। অতল<এ-টেলাইটস্, বিতল<এব- টেলাইটস্, নিতল <নেফ-থালাইটস্, তলাতল<তো চারিস/চরিস (মহাভারতে ও পুরাণে তক্ষক)। বিষ্ণু পুরাণে তলাতল=গভস্তিমৎ এবং জাক্সারেটস্ নদী বিশেষত নদীটির ওপর অংশ গভস্তি। মহাতল<হই-টলাইটস্; সু-তল<সি দয়ূইতস্ বা সু উপজাতি থেকে নাম। এই উপজাতি জাক্সারেটস নদীর ওপর অংশে ও অক্সাস নদীর ওপর অংশে বাস করত। এরা সুরভি, মহাভারতে উদ্যোগপর্বে এরা সুপর্ণ বা গরুড; ট্রান্স কাস্পিয়ান এলাকাতে এদের বাস ছিল। সুপর্ণদের কয়েকটি শাখার নাম 'সু' যুক্ত। গরুড়রা ছিলেন শক; জরথুস্ত্র পন্থী। রসাতল হচ্ছে রস বা জাক্সারেটস উপত্যকা; আবেস্তাতে রণহ। রস নদীর তীরে হুণ ও শকরা বাস করতেন; এদের নাগ বলা হয়েছে। হুণদের প্রাচীন নাম হিয়ঙ্গ-নু<নাগ যেন। পাতালে নাগেদের নামের সঙ্গে এই অঞ্চলের কিছু নামের অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন শেষ নাগ=শেষ (সোগদিয়-না' তে); বাসুকি=উসুইভিস্; তক্ষক=তোচরিস্; অশ্বতর=অসিস্; তিত্তিরি=তাতার। পাতাল সামগ্রিক নাম; এফ থেলাইটস=শ্বেতহূণ থেকে গঠিত শব্দ। হুণদের আর একটি ভাগ রৌদ্র স্নাত চেহারা; এরা উত্তর দিকে বাস করত। রসাতলে দানবরা বাস করত এরা হচ্ছে তুরানিয়ান। কাস্পিয়ান সাগর=কাস্পিয়াম বা হিরকানুম্ যেন হিরণ্যকশিপু শব্দ ভেঙে তৈরি। প্রাচীন হিরকানিয়া ছিল বর্তমানের আস্তেরাবাদের কাছে; কাস্পিয়ান সাগরের দ-পূর্বে। এটি যেন প্রাচীন হিরণ্যপুর। বলীর প্রাসাদ ছিল সুতলে; ট্রান্সকাস্পিয়ান এলাকাতে।

রাজপুরী—রাজাউরি। কাশ্মীরের দক্ষিণে; পুঞ্চের দ-পূর্বে। আভসার, অভিসারী (দ্রঃ)।

রাজমাহেন্দ্র—রাজমহেন্দ্রি, বিদ্যানগর। মহাভারতে রাজপুর। দন্তপুর। প্রবাদ মহেন্দ্র দেব স্থাপিত। গোদাবরী তীরে বিদ্যানগর কলিঙ্গ রাজধানী; চালুক্য রাজাদের একটি শাখার রাজধানী। দ্রঃ গয়ানাভি।

রাঢ়—লাঢ় (জৈন), লাল(বৌদ্ধ)। বাঙলাতে গঙ্গার পশ্চিম অংশ। তমলুক, হুগলি, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর মিলে। উত্তর মুর্শিদাবাদের কিছুটাও। সিংহল বিজেতা

বিজয়ের দেশ বলে কথিত। জৈন মতে এখানে দুটি অংশ :-বজ্রভূমি ও শুভভূমি, এই দুটি এলাকাতেই মহাবীর (২৪শ তীর্থংকর) বার বছর ঘুরে বেড়ান তারপর সিদ্ধিলাভ করেন। পরেশনাথ পাহাড়ের কাছে ঋজুপালিকা নদীর তীরে জৃম্ভিকা গ্রামে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। রাঢ়-এর প্রাচীন নাম সুহ্ম ; মধ্যযুগে লাট বা লাল। পুরাণে সুহ্ম দেবীপুরাণে রাঢ় ; কালিদাসে সুহ্ম, প্লিনি গাঁঙ্গিড়ি বা কলিঙ্গ ; মেগাস্থিনিস ও টলেমি গঙ্গারিডাই। টলেমির সময় রাজধানী ছিল গাঙ্গে ; বর্তমানের সপ্তগ্রাম। গঙ্গাবংশীয় কোন রাজার রাজত্ব ছিল ফলে গ্যাঙ্গেস রেজিয়া ইত্যাদি নাম হয়েছিল। অনন্ত বর্মার অপর নাম কোলাহল ; এঁকে গঙ্গারাঢ় (<গঙ্গারাষ্ট্র) সম্রাট বলা হয়েছে। অজয় নদীর উত্তর অংশ উত্তর রাঢ ; দক্ষিণ অংশ দ-রাঢ়। গঙ্গারাষ্ট্র>গঙ্গরাঢ়>গঙ্গারাইডস্ (মেগাস্থিনিস্)।

রাপ্তি—ইরাবতী (দ্রঃ), অচিরাবতী (দ্রঃ), অজিরাবতী, ঐরাবতী, নাগনদী, রুর্বস্থা, সদানীরা, সরাবতী। দ্রঃ রাভি।

রাবণহ্রদ—অনবতপ্ত হ্রদ, অনতপ্ত হ্রদ (বৌদ্ধ), রাক্ষসতাল, লোহিত সরোবর, লঙ্গক-ৎসো (তিব্বতী)। ৫০ মাইল×২৫ মাইল। হ্রদের মাঝখানে একটি পাহাড়। হ্রদের তীরে গ্যাণ্ডটক বিহারে রাবণের বিরাট মূর্তি রয়েছে। প্রবাদ প্রতিদিন এখানে স্নান করে কৈলাসে গোমকুণ্ড নামক স্থানে রাবণ মহাদেবের পূজা করতেন। এই হ্রদ থেকে শতদ্রু বার হয়েছে যেন।

রাভি—ইরাবতী (দ্রঃ), ঐরাবতী, পুরুষ্ণী, পরুষ্ণী, হৈমবতী, হাইড্রায়োটেস (গ্রীক্), পাঞ্জাবে। দ্রঃ রাপ্তি।

রামগঙ্গা—সুবামা, উত্তরগা, অযোধ্যাতে উত্তানিকা। কনৌজের বিপরীত দিকে কালী নদীতে যুক্ত হয়েছে। সরযুর একটি করদা শাখা ; কুমায়ুনে উৎপত্তি।

রামগিরি—রামটেক। শৈবল গিরি। মধ্য প্রদেশে নাগপুর থেকে ২৪ মাইল উত্তরে। বিন্ধ্য পর্বতে পশ্চিম শাখাতে এটি যেন রামায়ণের শৈবল গিরি ; এখানে শম্বুক রামের হাতে নিহত হন। এখানে রাম ও নাগার্জুনের দুটি মন্দির আছে। মেঘদূতের রাম গিরি। ছোটনাগপুরের রামগড়কে রামগিরি বলে প্রমাণের চেষ্টা বিফল হয়েছে। এখানে পাহাড়ে বেশ উঁচুতে একটি গুহা (সীতা বংগিরা গুহা) রয়েছে। গুহার দরজা ৬ ফুট মত খাড়াই ; ভেতরে ৪৫ ফু মত খাড়াই ; এই দরজাতে অশোকের একটি শিলালিপি রয়েছে। এই পাহাড়ে এক জায়গায় স্বাভাবিক একটি ফাটল/খাদ আছে ৫০ ফু লম্বা, ১৬-৫৫ ফু চওড়া এবং ১০৮ ফু মত খাড়াই। একটি ছোট নদী এই পথে এগিয়ে গেছে। রামায়ণে ও রঘুতে এর উল্লেখ আছে। সীতা বংগিরা হয়তো রামায়ণের ঋক্ষবিল।

রামগ্রাম—রামপুর দেওরিয়া ; অযোধ্যাতে বস্তি জেলাতে। এখানে বুদ্ধের দেহাবশেষের ওপর একটি স্তূপ ছিল। বর্তমানে নদীতে গ্রাস করেছে। হিউ-এন-ৎসাঙ এখানে এসেছিলেন।

রামনগর—অহিছত্র (দ্রঃ)। রামনগরের কাছে আজও অহিছত্রপুর নামে একটি জায়গা রয়েছে। বারাণসীর বিপরীত দিকে গঙ্গার ওপারে ব্যাসকাশী।

রামহ্রদ—থানেশ্বরের উত্তরে একটি হ্রদ ; পূ-পশ্চিমে ৩৫৪৬ ফু। উ-দক্ষিণে ১৯০০ ফু।

এই হ্রদের মধ্যে একটি দ্বীপ রয়েছে ; ফলে নাম দ্বৈপায়ন হ্রদ। দ্বীপটিতে চন্দ্রকূপ নামে একটি পবিত্র কূপ রয়েছে ; ঋক্‌বেদে এটি শর্যণবন্ত বা শর্যণাবৎ। রামহ্রদের উ-পূর্বে আর একটি ছোট মস্ত হ্রদ রয়েছে নাম স্থনেৎসব<শর্যণাবৎ। পূর্বে হ্রদ দুটি এক ছিল। অপর নাম ব্রহ্মসর ; ব্রহ্মা এর তীরে তপস্যা করেছিলেন। এই জলে পরশু-রাম ক্ষত্রিয় নিধন করে পিতৃপুরুষদের তর্পণ করেছিলেন। ফলে নাম রাম হ্রদ। এই খানেই কৃষ্ণ চক্র দিয়ে ভীষ্মকে হত্যা করতে গিয়েছিলেন ফলে অপর নাম চক্রতীর্থ। কুরু এই হ্রদের তীরে তপস্যা করেছিলেন বলে স্থানটি কুরুক্ষেত্র। দ্রঃ ওঘোবতী। এই হ্রদের তীরে পুরূরবা উর্বশীকে আবার পেয়েছিলেন এবং বৃত্রাসুর এখানে নিহত হন।

রামেশ্বর—সেতুবন্ধ (দ্রঃ)।

রামেশ্বরসঙ্গম—বনস ও চম্বল নদী সঙ্গম। রাজপুতানাতে।

রাংগ্রাম—রইল। অষ্টাবক্র আশ্রম। হরিদ্বার থেকে ৪ মাইল।

রুদ্রকোটি—(১) কুরুক্ষেত্র। (২) নর্মদা তীরে নর্মদার উৎসের কাছে।

রুদ্রহিমালয়—গাড়োয়ালে। বদ্রীনাথের উ-পূর্বে। রুদ্র হিমালয়ের একটি অংশ গন্ধমাদন, হেমকূট, হেমপর্বত, বা মন্দর। রুদ্র হিমালয়ে যেখানে গঙ্গার উৎপত্তি সেই অংশ মেরু বা সুমেরু (দ্রঃ)। দ্রঃ গঙ্গোত্রী।

রেণুকাতীর্থ—উষর। পাঞ্জাবে। নহন থেকে প্রায় ১৬ মাইল উত্তরে। পরশুরামের মায়ের নামে নাম। দ্রঃ শক্রকুমারিকা।

রেবা—নর্মদা। মতান্তরে অন্য নদী।

রৈবত—রৈবতক, উজ্জয়ন্ত, গোমন্ত। গুজরাটে জুনাগড়ের কাছে গিরনর পাহাড়। নেমিনাথের (২২-শ তীর্থংকর) জন্মস্থান। বিখ্যাত জৈন তীর্থ। জৈনদের রেভর পর্বত ; দ্বারাবতীর কাছে। রুদ্রদামনের গিরনর শিলালেখে এর নাম উর্জয়ত। দ্রঃ গিরিনগর, সমেত শিখর।

রোম—পাণ্ড্য দ্রঃ। রোমের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি যোগাযোগ খৃ ৩-শতকে ; সেভেরাস্, কোমোডাস, সিউডো-এন্টোনিনস্-এর রাজত্বকালে। এই সময় আলেকজান্দ্রিয়া ও পামিরা বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল।

রোয়ালেশ্বর—রোয়ালসর, রোলেশ্বর, রোলাসর। বিখ্যাত হ্রদ/সরোবর। তীর্থ। পাঞ্জাবে মাণ্ডি এলাকাতে। জ্বালামুখী থেকে প্রায় ৬৪ মাইল উ-পশ্চিমে। প্রবাদ এই হ্রদে ৭-টি চলমান পর্বত রয়েছে। এদের একটি গৌরী পর্বত ; বিশেষ পবিত্র। তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক পদ্মসম্ভব এখানে মহর্ষি লোমশ হিসাবে হিন্দু ও বৌদ্ধদের দ্বারা পূজিত। হ্রদের তীরে এই পদ্মসম্ভব=লোমশের মন্দির রয়েছে।

রোহিণী—নেপাল তরাইতে ছোট একটি নদী। কপিলাবস্তু ও কোলির মধ্যবর্তী সীমানা। শাক্য ও কোলিয়দের মধ্যে চাষের জন্য এই নদীর জল নিয়ে যুদ্ধ হতে যাচ্ছিল। বুদ্ধদেব থামান।

রোহিত—রোহিতাশ্ব; রোটাস, কিম্মৃত্য, গোপাচল, কৈমুর পর্বত। বিহারে সাহাবাদ জেলাতে। সাসারাম থেকে ৩০ মাইল দক্ষিণে। বিন্ধ্য পর্বতের কৈমুর শাখার অংশ। হরিশ্চন্দ্রের ছেলের তৈরি প্রসিদ্ধ দুর্গ রয়েছে। মানসিংহ দুর্গটির সংস্কার করান।

রোহিতক—পাঞ্জাবে ; দিল্লি থেকে ৪২ মাইল উ-পশ্চিমে। নকুল জয় করেছিলেন। প্রাচীন নগর খোক্র-কোট ; বর্তমান সহর থেকে কিছু উত্তরে অবস্থিত ছিল।
রোহিনালা—রেহুনালা। লো-ইন-নি-লো(হিউ-এন-ৎসাঙ) ; একটি মতে এটি যেন কিয়ুল। একটি মতে লক্ষীসরাই স্টেসন থেকে ২-মাইল উ-পশ্চিমে রাজোনা। একটি মতে কিয়ুল থেকে ৫-মাইল উ-পূর্বে মতান্তরে মুঙ্গের জেলাতে উরয়িন থেকে ৫-মাইল উ-পশ্চিমে। উরয়িন ও রেহুনালাতে বহু বৌদ্ধ ও প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ছড়ান রয়েছে ; বহু বুদ্ধ মূর্তি পাওয়া গেছে। রেহুনালা একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল মনে হয়। উত্তরের জয়নগর দুর্গ-ও এর অন্তর্গত ছিল। জয়নগরের শেষ রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন (মগধের শেষ পাল রাজা) এই রেহুনালাতে মুসলমানদের হাতে পরাজিত হন। দক্ষিণে রাজোনা বা রজানাতে বহু প্রত্নবস্তু রয়েছে এটিও রোহিনালার অন্তর্গত ছিল। রোহিনালা থেকে ৭-মাইল দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বতের একটি শাখা রয়েছে ; প্রবাদ এখানে ঋষ্যশৃঙ্গ (দ্রঃ) আশ্রম ছিল। এখানে অনেকগুলি প্রস্রবণ ও মন্দির রয়েছে।
রোহিলখণ্ড—পাঞ্চাল (দ্রঃ)। রোহিলখণ্ডের পূর্বাংশ গোপালকক্ষ।
লক্ষ্মণাবতী—লক্ষ্ণৌটি। গৌড় সহরের আর এক নাম। বল্লালসেনের ছেলে লক্ষ্মণসেন এই গৌড়ে বহু মন্দির ও প্রাসাদ নির্মাণ করান এবং নাম দেন লক্ষ্মণাবতী। এঁর সভাতে জয়দেব, উমাপতি ধর, গোবর্দ্ধন আচার্য, সরণ, ধোয়ী, হলায়ুধ ও শ্রীধর দাস ছিলেন।
লক্ষ্ণৌ—অযোধ্যাতে ; রামের ভাই লক্ষ্মণ প্রতিষ্ঠিত। উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্য নগরীটির সংস্কার করেছিলেন। গোমতী নদী তীরে। এখানে একটি উঁচু মত টিলাকে লক্ষ্মণটিলা বা লক্ষ্মণপুর বলা হয় ; বর্তমানে এখানে একটি মসজিদ রয়েছে। এলাকাটি বর্তমানে মচ্ছিভবন দুর্গের মধ্যে। লক্ষ্ণৌ থেকে ২৪ মাইল উত্তরে মনউয়া বা মনপুর ; এখানে বেশ উঁচু ও বড় একটা ঢিপি রয়েছে ; এটিকে মান্ধাতার দুর্গ বলা হয়। লক্ষ্ণৌ জেলাতে অবস্থিত নগরাওকে রামচন্দ্রের বংশে রাজা নলের নগর বলা হয়।
লঙ্কা—(১) সিংহল (দ্রঃ)। লঙ্কাপত্তনম। প্রবাদ নগরটি সিংহলে দ-পূর্ব কোণে পর্বতের (রামায়ণে ত্রিকূট) ওপর। বর্তমানের মনতোত্তে সহর যেন। মতান্তরে নগরটি জলে ডুবে গেছে। কলম্বো থেকে ৪০ মাইল দূরে নিকুম্ভিলা নামে একটি জায়গা রয়েছে ; এখানে ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞ করেছিলেন। বহু মতে লঙ্কা ও সিংহল এক নয়। রামায়ণে আছে তাম্রপর্ণী নদী পার হয়ে দক্ষিণে মহেন্দ্র পর্বত হয়ে সমুদ্র পার হতে হবে। অর্থাৎ মলয় পর্বতের দক্ষিণে যেন লঙ্কা। ঐই মলয় মহেন্দ্র পর্বতের দক্ষিণ প্রান্ত। সিংহল লঙ্কা হলে এ ভাবে তাম্রপর্ণী ইত্যাদি পার হবার কোন প্রয়োজন নাই। বরাহমিহির বলেছেন উজ্জয়িনী ও লঙ্কা একই দ্রাঘিমাতে। সিংহল কিন্তু পুব দিকে অনেকটা সরে অবস্থিত। বৃহৎ সংহিতা ইত্যাদিতে লঙ্কা ও সিংহল বিভিন্ন দ্বীপ। সিংহলের ইতিহাস মহাবংশে (৫ম-খৃশতক) লঙ্কাকে সিংহল বলা হয়েছে। মার্কোপোলো বলেছেন জেইলান/জিলান। ক্যাণ্ডি = সেনখণ্ডসেল।
লবণা—লুন/লুনি নদী। পানিয়ার-এর কাছে উৎপত্তি। মালবে চাঁদপুর-সোনারিতে সিন্ধুতে গিয়ে পড়েছে।

লবপুর—লবকোট, লববরা>লাহোর। রামের ছেলে লব প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমান লাহোরের কাছে প্রাচীন সহরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। শত্রুঞ্জয়ের জৈন শিলালেখে লাহোরকে লাভপুর বলা হয়েছে। (২) শ্যাম দেশে বর্তমানে একটি সহর, অযোধ্যা সহরের উত্তরে।

লম্পক—লমঘন, লমঘান, লম্পাক। কাবুল নদীর উত্তর তীরে পেশোয়ারের কাছে। অপর নাম মুরণ্ড/মুরাণ্ড। জালালাবাদের ২০ মাইল উ-পশ্চিমে।

লাট—লাটক। লাড। দ-গুজরাটে খান্দেশ সমেত। মহী নদী ও তাপ্তির (লরিকে-টলেমি) নীচের অংশের মধ্যবর্তী দেশ। একটি মতে গুজরাট ও উ-কোঙ্কনের প্রাচীন নাম লাট। অশোকের ধৌলি লেখে লাঠিকা। এবং গিরনর লেখে রাস্টিক। মতান্তরে মধ্যগুর্জরাট ; মহী ও কিম নদীর মধ্য অংশে, প্রধান সহর ব্রোচ। বরোদাতে শিলালেখে লাট দেশের রাজধানী এলপুর। এই লাট দেশে নাগর ব্রাহ্মণরা নাগরী অক্ষর প্রবর্তন করেছিলেন বলা হয়।

লাসা—তিব্বতের রাজধানী। এখানে বিখ্যাত বুদ্ধমন্দির রাজা স্রোঙৎসন গম্ফ ৬৫২ খৃ নির্মাণ করান। মন্দিরে বিগ্রহ কপিলাবস্তুবাসী ১৬ বৎসরের যুবক বুদ্ধদেব। চীনা ও নেপাল রাজকন্যা গম্ফের দুই স্ত্রী : দুজনেই বৌদ্ধ, রাজাকে ধর্মান্তরিত করে-ছিলেন। নগরে পোতল পর্বতে প্রাসাদে দালাই লামা বাস করতেন।

লিচ্ছবি—নিচ্ছবি। ত্রিহুৎ। লিচ্ছবি একটি যুদ্ধ দুর্মদ জাতি। বুদ্ধের সময় বিহুতে বাস করত। রাজধানী বৈশালী।

লুম্বিনি—নেপালি তরাইতে রুম্মিনদেই, ভগবানপুর থেকে ২-মাইল উত্তরে এবং পাদেরিয়া (দ্রঃ) থেকে ১-মাইল উত্তরে : বুদ্ধদেবের জন্মস্থান।

লোকাপুর—যুক্তপ্রদেশে চান্দা। এখানে মহাকালী ও মহাকালীর ছেলে অচলেশ্বর এর (আগে ঝরপতেশ্বর—স্কন্দ) মন্দির রয়েছে।

লোমশ আশ্রম—লোমশগিরি। গয়া জেলাতে রাজৌলি থেকে ৪-মাইল উ-পূর্বে। দ্রঃ রোমালেশ্বর।

লোহার্গল—লোহঘাট। হয়তো কুমায়নে লোহাঘাট। চম্পাবৎ থেকে ৩-মাইল উত্তরে লোহা নদীর তীরে। বিষ্ণুর পবিত্র তীর্থ। দ্রঃ কূর্মাচল।

লোহিত—রাবণ হ্রদ (দ্রঃ)। ছোট নদী চন্দ্রভাগার উৎস, মধ্য তিব্বতে (লঙ্গো) : বর্তমান নাম চন্দ্রভাগা হ্রদ। রাবণ হ্রদ=ব্রহ্মকুণ্ড একটি তীর্থস্থান : এই হ্রদ থেকে ব্রহ্মপুত্রের জন্ম। এই নদীতে স্নান করে পরশুরামের হাত থেকে কুঠার খসে যায়, পাপ স্খালন হয়। কালিদাসে ব্রহ্মপুত্র প্রাগ্‌জ্যোতিষের সীমা।

শকস্থান—প্রাচীন নাম দ্রঙ্গিয়ান। পরে সিস্তান/সিজিস্তান। শকরা এখানে প্রথম বসবাস করেন ; পরে মধ্য এসিয়াতে ছড়িয়ে যান।

শককুমারিকা—রেণুকা (দ্রঃ) তীর্থের কাছে। সিরমুর জেলাতে। কন্যাকুমারিকার প্রতিরূপ যেন।

শকরী—শর্করাবর্ত নদী ; বিহারে। দেবী ভাগবতে শর্করা ও বর্তা যেন দুটি নদী।

শঙ্করতীর্থ—নেপালে। পত্তন সহরের নীচে, বাগমতী ও মণিমতী (মণিরোহিণী) সঙ্গমে। মহাদেব এখানে পার্বতীর জন্য তপস্যা করেছিলেন।

শঙ্করাচার্য—গোপাদ্রি। একটি পাহাড়। প্রাচীন সন্ধিমান; বর্তমানে তখৎ-ই-সুলেমান। শ্রীনগরের কাছে। এই পাহাড়ের মাথাতে অশোকের ছেলে কুণাল (বা জলৌক) জ্যেষ্ঠরুদ্র নামে একটি বিহার স্থাপন করেছিলেন। শঙ্করাচার্য এখানে শিবপূজা চালু করেছিলেন; মহাদেব জ্যেষ্ঠরুদ্রের মন্দির ছিল। বর্তমানে এটি মসজিদে পরিণত।

শঙ্খ—(১) শঙ্খিনী নদী; ব্রাহ্মণীর একটি করদা শাখা; ছোটনাগপুরে। (২) দ্বৈত-বনের কাছে কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী তীরে একটি তীর্থ।

শঙ্খোদ্ধার—বেট/বটি/বেয়ৎ দ্বীপ। গুজরাটে কচ্ছ উপসাগরের দ-পশ্চিম প্রান্তে। এখানে শঙ্খ অসুরকে নিহত করে বিষ্ণু বেদ-উদ্ধার করেন।

শতদ্রু—শিতাদ্রু, সুতুদ্রু, হৈমবতী, হেসাদ্রুস্ (গ্রীক), সাটলেজ; শতদ্রু ও বিয়াস এন্দ্রিসাতে যুক্ত হয়ে ঘরা, ঘগ্‌গর বা নই নদীতে পরিণত; এই ধারা তারপর চেনাবে গিয়ে মিশেছে। অতি পুরাতন যুগে পঞ্চনদের মধ্যে শতদ্রু ছিল না। দ্রঃ চুক্তি।

শত্রুঞ্জয়—জৈনদের সবচেয়ে পবিত্র পর্বত। দ্রঃ সমেত শিখর। কাথিওয়াড়ে পুণ্ডরীয় পর্বত। এখানে আদিনাথের মন্দির (দ্রঃ শ্রাবস্তী) রয়েছে। পর্বত শিখর মন্দির গুলির মধ্যে প্রাংশুতম মন্দির।

শরবন—(১) সরস্বতীর কাছে, গোসাল মস্খলিপুত্রের জন্মস্থান। আজীবক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। (২) গাড়োয়ালে কেদারনাথ মন্দিরের কাছে রেতঃকুণ্ড; কার্তিকের জন্ম স্থান।

শাকদ্বীপ—সিদিপা, তাতার। মধ্য এসিয়াতে, তুর্কিস্তান সমেত। শাকদ্বীপ>সিদ্দিয়া এবং সোগ-দিয়ানা<শাকদ্বীপ। সোগ-দিয়া-নার পূব দিকে (বর্তমানে পামির) গ্রীক মতে শকরা বাস করতেন। দ্রঃ পাতাল, পাতালপুর, রসাতল। অর্থাৎ বোখারা ও সমরকন্দের মাঝখানে। ষ্ট্রাবো বলেছেন কাস্পিয়ান সাগরের পূব দিকে সিদ্দিয়া। ১৬০ খৃ-পূর্বে তাতার উপজাতি য়ুচিস/ইউ-চি'রা শকদের (সসদের) সোগ-দিয়-না থেকে তাড়িয়ে দেন। এই শকেরা গ্রীক উপনিবেশ পার হয়ে এসে অশোকের পর সিন্ধের মধ্য দিয়ে ভারতে আক্রমণ করে মথুরা, উজ্জয়িনী ও গিরিনগরে ক্ষত্রপ/রাজ্য-পাল হিসাবে রাজত্ব করতে থাকেন; এঁদের আসল রাজা ছিলেন সেইস্তানে। এদিকে ইউচি-দের ৫-টি উপ-জাতি পেছন থেকে তাড়া খেয়ে ১২৬ খৃ-পূ ব্যাকট্রিয়া জয় করেন; দ্রঃ বাহ্লীক, সাকল, পঞ্চনদ। এর প্রায় এক শতাব্দী পরে কুষাণরা (একটি ইউ-চি শাখা) বড় হয়ে ওঠে। এই কুষাণরা সেইস্তানে শকদের পরাজিত করে পাঞ্জাবে আসেন এবং এখানেও এদের উচ্ছেদ করে মথুরা দখল করেন। এদের রাজধানী হয় তক্ষশিলা, রাজত্ব হয় ব্যাকট্রিয়া থেকে গঙ্গার দোয়াব পর্যন্ত। মথুরা এদের দ্বিতীয় রাজধানী। কণিষ্ক একজন তাতার; ১-২খৃ শতকে কুষাণদের রাজা হন। দ্রঃ শ্যামগিরি, ইক্ষুনদী, অস্তগিরি, দুর্গশৈল, মার্কণ্ড। শাকদ্বীপে হিরণ্যবতী (মহাভারতে) নদী সুপর্ণদেশের সীমানা হিসাবে উল্লিখিত। এই হিরণ্যবতী= জরফসান (=স্বর্ণদাতা)—এটি রসাতলের হাটক নদী; ফান-তু পর্বতে উৎপত্তি এবং কারাকুল হ্রদে এসে পড়েছে।

শাকম্ভরী—পশ্চিম রাজপুতানাতে সম্ভার; সপদালক্ষ (দ্রঃ) দেশের রাজধানী। এখানে

দেওদানী নামে একটি কূপ রয়েছে ; প্রবাদ দেবযানীকে এখানে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। (২) হরিদ্বার থেকে কুমায়ুনের পথে বিখ্যাত মন্দির। শিবালিক পর্বতের উ-পশ্চিম অংশ সুরকোট পর্বতে।

শাণ্ডিল্যগ্রাম—অযোধ্যাতে ফৈজাবাদ জেলাতে চিতই-মন্দারপুর। দ্রঃ সারদা।

শান্তাতীর্থ—নেপালে গঙ্গেশ্বরী ঘাট। মবদারিকা ও বাগমতী সঙ্গম। প্রবাদ এখানে পার্বতী তপস্যা করেছিলেন।

শান্তি—সাঁচি, কাকনাদ। ভিলসা থেকে ৬-মাইল দ-পশ্চিমে, ভূপাল থেকে ২০ মা উ-পূর্বে। বহু বৌদ্ধস্তূপ (৫-১ খৃ-পূ) রয়েছে। সব চেয়ে বড় স্তূপটি শুঙ্গবংশের রাজা ১৮৮-খৃ-পূ স্থাপন করে ছিলেন। একটি স্তূপে সারিপুত্ত ও মোগ্‌গলানের চিতাভস্ম রয়েছে। দ্রঃ নালন্দা, শ্রাবস্তী। এখানে বেলিংটি ২৫০ খৃ-পূর্বে এবং দরজাটি খৃ ১-শতকে নির্মিত হয়েছিল। দ্রঃ চেতিয় গিরি।

শালগ্রাম—হিমালয়ে সপ্তগণ্ডকী পাহাড়ে গণ্ডক নদীর উৎসের কাছে একটি জায়গা। দ্রঃ মুক্তিনাথ। মধ্য তিব্বতের দ-সীমা। এখানে ভরত আশ্রম ছিল। মার্কণ্ড মুনি এখানে জন্মান। জড়ভরত আশ্রম ছিল কাকবেণী নদীর তীরে রেডিগ্রামের উত্তরে। পুলহের আশ্রম ছিল রেডিগ্রামে।

শালাতুর—পাণিনির জন্মস্থান। একটি মতে লহর (লহুল) গ্রাম, পাঞ্জাবে ওহিন্দ থেকে উ-পশ্চিমে। প্রাচীন গান্ধার দেশের অন্তর্গত। একটি মতে পাণিনি মগধরাজ পুষ্যমিত্রের (১৭০-১৪২ খৃ পূ) সময়ে। পাণিনির মা দক্ষী; ফলে পাণিনির অপর নাম দাক্ষায়ন।

শাল্ব—শাল্বপুর, মার্তিকাবৎ (দ্রঃ)। সত্যবানের পিতৃরাজ্য। এখানকার এক রাজা শাল্ব দ্বারকা আক্রমণ করেছিল। পাণিনীর বলুলিঙ্গীরা এবং টলেমির বোলিঙ্গাইরা শাল্বদের একটি শাখা, এরা আরাবল্লী পর্বতের ঢালু গাত্রে বাস করত। সৌভনগর।

শাল্মলীদ্বীপ—শালদিয়া। মেসোপটেমিয়া ও এসিরিয়া। ঘৃত সমুদ্র বা এরিবান সমুদ্র দ্বারা সীমিত। নিবৃত্তি ও বিতৃষ্ণা যেন এখানে যথাক্রমে ইউফ্রেটস্‌ ও টিগ্রিস্‌।

শিপ্রা—অবন্তী নদী ; মালবে। এর তীরে উজ্জয়িনী। ক্ষিপ্রা > শিপ্রা।

শিবালয়—এলোরা, এলুর, বেরুলেন, বেলতুর, বেরাপুর, শৈবল। নন্দগাঁও স্টেসন থেকে ৪০ মা। দৌলতাবাদ থেকে ৭-মাইল। এখানে ঘুশ্রীনেশ বা ঘৃষ্ণেশ বা ঘুসমেশ মহাদেবের (১-টি জ্যোতির্লিঙ্গ) মন্দির রয়েছে। পদ্ম ও শিব পুরাণে এটি দেবগিরি ; দৌলতাবাদে অবস্থিত। এলোরা গ্রাম এলোরা গুহা থেকে ৩/৪ মাইল মত দূরে। দ্রঃ ইল্বলপুর। এখানে একটি পবিত্রকুণ্ড রয়েছে, এটির নামও শিবালয়। মহাদেবের বিগ্রহ নিয়ে শিবরাত্রিতে এই কুণ্ডটিকে প্রদক্ষিণ করা হয়। অহল্যাবাঈ এখানে শিবের একটি মন্দির করে দিয়েছিলেন। এলোরাতে ব্রাহ্মণ্য গুহামন্দির রাবণ-কা-খাঈ ; এখানে সপ্ত মাতৃকা, চামুণ্ডা, ইন্দ্রাণী, বারাহী, বৈষ্ণবী/লক্ষ্মী, কুমারী, মহেশ্বরী, ও ব্রাহ্মী রয়েছেন।

শিবি—একটি দেশ, রাজধানী জেতুত্তর (দ্রঃ) = নাগরী। এখানে শিবি জনপদ ছাপযুক্ত বহু মুদ্রা পাওয়া গেছে। অর্থাৎ শিবি যেন মেবার। বৃহৎ সংহিতাতে এটি শিবিকা। মধ্যমিকা (দ্রঃ)। কিছু বৌদ্ধ গ্রন্থে শিবি দেশের রাজধানী অরিথপুর = দ্বারাবতী

যেন। শিবি উশীনর কাহিনী ফা-হিয়েন ও হিউ-এন-ৎসাঙ মতে সোয়াৎ উপত্যকাতে উত্থানে ঘটেছিল। মহাউম্মগ জাতকে বিদেহ ও পাঞ্চালের মধ্যগত দেশ। মহাভারতে এক কাশিরাজ ছিলেন; নাম শিবি। নকুল শিবি দেশ জয় করেছিলেন। অরিষ্টপুর (দ্রঃ)। একটি মতে জেতুত্তর(দ্রঃ)=জয়পুর। একটি ট্রিয়াটাইট রিলিফ (ব্রিটিস মিউজিয়ামে) অনুসারে মনে হয় শিবি দেশ সোয়াৎ উপত্যকাতে। অর্থাৎ দুটি:- সোয়াৎ উপত্যকাতে একটি, রাজধানী অরিথপুর এবং আর একটি শিবিকা।

শিবিস্তান—সিন্ধু নদীর দক্ষিণ তীরে সেওয়ান।

শিলা—(১) গণ্ডক নদী। (২) রুদ্র হিমালয়ে গঙ্গার উৎসের কাছে একটি নদী। (৩) শিল্ল=জাক্সারেটস্ নদী (মেগাস্থি)।

শিলাসঙ্গম—বিক্রম-শিলা সঙ্ঘারাম। মগধরাজ ধর্মপাল স্থাপিত। খৃ ৮ শতকে। পাথর ঘাটার (দ্রঃ) প্রাচীন নাম। এখানে বটেশ্বর নাথের মন্দির রয়েছে। পাথরঘাটা থেকে ২.৫ মাইল দ-পূর্বে রাজা গন্ধমর্দনের রাজধানী ছিল ইন্দ্রাসন (৮৮ খৃ)।

শীলভদ্রবিহার—গয়াতে বেলা স্টেসনের কাছে বর্তমানে কাওয়াদোল (দ্রঃ) পর্বতে; এখানে নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষ শীলভদ্রের কাছে হিউ-এন-ৎসাঙ যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

শুক্তিমতী—(১) উড়িষ্যাতে সুবর্ণরেখা। (২) কোলাহল পর্বতে উৎপন্ন নদী। বুন্দেলখণ্ডে প্রাচীন চেদি রাজ্য দিয়ে প্রবাহিত। একটি মতে এটি মহানদী; অপর মতে বিহারে শক্রী নদী; অন্য প্রমাণে এটি যেন কেন নদী। (৩) চেদি রাজধানী শুক্তিমতী; সোত্থিবতী (বৌদ্ধ)।

শুক্তিমান পর্বত—বিন্ধ্যপর্বতের শাখা। পারিযাত্র ও ঋক্ষ পর্বতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

শূকরক্ষেত্র—গঙ্গাতীরে সোরোন। উখলক্ষেত্র। যুক্তপ্রদেশে ইটা থেকে ২৭ মাইল উ-পূর্বে। এখানে হিরণ্যাক্ষ বরাহের আক্রমণে নিহত হন। এখানে বরাহলক্ষ্মীর মন্দির রয়েছে। কাছেই নদীটির নাম বুড়ি-গঙ্গা; প্রাচীন গঙ্গার খাদ। তুলসীদাস এখানে নৃসিংহদাসের কাছে পালিত হন। শৌকরক্ষেত্র।

শূদ্রক—ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রক, ক্ষৌদ্রক। মহাভারতে একটি দেশ। অক্সিড্রাকই (আলেক-জেন্দ্রিয়), শূদ্রকি (প্লিনি); সিন্ধু ও শতদ্রুর মাঝখানে। পঞ্চ নদীর সঙ্গমের ওপর অংশ। মুলতান জেলাতে, রাজধানী ছিল উছ।

শূর্পারক—সুরাট, সোপার, সুপার, সিপ্পর (টলেমি)। আর এক মতে শূর্পারক-সিপেলার। কৃষ্ণার মোহনাতে একটি বন্দর। অন্য মতে কোলাহলপুরের দক্ষিণে সউপর (টলেমি); যেন সুরাট থেকে ১০০ মাইল দক্ষিণে; পউমের কাছে। একটি মতে এর পূর্বে সহ্যাদ্রি, পশ্চিমে সমুদ্র, উত্তরে বৈতরণী নদী; দক্ষিণে সুব্রাহ্মণীয়। শূর্পারক ক্ষেত্রে চতুরঙ্গ পর্বতে পরশুরাম বাস করতেন। ভাগবতে এটি গোকর্ণের উত্তরে। তবে মনে হয় নিশ্চিত এটি সুপার বা সোপর; থান জেলাতে; বোম্বে থেকে ৩৭ মাইল উত্তরে এবং বস্তা/বাসেইন থেকে ৬।৪ মাইল উ-পশ্চিমে; এখানে অশোকের একটি অনুশাসন প্রচার করা হয়েছিল। আর এক মতে বস্তার কাছে কোঙ্কনে। অপরান্তের বা উত্তর কোঙ্কনের রাজধানী। প্রভাসের পথে পাণ্ডবরা এখানে বিশ্রাম করেছিলেন। পেরিপ্লাসে এটি ওউপ্পর, সৌপর (গ্রীক) ওফির বা

সোফির বাইবেলে।

শূলপাণি—শূলভেদ তীর্থ (স্কন্দ)। শূলপাণ মহাদেও বা মকরি প্রপাত। একটি পাহাড়ি নদী সরস্বতী ও নর্মদা সঙ্গমে।

শৃঙ্গেরি—<ঋষ্য-শৃঙ্গ-গিরি/পুরী, শৃঙ্গগিরি/পুর, শিঙ্গরিমঠ, শিঙ্গেরি। মহীশূরে কাদুর জেলাতে বুটোনগিরি থেকে ৬০ মাইল পশ্চিমে। বুটোনগিরি তুঙ্গভদ্রার বাম তীরে বেলুরের উত্তরে অবস্থিত। মঠের দেবী হচ্ছে সরস্বতী বা সারদাম্বা। বৌদ্ধ-ধর্ম উৎখাত করে ভারতে চার দিকে অর্থাৎ উত্তরে জোতির্মঠ/যোসিমঠ, বদ্রিনাথে; দক্ষিণে শৃঙ্গেরি মঠ, পশ্চিমে সারদা মঠ, দ্বারকাতে এবং পূর্বে গোবর্দ্ধন মঠ বা ভোগ গোবর্দ্ধন মঠ, উড়িষ্যাতে। জ্যোতির্মঠে প্রথম আচার্য হন তোটক আচার্য = আনন্দ গিরি = প্রতর্দন ৭ শৃঙ্গেরি মঠে পৃথ্বিধর আচার্য (শ্রীবেলিক্ষেত্রের/হস্তামলক-এর প্রভাকর পুত্র); মতান্তরে শঙ্করের প্রধান শিষ্য সুরেশ্বর আচার্য হয়েছিলেন। সারদা মঠে প্রথম আচার্য হন বিশ্বরূপ - মণ্ডনমিশ্র — সুরেশ্বর = ব্রহ্মস্বরূপ। গোবর্দ্ধন মঠে পদ্মপাদ = সনন্দন। সনন্দন ছিলেন শঙ্করের প্রথম শিষ্য। ব্রহ্মযামল তন্ত্রে আরো দুটি মঠের উল্লেখ রয়েছে ; সুমেরু ও পরমাত্মা মঠ। ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গ দেশ থেকে ফিরে এসে শৃঙ্গেরি থেকে ৬-মাইল দূরে কিগ্গাতে তপস্যা করতেন। শঙ্কর দেহ রাখেন ১৭০ খৃ পূ/৭৮৮ খৃষ্টাব্দে। খৃ ১৪ শতকে শৃঙ্গেরিতে অধ্যক্ষ হন মাধবাচার্য এবং ভারতী নামে একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন।

শৃঙ্গবেরপুর—সিঙ্গরউর, গঙ্গা তীরে। এলাহাবাদ থেকে ২২ মাইল উ-পশ্চিমে। গুহকের দেশ, রামকে নদী পার করে দিয়েছিলেন।

শেক—আজমীঢ় থেকে দ-পূর্বে ঝাজপুর (মেগাস্থিনিস)। মহাভারতে চর্মন্বতীর দক্ষিণে এবং অবন্তির উত্তরে। অর্থাৎ যেন উত্তর মালবে। সহদেব জয় করেন। অপর শেক — দক্ষিণ শেক।

শোণ—হিরণ্যবাহ, এরন্নোবোয়াস (গ্রীক), শোণা, মাগধী, সুমাগধী (দ্রঃ)। মগধের পশ্চিম সীমা। গণ্ডোয়ানাতে অমরকণ্টক পর্বতে উৎস। আগে বাঁকিপুর থেকে একটু ওপরে পাটনার পশ্চিম উপকণ্ঠে গঙ্গাতে যুক্ত ছিল। বর্তমানে এই সঙ্গম আরো ১৬ মাইল ওপরে সরে গেছে। বর্তমানে শোণ ও সরযূ সিঙ্গিতে গঙ্গাতে এসে যুক্ত হয়েছে। রামায়ণে রাজগৃহ - গিরিব্রজ — বসুমতীর (রাজা বসু স্থাপিত) পূব দিকে প্রবাহিত ছিল। পুন-পুনের খাদে প্রবাহিত হয়ে ফতোয়াতে গঙ্গাতে যুক্ত ছিল। মহাভারতের সময় বর্তমান খাদেই প্রবাহিত ছিল।

শোণপুর—গজেন্দ্রমোক্ষ তীর্থ, বিশালাছত্রের (দ্রঃ) অংশ ছিল।

শোণপ্রস্থ—শোণপথ। দিল্লি থেকে ২৫ মাইল উত্তরে। দ্রঃ পাণিপ্রস্থ।

শোণিতপুর—উমাবন, বাণরাজপুর, কোতলগড, বাণরাজারগড, দেবীকোট। কুমায়ুনে কেদারগঙ্গা বা মন্দাকিনী তীরে; উষামঠ থেকে ৬-মাইল এবং গুপ্ত কাশীর কাছেই। কুমায়ুন জেলাতে লোহলে কোতলগড। হরিদ্বার থেকে কেদারনাথের পথে রুদ্র-প্রয়াগের উত্তরে উষামঠ। উমা এখানে তপস্যা করেছিলেন। বাণরাজা শোণিতপুরে গুপ্তকাশী স্থাপন করেছিলেন। শোণিতপুরে একটি শিখরের মাথায় একটি ভগ্নাবশেষ দুর্গ রয়েছে; এটি বাণ রাজার দুর্গ। দুর্গটি কোতলগড় নামেও পরিচিত। এই বাণ

রাজার মেয়ে উষা। মৎস্য পুরাণে বাণের রাজধানী ত্রিপুরা (তিওর :-নর্মদা তীরে)। পূর্ণভদ্রা নদীর তীরে দমদমাতে একটি ভেঙ্গে পড়া দুর্গ রয়েছে ; দিনাজপুর থেকে ১৪-মাইল দক্ষিণে ; এটিকেও বাণ রাজার গড় বলা হয়। হরিবংশে শোণিতপুর সুমেরুর কাছে একটি পাহাড়ের ওপর এবং দ্বারকা থেকে দূরত্বের হিসাবে কুমায়ুনেই ছিল যেন। দিনাজপুরের দুর্গটি কম্বোজবংশীয় গৌড় রাজার দ্বারা নির্মিত। তেজপুরকে অসমীয়ারা শোণিতপুর বলে দাবি করেন। মাদ্রাজে কাবেরী তীরে দেবীকোট এবং আগ্রা থেকে ৫০ মাইল দক্ষিণে বিয়ানা ও প্রাচীন শোণিতপুর বলে প্রবাদ। আর এক মতে পাতন হচ্ছে শোণিতপুর।

শোভাবতী নগর—বুদ্ধ কনকমুনির জন্মস্থান। নেপালি অরাউরা যেন। দ্রঃ কপিলাবস্তু।

শৌরিপুর—মথুরা (জৈন) ; অরিষ্টনেমি বা নেমিনাথের জন্মভূমি। আর একটি জৈন মতে মথুরা ও শৌরিপুর দুটি আলাদা। নতুন নগরী শৌরিপুরে শৌরি রাজধানী নিয়ে যায় এবং ভাই সুবীর মথুরাতেই রাজ্য করেন।

শ্যামগিরি—শাকদ্বীপে। মউকাসোস্ পর্বত ; মুস্তগ পর্বত শ্যাম ; এটি আবেস্তার শ্যামক পর্বত।

শ্রাবণবেলগোলা—পদ্মগিরি। মহীশূরে হাসান জেলাতে। প্রাচীন জৈন শিক্ষা কেন্দ্র ও তীর্থ। চন্দ্রবেত্ত ও ইন্দ্রবেত্ত পাহাড়ের মাঝখানে। চন্দ্রবেত্ত শিখরে জৈন দেবতা গোমতেশ্বরের বিরাট মূর্তি রয়েছে। দ্রঃ বিন্ধ্যপাদ পর্বত। মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের সময় মহাস্থবির ভদ্রবাহু কুণ্ডগ্রাম (দ্রঃ) থেকে এখানে চলে আসেন এবং এখানে ৩৫৭ খৃ-পূ দেহ রাখেন। মৌর্যচন্দ্রগুপ্ত শেষ বয়সে জৈন ধর্ম গ্রহণ করেন এবং এখানে মারা যান।

শ্রাবস্তী—সাবথি, সাবথিপুর, চন্দোয়ার, চন্দ্রপুর, চন্দ্রিকাপুর (পুরী/জৈন), সাহেট মাহেট (দ্রঃ)। রাপ্তি (প্রাচীন অচিরাবতী) তীরে। অযোধ্যাতে গোণ্ডা জেলাতে উ-কোসলের রাজধানী। অযোধ্যা থেকে ৫৮ মাইল উত্তরে ; রাজগির থেকে ৭২০ মাইল। সূর্যবংশে রাজা শ্রাবস্ত স্থাপিত। রাম লবকে শ্রাবস্তী দেন। বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে রাজা ছিলেন প্রসেনজিৎ। প্রসেনজিৎ রাজগৃহে বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করতে এসে ছিলেন (দ্রঃ কুণ্ডগ্রাম) এবং বৌদ্ধ হন এঁর ছেলে জেত ও বিরূঢক এবং কোষাধ্যক্ষ সুদত্ত = অনাথপিণ্ডদ। বুদ্ধদেব যখন রাজগিরে সীতা বনে ছিলেন তখন অনাথপিণ্ডদ এসে দীক্ষিত হন এবং ফিরে গিয়ে শ্রাবস্তী থেকে ১-মাইল দক্ষিণে একটি উদ্যান রাজপুত্র জেতের কাছ থেকে কিনে নিয়ে এখানে জেতবন বিহার নির্মাণ করান। সারিপুত্ত এই বিহার নির্মাণে তাদারক করতেন ; জেত ও বহু সাহায্য করেছিলেন। এই জেতবনে গন্ধকুটি ও কোসাম্বকুটি দুটি বিহার ছিল। সারিপুত্ত নালন্দাতে মারা যান কিন্তু এঁর ভিক্ষাপাত্র ও চিতাভস্ম এখানে এনে পূব দিকে একটি দ্বারের কাছে একটি স্তূপ নির্মাণ করা হয়। বুদ্ধের বিখ্যাত শিষ্যা বিশাখা এখানে পূর্বারাম বিহার নির্মাণ করান ; এটি যেন ওরা-ঝার টিপি ; জেতবন থেকে ১ মাইল পূর্বদিকে। দ্রঃ ভদ্দিয়। জেতবন বিহারে পুণ্যশালাতে বুদ্ধদেব ২৫ বছর কাটান এবং মোট ৫৫৮-টি জাতক কাহিনীর মধ্যে ৪১৬-টি এখানে বুদ্ধদেব বলেছিলেন/রচনা করে ছিলেন। বুদ্ধদেবকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিলেন দেবদত্ত ; ইনি এখানেই দেহ

রাখেন। দ্রঃ গিরিব্রজপুর। বুদ্ধের নামে কুৎসা রটানর জন্য চিঞ্চা নামে এক রূপজীবিনীকে এখানে স্থাপন করা হয়েছিল। বৌদ্ধ মহাস্থবির রাহুলতা জেতবন বিহারে খৃ-পূ ২ শতকে দেহ রাখেন। প্রসেনজিতের ছেলে বিরূঢক' রাজা হয়ে বৌদ্ধদের ওপর অত্যাচার করতে থাকেন এবং ভাই জেতকে ও কপিলাবস্তু থেকে ধরে আনা ৫০০ যুবক ও ৫০০ যুবতীকে হত্যা করেছিলেন। বিরূঢকের'মা বাসব ক্ষত্রিয়া বা মল্লিকা, মতামহ এক জন শাক্য প্রধান এবং মতামহী মহানন্দা এক জন ক্রীতদাসী। বিরূঢক ১-সপ্তাহের মধ্যে বুদ্ধের ভবিষ্যৎ বাণী অনুসারে পুড়ে মারা যান। তীর্থংকর (৩-য়) সম্ভবনাথ এবং (৮-ম) চন্দ্রপ্রভা নাথ এখানে জন্মান। এখানে শোভানাথের (<সম্ভব নাথের) একটি মন্দির রয়েছে। সাহেট = জেতবন, মাহেট – শ্রাবস্তী এলাকা।

শ্রীকাকুলী—শ্রীকাকোল। উত্তর সিরকপস্-এ চিকাকোল। লাঙ্গুলিনী/লাঙ্গুলীয়/নগলভী নদীর-তীরে। ভিজিয়ানাগ্রাম ও কলিঙ্গপত্তনের মধ্যে। পীঠস্থান। এখানে সতীর কটি দেশ পড়েছিল।

শ্রীকণ্ঠ—কুরুজাঙ্গল (দ্রঃ)। রাজধানী বিলাসপুর। কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত; সাহাবানপুর থেকে ৩৩ মাইল উ-পশ্চিমে। বাণভট্ট বলেছেন স্থাণীশ্বর (বর্তমানে থানেশ্বর) ছিল শ্রীকণ্ঠের রাজধানী (খৃ ৬-শতকে)। প্রভাকর বর্দ্ধনের রাজধানী শ্রীকণ্ঠ; ছেলে হর্ষ বা দ্বিতীয় শিলাদিত্য কনৌজে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যান।

শ্রীক্ষেত্র—উড়িষ্যাতে পুরী, পুরুষোত্তমক্ষেত্র (দ্রঃ)। কলিঙ্গরাজ চোডগঙ্গ উড়িষ্যা জয়ের স্মৃতি হিসাবে পুরীর মন্দির নির্মাণ করান। গঙ্গা বংশে অনঙ্গভীম দেব মন্দিরটিকে আরো বড় করেন এবং পূজার ব্যবস্থা করেন। একটি মতে বুদ্ধের শ্বদন্তের (দন্তপুর দ্রঃ) ওপর নির্মিত স্তূপটির স্থানে এই মন্দির। দ্রঃ উৎকল। পুরীতে বিমলা দেবীর মন্দির একটি পীঠস্থান, এখানে সতীর দুটি পা পড়েছিল। এখানে অন্যান্য তীর্থস্থান ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, গুণ্ডাচিকা (ইন্দ্রদ্যুম্নের স্ত্রী) বা গুণ্ডিকা বাড়ি, মাসির বাড়ি। চন্দনতালাও (নরেন্দ্র পুষ্করিণী), এখানে বৈশাখ মাসে জগন্নাথের স্নান যাত্রা হয়। ১৮-নালা; এটি ছিল পুরীর পশ্চিম-দ্বার। রাধাকান্ত মঠে কাশীমিশ্রের বাড়িতে চৈতন্য দেব থাকতেন; এখানে তাঁর খড়ম, কমণ্ডলু ও কাঁথা রয়েছে। কিছু দূরে সার্বভৌমের বাড়িতে ভাগবত শুনতেন; এই পাঠঘরের দেওয়ালে সার্বভৌম, চৈতন্যদেব ও রাজা প্রতাপরুদ্রের ছবি ফ্রেস্কোতে আঁকা রয়েছে। সার্বভৌমের বাড়ির কাছে একটি বাড়িতে চৈতন্যশিষ্য হরিদাস থাকতেন। সহরের বারদিকে তোতাগোপীনাথের মন্দির; এই মন্দিরের ফাটলপথে চৈতন্যদেব অন্তর্হিত হন বলা হয়।

(২) বর্মাতে প্রোম; অপর মতে য়াথেম্যো; প্রোম থেকে ৫ মাইল পূব-দিকে। বুদ্ধের পরিনির্বাণের ১০১ বছর পরে দত্তবাউঙ দ্বারা স্থাপিত।

শ্রীনগর—সূর্য নগর, প্রবরপুর। কাশ্মীরের রাজধানী। রাজা দ্বিতীয় প্রবর সেন (খৃ ৫-৬ শতক) স্থাপিত। প্রাচীন বরিতক গ্রামে; বিল্হণ বলেছেন বিতস্তা ও সিন্ধু সঙ্গমে। ডাল-হ্রদ সহরের উ-পূর্ব অংশে। পুরাতন রাজধানী পুরাণাধিষ্ঠান; পণ্ড্রেতন; শ্রীনগর থেকে ৪-মাইল দ-পূর্বে। (২) গুজরাটে আমেদনগর।

শ্রীভোজ—সুমাত্রাতে পালেমবাঙ। খৃ ৭-ম শতকে একটি বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র। চীনা

বহু তীর্থযাত্রী এখানে আসতেন।

শ্রীমাল—ভিনমাল (স্কন্দ-পু)। গুর্জর রাজধানী; ৬-৯ খৃ-শতকে। আবু পাহাড় থেকে ৫০-মাইল পশ্চিমে। পিলো-মোলো (হিউ-এন-ৎসাঙ)।

শ্রীরঙ্গম—শ্রীরঙ্গক্ষেত্র, সেরিঙ্গম। ত্রিচিনোপল্লি থেকে ২-মাইল উত্তরে। বিষ্ণুর বিগ্রহ রয়েছে মন্দিরে; পাণ্ড্য দেশের নায়ক বংশের রাজার তৈরি। লঙ্কাতে যাবার সময় প্রবাদ রামচন্দ্র এখানে অবস্থান করেছিলেন। রামানুজের জন্ম শ্রীপেরাম্বুদুর বা শ্রীপেরমাতুর; চিঙ্গলিপেট জেলাতে; শ্রীরঙ্গমে থাকতেন এবং এখানেই দেহ রাখেন। শ্রীরঙ্গম মন্দির থেকে ১-মা দূরে তিরু-বানইকাবল-এ জম্বুকেশ্বর এর মন্দির রয়েছে। জম্বুকেশ্বর মহাদেবের আপমূর্তি; লিঙ্গরূপী মহাদেবের চারপাশে মাটিতে টালি পাতা রয়েছে; টালির ফাঁক ও ফাটল দিয়ে ক্রমাগত বকবক করে জল উঠছে: কতকটা যেন আর্টিজান কূপ মত অবস্থা।

শ্রীশৈল—শ্রীপর্বত, পর্বতোত্তম। কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে; ধরণীকোটের ৮২' মাইল প-উ-পশ্চিমে এবং কৃষ্ণা স্টেশন থেকে ৫০ মাইল। ১৫৭০ ফু উচ্চ একটি বিচ্ছিন্ন পাহাড়; তিন দিকে কৃষ্ণা নদী এবং চতুর্থ দিকে আর একটি খরস্রোতা নদী রয়েছে। এখানে মহাদেব মল্লিকার্জুন (১২ লিঙ্গের একটি) ও ব্রহ্মারম্ভা দেবীর মন্দির রয়েছে। ফলে শ্রীশৈল=ব্রহ্মারম্ভাগিরি=পো-লো-মো-কি-লি (হিউ-এন-ৎসাঙ); এখানে নাগার্জুন বাস করতেন। কৃষ্ণার একটি করদা শাখা পাতাল গঙ্গা এই পাহাড় থেকে বার হয়েছে। (২) মলয় পর্বতের (দ্রঃ) একটি অংশ বা শিখর।

শ্রুঘ্ন—সোঘ। জৌনসর জেলাতে সিরমুরের পূর্বে কলসি/কালসি। একটি মতে বুড়ি-যমুনার দ-তীরে কালসির কাছে সুগ=শ্রুঘ্ন। সাহাবানপুর থেকে ৪০ মাইল উ-পশ্চিমে। আম্বালা জেলাতে। হিউ-এন-ৎসাঙ এসেছিলেন। এক সময় শ্রুঘ্ন রাজ্য থানেশ্বর থেকে গঙ্গা এবং হিমালয় থেকে মুজাফর নগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, দেরাদুন ইত্যাদি এর অন্তর্গত ছিল।

ষড়ারণ্য—সদারণ্য। নন্দীকে শিব অভিশাপ দিয়ে পাথরে পরিণত হতে বলেন। নন্দী ফলে নন্দিদুর্গে (নন্দিদ্রুগে) পরিণত হন। বিষ্ণু তখন শিবকে অনুরোধ করলে শিব নিজের জটা থেকে গঙ্গাকে এই পাহাড়ের/পাথরের ওপর পড়তে বলেন যাতে নন্দীর পাপ ধুয়ে যায়। গঙ্গা জানান তিনি নামবেন কিন্তু তাঁর এক পাশে শিব ও আর এক পাশে বিষ্ণু মন্দির থাকে যেন। এই কারণে শিব কাঞ্চিপুরে আসেন এবং ছজন ঋষি শিবকে প্রতিষ্ঠা করেন। গঙ্গা পালার নদী নামে নেমে আসেন; নদীর অপর তীরে বিষ্ণু মন্দির নির্মিত হয়। যে পরিত্যক্ত উষর দেশে এই ছ জন ঋষি বাস করতেন সেই দেশটি ষড়ারণ্য নামে পরিচিত হয়। ষড়ারণ্য=আরুকাডু=আরকট। দ্রঃ জপেশ্বর।

সংকাশ্য—সংকিসা, সাংকাশ্যা, সংকিসা, সংকিসাবসন্তপুর, সকসপুর (বৌদ্ধ), কপিথ। ইক্ষুমতী নদীর (বর্তমানে কালিন্দী) উত্তর তীরে। অত্রঞ্জি ও কনৌজের মধ্যভাগে। ফরাক্কাবাদ জেলাতে; কনৌজ থেকে ৪৫/৫০ মাইল উ-পশ্চিমে। মহাভাষ্যে সঙ্কাশ্য হচ্ছে গোবিধুমৎ (কুদেরকোট; এটোয়া জেলাতে) থেকে ৪ যোজন। রামায়ণে সীতার কাকা কুশধ্বজের রাজধানী। বিখ্যাত বৌদ্ধতীর্থ। এখানে ভগবান বুদ্ধ ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ

থেকে ইন্দ্র ও ব্রহ্মাকে নিয়ে তিনটি সোনার সোপানে করে নেমে আসেন। এখানে বিসারী দেবীর মন্দির রয়েছে ; একটি মতে মন্দিরটি ঐ তিনটি সোপানের স্থানে নির্মিত। *অশোকের স্তূপ রয়েছে ; এবং ফা-হিয়েন ও হিউ-এন-ৎসাঙ এখানে এসেছিলেন।

সঙ্গমেশ্বর—(১) কোঁঙ্কনে একটি সহর। রত্নগিরি জেলাতে ; রত্নগিরি থেকে ২০ মাইল উ-পূর্বে। শাস্ত্রী নদীর তীরে। দ্রঃ পরশুরাম ক্ষেত্র। (২) মলপ্রভা ও কৃষ্ণা নদীর সঙ্গমে লিঙ্গায়েৎ বা জঙ্গম সম্প্রদায়ের একটি তীর্থস্থান। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বাসব এখানে মারা যান। (৩) বারাণসীতে গঙ্গা ও বরুণা সঙ্গমে মহাদেবের একটি মন্দির।

সঙ্গল—(গ্রীক)। শাগল বা শাকল। একটি মতে পাণিনির শাকল ; হাইড্রাষোটেস্ ও হাইপানিসের মাঝখানে। সম্ভবত অমৃতসর জেলা ও পাহাড়ি অংশ। আর এক মতে সঙ্গল=গুরুদাসপুর জেলা। ব্যাকট্রিয়ান্ রাজা মিলিন্দ'র রাজধানী। দ্রঃ মদ্র।

সঞ্জন—সংজয়ন্তী নগরী (মহাভা), সঞ্জর, সঞ্জান, সিন্দন, (আরব), সাহপুর। বোম্বেতে থানা জেলাতে। প্রথম পার্সি পুরোহিত সাহেরিয়ার (৭১৬ খৃ) এখানে বসবাস আরম্ভ করেন। এটি যেন সহদেবের জয় করা সংজয়ন্তী নগরী। দ্রঃ দেব বন্দর।

সদানীরা—(১) করতোয়া। (২) শতপথ ব্রাহ্মণে সদানীরা বিদেহ (ত্রিহুৎ) ও কোসলের মাঝখানে। শতপথ রচনার সময় আর্য সভ্যতার পূর্বসীমা ছিল এই নদী। এটি যেন গণ্ডক। মহাভারতে এটি গণ্ডকী ও সরযূর মধ্য অংশে। সদানীরাকে করতোয়া বা গণ্ডক থেকে আলাদা বলা হয়েছে (ভীষ্ম)। একটি মতে এটি রাপ্তি ; সরযূর করদা।

সন্ধ্যা—মালবে সিন্ধু এলাকাতে একটি নদী। যমুনার করদা নদী।

সপাদলক্ষ—(১) শাকম্ভরী, বর্তমানে সম্ভার, পূর্ব রাজপুতানাতে। (২) কুমায়ুনে একটি শাকম্ভরী মন্দির রয়েছে। সপাদলক্ষ>সওয়ালাখ>শিবালিক।

সপ্তকুলাচল—মহেন্দ্র, মলয়, সহ্যাদ্রি, শুক্তি-মান, গন্ধমাদন (মতান্তরে ঋক্ষবান বা হেমকূট), বিন্ধ্য ও পারিযাত্র।

সপ্তগঙ্গা—গঙ্গা, গোদাবরী, কাবেরী, তাম্রপর্ণী, সিন্ধু, সরযূ, নর্মদা।

সপ্তগণ্ডকী—বারিগর, শালগ্রামী নারায়ণী, শ্বেতিগণ্ডকী, মরসিঙ্গদি, দরমদি, গণ্ডি ও ত্রিশূল মিলে গণ্ডকী নদী।

সপ্তগোদাবরী—পিষ্টপুর স্টেসন থেকে ১৬ মাইল। রাজমাহেন্দ্রি থেকে কাছেই। গোদাবরী জেলাতে। একটি মতে গোদাবরীর সাতটি মোহনাকে সপ্তগোদাবরী বলা হয়েছে।

সপ্তগ্রাম—বাঙলাতে প্রাচীন একটি সহর। হুগলিতে মগরার কাছে। বর্তমানে সামান্য একটি গ্রাম। লিপিলেখে গাঙ্গ, টলেমি গাঙ্গে, পেরিপ্লাসে গঙ্গাবন্দর। গঙ্গা-তীরে সুহ্ম বা রাঢ় দেশে গাঙ্গেরাইডদের রাজধানী। সমুদ্রবন্দর অর্থে সমুদ্র তখন কাছেই ছিল। রোমানরা বলেছেন গাঙ্গ রেজিয়া ; বিখ্যাত বন্দর। মুসলমানদের সময় প-বাঙলার রাজধানী। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে গঙ্গা সরে গেছে এবং হুগলি বন্দরে পরিণত হয়েছে। বংশবাটি, কৃষ্ণপুর বাসুদেবপুর, নিত্যানন্দপুর, শিবপুর, সম্বচোরা

ও বলদর্ঘাটি এই সাতটি গ্রাম মিলে ; ১-২ খৃ শতকে এটি রাঢ় দেশের রাজধানী ছিল। ইবনবতুতা (১৩৪৬ খৃ) একে সমুদ্রতীরে সুদকায়ান এবং গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমের (ত্রিবেণী) কাছে অবস্থিত বলেছেন।

সপ্তমোক্ষপুরী—অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী, দ্বারাবতী।

সপ্তশৈল—মালাবার উপকূলে কতকগুলি পাহাড়। কানানোর থেকে ১৬ মাইল উত্তরে। ভাস্কো-ডা-গামা প্রথমে এগুলি দেখতে পায়।

সপ্তসাগর—(১) লবণ-ভারত মহাসাগর। (২) ক্ষীর (<সিরওয়ান) বা কাস্পিয়ান সাগর ; শকদ্বীপের উত্তর সীমানাতে। (৩) সুরা (<সরইন) সাগর ; কাস্পিয়ান সাগরের আর এক নাম ; কুশদ্বীপের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব সীমা। (৪) ঘৃত< এরিথ্রিয়ান্=পারস্য উপসাগর ; শাল্মলী দ্বীপ শলদিয়া—এসিয়ারিয়ার সীমানা। (৫) ইক্ষু=অক্সাস নদীটিকে যেন সাগর বলা হয়েছে ; পুষ্কর দ্বীপের দ-সীমা। পুষ্কর <ভুষ্কর=বোখারা। (৬) দধি—আরল সাগর ; দধি<দহি ; এই দহি শকদের একটি উপজাতি ; জাক্সারেট-এর ওপর অংশে বাস করত। এই সাগর ক্রৌঞ্চ দ্বীপের সীমানা। (৭) স্বাদু (<সাডুন) সাগর। মঙ্গোলিয়াতে একটি নদী সাডুন। প্লক্ষ দ্বীপের সীমানা। অন্য মতে প্লক্ষ দ্বীপের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত।

সপ্তসারস্বত—(১) কাঞ্চনাক্ষী (নৈমিষারণ্যে), বিশালা (গয়াতে), মনোরমা (কোসলে), ওঘোবতী (কুরুক্ষেত্রে), সুরেণু (হরিদ্বারে), বিমলোদা (হিমালয়ে), সুপ্রভা (পুষ্করে)। (২) কুরুক্ষেত্রে একটি তীর্থ।

সপ্তসিন্ধু—সিন্ধু অর্থে এখানে নদী :—ইরাবতী, বিপাশা, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, শতদ্রু, সিন্ধু, সরস্বতী (কাবুলে)। ঋক্‌বেদে সপ্তসিন্ধু>হপ্তহেন্দু। ঋক্‌বেদের সময় আর্যরা ৫টি শাখাতে বিভক্ত ছিল :-পুরু (ভরত পরে কুরু)—রাভি নদীর তীরে ; ক্রিবস্থ (পাঞ্চালে) সাটলেজের উত্তরে ও দক্ষিণে, অনু, যদু ও তুর্বসু।

সমতট—পূর্ববঙ্গ, নিম্নবঙ্গ, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের বদ্বীপ অংশ। ভাগীরথীর পূর্বে ও পুণ্ড্রের দক্ষিণ দিকে। লিপিলেখ অনুসারে কুমিল্লা, নোয়াখালি ও সিলেট মিলে। সমুদ্রগুপ্ত সমতট জয় করেছিলেন ; রাজধানী ছিল কর্মান্ত, বর্তমানে কমতা ; কুমিল্লার কাছে ত্রিপুরা জেলাতে।

সমেতশিখর—সমাধি>সমিধগিরি। ইস্রি স্টেসন থেকে ২ মাইল। ৫-টি জৈনতীর্থ :- আবু, অষ্টপাদ (দ্রঃ প্রভাস), গিরনর, শত্রুঞ্জয় ও সমেত শিখর (আবু পাহাড়ের সমান পবিত্র)। কিছুমতে অষ্টপাদের পরিবর্তে হিমালয়ে চন্দ্রগিরি। পার্শ্বনাথ (২৩-শ তীর্থংকর) ১০০ বছর বয়সে এখানে মারা যান। ইনি বারাণসী রাজ অশ্বসেন ও রাণী বামাদেবীর ছেলে ; মহাবীরের ২০০ বছর পরে বারাণসীতে ভেলুপুরাতে জন্ম। পার্শ্বনাথের শিষ্যরা শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়। এই পাহাড়ে ২৪ জন তীর্থংকরের মধ্যে ১৯ জন নির্বাণ লাভ করেন। দ্রঃ মল্লপর্বত।

সম্ভলগ্রাম—রোহিলখণ্ড জেলাতে ; দিল্লি থেকে ৮০ মাইল পূর্বে ; এখানে কল্কি জন্মাবেন। সম্বলক (টলেমি)। একটি মতে সম্ভল=উত্তর রোহিলখণ্ড। দ্রঃ সেমুলপুর।

সরযূ—অযোধ্যাতে ঘগরা ; তীরে অযোধ্যা নগর। দ্রঃ কামআশ্রম, শোণ। মিলিন্দ

প্রশ্নে এটি সরভূ। কুমায়ুনে উৎপত্তি এবং কালিন্দীর সঙ্গে মিলে তারপর নাম সরযূ, ঘগরা বা দেবী। মহাভারতে এটি মানস সরোবরে উৎপন্ন। স্বর্তানু। সরবূ (টলেমি)।

সরস্বতী—হিমালয়ে স্রিরমুর (শিবালিক) পাহাড়ে উৎপন্ন এবং আলমোড়াতে আদিবদ্রি বা আদিতীর্থ নামক স্থানে সমতলে নেমে এসেছে। অত্যন্ত পবিত্র নদী। যে প্রস্রবণ থেকে উৎপন্ন সেটি' একটি প্লক্ষ গাছের নীচে অবস্থিত ফলে এই উৎস প্লক্ষাবতরণ বা প্লক্ষপ্রস্রবণ। উৎসটিও একটি তীর্থ। চলাউর গ্রামের কাছে নদীটি বালিতে মিশে গেছে এবং ভবানীপুরের কাছে আবার বার হয়েছে। বালছপ্পরে আবার মিলিয়ে গিয়ে বড ঘেরাতে আবার বার হয়ে এসেছে। পৃথুদকের কাছে উর্নইতে মার্কণ্ড নদীতে এসে যুক্ত হয়েছে এবং যুক্তধারা সরস্বতী নামেই এগিয়ে গিয়ে ঘরঘরার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই ঘরঘরা সরস্বতীরই নীচের অংশ। ঘরঘরাকে প্রাচীন সরস্বতী বলা হয় কিন্তু নাম বদলের কারণ অস্পষ্ট। দ্রঃ পাবনী। সরস্বতী মাটিতে মিশে গিয়ে তিন জায়গায় আবার বার হয়েছে ; বনপর্ব এই তিনটি স্থান হচ্ছে চমসোদ্ভেদ, শিরোদ্ভেদ ও নাগোদ্ভেদ। ঋক্‌বেদে এটি একটি বহতা নদী। মহাভারতে আছে সিরস-এর কাছে বিনশনতীর্থে বালির মধ্যে মিশে গেছে। বেদের সময়ে বড নদী ছিল এবং সমুদ্রে গিয়ে পড়েছিল। 'এই সরস্বতী ৫-বার দিক পরিবর্তন করেছিল এবং দক্ষিণমুখী থেকে পশ্চিমমুখী হয়েছিল এবং শুকিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় আজ থেকে প্রায় ৩৮০০ বছর আগে (অমৃতবাজার ১০।৪।৭৯)। ত্রিবেণীতে (এলাহাবাদে) মাটির নীচে সরস্বতী বয়ে গেছে এ কথা ঋক্‌বেদে নাই। (২) জেন্দাভেস্তাতে হরখইতি, বেহিস্তন শিলালেখে হরউবতিস, আফগানে হেলমন্দ নদী। এই কারণে অথর্ব বেদে তিনটি সরস্বতী :-পূব আফগানে হেলমন্দ, পাঞ্জাবে সিন্ধু (প্রাচীন নাম সরস্বতী) এবং কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী। (৩) গাড়োয়ালে অলকানন্দার একটি করদা শাখা।

কুরুক্ষেত্রে সরস্বতীকে প্রাচী বা পূর্বসরস্বতী বলা হয়। নৈমিষারণ্যের গোমতীর একটি শাখা পূর্বসরস্বতী। পুষ্কর হ্রদ থেকে সরস্বতী ও লুনি নদী বার হয়েছে, এটি পুষ্কর সরস্বতী, প্রাচী সরস্বতীও বলা হয় ; কচ্ছ উপসাগরে গিয়ে পড়েছে। রাজস্থান মরুভূমিতে লুনি (অ-পত্রিকা ১০।৪।৭৯) নদী প্রাচীন সরস্বতীর একটি করদা নদী। গুজরাটে সোমনাথের কাছে রৌনাক্ষী প্রাচী সরস্বতী বা প্রভাস সরস্বতী নামে পরিচিত ; এটি ছোট্ট নদী। আবু পাহাড থেকে নেমে কোটেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের কাছ থেকে ঘুরে পশ্চিম কচ্ছের রানের দিকে এগিয়েছে। এই সরস্বতীর তীরে একটি ঝাউ (আস্পেন) গাছের নীচে কৃষ্ণ দেহ রাখেন। মগধে রাজগির হয়ে প্রবাহিত আর একটি নদী।

সরস্বতীনগর—পাঞ্জাবে কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী তীরে সির্সা যেন।

সরাবতী—(১) বাণগঙ্গা, রোহিলখণ্ডে বুদাঁয়োন জেলার মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে। (২) অযোধ্যাতে ফয়জাবাদে রাপ্তি নদীর তীরে শ্রাবস্তী>সরাবতী যেন। (৩) রাপ্তি নদী। (৪) এরিয়ানে সোলোমাটিস্। (৫) দিব্য অবদানে সরাবতী নদী ও সহরটি পুণ্ড্রবর্দ্ধনের দ-পূর্বে। প্রাচ্য ও উদীচ্য অংশের মধ্যগত সীমানা এই সরাবতী।

সরিক কুল—কবন্ধ (দ্রঃ)। সরিক কুল হ্রদ=নাগহ্রদ=শীতোদা সরোবর ; গ্রেট

পামর গত হ্রদ।

সরোবর—(১) নারায়ণ সর (দ্রঃ)। ১২টি বিখ্যাত সরোবর মন্দ, অচ্ছোদ, লোহিত, মানস, শৈলোদ, বিন্দু, শায়ন, বিষ্ণুপাদ, চন্দ্রপ্রভা, পয়োদ, উ-মানস ও রুদ্রকান্ত (ব্রহ্মাণ্ড পু)।

সর্পিকা—সই। অযোধ্যাতে গোমতীর একটি করদা। জৌনপুর থেকে ৭ মাইল দক্ষিণে এবং বারাণসী থেকে ২৫ মাইল উত্তরে। একটি মতে এটি স্যন্দিকা।

সপোর্ষধিবিহার—বুনের-এতে চকদর দুর্গের কাছে অদিনজই উপত্যকাতে। সোয়াৎ নদীর উত্তরে। হিউ-এন-ৎসাঙ এখানে গিয়েছিলেন।

সলিলরাজতীর্থ—বরুণতীর্থ। সিন্ধু সাগর সঙ্গম।

সসারাম—সাসিরাম। সাহাবাদ জেলাতে। এখানে চন্দনপির পর্বতে অশোকের শিলালিপি রয়েছে। বর্তমান সহরের পূব দিকে। পাটনা থেকে ৯০ মাইল দ-পশ্চিমে।

সহ্যাদ্রি—পশ্চিমঘাট পর্বতের উত্তর অংশ। কাবেরী নদীর উত্তরে। কাবেরী নদীর দক্ষিণ অংশে প-ঘাট পর্বতের নাম মলয়গিরি।

সাকল—সাগল (বৌদ্ধ), শিয়ালকোট, ইউথিডেমিয়া (গ্রীক্)। মদ্র দেশের রাজধানী, পাঞ্জাবে লাহোর বিভাগে ঝাঙ জেলাতে রাভি নদীর পশ্চিমে আপগা নদীর তীরে সাঙ্গলওলটিবা যেন। অন্য মতে ঝাঙ জেলাতে চুনিয়োট বা সাকোট বা সাহকোট যেন। আর এক মতে লাহোর বিভাগে শিয়ালকোট; রাজা শাল (শাল্য) প্রতিষ্ঠিত নগরী বলে স্থানীয় প্রবাদ। শাল্য পাণ্ডবদের মামা। ব্যাকট্রিয়া থেকে বিতাড়িত হয়ে গ্রীক রাজা ডেমেট্রিয়াস এখানে রাজা হন এবং এঁর উত্তরাধিকারীরা (মিলিন্দ'র পরে) দিয়োনিসিয়াস্ পর্যন্ত এখানে রাজত্ব করেন। বায়ু পুরাণ মতে এখানে ৮ জন যবন রাজা ৮২ বছর রাজত্ব করেছিলেন। সত্যবানের স্ত্রী সাবিত্রীর পিতৃরাজ্য। ৫১০ খৃষ্টাব্দে মিহিরকুল এখানে রাজা হন। অন্য মতে মিহিরকুলের পিতামহ লক্ষণ উদয়াদিত্য শাকলে রাজা হয়েছিলেন। দ্রঃ মগধ।

সাকেত—সেতিকা, অযোধ্যা, সগদিয়া (টলেমি)। রাজধানী সুজনকোট বা সঞ্চন-কোট; সা-চি (ফা-হি-য়েন); উনাও থেকে ৩৪ মাইল উ-পশ্চিমে; সর্পিকা নদীর তীরে। শ্রাবস্তী থেকে সাকেত ৬-লিগ।

সাগরসঙ্গম—গঙ্গা ও সাগর সঙ্গম। কপিলাশ্রম (দ্রঃ); বিখ্যাত তীর্থ। সাগর দ্বীপে ৪৩০ খৃষ্টাব্দে মুনির মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল; ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে এটি নষ্ট হয়ে যায়।

সাতপুরাশাখা—বিন্ধ্যপাদ বা বৈদূর্য পবর্ত।

সাবরমতী—সবরমতী, সাভ্রমতী, কৃতবতী, চন্দনা, গিরিকর্ণিকা, কাশ্যপীগঙ্গা। গুজরাটে। নন্দিকুণ্ডে (বর্তমানে ধনবার/ধোবর হ্রদ) উৎপত্তি; দুনাপুর/দুনগরপুর থেকে ২০ মাইল উত্তরে। কাম্বোজ উপসাগরে গিয়ে পড়েছে।

সারদাতীর্থ—সর্দি। কিসেন গঙ্গার দক্ষিণ তীরে এবং কিসেন গঙ্গা ও মধুমতীর সঙ্গমে। কাশ্মীরে কাম/কর্ম রাজ্যের উত্তর অংশে। পীঠস্থান। সতীর এখানে মাথা পড়েছিল। শাণ্ডিল্য মুনি এখানে তপস্যা করতেন। কাশ্মীর রাজ ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় গৌড়ের এক রাজাকে বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করলে কয়েকজন বাঙালী

সারদা মন্দির দর্শন করার ছলে এসে এখানে পরিহাস কেশবের মূর্তি মনে করে ভুল ক্রমে রামস্বামী (বিষ্ণু) বিগ্রহ নষ্ট করে দেয়। অপর নাম সর্বজ্ঞ পীঠ। শঙ্করাচার্যকে এই মন্দিরে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় এবং এখানে পণ্ডিতরা নানা প্রশ্ন করেন। যথাযথ উত্তর দিতে পারলে তখন প্রবেশ করতে দেওয়া হয়।

সারস্বত—(১) আজমীরের কাছে পুষ্কর হ্রদ। (২) সারস্বত বা সারস্বতপুর—হস্তিনাপুরের উ-পশ্চিমে। বীরবর্মার রাজধানী।

সারিকা—পীঠস্থান। হরিপর্বতে। সতীর গলা পড়েছিল। দেবী সারিকা। কাশ্মীরে শ্রীনগর থেকে ৩-মাইল। এটি কশ্যপ আশ্রম ছিল। ফলে কশ্যপপুর=কাশ্মীর।

সাহেটমাহেট—সরাবতী, সবাবস্তি, সবথপুব, ধর্মপত্তন, চন্দ্রপুর. চন্দ্রপুরী, শ্রাবস্তী, শ্রাবস্তী (দ্রঃ)।

সিংহেশ্বরপর্বত—উরয়িন থেকে ২ মাইল দক্ষিণে মুঙ্গের জেলাতে। এই পাহাড়ে ঋষ্যশৃঙ্গ নামক স্থানে ঋষ্যশৃঙ্গমুনির আশ্রম ছিল।

সিংহপুর—(১) কটাক্ষ (দ্রঃ)। (২) হুগলি জেলাতে সিংহপুর ; লঙ্কা বিজেতা বিজয়ের পিতা সিংহবাহু স্থাপিত।

সিংহল—লঙ্কা (দ্রঃ), রত্নদ্বীপ, তাম্রপর্ণী, সেবেন দ্বীপ, পারসমুদ্র, পালেসিমুণ্ড (পেরিপ্লাসে)। লাল (=রাঢ ; মতান্তরে গুজরাট) থেকে বিজয় এসে দেশটি জয় করেছিলেন। দেবানাম্ পিয়তিস্‌সর রাজত্ব কালে অশোকের ছেলে মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা এখানে বৌদ্ধধর্ম স্থাপিত করেন।

সিদ্ধপুর—(১) সিধউব ; অযোধ্যাতে বড়াবাঙ্কি থেকে ১৬ মাইল পশ্চিমে। (২) সিতপুর, সিধপুর ; বিন্দুসর (দ্রঃ) ; গুজরাটে আমেদাবাদ জেলাতে ; আমেদাবাদ থেকে ৬৪ মাইল উত্তর পশ্চিমে। এখানে কর্দম ঋষির আশ্রম। কপিলের জন্মস্থান।

সিদ্ধাশ্রম—সাহাবাদ জেলাতে বক্সার/বেদগর্ভপুরী(দ্রঃ) ; এখানে বামন অবতার জন্মান। বক্সারের পশ্চিমে ছোট নদী থোরা ; গঙ্গাতে এসে মিশেছে। এই থোরা নদীর তীরে একটি টিপিকে বামনের জন্মস্থান বলে পূজা করা হয়। গঙ্গা ও পুনপুন সঙ্গমে ফতোয়া ; এখানে বামনের নামে একটি মেলা হয়। বারুণী দ্বাদশীতে বহুলোক এখানে স্নান করে। (২) কাশ্মীরে অচ্ছোদ সরোবর তীরে (বৃহৎ-নারদীয)। (৩) দ্বারকাতে/আনর্তে একটি তীর্থ ; এখানে কৃষ্ণরাধিকার পুনর্মিলন হয়। দ্রঃ প্রভাস। (৪) হিমালয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও ধবলগিরির মাঝখানে।

সিন্ধু—(১) সুসোমা, উত্তরগঙ্গা, পাঞ্জাবে নীলাব নদী। চেনাবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। যুক্ত হবার আগের অংশ সিন্ধু। এই সঙ্গম থেকে এরর পর্যন্ত অংশ পঞ্চনদ এবং এরর থেকে মোহনা পর্যন্ত অংশ মিহরন (আলবেরুনি)। বেহিস্তুন শিলালেখে হিন্দু, বাইবেলে হোডড্‌ এবং ভেনডিডাড-তে হেন্দু। (২) উত্তর গঙ্গা/সিন্ধু ; কাশ্মীরে হরমুখ পর্বতের পাদদেশে গঙ্গাবল হ্রদ থেকে উৎপন্ন মনে করা হয়। দ্রঃ গৌরীকুণ্ড। (৩) মালবে একটি নদী ; কালীসিন্ধু ; মহাভারতে এটি দক্ষিণ সিন্ধু ; মেঘদূতে সিন্ধু। (৪) মালবে একটি নদী ; সিরঞ্জপ্রপাতের কাছে উৎপত্তি এবং যমুনাতে এসে মিশেছে ; দেবীপুরাণে এটি পূর্ব সিন্ধু, মহাভারতে সন্ধ্যা। (৫) সিন্ধু/সিন্ধ দেশ। টলেমি বলেছেন আভীররা এখানে দক্ষিণ অংশে এবং মূষিকরা উত্তর অংশে বাস করতেন। ফলে মূষিকদেশ,

মূখিকামুস্ (গ্রীক্)। পাঞ্জাব, সিন্ধ ও কাবুলে মিলিন্দ রাজা ছিলেন। মিলিন্দ'র পর শক মউর সিন্ধু অধিকার করেন। সিন্ধু>ইন্টু (হিউ-এন-ৎসাঙ) ইণ্ডিয়া।

সিন্ধুপর্ণ—দক্ষিণসিন্ধু। হয়তো অসাবধানে সিন্ধু ও পর্ণাশ মিলে গঠিত শব্দ মাত্র।

সিন্ধুসাগর দোয়াব—সিন্ধু ও ঝিলমের মধ্যবর্তী অংশ। প্রাচীন অম্বষ্ঠ ও সৌবীর দেশ যেন।

সিরকরস্—প্রাচীন কলিঙ্গ। উ-সিরকরস বেঙ্গি দেশ। উ-সিরকরসের দ-অংশকে অর্থাৎ চিকাকোল নদী ও গোদাবরীর মধ্যগত এলাকাকে মহাভারতে মোহন দেশ বলা হয়েছে।

সিরিন্ধ—সিরহিন্দ। বরাহপুরাণে সিরিন্ধ, সিরিন্দ্র, কুরুজাঙ্গল, শ্রীকণ্ঠ (বৌদ্ধ)। একটি দেশ। হিউ-এন-ৎসাঙের শতদ্রু (দ্রঃ)। বৃহৎসংহিতাতে সৈরিন্ধ। পাঞ্জাবে ব্রহ্মাবর্ত(দ্রঃ)।

সীতা—(১)জ্যাক্সারেটস্। (২) চন্দ্রভাগা। (৩) অলকানন্দা ; এর তীরে বদরিকাশ্রম।

সুদর্শনসর—কাথিওয়াড়ে বিখ্যাত হ্রদ। গিরনার পাহাড়ের পাদদেশে একটি উপত্যকাতে। মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের এক জন রাজ্যপাল পুষ্যগুপ্ত নির্মিত।

সুদামাপুরী—গুজরাটে পোরবন্দর। সুদাম/শ্রীদাম থাকতেন। ছয়বন্দর।

সুন্দপুরী—তেরুপুর। ত্রিচিনোপোলি জেলাতে। সুব্রহ্মণ্য দেবের কাছে পবিত্র।

সুধর্মনগর—পেগুতে থটন। সিতং নদীর তীরে। মর্তবান থেকে ৪০ মাইল উত্তরে।

সুপর্ণা—(১) বৈনতেয় বা বাশিষ্ঠী গোদাবরী ; গোদাবরীর সবচেয় দক্ষিণ প্রান্তীয় শাখা। (২) যামুনা পর্বত ; যমুনার উৎপত্তি স্থল ; বন্দরপুচ্ছের একটি অংশ।

সুবর্ণগিরি—মাস্কি ; মহীশূরে সিদ্দপুরের পশ্চিমে। এখানে অশোকের শিলালেখ পাওয়া গেছে ; বিশেষত্ব এই শিলালেখে 'অশোক' এই নামের উল্লেখ আছে। তক্ষশিলা, উজ্জয়িন, কলিঙ্গ, তোসলি ও সুবর্ণগিরিতে অশোক রাজ্যপাল নিযুক্ত করে-ছিলেন। অন্য মতে সুবর্ণগিরি যেন পশ্চিমঘাট পর্বত।

সুবর্ণগ্রাম—পইনাম। ঢাকা জেলাতে বর্তমানে মগরাপাড়া ইত্যাদি কতকগুলি অখ্যাত গ্রাম মিলে। অর্থাৎ বিক্রমপুরে। ধলেশ্বরী তীরে ঢাকা জেলাতে ; ঢাকা থেকে ১৭ মাইল দ-পূর্বে ; মুন্সিগঞ্জের বিপরীত দিকে। সৌউয়ন-গোউর (টলেমি)। পূর্ববঙ্গের প্রাচীন রাজধানী। সনক নামে এক বৈশ্য জয়পুরের ৪৫ মাইল উ-পশ্চিমে রামগড় থেকে আদিশূরের সময় এখানে আসেন ; আদিশূর এঁকে সুবর্ণবণিক উপাধি দিয়েছিলেন। সুবর্ণ গ্রামের পর ঢাকা রাজধানী হয়।

সুবর্ণমুখী—সুবর্ণমুখরী। মাদ্রাজে উত্তর আরকট জেলাতে। এর তীরে কালহস্তী (দ্রঃ) অবস্থিত।

সুবর্ণরেখা—(১) পলাসিনী (দ্রঃ)। (২) সুবর্ণঋক্ষ, কপিসা (দ্রঃ) বা শুক্তিমতী ; উড়িষ্যাতে।

সুবর্ণভূমি—বর্মী লিপিপত্রে সোনাপরান্ত। ব্রহ্মদেশ, বর্মা, ক্রাইসরেজিয়া (টলেমি)। মতান্তরে থটন ; মর্তবান থেকে ৪০ মাইল উত্তরে। গোল্ডেন চেরসোনস্। সিতাং নদী থেকে সমুদ্র পর্যন্ত এলাকা। অপর মতে পেগু ; পেগুর রাজধানী থটন। ২৪৬ খৃ-পূ তৃতীয় বৌদ্ধ মহা সম্মিলনের পর অশোক শোণ ও উত্তরকে সুবর্ণভূমিতে ধর্মপ্রচারের জন্য পাঠান। এঁরা থটনের ৩০ মাইল উ-পশ্চিমে গোলনগরে নামেন।

ত্রপুস ও ভল্লুক বুদ্ধের আটটি কেশ এনে এখানে শিউদাগন প্যাগোডা তৈরি করেন।
সুবাস্তু—সোয়াৎ নদী। সিয়োন-পেড্রা। সুয়স্টোস্ (এরিয়ান), সুভবস্ত (হিউ-এন-ৎসাঙ), স্বতী, শ্বেতা। শ্বেতি (ঋক্), সুবাস্ত (মহাভা)। পঞ্জকুরা ও সোয়ৎ নদীর মিলিত ধারা কাবুল নদীতে এসে পড়েছে। নাগআপলান পর্বতে সোয়াতের উৎপত্তি। কাবুল নদীর সঙ্গে সঙ্গমের কাছে পুষ্কলাবতী অবস্থিত ছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থে এটি স্বতী; উদ্যান দেশে প্রবাহিত। সোয়াৎ দেশে বর্তমানে ইউ-সুফজাইরা বাস করেন। দ্রঃ সোয়াৎ উপত্যকা। এই সোয়তের রাজা শিবি (উশীনর) নিজের মাংস দিয়ে কপোতকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। শিবি জাতকে শিবির রাজধানী অরিথপুর বা অরিষ্টপুর। বর্তমান রাজধানী চর্বাগ। মতান্তরে শিবি দেশ ছিল বিদেহ ও পাঞ্চালের মধ্যে।
সুব্রহ্মণ্য—(১) কুমার স্বামী (দ্রঃ)। (২) পুষ্পগিরি পর্বত; পশ্চিমঘাটের একটি শাখা; কুর্গের উ-পশ্চিম সীমানাতে।
সুমাগধী—মাগধী বা শোণ; এর তীরে রাজগৃহ। আগের শোণ বর্তমানের সরস্বতীর খাতে বয়ে যেত। রামায়ণে পঞ্চানাম্ শৈলমুখ্যানাম্ মধ্যে মালেব শোভতে (১।৩২।৯)। দ্রঃ গিরিব্রজ।
সুমেরু—মেরু। গাড়োয়ালে রুদ্র হিমালয়। এখানে গঙ্গার উৎপত্তি। বদরিকাশ্রমের কাছে। দ্রঃ গঙ্গোত্রী। অপর নাম পঞ্চ পর্বত। মৎস্য পুরাণে সুমেরু পর্বতের উত্তরে উত্তর-কুরু; দক্ষিণে ভারতবর্ষ; পশ্চিমে কেতুমাল, এবং পূর্বে ভদ্রাশ্ববর্ষ। পদ্ম পুরাণে সুমেরুতে গঙ্গার জন্ম। গাড়োয়ালে কেদারনাথ পর্বত আজও সুমেরু নামে পরিচিত। এ ছাড়া স্থানীয় বহু প্রবাদ অনুসারে আলমোড়ার সরাসরি উত্তরে মেরু পর্বত। শাক দ্বীপে মেরু নামে একটি পর্বত। এরিয়ানে মেরোস পর্বত; স্বস বা নৈষধ পর্বতের কাছে। একটি মতে হিন্দুকুশ পর্বত।
সুরভিপত্তন—কুবাতুর। সুরভির (সোরব) রাজধানী। সুরভিপত্তন=সোপতম্ (পেরিপ্লাসে)। জৈমিনি ভারতে কুন্তলকপুর (দ্রঃ); সহদেব জয় করেন। সুরভি মহীশূরের উ-পশ্চিমে; জমদগ্নির অধিকারে ছিল (মহীশূর শিলালেখ)।
সুরাষ্ট্র—সুরাট, সৌরাষ্ট্র, সুরাজ্য, সূর্যপুর। গুজরাট বা কাথিওয়াড় বদ্বীপ (পেনিনসুলা)। স্যরাষ্ট্রেন (টলেমি)। সিন্ধু থেকে বরোচ পর্যন্ত এলাকা অর্থাৎ কচ্ছ ও কাথিওয়াড় মিলে। বল্লভি ছিল রাজধানী। যেন সুরাট। সুরাট অবশ্য প্রাচীন নয় প্রাচীন সূর্যপুর সহরের স্থানে গড়ে উঠেছে। সুরাষ্ট্র=সুরাষ্ট্রিকা=সুলাথিকা; অশোকের ধৌলি শিলালেখে। অশোক ও মৌর্যরাজাদের রাজ্যপাল শাসন করত। গুপ্তদের সময় রাজধানী ছিল বনস্থলী (বর্তমানে বনথালি)। সুরাট নগরীর কাছেই তাপ্তি নদীর তীরে পুলপারা একটি বিখ্যাত তীর্থ। একটি মতে সৌবীর>সুরাট; সুরাষ্ট্র সুরাট নয়। সুরাটে বসে শঙ্করাচার্য বেদান্তভাষ্য লেখেন। প্রবাদ কাথিওয়াড়ে মাধবপুরে কৃষ্ণরুক্মিণীর বিয়ে হয়েছিল। দ্রঃ প্রভাস।
সুলক্ষণী—গঙ্গার করদা গোগা নদী।
সুলতানপুর—(১) তামসবন (দ্রঃ)। (২) কুশভবনপুর (দ্রঃ)।
সুশর্মাপুর—কোট কাঙড়ার প্রাচীন নাম। দ্রঃ নগরকোট।
সুসর্তু—একটি নদী (ঋক্‌বেদে)। সিন্ধুর শাখা।

সুসোম—পাঞ্জাবে সিন্ধু (ঋক্) নদী। এটি যেন জোয়ানেস্ (মেগাস্থিনিস্); বর্তমানে সুওয়ন্।

সুহ্ম—রাঢ়। বঙ্গ ও কলিঙ্গের মধ্যে (বৃহৎ-সং)। পাণ্ডু জয় করেছিলেন। তপুস ও পল্লিকট (ভল্লিক)-দুজন বণিক; রেঙ্গুনের কাছে ওক্কলাব থেকে অন্যমতে উৎকল থেকে সুহ্মম (সুহ্ম?=তাম্রলিপ্ত) বন্দরে এসেছিলেন। দশকুমার চরিতে দামলিপ্ত (=তমলুক) সুহ্মদেশে। মহাভারত ইত্যাদিতে সুহ্ম ও তাম্রলিপ্ত আলাদা। পাঞ্জাবে একটি সুহ্ম দেশ ছিল; অর্জুন জয় করেছিলেন। যযাতির ছেলে অনু এবং এই অনুর বংশে বলি এবং বলির ছেলে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র। সুহ্ম বা সুম্ভ দেশে দেশক সহরের কাছে একটি বনের মধ্যে বুদ্ধদেব জনপদ কল্যাণী সুত্ত উপদেশ দেন।

সুহ্মোত্তর—ব্রহ্মোত্তর=উত্তর রাঢ়।

সেওয়ান—সিন্ধিমন, সিন্দোমন (গ্রীক), সিবিস্তান (আরব), সিন্ধুদেশ, সিন্ধু নদীর দ-তীরে। এখানে ভর্তৃহরি যুগের ধ্বংসাবশেষ আছে।

সেওয়ালিক পাহাড়—মৈনাক, উশীনর পর্বত। সপাদলক্ষ, শিবালয়, হরিদ্বার পর্বত।

সেতব্যা—তো-ওয়ই (ফা-হিয়েন)। সতিয়বিয়া; বা বাসেডিলা। সাহেট মাহেট থেকে ১৭ মাইল; কশ্যপবুদ্ধের জন্মস্থান।

সেতুবন্ধ—ভারত ও সিংহলের মধ্যে। অনেকগুলি ছোট ছোট দ্বীপের সারি। ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে রামেশ্বর পাম্বেন প্রণালী দ্বারা বিচ্ছিন্ন। দ্বীপগুলির মধ্যে প্রথম দ্বীপ রামেশ্বর। লঙ্কাতে যাবার জন্য রামচন্দ্র নির্মিত সেতু এই সেতুবন্ধ। রামেশ্বরে (=সঙ্গমতীর্থ) রামচন্দ্র স্থাপিত বিখ্যাত মন্দির; ১২ লিঙ্গের একটি। মন্দির থেকে ১.৫ মাইল দূরে রামঝরকা; এখানে রামের পদচিহ্ন রয়েছে। প্রবাদ এখান থেকে রাম সেতুনির্মাণ পরিদর্শন করতেন।

সেমুলপুর—পালামৌ জেলাতে, বিহারে। সম্ভলপুরের (দ্রঃ) কাছে সেমহ। কোলি নদী তীরে; সম্বলক (টলেমি)।

সোগদিয়না—শাকদ্বীপ (দ্রঃ), বোখারা (দ্রঃ)।

সোমনাথ—প্রভাস (দ্রঃ), সোমেশ্বরনাথ। হরিণা, কপিলা ও সরস্বতী নদীর সঙ্গমে অবস্থিত। সরস্বতীর দক্ষিণে (সোমনাথের কাছে) বিখ্যাত পিপ্পল গাছের নীচে কৃষ্ণ দেহ রাখেন।

সোমপর্বত—(১) অমরকণ্টক (দ্রঃ)। (২) হল পর্বত শাখার দক্ষিণ অংশ; সিন্ধু উপত্যকার নীচের দিকে।

সোমেশ্বরগিরি—বাণগঙ্গার উৎপত্তিস্থান।

সোয়াৎ উপত্যকা—উদ্যান, উদ্দয়ন, উজ্জানক, শিবি। হিন্দুকুশ ও দরদ দেশের দক্ষিণে। চিত্রল থেকে সিন্ধু পর্যন্ত। প্রাচীন গান্ধার দেশের অংশ।

সোরেয্য—তক্ষশিলার কাছে। রেবত এখানে থাকতেন। বৈশালী সম্মিলনে রেবত ছিলেন প্রধান নেতা।

সৌবীর—সিন্ধু সৌবীর। গুজরাটে এদের জেলা যেন। বৌদ্ধ মতে কাম্বে উপসাগর তীরে বদরি। বাইবেলে সোফির বা ওফির (দ্রঃ শূর্পারক)। অর্থাৎ বাইবেল রচনার সময় এটি পরিচিত ও সমৃদ্ধ ছিল। 'মিলিন্দ' প্রশ্নে সোবির একটি সমুদ্র

বন্দর। মতান্তরে সিন্ধু ও ঝিলমের মধ্যে; নাম সিন্ধু সৌবীর। আর এক মতে সিন্ধে। দেবিকা (অগ্নি পু) ও ইক্ষুমতী (ভাগব) এই দেশে প্রবাহিত। একটি মতে কচ্ছ উপসাগরের তীরে কাথিওয়াড়ে উত্তর দিকে। আলবেরুনি বলেছেন মুলতান ও ঝরওয়ার। দ্রঃ দেবিকা। রোরুকা, রোরুভা, বা' রোরব সৌবীর' রাজধানী ছিল যেন। আর এক মতে সিন্ধু সৌবীর বর্তমানের সিন্ধুণ মতান্তরে সিন্ধু (=বর্তমানের সিন্ধ)+সৌবীর (=সিন্ধের ওপর অংশ: এখানকার রাজধানী যেন দত্তামিত্র= ডেমেট্রিয়াস্)। আলবেরুনির মতটিই যেন সত্য। কিছু মতে এটি আরবের দ-অংশ। দ্রঃ বদরী।

স্তম্ভপুর—(১) স্তম্ভতীর্থ। অষ্টকল্প্র (পেবিপ্লাসে), অষ্টকপ্র (টলেমি)। কাম্বে। হস্তকবপ্র। গুজরাটে ভব নগরের কাছে। স্তম্ভ>থাম্বে>কাম্বে বা থাম্বাৎ হচ্ছে স্তম্ভপুর রাজধানী তাম্বানগরী। স্তম্ভতীর্থে শালিগবসহিক মন্দিরে বিখ্যাত অভিধানকার হেমচন্দ্র জৈন সন্ন্যাসী হন।

স্ত্রীরাজ্য—ব্রহ্মপুত্রের অব্যবহিত উত্তরে। গাড়োয়াল ও কুমায়ুন। ৭-ম শতকে নাম ছিল সুবর্ণগোত্র। এমাজোন/খাণ্ডাই-দের দেশ। এদের রাণী প্রমীলা অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। সাটলেজের ট্রান্স হিমালয়ান উপত্যকাতে হিউ-এন-ৎসাঙ একটি নারী রাজ্য দেখেছিলেন।

স্থাণেশ্বর—স্থাণুতীর্থ, থানেশ্বর, স্থাণ্বীশ্বর, সমন্তপঞ্চক, কুরুক্ষেত্র (দ্রঃ)। ব্রহ্মর্ষিদেশের অংশ। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল, ও শূরসেন মিলে। ব্রহ্মাবর্ত। প্রাচীন কুরুক্ষেত্র অর্থে থানেশ্বর, পাণিপথ, সোনপত ও আমিন। সরস্বতী তীরে। আম্বালা থেকে ২৫ মাইল দক্ষিণে। এখানে লিঙ্গ পূজা প্রথম প্রচলন হয়। এখানে বেণ রাজার কুষ্ঠ রোগ সারে। দ্রঃ শ্রীকণ্ঠ।

স্ফাটিকশিলা—মাল্যবান গিরি।

স্বয়ম্ভূনাথ—নেপালে বিখ্যাত তীর্থ। কাঠমণ্ডু থেকে ১'৫ মাইল পশ্চিমে। এখানে গোপুচ্ছ পর্বতে একটি বৌদ্ধ চৈত্য রয়েছে। চৈত্যটি স্বয়ম্ভূনাথ=মানসী বা মরণশীল বুদ্ধের নামে উৎসর্গী কৃত। মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্বের নামের সঙ্গেও জড়িত। মহাচীন থেকে ইনি নেপালে এসেছিলেন। সত্য ত্রেতা ও দ্বাপরে এই গোপুচ্ছের নাম ছিল যথাক্রমে পদ্মগিরি, বজ্রকূট ও গোশৃঙ্গ। এখানে কালীহ্রদ নামে একটি পবিত্র হ্রদ ছিল, মঞ্জুশ্রী এটিকে জমিতে পরিণত করেন। এই চৈত্য সবচেয়ে পবিত্র বৌদ্ধতীর্থ। একটি মতে মঞ্জুশ্রী খৃ ১০ শতকের প্রথম দিকে জীবিত ছিলেন। গৌড়ের রাজা প্রচণ্ডদেব বৌদ্ধ ভিক্ষু হন; নাম হয় শান্তিকর এবং এই চৈত্য নির্মাণ করান।

হংসবতী—পেগু। সমল ও বিমল দুই ভাই নির্মাণ করেন।

হংসস্তূপ—রাজগিরে গিরিয়েক বিহারে জরাসন্ধ কা বৈঠক। হিউ-এন-ৎসাঙ এসেছিলেন। হীনযান বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ক্ষুধা মিটাবার জন্য একটি হাঁস এখানে নিজেকে উৎসর্গ করেছিল; এই হংসের ধাতুগর্ভস্তূপ। আগে এখানে ভাল রাস্তা ছিল; শিখরে ওঠা যেত। ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করতে যাবার সময় বিম্বিসার এই রাস্তা করিয়েছিলেন। রাস্তার অবশেষিত অংশ এখনও আছে।

হস্ত্যাহরণ—হস্তিহরণ, হস্তিয়াহরণ। অযোধ্যাতে হারদোই থেকে ২৮ মাইল দ-পূর্বে।

কল্যাণ মঠের কাছে। ধূত পাপের মত একই কারণে বিখ্যাত। দ্রঃ মুঙ্গের।

হরমুখ—গঙ্গার উত্তর তীরে দউণ্ডিখের যেন। এলাহাবাদ থেকে ১০৪ মাইল উ-পশ্চিমে। হিউ-এন-ৎসাঙ দৃষ্ট।

হরমুখ—হরমুকুট। কাশ্মীরে শ্রীনগরের ২০ মাইল পূর্বে।

হরিদ্বার—হরদ্বার। দ্রঃ কনখল। গঙ্গার দক্ষিণ তীরে শিবালিক পর্বত থেকে এখানে গঙ্গা বার হয়ে সমতলে নেমে এসেছে। উৎস থেকে স্থানটি প্রায় ২০০ মাইল। সাহারানপুর জেলাতে রাজা শ্বেতের রাজ্যের পূর্বপ্রান্তে। এখানে নকুলেশ্বর মহাদেবের মন্দির রয়েছে। দ্রঃ মায়াপুরী। হরিদ্বার পর্বত অর্থে উশীনর পর্বত; শিবালিক পর্বতমালা; এই পর্বত পার হয়ে গঙ্গা সমতলে নেমে এসেছে।

হরিহরক্ষেত্র—(১) হরিহরছত্র। দ্রঃ শোণপুর, গজেন্দ্রমোক্ষতীর্থ। (২) হরিহরনাথপুর; মহীশূরে; হরিদ্রা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে।

হস্তনগর—পুষ্কলাবতী; পুষ্করাবতী, পিউকেলায়োটেস্ (গ্রীক)। গান্ধারের পুরাতন রাজধানী। ভরতের ছেলে পুষ্কর স্থাপিত। পেশোয়ারের ১৭-মাইল উ-পশ্চিমে লণ্ডাই নদীর তীরে। সোয়াৎ ও পঞ্জকোরা দুটি নদী মিলে লণ্ডাই। চরসুদ্দ।

হস্তিনাপুর—নাগপুর, গজসাহ্বয়। দিল্লির উ-পূর্বে। মিরাট থেকে ২২-মাইল উ-পূর্বে। গঙ্গার দ-তীরে। কুরুপাণ্ডবদের রাজধানী। গঙ্গার বন্যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে জন্মেজয়ের নাতি নিচক্ষু কৌশাম্বীতে রাজধানী নিয়ে যান। এখানে গড়মুক্তেশ্বর মন্দির ছিল।

হস্তিমতী—হউৎমতী। গুজরাটে সাবরমতী নদীর একটি শাখা (পদ্ম-পু)।

হাটক—(১) উন বা হূণ দেশ। লাডাক। এখানে মানস সরোবর। গুহ্যকরা (গুর্খাদের পূর্বপুরুষ) এখানে বাস করতেন। (২) আমেদাবাদে একটি তীর্থস্থান। এখানে চমৎকারপুর আনর্তদের রাজধানী ছিল। সিধপুর থেকে ৭০ মাইল দ-পূর্বে; (৩) হাটক নদী শাক দ্বীপে।

হাম্পি—হোপি। (১) পম্পা। (২) বিজয়নগর; বেলারিতে।

হায়দ্রাবাদ—(১) সিন্ধে। কানিংহামের পাতাল। (২) ভবনগর, নিজাম রাজ্যে।

হারিত আশ্রম—একলিঙ্গ। রাজপুতানাতে উদয়পুর থেকে ১-মাইল দূরে; একটি গিরিখাতের মধ্যে: সংহিতাকার ঋষি হারিতের আশ্রম।

হিঙলাজ—হিঙ্গুল, হিঙ্গুলা। হিঙলাজ (দেবী ভাগবতে)। বেলুচিস্তানে মেকারন উপকূলে। হিঙ্গুলা পর্বতমালার শেষপ্রান্তে; সমুদ্র থেকে ২০ মাইল মত। অঘোর বা হিঙ্গুলা বা হিঙ্গোল নদীর তীরে; মোহনার কাছে। আলেকজেন্দ্রীয় তোমেরস্। ৫২ পীঠের একটি। সতীর ব্রহ্মরন্ধ্র পড়েছিল। দেবী এখানে দুর্গা মহামায়া, মাতা বা কোট্টারী। মন্দিরটি সরু একটি পার্বত্য খাদের (গর্জ) মধ্যে; দুদিকে খাড়া পাহাড় হাজার ফুট মত উঠে গেছে। ছোট একটি প্রাকৃতিক গুহার প্রান্তে মাটি দিয়ে তৈরি মন্দির। দেবী এখানে সমাধি প্রস্তর আকারের এক টুকরা পাথর। একটি মতে আলেকজান্দারের আগেও এটি ছিল। এখানে দেবী ছিল ননা। আসিরীয় রাজা অসুরবাণীপাল (গ্রীকনাম সর্দনপালুস) সুসা থেকে (৬৪৫ খৃ পূ) মূল মন্দির উরুখ-এতে (বর্তমানে ওয়ার্ক-মেসোপটেমিয়াতে) বিগ্রহ সরিয়ে নিয়ে যান। মূল দেবী

আসিরীয় ; আকৃতিহীন একটি পাথর। অতি প্রাচীন কাল থেকে হিঁদু মুসলমান সকলেই এখানে দর্শনে আসে। মুসলমানরা এঁকে দেবি ননি বলেন। বেলিয়াঁতে য়ম এলাকা ও খেলাতের থান এলাকার মধ্যগত সীমানা এই অঘোর নদী। হব্ব পর্বতের ওপর দিকে এই নদীর নাম হিঙ্গুল। করাচী থেকে যেতে হলে সউমিয়ানী বন্দর ও অঘোর নদীর মাঝখানে তিনটি ছোট ছোট পাহাড় রয়েছে ; এই তিনটি পাহাড় থেকে কাদাগোলা জল ছিটকে উঠছে, নাম চন্দ্রকূপ।

হিন্দুকুশ—পারিপাত্র, নিষধ (দ্রঃ) পর্বত, মেরু, সুমেরু, কোকস্যুস্, পাঁমির। শাকদ্বীপে।

হিড়ম্ব—কাছাড় ; আসামে কামরূপের রাজার নামে নাম। খাসপুরে ইনি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়েছিলেন।

হিরণ্বতী—(১) ঋষিকুল্যা। (২) মৎস্যপুরাণে পাঞ্জাবে রাভি, ইরাবতী বা ঐরাবতী নদী। শতদ্রুর প্রাচীন নাম।

হিমবন্ত—তিব্বত, মতান্তরে নেপাল। অশোক এখানে মঝ্ঝিম, কস্সপগোত্ত ও দুন্দুভিসারকে পাঠান। এঁদের চিতাভস্ম একটি স্তূপে রক্ষিত হয়।

হিমালয়—পুরাণে মানস সরোবরের দক্ষিণে।

হিরণ্বতী—(১) কোসলে একটি নদী, সম্ভবত পশ্চিম সীমান্তে (বাম পু)। (২) কুরু ক্ষেত্রে একটি নদী।

হিরণ্যপুর—(১) হিরকানিয়া। কাস্পিয়ান সমুদ্রের দ-পূর্বে ; এস্তেরাবাদের কাছে। (২) হিন্দউন/হেবেদউন ; জয়পুরে হিরণ্যপুর/পুরী। আগ্রার দ-পশ্চিমে ৭১ মাইল দূরে। এখানে নৃসিংহ হিরণ্যকশিপুকে নিহত করেন। দ্রঃ মূলস্থানপুর।

হিরণ্যবতী—(১) দ্রঃ শাকদ্বীপ। (২) ছোটগণ্ডক—অজিতাবতী, কুশীনারার (দ্রঃ) উত্তরে। গোরক্ষপুর জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। বড় গণ্ডকের ৮ মাইল পশ্চিমে এবং সরযূতে (গোগ্রা) এসে মিশেছে।

হিরণ্যবিন্দু—(১) দ্রঃ কালঞ্জর। (২) হিমালয়ে একটি তীর্থ।

হীরকবালুকা—অমরাবতী। বেজোয়াদা থেকে ১৮ মাইল মত পশ্চিমে। কৃষ্ণা নদীর তীরে। এখানে বিখ্যাত পূর্বশৈল সঙ্ঘারাম ছিল।

হুপিয়ান—পরগুস্থানের রাজধানী। পরগু জাতির দেশ। পাণিনিতে উল্লিখিত। বর্তমানে ওপিয়ান। চারিকর থেকে একটু ওপরে। ওপিয়ান<উপনিবেশ (?) (মৎস্য)। উপনিবেশ = ক্ষত্রউপনিবেশ। আলেকজান্দ্রিয়া (দ্রঃ)।

হুস্কপুর—হুস্কাপুর। উস্কুর—উস্কর। বিতস্তার তীরে। কাশ্মীরে বরামুলার দ-পূর্বে ২-মাইল দূরে। কণিষ্কের ভাই রাজা হুস্কের স্থাপিত।

হুণদেশ—উনদেশ। পাঞ্জাবে শাকল বা শিয়ালকোটের চারপাশে। মিহিরকুলের রাজ্য।

হৃষীকেশ—ঋষিকেশ। হরিদ্বার থেকে উত্তরে ২৪ মাইল ; একটি পাহাড়ি এলাকা। হরিদ্বার থেকে বদ্রিনাথের পথে ভাগীরথী তীরে।

হেমকূট—(১) হেমপর্বত = কৈলাস পর্বত। কুবেরের বাসস্থান (ভীষ্ম, কূর্ম)। (২) হিমালয়ে বন্দরপুচ্ছ শাখা, এখান থেকে গঙ্গা, যমুনা ও অলকানন্দার উৎপত্তি (বরাহ)

বন্দরপুচ্ছও কৈলাস নামে অভিহিত। দ্রঃ রুদ্র হিমালয়।

হেলমন্দ— আবেস্তাতে হরখইতি; অথর্ব বেদে সরস্বতী।

হৈহয়—খান্দেশ; ঔরঙ্গাবাদের অংশ ও দ-মালব। কার্তবীর্যার্জুনের রাজ্য; রাজধানী মাহিষ্মতী (দ্রঃ)।

হ্লাদিনী—ব্রহ্মপুত্র যেন। আবার আছে পশ্চিমে কেকয় ও পূর্বে শতদ্রুর মধ্যবর্তী যেন। কেকয় থেকে অযোধ্যাতে আসার সময় ভরত এই নদী পার হন। দ্রঃ ঝিলম।

ভ্রম সংশোধন।

প্রথম খণ্ড।

পাতা	১৮৫	লাইন	১২০	আত্রেয়ী	হবে	আগ্নেয়ী
	৪২৭	„	৩২		হবে	(২) কাশ্মীরে একটি মনোরম জায়গা ; অশোকের সময়ের স্থাপিত একটি মন্দির এখানে আছে।
	৪৫৮	„	১৩,১৪	সুদাম	হবে	সুদাস